

السنة لعبد الله بن أحمد (عبد الله بن أحمد)
القسم: العقيدة

الكتاب: السنة
المؤلف: أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي
(ت 290هـ)
المحقق: د. محمد بن سعيد بن سالم القحطاني
الناشر: دار ابن القيم - الدمام
الطبعة: الأولى، 1406 هـ - 1986 م
عدد الأجزاء: 2
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 8 صفر 1433

আব্দুল্লাহ ইবন আহমাদ-এর সুন্নাহ (আব্দুল্লাহ ইবন আহমাদ)

বিভাগ: আকীদা

গ্রন্থ: সুন্নাহ

লেখক: আবু আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ ইবন আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন হাম্বল আশ-শায়বানী
আল-বাগদাদী (মৃত্যু ২৯০ হিজরি)

মুহাক্কিক: ড. মুহাম্মাদ ইবন সাঈদ ইবন সালিম আল-কাহতানী

প্রকাশক: দার ইবনুল কাইয়্যিম - দাম্মাম

সংস্করণ: প্রথম, ১৪০৬ হিজরি - ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ

খণ্ডের সংখ্যা: ২

[গ্রন্থের ক্রমিক সংখ্যা মুদ্রিত সংস্করণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ]

শামিলাতে প্রকাশের তারিখ: ৮ সফর ১৪৩৩

أَحْمَدُ اللَّهِ نَاصِرُ كُلِّ صَابِرٍ
أَنْبَأَنَا الْأَشْيَاخُ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْقَطِيعِيِّ وَعُمَرُ بْنُ كَرَمٍ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ
الدِّينُورِيِّ، وَأَبُو نَصْرِ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ قُنَيْدَةَ وَعَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ
بْنَ بَكْرَانَ الدَّاهِرِيِّ وَغَيْرُهُمْ قَالُوا: أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَقْتِ عَبْدُ الْأَوَّلِ بْنُ عَيْسَى بْنِ شُعَيْبٍ
السِّجَزِيُّ الْهَرَوِيُّ الصُّوفِيُّ قَالَ: أَنَا الشَّيْخُ الْإِمَامُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو إِسْمَاعِيلَ عَبْدُ اللَّهِ
بْنَ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ مِنْ كِتَابِهِ

আমি আল্লাহর প্রশংসা করি, যিনি প্রত্যেক ধৈর্যশীল ব্যক্তির সাহায্যকারী।

আমাদেরকে উস্তাদগণ অবহিত করেছেন: মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে উমার আল-কাতীঈ, এবং উমার ইবনে কারাম ইবনে আবুল হাসান আদ-দাইনুরী, এবং আবু নাসর ইবনে আবুল হাসান ইবনে কুনাইদাহ, এবং আব্দুল সালাম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে বাকরান আদ-দাহিরী ও অন্যান্যরা বলেছেন: আমাদেরকে আবুল ওয়াকত আব্দুল আওয়াল ইবনে ইসা ইবনে শুআইব আস-সিজযী আল-হারাবী আস-সূফী অবহিত করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি শায়খ, ইমাম, শায়খুল ইসলাম আবু ইসমাইল আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ আল-আনসারী তাঁর কিতাব থেকে (বলছি)।

أَنَا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَرَّابِ كِتَابَةً، أَنَا أَبُو
النَّصْرِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ السَّمْسَارِ نَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
خَالِدٍ الْهَرَوِيِّ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ حَنْبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ وَأَرْضَاهُ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ عِنْدَ مُفْتَتِحِ كُلِّ كَلَامٍ، وَذِكْرِ كُلِّ نِعْمَةٍ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى
مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَآلِهِ. سُئِلَ عَمَّا قَالَتْهُ الْعُلَمَاءُ فِي الْجَهَنِّيَّةِ الضَّلَالِ وَإِكْفَارِهِمْ وَالصَّلَاةِ
خَلْفَهُمْ؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ:

1 - سَبَّعْتُ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، يَقُولُ: " مَنْ قَالَ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ فَهُوَ عِنْدَنَا كَافِرٌ، لِأَنَّ الْقُرْآنَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَفِيهِ أَسْمَاءُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ".

2 - سَبَّعْتُ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، يَقُولُ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: الْعِلْمُ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ لِأَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِلْمٌ حَتَّى خَلَقَهُ "

আবু ইয়াকুব ইসহাক ইবনে ইব্রাহিম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুর রহমান আল-কাররাব লিখিতভাবে আমাকে জানিয়েছেন। আমাকে আবু নাসর মুহাম্মাদ ইবনে হাসান ইবনে সুলাইমান আস-সিমসার জানিয়েছেন। আমাদেরকে আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইব্রাহিম ইবনে খালিদ আল-হারাবী বর্ণনা করেছেন। আমাদের কাছে আবু আব্দুর রহমান আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাস্বাল (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁকে সন্তুষ্ট রাখুন) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: প্রতিটি কথার শুরুতে এবং প্রতিটি নিয়ামতের স্মরণে সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। এবং আল্লাহ নবী মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবারের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। তাঁকে পথভ্রষ্ট জাহমিয়্যা (Jahmiyyah) সম্পর্কে, তাদের কাফির সাব্যস্ত করা এবং তাদের পেছনে সালাত আদায় করা সম্পর্কে উলামাদের (আলেমগণ) কী মত, তা জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। আবদুল্লাহ (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন) বললেন:

১ - আমি আমার পিতাকে (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন) বলতে শুনেছি: "যে বলবে কুরআন সৃষ্ট, সে আমাদের মতে কাফির (অবিশ্বাসী)। কারণ কুরআন আল্লাহর মহিমাম্বিত জ্ঞানের অংশ এবং এতে আল্লাহর মহিমাম্বিত নামসমূহ রয়েছে।"

২ - আমি আমার পিতাকে (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন) বলতে শুনেছি: "যদি কোনো ব্যক্তি বলে: জ্ঞান সৃষ্ট, তবে সে কাফির। কারণ সে দাবি করে যে, আল্লাহ তা সৃষ্টি না করা পর্যন্ত তাঁর কোনো জ্ঞান ছিল না।"

3 - سَبِعْتُ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، يَقُولُ: " مَنْ قَالَ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ فَهُوَ عِنْدَنَا كَافِرٌ لِأَنَّ الْقُرْآنَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ} [آل عمران: 61] وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ {وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنَّ اتَّبَعْتُ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ} [البقرة: 120] وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ {وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنَّ اتَّبَعْتُ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ} [البقرة: 145] وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ {أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} [الأعراف: 54]، قَالَ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَالْخَلْقُ غَيْرُ الْأَمْرِ»، وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ {وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ} [هود: 17]، قَالَ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: " وَالْأَحْزَابُ: الْبَلَلُ كُلُّهَا " {فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ} [هود: 17]، وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ {وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبٍ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنَّ اتَّبَعْتُ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ} "

4 - سَبِعْتُ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، يَقُولُ: " مَنْ قَالَ ذَلِكَ الْقَوْلَ لَا يُصَلِّيَ خَلْفَهُ الْجُمُعَةَ وَلَا غَيْرَهَا: إِلَّا أَنَّا لَا نَدْعُ إِثْبَانَهَا فَإِنْ صَلَّى رَجُلٌ أَعَادَ الصَّلَاةَ، يَعْنِي خَلْفَ مَنْ قَالَ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ "،

5 - سَأَلْتُ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ الصَّلَاةِ، خَلْفَ أَهْلِ الْبِدْعِ، قَالَ: «لَا يُصَلِّيَ خَلْفَهُمْ مِثْلُ الْجَهْمِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ»،

6 - سَبِعْتُ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، يَقُولُ: «إِذَا كَانَ الْقَاضِي جَهْمِيًّا فَلَا تَشْهَدُ عِنْدَهُ»

3 - আমি আমার পিতাকে (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) বলতে শুনেছি: "যে বলবে, কুরআন সৃষ্টি (মাখলুক), সে আমাদের মতে কাফের। কারণ কুরআন মহান আল্লাহ তাআলার জ্ঞান থেকে আগত। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {তোমার কাছে জ্ঞান আসার পর যে কেউ এই বিষয়ে তোমার সাথে বিতর্ক করে} [আল-ইমরান: ৬১]। এবং তিনি (আল্লাহ) বলেছেন: {ইহুদি ও খ্রিস্টানরা তোমার প্রতি কখনও সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর। বল, আল্লাহর হেদায়েতই প্রকৃত হেদায়েত। তোমার কাছে জ্ঞান আসার পর যদি তুমি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর, তবে আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমার কোন অভিভাবক বা সাহায্যকারী থাকবে না} [আল-বাকারা: ১২০]। এবং তিনি (আল্লাহ) বলেছেন: {যদি তুমি আহলে কিতাবদের কাছে প্রতিটি নিদর্শন নিয়ে আস, তবুও তারা তোমার কিবলাকে অনুসরণ করবে না। আর তুমিও তাদের কিবলার অনুসরণকারী নও। তাদের একে অপরের কিবলারও অনুসরণকারী নয়। তোমার কাছে জ্ঞান আসার পর যদি তুমি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর, তবে নিঃসন্দেহে তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে} [আল-বাকারা: ১৪৫]। এবং তিনি (আল্লাহ) বলেছেন: {জেনে রাখো, সৃষ্টি ও নির্দেশ তাঁরই। বরকতময় আল্লাহ, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক} [আল-আরাফ: ৫৪]। আমার পিতা (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) বলেছেন: আর সৃষ্টি (আল-খালক) নির্দেশ (আল-আমর) থেকে ভিন্ন। এবং তিনি (আল্লাহ) বলেছেন: {এবং বিভিন্ন দল-উপদলের মধ্যে যে তা অস্বীকার করে} [হুদ: ১৭]। আমার পিতা (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) বলেছেন: সাঈদ ইবনে জুবাইর বলেছেন: আর দল-উপদল (আল-আহযাব) বলতে সকল সম্প্রদায়কে বোঝায়। {তবে আগুনই তাদের প্রতিশ্রুত স্থান} [হুদ: ১৭]। এবং তিনি (আল্লাহ) বলেছেন: {এবং দল-উপদলের মধ্যে এমনও আছে যারা এর কিছু অংশ অস্বীকার করে। বল, আমাকে তো শুধু আল্লাহর ইবাদত করার এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমি তাঁরই দিকে ডাকি এবং তাঁরই কাছে আমার প্রত্যাবর্তন। আর এভাবেই আমরা তা আরবি বিধান রূপে অবতীর্ণ করেছি। তোমার কাছে জ্ঞান আসার পর যদি তুমি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর, তবে আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমার কোন অভিভাবক বা রক্ষক থাকবে না}।"

4 - আমি আমার পিতাকে (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি ওই কথা বলে (যে কুরআন সৃষ্টি), তার পেছনে জুমার নামাজ বা অন্য কোনো নামাজ পড়া যাবে না। তবে আমরা তাতে (জামাতে) যাওয়া পরিত্যাগ করব না। যদি কোনো ব্যক্তি (এমন ইমামের

পেছনে) নামাজ পড়ে ফেলে, তবে সে নামাজ পুনরায় আদায় করবে; অর্থাৎ, যে বলে কুরআন সৃষ্ট, তার পেছনে নামাজ পড়লে।"

5 - আমি আমার পিতাকে (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) বিদআতীদের (আহলুল বিদআহ) পেছনে নামাজ আদায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন: "তাদের পেছনে নামাজ পড়া যাবে না, যেমন জাহমিয়া (Jahmiyyah) ও মুতাজিলাদের (Mutazilah) পেছনে।"

6 - আমি আমার পিতাকে (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) বলতে শুনেছি: "যদি বিচারক (কাযী) জাহমিয়া মতাদর্শী হন, তবে তার কাছে সাক্ষ্য দেবে না।"

(ص: 103) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

7 - حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَيْسَى مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ قِيْرَاطٍ، قَالَ [ص: 104]: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ طَهْمَانَ، يَقُولُ: «الْجَهْمِيَّةُ كُفَّارٌ، وَالْقَدَرِيَّةُ كُفَّارٌ»

৭ - আমাকে বর্ণনা করেছেন আল-হাসান ইবন ঈসা, যিনি আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের মুক্ত দাস ছিলেন। আমাদেরকে হাম্মাদ ইবন কিরাত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন [পৃষ্ঠা: ১০৪]: আমি ইবরাহীম ইবন তাহমানকে বলতে শুনেছি: “জাহমিয়াহরা কাফির, আর কাদারিয়াহরা কাফির।”

(ص: 104) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

8 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ الْبَصْرِيُّ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ قَرِيبٍ الْأَصْعَمِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «لَيْسَ قَوْمٌ أَشَدَّ نَقْضًا لِلْإِسْلَامِ [ص: 105] مِنَ الْجَهْمِيَّةِ وَالْقَدَرِيَّةِ، فَأَمَّا الْجَهْمِيَّةُ فَقَدْ بَارَزُوا اللَّهَ تَعَالَى، وَأَمَّا الْقَدَرِيَّةُ فَإِنَّهُمْ قَالُوا فِي اللَّهِ عِزَّ وَجَلَّ»

৮ - মুহাম্মাদ ইবনে সালিহ আল-বাসরী, বনী হাশিমের মাওলা, আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, আব্দুল মালিক ইবনে কারীব আল-আসমাঈ আমাদের কাছে হাদিস বর্ণনা করেছেন, আল-

মুতামির ইবনে সুলাইমান আত-তায়মী আমাদের কাছে হাদিস বর্ণনা করেছেন, তাঁর পিতা থেকে, তিনি বলেছেন: “জাহমিয়াহ ও ক্বাদারিয়াহদের চেয়ে এমন কোনো সম্প্রদায় নেই যারা ইসলামের ভিত্তি ভাঙতে **পৃষ্ঠা: ১০৫** অধিক কঠোর। আর জাহমিয়াহরা তো মহান আল্লাহর সাথে প্রকাশ্য বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছে, আর ক্বাদারিয়াহরা তো পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত আল্লাহর ব্যাপারে এমন কথা বলেছে।”

(ص: 105) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

9 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيِّ، حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ نَعِيمٍ السَّجِسْتَانِيُّ الْبَابِيُّ ثِقَةً، قَالَ: سَمِعْتُ سَلَامَ بْنَ أَبِي مُطِيعٍ، يَقُولُ: «الْجَهْمِيَّةُ كُفَّارٌ لَا يُصَلِّيْ خَلْفَهُمْ»

৯ - আমার কাছে আহমাদ ইবনু ইবরাহীম আদ-দাওরাকী বর্ণনা করেছেন, আমার কাছে যুহায়র ইবনু নুআইম আস-সিজিসতানী আল-বাবী, একজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী, বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি সালাম ইবনু আবী মুতীকে বলতে শুনেছি যে, “জাহমিয়া সম্প্রদায় কাফির; তাদের পেছনে সালাত আদায় করা যাবে না।”

(ص: 105) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

10 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ خَارِجَةَ، يَقُولُ: " الْجَهْمِيَّةُ كُفَّارٌ بَلَّغُوا نِسَاءَهُمْ أَنَّهُنَّ طَوَالِقٌ، وَأَنَّهِنَّ لَا يَحِلُّنَّ لِأَزْوَاجِهِنَّ لَا [ص: 106] تَعُودُوا مَرْضَاهُمْ وَلَا تَشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ، ثُمَّ تَلَا {طه: 1} {مَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى} [طه: 2] إِلَى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه: 5] وَهَلْ يَكُونُ الْإِسْتِوَاءُ إِلَّا بِجُلُوسٍ "

১০ - আহমাদ ইবনে সাঈদ আবু জাফর আদ-দারিমী আমাকে বলেছেন: আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, তিনি খারিজাহকে বলতে শুনেছেন: "জাহমিয়াহ সম্প্রদায় কাফির। তাদের স্ত্রীদেরকে খবর দাও যে, তারা তালাকপ্রাপ্ত এবং তারা তাদের স্বামীদের জন্য হালাল নয়। তাদের **পৃ. ১০৬** রোগীদের দেখতে যেও না এবং তাদের জানাযায় উপস্থিত হয়ো না।" এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন: {ত্বহা} [ত্বহা: ১] {আমরা তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিনি

তোমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য} [ত্বহা: ২] থেকে মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর এই বাণী পর্যন্ত: {দয়াময় (আল্লাহ) আরশের উপর অধিষ্ঠিত (ইস্তাওয়া)} [ত্বহা: ৫]। "আর ইস্তিওয়া কি বসা ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে?"

(ص: 106) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

11 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ [ص: 107] نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ: «مَنْ قَالَ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ يُوجَعُ ضَرْبًا وَيُحْبَسُ حَتَّى يَمُوتَ» وَقَالَ مَالِكُ رَحِمَهُ اللَّهُ: "اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي السَّمَاءِ وَعِلْمُهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ لَا يَخْلُو مِنْهُ شَيْءٌ، وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ {مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ} [المجادلة: 7] وَعَظَّمَ عَلَيْهِ الْكَلَامَ فِي هَذَا وَاسْتَشْنَعَهُ "

১১ - আমার পিতা, আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন, বলেছেন: আমাদেরকে সুরাইজ ইবনুন নুমান বর্ণনা করেছেন, আমাকে আব্দুল্লাহ ইবনু (পৃষ্ঠা: ১০৭) নারি' অবহিত করেছেন, তিনি বলেছেন: মালিক ইবনু আনাস, আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন, বলতেন: "যে বলবে কুরআন সৃষ্টি, তাকে কঠোর প্রহার করা হবে এবং মৃত্যু পর্যন্ত বন্দি রাখা হবে।" এবং মালিক, আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন, বলেছেন: "আল্লাহ তাআলা আসমানে (উপরে) আছেন এবং তাঁর জ্ঞান সকল স্থানে বিরাজমান; কোনো কিছুই তাঁর জ্ঞান থেকে মুক্ত নয়।" এবং তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন: {তিনি জনের কোনো গোপন আলোচনা হয় না যেখানে তিনি চতুর্থ না হন এবং পাঁচ জনেরও না যেখানে তিনি ষষ্ঠ না হন।} [আল-মুজাদালাহ: ৭] এবং তিনি এ বিষয়ে কথা বলাকে অত্যন্ত গুরুতর মনে করতেন এবং একে নিন্দনীয় জ্ঞান করতেন।

(ص: 107) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

12 - حَدَّثَنِي شَيْخٌ، لَنَا بَصْرِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدَةُ أَبُو مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، يَقُولُ: " مَنْ زَعَمَ أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ عز وجل {يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [النمل: 9] مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ زَنْدِيقٌ حَلَالُ الدِّمْرِ "

১২ - আমাদের জনৈক বাসরাবাসী শায়খ আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, আবদা আবু মুহাম্মাদ আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক আমাদের কাছে হাদিস বর্ণনা করেছেন, আমি সুফিয়ান সাওরিকে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, মহান আল্লাহর বাণী, "হে মুসা, নিশ্চয় আমিই আল্লাহ, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" [সূরা আন-নামল: ৯] সৃষ্ট, সে কাফির, যিনদিক এবং তার রক্ত হালাল।"

(ص: 107) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

13 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاعَانِيُّ، حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ أَبِي هَارُونَ، حَدَّثَنَا [ص: 108] جَبَّانُ بْنُ مُوسَى، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: «مَنْ قَالَ إِنَّ قُلَّ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ»

১৩ - মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক আস-সাগানী আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, হারুন ইবনে আবী হারুন আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, হিব্বান ইবনে মুসা (পৃষ্ঠা: ১০৮) আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, ইবনুল মুবারক থেকে, সুফিয়ান থেকে, তিনি বলেছেন: "যে ব্যক্তি বলবে যে, বলো, তিনিই আল্লাহ, এক ও অদ্বিতীয়; আল্লাহ, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন – এই উক্তি সৃষ্ট, সে কাফির।"

(ص: 108) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

14 - حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِشْكَابٍ سَمِعْتُ أَبِي وَالْهَيْثَمَ بْنَ خَارِجَةَ، يَقُولَانِ: سَمِعْنَا أَبَا يُوسُفَ الْقَاضِي، يَقُولُ بِخُرَاسَانَ: " صِنْفَانِ مَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَشَرُّ مِنْهُمَا: الْجَهَنِّيَّةُ وَالْبُقَاتِلِيَّةُ "

১৪ - আমার কাছে আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনুল হুসাইন ইবনু ইবরাহীম ইবনু ইশকআব বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি আমার পিতা এবং হাইসাম ইবনু খারিজাহকে বলতে শুনেছি যে, আমরা বিচারপতি আবু ইউসুফকে খোরাসানে বলতে শুনেছি: "পৃথিবীর বুকে দুটি শ্রেণি এমন রয়েছে যাদের চেয়ে নিকৃষ্ট আর কেউ নেই: জাহমিয়্যাহ এবং মুকাতিলিয়্যাহ।"

(ص: 109) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ رَحِمَهُ اللَّهُ

আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক, আল্লাহ তাঁর উপর রহমত করুন

(ص: 109) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

15 - حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: كَانَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يَقُولُ: «الْجَهْمِيَّةُ كُفَّارٌ»

15 - আমাকে আল-হাসান ইবনে ঈসা, যিনি আব্দুল্লাহ ইবনে আল-মুবারাকের মাওলা ছিলেন, বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ইবনে আল-মুবারাক বলতেন, "জাহমিয়্যারা কাফির (অবিশ্বাসী)।"

(ص: 109) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

16 - سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عِيسَى، يَقُولُ: «الْجَهْمِيَّةُ وَمَنْ يَشُكُّ فِي كُفْرِ الْجَهْمِيَّةِ؟»

16 - আমি হাসান ইবনে ঈসাকে বলতে শুনেছি: "জাহমিয়্যাহরা (কাফির)। আর জাহমিয়্যাহদের কুফরিতে (অবিশ্বাসে) কে সন্দেহ করে?"

(ص: 109) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

17 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَرَّرُ بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَهْلٍ يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَكَانَ يُلقَّبُ رَاهَوِيَهُ قَالَ: قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: «لَيْسَ تَعْبُدُ الْجَهْمِيَّةَ شَيْئًا»

১৭ - আহমদ ইবনু ইবরাহীম আদ-দাওরাকী আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, মুহরিয ইবনু আওন আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, আবু সাহল ইয়াহইয়া ইবনু ইবরাহীম আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, এবং তিনি রাহাওয়াইহ উপাধিপ্রাপ্ত ছিলেন। তিনি বলেছেন: ইবনু মুবারাক বলেছেন: "জাহমিয়াগণ কোনো কিছুই ইবাদত করে না।"

(ص: 110) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

18 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ رُسْتَمَ أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو سَهْلٍ رَاهَوِيَهُ، قَالَ: "كُنْتُ أَدْعُو عَلَى الْجَهْمِيَّةِ فَأَكْثَرُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَدَخَلَ قَلْبِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَقَالَ: لَا يَدْخُلُ قَلْبُكَ فَإِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ رَبَّكَ الَّذِي تَعْبُدُ لَا شَيْءًا"

১৮ - আহমাদ ইবনে ইবরাহিম আদ-দাওরাকী আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, সালিম ইবনে রুস্তম আবু সালিহ আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: ইয়াহইয়া ইবনে ইবরাহিম আবু সাহল রাহাওয়াইহ আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: "আমি জাহমিয়াদের বিরুদ্ধে (অভিশাপ দিয়ে) অনেক দুআ করতাম। এরপর আমি এ বিষয়টি আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের কাছে উল্লেখ করলাম এবং এ বিষয়ে আমার মনে কিছুটা দ্বিধা প্রবেশ করেছিল। তখন তিনি বললেন: তোমার মনে কোনো দ্বিধা সৃষ্টি হতে দিও না। কারণ তারা তোমার সেই রবকে, যার ইবাদত তুমি করো, কিছুই না বানিয়ে ফেলে।"

(ص: 110) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

19 - حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَعْيَنَ، سَمِعْتُ النَّضَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: "مَنْ قَالَ {إِنِّي أَنَا اللَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي}

[طه: 14] مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ، قَالَ: فَأَتَيْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ فَقُلْتُ لَهُ أَلَا تَعْجَبُ مِنْ أَبِي مُحَمَّدٍ قَالَ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: وَهَلْ الْأَمْرُ إِلَّا ذَاكَ، وَهَلْ يَجِدُ بُدًّا مِنْ أَنْ يَقُولَ هَذَا "

১৯ - আবু জা'ফর আহমদ ইবনে সাঈদ আদ-দারিমী আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি মুহাম্মাদ ইবনে আ'ইয়ানকে শুনেছি, তিনি আন-নাদর ইবনে মুহাম্মাদকে বলতে শুনেছেন: "যে ব্যক্তি বলে যে, 'নিশ্চয় আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। অতএব, আমার ইবাদত করো।}' [সূরা ত্বাহা: ১৪] এই (আয়াতটি) সৃষ্ট, তাহলে সে কাফির।" আন-নাদর বলেন: "তারপর আমি ইবনুল মুবারকের কাছে গেলাম এবং তাকে বললাম: আপনি কি আবু মুহাম্মাদের কথায় আশ্চর্য হন না যে, তিনি এমন এমন কথা বলেছেন?" তিনি (ইবনুল মুবারক) বললেন: "বিষয়টি কি সেটাই নয়? আর এ কথা বলা ছাড়া কি কোনো উপায় আছে?"

(ص: 110) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

20 - حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرِو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْوَزِيرِ مُحَمَّدَ بْنَ أَعْيَنَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّضَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: «مَنْ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ» {إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي} [طه: 14] مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ "، فَجِئْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ فَأَخْبَرْتُهُ، قَالَ: «صَدَقَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَافَاهُ اللَّهُ، مَا كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَأْمُرُ أَنْ نَعْبُدَ مَخْلُوقًا»

২০ - আবু আমর মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল আযীয ইবনু আবী রিয়মাহ আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি আবুল ওয়াজীর মুহাম্মাদ ইবনু আয়ানকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: আমি নাদর ইবনু মুহাম্মাদকে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি এই আয়াত সম্পর্কে বলে: "নিশ্চয় আমিই আল্লাহ, আমি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই।" অতএব, আমারই ইবাদত কর।}' [ত্বাহা: ১৪] সৃষ্ট, তবে সে কাফির।" অতঃপর আমি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের নিকট আসলাম এবং তাকে অবহিত করলাম। তিনি বললেন: "আবু মুহাম্মাদ সত্য বলেছেন, আল্লাহ তাকে সুস্থ রাখুন। আল্লাহ তাআলা এমন আদেশ করেন না যে আমরা কোনো সৃষ্ট বস্তুর ইবাদত করব।"

(ص: 111) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

21 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي عَتَّابٍ الْأَعْيَنَ، ثَنَا حَمَزَةُ، شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ مَرَوْ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ، يَقُولُ: «مَنْ قَالَ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ فَهُوَ زَنْدِيقٌ»

21 - এবং আবু বকর ইবনে আবি আত্তাব আল-আইয়ান উল্লেখ করেছেন যে, মার্তের একজন শায়খ হামযা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি ইবনুল মুবারককে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি বলে কুরআন সৃষ্ট, সে একজন ধর্মদ্রোহী।"

(ص: 111) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

22 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيِّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُبَارَكِ كَيْفَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَعْرِفَ، رَبَّنَا عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: عَلَى السَّمَاءِ السَّابِغَةِ عَلَى عَرْشِهِ، وَلَا نَقُولُ كَمَا تَقُولُ الْجَهْمِيَّةُ إِنَّهُ هَاهُنَا فِي الْأَرْضِ "

22 - আহমদ ইবনে ইবরাহিম আদ-দাওরাকী আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আলী ইবনে আল-হাসান ইবনে শাকীক আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি (আলী) বললেন: আমি আবদুল্লাহ ইবনে মুবারককে জিজ্ঞাসা করলাম, আমরা আমাদের প্রতিপালক, যিনি পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত, তাঁকে কীভাবে চিনব? তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক) বললেন: সপ্তম আকাশের উপরে, তাঁর আরশের (عرش) উপর। আর আমরা জাহমিয়াদের মতো বলি না যে, তিনি পৃথিবীতে এখানে আছেন।

(ص: 111) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

23 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُبَارَكِ، يَقُولُ: «إِنَّا نَسْتَجِيزُ أَنْ نَحْكِيَ كَلَامَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَلَا نَسْتَجِيزُ أَنْ نَحْكِيَ كَلَامَ الْجَهْمِيَّةِ»

২৩ - আহমাদ ইবনে ইবরাহীম আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আলী ইবনে আল-হাসান ইবনে শাকীক আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি আবদুল্লাহ ইবনে আল-মুবারাককে

বলতে শুনেছি: "নিশ্চয়ই আমরা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের কথা বর্ণনা করা বৈধ মনে করি, কিন্তু আমরা জাহমিয়াহদের (Jahmiyyah) কথা বর্ণনা করা বৈধ মনে করি না।"

(ص: 112) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

24 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَدْ خِفْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ كَثْرَةِ مَا أَدْعُو عَلَى الْجَهْمِيَّةِ، قَالَ: لَا تَخَفْ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ إِلَهَكَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ لَيْسَ بِشَيْءٍ "

24 - মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক আমাকে বর্ণনা করেছেন। আহমাদ ইবনে নাসর ইবনে মালিক আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আহমাদ) বলেন: একজন ব্যক্তি আমাকে ইবনুল মুবারক সূত্রে অবহিত করেছেন। তিনি (ইবনুল মুবারক) বলেন: একজন ব্যক্তি তাঁকে (ইবনুল মুবারককে) বলল, "হে আবু আব্দুর রহমান, জাহমিয়াদের বিরুদ্ধে অধিক পরিমাণে দুআ করার কারণে আমি মহান ও মহিমাম্বিত আল্লাহকে ভয় পেতে শুরু করেছি।" তিনি (ইবনুল মুবারক) বললেন, "ভয় করো না, কারণ তারা (জাহমিয়ারা) দাবি করে যে, তোমার সেই উপাস্য, যিনি আসমানে আছেন, তিনি কোনো সত্তাই নন।"

(ص: 112) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ

সুফিয়ান ইবন উয়াইনাহ আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন

(ص: 112) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

25 - حَدَّثَنِي غِيَاثُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ، يَقُولُ: "الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، مَنْ قَالَ: مَخْلُوقٌ، فَهُوَ كَافِرٌ، وَمَنْ شَكَ فِي كُفْرِهِ فَهُوَ كَافِرٌ "

25 - গিয়াছ ইবনু জাফর আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি সুফিয়ান ইবনু উয়াইনাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলছিলেন: "কুরআন সম্মানিত ও মহিমাম্বিত আল্লাহর কালাম (১৬ - বাণী)। যে ব্যক্তি বলল: [এটি] সৃষ্ট (مخلوق), সে কাফির (كافر - অবিশ্বাসী)। আর যে ব্যক্তি তার কুফর (كفر - অবিশ্বাস)-এ সন্দেহ করল, সেও কাফির (অবিশ্বাসী)।"

(ص: 112) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

26 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاعَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُحَرِّزِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جُنَيْدٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ: «مَنْ قَالَ الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ كَانَ مُحْتَاجًا أَنْ يُصْلَبَ عَلَى ذُبَابٍ يَغْنِي جَبَلًا»

২৬ - আমাকে মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক আস-সাগানী বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে মুহাম্মাদ ইবন আবদির রাহমান আল-মুহরিযী বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে মুহাম্মাদ ইবন জুনাইদ বর্ণনা করেছেন সুফিয়ান ইবন উয়ায়না থেকে। তিনি বলেছেন: ‘যে ব্যক্তি বলবে যে কুরআন সৃষ্ট (মাখলুক), তাকে একটি পাহাড়ের উপর দ্রুশবিদ্ধ করা প্রয়োজন – (তিনি ‘মাছি’ শব্দ দ্বারা) ‘পাহাড়’ বুঝিয়েছেন।’

(ص: 113) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ رَحِمَهُ اللَّهُ

আব্দুল্লাহ ইবনে ইদ্রিস (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন)

(ص: 113) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

27 - حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ السِّسَّارُ، وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْهُ، فَقَالَ: أَعْرِفُهُ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، قَالَ: "كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَسَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ مِمَّنْ كَانَ مَعَنَا فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِي الْجَهَنِّيَّةِ يُصَلَّى خَلْفَهُمْ؟ قَالَ الْفَضْلُ ثُمَّ اشْتَغَلْتُ أَكَلُّمُ

إِنْسَانًا بِشَيْءٍ فَلَمْ أَفْهَمْ مَا رَدَّ عَلَيْهِ ابْنُ إِدْرِيسَ فَقُلْتُ لِلَّذِي سَأَلَهُ: مَا قَالَ لَكَ؟ فَقَالَ: قَالَ لِي: «أَمُسْلِمُونَ هَؤُلَاءِ لَا، وَلَا كَرَامَةٌ، لَا يُصَلِّي خَلْفَهُمْ». قُلْتُ لِلْفَضْلِ بْنِ الصَّبَّاحِ سَمِعْتُهُ يَقُولُ هَذَا لِابْنِ إِدْرِيسَ وَأَنْتَ حَاضِرٌ؟ قَالَ: نَعَمْ سَمِعْتُهُ

২৭ - আমাকে আল-ফাদল ইবনুল সাব্বাহ আস-সিমসার বর্ণনা করেছেন, এবং আমি আমার পিতাকে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: আমি তাঁকে চিনি, তাঁর বিষয়ে কোনো আপত্তি নেই। তিনি (আল-ফাদল) বললেন: "আমি আবদুল্লাহ ইবনু ইদ্রিসের (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন) নিকটে ছিলাম। তখন আমাদের সাথে উপস্থিত কিছু হাদিস বিশারদ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি জাহমিয়া সম্প্রদায় সম্পর্কে কী বলেন? তাদের পেছনে কি সালাত আদায় করা যায়?" আল-ফাদল বললেন: "অতঃপর আমি অন্য এক ব্যক্তির সাথে কথা বলায় ব্যস্ত হয়ে পড়ি, ফলে ইবনু ইদ্রিস তাঁকে কী জবাব দিয়েছিলেন, তা আমি বুঝতে পারিনি।" আমি সেই প্রশ্নকারীকে জিজ্ঞাসা করলাম: তিনি আপনাকে কী বললেন? সে বলল: তিনি আমাকে বললেন: "এরা কি মুসলমান? না, তাদের কোনো সম্মান নেই। তাদের পেছনে সালাত আদায় করা যাবে না।" আমি আল-ফাদল ইবনুল সাব্বাহকে জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি কি ইবনু ইদ্রিসকে এই কথা বলতে শুনেছেন, যখন আপনি উপস্থিত ছিলেন? তিনি বললেন: হ্যাঁ, আমি শুনেছি।

(ص: 113) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

28 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ السُّوَيْدِيُّ، عَنْ مُقَاتِلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ إِدْرِيسَ عَنِ الصَّلَاةِ، خَلْفَ الْجَهْمِيَّةِ قَالَ: «أَمُومُونَ هُمْ؟»

২৮ - আমার নিকট আহমাদ ইবনে ইবরাহীম আদ-দাওরাকী বর্ণনা করেছেন, আমার নিকট আবু জাফর আস-সুওয়াইদী বর্ণনা করেছেন, মুকাতিল থেকে। তিনি (মুকাতিল) বললেন: আমি আবদুল্লাহ ইবনে ইদ্রিসকে জাহমিয়াদের পেছনে সালাত আদায় করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে ইদ্রিস) বললেন: “তারা কি মুমিন?”

(ص: 113) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ الزَّمِّي، قَالَ: حَضَرْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ إِدْرِيسَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، إِنَّ قِبَلَنَا نَاسًا يَقُولُونَ: إِنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ، فَقَالَ [ص: 114]: «مِنَ الْيَهُودِ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَمِنَ النَّصَارَى؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَمِنَ الْمَجُوسِ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَمِنْ؟» قَالَ: مِنَ الْمُوجِدِينَ، قَالَ: «كَذَبُوا لَيْسَ هَؤُلَاءِ بِمُوجِدِينَ هَؤُلَاءِ زَنَادِقَةٌ، مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَخْلُوقٌ، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَخْلُوقٌ فَقَدْ كَفَرَ، هَؤُلَاءِ زَنَادِقَةٌ هَؤُلَاءِ زَنَادِقَةٌ»

আমাকে আহমদ ইবনু ইবরাহীম বর্ণনা করেছেন, আমাকে ইয়াহইয়া ইবনু ইউসুফ আয-যিম্মী বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি আবদুল্লাহ ইবনু ইদরিস-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি তাঁকে বললেন: হে আবু মুহাম্মাদ! আমাদের এলাকায় এমন কিছু লোক আছে যারা বলে যে, কুরআন সৃষ্ট। তখন তিনি [পৃষ্ঠা: ১১৪] বললেন: "তারা কি ইহুদি?" সে বলল: না। তিনি বললেন: "তাহলে কি খ্রিস্টান?" সে বলল: না। তিনি বললেন: "তাহলে কি অগ্নিপূজক (মাজুস)?" সে বলল: না। তিনি বললেন: "তাহলে তারা কারা?" সে বলল: তারা একত্ববাদী-দের অন্তর্ভুক্ত। তিনি বললেন: "তারা মিথ্যা বলেছে। এরা একত্ববাদী নয়, এরা হল ধর্মদ্রোহী (জানাদিকা)। যে ব্যক্তি দাবি করে যে, কুরআন সৃষ্ট, সে তো দাবি করল যে, আল্লাহ, পরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত, তিনিও সৃষ্ট। আর যে ব্যক্তি দাবি করে যে, মহান আল্লাহ সৃষ্ট, সে তো কুফরি (অবিশ্বাস) করল। এরা ধর্মদ্রোহী (জানাদিকা)! এরা ধর্মদ্রোহী (জানাদিকা)!"

(ص: 114) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

قَالَ ابْنُ الدَّوْرَقِيِّ: وَأَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الزَّمِّي، قَالَ: وَقَرَأَ ابْنُ إِدْرِيسَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقَالَ: «اللَّهُ مَخْلُوقٌ؟ وَالرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ مَخْلُوقٌ؟ هَؤُلَاءِ زَنَادِقَةٌ»

ইবনুদ দাওরাকী বলেছেন: এবং আমাদের কিছু সাথী আয-যিম্মীর সূত্রে আমাকে জানিয়েছেন, তিনি (আয-যিম্মী) বলেছেন: ইবনু ইদরীস পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে পাঠ

করলেন। অতঃপর তিনি বললেন: "আল্লাহ কি সৃষ্ট? আর আর-রাহমান ও আর-রাহীম কি সৃষ্ট? এরা তো যিন্দীক (ধর্মদ্রোহী)!"

(ص: 114) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ أَبُو نَشِيطٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ، سَمِعْتُ ابْنَ إِدْرِيسَ: سَأَلَ عَنْ قَوْمٍ، يَقُولُونَ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ فَاسْتَشْنَعَ ذَلِكَ وَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ شَيْءٌ مِنْهُ مَخْلُوقٌ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ»

মুহাম্মাদ ইবনু হারুন আবু নাশীত আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা আত-তাব্বা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আমি ইবনু ইদরিসকে বলতে শুনেছি: তাঁকে এমন একদল লোক সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যারা বলত যে কুরআন সৃষ্ট। তখন তিনি এটিকে অত্যন্ত গর্হিত মনে করলেন এবং বললেন: «সুবহানাল্লাহ! এর কি কোনো অংশ সৃষ্ট?!» এবং তিনি তার হাত দিয়ে নিজ মুখের দিকে ইশারা করলেন।

(ص: 114) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

وَكَيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ رَحِمَهُ اللَّهُ

ওয়াকী ইবনুল জাররাহ (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন)

(ص: 114) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

31 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْوَاسِطِيُّ الضَّرِيرُ قَالَ: سَمِعْتُ وَكَيْعَ [ص: 115] بَنَ الْجَرَّاحِ، يَقُولُ: «أَمَّا الْجَهْمِيُّ فَإِنِّي أُسْتَتِيبُهُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قَتَلْتُهُ»

৩১ - আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-ওয়াসিতী আদ-দারীর। তিনি বলেছেন: আমি ওয়াকী [পৃষ্ঠা: ১১৫] ইবনে আল-জাররাহকে বলতে শুনেছি – তিনি বলেছেন: “জাহমী ব্যক্তি সম্পর্কে, আমি তাকে তাওবার জন্য আহ্বান করব। যদি সে তাওবা করে, (তবে ভালো) অন্যথায় আমি তাকে হত্যা করব।”

(ص: 115) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

32 - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ وَكِيعٍ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ فَقَدْ زَعَمَ أَنَّهُ مُحَدَّثٌ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُحَدَّثٌ فَقَدْ كَفَرَ»

32 - আবু বকর ইবনু আবী শায়বাহ আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমার কাছে ওয়াকীর সূত্রে পৌঁছেছে যে, তিনি বলেছেন: "যে ব্যক্তি ধারণা করে যে কুরআন সৃষ্ট (মাখলুক), সে ধারণা করে যে এটি নবসৃষ্ট (মুহদাস), আর যে ব্যক্তি ধারণা করে যে এটি নবসৃষ্ট (মুহদাস), সে কুফরি করেছে।"

(ص: 115) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

33 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ السُّوَيْدِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ وَكِيعًا، وَقِيلَ لَهُ: إِنَّ فُلَانًا يَقُولُ: إِنَّ الْقُرْآنَ مُحَدَّثٌ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ هَذَا كُفْرٌ»، قَالَ السُّوَيْدِيُّ: وَسَأَلْتُ وَكِيعًا عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْجَهْمِيَّةِ، فَقَالَ: «لَا يُصَلِّي خَلْفَهُمْ»

৩৩ - আহমদ ইবনে ইবরাহিম আমাকে বর্ণনা করেছেন, আবু জাফর আস-সুয়াইদি আমাকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বললেন: আমি ওয়াকীকে বলতে শুনেছি, তাকে বলা হলো: অমুক বলছে যে, কুরআন নবসৃষ্ট (মুহদাস)। তখন তিনি বললেন: "সুবহানাল্লাহ! এটা কুফরি!" সুয়াইদি বললেন: আমি ওয়াকীকে জাহমিয়াদের (জাহমিয়াহ) পিছনে সালাত আদায় করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন: "তাদের পিছনে সালাত আদায় করা হবে না।"

(ص: 115) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

34 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ أَبُو الْحَسَنِ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مَلِيحَ بْنَ وَكَيْعٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ وَكَيْعًا، يَقُولُ: «مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقُرْآنَ، مَخْلُوقٌ فَقَدْ زَعَمَ أَنَّهُ مُحَدَّثٌ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا ضُرِبَتْ رَقَبَتُهُ»

৩৪ - আহমাদ ইবনুল হাসান আবুল হাসান আত-তিরমিযী আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি মালীহ ইবন ওয়াকীকে বলতে শুনেছি, তিনি (মালীহ) বলেছেন, আমি ওয়াকীকে বলতে শুনেছি, তিনি (ওয়াকী) বলেছেন: "যে ব্যক্তি দাবি করে যে কুরআন সৃষ্ট, সে মূলত দাবি করে যে তা নতুনভাবে সৃষ্ট। তাকে তাওবা করার সুযোগ দেওয়া হবে। যদি সে তাওবা করে, তবে ভালো। অন্যথায় তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হবে।"

(ص: 116) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

35 - سَمِعْتُ أَبَا خَيْثَمَةَ زُهَيْرَ بْنَ حَرْبٍ، قَالَ: " اخْتَصَمْتُ أَنَا وَمُثَنَّى، فَقَالَ مُثَنَّى: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ، وَقُلْتُ أَنَا: كَلَامُ اللَّهِ، فَقَالَ وَكَيْعٌ وَأَنَا أُسَبِّحُ: " هَذَا كُفْرٌ، مَنْ قَالَ: إِنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ هَذَا كُفْرٌ "، فَقَالَ مُثَنَّى: يَا أَبَا سُفْيَانَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٌ } [الأنبياء: 2] فَأَيُّ شَيْءٍ هَذَا؟ فَقَالَ وَكَيْعٌ: «مَنْ قَالَ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ؟ هَذَا كُفْرٌ»

৩৫ -

আমি আবু খাইছামা যুহায়র ইবন হারবকে বলতে শুনেছি। তিনি বললেন: "আমি ও মুছান্না বিতর্ক করেছিলাম। মুছান্না বলল: কুরআন সৃষ্ট। আর আমি বললাম: আল্লাহর বাণী। তখন ওয়াকী বললেন—আমি শুনিছিলাম—: এটি কুফরি। যে বলে কুরআন সৃষ্ট, এটি কুফরি। এরপর মুছান্না বলল: হে আবু সুফিয়ান, আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {তাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে নতুন কোনো উপদেশ আসে না} [আল-আম্বিয়া: ২]। তাহলে এটি কী? তখন ওয়াকী বললেন: যে বলে কুরআন সৃষ্ট? এটি কুফরি।"

36 - حَدَّثَنِي سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَاضِي، حَدَّثَنِي رَجُلٌ، سَمَّاهُ سَوَّارٌ، وَنَسِيتُ اسْمَهُ، قَالَ: سَمِعْتُ وَكَيْعًا، يَقُولُ: «مَنْ قَالَ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ»

36 - আমাকে সাওয়ার ইবনে আব্দুল্লাহ আল-কাদী বর্ণনা করেছেন, আমাকে এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, যার নাম সাওয়ার উল্লেখ করেছিলেন কিন্তু আমি তা ভুলে গেছি, তিনি বললেন: আমি ওয়াকীকে বলতে শুনেছি: “যে ব্যক্তি বলবে কুরআন সৃষ্ট, সে কাফির (অবিশ্বাসী)।”

37 - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ زَنْجَوِيهِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، سَمِعْتُ وَكَيْعًا، يَقُولُ: «الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْزَلَهُ جِبْرِيلُ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ كُلُّ صَاحِبٍ هَوَى يَعْزِفُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَعْرِفُ مَنْ يَعْبُدُ إِلَّا الْجَهْمِيَّةَ لَا يَدْرُونَ مَنْ يَعْبُدُونَ. بِشَرِّ الْمَرْيَسِيِّ وَأَصْحَابِهِ»

৩৭ - আবু বকর ইবনু যানজুওয়াইহ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: মুহাম্মাদ ইবনু দাউদ আল-হাররানী আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আমি ওয়াকীকে বলতে শুনেছি: «কুরআন আল্লাহর বাণী, মহাপরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত। জিবরীল তা মুহাম্মাদ-এর নিকট নাযিল করেছেন, তাঁদের উভয়ের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। প্রত্যেক প্রবৃত্তি বা মনগড়া মতবাদের অনুসারী আল্লাহকে জানে, মহাপরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত, এবং সে কার ইবাদত করে তা-ও জানে; কিন্তু জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায় জানে না যে তারা কার ইবাদত করে। বিশর আল-মারীসি ও তার সঙ্গীরা (এমনই)।»

38 - قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَذَكَرَ حَسَنُ بْنُ الْبَزَّارِ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَ: قِيلَ لَوْ كَيْعٌ فِي ذَبَائِحِ الْجَهْمِيَّةِ، قَالَ: «لَا تُؤْكَلُ هُمْ مُرْتَدُونَ»

৩৮ - আবু আবদুর রহমান বলেন। হাসান ইবনুল বায্যার উল্লেখ করে বলেছেন যে, ইসহাক ইবন আবি আমর আমাকে অবহিত করেছেন, তিনি বলেন: ওয়াকীকে জাহমিয়াদের জবাইকৃত পশু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, "এগুলো খাওয়া যাবে না; তারা মুরতাদ (ধর্মত্যাগী)।"

(ص: 117) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

39 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاعَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الطَّوِيلُ، قَالَ: قَالَ وَكِيعٌ: " مَنْ قَالَ إِنَّ كَلَامَهُ لَيْسَ مِنْهُ فَقَدْ كَفَرَ، وَمَنْ قَالَ: إِنَّ مِنْهُ شَيْئًا مَخْلُوقًا فَقَدْ كَفَرَ "

৩৯ - মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক আস-সাগানী আমাকে বর্ণনা করেছেন, আবু হাতিম আত-তাউইল আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: ওয়াকী বলেছেন: "যে ব্যক্তি বলে যে, তাঁর (আল্লাহর) কালাম তাঁর পক্ষ থেকে নয়, সে কুফরী করেছে। আর যে ব্যক্তি বলে যে, তাঁর কালামের কোনো অংশ মাখলুক (সৃষ্ট), সেও কুফরী করেছে।"

(ص: 117) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

40 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاعَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا السُّوَيْدِيُّ، سَبْعُتٌ وَكِيعًا، يَقُولُ: «مَنْ قَالَ الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ فَقَدْ كَفَرَ»

৪০ - মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক আস-সাগানী আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, ইয়াহইয়া ইবনু আইয়্যুব আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আস-সুওয়াইদী আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি ওয়াকী'কে বলতে শুনেছি: "যে বলবে কুরআন সৃষ্ট, সে কুফরী করলো।"

(ص: 117) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ رَجَاهُمَا اللَّهُ

হাম্মাদ ইবনে যায়েদ ও মুতামির ইবনে সুলাইমান, আল্লাহ তাঁদের উভয়ের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন

(ص: 117) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

41 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّورِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ الطُّوسِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ [ص: 118] بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ: " وَذَكَرَ، هَؤُلَاءِ الْجَهْمِيَّةُ، قَالَ: «إِنَّمَا يُحَاوِلُونَ أَنْ يَقُولُوا لَيْسَ فِي السَّمَاءِ شَيْءٌ»

81 - আহমাদ ইবন ইবরাহীম আদ-দাওরাফী ও আলী ইবন মুসলিম আত-তুসী আমাকে বর্ণনা করেছেন। তারা দুজন বলেছেন: সুলাইমান **পৃষ্ঠা: ১১৮** ইবন হারব আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: আমি হাম্মাদ ইবন যায়দকে বলতে শুনেছি – যখন এই জাহমিয়াদের কথা উল্লেখ করা হলো – তখন তিনি বললেন: «তারা কেবল এই কথা বলার চেষ্টা করে যে, আসমানে কিছুই নেই»।

(ص: 118) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

42 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ بْنِ الْحَجَّاجِ الْجُبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا فِطْرُ بْنُ حَمَّادٍ بْنُ أَبِي عُمَرَ الصَّفَّارُ، قَالَ: سَأَلْتُ مُعْتَبَرَ بْنَ سُلَيْمَانَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ: إِمَامٌ يَقُولُ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ أَصْلِي خَلْفَهُ؟ فَقَالَ: «يَنْبَغِي أَنْ تَضْرِبَ عَنْقَهُ» قَالَ فِطْرٌ: وَسَأَلْتُ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ فَقُلْتُ: يَا أَبَا إِسْمَاعِيلَ لَنَا إِمَامٌ يَقُولُ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ أَصْلِي خَلْفَهُ؟ قَالَ: «صَلِّ خَلْفَ مُسْلِمٍ أَحَبُّ إِلَيَّ» وَسَأَلْتُ يَزِيدَ بْنَ زُرَيْعٍ فَقُلْتُ: يَا أَبَا مُعَاوِيَةَ: إِمَامٌ يَقُولُ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ أَصْلِي خَلْفَهُ؟ قَالَ: «لَا وَلَا كَرَامَةَ» [ص: 119] قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: سَمِعْتُ أَنَا مِنْ فِطْرِ وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ هَذَا الْحَدِيثَ

82 - মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক আস-সাগানী আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বললেন: উবাইদুল্লাহ ইবনু ইউসুফ ইবনুল হাজ্জাজ আল-জুবাইরী আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, ফিতর ইবনু

হাম্মাদ ইবনু আবি উমার আস-সাফফার আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বললেন: আমি মুতামির ইবনু সুলাইমানকে জিজ্ঞাসা করলাম এবং বললাম: হে আবু মুহাম্মাদ! যদি এমন কোনো ইমাম থাকে যে বলে, কুরআন সৃষ্ট (মাখলুক), আমি কি তার পেছনে সালাত আদায় করব? অতঃপর তিনি বললেন: «তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়া উচিত।» ফিতর বললেন: এবং আমি হাম্মাদ ইবনু যায়েদকে জিজ্ঞাসা করলাম এবং বললাম: হে আবু ইসমাইল! আমাদের একজন ইমাম আছেন, তিনি বলেন কুরআন সৃষ্ট (মাখলুক), আমি কি তার পেছনে সালাত আদায় করব? তিনি বললেন: «আমার কাছে একজন মুসলিমের পেছনে সালাত আদায় করা অধিক পছন্দনীয়।» এবং আমি ইয়াযীদ ইবনু যুরাইকে জিজ্ঞাসা করলাম এবং বললাম: হে আবু মুআবিয়া! যদি এমন কোনো ইমাম থাকে যে বলে, কুরআন সৃষ্ট (মাখলুক), আমি কি তার পেছনে সালাত আদায় করব? তিনি বললেন: «না, এবং তার প্রতি কোনো সম্মানও নেই।»

পৃষ্ঠা: ১১৯ আবু আবদুর রহমান বললেন: আমি ফিতরের কাছ থেকে শুনেছি, কিন্তু তার কাছ থেকে এই হাদীসটি শুনিনি।

(ص: 119) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتَّابٍ الْمُؤَدَّبُ يَنْزِلُ الْكَرْخَ، حَدَّثَنِي فِطْرُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ وَاقِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ دِينَارٍ، يَقُولُ: «النَّاسُ يَقُولُونَ مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ زَاهِدٌ، مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ زَاهِدٌ إِنَّمَا الزَّاهِدُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الَّذِي أَتَتْهُ الدُّنْيَا فَتَرَكَهَا»

আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে আবি আত্তাব আল-মুয়াদ্দাব, যিনি কার্খ-এ বাস করতেন, তিনি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবু বকর) বলেছেন, ফিতর ইবনে হাম্মাদ ইবনে ওয়াকিদ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি (ফিতর) বলেছেন: আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, আমি মালিক ইবনে দিনারকে বলতে শুনেছি, তিনি বলছিলেন: "লোকেরা বলে, মালিক ইবনে দিনার একজন দুনিয়াবিমুখ তাপস, মালিক ইবনে দিনার একজন দুনিয়াবিমুখ তাপস। প্রকৃত দুনিয়াবিমুখ তাপস তো কেবল উমর ইবনে আব্দুল আযীয, যাঁর কাছে দুনিয়া এসেছিল, কিন্তু তিনি তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।"

(ص: 119) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ الْقَاضِي يَعْنِي إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِسْحَاقَ: سَمِعْتُ نَصْرَ بْنَ عَلِيٍّ، يَقُولُ: «أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ أَمْرُهُ بِالْآخِرَةِ كَانَ أَفْضَلَ لِأَنَّهُ أَتَتْهُ الدُّنْيَا فَدَفَعَهَا عَنْهُ»

আবু আব্দুর রহমান বলেছেন, আল-ক্বাযী (অর্থাৎ ইসমাইল ইবনে ইসহাক) বলেছেন: আমি নাসর ইবনে আলীকে বলতে শুনেছি, "আহমাদ ইবনে হাম্বলের পরকালীন বিষয়টি অধিক উত্তম ছিল; কারণ দুনিয়া তাঁর কাছে এসেছিল, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।"

(ص: 119) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ

আব্দুর রহমান ইবনে মাহদি (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন)

(ص: 119) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

44 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ، يَقُولُ: «مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ [ص: 120]، تَعَالَى لَمْ يُكَلِّمْ مُوسَى صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا ضُرِبَتْ عُنُقُهُ»

88 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তাঁর উপর রহমত করুন, আমি আবদুর রহমান ইবন মাহদিকে বলতে শুনেছি: «যে দাবি করে যে আল্লাহ পৃষ্ঠা: ১২০, পবিত্র ও মহান সত্তা, মূসার সাথে কথা বলেননি — তাঁর উপর আল্লাহর দরুদ ও শান্তি বর্ষিত হোক — তাকে তওবা করতে বলা হবে। যদি সে তওবা করে, তবে ভালো; অন্যথায় আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেবো।»

(ص: 120) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

45 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنِي عَمِّي، مُوسَى سَبْعْتُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، يَقُولُ: «أَنَا لَا أَرَى أَنْ نَسْتَتِيبَ الْجَهْمِيَّةَ»

৪৫ - আহমদ ইবনে ইব্রাহিম আমাকে বর্ণনা করেছেন, আহমদ ইবনে ইউনুস ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী আমাকে বর্ণনা করেছেন, আমার চাচা মূসা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আমি আমার পিতা আব্দুর রহমান ইবনে মাহদীকে বলতে শুনেছি: "আমার মতে, জাহমিয়াদের তওবা করানো উচিত নয়।"

(ص: 120) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

46 - حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ سَبْلَانُ قَالَ: سَبْعْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، يَقُولُ: "لَوْ كَانَ لِي مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ لَقُمْتُ عَلَى الْجَسْرِ فَلَا يَمُرُّ بِي أَحَدٌ مِنَ الْجَهْمِيَّةِ إِلَّا سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُرْآنِ فَإِنْ قَالَ: إِنَّهُ مَخْلُوقٌ ضَرَبْتُ رَأْسَهُ وَرَمَيْتُ بِهِ فِي الْمَاءِ "

৪৬ - হারুন ইবনু আবদুল্লাহ আল-হাম্মাল আমাকে বর্ণনা করেছেন, ইব্রাহিম ইবনু যিয়াদ সাবলান আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি আবদুর রহমান ইবনু মাহদীকে বলতে শুনেছি: "আমার যদি কোনো বিষয়ে কর্তৃত্ব থাকত, তাহলে আমি সেতুর উপর দাঁড়িয়ে থাকতাম। জাহমিয়া সম্প্রদায়ের কোনো ব্যক্তি আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করত না, যতক্ষণ না আমি তাকে কুরআন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতাম। তারপর যদি সে বলত: নিশ্চয় এটি সৃষ্ট, তাহলে আমি তার মাথায় আঘাত করতাম এবং তাকে পানিতে ফেলে দিতাম।"

(ص: 121) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

47 - حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حُبَيْدٍ يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ بْنُ الْأَسْوَدِ، قَالَ: سَبْعْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، يَقُولُ: «لِيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَهُوَ عَلَى

سَطْحِهِ يَا أَبَا سَعِيدٍ لَوْ أَنَّ رَجُلًا جَهِيًّا مَاتَ وَأَنَا وَارِثُهُ، مَا اسْتَحَلْتُ أَنْ آخُذَ، مِنْ
مِيرَاثِهِ»

৪৭ - আল-আব্বাস আল-আনবারী আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হুমাইদ (অর্থাৎ আবু বকর ইবনুল আসওয়াদ)। তিনি বলেন: আমি আব্দুর রহমান ইবনে মাহদীকে বলতে শুনেছি – ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদের প্রতি, যখন তিনি (ইয়াহইয়া) তাঁর ছাদের উপর ছিলেন – “হে আবু সাঈদ, যদি কোনো জাহমিয়াহ মতাবলম্বী ব্যক্তি মারা যায় এবং আমি তার উত্তরাধিকারী হই, তবে আমি তার মীরাস (উত্তরাধিকার)-এর কোনো অংশ গ্রহণ করা হালাল মনে করব না।”

(ص: 121) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

48 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاعَانِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ الطُّوسِيُّ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ، يَقُولُ: «الْجَهْمِيَّةُ يُسْتَتَابُونَ فَإِنْ تَابُوا وَإِلَّا ضُرِبَتْ أَعْنَاقُهُمْ»

৪৮ - আমাকে মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক আস-সাগানী বর্ণনা করেছেন, আমাকে আবদুল্লাহ ইবনু হাশিম আত-তুসী, আবু আবদুর রহমান, বর্ণনা করেছেন। তিনি বললেন: আমি আবদুর রহমান ইবনু মাহদীকে বলতে শুনেছি: "জাহমিয়াদেরকে তওবা করতে আহ্বান জানানো হবে; অতঃপর যদি তারা তওবা করে, অন্যথায় তাদের গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হবে।"

(ص: 121) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ رَحِمَهُ اللَّهُ

ইয়াযিদ ইবনে হারুন (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত করুন)

(ص: 121) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

49 - حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ صَاحِبُ الشَّامَةِ قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ [ص: 122] وَذُكِرَتِ الْجَهْمِيَّةُ، فَقَالَ: هُمْ وَاللَّهُ زَنَادِقَةٌ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ "

৪৯ - আমাকে আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনুল আব্বাস, তিলধারী, বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি ইয়াযীদ ইবনু [পৃ: ১২২] হারুনকে বলতে শুনেছি যে, যখন জাহমিয়াহ সম্প্রদায়ের বিষয়ে আলোচনা করা হলো, তখন তিনি বললেন: আল্লাহর কসম, তারা যিন্দিক। তাদের উপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক।"

(ص: 122) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

50 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ شَاذَّ بْنَ يَحْيَى، وَأَتْنَى، عَلَيْهِ خَيْرًا، قَالَ: حَلَفَ لِي يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ فِي بَيْتِهِ " وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ مَنْ قَالَ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ فَهُوَ زُنْدِيقٌ "

৫০ - আমাদেরকে মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাইল আল-ওয়াসিত্বী বর্ণনা করেছেন। তিনি (মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাইল) বলেন: আমি শাদ ইবনু ইয়াহইয়াকে শুনেছি এবং তিনি (মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাইল) তাঁর (শাদ ইবনু ইয়াহইয়ার) ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এরপর (শাদ ইবনু ইয়াহইয়া) বলেন: ইয়াযীদ ইবনু হারুন তাঁর ঘরে আমার কাছে কসম করে বলেছেন: "সেই আল্লাহর কসম, যিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, যিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যমান সবকিছুর জ্ঞাতা, পরম দয়ালু, অসীম মেহেরবান— যে ব্যক্তি বলে কুরআন সৃষ্ট, সে যিন্দীক (ধর্মদ্রোহী)।"

(ص: 122) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

51 - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَشَّارٍ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ وَشَاذِّ بْنِ يَحْيَى يُنَاطِرُهُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْمَرْيَسِيِّ وَهُوَ يَدْعُو عَلَيْهِ فَتَفَرَّقْنَا عَلَى أَنْ يَزِيدَ قَالَ: «مَنْ قَالَ الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ فَهُوَ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ زُنْدِيقٌ»

৫১ - আমার নিকট ইবরাহীম ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু বাশশার আল-ওয়াসিত্বী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমরা ইয়াযীদ ইবনু হারুনের নিকট উপস্থিত ছিলাম এবং শাদ ইবনু ইয়াহইয়া

মারীসীর কোনো এক বিষয় নিয়ে তাঁর সাথে যুক্তিতর্ক করছিলেন। আর তিনি (ইয়াযীদ) তার (মারীসীর) বিরুদ্ধে অভিশাপ দিচ্ছিলেন। অতঃপর আমরা এই কথার উপর বিচ্ছিন্ন হলাম যে, ইয়াযীদ বলেছেন: "যে ব্যক্তি বলে যে কুরআন সৃষ্ট, সেই মহান আল্লাহর শপথ, যিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, সে একজন ধর্মদ্রোহী।"

(ص: 122) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

52 - حَدَّثَنِي عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنِي شَاذُّ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ، يَقُولُ: «مَنْ قَالَ الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ»، وَجَعَلَ شَاذُّ بْنُ يَحْيَى يَلْعَنُ الْمَرْيَسِيَّ

৫২ - আব্বাস আল-আনবারী আমাকে বর্ণনা করেছেন, শাদ ইবনে ইয়াহইয়া আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি ইয়াজিদ ইবনে হারুনকে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি বলবে কুরআন সৃষ্ট (মাখলুক), সে কাফির (অবিশ্বাসী)।" এবং শাদ ইবনে ইয়াহইয়া আল-মারিসীকে অভিশাপ দিতে শুরু করলেন।

(ص: 122) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

53 - حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِشْكَابٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ [ص: 123]: سَمِعْتُ أَبَا يُوسُفَ الْقَاضِي، يَقُولُ: "جِئُونِي بِشَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ عَلَى الْمَرْيَسِيِّ وَاللَّهِ لَا مَلَأَنَّ ظَهْرَهُ وَبَطْنَهُ بِالسِّيَاطِ يَقُولُ فِي الْقُرْآنِ يَغْنِي: مَخْلُوقٌ"

৫৩ - আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন ইবন ইশকাব আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি [পৃষ্ঠা: ১২৩]: আমি বিচারক আবু ইউসুফকে বলতে শুনেছি: "মারিসীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদানকারী দুজন সাক্ষী আমার কাছে নিয়ে এসো। আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই তার পিঠ ও পেট চাবুক দ্বারা পূর্ণ করে দেবো। সে কুরআন সম্পর্কে বলে, অর্থাৎ: (কুরআন) সৃষ্টি।"

(ص: 123) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

54 - حَدَّثَنِي عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا شَاذُّ بْنُ يَحْيَى، سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ، وَقِيلَ لَهُ: مَنْ الْجَهْمِيَّةُ؟ فَقَالَ: «مَنْ زَعَمَ أَنَّ الرَّحْمَنَ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى عَلَى خِلَافٍ مَا يَقْرَأُ فِي قُلُوبِ الْعَامَّةِ فَهُوَ جَهْمِيٌّ»

৫৪ - আব্বাস আল-আনবারী আমাকে বর্ণনা করেছেন, শাযয ইবন ইয়াহইয়া আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আমি ইয়াযিদ ইবন হারুনকে বলতে শুনেছি, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো: জাহমিয়ারা কারা? তিনি বললেন: «যে ব্যক্তি দাবি করে যে, পরম দয়ালু আল্লাহ আরশের উপর এমনভাবে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, যা সাধারণ মানুষের অন্তরে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ধারণার পরিপন্থী, সেই ব্যক্তিই জাহমি।»

(ص: 123) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

55 - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ بُهْلُولٍ، قَالَ: قُلْتُ لِيَزِيدَ بْنَ هَارُونَ: أَصْلِي خَلْفَ الْجَهْمِيَّةِ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: أَصْلِي خَلْفَ الْمُرْجَةِ؟ قَالَ: «إِنَّهُمْ لَخُبَثَاءٌ»

৫৫ - ইসহাক ইবনু বাহলুল আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি ইয়াযিদ ইবনু হারুনকে বললাম: "আমি কি জাহমিয়ারদের পিছনে সালাত আদায় করব?" তিনি বললেন: "না।" আমি বললাম: "আমি কি মুরজিয়ারদের পিছনে সালাত আদায় করব?" তিনি বললেন: "নিশ্চয়ই তারা দুই প্রকৃতির লোক।"

(ص: 123) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ

একদল উলামা

(ص: 123) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

56 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ مُعَاذَ بْنَ مُعَاذٍ، يَقُولُ: «مَنْ قَالَ الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ»، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَقَدْ [ص: 124] كُنْتُ سَأَلْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ هَذِهِ الْقِصَّةِ، فَحَدَّثَنِي أَنَّ أَبَاهُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ بَعَثَهُ إِلَى مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ فَلَمْ أَحْفَظْهُ فَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا

৫৬ - আমাকে আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: আমি মুআয ইবনে মুআযকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: "যে বলবে কুরআন সৃষ্ট, সে কাফির।" আবু আবদুর রহমান বলেন: আমি ইতিপূর্বে আবু মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদকে এই ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তখন তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন যে, তার পিতা ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ তাকে মুআয ইবনে মুআযের কাছে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু আমি তা স্মরণ রাখতে পারিনি। অতঃপর আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ তার পিতা সূত্রে আমাকে এটি বর্ণনা করেছেন।

(ص: 124) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

57 - حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ شَبَابَةَ بْنَ سَوَّارٍ، يَقُولُ: «اجْتَمَعَ رَأْيِي وَرَأْيُ أَبِي النَّضْرِ هَاشِمِ بْنِ قَاسِمٍ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ الْبَرِّيَّ كَافِرٌ جَاحِدٌ نَرَى أَنَّ يُسْتَتَابَ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا ضُرِبَتْ عُنُقُهُ "

৫৭ - ইসমাইল ইবনে উবায়দ ইবনে আবু কারিমা আল-হাররানি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি শাবাবা ইবনে সাওয়ারকে বলতে শুনেছি যে, আমার অভিমত, আবুল নযর হাশিম ইবনে কাসিমের অভিমত এবং ফকীহগণের একটি দলের সম্মিলিত অভিমত এই বিষয়ে স্থির হয়েছে যে, আল-মারিসি একজন কাফির ও (সত্যের) অস্বীকারকারী। আমাদের অভিমত হলো, তাকে তওবা করতে বলা হবে; যদি সে তওবা করে (তবে ভালো), অন্যথায় তার গর্দান কাটা হবে।

58 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ شَبَابَةَ بْنَ سَوَّارٍ، وَعَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ أَبَانَ الْقُرَشِيِّ، يَقُولَانِ: «الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ»

৫৮ - আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন ইসমাইল ইবনে উবাইদ ইবনে আবি কারীমা, তিনি বলেছেন: আমি শাবাবা ইবনে সাওয়ার এবং আব্দুল আযীয ইবনে আবান আল-কুরাশী-কে বলতে শুনেছি: "কুরআন আল্লাহর বাণী, তিনি অতি পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত। আর যে ব্যক্তি দাবি করে যে এটি সৃষ্ট, সে কাফির।"

59 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَرَبِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا تَوْبَةَ الْحَلَبِيَّ: "يُكَفِّرُ مَنْ قَالَ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ"

৫৯ - আমাকে মুহাম্মাদ ইবনে হারুন আল-হারবী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি আবু তাওবা আল-হালাবীকে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি বলে কুরআন সৃষ্ট, তাকে কাফির (অবিশ্বাসী) গণ্য করা হয়।"

حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، قَالَ: سَمِعْتُ نَعِيمَ بْنَ حَمَادٍ يُكَفِّرُهُمْ " قَالَ: وَسَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مَهْدِيٍّ، «يُكَفِّرُهُمْ»، قَالَ أَبُو نَشِيطٍ: فَذَكَرَ هَذَا الْكَلَامَ لِبِشْرِ بْنِ الْحَارِثِ «فَسَكَتَ وَمَا أَنْكَرَهُ»

মুহাম্মাদ আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি নুআইম ইবন হাম্মাদকে তাদের কাফির আখ্যায়িত করতে শুনেছি। তিনি (মুহাম্মাদ) বললেন: এবং আমি ইব্রাহীম ইবন মাহদীকে তাদের কাফির আখ্যায়িত করতে শুনেছি। আবু নাশীত বলেছেন: অতঃপর এই উক্তি

বিশর ইবনুল হারিসের নিকট উল্লেখ করা হলে, তিনি নীরব রইলেন এবং তা অস্বীকার করেননি।

(ص: 125) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

61 - حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ [ص: 126] بِشَرَ بْنَ الْحَارِثِ، يَقُولُ: " لَا تُجَالِسُوهُمْ وَلَا تُكَلِّمُوهُمْ وَإِنْ مَرَضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ، وَإِنْ مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ، كَيْفَ يَرْجِعُونَ وَأَنْتُمْ تَفْعَلُونَ بِهِمْ هَذَا؟ قَالَ: يَغْنِي الْجَهَنِّيَّةُ "

৬১ - আমাদের কতিপয় সাথী—যিনি মুহাম্মাদ ইবনু আলী—আমাকে বলেছেন: আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি যে, আমি পৃষ্ঠা: ১২৬ বিশর ইবনুল হারিসকে বলতে শুনেছি: "তাদের সাথে বসবে না এবং তাদের সাথে কথা বলবে না। যদি তারা অসুস্থ হয়, তাহলে তাদের দেখতে যাবে না। আর যদি তারা মারা যায়, তাহলে তাদের জানাজায় উপস্থিত হবে না। তোমরা তাদের সাথে এমন আচরণ করলে তারা কীভাবে (পথভ্রষ্টতা থেকে) ফিরে আসবে?" তিনি (বর্ণনাকারী) বললেন: "তার উদ্দেশ্য ছিল জাহমিয়া।"

(ص: 126) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

62 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ بْنُ عَسْكَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مَرْيَمَ، يَقُولُ: «مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقُرْآنَ، مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ»

৬২ - মুহাম্মাদ ইবনু সাহল ইবনু আসকার আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি ইবনু আবী মারইয়ামকে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি দাবি করে যে কুরআন সৃষ্ট, তবে সে কাফির।"

(ص: 126) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

63 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ، سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، يَقُولُ: «الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ، مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ»

৬৩ - মুহাম্মাদ ইবনে সাহল আমাকে বর্ণনা করেছেন; আমি আমার ইবনে রাবী ইবনে তারিককে বলতে শুনেছি: "কুরআন আল্লাহর বাণী। যে ব্যক্তি দাবি করে যে এটি সৃষ্ট, সে কাফির (অবিশ্বাসী)।"

(ص: 126) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

64 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْأَسْوَدِ النَّضْرُ بْنَ عَبْدِ الْجَبَّارِ، يَقُولُ: "الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ قَالَ: مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ هَذَا كَلَامُ الزَّنَادِقَةِ"

৬৪ - মুহাম্মাদ ইবনে সাহল আমাকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি আবুল আসওয়াদ আন-নাদ্বর ইবনে আব্দুল জাব্বারকে বলতে শুনেছি: "কুরআন মহান আল্লাহর বাণী। যে বলবে এটি সৃষ্ট, সে কাফির। এটি যিন্দীকদের (ধর্মদ্রোহীদের) কথা।"

(ص: 126) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

65 - حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ دَلُوبٍ، سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْوَاسِطِيِّ، قَالَ [ص: 127]: سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ الْعَوَّامِ، يَقُولُ: «كَلَّمْتُ بِشْرَ الْبَرِّيْسِيِّ وَأَصْحَابَ بِشْرٍ فَرَأَيْتُ آخِرَ كَلَامِهِمْ يَنْتَهِي أَنْ يَقُولُوا لَيْسَ فِي السَّمَاءِ شَيْءٌ»

৬৫ - আমাকে যিয়াদ ইবনু আইয়ুব দাললুওয়াইহ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি ইয়াহইয়া ইবনু ইসমাইল আল-ওয়াসিতীকে বলতে শুনেছি, [পৃষ্ঠা: ১২৭]: তিনি বলেন, আমি আব্বাদ ইবনুল আওয়ামকে বলতে শুনেছি: "আমি বিশর আল-মারিসি এবং বিশরের সঙ্গীদের সাথে কথা বলেছি, তখন দেখেছি যে, তাদের কথার শেষ পরিণতি এই যে, তারা বলে থাকে, আসমানে কিছুই নেই।"

(ص: 127) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

66 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّورِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ نُوحٍ الْمَضْرُوبُ، عَنِ الْمُسْعُودِيِّ الْقَاضِي، سَمِعْتُ هَارُونَ، أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَقُولُ: «بَلَّغْنِي أَنَّ بَشْرًا الْمَرْيَسِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ لِلَّهِ عَلَيَّ إِنِ أَظْفَرَنِي بِهِ إِلَّا قَتَلْتُهُ قِتْلَةً مَا قَتَلْتُهَا أَحَدًا قَطُّ»

৬৬ - আমার কাছে আহমদ ইবনে ইব্রাহিম আদ-দাওরাফী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন যে, মুহাম্মাদ ইবনে নূহ আল-মাদ্রাব আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি মাসউদী আল-ক্বায়ী থেকে (বর্ণনা করেছেন), আমি আমীরুল মুমিনীন হারুনকে বলতে শুনেছি: "আমার কাছে খবর পৌঁছেছে যে, বিশর আল-মারিসী দাবি করে যে, কুরআন আল্লাহর সৃষ্ট। আল্লাহর কসম, যদি আমি তাকে ধরতে পারি, তাহলে আমি তাকে এমনভাবে হত্যা করব যে, এমন হত্যা আমি আর কাউকে কখনো করিনি।"

(ص: 127) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

67 - حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ، قَالَ قَالَ لِي هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ: "مَنْ قَالَ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ فَهُوَ يَعْبُدُ صَنْمًا، ثُمَّ قَالَ لِي: احْكِ هَذَا عَنِّي"

৬৭ - আমাকে হারুন ইবনে আবদুল্লাহ আল-হাম্মাল বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হারুন ইবনে মারুফ আমাকে বলেছেন: "যে ব্যক্তি বলে কুরআন সৃষ্ট (মাখলুক), সে তো মূর্তি পূজা করে।" অতঃপর তিনি আমাকে বললেন: "আমার পক্ষ থেকে এটি বর্ণনা করুন।"

(ص: 128) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

68 - حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ يَزِيدَ الصُّدَائِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ، يَقُولُ: «مَنْ قَالَ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ»

৬৮ - আমার নিকট হুসাইন ইবনু আলী ইবনু ইয়াযীদ আস-সুদাঈ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি ইয়াহইয়া ইবনু মাঈনকে বলতে শুনেছি যে, "যে ব্যক্তি বলবে কুরআন সৃষ্ট (মাখলুক), সে কাফির (অবিশ্বাসী)।"

69 - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَشَّارٍ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنِي شَيْخٌ لَنَا، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِهُشَيْمٍ: إِنَّ فُلَانًا يَقُولُ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ، فَقَالَ: «اذهَبْ إِلَيْهِ فَأَقْرَأْ عَلَيْهِ أَوَّلَ الْحَدِيدِ وَآخِرَ الْحَشْرِ فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهَا مَخْلُوقَانِ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ». قَالَ: فَذَهَبْتُ إِلَى أَبِي هَاشِمٍ الْغَسَّانِيِّ فَأُخْبِرْتُهُ بِقَوْلِ الرَّجُلِ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ هُشَيْمٍ لَمْ يَزِدْ وَلَمْ يَنْقُصْ

৬৯ - ইব্রাহিম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বাশশার আল-ওয়াসিতি আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাদের একজন শায়খ আমাকে বলেছেন যে, এক ব্যক্তি হুশাইমকে বলল: "অমুক ব্যক্তি বলছে যে, কুরআন সৃষ্ট।" তখন তিনি (হুশাইম) বললেন: "তার কাছে যাও এবং তাকে সূরা হাদীদ-এর শুরু ও সূরা হাশর-এর শেষাংশ পড়ে শোনাও। যদি সে দাবি করে যে, উভয়ই সৃষ্ট, তাহলে তার গর্দান নাও।" বর্ণনাকারী বলেন: "অতঃপর আমি আবু হাশিম আল-গাসসানীর কাছে গেলাম এবং তাকে সেই ব্যক্তির কথা জানালাম। তিনি তখন হুশাইম-এর কথার অনুরূপ বললেন; তিনি কিছু বাড়াননি এবং কিছু কমাননি।"

70 - حَدَّثَنِي عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيَّ، يَقُولُ سَمِعْتُ [ص: 129] بَشَرَ بْنَ الْمُفَضَّلِ وَذُكِرَ ابْنُ خُلُوبًا، فَقَالَ: «هُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ»

৭০ - আব্বাস আল-আনবারী আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বললেন: আমি আলী ইবনে আব্দুল্লাহ আল-মাদীনীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলছিলেন: আমি [পৃষ্ঠা: ১২৯] বিশর ইবনে আল-মুফাদ্দালকে শুনেছি। এবং ইবনে খালুবার কথা উল্লেখ করা হলে, তিনি বললেন: "সে মহান আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসী।"

71 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاعَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدٍ، يَقُولُ: «مَنْ قَالَ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ فَقَدْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ عِزَّ وَجَلَّ وَقَالَ عَلَيْهِ مَا لَمْ تَقُلْهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى»

৭১ - আমাকে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক আস-সাগানী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি আবু উবাইদকে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি বলে যে কুরআন সৃষ্ট, সে মহিমাম্বিত ও পরাক্রমশালী আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে এবং তাঁর সম্পর্কে এমন কথা বলেছে যা ইহুদি ও খ্রিস্টানরাও বলেনি।"

(ص: 129) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

72 - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ الْبُهْلُولِ، قَالَ: قُلْتُ لِأَكْسِ بْنِ عِيَاضٍ أَبِي ضَمْرَةَ: أَصَلِّيَ خَلْفَ الْجَهْمِيَّةِ؟ قَالَ: " لَا {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [آل عمران: 85]"

৭২ - ইসহাক ইবনুল বাহলুল আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি আনাস ইবনে ইয়াদ আবু দামরাকে জিজ্ঞেস করলাম: আমি কি জাহমিয়াদের পেছনে সালাত আদায় করব? তিনি বললেন: না। "আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো জীবনব্যবস্থা (দীন) অন্বেষণ করবে, তা তার কাছ থেকে কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" [সূরা আলে ইমরান: ৮৫]

(ص: 129) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

73 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الدَّورَقِيِّ، سَمِعْتُ زُهَيْرَ بْنَ الْبَابِيِّ، يَقُولُ: «إِذَا تَيَقَّنْتَ أَنَّهُ جَهْمِيٌّ أَعَدْتَ الصَّلَاةَ خَلْفَهُ الْجُمُعَةَ وَغَيْرَهَا»

৭৩ - আহমাদ ইবনে দাওরাকি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আমি যুহাইর ইবনুল বাবি-কে বলতে শুনেছি: "যদি তুমি নিশ্চিত হও যে সে একজন জাহমী, তাহলে তুমি তার পেছনে জুমআ ও অন্যান্য সালাত পুনরায় আদায় করবে।"

وَذَكَرَ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ قَالَ: لَمَّا تَكَلَّمَ ابْنُ عُثَيْبَةَ قُلْتُ لِلْحَجَّاجِ الْأَعْوَرِ بَيْنَ لَنَا عَلَمُنَا أَيُّ شَيْءٍ يُرِيدُونَ بِمَخْلُوقٍ؟ قَالَ: «يُرِيدُونَ أَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ»، وَقَالَ مَرَّةً [ص: 130] أُخْرَى: سَأَلْتُ الْحَجَّاجَ عَنْ مَنْ قَالَ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ أَيُّ شَيْءٍ يُرِيدُونَ؟ قَالَ: «التَّعْطِيلُ»

খোরাসানের একজন শাইখ বর্ণনা করে বলেছেন: যখন ইবনে উলাইয়া বক্তব্য দিচ্ছিলেন, তখন আমি হাজ্জাজ আল-আওয়ারকে বললাম, আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করুন, আমাদের অবহিত করুন, মাখলুক (সৃষ্ট) দ্বারা তারা কী বোঝাতে চায়? তিনি বললেন: «তারা বোঝাতে চায় যে, এর কোনো অস্তিত্ব নেই»। এবং তিনি অন্য এক সময় [পৃষ্ঠা: ১৩০] বললেন: আমি হাজ্জাজকে জিজ্ঞাসা করলাম, যারা বলে কুরআন সৃষ্ট, তারা কী বোঝাতে চায়? তিনি বললেন: «তাতীল (আল্লাহর গুণাবলী অস্বীকার)»।

74 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاعَانِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو حَاتِمٍ الطَّوِيلُ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ أَخُو أَبِي الطَّيِّبِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ عِيسَى بْنِ يُونُسَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَمَّنْ يَقُولُ الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ فَقَالَ: «كَافِرٌ أَوْ كَفَرٌ»، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: تُكْفِرُهُمْ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ؟ قَالَ: «إِنَّ هَذَا مِنْ أَيْسَرِ أَوْ مِنْ أَحْسَنِ مَا يُظْهِرُونَ»

৭৪ - মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক আস-সাগানী আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। আবু হাতিম আত-তাওয়ীল আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। আবু আত-তুযিয়্যেবের ভাই হাজ্জাজ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: আমরা ঈসা ইবন ইউনুসের সঙ্গে ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করল যে, যারা কুরআনকে সৃষ্ট (মাখলুক) বলে তাদের ব্যাপারে কী বিধান? তিনি বললেন: "সে কাফের" অথবা "সে কুফরি করেছে।" বর্ণনাকারী বলেন: তখন তাঁকে বলা হলো: "আপনি কি এই কথার জন্য তাদের কাফের ঘোষণা করেন?" তিনি বললেন: "নিশ্চয় এটি তাদের প্রকাশ্য উক্তিগুলোর মধ্যে অপেক্ষাকৃত সহজতম অথবা সর্বোত্তম।"

75 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدٍ الْقَاسِمَ بْنَ سَلَامٍ يَقُولُ: «لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ يَوْمُونَ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَا يَقُولُونَ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ يَأْمُرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِالْإِمَامَةِ، إِلَّا أَنَّ الرَّأْسَ الَّذِي يَأْمُرُهُمْ يَقُولُ هَذَا رَأَيْتُ الْإِعَادَةَ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ إِنَّمَا تَثْبُتُ بِالرَّأْسِ»، فَأُخْبِرْتُ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ بِقَوْلِ أَبِي عُبَيْدٍ فَقَالَ: «هَذَا يُضَيِّقُ عَلَى النَّاسِ إِذَا كَانَ الَّذِي يُصَلِّي بِنَا لَا يَقُولُ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا صَلَّيْتُ خَلْفَهُ فَإِذَا كَانَ الَّذِي يُصَلِّي بِنَا يَقُولُ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ خَلْفَهُ»

৭৫ - আহমাদ ইবনু ইবরাহীম আদ-দাওরাফী আমাকে বর্ণনা করে বলেছেন: আমি আবু উবাইদ আল-কাসিম ইবনু সালামকে বলতে শুনেছি: «যদি জুমার দিনে পঞ্চাশ জন লোক মানুষের ইমামতি করে এবং তারা (এই কথা) না বলে যে, কুরআন সৃষ্ট, আর তাদের কেউ কেউ অন্যদেরকে ইমামতির আদেশ দেয়, কিন্তু যে প্রধান ব্যক্তি তাদেরকে আদেশ দেন, তিনি যদি এই কথা (কুরআন সৃষ্ট) বলেন, তাহলে আমি নামাযের পুনরাবৃত্তি করাকে সঠিক মনে করি। কারণ জুমার নামায তো কেবল প্রধান ব্যক্তির মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয়।» অতঃপর আমি আমার পিতাকে – আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন – আবু উবাইদের এই উক্তি সম্পর্কে অবহিত করলাম। তখন তিনি বললেন: «এটি মানুষের জন্য কঠিন করে দেবে। যদি যে ব্যক্তি আমাদের ইমামতি করে, সে এই ধরনের কোনো কথা না বলে (অর্থাৎ, কুরআন সৃষ্ট বলে বিশ্বাস না করে), তাহলে আমি তার পেছনে নামায পড়বো। কিন্তু যদি যে ব্যক্তি আমাদের ইমামতি করে, সে এই ধরনের কোনো কথা (অর্থাৎ, কুরআন সৃষ্ট) বলে, তাহলে আমি তার পেছনে পড়া নামাযের পুনরাবৃত্তি করবো।»

76 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: أَنَّهُ «يُعِيدُ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ مُدُّ أَظْهَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَارُونَ الْهَاشِمِيُّ مَا أَظْهَرَ يَعْنِي الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ»

৭৬ - আহমাদ ইবনু ইবরাহীম আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, ইয়াহইয়া ইবনু মাসীন আমাকে অবহিত করেছেন: আবদুল্লাহ ইবনু হারুন আল-মামুন তাঁর যে মতবাদ প্রকাশ করেছিলেন –

অর্থাৎ কুরআন সৃষ্ট (মাখলুক) – তা প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে তিনি জুমুআর সালাত পুনরায় আদায় করতেন।

(ص: 130) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

77 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَمِعْتُ خَارِجَةَ، يَقُولُ: "كَفَرَتِ الْجَهْمِيَّةُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَوْلُهُمْ: إِنَّ الْجَنَّةَ تَفْنَى [ص: 131] وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ} [ص: 54] فَمَنْ قَالَ: إِنَّهَا تَنْفَدُ فَقَدْ كَفَرَ، وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {أَكُلْهَا دَائِمٌ وَظُلُّهَا} [الرعد: 35] فَمَنْ قَالَ: لَا يَدُومُ فَقَدْ كَفَرَ، وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ {عَطَاءٌ غَيْرُ مَجْدُوذٍ} [هود: 108] فَمَنْ قَالَ: إِنَّهَا تَنْقَطِعُ فَقَدْ كَفَرَ، وَقَالَ: {لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ} [الواقعة: 33] فَمَنْ قَالَ: إِنَّهَا تَنْقَطِعُ فَقَدْ كَفَرَ "

৭৭ - মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাদের কাছে আলী ইবনুল হাসান ইবনে শাকিক বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি খারিজাকে বলতে শুনেছি: "জাহমিয়া (Jahmiyyah) সম্প্রদায়ের লোকেরা আল্লাহ তাআলার কিতাবের (ঐশীগ্রন্থের) বিভিন্ন স্থানে (বর্ণিত) তাদের এই উক্তির কারণে কুফরি (অবিশ্বাস) করেছে যে, জান্নাত বিলীন হয়ে যাবে। **পৃষ্ঠা: ১৩১** আর আল্লাহ তাআলা (মহিমাম্বিত ও সুমহান) বলেছেন: {নিশ্চয়ই এটি আমাদের দেওয়া রিযিক (জীবনোপকরণ); এর কোনো শেষ নেই।} [সূরা সাদ: ৫৪] অতএব, যে ব্যক্তি বলে যে, তা (জান্নাত) ফুরিয়ে যাবে, সে কুফরি (অবিশ্বাস) করেছে। আর তিনি (মহিমাম্বিত ও সুমহান) বলেছেন: {এর ফল চিরস্থায়ী এবং এর ছায়াও।} [সূরা আর-রা'দ: ৩৫] অতএব, যে ব্যক্তি বলে যে, তা স্থায়ী হবে না, সে কুফরি (অবিশ্বাস) করেছে। আর তিনি (মহিমাম্বিত ও সুমহান) বলেছেন: {অবিচ্ছিন্ন দান।} [সূরা হুদ: ১০৮] অতএব, যে ব্যক্তি বলে যে, তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, সে কুফরি (অবিশ্বাস) করেছে। আর তিনি বলেছেন: {যা বিচ্ছিন্নও হবে না, আর বারণও করা হবে না।} [সূরা আল-ওয়াকিয়া: ৩৩] অতএব, যে ব্যক্তি বলে যে, তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, সে কুফরি (অবিশ্বাস) করেছে।"

(ص: 131) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ سَبْعَنَاهُ مِنْ ابْنِ عَلِيَّةَ، وَجَاءَهُ، مَنْصُورُ بْنُ عَمَّارٍ فَقَالَ ابْنُ عَلِيَّةَ:
" مَنْ قَالَ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ فَهُوَ مُبْتَدَعٌ "

আমার পিতা, আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন, আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে উলাইয়্যা-এর নিকট থেকে আমরা তা শুনেছি। মানসূর ইবনে আম্মার তাঁর কাছে এসেছিলেন। তখন ইবনে উলাইয়্যা বললেন: "যে বলবে কুরআন সৃষ্ট, সে একজন বিদআতী।"

(ص: 131) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ الْأَعْيَنُ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يُونُسَ الْفَرِيَّابِيِّ، يَقُولُ: " مَنْ قَالَ:
الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ "

আবু বকর আল-আইয়ান উল্লেখ করেছেন যে, তিনি মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আল-ফিরয়াবিকে বলতে শুনেছেন: "যে ব্যক্তি বলে: কুরআন সৃষ্ট, সে কাফির।"

(ص: 132) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

قَوْلُ الْعُلَمَاءِ فِي الْقُرْآنِ وَمَنْ حَفِظَ لَنَا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: كَلَامُ اللَّهِ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ

79 - سَمِعْتُ أَبِي وَسَأَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعُرُوفِ بِمَشْكَدَانِهِ عَنِ الْقُرْآنِ، فَقَالَ:
«كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَيْسَ بِمَخْلُوقٍ».

80 - سَمِعْتُ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، مَرَّةً أُخْرَى سُئِلَ عَنِ الْقُرْآنِ، فَقَالَ: «كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ وَلَا تُخَاصِمُوا وَلَا تُجَالِسُوا مَنْ يُخَاصِمُ»

কুরআন সম্পর্কে উলামাদের বক্তব্য এবং যাঁদের থেকে আমাদের কাছে সংরক্ষিত আছে যে, তাঁরা বলেছেন: আল্লাহর বাণী সৃষ্ট নয়।

৭৯ - আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, যখন আবদুল্লাহ ইবনু উমার, যিনি মুশকুদানাহ নামে পরিচিত, তাঁকে কুরআন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন তিনি বললেন: "এটি আল্লাহ তাআলার বাণী, এবং এটি সৃষ্ট নয়।"

৮০ - আমি আমার পিতাকে—আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন—আরেকবার কুরআন সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে শুনেছি। তখন তিনি বললেন: "এটি আল্লাহ তাআলার বাণী, নয় সৃষ্ট। আর তোমরা বিতর্ক করো না এবং যারা বিতর্ক করে, তাদের সাথে বসো না।"

(ص: 132) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

81 - حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ بْنُ إِشْكَابٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي وَهُوَ الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِشْكَابٍ، مَا لَا أَحْصِي يَقُولُ: "الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، وَمَنْ قَالَ: مَخْلُوقٌ، فَهُوَ كَافِرٌ"

৮১ - আবু জাফর ইবনে ইশকাব আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি আমার পিতা হুসাইন ইবনে ইব্রাহিম ইবনে ইশকাবকে অগণিতবার বলতে শুনেছি যে, "কুরআন পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত আল্লাহর বাণী, যা অসৃষ্ট। আর যে বলবে এটি সৃষ্টি, তাহলে সে একজন অবিশ্বাসী।"

(ص: 132) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْعَطَّارِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ عَلِيٍّ بْنِ عَاصِمٍ، يَقُولُ [ص: 133]: "الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأُرَاهُ قَالَ: لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ" قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: وَسَمِعْتُ هَارُونََ الْفَرَوِيَّ، يَقُولُ: «الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ وَلَيْسَ بِمَخْلُوقٍ»

আমাদের কাছে আবু আল-হাসান ইবনুল আত্তার বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি আসিম ইবনে আলি ইবনে আসিমকে বলতে শুনেছি [পৃ: ১৩৩]: "কুরআন আল্লাহর বাণী, তিনি পরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত। এবং আমার মনে হয় তিনি বলেছেন: এটি সৃষ্ট নয়।" আবু আল-হাসান বলেছেন: এবং আমি হারুন আল-ফারবীকে বলতে শুনেছি: «কুরআন আল্লাহর বাণী এবং এটি সৃষ্ট নয়»

(ص: 133) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

83 - حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْعَطَّارِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْوَهَّابِ بْنَ الْحَكَمِ الْوَرَّاقَ، يَقُولُ: «الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَيْسَ بِمَخْلُوقٍ»

৮৩ - আবু আল-হাসান ইবনে আল-আত্তার আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি আবদ আল-ওয়াহাব ইবনে আল-হাকাম আল-ওয়াররাক-কে বলতে শুনেছি যে, "কুরআন আল্লাহর, যিনি মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত, বাণী এবং তা সৃষ্ট নয়।"

(ص: 133) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْعَطَّارِ، سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ وَكِيعٍ، يَقُولُ: «الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَيْسَ بِمَخْلُوقٍ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: "نَحْنُ كَتَبْنَا الصِّدْرَ وَقَرَأْنَا عَلَيْهِ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَكَانَ قَالَ لَنَا الشَّيْخُ: اذْهَبُوا بِهَذَا الْكِتَابِ إِلَى أَبِي عَلِيٍّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَاقَانَ وَكَانَ هُوَ الرَّسُولَ فَاقْرَءُوهُ عَلَيْهِ فَإِنْ أَمَرَكُمْ أَنْ تُنْقِصُوا مِنْهُ شَيْئًا فَانْقُصُوا لَهُ، وَإِنْ زَادَ شَيْئًا فَزِدُوهُ إِلَيَّ حَتَّى أَعْرِفَ ذَلِكَ، فَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَحْتَاجُ أَنْ يُزَادَ فِيهِ دُعَاءٌ لِلْخَلِيفَةِ فَإِنَّهُ يُسَرُّ بِذَلِكَ فَزِدْنَا فِيهِ هَذَا الدُّعَاءَ [ص: 134]. كَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنُ خَاقَانَ إِلَى أَبِي يُحْبِرُهُ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَطَالَ اللَّهُ بِقَاءَهُ يَعْنِي الْمُتَوَكِّلَ أَمَرَنِي أَنْ أَكْتُبَ إِلَيْكَ أَسْأَلُكَ عَنْ أَمْرِ الْقُرْآنِ لَا مَسْأَلَةَ امْتِحَانٍ وَلَكِنْ مَسْأَلَةَ مَعْرِفَةٍ وَبَصِيرَةٍ " وَأَمَلَى عَلَيَّ أَبِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى: «أَحْسَنَ اللَّهُ عَاقِبَتَكَ أَبَا الْحَسَنِ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا، وَدَفَعَ عَنْكَ مَكَارَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ بِرَحْمَتِهِ، فَقَدْ كَتَبْتُ إِلَيْكَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْكَ بِالَّذِي سَأَلَ عَنْهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَيَّدَهُ اللَّهُ مِنْ أَمْرِ الْقُرْآنِ بِمَا حَضَرَنِي، وَإِنِّي أَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدِيمَ تَوْفِيقَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَعَزَّهُ اللَّهُ بِتَأْيِيدِهِ، فَقَدْ كَانَ النَّاسُ فِي خَوْضٍ مِنَ الْبَاطِلِ وَاخْتِلَافٍ شَدِيدٍ يَنْغَمِسُونَ فِيهِ حَتَّى أَفْضَتِ الْخِلَافَةُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَّدَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَفَنَفَى اللَّهُ تَعَالَى بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَعَزَّهُ اللَّهُ كُلَّ بِدْعَةٍ وَانْجَلَى عَنِ النَّاسِ كُلِّ مَا كَانُوا فِيهِ مِنَ الذُّلِّ وَضِيقِ الْحَايِسِ، فَصَرَفَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ كُلَّهُ وَذَهَبَ بِهِ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَعَزَّهُ اللَّهُ نَصْرَهُ، وَوَقَعَ ذَلِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَوْقِعًا عَظِيمًا، وَدَعَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَسْتَجِيبَ فِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَالِحَ الدُّعَاءِ، وَأَنْ يُتِمَّ ذَلِكَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَدَامَ اللَّهُ عِزَّهُ وَأَنْ يَزِيدَ فِي نِيَّتِهِ وَيُعِينَهُ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ» قَالَ أَبِي: وَقَدْ ذَكَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَضْرِبُوا كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ فَإِنَّ ذَلِكَ يُوقِعُ الشَّكَّ فِي قُلُوبِكُمْ».

86 - وَقَدْ ذَكَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ نَفَرًا، كَانُوا جُلُوسًا بِبَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَذًا؟ قَالَ: فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ كَانِمًا فَقِيَّ فِي وَجْهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ فَقَالَ: «أَبْهَذَا أُمِرْتُمْ أَنْ تَضْرِبُوا كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ، إِنَّمَا ضَلَّتِ الْأُمَمُ قَبْلَكُمْ فِي مِثْلِ هَذَا، إِنَّكُمْ لَسْتُمْ مِمَّا هَاهُنَا فِي شَيْءٍ، انْظُرُوا الَّذِي أُمِرْتُمْ بِهِ فاعْمَلُوا بِهِ، وَانْظُرُوا الَّذِي نُهِيتُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا عَنْهُ»

[ص: 135]

87 - وَرَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مِرَاءٌ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ»

88 - وَرَوَى عَنْ أَبِي جَهْمٍ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُمَارُوا فِي الْقُرْآنِ فَإِنَّ مِرَاءً فِيهِ كُفْرٌ» وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَجُلٌ فَجَعَلَ عُمَرُ يَسْأَلُهُ عَنِ النَّاسِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ مِنْهُمْ كَذَا وَكَذَا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: وَاللَّهِ مَا أَحِبُّ أَنْ يَتَسَارَعُوا يَوْمَهُمْ هَذَا فِي الْقُرْآنِ هَذِهِ الْمُسَارَعَةُ، قَالَ: فَزَجَرَنِي عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ: «مَهْ»، فَأَنْطَلَقْتُ إِلَى مَنْزِلِي مُكْتَتِبًا حَزِينًا فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ إِذْ أَتَانِي رَجُلٌ فَقَالَ: أَحِبُّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَخَرَجْتُ، فَإِذَا هُوَ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُنِي فَأَخَذَ بِيَدِي فَخَلَا بِي، فَقَالَ: «مَا الَّذِي كَرِهْتَ مِمَّا قَالَ الرَّجُلُ آتِفًا؟» فَقُلْتُ: «يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَتَى يَتَسَارَعُوا هَذِهِ الْمُسَارَعَةُ يَحْتَقُّوا وَمَتَى يَحْتَقُّوا يَخْتَصِمُوا، وَمَتَى يَخْتَصِمُوا [ص: 136] يَخْتَلِفُوا وَمَتَى يَخْتَلِفُوا يَقْتَتِلُوا»، قَالَ: «لِلَّهِ أَبُوكَ، إِنْ كُنْتُ لَا كُتْمَهَا النَّاسَ حَتَّى جِئْتُ بِهَا»

90 - قَالَ أَبِي وَرَوَى عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْزِضُ نَفْسَهُ عَلَى النَّاسِ بِالْمَوْقِفِ فَيَقُولُ: «هَلْ مِنْ رَجُلٍ يَحْمِلُنِي إِلَى قَوْمِهِ؛ فَإِنَّ قَرِيشًا قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أُبَلِّغَ كَلَامَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ»،

91 - وَرَوَى عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكُمْ لَنْ تَرْجِعُوا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِمَّا خَرَجَ مِنْهُ» يَعْنِي الْقُرْآنَ.

92 - وَرَوَى عَنْ أَبِي إِمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا تَقَرَّبَ الْعِبَادُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ» يَعْنِي الْقُرْآنَ.

93 - وَرَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «جَرِّدُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَكْتُبُوا فِيهِ شَيْئًا إِلَّا كَلَامَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ».

94 - وَرَوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَضَعُوهُ عَلَى مَوَاضِعِهِ».

[ص: 137]

95 - وَقَالَ رَجُلٌ لِلْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ: يَا أَبَا سَعِيدٍ أَنِّي إِذَا قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَدَبَّرْتُ وَنَظَرْتُ فِي عَمَلِي كِدْتُ أَنْ آيَسَ وَيَنْقَطِعَ رَجَائِي، قَالَ: فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ: «إِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَعْمَالُ بَنِي آدَمَ إِلَى الضَّعْفِ وَالتَّقْصِيرِ فَأَعْمَلْ وَأُبَشِّرْ».

96 - وَقَالَ فَرْوَةُ بْنُ نَوْفَلٍ الْأَشْجَعِيُّ: كُنْتُ جَارًا لِحَبَّابٍ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجْتُ مَعَهُ يَوْمًا مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي فَقَالَ: «يَا هَذَا تَقَرَّبَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا اسْتَطَعْتَ فَإِنَّكَ لَنْ تَتَقَرَّبَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ كَلَامِهِ».

97 - وَقَالَ رَجُلٌ لِلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ: مَا حَمَلَ أَهْلَ الْأَهْوَاءِ عَلَى هَذَا؟ قَالَ: «الْخُصُومَاتُ».

98 - وَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ وَكَانَ أَبُوهُ مِمَّنْ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِيَّاكُمْ وَهَذِهِ الْخُصُومَاتُ فَإِنَّهَا تُحْبِطُ الْأَعْمَالَ».

99 - وَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ وَكَانَ أَدْرَكَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُجَالِسُوا أَصْحَابَ الْأَهْوَاءِ»، أَوْ قَالَ «أَصْحَابَ الْخُصُومَاتِ؛ فَإِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَغْسِبُوكُمْ فِي ضَلَالَتِهِمْ أَوْ يَلْبِسُوا عَلَيْكُمْ بَعْضَ مَا تَعْرِفُونَ»،
[ص: 138]

100 - وَدَخَلَ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ الْأَهْوَاءِ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ فَقَالَا: يَا أَبَا بَكْرٍ نَحْدِثُكَ بِحَدِيثٍ قَالَ: لَا، قَالَا: فَتَقْرَأُ عَلَيْكَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ: «لَا، لَتَقُومَانِ عَنِّي أَوْ لَأَقُومَنَّ»، قَالَ: فَقَامَ الرَّجُلَانِ فَخَرَجَا، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: يَا أَبَا بَكْرٍ مَا كَانَ عَلَيْكَ أَنْ يَقْرَأَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: «إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْرَأَ آيَةً عَلَيَّ فَيُحَرِّفَانَهَا فَيَقْرَأُ ذَلِكَ فِي قَلْبِي»، فَقَالَ مُحَمَّدٌ: «لَوْ أَعْلَمْتُ أَنِّي أَكُونُ مِثْلَ السَّاعَةِ لَتَرَكْتُهُمَا».

101 - وَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعِ لِأَيُّوبَ السَّخْتِيَانِي: يَا أَبَا بَكْرٍ أَسْأَلُكَ عَنْ كَلِمَةٍ فَوَلَّى وَهُوَ يَقُولُ بِيَدِهِ «لَا وَلَا نِصْفُ كَلِمَةٍ».

102 - وَقَالَ ابْنُ طَاوُسٍ لِابْنِ لَهُ وَتَكَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعِ: «يَا بُنَيَّ أَدْخُلْ أَصْبُعَيْكَ فِي أُذُنَيْكَ حَتَّى لَا تَسْمَعَ مَا يَقُولُ»، ثُمَّ قَالَ: «اشْدُدْ اشْدُدْ».

103 - وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «مَنْ جَعَلَ دِينَهُ غَرَضًا لِلْخُصُومَاتِ أَكْثَرَ التَّنْقُلِ».

104 - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: «إِنَّ الْقَوْمَ لَمْ يُدْخَرْ عَنْهُمْ شَيْءٌ خُبِّي لَكُمْ لِفَضْلِ عِنْدَكُمْ».

105 - وَكَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ يَقُولُ: «شَرُّ دَاءٍ خَالَطَ قَلْبًا يَعْنِي الْهَوَى».

[ص: 139]

106 - وَقَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اتَّقُوا اللَّهَ مَعْشَرَ الْقُرَّاءِ وَخُذُوا طَرِيقَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَاللَّهُ لَئِنْ اسْتَقْبَلْتُمْ لَقَدْ سُبِقْتُمْ سَبْقًا بَعِيدًا، وَلَئِنْ تَرَكْتُمُوهُ يَبِينَا وَشِبَالًا لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، أَوْ قَالَ: مُبِينًا "

107 - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ: " وَإِنَّمَا تَرَكْتُ ذِكْرَ الْأَسَانِيدِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْبَيِّنِ الَّتِي حَلَفْتُ بِهَا مَا قَدْ عَلِمَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَوْلَا ذَلِكَ لَذَكَرْتُهَا بِأَسَانِيدِهَا وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ} [التوبة: 6] وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ {أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ} [الأعراف: 54] فَأُخْبِرَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِالْخَلْقِ ثُمَّ قَالَ: {وَالْأَمْرُ} [الانفطار: 19] فَأُخْبِرَ أَنَّ الْأَمْرَ غَيْرَ الْخَلْقِ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ {الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ} [الرحمن: 2] فَأُخْبِرَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّ الْقُرْآنَ مِنْ عِلْمِهِ، وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ {وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ} [البقرة: 120] وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ {وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَبِنَ الظَّالِمِينَ} [البقرة: 145] فَالْقُرْآنُ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَفِي هَذِهِ الْآيَاتِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الَّذِي جَاءَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعِلْمِ هُوَ الْقُرْآنُ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ} [البقرة: 120] "

108 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرٍ، وَاحِدٍ، مِمَّنْ مَضَى مِنْ سَلَفِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ أَنَّهُمْ كَانُوا

يَقُولُونَ: «الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَيْسَ بِمَخْلُوقٍ وَهُوَ الَّذِي أَذْهَبَ إِلَيْهِ وَلَسْتُ بِصَاحِبِ كَلَامٍ وَلَا أَرَى الْكَلَامَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا إِلَّا مَا كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ فِي حَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَنْ أَصْحَابِهِ أَوْ عَنِ التَّابِعِينَ، فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَإِنَّ الْكَلَامَ فِيهِ غَيْرٌ [ص: 140] مَحْمُودٌ، وَإِنِّي أَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطِيلَ بَقَاءَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْ يُثَبِّتَهُ وَأَنْ يَمُدَّهُ مِنْهُ بِمَعُونَةٍ، إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» أَخْرَجَ الرَّسَالَةَ

আবু হাসান বিন আল-আত্তার আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি সুফিয়ান বিন ওয়াকী'কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: **"কুরআন আল্লাহর কালাম (বাণী), তা মাখলুক বা সৃষ্টি নয়।" ** আবু আব্দুর রহমান (ইমাম আহমাদের পুত্র আব্দুল্লাহ) বলেন: "আমরা চিঠির শুরুর অংশটুকু লিখে তাঁর (ইমাম আহমাদ) সামনে পাঠ করলাম।" আবু আব্দুর রহমান আরও বলেন: শায়খ (ইমাম আহমাদ) আমাদের বলেছিলেন, "তোমরা এই কিতাবটি (চিঠিটি) আবু আলী বিন ইয়াহইয়া বিন খাকানের নিকট নিয়ে যাও—যিনি ছিলেন খলিফার দূত—এবং এটি তাঁকে পড়ে শোনাও। তিনি যদি তোমাদের এতে কোনো কিছু কমাতে বলেন, তবে তা কমিয়ে দাও। আর যদি তিনি কোনো কিছু যোগ করেন, তবে তা আমার নিকট ফিরিয়ে আনবে যাতে আমি তা দেখে নিতে পারি।"

অতঃপর আমি তা তাঁকে পড়ে শোনালাম। তিনি বললেন: "এতে খলিফার জন্য কিছু দুআ যোগ করা প্রয়োজন, কারণ তিনি এতে খুশি হবেন।" তাই আমরা এতে নিম্নোক্ত দুআটুকু যোগ করলাম:

‘উবাইদুল্লাহ বিন ইয়াহইয়া বিন খাকান আমার পিতার নিকট এই মর্মে চিঠি লিখলেন যে—
আমীরুল মুমিনীন (আল্লাহ তাঁর হায়াত দীর্ঘ করুন, অর্থাৎ খলিফা আল-মুতাওয়াফিল) আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আপনাকে চিঠি লিখতে এবং কুরআনের বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে;
এটি কোনো পরীক্ষা করার জন্য জিজ্ঞাসা নয়, বরং জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি লাভের জন্য জিজ্ঞাসা।’

অতঃপর আমার পিতা (ইমাম আহমাদ) উবাইদুল্লাহ বিন ইয়াহইয়ার নিকট (চিঠির উত্তর) এভাবে লিপিবদ্ধ করালেন:

‘‘হে আবুল হাসান! আল্লাহ সকল বিষয়ে আপনার শেষ পরিণাম সুন্দর করুন এবং তাঁর রহমতে দুনিয়া ও আখেরাতের সকল অনিষ্ট থেকে আপনাকে রক্ষা করুন। আমীরুল মুমিনীন

(আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করুন) কুরআনের বিষয়ে যা জানতে চেয়েছেন, আল্লাহ আপনার প্রতি সম্ভ্রষ্ট হোন, আমি আমার নিকট যা উপস্থিত ছিল সে অনুযায়ী তা লিখে পাঠাচ্ছি। আমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আমীরুল মুমিনীনের তাওফীক দীর্ঘস্থায়ী করেন। মানুষ দীর্ঘকাল বাতিল ও ঘোর মতপার্থক্যের মধ্যে ডুবে ছিল, যতক্ষণ না আমীরুল মুমিনীনের হাতে খেলাফত অর্পিত হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা আমীরুল মুমিনীনের মাধ্যমে সকল বিদআত দূর করেছেন এবং লাঞ্ছনা ও সংকীর্ণ কারাগারের যে কষ্টের মধ্যে মানুষ ছিল, তা থেকে তাদের মুক্তি দিয়েছেন। আল্লাহ আমীরুল মুমিনীনের মাধ্যমে এই সমস্ত কষ্ট দূর করেছেন। মুসলিমদের নিকট এটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সমাদৃত হয়েছে এবং তারা আমীরুল মুমিনীনের জন্য দুআ করেছে। আমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আমীরুল মুমিনীনের হকে নেক দুআসমূহ কবুল করেন, তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং তাঁকে সাহায্য করেন।”

****৮৫.**** আমার পিতা বলেন: আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: *******“তোমরা আল্লাহর কিতাবের এক অংশকে অপর অংশের বিরুদ্ধে ব্যবহার করো না, কারণ এটি তোমাদের অন্তরে সন্দেহের জন্ম দেবে।”*******

****৮৬.**** আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত: একদল লোক নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরজার সামনে বসে ছিল। তাদের কেউ কেউ কুরআনের আয়াত নিয়ে তর্কে লিপ্ত হয়ে বলল—আল্লাহ কি এমনটি বলেননি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা শুনতে পেলেন এবং এমন ক্রোধে বেরিয়ে এলেন যে তাঁর চেহারা লাল হয়ে ডালিমের দানার মতো হয়ে গিয়েছিল। তিনি বললেন: *******“তোমাদের কি এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে আল্লাহর কিতাবের এক অংশকে অপর অংশের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে? তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো এ কারণেই ধ্বংস হয়েছে। তোমাদের যা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা পালন করো এবং যা নিষেধ করা হয়েছে তা থেকে বিরত থাকো।”*******

****৮৭.**** আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: *******“কুরআন নিয়ে বিতর্ক করা কুফরি।”*******

****৮৮.**** আবু জুহাইম (রা.) থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: *******“কুরআন নিয়ে ঝগড়া করো না, কারণ এতে বিতর্ক করা কুফরি।”*******

****৮৯.**** ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন: জনৈক ব্যক্তি ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর নিকট এলে ওমর তাকে লোকদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। লোকটি বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! তাদের মধ্যে কুরআন পাঠকারীর সংখ্যা এত এত হয়েছে। ইবনে আব্বাস

বলেন: আমি তখন বললাম, আল্লাহর কসম! আমি পছন্দ করি না যে তারা কুরআনের ব্যাপারে এভাবে দ্রুততা দেখাবে। ওমর (রা.) আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, থামো! আমি অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে বাসায় ফিরলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, আমীরুল মুমিনীনের ডাকে সাড়া দিন। আমি গিয়ে দেখি তিনি দরজায় আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। তিনি আমার হাত ধরে নির্জনে নিয়ে গিয়ে বললেন, সেই লোকটি যা বলল তাতে তোমার অপছন্দের কী ছিল? আমি বললাম, **হে আমীরুল মুমিনীন! যখন তারা এভাবে দ্রুততা দেখাবে তখন তারা নিজেদের হকদার দাবি করবে, আর যখন হকদার দাবি করবে তখন বিতর্কে জড়াবে, আর যখন বিতর্কে জড়াবে তখন মতভেদ তৈরি হবে, আর যখন মতভেদ হবে তখন একে অপরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে।** ওমর (রা.) বললেন: **সাবাশ তোমাকে! আমি এটি মানুষের নিকট গোপন রাখছিলাম যতক্ষণ না তুমি তা প্রকাশ করলে।**

৯০. আমার পিতা বলেন: জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজের মওসুমে মানুষের নিকট নিজেকে পেশ করতেন এবং বলতেন: **"এমন কোনো ব্যক্তি কি আছে যে আমাকে তার কওমের নিকট নিয়ে যাবে? কেননা কুরাইশরা আমাকে আমার রবের কালাম (বাণী) পৌঁছাতে বাধা দিচ্ছে।"***

৯১. জুবায়ের বিন নুফায়ের (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: **"তোমরা আল্লাহর নিকট এমন কিছু মাধ্যমে ফিরে যেতে পারবে না, যা তাঁর নিকট থেকে যা নির্গত হয়েছে তার চেয়ে উত্তম।"*** অর্থাৎ কুরআন।

৯২. আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: **"বান্দা আল্লাহর নৈকট্য লাভে এমন কিছু মাধ্যমে সফল হতে পারবে না, যা তাঁর নিকট থেকে যা নির্গত হয়েছে তার সমকক্ষ।"*** অর্থাৎ কুরআন।

৯৩. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: **"কুরআনকে (অন্যান্য কথা থেকে) মুক্ত রাখো এবং এতে আল্লাহর কালাম ছাড়া আর কিছু লিখো না।"***

৯৪. ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: **"নিশ্চয়ই এই কুরআন আল্লাহর কালাম, সুতরাং একে তার যথাযথ স্থানে রাখো।"***

৯৫. জনৈক ব্যক্তি হাসান বসরীকে বলল: হে আবু সাঈদ! আমি যখন আল্লাহর কিতাব পড়ি এবং চিন্তা করি, তখন নিজের আমলের দিকে তাকালে হতাশ হয়ে পড়ি। হাসান বসরী তাকে বললেন: **"কুরআন হলো আল্লাহর কালাম, আর আদম সন্তানের আমল হলো দুর্বলতা ও ত্রুটিপূর্ণ। সুতরাং তুমি আমল করে যাও এবং সুসংবাদ গ্রহণ করো।"***

****৯৬.**** ফারওয়া বিন নাওফাল আল-আশজায়ী বলেন: আমি খাব্বাব (রা.)-এর প্রতিবেশী ছিলাম। একদিন মসজিদ থেকে ফেরার পথে তিনি আমার হাত ধরে বললেন: ****"হে বৎস! সাধ্যমতো আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করো। তবে জেনে রেখো, তাঁর কালামের (কুরআনের) চেয়ে প্রিয় আর কোনো কিছুর মাধ্যমে তুমি তাঁর নৈকট্য পাবে না।"***

****৯৭.**** হাকাম বিন উতাইবা-কে জিজ্ঞাসা করা হলো: প্রবৃত্তিপূজারীদের (আহলে আহওয়া) এই পথে কে নামালো? তিনি বললেন: ****"বিতর্ক ও ঝগড়া।"***

****৯৮.**** মুয়াবিয়া বিন কুররা বলেন: ****"তোমরা এই ঝগড়া-বিবাদ থেকে বেঁচে থাকো, কারণ এটি আমলসমূহকে নষ্ট করে দেয়।"***

****৯৯.**** আবু কিলাবা বলেন: ****"তোমরা প্রবৃত্তিপূজারী ও বিতর্ককারীদের সাথে বসো না। আমি আশঙ্কা করি তারা তোমাদের তাদের গোমরাহিতে নিমজ্জিত করবে অথবা তোমরা সত্যের যা কিছু জানো সে ব্যাপারে বিভ্রান্তি তৈরি করবে।"***

****১০০.**** দুইজন প্রবৃত্তিপূজারী মুহাম্মদ ইবনে সীরিনের নিকট এসে বলল: হে আবু বকর! আমরা কি আপনাকে একটি হাদীস শোনাব? তিনি বললেন: না। তারা বলল: তবে কি আল্লাহর কিতাব থেকে একটি আয়াত পড়ে শোনাব? তিনি বললেন: ****না। হয় তোমরা এখান থেকে চলে যাবে, নয়তো আমি উঠে চলে যাব।**** তারা চলে গেলে উপস্থিত লোকেরা বলল, তারা তো শুধু আল্লাহর কিতাব থেকে একটি আয়াত পড়তে চেয়েছিল, তাতে আপনার সমস্যা কী ছিল? মুহাম্মদ ইবনে সীরিন বললেন: ****আমি আশঙ্কা করছিলাম তারা আয়াতটি পড়ে তার ভুল ব্যাখ্যা করবে এবং সেটি আমার অন্তরে গেঁথে যাবে।****

****১০১.**** জনৈক বিদআতী আইয়ুব সাখতিয়ানীকে বলল: হে আবু বকর! আপনাকে একটি শব্দ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করব। তিনি হাত দিয়ে ইশারা করে ফিরে গেলেন এবং বললেন: ****না, অর্ধেক শব্দও না।****

****১০২.**** ইবনে তাউস তাঁর পুত্রকে উদ্দেশ্য করে (যখন জনৈক বিদআতী কথা বলছিল) বললেন: ****হে বৎস! তোমার দুই কানে আঙ্গুল দাও যাতে সে যা বলছে তা শুনতে না পাও।**** এরপর তিনি বার বার বললেন: ****জোরে চেপে ধরো, জোরে চেপে ধরো!***

****১০৩.**** ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ বলেছেন: ****"যে ব্যক্তি তার দ্বীনকে বিতর্কের লক্ষ্যবস্তু বানায়, সে ঘনঘন ধর্মীয় অবস্থান পরিবর্তন করে।"***

****১০৪.**** ইব্রাহিম নাখায়ী বলেছেন: ******"পূর্ববর্তী লোকদের থেকে এমন কিছু গোপন রাখা হয়নি যা তোমাদের বিশেষ মর্যাদার কারণে তোমাদের জন্য তুলে রাখা হয়েছে।"****** (অর্থাৎ দ্বীনের নতুন নতুন বিতর্ক কেবল ফেতনা)।

****১০৫.**** হাসান বসরী বলতেন: ******"সবচেয়ে খারাপ ব্যাধি যা অন্তরে মিশে যায়, তা হলো কুপ্রবৃত্তি (আহওয়া)।"******

****১০৬.**** হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা.) বলেছেন: ******"হে ক্বারী সম্প্রদায়! আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের পথ অবলম্বন করো। আল্লাহর কসম! যদি তোমরা সঠিক পথে অটল থাকো তবে তোমরা অনেক দূর এগিয়ে যাবে। আর যদি ডানে-বামে বিচ্যুত হও তবে তোমরা চরম বিভ্রান্তিতে পতিত হবে।"******

****১০৭.**** আব্দুল্লাহ বলেন: আমার পিতা (ইমাম আহমাদ) রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন: "আমি চিঠিতে সূত্রগুলো (সনদ) উল্লেখ করিনি কারণ আমীরুল মুমিনীন জানেন যে আমি ইতিপূর্বে শপথ করেছি (সনদ উল্লেখ না করতে)। তা না হলে আমি সবগুলোর সনদ উল্লেখ করতাম। আল্লাহ তাআলা বলেন: ******{আর যদি মুশরিকদের কেউ আপনার নিকট আশ্রয় চায়, তবে তাকে আশ্রয় দিন যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পায়}****** [তওবা: ৬]। তিনি আরও বলেন: ******{জেনে রেখো, সৃষ্টি (খালক) ও নির্দেশ (আসর) কেবল তাঁরই}****** [আরাফ: ৫৪]। এখানে আল্লাহ সৃষ্টির কথা বলার পর নির্দেশের কথা আলাদাভাবে বলেছেন, যা প্রমাণ করে নির্দেশ সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়। আল্লাহ আরও বলেন: ******{পরম দয়াময়, তিনি কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন, মানুষ সৃষ্টি করেছেন}****** [আর-রহমান: ১-৩]। এখানে আল্লাহ জানিয়েছেন কুরআন তাঁর ইলম বা জ্ঞানের অংশ। আল্লাহ আরও বলেন: ******{...তোমার নিকট জ্ঞান (ইলম) আসার পর তুমি যদি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো...}****** [বাকারা: ১২০]। এই আয়াতগুলো প্রমাণ করে যে আল্লাহর নিকট থেকে যা এসেছে (ইলম) তা-ই হলো কুরআন।"

****১০৮.**** আমাদের সালাফে সালাহীনদের অনেকের থেকেই বর্ণিত হয়েছে যে তাঁরা বলতেন: ******"কুরআন আল্লাহর কালাম এবং তা মাখলুক (সৃষ্টি) নয়।"****** এটিই আমার আকিদা। আমি তর্ক-বিতর্কে বিশ্বাসী নই এবং এ বিষয়ে কুরআন, সুন্নাহ বা সাহাবী-তাবেঈদের বক্তব্যের বাইরে কোনো কথা বলাকে সমীচীন মনে করি না।

"আমি আল্লাহর নিকট আমীরুল মুমিনীনের দীর্ঘায়ু, দৃঢ়তা ও সাহায্য প্রার্থনা করছি। নিশ্চয়ই তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।" (চিঠি সমাপ্ত)।

109 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكُمْ لَنْ تَرْجِعُوا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِشَيْءٍ مَّا أَفْضَلَ مِنَّا خَرَجَ مِنْهُ» يَعْنِي الْقُرْآنَ، قَالَ أَبِي: كَذَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ

109 - আমার পিতা (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, আব্দুর রহমান ইবনে মাহদি আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, মুআবিয়া থেকে, অর্থাৎ ইবনে সালিহ থেকে, তিনি আল-আলা ইবনে হারিস থেকে, তিনি যায়েদ ইবনে আরতাআহ থেকে, তিনি জুবাইর ইবনে নুফাইর থেকে। জুবাইর ইবনে নুফাইর বলেছেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “নিশ্চয়ই তোমরা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর কাছে এমন কোনো কিছু নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে না যা তাঁর কাছ থেকে নির্গত হয়েছে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।” এর দ্বারা কুরআনকে বোঝানো হয়েছে। আমার পিতা বলেন, আব্দুর রহমান এভাবেই বলেছেন।

110 - حَدَّثَنِي عُبيدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، وَأَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ، قَالَا حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: كَانَ عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ يَأْخُذُ [ص: 141] الْمُصْحَفَ فَيَضَعُهُ عَلَى وَجْهِهِ وَهُوَ يَقُولُ: «كَلَامُ رَبِّي كَلَامُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ»، قَالَ عُبيدُ اللَّهِ: وَفِي كِتَابِي يَعْنِي عَنْ حَمَادٍ «كِتَابُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ» قَالَ عُبيدُ اللَّهِ: فَذَكَرْتُهِ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا فَقَالَ: كَانَ حَمَادٌ يَقُولُهُمَا جَمِيعًا وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: «كِتَابُ رَبِّي كِتَابُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ»

১১০ - উবাইদুল্লাহ ইবনু উমার আল-কাওয়ারীরী এবং আবুর রাবী আয-যাহরানী আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁরা উভয়ে বলেছেন, আমাদের কাছে হাম্মাদ ইবনু যায়দ বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে আইয়ুব, ইবনু আবী মুলাইকা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: ইকরিমা ইবনু আবী জাহল [পৃষ্ঠা: ১৪১] মুসহাফ (কুরআন) নিয়ে নিজের চেহারায় রাখতেন

এবং বলতেন: "আমার রবের কথা, আমার রবের কথা, মহান ও পরাক্রমশালী।" উবাইদুল্লাহ বলেছেন: "আমার কিতাবে (অর্থাৎ হাম্মাদের সূত্রে) আমার রবের কিতাব, মহান ও পরাক্রমশালী রয়েছে।" উবাইদুল্লাহ বলেছেন: "আমি আমার কতিপয় সাথীর কাছে এটি উল্লেখ করলে তিনি বললেন: হাম্মাদ উভয়টিই বলতেন।" আর আবুর রাবী বলেছেন: "আমার রবের কিতাব, আমার রবের কিতাব, মহান ও পরাক্রমশালী।"

(ص: 141) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

111 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَبِرِ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: كُنْتُ جَارًا لِحَبَّابٍ فَخَرَجْنَا يَوْمًا مِنَ الْمَسْجِدِ [ص: 142] وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي فَقَالَ: يَا هَنَاهُ تَقَرَّبَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا اسْتَطَعْتَ فَإِنَّكَ لَنْ تَتَقَرَّبَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ كَلَامِهِ "يَعْنِي الْقُرْآنَ

112 - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ

113 - وَحَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، ثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْأَبْرَارُ، جَبِيعًا عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالٍ، عَنْ فَرْوَةَ، عَنْ حَبَّابٍ، مَعْنَاهُ

111 - আমার পিতা, আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন, আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। জারীর আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, মানসূর ইবনুল মুতামির থেকে, তিনি হিলাল ইবনু ইয়াসাফ থেকে, তিনি ফারওয়াহ ইবনু নাওফাল আল-আশজাজি থেকে। তিনি বলেন: আমি খাব্বাব-এর প্রতিবেশী ছিলাম। একদিন আমরা মসজিদ থেকে বের হলাম, [পৃষ্ঠা: ১৪২] আর তিনি আমার হাত ধরে ছিলেন। অতঃপর তিনি বললেন: "ওহে ভাই, তুমি আল্লাহ তাআলার নিকট সাধ্যানুযায়ী নৈকট্য লাভ করো। কারণ তুমি তাঁর কালাম (অর্থাৎ কুরআন)-এর চেয়ে প্রিয় অন্য কোনো কিছুর মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভ করতে পারবে না।"

112 - আবু বকর ইবনু আবি শাইবাহ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। উবাইদা ইবনু হুমাইদ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন।

113 - এবং সুরয়জ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। আবু হাফস আল-আববার আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। উভয়েই মানসূর থেকে, তিনি হিলাল থেকে, তিনি ফারওয়াহ থেকে, তিনি খাফাব থেকে এর একই মর্মার্থ বর্ণনা করেছেন।

(ص: 142) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

114 - حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ، ثنا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ الزُّهْرِيِّ [ص: 143]، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «وَاللَّهِ مَا ظَنَنْتُ أَنَّهُ يُنْزَلُ فِي شَأْنِي وَحَيًّا يُتَكَلَّمُ بِالْقُرْآنِ فِي أَمْرِي» فَذَكَرَ حَدِيثَ الْإِفْكِ

১১৪ - আবু রাবি‘ আয-যাহরানী আমাকে বর্ণনা করেছেন, (তিনি) ফুলাইহ ইবন সুলাইমান থেকে, তিনি ইবন শিহাব আয-যুহরী থেকে (পৃষ্ঠা: ১৪৩), তিনি উরওয়াহ ইবন আয-যুবাইর, সাজিদ ইবন আল-মুসায়্যিব, আলকামাহ ইবন ওয়াক্কাস আল-লায়সী এবং উবাইদুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন উতবাহ থেকে, (তাঁরা সকলে) আযিশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: "আল্লাহর কসম, আমি তো ভাবিনি যে আমার বিষয়ে পাঠযোগ্য কোনো ওহী নাযিল হবে। আর আমি নিজের কাছে নিজেকে এর চেয়েও তুচ্ছ মনে করি যে আমার ব্যাপারে কুরআনে কথা বলা হবে।" অতঃপর তিনি ইফকের (অপবাদের) হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

(ص: 143) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

115 - حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ، ثنا أَبُو سُفْيَانَ الثَّوَالِي، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعُرْوَةَ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ

الله عنها حين قال لها أهل الإفك ما قالوا: «مَا شَعَرْتُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَتَكَلَّمُ فِي بَوْحِي»

১১৫ - আবু মামার আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, আবু সুফিয়ান আল-মামারি মামার থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি যুহরি থেকে, তিনি সাঈদ ইবনে আল-মুসাইয়াব, উরওয়াহ, উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ এবং আলকামাহ ইবনে ওয়াক্কাস থেকে, তাঁরা আয়িশাহ (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণনা করেছেন। যখন অপবাদকারীরা তাঁকে যা বলার তা বলেছিল, (তখন আয়িশাহ) বলেন: "আমি উপলব্ধি করিনি যে, মহিমাম্বিত ও পরাক্রমশালী আল্লাহ আমার সম্পর্কে ওহীর মাধ্যমে কথা বলবেন।"

(ص: 143) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

116 - حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ، عَنْ سُرَيْجِ بْنِ النُّعْمَانِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّئَاسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ نِيَّارِ بْنِ مُكْرَمٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " خَاطَرَ قَوْمًا [ص: 144] مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ عَلَى أَنَّ الرُّومَ تَغْلِبُ فَارِسَ فَغَلَبَتِ الرُّومُ فَتَزَلَّتْ {الم} {الشورى: 9} [غُلِبَتِ الرُّومُ] {الروم: 2} فَأَتَى قُرَيْشًا فَقَرَأَهَا عَلَيْهِمْ فَقَالُوا كَلَامُكَ هَذَا أَمْ كَلَامُ صَاحِبِكَ؟ قَالَ: لَيْسَ بِكَلَامِي وَلَا كَلَامِ صَاحِبِي وَلَكِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ "

১১৬ - আবু মামার আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, সুরাইজ ইবনুন নুমান থেকে, আবদুর রহমান ইবনু আবীয যিনাদ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তাঁর পিতা থেকে, উরওয়াহ ইবনুয যুবাইর থেকে, নিয়ার ইবনু মুকরাম থেকে যে, আবু বকর (রাঃ) মক্কার কিছু লোকের সাথে এই শর্তে বাজি ধরেছিলেন যে, রোম পারস্যকে পরাজিত করবে। (পৃষ্ঠা: ১৪৪) অতঃপর রোমই জয়লাভ করলো। তখন (কুরআনের আয়াত) অবতীর্ণ হলো: {আলিফ লাম মীম} [আশ-শুরা: ৯] {রোমকগণ পরাজিত হয়েছে} [আর-রুম: ২]। তখন তিনি কুরাইশদের নিকট এলেন এবং তাদের কাছে এটি পাঠ করে শোনালেন। তারা বলল: এ কি আপনার কথা, নাকি আপনার সাথীর কথা? তিনি বললেন: এ আমারও কথা নয়, আমার সাথীরও কথা নয়, বরং এটি পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত আল্লাহরই কথা।

117 - حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنِي جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي الزُّعْرَاءِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا أَعْرِفَنَّ مَا عَطَفْتُمُوهُ عَلَى أَهْوَائِكُمْ»

১১৭ - আবু মামার আমাকে বর্ণনা করেছেন, জারির আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি লায়স থেকে, তিনি সালামাহ ইবন কুহায়ল থেকে, তিনি আবুয-যারা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবুয-যারা) বলেন: উমার (আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকুন) বলেছেন: "নিশ্চয় এই কুরআন মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর বাণী। অতএব, আমি যেন না দেখি তোমরা এটিকে তোমাদের খেয়াল-খুশির দিকে ঘুরিয়ে নাও (বা বিকৃত করো)।"

118 - حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ لَيْثٍ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي الزُّعْرَاءِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَانِئٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»

118 - উসমান ইবনে আবী শাইবা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: জারীর ইবনে আব্দুল হামিদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি লায়স ইবনে আবী সুলাইম থেকে, তিনি সালামাহ ইবনে কুহাইল থেকে, তিনি আবুয যারা আব্দুল্লাহ ইবনে হানি থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আব্দুল্লাহ ইবনে হানি) বলেছেন: উমার ইবনুল খাত্তাব (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) বলেছেন: “কুরআন মহিমাম্বিত ও গৌরবাম্বিত আল্লাহর বাণী (কালামুল্লাহ)।”

119 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاعَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَلَاءُ بْنُ عَمْرٍو الْحَنْفِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

[স: 146]: «الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَمَنْ رَدَّ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا يَرُدُّ عَلَى اللَّهِ عِزَّ وَجَلَّ»

১১৯ - আমাকে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক আস-সাগানী বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে আলা ইবনে আমর আল-হানফী বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে ইবনে আবি জায়েদা বর্ণনা করেছেন, মুজালিদ থেকে, শাবী থেকে, মাসরুক থেকে, আবদুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন [পৃষ্ঠা: ১৪৬]: "কুরআন মহাপরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত আল্লাহর বাণী। সুতরাং যে এর কোনো অংশ প্রত্যাখ্যান করবে, সে তো প্রকৃতপক্ষে মহাপরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত আল্লাহকেই প্রত্যাখ্যান করবে।"

(স: 146) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

120 - حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «إِنَّ أَحْسَنَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»

120 - আবু মামার আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আবু মুআবিয়াহ আমাদের কাছে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি আল-আমাশ থেকে, তিনি জামি ইবনে শাদাদ থেকে, তিনি আল-আসওয়াদ ইবনে হিলাল থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। আব্দুল্লাহ বলেছেন: "নিশ্চয়ই সর্বোত্তম বাণী হলো মহিমাম্বিত ও পরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলার বাণী।"

(স: 146) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

121 - وَحَدَّثْتُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيِّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أُعَيْنٍ، عَنْ عَطَاءٍ [স: 147] بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَحْسَنُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»

121 - এবং আমাকে আহমদ ইবনে আবি শুআইব আল-হাররানি থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি বলেন, আমাদের কাছে মুসা ইবনে আইয়ান বর্ণনা করেছেন, তিনি আতা ইবনে পৃষ্ঠা: ১৪৭ সাইব থেকে, তিনি আবুল বাখতারি থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নবীকে (তাঁর উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি

বর্ষিত হোক) বলতে শুনেছেন: «কথার মধ্যে সর্বোত্তম কথা হলো মহিমাম্বিত ও পরাক্রমশালী আল্লাহর কথা।»

(ص: 147) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

122 - حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «مَا أَجِبُ أَنْ يَنْضِيَ عَلَيَّ يَوْمٌ وَلَا لَيْلَةٌ لَا أَنْظُرُ فِي كَلَامِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ» يَغْنِي الْقُرْآنُ فِي الْبُصْحَفِ

১২২ - আবু মামার আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, সুফিয়ান আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি (সুফিয়ান) বলেছেন: উসমান ইবনে আফফান (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন) বলেছেন, "আমি পছন্দ করি না যে, আমার উপর দিয়ে এমন কোনো দিন বা রাত অতিবাহিত হোক, যখন আমি মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর বাণীতে দৃষ্টিপাত না করি।" এর অর্থ হলো, লিখিত কুরআন অধ্যয়ন করা।

(ص: 147) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

123 - وَحَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ [ص: 148] الْقُرْظِيِّ، قَالَ: «كَانَ النَّاسُ إِذَا سَبِعُوا الْقُرْآنَ، مِنْ فِي الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَكَانَهُمْ لَمْ يَسْمَعُوهُ قَبْلَ ذَلِكَ»

১২৩ - আবু মামার আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, ওয়াকী আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি মুসা ইবন উবায়দা থেকে, তিনি মুহাম্মাদ ইবন কাব পৃষ্ঠা: ১৪৮ আল-কুরযী থেকে বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইবন কাব আল-কুরযী বলেছেন: "কিয়ামত দিবসে মানুষ যখন পরম দয়ালু, পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত সত্তার মুখ থেকে কুরআন শুনবে, তখন যেন তারা এর আগে তা শোনেনি।"

(ص: 148) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

124 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَضْلُ الْقُرْآنِ عَلَى الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عِبَادِهِ»

124 - আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত করুন। আসওয়াদ ইবনু আমির আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, আবু বকর (অর্থাৎ ইবনু আইয়াশ) আমাশ থেকে, তিনি আল-হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আল-হাসান) বলেন: আল্লাহর রাসূল (তাঁর উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক) বলেছেন: «অন্যান্য কথার উপর কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব এমন, যেমন আল্লাহর (মহাপরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত) শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর বান্দাদের উপর।»

(ص: 148) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

125 - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَلَمَةَ بْنِ كَهِيلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَعْلَمَ أَنََّّهُ يُحِبُّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيُعْرِضْ نَفْسَهُ عَلَى الْقُرْآنِ فَإِنْ أَحَبَّ الْقُرْآنَ فَهُوَ يُحِبُّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّمَا الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»

১২৫ - ইবরাহিম ইবনু ইসমাইল ইবনু ইয়াহইয়া ইবনু সালামাহ ইবনু কুহায়ল আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি আবদুর রহমান ইবনু ইয়াজিদ সূত্রে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: "যে ব্যক্তি জানতে চায় যে সে মহিমান্বিত ও পরাক্রমশালী আল্লাহকে ভালোবাসে কি না, সে যেন তার নিজেকে কুরআনের সামনে পেশ করে। যদি সে কুরআনকে ভালোবাসে, তবে সে মহিমান্বিত ও পরাক্রমশালী আল্লাহকে ভালোবাসে। কারণ কুরআন তো মহিমান্বিত ও পরাক্রমশালী আল্লাহরই বাণী।"

(ص: 149) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

126 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ يَعْغِي ابْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: "إِنَّ فَضْلَ الْقُرْآنِ عَلَى الْكَلَامِ كَفَضْلِ الْخَالِقِ عَلَى سَائِرِ خَلْقِهِ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ يَخُطُبُ بِهَا عَلَى الْمُنْبَرِ"

১২৬ - মুহাম্মদ ইবনুল ফারাজ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। আমাদের কাছে হাজ্জাজ—অর্থাৎ ইবনু মুহাম্মদ—আবু মাশার থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবনে কায়স থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: "নিশ্চয়ই অন্যান্য কথার (বাণীর) উপর কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব সৃষ্টিকর্তার তাঁর সকল সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্বের ন্যায়।" মুহাম্মদ ইবনে কায়স বলেছেন: "আমি সুলাইমান ইবনে আব্দুল মালিককে মিস্রের দাঁড়িয়ে এ বিষয়ে খুতবা দিতে শুনেছি।"

(ص: 149) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

127 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، ثنا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ، أَنَّهُ قَالَ: «فَضْلُ الْقُرْآنِ عَلَى مَا سِوَاهُ مِنَ الْكَلَامِ كَفَضْلِ الْخَالِقِ عَلَى خَلْقِهِ»

127 - আমাকে বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ ইবন বাক্কার, বনু হাশিমের পৃষ্ঠপোষক, আবু মাশার থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবন কায়স থেকে, তিনি সুলাইমান ইবন আবদিল মালিক থেকে, যে তিনি বলেছেন: "কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব অন্যান্য সকল কথার উপর এমন, যেমন সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর সৃষ্টির উপর।"

(ص: 149) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

128 - حَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ حَبَّادٍ الضَّبِّيُّ الْكُوفِيُّ الْوَرَّاقُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ص: 150] يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: «مَنْ شَغَلَهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عَنْ ذِكْرِي وَعَنْ مَسْأَلَتِي أُعْطِيَتهُ أَفْضَلَ ثَوَابِ السَّائِلِينَ، وَفَضْلُ الْقُرْآنِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى خَلْقِهِ»

১২৮ - আমার কাছে বর্ণনা করেছেন হাসান ইবনে হাম্মাদ আদ-দাব্বী আল-কুফী আল-ওয়ারাক, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইবনে আল-হাসান ইবনে আবী ইয়াযিদ, তিনি আমর ইবনে কায়স থেকে, তিনি আতিয়া থেকে, তিনি আবু সাঈদ (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: রাসূলুল্লাহ (আল্লাহ তাঁর উপর সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন) বলেছেন: **পৃষ্ঠা: ১৫০** আল্লাহ তাআলা (মহান ও পরাক্রমশালী) বলেন: "যে ব্যক্তিকে আমার যিকির (স্মরণ) ও আমার কাছে চাওয়া থেকে কুরআন পাঠ ব্যস্ত রাখে, আমি তাকে প্রার্থনাকারীদের সর্বোত্তম সওয়াব (প্রতিদান) দান করি। আর অন্যান্য সকল কথার উপর কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব এমন, যেমন আল্লাহ তাআলার (মহান ও পরাক্রমশালী) শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর সৃষ্টির উপর।"

(ص: 150) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

129 - وَذَكَرَ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ، ثنا عَبْدُ بْنُ حُمَرَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ فَضْلَ الْقُرْآنِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ الرَّحْمَنِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى سَائِرِ خَلْقِهِ»

১২৯ - ইউসুফ ইবনু মুসা আল-কাত্তান উল্লেখ করেছেন যে, আমর ইবনু হুমরান আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, সাঈদ ইবনু আবী আরুবাহ থেকে, তিনি কাতাদাহ থেকে, তিনি শাহর ইবনু হাওশাব থেকে, তিনি আবু হুরায়রাহ থেকে, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন। আবু হুরায়রাহ বলেছেন: রাসূলুল্লাহ, আল্লাহর রহমত ও শান্তি তাঁর উপর বর্ষিত হোক, বলেছেন: “নিশ্চয়ই কোরআনের শ্রেষ্ঠত্ব অন্যান্য সকল বাণীর উপর এমন, যেমন পরম দয়াময় (আর-রাহমান) আল্লাহর, তিনি মহিমান্বিত ও সুউচ্চ, শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর সকল সৃষ্টির উপর।”

(ص: 151) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو مُوسَى، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ سُلَيْمَانَ الزَّزَّادُ، ثنا صَالِحُ الْمُرِّي، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ الْحَسَنَ فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ إِنِّي إِذَا قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

فَذَكَرْتُ شُرُوطَهُ وَعُهُودَهُ وَمَوَاقِفَهُ قَطَعَ رَجَائِي فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ: «ابْنُ أَخِي إِنَّ الْقُرْآنَ
كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى الْقُوَّةِ وَالْمَتَانَةِ، وَإِنَّ أَعْمَالَ ابْنِ آدَمَ إِلَى الضَّعْفِ وَالتَّقْصِيرِ
وَلَكِنْ سَدِّدْ وَقَارِبْ وَأَبْشِرْ»

131 - سَبَّحْتُ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، يَقُولُ: " مَنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ أَوْ مِنْ أَصْحَابِ
الْكَلَامِ فَأَمْسَكَ عَنْ أَنْ يَقُولَ: الْقُرْآنُ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ فَهُوَ جَهْمِي "

হারুন ইবন আবদুল্লাহ আবু মুসা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, [তিনি বলেন] আব্দুল আলা
ইবন সুলাইমান আয-যাররাদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, [তিনি বলেন] সালিহ আল-
মুররি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি (সালিহ আল-মুররি) বলেন: একজন লোক আল-
হাসানের (আল-বাসরী) কাছে এসে তাকে বললেন: "হে আবু সাঈদ! আমি যখন আল্লাহ
তাআলার (মহাপরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত) কিতাব পাঠ করি এবং তার শর্তাবলী,
অঙ্গীকারসমূহ ও প্রতিশ্রুতিসমূহ স্মরণ করি, তখন আমার আশা ছিন্ন হয়ে যায়।" তখন আল-
হাসান তাকে বললেন: "হে আমার প্রিয় ভাই! নিশ্চয় কুরআন আল্লাহ তাআলার
(মহাপরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত) কালাম, যা শক্তিশালী ও সুদৃঢ়। আর আদম সন্তানের আমল
দুর্বলতা ও ত্রুটিপূর্ণ। কিন্তু তুমি সঠিক পথে অবিচল থেকে, সাধ্যমত চেষ্টা করো এবং সুসংবাদ
গ্রহণ করো।"

131 - আমি আমার পিতাকে, আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন, বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি
আসহাবুল হাদিসদের অন্তর্ভুক্ত হোক অথবা কালাম শাস্ত্রবিদদের অন্তর্ভুক্ত হোক, যদি সে এই
কথা বলা থেকে বিরত থাকে যে, কুরআন সৃষ্ট নয়, তাহলে সে জাহমিয়া মতাদর্শের অনুসারী।"

(ص: 151) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

132 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، ثنا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، ثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَعْبُدُ عَنْ
مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لَجَعْفَرٍ يَغْنِي ابْنِ مُحَمَّدٍ إِنَّهُمْ يَسْأَلُونَ عَنِ
الْقُرْآنِ [ص: 152]، مَخْلُوقٌ هُوَ؟ قَالَ: " لَيْسَ بِخَالِقٍ وَلَا مَخْلُوقٍ وَلَكِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ،

قَالَ أَبِي: قَدْ رَأَيْتُ مَعْبَدًا هَذَا وَلَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ وَأَثْنَى عَلَيْهِ أَبِي وَكَانَ يُفْتِي بِرَأْيِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى "

132 - আমার পিতা, আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন, আমাকে বর্ণনা করেছেন, মুসা ইবনু দাউদ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আবু আবদুর রহমান মাবাদ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, মুআবিয়া ইবনু আম্মার আদ-দুহনী থেকে। তিনি বলেন: আমি জাফরকে – অর্থাৎ ইবনু মুহাম্মাদকে – বললাম: "তারা কুরআন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে, [পৃ: ১৫২] তা কি সৃষ্ট (মাখলুক)?" তিনি বললেন: "তা সৃষ্টিকর্তা (খালিক)ও নয় এবং সৃষ্ট (মাখলুক)ও নয়, বরং তা আল্লাহর বাণী (কালামুল্লাহ)।" আমার পিতা বলেন: "আমি এই মাবাদকে দেখেছি এবং তার মধ্যে কোনো দুর্বলতা ছিল না। আমার পিতা তাঁর প্রশংসা করেছেন এবং তিনি ইবনু আবী লায়লার অভিমত অনুসারে ফতোয়া দিতেন।"

(ص: 152) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

133 - حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، حَدَّثَنَا رَجُلٌ سَمَّاهُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةَ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقُرْآنِ، قُلْتُ: خَالِقٌ أَوْ مَخْلُوقٌ؟ قَالَ: "لَيْسَ بِخَالِقٍ وَلَا مَخْلُوقٍ وَلَكِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ: وَهُوَ قَوْلُنَا وَقَوْلُ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَمَنْ قَالَ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ "

133 - আমাকে ইসমাইল ইবন উবাইদ ইবন আবী কারীমাহ বর্ণনা করেছেন, তিনি আমাদের এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, আমাদেরকে মুআবিয়া ইবন আম্মার বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি জাফর ইবন মুহাম্মাদকে কুরআন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, আমি বললাম: (এটি কি) সৃষ্টিকর্তা (খালিক) নাকি সৃষ্ট (মাখলুক)? তিনি বললেন: "এটি সৃষ্টিকর্তাও নয়, সৃষ্টও নয়, বরং এটি আল্লাহর বাণী।" ইসমাইল বললেন: এটি আমাদের এবং আহলুস সুন্নাহর (সুন্নাহপন্থীগণ) অভিমত। এবং যে ব্যক্তি বলে যে, কুরআন সৃষ্ট, সে কাফির (অবিশ্বাসী)।

(ص: 152) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

134 - حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا رُوَيْمُ بْنُ يَزِيدَ الْبُقَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْبُدُ بْنُ رَاشِدٍ الْكُوفِيُّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، قَالَ: سِئِلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقُرْآنِ، فَقَالَ: «لَيْسَ بِخَالِقٍ وَلَا مَخْلُوقٍ وَهُوَ كَلَامُ اللَّهِ»

134 - আব্বাস ইবনু আব্দুল আযীম আল-আনবারী আমাকে বর্ণনা করেছেন, রুওয়াইম ইবনু ইয়াযীদ আল-মুক্রি আমাদের বর্ণনা করেছেন, মাবাদ ইবনু রাশিদ আল-কুফী আমাদের বর্ণনা করেছেন, তিনি মুআবিয়া ইবনু আম্মার আদ-দুহনী থেকে (বর্ণনা করেছেন)। তিনি বলেছেন: জাফর ইবনু মুহাম্মাদকে কুরআন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তখন তিনি বললেন: "এটি সৃষ্টিকর্তাও নয় এবং সৃষ্টিও নয়; আর এটি আল্লাহর বাণী (কালামুল্লাহ)।"

(ص: 152) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

135 - حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ مَوْلَى النَّضْرِ، حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا رُوَيْمُ الْبُقَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشٍ الْوَشَّاءِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ [ص: 153] الْحُسَيْنِ وَقَدْ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَيَّاشٍ وَكَانَ جَارًا لَنَا، وَكَانَ مِنَ الْعُدُولِ الثِّقَاتِ عَنْ يُونُسَ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّهُ قَالَ فِي الْقُرْآنِ: «لَيْسَ بِخَالِقٍ وَلَا مَخْلُوقٍ وَلَكِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَلَّغْنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَيَّاشٍ هُوَ أَبُو يَحْيَى ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَزَّازُ رَوَى عَنْهُ أَبُو كُرَيْبٍ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً

১৩৫ - আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন, যিনি আন-নাদর-এর আযাদকৃত গোলাম (মাওলা), তিনি আমাকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আব্বাস ইবনু আবদুল আযীম আল-আনবারী আমাকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, রুওয়াইম আল-মুকরি' (ক্বারী) আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি আবদুল্লাহ ইবনু আয়্যাশ আল-ওয়াশশার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনু [পৃষ্ঠা: ১৫৩] হুসাইন বলেছেন: আমি আবদুল্লাহ ইবনু আয়্যাশকে দেখেছি। তিনি আমাদের প্রতিবেশী ছিলেন এবং নির্ভরযোগ্য ও আস্থাশীল (বর্ণনাকারী)দের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ইউনুস ইবনু বুকাইরের সূত্রে, তিনি জাফর ইবনু মুহাম্মাদের সূত্রে, তিনি তাঁর পিতার সূত্রে, তিনি আলী ইবনুল হুসাইনের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি কুরআন সম্পর্কে

বলেছেন: এটি সৃষ্টিকর্তা নয় এবং সৃষ্টিও নয়, বরং এটি আল্লাহর বাণী। আবু আব্দুর রহমান বলেছেন, আমার কাছে পৌঁছেছে যে, আবদুল্লাহ ইবনু আয়্যাশ হলেন আবু ইয়াহইয়া ইবনু আবদুল্লাহ আল-খাজ্জাজ। আবু কুরাইব তাঁর থেকে বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন।

(ص: 153) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

136 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ حَاتِمٍ الْمَلَائِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: " سَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عَنِ الْقُرْآنِ، فَقَالَ: كِتَابُ اللَّهِ وَكَلَامُهُ "

136 - মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক আমাকে বর্ণনা করেছেন, হারুন ইবনে হাতিম আল-মুলাঈ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল ইবনে আবি ফুদায়েক আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, (তিনি) ইবনে আবি যিব থেকে, তিনি যুহরী থেকে (বর্ণনা করেছেন)। যুহরী বলেন: "আমি আলী ইবনে হুসায়নকে কুরআন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তখন তিনি বললেন: এটি আল্লাহর কিতাব এবং তাঁরই বাণী (কালাম)।"

(ص: 153) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

137 - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ زَنْجُوَيْهِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَّارَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ الْأَزْرَقِ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ أَظْنَهُ يَعْنِي وَرْقَاءَ عَنْ مُجَاهِدٍ: " { لَا يَبْلُغُونَ مِنْهُ خِطَابًا } [النبأ: 37] قَالَ: كَلَامُ اللَّهِ "

১৩৭ - আমাকে আবু বকর ইবন যানজাওয়াইহ হাদিস বর্ণনা করেছেন, তাকে ইসমাইল ইবন আব্দুল্লাহ ইবন যুরারাহ বর্ণনা করেছেন, তিনি ইসহাক আল-আযরাক থেকে, তিনি আবু বিশর থেকে –আমার ধারণা তিনি ওয়ারকাকে বুঝিয়েছেন– তিনি মুজাহিদ থেকে (বর্ণনা করেছেন): "{তাঁর কাছ থেকে কথা বলার কোনো ক্ষমতা রাখবে না}" [সূরা আন-নাবা: ৩৭] তিনি (মুজাহিদ) বলেছেন: (এর অর্থ হলো) আল্লাহর বাণী।

(ص: 154) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

138 - سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ بَلَغَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْجِي، وَوَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ، وَأَبِي النَّضْرِ هَاشِمِ بْنِ الْقَاسِمِ، وَسَلْيَمَانَ بْنِ حَرْبٍ، قَالُوا: «الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ»

১৩৮ - আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি যে, ইবরাহীম ইবনে সাদ, সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান আল-জুমাহী, ওয়াহব ইবনে জারীর, আবুন নাদর হাশিম ইবনে আল-কাসিম এবং সুলাইমান ইবনে হার্ব থেকে আমার কাছে পৌঁছেছে যে, তাঁরা বলেছেন: «কুরআন আল্লাহর কালাম (বাণী), তা সৃষ্ট নয় (মাখলুক নয়)»

(ص: 154) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

139 - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ كُنْتُ عِنْدَ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ جَالِسًا أَنَا وَعُثْمَانُ، أَخِي، فَسَأَلَهُ مَنْصُورُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ الْقُرْآنِ، أَمْخْلُوقٌ فَأَنْكَرَ ابْنُ عُيَيْنَةَ مَا سَأَلَهُ وَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا وَقَالَ: «إِنِّي أَحْسِبُكَ شَيْطَانًا، وَأَنْكَرَ ابْنُ عُيَيْنَةَ مَا جَاءَ بِهِ مَنْصُورٌ»

140 - حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ كُنْتُ عِنْدَ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ [ص: 155] وَأَبُو مُحَمَّدٍ يَعْنِي أَخُوهُ عَبْدَ اللَّهِ وَقَاسِمًا فَسَأَلَهُ مَنْصُورُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ الْقُرْآنِ: أَمْخْلُوقٌ؟ فَأَنْكَرَ سُفْيَانُ مَا سَأَلَهُ عَنْهُ وَغَضِبَ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ وَقَالَ لَهُ سُفْيَانُ: إِنِّي أَحْسِبُكَ شَيْطَانًا إِنِّي أَحْسِبُكَ شَيْطَانًا، بَلْ أَنْتَ شَيْطَانٌ فَقِيلَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّهُ صَاحِبُ سُنَّةٍ وَإِنَّهُ، فَأَبَى وَأَنْكَرَ مَا سَأَلَ عَنْهُ

139 - আবু বকর ইবনে আবি শাইবাহ আমাকে বলেছেন, তিনি বলেন: আমি এবং আমার ভাই উসমান সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার কাছে বসেছিলাম। তখন মনসুর ইবনে আম্মার তাকে কুরআন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, "এটি কি সৃষ্ট?" ইবনে উয়াইনা তার প্রশ্নটি অস্বীকার করলেন এবং ভীষণ রাগান্বিত হয়ে বললেন: "আমি তোমাকে শয়তান মনে করি।" ইবনে উয়াইনা মনসুর যা নিয়ে এসেছিলেন তা অস্বীকার করলেন।

140 - উসমান ইবনে আবি শাইবাহ আমাকে বলেছেন, তিনি বলেন: আমি, আবু বকর [পৃষ্ঠা: ১৫৫] এবং আবু মুহাম্মদ — অর্থাৎ তার দুই ভাই আবদুল্লাহ ও কাসিম — সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার কাছে ছিলাম। তখন মনসুর ইবনে আম্মার তাকে কুরআন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন: "এটি কি সৃষ্ট?" সুফিয়ান তার প্রশ্নটি অস্বীকার করলেন এবং রাগান্বিত হলেন, আর তার রাগ তীব্র হলো। সুফিয়ান তাকে বললেন: "আমি তোমাকে শয়তান মনে করি, আমি তোমাকে শয়তান মনে করি। বরং তুমি শয়তান!" তখন বলা হলো: "হে আবু মুহাম্মদ, সে তো সুন্নাহর অনুসারী এবং সে..." কিন্তু তিনি (সুফিয়ান) প্রত্যাখ্যান করলেন এবং যা তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তা অস্বীকার করলেন।

(ص: 155) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

141 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاعَانِيُّ، سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ، سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ، يَقُولُ: " لَا نُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ { فَأَجْرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ } [التوبة: 6] { يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ } [الفتح: 15] "

141 - মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক আল-সাগানী আমাকে বর্ণনা করেছেন। তিনি ইসহাক ইবনে ইসমাইলের সূত্রে, তিনি সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (সুফিয়ান) বলেছেন: "আমরা এই কুরআন ব্যতীত অন্য কোনো কিছুকে আল্লাহর কালাম মনে করি না। {অতএব তুমি তাকে আশ্রয় দাও, যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পায়} [আত-তাওবা: ৬] {তারা আল্লাহর কালাম পরিবর্তন করতে চায়} [আল-ফাতহ: ১৫]"

(ص: 155) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

142 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لَوْيْنٌ، قَالَ: قِيلَ لِابْنِ عُيَيْنَةَ: إِنَّهُ يُرْوَى عَنْكَ أَنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ، قَالَ: «مَا قُلْتُهُ، الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»

১৪২ - মুহাম্মাদ ইবনে সুলাইমান লুয়াইন আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: ইবনে উয়াইনাহকে জিজ্ঞাসা করা হলো: "আপনার থেকে বর্ণনা করা হয় যে, কুরআন সৃষ্ট।"

তিনি বললেন: "আমি তা বলিনি। কুরআন আল্লাহ তাআলার বাণী (কালাম), যিনি পরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত।"

(ص: 155) ج 1 - السنة لعبد الله بن أحمد

143 - حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ، يَقُولُ: «الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»

১৪৩ - আবু মামার আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আমি ইবন উয়াইনাহকে বলতে শুনেছি: «কুরআন আল্লাহর বাণী, তিনি সম্মানিত ও মহিমান্বিত।»

(ص: 155) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

144 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاعَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ [ص: 156] الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: «الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ بِخَالِقٍ وَلَا مَخْلُوقٍ»

১৪৪ - মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক আল-সাগানী আমাকে বর্ণনা করেছেন, মাহমুদ ইবন গায়লান আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আলী ইবনুল [পৃ: ১৫৬] হাসান ইবন শাকীক আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, ইবনুল মুবারকের সূত্রে, তিনি বলেছেন: "কুরআন আল্লাহর (মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত) বাণী (কালামুল্লাহ), তা সৃষ্টিকর্তা নয় এবং সৃষ্টও নয়।"

(ص: 156) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

145 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيرٍ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْعَمَرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أُوَيْسٍ، سَمِعْتُ خَالِي، مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِالْمَدِينَةِ وَذَكَرُوا الْقُرْآنَ فَقَالُوا: «كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ مِنْهُ وَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ شَيْءٌ مَخْلُوقٌ»

145 - মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াজীর আল-ওয়াসিতী আমাকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: আমি আবু বকর আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-উমারীকে বলতে শুনেছি যে, তিনি ইবনু আবী উওয়াইসকে, আমার মামা মালিক ইবনু আনাসকে এবং মদীনার একদল আলেমকে বলতে শুনেছেন। তাঁরা কুরআন নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং বলেছেন: «এটি মহান ও মহিমান্বিত আল্লাহর কালাম (বাণী) এবং এটি তাঁরই (আল্লাহর) পক্ষ থেকে। আর মহান ও মহিমান্বিত আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো কিছুই সৃষ্ট নয়।»

(ص: 156) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

146 - أَخْبَرْتُ عَنْ أَبِي التُّعْمَانِ عَارِمٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: «الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ عز وجل أَنزَلَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام مِنْ عِنْدِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عز وجل»

146 - আমাকে আবু নুমান আরিম থেকে জানানো হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: হাম্মাদ ইবনু যায়িদ বলেছেন: «আল-কুরআন মহিমান্বিত ও সুমহান আল্লাহর বাণী। জিবরীল (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) তা মহিমান্বিত ও সুমহান সৃষ্টিকুলের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করেছেন।»

(ص: 157) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

147 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبُويْهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ: وَسَأَلَهُ، سَهْلُ بْنُ أَبِي خَدَّوَيْهِ عَنِ الْقُرْآنِ، فَقَالَ: «يَا أَبَا يَحْيَى مَا لَكَ وَلِهَذِهِ الْمَسَائِلِ هَذِهِ مَسَائِلُ أَصْحَابِ جَهَنَّمَ، إِنَّهُ لَيْسَ فِي أَصْحَابِ الْأَهْوَاءِ شَرٌّ مِنْ أَصْحَابِ جَهَنَّمَ يَدُورُونَ عَلَى أَنْ يَقُولُوا لَيْسَ فِي السَّمَاءِ شَيْءٌ، أَرَى وَاللَّهِ إِلَّا يُنَاكِحُوا وَلَا يُوَارِثُوا»

149 - আব্দুল্লাহ ইবন শাব্বুওয়াইহ আমাকে বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মাদ ইবন উসমান আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি আব্দুর রহমান ইবন মাহদিকে বলতে শুনেছি, যখন সাহল ইবন আবী খাদাওয়াইহ তাঁকে কুরআন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তখন তিনি বললেন: "হে আবু ইয়াহইয়া, এই সকল প্রশ্ন নিয়ে তোমার কী কাজ? এগুলো জাহমপন্থীদের (আসহাবুল

জাহম) প্রশ্ন। নিশ্চয়ই ভ্রান্ত মতবাদীদের (আসহাবুল আহওয়া) মধ্যে জাহমপন্থীদের চেয়ে অধিক নিকৃষ্ট কেউ নেই। তারা এই মতবাদ প্রচার করে যে, আসমানে কিছুই নেই। আল্লাহর কসম, আমার মতে তাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া উচিত নয় এবং তাদের থেকে উত্তরাধিকারও গ্রহণ করা উচিত নয়।"

(ص: 157) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

148 - حَدَّثَنِي ابْنُ شُبَّوَيْهٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: «مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقُرْآنَ، مَخْلُوقٌ فَقَدْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ عِزَّ وَجَلَّ»

১৪৮ - ইবনু শাব্বুওয়াইহ আমাকে বর্ণনা করেছেন, বিশর ইবনু খালিদ আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, মামার ইবনু বিশর আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন, আবু বকর ইবনু আইয়াশ আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: "যে ব্যক্তি দাবি করে যে কুরআন সৃষ্ট, সে মহিমাম্বিত ও সুমহান আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করল।"

(ص: 157) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

149 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ التِّرْمِذِيُّ أَبُو الْحَسَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نُعَيْمٍ، يَقُولُ: «الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ عِزَّ وَجَلَّ غَيْرُ مَخْلُوقٍ»

149 - আহমদ ইবনুল হাসান তিরমিযী আবুল হাসান আমাকে বলেছেন যে, আমি আবু নুআইমকে বলতে শুনেছি: "কুরআন আল্লাহর বাণী, মহিমাম্বিত ও গৌরবাম্বিত তিনি, সৃষ্ট নয়।"

(ص: 157) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

150 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيِّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ، عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، قَالَ: «الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ لَيْسَ بِخَالِقٍ وَلَا مَخْلُوقٍ»

150 - আহমাদ ইবন ইবরাহীম আদ-দাওরাফী আমাকে বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন) মুহাম্মাদ ইবন সাহল আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইবন মাহদীর সূত্রে (বর্ণনা করেছেন)। ইবন মাহদী বলেছেন: "কুরআন আল্লাহর বাণী, এটি সৃষ্টিকর্তাও নয় এবং সৃষ্টও নয়।"

(ص: 158) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

151 - حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِيِّ، سَمِعْتُ وَكَيْعَ بْنَ الْجَرَّاحِ، يَقُولُ: «الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ بِالْمَخْلُوقِ» سَمِعْتُهُ مِنْ وَكَيْعٍ وَأَثْبَتَهُ عِنْدِي فِي كِتَابٍ قَالَ وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ لَوْ لَمْ يَكُنْ رَأْيِي مَا حَدَّثْتُ بِهِ

১৫১ - ওয়াহব ইবন বাকিয়াহ আল-ওয়াসিতী আমাকে শুনিয়েছেন, আমি ওয়াকী‘ ইবনুল জাররাহকে বলতে শুনেছি: "কুরআন আল্লাহর মহিমাম্বিত কালাম (বাণী), যা সৃষ্ট নয়।" আমি এটি ওয়াকী‘ থেকে শুনেছি এবং আমার কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছি। ওয়াহব ইবন বাকিয়াহ বলেছেন: যদি এটি আমার নিজস্ব মত না হতো, তবে আমি তা বর্ণনা করতাম না।

(ص: 158) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

152 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، عَنْ وَكَيْعٍ، قَالَ: «الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ مِنْهُ جَلَّ وَتَعَالَى»

১৫২ - আমাকে আহমদ ইবনে ইবরাহীম বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমাকে ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন, ওয়াকীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: «কুরআন আল্লাহর বাণী (কালামুল্লাহ), তিনি সর্বশক্তিমান ও মহিমাম্বিত, এবং তা তাঁরই পক্ষ থেকে, তিনি মহিমাম্বিত ও অতীব উচ্চ»

(ص: 158) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

153 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ يُقَالُ لَهُ جَعْفَرٌ قَالَ: سَمِعْتُ وَكِيعًا، يَقُولُ: «الْقُرْآنُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ خَرَجَ وَإِلَيْهِ يَعُودُ»

১৫৩ - আমাকে আহমদ ইবনে ইবরাহিম বর্ণনা করেছেন, আমাকে ইয়াহইয়া ইবনে মাসীন বর্ণনা করেছেন, আমাকে মায়মুন ইবনে মেহরানের বংশধরদের এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, যার নাম জাফর। তিনি বলেছেন: আমি ওয়াকীকে বলতে শুনেছি: “কুরআন মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, তাঁর কাছ থেকেই তা প্রকাশ পেয়েছে এবং তাঁর দিকেই তা ফিরে যাবে।”

(ص: 158) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

154 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زُنْجُوَيْهِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَّارَةَ، سَمِعْتُ وَكِيعًا، يَقُولُ: «الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى فَمَنْ قَالَ غَيْرَ هَذَا فَقَدْ خَالَفَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ»

154 - মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল মালিক ইবনু যানজুওয়াইহ আমাকে বর্ণনা করেছেন, ইসমাইল ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু যুরারাহ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আমি ওয়াকীকে বলতে শুনেছি যে, “কুরআন হলো মহান আল্লাহর বাণী। সুতরাং যে এর বিপরীত কিছু বলবে, সে কিতাব (কুরআন) ও নববী আদর্শের বিরোধিতা করল।”

(ص: 158) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ: " كَتَبَ إِلَيَّ أَهْلُ بَغْدَادَ يَسْأَلُونِي عَنِ الْقُرْآنِ فَكَتَبْتُ إِلَيْهِمْ: الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ "

আবু বকর ইবন আবী শাইবাহ আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ওয়াকীকে বলতে শুনেছেন: "বাগদাদের অধিবাসীরা আমার কাছে কুরআন সম্পর্কে জানতে চেয়ে পত্র লিখেছিল। তখন আমি তাদের উত্তরে লিখেছিলাম: কুরআন হলো মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর বাণী।"

156 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ [ص: 159] الْحَارِثِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ دَاوُدَ عَنِ الْقُرْآنِ، فَقَالَ: «الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ يَكُونُ هَذَا مَخْلُوقًا»

১৫৬ - আহমাদ ইবন ইবরাহিম আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন, আলি ইবন আবি আর-রাবি আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন, বিশর ইবনুল হারিস আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন। [পৃ: ১৫৯] তিনি (বিশর) বলেন: আমি আবদুল্লাহ ইবন দাউদকে কুরআন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি (আবদুল্লাহ) বললেন: "পরাক্রমশালী (আল-আজিজ), মহাপরাক্রান্ত (আল-জাব্বার), মহিমান্বিত (আল-মুতাকাব্বির)-এর (বাণী) কি সৃষ্টি হতে পারে?"

157 - حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: قَالَ لِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: "كَيْفَ يَصْنَعُونَ بِقُلِّ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ كَيْفَ يَصْنَعُونَ بِهَذِهِ الْآيَةِ؟ {إِنِّي أَنَا اللَّهُ} [القصص: 30] يَكُونُ مَخْلُوقًا"

১৫৭ - আমার কাছে আব্বাস ইবন আব্দুল আযীম আনবারী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমার কাছে আবুল ওয়ালীদ হিশাম ইবন আব্দুল মালিক বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আমাকে বলেছেন: "তারা বলো, তিনিই আল্লাহ, একক (সূরা ইখলাস) এর সাথে কীভাবে আচরণ করে? তারা এই আয়াতের সাথে কীভাবে আচরণ করে? {নিশ্চয় আমিই আল্লাহ} [সূরা কাসাস: ৩০] – এটি কি সৃষ্ট হবে?"

158 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ، قَالَ: «الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَيْسَ بِمَخْلُوقٍ»

১৫৮ - আহমাদ ইবনে ইবরাহিম আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনে শাদ্দাদ থেকে, তিনি ওয়াহব ইবনে জারির থেকে। তিনি বলেছেন: «কুরআন আল্লাহর বাণী, যিনি পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত। এবং তা সৃষ্ট নয়।»

(ص: 159) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

159 - حَدَّثَنِي أَبُو مُسْلِمٍ الْمُؤَدَّبُ، سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ، يَقُولُ: «الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ وَهُوَ غَيْرُ مَخْلُوقٍ»

159 - আবু মুসলিম আল-মুআদিব আমাকে বর্ণনা করেছেন, আমি ইয়াযিদ ইবনে হারুনকে বলতে শুনেছি: "কুরআন আল্লাহর বাণী এবং তা সৃষ্ট নয়।"

(ص: 159) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

160 - أَخْبَرْتُ عَنْ مُحَرَّرِ بْنِ عَوْنٍ، قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ: «عَلِمَهُ وَكَلَامُهُ مِنْهُ غَيْرُ مَخْلُوقٍ»

160 - আমার কাছে মুহাররিয ইবনে আউন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযিদ আল-ওয়াসিতি বলেছেন: তাঁর জ্ঞান এবং তাঁর কালাম (বক্তব্য) তাঁরই পক্ষ থেকে, সৃষ্ট নয়।

(ص: 160) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

161 - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ بُهْلُولٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ إِدْرِيسَ، يَقُولُ: «الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَيْسَ بِمَخْلُوقٍ»

১৬১ - ইসহাক ইবনু বাহলুল আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি ইবনু ইদরিসকে বলতে শুনেছি: "কুরআন আল্লাহর বাণী এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর যা কিছু মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে, তা সৃষ্ট নয়।"

162 - سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ بْنَ أَبِي شَيْبَةَ، وَقَالَ، لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ وَلَيْسَ بِمَخْلُوقٍ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: «مَنْ لَمْ يَقُلْ هَذَا فَهُوَ ضَالٌّ مُضِلٌّ مُبْتَدِعٌ»

162 - আমি আবু বকর ইবন আবি শাইবাহকে বলতে শুনেছি। তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে একজন তাঁকে বললেন: "কুরআন আল্লাহর বাণী এবং তা সৃষ্ট নয়।" তখন আবু বকর বললেন: "যে ব্যক্তি এটি বলে না, সে পথভ্রষ্ট, বিভ্রান্তকারী এবং বিদআতী।"

163 - سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي شَيْبَةَ، يَقُولُ: «الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ وَلَيْسَ بِمَخْلُوقٍ»

১৬৩ - আমি উসমান ইবনে আবি শায়বাকে বলতে শুনেছি: "কুরআন আল্লাহর বাণী এবং তা সৃষ্ট নয়।"

164 - وَسَمِعْتُ عُثْمَانَ، مَرَّةً أُخْرَى يَقُولُ: "مَنْ لَمْ يَقُلِ: الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ وَلَيْسَ بِمَخْلُوقٍ فَهُوَ عِنْدِي شَرٌّ مِنْ هَؤُلَاءِ"، يَعْنِي الْجَهْمِيَّةَ

১৬৪ - এবং আমি উসমানকে আরেকবার বলতে শুনেছি: "যে বলবে না যে, কুরআন আল্লাহর কালাম এবং তা সৃষ্টি নয়, সে আমার কাছে এদের চেয়েও নিকৃষ্ট।" তিনি (এর দ্বারা) জাহমীয়াহদের বুঝিয়েছেন।

165 - حَدَّثْتُ عَنْ شَيْخٍ، مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ، يَقُولُ: قُلْتُ لِإِسْمَاعِيلَ بْنِ حَمَّادٍ بْنِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ، فَقُلْتُ لَهُ: "خَلَقَهُ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ أَوْ بَعْدَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ؟ قَالَ: فَسَكَتَ

১৬৫ - আমাকে হাদীস পন্ডিতদের অন্তর্ভুক্ত একজন শায়খ (প্রবীণ আলেম) বলেছেন যে, তিনি আবু আমর আশ-শাইবানীকে বলতে শুনেছেন: আমি ইসমাঈল ইবন হাম্মাদ ইবন আবী হানিফাকে বললাম, এবং তিনি বললেন: "কুরআন সৃষ্টি।" তখন আমি তাঁকে বললাম: "তিনি কি (আল্লাহ) এটি কথা বলার পূর্বে সৃষ্টি করেছেন, নাকি কথা বলার পরে সৃষ্টি করেছেন?" তিনি (বর্ণনাকারী) বললেন: তখন সে নীরব হয়ে গেল।

(ص: 161) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

166 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاعَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ، يَقُولُ: «مَنْ لَمْ يَقُلْ الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرُ مَخْلُوقٍ فَهُوَ جَهْمِيٌّ»

১৬৬ - আমাকে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক আস-সাগানি বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি ইয়াহইয়া ইবনে আইয়ুবকে বলতে শুনেছি: "যেকোনো ব্যক্তি যদি না বলে যে, মহিমাম্বিত ও মর্যাদাবান আল্লাহর কালাম (বাণী) কুরআন সৃষ্টি নয়, তবে সে জাহমী (জাহমিয়াহ মতাদর্শের অনুসারী)।"

(ص: 161) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

167 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاعَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ حَسَنَ بْنَ مُوسَى الْأَشَّيْبِ، يَقُولُ: "أَعُوذُ بِالسَّبِيحِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5] فَقَالَ حَسَنٌ: أَمَخْلُوقٌ هَذَا؟"

১৬৭ - মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক আস-সাগানী আমাকে বলেছেন, তিনি বলেছেন: আমি হাসান ইবনু মূসা আল-আশয়াবকে বলতে শুনেছি: "আমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে। {আমরা কেবল আপনারই ইবাদত করি এবং কেবল আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি} [সূরা আল-ফাতিহা: ৫]। অতঃপর হাসান বললেন: এটি কি সৃষ্টি?"

(ص: 161) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

168 - سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سُلَيْمَانَ يَقُولُ: " الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، مَا رَأَيْتُ أَحَدًا يَقُولُ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ أَعُوذُ بِاللَّهِ "

168 - আমি মুহাম্মাদ ইবনে সুলাইমানকে বলতে শুনেছি: "কুরআন আল্লাহর বাণী, অসৃষ্ট। আমি কাউকে বলতে দেখিনি যে, কুরআন সৃষ্ট। আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি।"

(ص: 161) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، سَنَةَ سِتِّ وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ حَرْبٍ، قَالَ: «الْقُرْآنُ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ»، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ كُنْتَ لَا تَقُولُ هَذَا فَمَا بَدَا لَكَ، قَالَ: " اسْتَخْرَجْتُهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ { لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ } [آل عمران: 77] فَالْكَلَامُ وَالنَّظَرُ وَاحِدٌ "

আব্বাস ইবনে আব্দুল আযীম আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, দুশো ছাব্বিশ (২২৬) হিজরী সনে আমি সুলাইমান ইবনে হারব-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: "কুরআন সৃষ্ট নয়।" তখন আমি তাকে বললাম: "আপনি তো আগে এমন কথা বলতেন না, আপনার মতের কী পরিবর্তন হলো?" তিনি বললেন: "আমি এটি মহিমাম্বিত ও গৌরবাম্বিত আল্লাহর কিতাব থেকে আহরণ করেছি, {আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের দিকে তাকাবেনও না।} [সূরা আল ইমরান: ৭৭]। সুতরাং, কথা বলা এবং দৃষ্টিপাত করা একই (প্রকৃতির)।"

(ص: 161) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

170 - حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْوَلِيدِ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنَ عَزْرَةَ، وَعَلِيَّ قَاعِدَانِ يَقُولُ: «الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَلَامُ اللَّهِ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ»، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنَّمَا نَتَعَلَّمُ مِنْكَ كَيْفَ نَقُولُ

170 - আমাকে আব্বাস ইবন আব্দুল আজিম আল-আনবারী বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: আমি আবুল ওয়ালিদ, ইসমাইল ইবন আরআরা এবং আলী, তাদের বসে থাকতে শুনলাম, তারা বলছেন: «কুরআন মহাপরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত আল্লাহর কালাম (বাণী), এবং আল্লাহর কালাম সৃষ্ট নয়», তখন আলী তাকে বললেন: আমরা তো আপনার কাছ থেকেই শিখছি কীভাবে বলতে হয়।

(ص: 162) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

حَدَّثَنِي عَبَّاسٌ، حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ صَاحِبُ لَنَا ثَنَا عَطَاءُ ابْنُ أَخِي، حَجَّاجُ الْأَنْبَاطِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِعَبِي حَجَّاجٍ مَا تَقُولُ فِي الْقُرْآنِ؟ قَالَ: «الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ مَخْلُوقٌ»

আব্বাস আমার কাছে বর্ণনা করেছেন; (তিনি বলেন) আবু সাঈদ, যিনি আমাদের একজন সাথী, তিনি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন; (তিনি বলেন) হাজ্জাজ আল-আনমাতির ভাগ্নে আতা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আতা) বলেন: আমি আমার চাচা হাজ্জাজকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কুরআন সম্পর্কে আপনি কী বলেন?" তিনি উত্তরে বললেন: "কুরআন আল্লাহ তাআলার (পরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত) কালাম (বাণী), এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সৃষ্ট কোনো কিছুই নেই।"

(ص: 162) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

سَمِعْتُ سَوَّارَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْقَاضِي، يَقُولُ: «دَخَلْتُ عَلَى رَجُلٍ أَعَوَّدُهُ مِنْ وَجَعٍ بِهِ فَقَالَ: الْقُرْآنُ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ وَذَلِكَ أَنَّهُ كُلُّ مَنْ عَوَّدَنِي قَالَ أُعِيدُكَ بِاللَّهِ أُعِيدُكَ بِالْقُرْآنِ فَعَلِمْتُ أَنَّ الْقُرْآنَ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ»

আমি বিচারক সাওয়ার ইবনে আবদুল্লাহকে বলতে শুনেছি: “আমি একজন ব্যক্তির কাছে প্রবেশ করলাম তার একটি ব্যথা থেকে তাকে ঝাড়ফুঁক করতে। তখন সে বলল: ‘কুরআন সৃষ্ট নয়। আর তার কারণ হলো এই যে, যারা আমার জন্য ঝাড়ফুঁক করেছে, তারা সবাই বলেছে: ‘আমি তোমাকে আল্লাহর মাধ্যমে আশ্রয় দিচ্ছি,’ এবং ‘আমি তোমাকে কুরআনের মাধ্যমে আশ্রয় দিচ্ছি।’ অতএব আমি জানতে পারলাম যে, কুরআন সৃষ্ট নয়।”

(ص: 162) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

173 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ، وَأَبَا خَيْثَمَةَ يَقُولَانِ: «الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ غَيْرُ مَخْلُوقٍ»

173 - আহমদ ইবনে ইবরাহীম আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন এবং আবু খাইসামা উভয়কে বলতে শুনেছি যে, "কুরআন মহিমাম্বিত ও সুমহান আল্লাহর বাণী, এবং তা সৃষ্ট নয়।"

(ص: 162) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ، سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ أَبِي إِسْرَائِيلَ وَنَحْنُ فِي مَسْجِدٍ فِي الزُّبَيْدِيَّةِ يَقُولُ: «الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ غَيْرُ مَخْلُوقٍ»

আহমদ ইবনে ইবরাহীম আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আমি ইয়াহইয়া ইবনে মাঈনকে শুনেছি, আমি ইসহাক ইবনে আবি ইসরাঈলকে শুনেছি যখন আমরা জুবাইদিয়ার একটি মসজিদে ছিলাম, তিনি বলছিলেন: "কুরআন আল্লাহর বাণী (কালামুল্লাহ), তিনি মহিমাম্বিত ও পরাক্রমশালী, এবং এটি সৃষ্ট নয় (গাইরু মাখলুক)।"

175 - سَبَعْتُ أَبَا مَعْبَرٍ، يَقُولُ: «الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَيْسَ بِمَخْلُوقٍ وَمَنْ شَكَّ فِي أَنَّهُ غَيْرُ مَخْلُوقٍ فَهُوَ جَهْمِيٌّ بَلْ شَرٌّ مِنَ الْجَهْمِيِّ»

175 - আমি আবু মামারকে বলতে শুনেছি: "কুরআন আল্লাহর বাণী, মহাপরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত তিনি, এবং তা সৃষ্ট নয়। আর যে ব্যক্তি এটি সৃষ্ট নয়—এই বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে, সে জাহমিয়া সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত; বরং জাহমিয়াদের চেয়েও নিকৃষ্ট।"

176 - سَبَعْتُ أَبَا مَعْبَرٍ، يَقُولُ: "أَدْرَكْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ: الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَيْسَ بِمَخْلُوقٍ"

176 - আমি আবু মামারকে বলতে শুনেছি: "আমি দেখেছি, লোকেরা বলতো: কুরআন আল্লাহর মহাপরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত কালাম এবং এটি সৃষ্ট নয়।"

177 - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاعَانِيُّ، قَالَ: رَأَيْتُ فِي كِتَابِ أَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَامٍ بِخَطِّهِ: "إِذَا قَالَ لَكَ الْجَهْمِيُّ أَخْبِرْنِي عَنِ الْقُرْآنِ، أَهُوَ اللَّهُ أَمْ غَيْرُ اللَّهِ؟ فَإِنَّ الْجَوَابَ أَنْ يُقَالَ لَهُ: أَحَلَّتْ فِي مَسْأَلَتِكَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَصَفَهُ بِوَصْفٍ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ مَسْأَلَتِكَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {الْم تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [السجدة: 2] فَهُوَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ يَقُلْ هُوَ أَنَا وَلَا هُوَ غَيْرِي إِنَّمَا سَمَاهُ كَلَامَهُ، فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَنَا غَيْرُ مَا حَلَّاهُ بِهِ وَنَنْفِي عَنْهُ مَا نَفَى، فَإِنْ قَالُوا: أَرَأَيْتُمْ قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ {إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} [النحل: 40] فَالْقُرْآنُ شَيْءٌ فَهُوَ مَخْلُوقٌ فَقِيلَ لَهُ: لَيْسَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَقَالُ لَهُ شَيْءٌ إِلَّا تَسْمَعُ كَلَامَهُ {إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} [النحل: 40] فَأَخْبَرَكَ أَنَّ

الْقَوْلَ كَانَ مِنْهُ قَبْلَ الشَّيْءِ فَالْقَوْلُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سَبَقَ الشَّيْءَ وَمَعْنَى قَوْلِهِ {كُنْ} [الْجاثية: 31] أَيْ كَانَ فِي عِلْمِهِ أَنْ يَكُونَهُ "

177 - আবু বকর মুহাম্মদ ইবন ইসহাক আস-সাগানী আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি আবু উবাইদ আল-কাসিম ইবন সাল্লামের কিতাবে তার নিজের হাতের লেখায় দেখেছি: "যদি জাহমিয়া (Jahmiyyah) তোমাকে বলে, আমাকে কুরআন সম্পর্কে অবহিত করুন, এটা কি আল্লাহ নাকি আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু? তাহলে উত্তর হলো তাকে বলা হবে: তুমি তোমার প্রশ্নে ভ্রান্তি করেছ, কারণ আল্লাহ তায়ালা ('azza wa jalla) একে এমন একটি বিশেষণে বিশেষিত করেছেন যা তোমার প্রশ্নের কোনো অংশের উপরই প্রযোজ্য নয়। আল্লাহ তায়ালা ('azza wa jalla) বলেছেন: {আলিফ-লাম-মীম। এই কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে—এতে কোনো সন্দেহ নেই—সৃষ্টিকুলের রবের পক্ষ থেকে।} [সূরা সাজদাহ: ২]। সুতরাং এটি আল্লাহ তায়ালা ('azza wa jalla) পক্ষ থেকে, এবং তিনি বলেননি যে এটি আমি অথবা এটি আমি ছাড়া অন্য কিছু। বরং তিনি একে তাঁর বাণী (কালাম) নামে অভিহিত করেছেন। তাই আমাদের কাছে এর জন্য এর দ্বারা ভূষিত গুণাবলি ছাড়া আর কিছু নেই এবং আমরা তা থেকে তা-ই অস্বীকার করি যা তিনি অস্বীকার করেছেন। যদি তারা বলে: আপনারা কি দেখেন না আল্লাহ তায়ালা ('azza wa jalla) বাণী: {আমরা যখন কোনো কিছুকে অস্তিত্বে আনতে চাই, তখন তাকে শুধু বলি হও, আর তা হয়ে যায়।} [সূরা নাহল: ৪০]। তাহলে কুরআন তো একটি বস্তু (শাই'), সুতরাং এটি সৃষ্ট (মাখলুক)। তখন তাকে বলা হবে: আল্লাহ তায়ালা ('azza wa jalla) বাণীকে বস্তু (শাই') বলা হয় না, বরং তোমরা তাঁর কালাম (বাণী) শুনবে: {আমরা যখন কোনো কিছুকে অস্তিত্বে আনতে চাই, তখন তাকে শুধু বলি হও, আর তা হয়ে যায়।} [সূরা নাহল: ৪০]। সুতরাং তিনি তোমাকে জানিয়েছেন যে, বাণী (কাওল) কোনো বস্তুর (শাই') পূর্বে ছিল। অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা ('azza wa jalla) বাণী (কাওল) বস্তুটিকে (শাই') পূর্ববর্তী। আর তাঁর বাণী {হও} [সূরা জাসিয়াহ: ৩১] এর অর্থ হলো: তা তাঁর জ্ঞানে ছিল যে তিনি একে অস্তিত্বে আনবেন।"

(ص: 163) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

سَيَلَّ عَمَّنْ قَالَ: لَفْظِي بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ "

178 - سَأَلْتُ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قُلْتُ: مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَالَ: التَّلَاوَةُ مَخْلُوقَةٌ وَالْفَاطِنَا [ص: 164] بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقَةٌ وَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَيْسَ بِمَخْلُوقٍ؟ وَمَا تَرَى فِي مُجَابَّتِهِ؟ وَهَلْ يُسَمَّى مُبْتَدِعًا؟ فَقَالَ: " هَذَا يُجَانِبُ وَهُوَ قَوْلُ الْمُبْتَدِعِ، وَهَذَا كَلَامُ الْجَهْمِيَّةِ لَيْسَ الْقُرْآنُ بِمَخْلُوقٍ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ } [آل عمران: 7] فَالْقُرْآنُ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ "

তাকে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে বলে: কুরআন সম্পর্কে আমার উচ্চারণ সৃষ্ট (মাখলুক)।

178 - আমি আমার পিতাকে (রহিমাহুল্লাহ) জিজ্ঞাসা করলাম, বললাম: আপনি এমন ব্যক্তি সম্পর্কে কী বলেন যে বলে: তিলাওয়াত (আবৃত্তি) সৃষ্ট (মাখলুক) এবং কুরআন সম্পর্কে আমাদের উচ্চারণ সৃষ্ট (মাখলুক)? [পৃষ্ঠা: ১৬৪] অথচ কুরআন মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর কালাম (বাণী) এবং তা সৃষ্ট (মাখলুক) নয়? তাকে বর্জন করা সম্পর্কে আপনি কী মনে করেন? এবং তাকে কি বিদআতী (ধর্মীয় উদ্ভাবক) বলা হবে? তখন তিনি বললেন: "একে বর্জন করা হবে এবং এটি বিদআতীর (ধর্মীয় উদ্ভাবকের) উক্তি, আর এটি জাহমিয়াদের কথা। কুরআন সৃষ্ট (মাখলুক) নয়। আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেছেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিলাওয়াত করেছেন (আবৃত্তি করেছেন): {তিনিই আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। তার মধ্যে কিছু আয়াত সুস্পষ্ট, সুদৃঢ় (মুহকামাত), এগুলিই কিতাবের মূল ভিত্তি।} [সূরা আলে ইমরান: ৭] সুতরাং, কুরআন সৃষ্ট (মাখলুক) নয়।"

(ص: 164) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

179 - حَدَّثَنِي ابْنُ شُبَّوَيْهٍ، سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: «مَنْ قَالَ شَيْءٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَخْلُوقٌ عَلَيْهِ أَوْ كَلَامُهُ فَهُوَ زَنْدِيقٌ كَافِرٌ لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ، وَلَا يُصَلِّي خَلْفَهُ وَيُجْعَلُ مَالُهُ كَمَالِ الْمُرْتَدِّ وَيُذْهَبُ فِي مَالِ الْمُرْتَدِّ إِلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ» سَأَلْتُ

أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قُلْتُ: إِنَّ قَوْمًا يَقُولُونَ: لَفْظُنَا بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ، فَقَالَ: " هُمْ جَهَنِّيَّةٌ وَهُمْ أَشَرُّ مِمَّنْ يَقِفُ ، هَذَا قَوْلُ جَهْمٍ ، وَعَظَّمَ الْأَمْرَ عِنْدَهُ فِي هَذَا، وَقَالَ: هَذَا كَلَامُ جَهْمٍ "، وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ: لَفْظِي بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ، فَقَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ} [التوبة: 6] قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَتَّى أُبَلِّغَ كَلَامَ رَبِّي» وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ».

[ص: 165]

181 - سَمِعْتُ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ: «مَنْ قَالَ لَفْظِي بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ فَهُوَ جَهَنِّيٌّ».

182 - سَمِعْتُ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، وَسُئِلَ عَنِ اللَّفْظِيَّةِ، فَقَالَ: " هُمْ جَهَنِّيَّةٌ وَهُوَ قَوْلُ جَهْمٍ، ثُمَّ قَالَ: لَا تُجَالِسُوهُمْ ".

183 - سَمِعْتُ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، يَقُولُ: «كُلُّ مَنْ يَقْصِدُ إِلَى الْقُرْآنِ بِلَفْظٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ يُرِيدُ بِهِ مَخْلُوقٌ فَهُوَ جَهَنِّيٌّ»، "

184 - سُئِلَ أَبِي وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ اللَّفْظِيَّةِ، وَالْوَاقِفَةِ، فَقَالَ: «مَنْ كَانَ مِنْهُمْ جَاهِلًا فَلْيَسْأَلْ وَلْيَتَعَلَّمْ».

185 - سُئِلَ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ اللَّفْظِيَّةِ، وَالْوَاقِفَةِ، فَقَالَ: «مَنْ كَانَ مِنْهُمْ يُحْسِنُ الْكَلَامَ فَهُوَ جَهَنِّيٌّ»، وَقَالَ مَرَّةً: «هُمْ شَرٌّ مِنَ الْجَهَنِّيَّةِ»، وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: «هُمْ جَهَنِّيَّةٌ».

186 - سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: «مَنْ قَالَ لَفْظِي بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ هَذَا كَلَامُ سُوءٍ رَدِيءٌ وَهُوَ كَلَامُ الْجَهْمِيَّةِ»، قُلْتُ لَهُ: إِنَّ الْكَرَابِيسِيَّ يَقُولُ هَذَا، فَقَالَ: «كَذَبَ - هَتَكَهُ اللَّهُ - الْخَبِيثُ» وَقَالَ: «قَدْ خَلَفَ هَذَا بَشَرًا الْبَرِيسِيَّ» وَكَانَ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي اللَّفْظِ بِشَيْءٍ أَوْ [ص: 166] يُقَالَ مَخْلُوقٌ أَوْ غَيْرُ مَخْلُوقٍ "، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَرَابِيسِيِّ حُسَيْنٍ هَلْ رَأَيْتَهُ يَطْلُبُ الْحَدِيثَ؟ فَقَالَ: «مَا أَعْرِفُهُ وَمَا رَأَيْتُهُ يَطْلُبُ الْحَدِيثَ»، قُلْتُ: فَرَأَيْتُهُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ بِبَغْدَادَ فَقَالَ: «مَا رَأَيْتُهُ وَلَا أَعْرِفُهُ»، فَقُلْتُ: إِنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّهُ كَانَ يَلْزَمُ يَعْقُوبَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، فَقَالَ: «مَا رَأَيْتُهُ عِنْدَ يَعْقُوبَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ وَلَا غَيْرِهِ وَمَا أَعْرِفُهُ».

187 - سَأَلْتُ أَبَا ثَوْرٍ إِبْرَاهِيمَ بْنَ خَالِدٍ الْكَلْبِيِّ عَنْ حُسَيْنِ الْكَرَابِيسِيِّ، فَتَكَلَّمَ فِيهِ بِكَلَامٍ سُوءٍ رَدِيءٍ وَسَأَلْتُهُ هَلْ كَانَ يَحْضُرُ مَعَكُمْ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ: «هُوَ يَقُولُ لَنَا ذَلِكَ وَأَمَّا أَنَا فَلَا أَعْرِفُ ذَلِكَ أَوْ نَحْوَ هَذَا مِنَ الْكَلَامِ».

188 - قَالَ وَسَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيَّ، عَنْ حُسَيْنِ الْكَرَابِيسِيِّ، فَقَالَ نَحْوَ مَقَالَةِ أَبِي ثَوْرٍ، وَقَالَ لِي حَسَنٌ فِي اخْتِلَافِهِ إِلَى الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ مِثْلَ قَوْلِ أَبِي ثَوْرٍ

179 - আমাকে ইবনে শাব্বুয়াহ বলেছেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি বলে যে, মহান ও মহিমাম্বিত আল্লাহর জ্ঞান বা তাঁর বাণী সৃষ্ট, সে যিন্দিক ও কাফির। তার জানাজার নামায পড়া হবে না এবং তার পেছনেও নামায পড়া হবে না। তার সম্পদ ধর্মত্যাগীর সম্পদের মতো গণ্য হবে। আর ধর্মত্যাগীর সম্পদ মদীনার অধিবাসীদের মতবাদ অনুসারে বাইতুল মালে (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) যাবে।" আমি আমার পিতাকে (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন) জিজ্ঞাসা করলাম, আমি বললাম: কিছু লোক বলে যে, কুরআন পাঠে আমাদের উচ্চারণ সৃষ্ট। তিনি বললেন: "তারা জাহমিয়াহ এবং যারা নীরবতা অবলম্বন করে, তাদের চেয়েও তারা নিকৃষ্ট। এটি জাহমের মতবাদ।" তিনি এই বিষয়ে বিষয়টিকে তাঁর কাছে খুব গুরুতর বলে বর্ণনা করলেন এবং বললেন: "এটি জাহমের কথা।" আমি তাকে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম যে বলে: কুরআন পাঠে আমার উচ্চারণ সৃষ্ট। তিনি বললেন: মহান ও মহিমাম্বিত

আল্লাহ বলেছেন: {যদি মুশরিকদের মধ্যে কেউ তোমার কাছে আশ্রয় চায়, তবে তাকে আশ্রয় দাও, যতক্ষণ না সে আল্লাহর বাণী শুনতে পায়} [সূরা তওবা: ৬]। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "আমি আমার প্রতিপালকের বাণী পৌঁছাই।" এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "নিশ্চয় এই সালাতে মানুষের কোনো কথা বলা উপযুক্ত নয়।"

[পৃষ্ঠা: ১৬৫]

181 - আমি আমার পিতাকে (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন) বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি বলে যে, কুরআন পাঠে আমার উচ্চারণ সৃষ্ট, সে একজন জাহমী।"

182 - আমি আমার পিতাকে (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন) শুনেছি, তাকে লাফযিয়াহ (যারা কুরআন পাঠের উচ্চারণকে সৃষ্ট বলে) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তখন তিনি বললেন: "তারা জাহমিয়াহ এবং এটি জাহমের মতবাদ। তারপর তিনি বললেন: তোমরা তাদের সাথে বসো না।"

183 - আমি আমার পিতাকে (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন) বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি কুরআনকে, তা উচ্চারণের মাধ্যমে হোক বা অন্য কোনো উপায়ে হোক, সৃষ্ট বলে উদ্দেশ্য করে, সে জাহমী।"

184 - আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যখন আমি শুনছিলাম, লাফযিয়াহ (যারা কুরআন পাঠের উচ্চারণকে সৃষ্ট বলে) এবং ওয়াকিফাহ (যারা এই বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করে) সম্পর্কে। তখন তিনি বললেন: "তাদের মধ্যে যে অজ্ঞ, সে যেন জিজ্ঞাসা করে এবং শেখে।"

185 - আমার পিতাকে (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন) জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যখন আমি শুনছিলাম, লাফযিয়াহ এবং ওয়াকিফাহ সম্পর্কে। তখন তিনি বললেন: "তাদের মধ্যে যে বাকপটু (এ বিষয়ে বিতর্ক করতে পারদর্শী), সে জাহমী।" তিনি একবার বললেন: "তারা জাহমিয়াহদের চেয়েও নিকৃষ্ট।" এবং অন্যবার বললেন: "তারা জাহমিয়াহ।"

186 - আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি বলে যে, কুরআন পাঠে আমার উচ্চারণ সৃষ্ট, এটি একটি মন্দ ও নিকৃষ্ট কথা, এবং এটি জাহমিয়াহদের কথা।" আমি তাকে বললাম: কারাবিসিও এই কথা বলে। তখন তিনি বললেন: "সে মিথ্যা বলেছে - আল্লাহ তাকে অপমানিত করুন - এই দুষ্ট ব্যক্তি।" এবং তিনি বললেন: "এই ব্যক্তি বিশর আল-মারিসিকে অনুসরণ করেছে।" আমার পিতা (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন) উচ্চারণের বিষয়ে কোনো কথা বলতে বা তাকে সৃষ্ট অথবা অসৃষ্ট বলতে অপছন্দ করতেন। [পৃষ্ঠা: ১৬৬] তিনি (বর্ণনাকারী) বললেন: আমি তাকে কারাবিসি, হুসাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি কি তাকে হাদীস অধ্যয়ন করতে দেখেছেন?" তিনি বললেন: "আমি তাকে চিনি না এবং তাকে হাদীস অধ্যয়ন করতে দেখিনি।" আমি বললাম: তাহলে কি আপনি তাকে বাগদাদে শাফিঈর কাছে দেখেছেন? তিনি বললেন: "আমি তাকে দেখিনি এবং চিনিও না।" আমি বললাম: সে দাবি করে যে সে ইয়াকুব ইবনে ইব্রাহিম ইবনে সাদ-এর সাহচর্য গ্রহণ করত। তিনি বললেন: "আমি তাকে ইয়াকুব ইবনে ইব্রাহিম বা অন্য কারো কাছে দেখিনি এবং আমি তাকে চিনিও না।"

187 - আমি আবু সাওরে ইব্রাহিম ইবনে খালিদ আল-কালবিকে হুসাইন আল-কারাবিসি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি তার সম্পর্কে মন্দ ও নিকৃষ্ট কথা বললেন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: সে কি তোমাদের সাথে শাফিঈর (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন) কাছে উপস্থিত থাকত? তিনি বললেন: "সে আমাদের কাছে তা বলে, কিন্তু আমি তা জানি না" বা এই ধরনের কথা বললেন।

188 - তিনি (বর্ণনাকারী) বললেন: আমি হাসান ইবনে মুহাম্মদ আয-যাফারানিকে হুসাইন আল-কারাবিসি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি আবু সাওরের কথার মতোই বললেন। এবং হাসান আমাকে শাফিঈর (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন) কাছে তার যাতায়াত সম্পর্কে আবু সাওরের কথার মতোই বললেন।

(ص: 167) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

189 - حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ، يَقُولُ: «لَعَنَ اللَّهُ الْجَهْمَ، وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ كَانَ كَافِرًا جَاحِدًا تَرَكَ الصَّلَاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا يَزْعُمُ أَنَّهُ يَزِيدُ دِينًا وَذَلِكَ أَنَّهُ شَكَّ فِي الْإِسْلَامِ» قَالَ يَزِيدُ: «قَتَلَهُ سَلْمُ بْنُ أَحْوَزَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ»

১৮৯ - আমাকে ইসমাঈল ইবনু উবাইদ ইবনু আবী কারীমা বর্ণনা করেছেন, আমি ইয়াযীদ ইবনু হারুনকে বলতে শুনেছি: "আল্লাহ জাহমকে অভিশাপ দিন, এবং যে তার মত পোষণ করে সে কাফির, অস্বীকারকারী। সে চল্লিশ দিন সালাত ত্যাগ করেছিল, এই অজুহাতে যে সে একটি ধর্ম অনুসন্ধান করছে; আর তা এই জন্য যে, সে ইসলামে সন্দেহ পোষণ করেছিল।" ইয়াযীদ বলেন: "সাল্ম ইবনু আহওয়ায এই মতের কারণে তাকে হত্যা করেছিলেন।"

(ص: 167) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

190 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاعَانِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، سَمِعْتُ أَبَا نُعَيْمٍ الْبُلْخِيَّ شُجَاعَ بْنَ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا، مِنْ أَصْحَابِ جَهْمٍ: كَانَ يَقُولُ بِقَوْلِهِ وَكَانَ خَاصًّا بِهِ ثُمَّ تَرَكَهُ وَجَعَلَ يَهْتِفُ بِكُفْرِهِ، قَالَ: "رَأَيْتُ جَهْمًا يَوْمًا افْتَتَحَ سُورَةَ طه فَلَمَّا أَتَى عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه: 5] قَالَ: لَوْ وَجَدْتُ السَّبِيلَ إِلَى حَكِّهَا لَحَكَّكْتُهَا، قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ حَتَّى أَتَى عَلَى آيَةٍ أُخْرَى فَقَالَ: مَا كَانَ أَظْرَفَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَهَا، قَالَ: ثُمَّ افْتَتَحَ سُورَةَ الْقَصَصِ فَلَمَّا أَتَى عَلَى ذِكْرِ مُوسَى صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ جَمَعَ يَدَيْهِ وَرَجُلَيْهِ ثُمَّ دَفَعَ الْمُصْحَفَ ثُمَّ قَالَ: أَيُّ شَيْءٍ هَذَا ذَكَرَهُ هَاهُنَا فَلَمْ يُتِمَّ ذِكْرَهُ، وَذَكَرَهُ فَلَمْ يُتِمَّ ذِكْرَهُ "

১৯০ - আমাকে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক আস-সাগানী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাকে ইয়াহইয়া ইবনে আইয়ুব বর্ণনা করেছেন, আমি আবু নুআইম আল-বালখী, শুজা ইবনে আবি

নাসরকে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন: আমি জাহমের অনুসারীদের একজন ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি, যে তার (জাহমের) মত পোষণ করত এবং তার (জাহমের) একান্ত অনুগামী ছিল, এরপর সে (ঐ ব্যক্তি) তা (জাহমের মতবাদ) পরিত্যাগ করল এবং তার (জাহমের) কুফরিকে প্রকাশ্যে নিন্দা করতে লাগল। সে (ঐ ব্যক্তি) বলল: "আমি একদিন জাহমকে দেখেছি, সে সূরা ত্বাহা তেলাওয়াত শুরু করল। যখন সে এই আয়াতে পৌঁছল: {পরম করুণাময় আরশের উপর সমাসীন} [ত্বাহা: ৫], সে (জাহম) বলল: যদি আমি এটি (এই আয়াতটি) ঘষে মুছে ফেলার সুযোগ পেতাম, তবে আমি তা ঘষে মুছে ফেলতাম। সে (ঐ ব্যক্তি) বলল: তারপর সে (জাহম) তেলাওয়াত করতে লাগল যতক্ষণ না সে অন্য একটি আয়াতে পৌঁছল, তারপর সে (জাহম) বলল: মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন এটি বলেছিলেন, তখন তিনি কতই না ধূর্ত ছিলেন! সে (ঐ ব্যক্তি) বলল: তারপর সে (জাহম) সূরা কাসাস তেলাওয়াত শুরু করল। যখন সে মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর উল্লেখের কাছে পৌঁছল, তখন সে তার হাত ও পা গুটিয়ে নিল, তারপর মুসহাফকে ঠেলে সরিয়ে দিল। তারপর সে (জাহম) বলল: এটা কী যে তাকে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু তার আলোচনা সম্পূর্ণ করা হয়নি? তাকে উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু তার আলোচনা সম্পূর্ণ করা হয়নি!"

(ص: 168) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

191 - حَدَّثَنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: «نَاظَرْتُ جَهْمًا فَلَمْ يُثْبِتْ أَنَّ فِي السَّمَاءِ رَبًّا جَلَّ رَبُّنَا عِزَّ وَجَلَّ وَتَقَدَّسَ»

১৯১ - আমার কাছে আহমাদ ইবন নাসর থেকে, তিনি আলি ইবন আসিম ইবন আলি থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: "আমি জাহম (নামক ব্যক্তির) সাথে বিতর্ক করেছি, কিন্তু সে প্রমাণ করতে পারেনি যে আসমানে কোনো প্রতিপালক আছেন। আমাদের প্রতিপালক মহিমাম্বিত, যিনি পরাক্রমশালী, মহান ও পবিত্র।"

(ص: 168) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

192 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ وَكِيعًا، وَسُئِلَ، عَنِ الْقُرْآنِ، فَقَالَ: «الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ»، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ بَشْرًا الْمَرِيضِيَّ، فَذَكَرَهُ وَكِيعٌ حَتَّى شَتَّمَهُ فَقُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَنْتَ سَمِعْتَ وَكِيعًا يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ هَذَا

১৯২ - আবু বকর ইবনু আবী শাইবা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি ওয়াকিকে শুনেছি, তাঁকে কুরআন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তখন তিনি বললেন: "কুরআন আল্লাহর বাণী।" তখন তাঁকে বলা হলো: "নিশ্চয় বিশর আল-মারিসি," অতঃপর ওয়াকি বিশরের কথা উল্লেখ করে তাঁকে ভৎসনাও করলেন। (বর্ণনাকারী বলেন) তখন আমি আবু বকর ইবনু আবী শাইবা-কে বললাম: আপনি কি ওয়াকিকে এ কথা বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন: হ্যাঁ, আমি ওয়াকিকে এ কথা বলতে শুনেছি।

(ص: 168) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

193 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّاسٍ، صَاحِبُ الشَّامَةِ قَالَ: سَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ نُوحٍ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: ثُمَّ سَمِعْتُ أَنَا مِنْ يُوسُفَ بَعْدَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا عَصَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ، يَقُولُ: «خَيْبَةٌ لِلْأَبْنَاءِ مَا فِيهِمْ أَحَدٌ يَفْتِكُ بِبَشْرٍ»، قَالَ يُوسُفُ: فَسَأَلْتُ عَبْدَانَ وَأَصْحَابَ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ هَذَا فَقَالُوا: إِنَّ أَبَا عَصَةَ رَجُلٌ صَدُوقٌ وَقَدْ كَانَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ هَذَا مَعْنَاهُ

১৯৩ - মুহাম্মাদ ইবন আব্বাস, শামা-এর অধিকারী, আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন: আমি ইউসুফ ইবন নূহকে বলতে শুনেছি। আবু আবদুর রহমান বলেন: অতঃপর আমি নিজেই পরে ইউসুফের নিকট থেকে শুনেছি যে, তিনি বলছিলেন: আমি আবু ইস্মাহকে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন: আমি ইবনুল মুবারককে বলতে শুনেছি: "সন্তানদের জন্য দুর্ভাগ্য! তাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে বিশরের মোকাবেলা করতে পারে।" ইউসুফ বলেন: অতঃপর আমি আবদান এবং ইবনুল মুবারকের সাথীদেরকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তারা বললেন: নিশ্চয়ই আবু ইস্মাহ একজন সত্যবাদী ব্যক্তি এবং ইবনুল মুবারক এই অর্থবোধক কথা বলতেন।

194 - حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، سَمِعْتُ شَبَابَةَ بْنَ سَوَّارٍ، يَقُولُ: «اجْتَمَعَ رَأْيِي وَرَأْيُ أَبِي النَّضْرِ هَاشِمِ بْنِ الْقَاسِمِ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ الْمَرْيِسِيَّ كَافِرٌ جَاحِدٌ نَرَى أَنْ يُسْتَتَابَ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا ضَرَبْتُ عُنُقَهُ»

১৯৪ - আমাকে ইসমাইল ইবনু উবাইদ ইবনু আবি কারীমাহ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আমি শাবাবাহ ইবনু সাওয়ারকে বলতে শুনেছি: "আমার, আবুল নাদর হাশিম ইবনুল কাসিমের এবং একদল ফকীহর (ইসলামী আইনজ্ঞ) অভিমত এই মর্মে একমত হয়েছে যে, মারীসী একজন কাফির ও অস্বীকারকারী। আমরা মনে করি তাকে তওবা করার আহ্বান জানানো উচিত। যদি সে তওবা করে (তবে ভালো), অন্যথায় তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হবে।"

195 - حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي كَبْشَةَ، قَالَ: " سَمِعْتُ هَاتِفًا، يَهْتَفُ فِي الْبَحْرِ لَيْلًا فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَذَبَ الْمَرْيِسِيُّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ هَتَفَ ثَانِيَةً فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَى ثُمَامَةَ وَالْمَرْيِسِيِّ لَعَنَهُ اللَّهُ قَالَ: وَكَانَ مَعَنَا فِي الْمَرْكَبِ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ بَشْرِ الْمَرْيِسِيِّ فَخَرَّ مَيِّتًا "

195 - আমাকে হারুন ইবনে আবদুল্লাহ আল-হাম্মাল বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মদ ইবনে আবি কাবশাহ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: "আমি রাতে সমুদ্রে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম, যা আহ্বান করছিল এবং বলল: আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। মারিসি আল্লাহ তায়ালা (সর্বশক্তিমান ও মহিমাম্বিত)-এর বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করেছে। তারপর সে দ্বিতীয়বার আহ্বান করে বলল: আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। ছুমামা এবং মারিসির উপর, আল্লাহ তাকে লানত করুন (অভিসম্পাত করুন)।" তিনি বললেন: "আর আমাদের সাথে নৌকায় বিশর আল-মারিসির সঙ্গীদের মধ্যে একজন লোক ছিল, ফলে সে মৃত অবস্থায় পড়ে গেল।"

196 - سَبَعْتُ سَوَّارَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَاضِي، سَبَعْتُ أَخِيَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَّارٍ، يَقُولُ: كُنْتُ عِنْدَ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ فَوَثَبَ النَّاسُ عَلَى بَشْرِ الْمَرِيْسِيِّ حَتَّى ضَرَبُوهُ وَقَالُوا: جَهْمِي، فَقَالَ لَهُ سُفْيَانُ: يَا دُوَيْبَةُ يَا دُوَيْبَةُ أَلَمْ تَسْمَعْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ {أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ} [الأعراف: 54] فَأَخْبَرَ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ الْخَلْقَ غَيْرُ الْأَمْرِ، قِيلَ لِسَوَّارٍ فَأَيُّشِ قَالَ بِشْرٌ؟ قَالَ: سَكَتَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ حُجَّةٌ "

১৯৬ - আমি কাযী সাওয়ার ইবনু আবদুল্লাহ থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি আমার ভাই আব্দুর রহমান ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু সাওয়ারকে বলতে শুনেছি যে, আমি সুফিয়ান ইবনু উয়ায়নার নিকট ছিলাম। তখন লোকেরা বিশর আল-মারিসীর উপর চড়াও হলো এবং তাকে প্রহার করে বলল: (সে একজন) জাহমী। তখন সুফিয়ান তাকে বললেন: ওহে ক্ষুদ্র জীব, ওহে ক্ষুদ্র জীব! তুমি কি শোনোনি মহান আল্লাহ বলেন: "{জেনে রাখো, সৃষ্টি এবং নির্দেশ তাঁরই}" [সূরা আল-আরাফ: ৫৪]? অতএব মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, সৃষ্টি (খলক) নির্দেশ (আমর) থেকে ভিন্ন। (বর্ণনাকারী) সাওয়ারকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন বিশর কী বলল? তিনি (সাওয়ার) বললেন: সে চুপ হয়ে গেল, তার কাছে কোনো যুক্তি ছিল না।

(ص: 169) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

197 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيِّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ نُوحٍ الْمَضْرُوبُ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ الْقَاضِي، سَبَعْتُ هَارُونَ، أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَقُولُ: «بَلَّغْنِي أَنَّ بَشْرًا الْمَرِيْسِيِّ يَزْعُمُ أَنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ لِلَّهِ عَلَيَّ إِنِ أَظْفَرَنِي بِهِ لَأَقْتُلَنَّهُ قِتْلَةً مَا قَتَلْتُهَا أَحَدًا قَطُّ»

১৯৭ - আহমাদ ইবনু ইবরাহিম আদ-দাওরাকী আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: মুহাম্মদ ইবনু নূহ আল-মাদরুব আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, আল-মাসউদি আল-কাযী থেকে। আমি হারুন, আমিরুল মুমিনিনকে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন: "আমার কাছে খবর পৌঁছেছে যে, বিশর আল-মারিসি দাবি করে যে, কুরআন সৃষ্ট। আল্লাহর কসম, যদি আমি তাকে ধরতে পারি, তাহলে আমি তাকে এমনভাবে হত্যা করব যেমন করে ইতিপূর্বে কাউকে হত্যা করিনি।"

(ص: 169) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

أ [ص: 170] حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنُ عَمِّ، أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يَقُولُ: «بَشُرُ الْمَرِيسِيِّ يَقُولُ بِقَوْلِ صُنْفٍ مِنَ الرِّكَادِقَةِ سَيِّمَاهُمَا كَذَا وَكَذَا»

পূ: ১৭০ আমাকে ইসহাক ইবন ইবরাহিম বর্ণনা করেছেন, যিনি আহমাদ ইবন মানীর চাচাতো ভাই। তিনি (ইসহাক ইবন ইবরাহিম) বলেছেন: আমি ইসহাক ইবন আবদুর রহমান-কে বলতে শুনেছি: «বিশর আল-মারিসী যিন্দিকদের এক শ্রেণীর মতাদর্শ পোষণ করেন, যাদের বৈশিষ্ট্য এই এই»

(ص: 170) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

ب وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ الْأَعْيَنُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نُعَيْمٍ، يَقُولُ: «لَعَنَ اللَّهُ بِشْرًا الْمَرِيسِيَّ الْكَافِرَ»

আবু বকর আল-আইয়ান উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলেছেন: আমি আবু নুআইমকে বলতে শুনেছি, "আল্লাহ অবিশ্বাসী বিশর আল-মারিসিকে অভিশাপ দিন।"

(ص: 170) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

199 - حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ دَلَوِيهِ، سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْوَاسِطِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ الْعَوَّامِ، يَقُولُ: «كَلَّمْتُ بِشْرًا الْمَرِيسِيَّ وَأَصْحَابَ بِشْرٍ فَرَأَيْتُ آخَرَ كَلَامِهِمْ يَنْتَهِي إِلَى أَنْ يَقُولُوا لَيْسَ فِي السَّمَاءِ شَيْءٌ»

199 - যিয়াদ ইবনু আইয়ুব দালওয়াইহি আমাকে বর্ণনা করেছেন, আমি ইয়াহইয়া ইবনু ইসমাইল আল-ওয়াসিতীকে বলতে শুনেছি: আমি আব্বাদ ইবনু আল-আওয়ামকে বলতে শুনেছি: "আমি বিশর আল-মারীসি এবং বিশরের সঙ্গীদের সাথে কথা বলেছিলাম, এবং আমি দেখেছি যে তাদের কথার চূড়ান্ত পরিণতি এই ছিল যে তারা বলতো, আকাশে কিছুই নেই।"

(ص: 170) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

200 - حَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَشَّارٍ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ شَاذَّ بْنَ يَحْيَى، «يُنَاطِرُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْمَرْيَسِيِّ وَهُوَ يَدْعُو عَلَيْهِ وَجَعَلَ شَاذُّ يَلْعَنُ الْمَرْيَسِيَّ»

২০০ - আমাকে ইব্রাহিম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বাশশার আল-ওয়াসিতী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি শায ইবনে ইয়াহইয়াকে ইয়াজিদ ইবনে হারুনের সাথে মারিসীর কোনো একটি বিষয় নিয়ে বিতর্ক করতে শুনেছি; এমতাবস্থায় ইয়াজিদ ইবনে হারুন তার (মারিসীর) বিরুদ্ধে বদদোয়া করছিলেন এবং শাযও মারিসীকে অভিশাপ দিচ্ছিলেন।

(ص: 170) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

201 - أَخْبَرْتُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، قَالَ: كُنْتُ أَسْمَعُ النَّاسَ يَتَكَلَّمُونَ فِي الْمَرْيَسِيِّ فَكَرِهْتُ أَنْ أَقْدِمَ عَلَيْهِ حَتَّى أَسْمَعَ كَلَامَهُ لَأَقُولَ فِيهِ بِعِلْمٍ فَأَتَيْتُهُ فَإِذَا هُوَ يُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَى عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ تُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَى عِيسَى فَأَهْلُ ذَاكَ هُوَ؟ وَلَا أَرَاكَ تُصَلِّي عَلَى نَبِيِّنَا وَنَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ مِنْهُ فَقَالَ لِي: ذَلِكَ كَانَ مَشْغُولًا بِالْمِرَآةِ وَالْمِشْطِ وَالنِّسَاءِ "

২০১ - আমাকে ইয়াহইয়া ইবন আইয়ুব থেকে জানানো হয়েছে, তিনি বলেন: আমি লোকদেরকে মারীসীর (আল-মারীসী) বিষয়ে কথা বলতে শুনতাম। সুতরাং আমি তার কাছে যেতে অপছন্দ করলাম যতক্ষণ না আমি তার কথা শুনব, যাতে আমি তার সম্পর্কে জ্ঞানসহ কথা বলতে পারি। অতঃপর আমি তার কাছে গেলাম, তখন দেখলাম যে সে ঈসা ইবন

মারইয়াম (আলাইহিস সালাম)-এর উপর অধিক সালাত (দরুদ) পাঠ করছে। তখন আমি তাকে বললাম: আপনি ঈসার উপর অধিক সালাত পাঠ করেন, কিন্তু তিনি কি এর যোগ্য? অথচ আমি আপনাকে আমাদের নবীর উপর সালাত পাঠ করতে দেখি না, আর আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তখন সে আমাকে বলল: তিনি (মুহাম্মাদ সা.) আয়না, চিরুনি এবং নারীদের নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন।

(ص: 170) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

202 - أَخْبَرْتُ عَنْ بَشْرِ بْنِ الْوَلِيدِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي فَدَخَلَ عَلَيْهِ بَشْرُ الْمَرِيسِيِّ فَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ص: 171] فَذَكَرَ حَدِيثَ الرُّؤْيَةِ ثُمَّ قَالَ أَبُو يُوسُفَ إِنِّي وَاللَّهِ أَوْ مِنْ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَأَصْحَابُكَ يَكْفُرُونَ بِهِ وَكَأَنِّي بِكَ قَدْ شَغَلْتُكَ عَنِ النَّاسِ خَشَبَةً بَابِ الْجِسْرِ فَأَحْذَرُ فِرَاسَتِي فَإِنِّي مُؤْمِنٌ "

203 - سَمِعْتُ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، يَقُولُ: كُنَّا نَحْضُرُ مَجْلِسَ أَبِي يُوسُفَ وَكَانَ بَشْرُ الْمَرِيسِيِّ يَحْضُرُ فِي آخِرِ النَّاسِ فَيَشْغَبُ فَيَقُولُ: أَيُّشَ تَقُولُ وَأَيُّشَ قُلْتَ يَا أَبَا يُوسُفَ، فَلَا يَزَالُ يَضْجُ وَيَصِيحُ فَكُنْتُ أَسْمَعُ أَبَا يُوسُفَ يَقُولُ: اصْعَدُوا بِهِ إِلَيَّ، اصْعَدُوا بِهِ إِلَيَّ قَالَ: فَجَاءَ يَوْمٌ فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَا فَقَالَ أَبُو يُوسُفَ اصْعَدُوا بِهِ إِلَيَّ قَالَ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ: وَكُنْتُ بِالنُّقْرِ مِنْهُ فَجَعَلَ يَنْظُرُهُ فِي مَسْأَلَةٍ فَخَفِيَ عَلَيَّ بَعْضُ قَوْلِهِ فَقُلْتُ لِلَّذِي كَانَ أَقْرَبَ مِنِّي إِيَّاهُ قَالَ لَهُ أَبُو يُوسُفَ؟ فَقَالَ: قَالَ لَهُ: لَا تَنْتَهِي حَتَّى تُفْسِدَ خَشَبَةً

২০২ - বিশর ইবন আল-ওয়ালীদ থেকে আমাকে জানানো হয়েছে, তিনি বলেন: আমি বিচারক আবু ইউসুফের নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। তখন বিশর আল-মারীসী তার কাছে প্রবেশ করলো। অতঃপর আবু ইউসুফ বললেন: আমাদেরকে ইসমাইল কায়েস থেকে, কায়েস জারীর থেকে, জারীর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন [পৃ: ১৭১]। অতঃপর তিনি দিদার সম্পর্কিত হাদীসটি উল্লেখ করলেন। তারপর আবু ইউসুফ বললেন: আল্লাহর কসম, আমি এই হাদীসে বিশ্বাস করি, অথচ তোমার সঙ্গীরা এটি অস্বীকার করে। আর যেন আমি

তোমাকে দেখছি যে, সেতুর দরজার কাঠ তোমাকে মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। সুতরাং আমার দূরদর্শিতা থেকে সাবধান থাকো, কারণ আমি মুমিন।"

২০৩ - আমি আমার পিতাকে (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: আমরা আবু ইউসুফের মজলিসে উপস্থিত থাকতাম। বিশর আল-মারীসী সকলের শেষে আসত এবং হট্টগোল করত ও বলত: "হে আবু ইউসুফ, আপনি কী বলছেন এবং কী বলেছেন?" সে সর্বদা হৈচৈ করত এবং চিৎকার করত। তখন আমি আবু ইউসুফকে বলতে শুনতাম: "তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো।" বর্ণনাকারী বলেন: একদিন সে আবার একই রকম আচরণ করলো, তখন আবু ইউসুফ বললেন: "তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো।" আমার পিতা (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) বলেন: আমি তার কাছাকাছি ছিলাম। অতঃপর তিনি তাকে একটি মাসআলা নিয়ে বিতর্ক করতে লাগলেন। তার কিছু কথা আমার কাছে অস্পষ্ট রয়ে গেল। তখন আমি আমার চেয়েও বেশি কাছাকাছি থাকা একজনকে জিজ্ঞেস করলাম: "আবু ইউসুফ তাকে কী বললেন?" সে বলল: তিনি তাকে বললেন: "তুমি থামবে না যতক্ষণ না তুমি একটি কাঠের তক্তা নষ্ট করবে।"

(ص: 171) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

204 - حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ أَبِي حَرْبٍ الصَّفَّارُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُثَنَّى بْنَ سَعِيدٍ، حَتَنَ يَحْيَى بْنَ بَدْرٍ، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْهَيْئَةِ، قَالَ: «لَمَّا قَدِمَ ثُبَامَةُ بْنُ الْأَشْرَسِ الْجَهْمِيُّ مَرَّو خَرَجْتُ يَوْمًا فَلَقَيْنِي مُؤَبِّدُ مَرَّو فَقَالَ لِي بِأَلْفَارِسِيَّةٍ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَى الْإِسْلَامِ مِنْ هَذَا»

204 - ইসা ইবনু আবি হারব আস-সাফফার আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: "আমি মুসান্না ইবনু সাঈদকে বলতে শুনেছি। তিনি ইয়াহইয়া ইবনু বাদরের শ্যালক ছিলেন এবং তিনি ছিলেন আহলুল হাইয়া (জ্যোতির্বিজ্ঞানী) সমাজের একজন। তিনি (মুসান্না) বললেন, যখন সুমামা ইবনুল আশরাস আল-জাহমি মারওয়ায় আগমন করলেন, আমি একদিন বের হলাম। তখন মারওয়ার মুয়াক্বিধ (জোরোস্ট্রিয়ান প্রধান পুরোহিত) আমার সাথে দেখা করলেন এবং তিনি আমাকে ফারসি ভাষায় বললেন: আমরা এর (এই ব্যক্তির) চেয়ে ইসলামের অধিক নিকটবর্তী।"

205 - حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ أَبِي حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَاصِمٍ الْكِلَابِيَّ، قَالَ [ص: 172]: سَمِعْتُ ثُبَامَةَ بْنَ الْأَشْرَسِ الْجُهَمِيَّ، يَقُولُ: «مَا أَجَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَحَدًا قَطُّ أَجَلًا وَلَا رَزَقَهُ رِزْقًا قَطُّ وَلَوْ كَانَ أَجَلُهُ مَا كَانَ عَلَى الْقَاتِلِ شَيْءٌ وَلَوْ رَزَقَهُ مَا كَانَ عَلَى السَّارِقِ شَيْءٌ»

205 - আমার কাছে বর্ণনা করেছেন ঈসা ইবনু আবি হারব, তিনি বলেছেন: আমি আমার ইবনু আসিম আল-কিলাবিকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন [পৃষ্ঠা: ১৭২]: আমি সুমামাহ ইবনু আল-আশরাস আল-জাহমিকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: "পরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত আল্লাহ কখনোই কারো জন্য কোনো মেয়াদ (মৃত্যু) নির্ধারণ করেননি এবং কখনোই কাউকে কোনো রিযক (জীবিকা) দান করেননি। আর যদি তা (মৃত্যু) তাঁর (আল্লাহর) নির্ধারিত মেয়াদ হতো, তাহলে হত্যাকারীর ওপর কোনো দায় থাকত না। আর যদি তা (জীবিকা) তাঁর (আল্লাহর) প্রদত্ত রিযক হতো, তাহলে চোরের ওপর কোনো দায় থাকত না।"

مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَكَلَّمُ فَهُوَ يَعْبُدُ الْأَصْنَامَ

যে দাবি করে যে, আল্লাহ তাআলা কথা বলেন না, সে প্রতিমা পূজা করে।

206 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْعَطَّارِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ سَبْلَانُ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ فَقُلْتُ: مَا تَقُولُ فِيْمَنْ يَقُولُ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ فَقَالَ: "لَوْ كَانَ لِي عَلَيْهِ سُلْطَانٌ لَقُبْتُ عَلَى الْجِسْرِ فَكَانَ لَا يَمُرُّ بِي رَجُلٌ إِلَّا سَأَلْتُهُ فَإِذَا قَالَ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ ضَرَبْتُ عُنْقَهُ وَالْقَيْْتُ رَأْسَهُ فِي الْبَاءِ"

২০৬ - মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু উমার ইবনুল হাকাম আবুল হাসান ইবনুল আত্তার আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: ইবরাহীম ইবনু যিয়াদ সাবলান আমাদের কাছে বর্ণনা

করেছেন, তিনি বলেন: আমি আব্দুর রহমান ইবনু মাহদিকে জিজ্ঞেস করলাম এবং বললাম: যে ব্যক্তি বলে ‘কুরআন সৃষ্ট’ (মাখলুক), তার সম্পর্কে আপনি কী বলেন? তখন তিনি বললেন: "যদি তার উপর আমার ক্ষমতা থাকত, তাহলে আমি সেতুর উপর দাঁড়াতাম। যে ব্যক্তি আমার পাশ দিয়ে যেত, তাকেই আমি জিজ্ঞেস করতাম। যদি সে বলত ‘কুরআন সৃষ্ট’, তাহলে আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিতাম এবং তার মাথা পানিতে নিক্ষেপ করতাম।"

(ص: 172) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

207 - حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْعَطَّارِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نُعَيْمٍ الْفَضْلَ بْنَ دُكَيْنٍ، يَقُولُ: " وَذَكَرَ عِنْدَهُ مَنْ يَقُولُ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا سَمِعْتُ شَيْئًا مِنْ هَذَا حَتَّى خَرَجَ ذَاكَ الْخَبِيثُ جَهُمٌ "

207 - আবু আল-হাসান ইবন আল-আত্তার মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: আমি আবু নুআইম আল-ফাদল ইবন দুকাইনকে বলতে শুনেছি যে, "তঁার (আবু নুআইম) নিকট এমন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছিলো যে বলে: কুরআন সৃষ্ট (মাখলুক)। (তখন তিনি বললেন:) আল্লাহর কসম, আল্লাহর কসম, আমি এ বিষয়ে কিছুই শুনি নি যতক্ষণ না সেই দুরাচার জাহম আত্মপ্রকাশ করলো।"

(ص: 172) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

208 - حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْعَطَّارِ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ زِيَادٍ سَبْلَانَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مُعَاوِيَةَ يَعْنِي الضَّرِيرَ مُحَمَّدَ بْنَ خَازِمٍ يَقُولُ: «الْكَلَامُ فِيهِ بُدْعَةٌ وَضَلَالَةٌ مَا تَكَلَّمَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا الصَّحَابَةُ وَلَا التَّابِعُونَ وَالصَّالِحُونَ يَعْنِي الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ»

208 - আমাকে আবুল হাসান ইবনুল আত্তার বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি ইবরাহীম ইবনে যিয়াদ সাবলানকে বলতে শুনেছি: আমি আবু মুআবিয়াকে—অর্থাৎ অন্ধ মুহাম্মাদ ইবনে খাযিমকে—বলতে শুনেছি: "এ বিষয়ে কথা বলা একটি বিদআত (ধর্মীয় নবপ্রবর্তন) এবং পথভ্রষ্টতা। নবী (তঁার উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক), নবীর সহচরগণ, তাদের

অনুসারীগণ এবং সৎ ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে কোনো কথা বলেননি। (এখানে এ বিষয়ে দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কুরআন সৃষ্ট এই উক্তি)।"

(ص: 172) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

209 - حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْعَطَّارِ، سَمِعْتُ هَارُونَ بْنَ مَعْرُوفٍ، يَقُولُ: «مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ، عز وجل لَا يَتَكَلَّمُ فَهُوَ يَعْبُدُ الْأَصْنَامَ»

২০৯ - আবু আল-হাসান ইবনুল আত্তার আমাকে বর্ণনা করেছেন, আমি হারুন ইবনে মারুফকে বলতে শুনেছি: “যে দাবি করে যে আল্লাহ, মহিমাম্বিত ও গৌরবাম্বিত, কথা বলেন না, সে প্রতিমা পূজা করে।”

(ص: 173) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

210 - حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْعَطَّارِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُصْعَبٍ الْعَابِدُ، يَقُولُ: «مَنْ زَعَمَ أَنَّكَ لَا تَتَكَلَّمُ وَلَا تَرَى فِي الْآخِرَةِ فَهُوَ كَافِرٌ بِوَجْهِكَ لَا يَعْرِفُكَ، أَشْهَدُ أَنَّكَ فَوْقَ الْعَرْشِ فَوْقَ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ لَيْسَ كَمَا يَقُولُ أَعْدَاءُ اللَّهِ الزَّانِقَةُ»

210 - আবু আল-হাসান ইবনুল আত্তার মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: আমি উপাসনাকারী মুহাম্মাদ ইবনু মুসআবকে বলতে শুনেছি: «যে ব্যক্তি দাবি করে যে, আপনি (আল্লাহ) কথা বলেন না এবং পরকালে আপনাকে দেখা যাবে না, সে আপনার সত্তার প্রতি অবিশ্বাসী, সে আপনাকে চেনে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি মহা-সিংহাসনের উপর, সাত আকাশের উপর; আল্লাহর শত্রু ধর্মদ্রোহীরা যা বলে, তেমন নয়।»

(ص: 173) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

211 - حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْعَطَّارِ، قَالَ: سَمِعْتُ هَارُونَ بْنَ مُوسَى الْفَرَوِيَّ، سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ الْمَاجِشُونَ، يَقُولُ: «مَنْ قَالَ الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ، وَسَمِعْتُهُ يَعْني عَبْدَ الْمَلِكِ يَقُولُ لَوْ وَجَدْتُ الْمَرِيسِيَّ لَضَرَبْتُ عُنُقَهُ»

211 - আবু আল-হাসান ইবনুল আত্তার আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি হারুন ইবনু মুসা আল-ফারভিকে বলতে শুনেছি যে, আমি আবদুল মালিক ইবনুল মাজিশুনকে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি বলে কুরআন সৃষ্ট, সে কাফির।" এবং আমি তাকে (অর্থাৎ আবদুল মালিককে) বলতে শুনেছি: "যদি আমি আল-মারিসিকে পেতাম, তবে আমি তার শিরশ্ছেদ করতাম।"

(ص: 173) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

وَقَالَ هَارُونُ يَعْنِي الْفَرَوِيَّ: " الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ، وَمَنْ قَالَ: مَخْلُوقٌ، فَهُوَ كَافِرٌ، وَمَنْ شَكَّ فِي الْوَاقِفَةِ فَهُوَ كَافِرٌ، فَقُلْتُ لَهُارُونَ اللَّفْظِيَّةُ؟ قَالَ: هُوَ لَاءِ مُبْتَدِعَةٍ ضَلَّالٌ "

এবং হারুন, অর্থাৎ আল-ফারবী, বললেন: "কুরআন আল্লাহর বাণী, সৃষ্টি নয়। এবং যে বলল (এটি) সৃষ্টি, সে কাফির। আর যারা (কুরআন সৃষ্টি বা অসৃষ্টি বিষয়ে) নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করে, তাদের সম্পর্কে যে সন্দেহ করে, সে-ও কাফির।" অতঃপর আমি হারুনকে বললাম: "যারা (কুরআন) পাঠকে সৃষ্টি বলে (তাদের ব্যাপারে)?" তিনি বললেন: "এরা বিদআতী, পথভ্রষ্ট।"

(ص: 173) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

212 - حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْعَطَّارِ، قَالَ: قَالَ لِي الْفَضْلُ بْنُ دِينَارٍ الْعَطَّارُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا: «قُلْتُ لِبَعْضِهِمْ يَغْنِي بَعْضُ الْجَهْمِيَّةِ وَيَحْكُ أَلَّا تَذْهَبُ إِلَى الْجُمُعَةِ؟» قَالَ: بَلَى هُوَ ذَا أَذْهَبَ مَعَكَ الْيَوْمَ، قَالَ: فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ لِي: قَدْ ذَهَبْنَا إِلَى الْجُمُعَةِ فَصَلَّيْنَا فَكَانَ إِيَّيْهِ؟ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: ثُمَّ قَالَ لِي الْفَضْلُ: «هُمُ يَا أَبَا الْحَسَنِ زَنَادِقَةٌ»

212 - আবু আল-হাসান ইবনুল আত্তার আমাকে বর্ণনা করেছেন; তিনি বললেন: আল-ফাদল ইবনে দিনার আল-আত্তার, যাঁর উত্তম প্রশংসা করা হয়েছে, তিনি আমাকে বলেছেন: «আমি তাদের কাউকে বলেছিলাম – অর্থাৎ জাহমিয়াদের কাউকে – হায় তোমার কি হল! তুমি কি জুমুআর নামাযে যাও না?» সে বলল: অবশ্যই, আমি আজ তোমার সাথে যাব। আল-ফাদল বললেন: যখন সে ফিরে এলো, তখন সে আমাকে বলল: আমরা জুমুআর নামাযে গিয়েছিলাম এবং নামায পড়েছিলাম, তাতে কি হল? আবু আল-হাসান বললেন: তারপর আল-ফাদল আমাকে বললেন: «হে আবু আল-হাসান, তারা ধর্মদ্রোহী!»

(ص: 173) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

213 - حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْعَطَّارِ، قَالَ: سَمِعْتُ سُرَيْجَ بْنَ النُّعْمَانِ، يَقُولُ: "سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ نَافِعٍ، وَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ قِبْلَتَنَا مَنْ يَقُولُ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ فَاسْتَعْظَمَ ذَلِكَ [ص: 174] وَلَمْ يَزَلْ مُتَوَجِّعًا حَزِينًا يَسْتَرْجِعُ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَغْنِي ابْنُ نَافِعٍ قَالَ مَالِكٌ: «مَنْ قَالَ الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ يُؤَدَّبُ وَيُحْبَسُ حَتَّى تُعْلَمَ مِنْهُ التَّوْبَةُ» وَقَالَ مَالِكٌ: «الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ» وَقَالَ مَالِكٌ: «اللَّهُ فِي السَّمَاءِ وَعِلْمُهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ لَا يَخْلُو مِنْ عِلْمِهِ مَكَانٌ» وَقَالَ مَالِكٌ: «الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ» وَهَكَذَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ فِي هَذَا كُتِّهِ

২১৩ - আবু আল-হাসান ইবনুল আত্তার আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি সুরাইজ ইবনু নুমানকে বলতে শুনেছি: "আমি আবদুল্লাহ ইবনু নাফিকে জিজ্ঞাসা করলাম এবং তাকে বললাম: আমাদের এখানে এমন কিছু লোক আছে যারা বলে: কুরআন সৃষ্ট। তিনি এটিকে অত্যন্ত গুরুতর মনে করলেন পৃষ্ঠা: ১৭৪ এবং ক্রমাগত ব্যথিত ও দুঃখিত অবস্থায় আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন কামনা করছিলেন। আবদুল্লাহ (অর্থাৎ ইবনু নাফি) বলেছেন: মালিক

বলেছেন: «যে ব্যক্তি বলে কুরআন সৃষ্ট, তাকে শাস্তি দেওয়া হবে এবং তাকে বন্দী করা হবে যতক্ষণ না তার তওবা প্রমাণিত হয়।» এবং মালিক বলেছেন: «ঈমান হলো কথা ও কাজ, যা বাড়ে ও কমে।» এবং মালিক বলেছেন: «আল্লাহ আসমানে এবং তাঁর জ্ঞান সকল স্থানে রয়েছে, কোনো স্থান তাঁর জ্ঞান থেকে খালি নয়।» এবং মালিক বলেছেন: «কুরআন পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত আল্লাহর বাণী।» এবং এভাবেই আবদুল্লাহ ইবনু নাফি এই সব বিষয়ে বলেছেন।

(ص: 174) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

214 - حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْعَطَّارِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَبِي قَطِيفَةَ السَّرَّاجَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عُيَيْنَةَ فَتَشَوَّشَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: " مَا هَذَا؟ قَالُوا قَدِمَ بِشْرٌ، قَالَ: مَا يَقُولُ؟ قَالُوا: يَقُولُ الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ، قَالَ: جِئُونِي بِهِ وَجِئُوا بِشَاهِدَيْنِ حَتَّى أَمَرَ الْوَالِي بِضَرْبِ عُنُقِهِ "

214 - আবু আল-হাসান ইবনুল আত্তার মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি ইয়াহইয়া ইবনু আবি কুতাইফাহ আস-সাররাজকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: আমরা ইবনু উয়াইনার কাছে ছিলাম। তখন লোকেরা তাঁর চারপাশে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। ইবনু উয়াইনা বললেন: "এ কীসের গোলমাল?" তারা বলল: বিশর এসেছে। তিনি বললেন: "সে কী বলছে?" তারা বলল: "সে বলছে যে, কুরআন সৃষ্ট (মাখলুক)।" তিনি বললেন: "তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো এবং দুজন সাক্ষী নিয়ে এসো, যেন আমি ওয়ালীকে (শাসককে) তার গদান উড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারি।"

(ص: 174) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

215 - حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيِّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مَرْوَانَ بْنَ مُعَاوِيَةَ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَمْرٍ، لِي مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ «أَنَّ جَهْمًا شَكَ فِي اللَّهِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا»

215 - আবু আল-হাসান আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: আমি আহমাদ ইবন ইবরাহীম আদ-দাওরাকীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: আমি মারওয়ান ইবন মুআবিয়াকে

বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: খুরাসানের অধিবাসী আমার এক চাচাতো ভাই আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, জাহম চল্লিশ সকাল আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেছিল।

(ص: 174) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

216 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَبُويه أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحَسَنِ يَعْني ابْنَ شَقِيقٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ، يَقُولُ: " الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّا لَنُحْكِي كَلَامَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نُحْكِيَ كَلَامَ الْجَهَنِّيَّةِ " [ص: 175] قَالَ: وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ: «نَعْرِفُ رَبَّنَا عَزَّ وَجَلَّ فَوْقَ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ عَلَى الْعَرْشِ بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ بِحَدٍّ وَلَا نَقُولُ كَمَا قَالَتِ الْجَهَنِّيَّةُ هَاهُنَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ»

২১৬ - আব্দুল্লাহ ইবনু আহমদ ইবনু শাব্বুওয়াইহ আবু আব্দুর রহমান আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি আলী ইবনু আল-হাসানকে—অর্থাৎ ইবনু শাক্কীককে—বলতে শুনেছি: আমি আব্দুল্লাহকে বলতে শুনেছি: "ঈমান হলো উক্তি ও কর্ম, যা বৃদ্ধি পায় ও হ্রাস পায়।" আমি তাকে (আব্দুল্লাহকে) আরও বলতে শুনেছি: "আমরা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বক্তব্য বর্ণনা করতে পারি, কিন্তু জাহমিয়াদের বক্তব্য বর্ণনা করতে পারি না।" [পৃষ্ঠা: ১৭৫] তিনি (আলী ইবনু আল-হাসান) বলেছেন: এবং আমি আব্দুল্লাহকে বলতে শুনেছি: "আমরা আমাদের প্রতিপালককে জানি—তিনি পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত—সপ্তাকাশের উপরে আরশের উপর অবস্থিত, তার সৃষ্টি থেকে পৃথক, একটি হাদ (বিশেষ স্বাতন্ত্র্য) সহকারে। এবং আমরা জাহমিয়াদের মতো বলি না যে, তিনি এখানে (পৃথিবীতে আছেন)।" এবং তিনি (আব্দুল্লাহ) তার হাত দ্বারা পৃথিবীর দিকে ইশারা করলেন।

(ص: 175) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

217 - حَدَّثَنِي أَبُو مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى إِمْلَاءَ عَلِيٍّ مِنْ كِتَابِهِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: فَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بْنُ عَبْدِ

اللَّهُ بْنُ عَبَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: بَعَثَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَسْأَلُهُ: " هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ فَبَعَثَ إِلَيْهِ أَنْ نَعَمْ قَدْ رَأَاهُ، فَرَدَّ [ص: 176] رَسُولُهُ إِلَيْهِ وَقَالَ: كَيْفَ رَأَاهُ؟ فَقَالَ: رَأَاهُ عَلَى كُرْسِيِّ مِنْ ذَهَبٍ تَحِلُّهُ أَرْبَعَةٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ: مَلَكٌ فِي صُورَةِ رَجُلٍ، وَمَلَكٌ فِي صُورَةِ أَسَدٍ، وَمَلَكٌ فِي صُورَةِ ثَوْرٍ، وَمَلَكٌ فِي صُورَةِ نَسْرٍ فِي رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ دُونَهُ فِرَاشٌ مِنْ ذَهَبٍ "

217 - আবু মূসা আল-আনসারী ইসহাক ইবন মূসা আমাকে তাঁর গ্রন্থ থেকে শ্রুতিলিখনের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। আমাদেরকে ইউনুস ইবন বুকাইর বর্ণনা করেছেন, ইবন ইসহাক থেকে। তিনি (ইবন ইসহাক) বলেছেন: তারপর আমাকে আবদুর রহমান ইবনুল হারিস ইবন আবদিল্লাহ ইবন আইয়াশ বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ ইবন আবি সালামা থেকে। তিনি (আবদুল্লাহ ইবন আবি সালামা) বলেছেন: আবদুল্লাহ ইবন উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর কাছে লোক পাঠালেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করার জন্য: "মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি তাঁর প্রতিপালককে দেখেছিলেন?" তখন তিনি (আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস) তাঁর কাছে (অর্থাৎ ইবন উমারের কাছে) জবাব পাঠালেন যে, "হ্যাঁ, তিনি তাঁকে দেখেছেন।" তখন তিনি (আবদুল্লাহ ইবন উমার) তাঁর দূতকে [পৃষ্ঠা: ১৭৬] আবার তাঁর (ইবন আব্বাস-এর) কাছে ফেরত পাঠালেন এবং বললেন: "তিনি তাঁকে কিভাবে দেখেছিলেন?" তখন তিনি (আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস) বললেন: "তিনি তাঁকে একটি স্বর্ণনির্মিত সিংহাসনে দেখেছিলেন, যা বহন করছিলেন চারজন ফেরেশতা: একজন পুরুষের আকৃতিতে, একজন সিংহের আকৃতিতে, একজন ঘাঁড়ের আকৃতিতে এবং একজন ঈগলের আকৃতিতে। একটি সবুজ বাগানে, তাঁর নিচে স্বর্ণের একটি বিছানা ছিল।"

(ص: 176) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

218 - حَدَّثَنِي أَبُو مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ، فَحَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحَصَيْنِ، قَالَ: سَأَلَ مَرْوَانَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ قَدْ رَأَاهُ»

218 - আমার কাছে বর্ণনা করেছেন আবু মুসা আল-আনসারী। তিনি বলেছেন, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন ইউনুস ইবনু বুকাইর, ইবনে ইসহাক থেকে। তিনি (ইবনে ইসহাক) বলেছেন, তারপর আমার কাছে বর্ণনা করেছেন দাউদ ইবনুল হুসাইন। তিনি বলেছেন, মারওয়ান আবু হুরায়রাহ (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) কে জিজ্ঞেস করলেন: "মুহাম্মাদ (আল্লাহর সালাত ও সালাম তাঁর উপর বর্ষিত হোক) কি তাঁর রব (তিনি পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত) কে দেখেছিলেন?" তখন তিনি বললেন: "হ্যাঁ, তিনি অবশ্যই তাঁকে দেখেছেন।"

(ص: 176) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

219 - حَدَّثَنِي إِسْبَاعِيلُ أَبُو مَعْمَرٍ، ثنا أَبُو عَبْدِ الصَّمدِ الْعَمِّيُّ، ثنا أَبُو عَمْرٍو الْجَوْنِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ص: 177]: «جَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ آيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَجَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا رِداءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةٍ عَدْنٍ»

২১৯ - ইসমাইল আবু মামার আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু আবদুস সামাদ আল-আম্মী থেকে, তিনি আবু ইমরান আল-জাওনী থেকে, তিনি আবু বকর ইবনে আবি মূসা আল-আশআরী থেকে, তিনি তাঁর পিতা (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (আল্লাহ তাঁর উপর শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন) বলেছেন [পৃ: ১৭৭]: «দুটি জান্নাত (রয়েছে), যার পাত্রসমূহ এবং তার ভেতরের সবকিছুই স্বর্ণের। আর দুটি জান্নাত (রয়েছে), যার পাত্রসমূহ এবং তার ভেতরের সবকিছুই রৌপ্যের। এবং (আদন) জান্নাতে লোকেরা তাদের প্রতিপালক, যিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহান, তাঁকে দেখার মাঝে তাঁর সত্তার উপর (বিদ্যমান) মহত্ত্বের আবরণ ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকবে না।»

(ص: 177) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

220 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّزْسِيُّ أَبُو يَحْيَى، ثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: "يُنَادِي مُنَادٍ بَيْنَ يَدَيِ

الصَّيْحَةِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَتُكْمُ السَّاعَةُ فَيَسْعُهَا الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ، قَالَ: وَيَنْزِلُ اللَّهُ
عز وجل إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُنَادِي مُنَادٍ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ "

220 - আব্দুল আলা ইবন হাম্মাদ আন-নারসী আবু ইয়াহইয়া আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি (বলেন) মুতামির ইবন সুলাইমান তাঁর পিতা থেকে, তিনি আবু নাদরাহ থেকে, তিনি ইবন আব্বাস (আল্লাহ তাদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বললেন: "মহাধ্বনি-এর পূর্বে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দেবেন, হে লোক সকল! তোমাদের কাছে কিয়ামত এসে গেছে! তখন জীবিত ও মৃত সকলে তা শুনতে পাবে।" তিনি (ইবন আব্বাস) আরও বললেন: "আর আল্লাহ, যিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত, নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করবেন। তখন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দেবেন, আজকের দিনে রাজত্ব কার? (এর উত্তরে বলা হবে) এক ও মহাপ্রতাপশালী আল্লাহর জন্য।"

(ص: 178) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

221 - حَدَّثَنِي أَبُو مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى، ثنا يُونُسُ يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ، ثنا
عَبَادُ بْنُ مَنْصُورٍ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل {وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى} [النجم: 13] قَالَ: «رَأَى عَظَمَةً مِنْ عَظَمَةِ رَبِّهِ عز وجل أَتَشْكُ يَا عَبَادُ؟» فَسَأَلْتُ
عِكْرِمَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «تُرِيدُ أَنْ أَقُولَ قَدْ رَأَاهُ فَقَدْ رَأَاهُ ثُمَّ رَأَاهُ ثُمَّ رَأَاهُ حَتَّى انْقَطَعَ
نَفْسُ عِكْرِمَةَ»

221 - আবু মূসা আল-আনসারী ইসহাক ইবন মূসা আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, ইউনুস (অর্থাৎ ইবন বুকাইর) আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন, আব্বাদ ইবন মানসুর আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি হাসান (আল-বাসরী)-কে আল্লাহর বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম – মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত তিনি – "এবং নিশ্চয়ই তিনি তাকে আরেকবার দেখেছিলেন।" [সূরা আন-নাজম: ১৩]। তিনি (হাসান) বললেন: "তিনি তাঁর রবের – মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত তিনি – মহত্ত্বের কিছু অংশ দেখেছিলেন। হে আব্বাদ, তুমি কি সন্দেহ করছ?" অতঃপর আমি ইকরিমা-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তিনি বললেন: "তুমি কি চাও যে আমি বলি, তিনি তাকে দেখেছিলেন, তিনি তাকে দেখেছিলেন, অতঃপর তিনি

তাকে দেখেছিলেন, অতঃপর তিনি তাকে দেখেছিলেন,—এভাবে বলতে বলতে ইকরিমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল।"

(ص: 178) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

222 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبُو كَعْبٍ صَاحِبُ الْحَرِيرِ، حَدَّثَنِي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ، قَالَ: " قُلْتُ لِأُمِّ سَلَمَةَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ عِنْدَكَ؟ قَالَتْ: كَانَ أَكْثَرُ دُعَائِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي [ص: 179] عَلَى دِينِكَ، قَالَتْ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَكْثَرُ دُعَائِكَ: يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ، قَالَ: «يَا أُمَّ سَلَمَةَ إِنَّهُ لَيَسَّ مِنْ آدَمِيٍّ إِلَّا وَقَلْبُهُ بَيْنَ أَصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ مَا شَاءَ أَقَامَ وَمَا شَاءَ أَزَاغَ»

222 - আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন, মুআয ইবন মুআয আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আবু কাব, বস্ত্র ব্যবসায়ী, আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, শাহর ইবন হাওশাব আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: "আমি উম্মু সালামাহকে বললাম, হে মুমিনদের জননী, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আপনার সাথে থাকাকালীন কোন্ দুআটি সবচেয়ে বেশি ছিল? তিনি বললেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সবচেয়ে বেশি দুআ ছিল: হে হৃদয়সমূহের পরিবর্তনকারী, আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের উপর সুদৃঢ় রাখুন। পৃষ্ঠা: 179 তিনি (উম্মু সালামাহ) বললেন, আমি তাঁকে (নবীকে) বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনার দুআগুলোর মধ্যে এটিই কেন সবচেয়ে বেশি: হে হৃদয়সমূহের পরিবর্তনকারী, আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের উপর সুদৃঢ় রাখুন? তিনি বললেন: «হে উম্মু সালামাহ! এমন কোনো আদম সন্তান নেই যার অন্তর আল্লাহর অঙ্গুলিসমূহের দুটি অঙ্গুলির মধ্যে নয়। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন, তাকে সুদৃঢ় রাখেন এবং যাকে ইচ্ছা করেন, তাকে বিচ্যুত করেন।»"

(ص: 179) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

قَوْلُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الْوَاقِفَةِ

223 - سَبَعْتُ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ وَسُئِلَ عَنِ الْوَاقِفَةِ فَقَالَ أَبِي: «مَنْ كَانَ يُخَاصِمُ وَيُعْرِفُ بِالْكَلَامِ فَهُوَ جَهْمِيٌّ وَمَنْ لَمْ يُعْرِفْ بِالْكَلَامِ يُجَانِبُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِلْمٌ يَسْأَلُ»

224 - سُئِلَ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَنَا أَسْعُ - عَنِ اللَّفْظِيَّةِ، وَالْوَاقِفَةِ، فَقَالَ: «مَنْ كَانَ مِنْهُمْ جَاهِلًا لَيْسَ بِعَالِمٍ فَلْيَسْأَلْ وَلْيَتَعَلَّمْ»

225 - سَبَعْتُ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ مَرَّةً أُخْرَى وَسُئِلَ عَنِ اللَّفْظِيَّةِ، وَالْوَاقِفَةِ فَقَالَ: «مَنْ كَانَ مِنْهُمْ يُحْسِنُ الْكَلَامَ فَهُوَ جَهْمِيٌّ، وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى هُمْ شَرُّ مِنَ الْجَهْمِيَّةِ»

আবু আব্দুল্লাহর ওয়াকিফিয়াদের (الواقفة) বিষয়ে বক্তব্য

২২৩ - আমি আমার পিতাকে শুনেছি, আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন, তাকে ওয়াকিফিয়াদের (الواقفة) বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তখন আমার পিতা বললেন: "যে ব্যক্তি বিতর্ক করে এবং কালাম (ধর্মতত্ত্ব) চর্চাকারী হিসেবে পরিচিত, সে একজন জাহমিয়া (الجهميّة)। আর যে কালাম চর্চাকারী হিসেবে পরিচিত নয়, তাকে বর্জন করা হবে যতক্ষণ না সে (সঠিক পথে) ফিরে আসে। আর যার জ্ঞান নেই, সে যেন (আলেমদের) জিজ্ঞাসা করে।"

২২৪ - আমার পিতাকে — যখন আমি শুনছিলাম, আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন — লাফজিয়া (اللفظية) এবং ওয়াকিফিয়াদের (الواقفة) বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তখন তিনি বললেন: "তাদের মধ্যে যে অজ্ঞ, আলেম (জ্ঞানী) নয়, সে যেন (আলেমদের) জিজ্ঞাসা করে এবং শেখে।"

২২৫ - আমি আমার পিতাকে — আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন — আরেকবার শুনেছি, তাকে লাফজিয়া (اللفظية) এবং ওয়াকিফিয়াদের (الواقفة) বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তখন তিনি বললেন: "তাদের মধ্যে যে কালাম (ধর্মতত্ত্ব) চর্চায় পারদর্শী, সে একজন জাহমিয়া (الجهميّة)।" এবং তিনি আরেকবার বললেন: "তারা জাহমিয়াদের (الجهميّة) চেয়েও নিকৃষ্ট।"

226 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاعَانِيُّ، قَالَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَذَكَرْنَا لَهُ الشُّكَّاءَ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نَقُولُ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ وَلَا غَيْرُ مَخْلُوقٍ فَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: "كُنْتُ قُلْتُ لِأَبِي شَدَّادٍ صَدِيقٍ لِي: مَنْ قَالَ هَذَا فَهُوَ جَهْمِي صَغِيرٌ"، قَالَ يَحْيَى: وَهُوَ الْيَوْمَ جَهْمِي كَبِيرٌ "

২২৬ - মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক আস-সাগানী আমাকে বলেছেন যে, ইয়াহইয়া ইবনে আইয়ুব বলেছেন: এবং আমরা তাঁর কাছে এমন সংশয়বাদীদের কথা উল্লেখ করেছিলাম যারা বলে, আমরা কুরআনকে সৃষ্টও বলি না, সৃষ্ট নয় (গাইরু মাখলুক)-ও বলি না। তখন ইয়াহইয়া ইবনে আইয়ুব বললেন: "আমি আমার বন্ধু আবু শাদ্দাদকে বলেছিলাম: যে এই কথা বলে, সে একজন ছোট জাহমী (জাহমীয়ে সগীর)।" ইয়াহইয়া বললেন: "এবং সে আজ একজন বড় জাহমী (জাহমীয়ে কবীর)।"

مَا حَفِظْتُ عَنْ أَبِي وَغَيْرِهِ مِنَ الْمَشَايخِ فِي أَبِي حَنِيفَةَ

227 - سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ حُسِنَ عِلْمِ الرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ فِي رَأْيِ أَبِي حَنِيفَةَ»

228 - وَأُخْبِرْتُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ الْكُوسَجِ، قَالَ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ يُوجِرُ

الرَّجُلُ عَلَى بُغْضِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ؟ قَالَ: إِي وَاللَّهِ

229 - سَأَلْتُ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ الرَّجُلِ، يُرِيدُ أَنْ يَسْأَلَ، عَنِ الشَّيْءِ، مِنْ أَمْرِ دِينِهِ مَا يُبْتَلَى بِهِ مِنَ الْإِيمَانِ فِي الطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ فِي حَضْرَةِ قَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِ الرَّأْيِ وَمِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ لَا يَحْفَظُونَ وَلَا يَعْرِفُونَ الْحَدِيثَ الضَّعِيفَ الْإِسْنَادَ وَالْقَوِيَّ الْإِسْنَادَ فَلَمَنْ

يَسْأَلُ، أَصْحَابُ الرَّأْيِ أَوْ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ عَلَى مَا كَانَ مِنْ قِلَّةٍ مَعْرِفَتِهِمْ؟ [ص: 181]
 قَالَ: يَسْأَلُ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ وَلَا يَسْأَلُ أَصْحَابُ الرَّأْيِ، الضَّعِيفُ الْحَدِيثِ خَيْرٌ مِنْ
 رَأْيِ أَبِي حَنِيفَةَ

230 - حَدَّثَنِي مُهَنَّأُ بْنُ يَحْيَى الشَّامِيُّ، سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ:
 مَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدِي وَالْبُعْدُ إِلَّا سَوَاءٌ

আবু হানিফা (রহ.) সম্পর্কে আমার পিতা এবং অন্যান্য শায়খদের থেকে যা আমি সংরক্ষণ
 করেছি

২২৭ - আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী (রহ.) বলেছেন:
 "একজন ব্যক্তির জ্ঞানের সৌন্দর্য হলো যে, সে যেন আবু হানিফা (রহ.)-এর মতামতকে
 বিবেচনা করে।"

২২৮ - এবং ইসহাক ইবনে মানসূর আল-কাওসাজ (রহ.) থেকে আমাকে খবর দেওয়া হয়েছে
 যে, তিনি বলেছেন: আমি আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম: "একজন ব্যক্তি
 কি আবু হানিফা (রহ.) ও তাঁর সঙ্গীদের প্রতি বিদ্বৈষ পোষণ করার জন্য পুরস্কৃত হবে?" তিনি
 বললেন: "হ্যাঁ, আল্লাহর কসম!"

২২৯ - আমি আমার পিতা (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) কে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে
 জিজ্ঞাসা করলাম, যে তার দ্বীনের কোনো বিষয়ে, যা তাকে তালাক বা অন্যান্য বিষয়ে শপথের
 (কসম) মাধ্যমে সম্মুখীন হতে হয়, তা জানতে চায়। এমন একদল আসহাবুর রায় (যুক্তিনির্ভর
 মতের অনুসারী) এবং আসহাবুল হাদীস (হাদীস অনুসারী) এর উপস্থিতিতে, যারা দুর্বল ইসনাদ
 (বর্ণনাসূত্র) ও শক্তিশালী ইসনাদের হাদীস মুখস্থ রাখে না বা জানে না। তাহলে সে কার কাছে
 জিজ্ঞাসা করবে—আসহাবুর রায়দের কাছে নাকি আসহাবুল হাদীসদের কাছে, তাদের জ্ঞানের
 স্বল্পতা সত্ত্বেও? [পৃষ্ঠা: ১৮১] তিনি বললেন: সে আসহাবুল হাদীসদের কাছে জিজ্ঞাসা করবে
 এবং আসহাবুর রায়দের কাছে জিজ্ঞাসা করবে না। দুর্বল হাদীসও আবু হানিফা (রহ.)-এর
 মতামতের চেয়ে উত্তম।

২৩০ - আমাকে মুহান্না ইবনে ইয়াহইয়া আশ-শামী (রহ.) বর্ণনা করেছেন, আমি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন) কে বলতে শুনেছি: "আমার কাছে আবু হানিফা (রহ.)-এর মতামতের কোনো গুরুত্ব নেই; তা থেকে দূরে থাকা বা না থাকা উভয়ই সমান।"

(ص: 181) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

231 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ سَلَمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَأَلْتُ أَبَا يُوسُفَ وَهُوَ بِجُرْجَانَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، فَقَالَ: «وَمَا تَصْنَعُ بِهِ مَاتَ جَهَنِّيًا»

231 - আমাকে মাহমুদ ইবনে গায়লান বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ ইবনে সালম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি আবু ইউসুফকে জুরজানে অবস্থানকালে আবু হানিফা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন: "তাঁর সাথে তোমার কী প্রয়োজন? তিনি জাহমিয়া হিসেবে মারা গেছেন।"

(ص: 181) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

232 - حَدَّثَنِي إِسْبَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَزْدِيُّ الْقَاضِي، حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا الْأَصْبَعِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي يُوسُفَ أَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ بِقَوْلِ جَهْمٍ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ»

232 - আমাকে ইসমাইল ইবনে ইসহাক আল-আজদি আল-কাজি বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন) আমাকে নসর ইবনে আলী বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন) আল-আসমাই সাঈদ ইবনে সালম থেকে বর্ণনা করেছেন। সাঈদ ইবনে সালম বলেছেন: আমি আবু ইউসুফকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আবু হানিফা কি জাহমের (জাহম ইবনে সাফওয়ানের) মতবাদ সমর্থন করতেন?" তিনি বললেন: "হ্যাঁ।"

(ص: 181) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

233 - حَدَّثَنِي أَبُو الْفَضْلِ الْخُرَاسَانِيُّ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ شَّاسِ السَّمَرْقَنْدِيِّ، قَالَ
[ص: 182] قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ الْمُبَارَكِ وَنَحْنُ عِنْدَهُ «إِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ مُرْجَأًا يَرَى
السَّيْفَ»، فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ ذَلِكَ ابْنُ الْمُبَارَكِ

২৩৩ - আবু আল-ফাদল আল-খুরাসানি আমাকে বর্ণনা করেছেন, ইবরাহিম ইবনে শাম্মাস আস-সামারকান্দি আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন পৃ: ১৮২ যে, ইবনুল মুবারকের কাছে এক ব্যক্তি বলল, যখন আমরা তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলাম, "নিশ্চয়ই আবু হানিফা একজন মুরজিয়া (مُرْجِي) ছিলেন এবং তিনি (শাসকের বিরুদ্ধে) তরবারি ধারণকে বৈধ মনে করতেন।" তখন ইবনুল মুবারক তাঁর এ কথা অস্বীকার করেননি।

(ص: 182) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

234 - حَدَّثَنِي أَبُو الْفَضْلِ الْخُرَاسَانِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشَّيْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا
يُوسُفَ، يَقُولُ: «كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَرَى السَّيْفَ» قُلْتُ: فَأَنْتَ؟ قَالَ: «مَعَاذَ اللَّهِ»

২৩৪ - আবু আল-ফাদল আল-খুরাসানি আমাকে বর্ণনা করেছেন, হাসান ইবনে মুসা আল-আশয়াব আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি আবু ইউসুফকে বলতে শুনেছি যে, "আবু হানিফা সশস্ত্র বিদ্রোহকে সমর্থন করতেন।" আমি বললাম: "তাহলে আপনি?" তিনি বললেন: "আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।"

(ص: 182) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

235 - حَدَّثَنِي أَبُو مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ حَمَّادٍ بْنَ أَبِي حَنِيفَةَ، يَقُولُ:
«هُوَ دِينُهُ وَدِينُ آبَائِهِ يَغْنِي الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ»

২৩৫ - আবু মুসা আনসারী আমাকে বর্ণনা করেছেন, আমি ইসমাইল ইবনে হাম্মাদ ইবনে আবু হানিফাকে বলতে শুনেছি: "এটা তার ধর্ম এবং তার পূর্বপুরুষদের ধর্ম; অর্থাৎ, কুরআন সৃষ্ট।"

(ص: 183) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

236 - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، قَالَ "أَوَّلُ مَنْ قَالَ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ أَبُو حَنِيفَةَ"

236 - ইসহাক ইবনু আব্দুর রহমান আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, হাসান ইবনু আবি মালিকের সূত্রে, আবু ইউসুফ থেকে, তিনি বলেছেন: "প্রথম যে ব্যক্তি বলেছেন: কুরআন সৃষ্ট, তিনি হলেন আবু হানিফা।"

(ص: 183) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

237 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا خَالِدُ بْنُ خَدَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ قَرِيبٍ الْأَصْبَعِيِّ، عَنْ حَازِمِ الطُّفَاوِيِّ قَالَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ: «أَبُو حَنِيفَةَ إِنَّمَا كَانَ يَعْمَلُ بِكُتُبِ جَهْمٍ تَأْتِيهِ مِنْ خُرَّاسَانَ»

237 - আহমাদ ইবন ইবরাহীম আমাকে বর্ণনা করেছেন, খালিদ ইবন খিদাশ আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, তিনি আব্দুল মালিক ইবন কারীব আল-আসমায়ী থেকে, তিনি হাযিম আত-তুফাবী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (হাযিম) বলেন, এবং তিনি ছিলেন হাদীসবিদদের (আসহাবুল হাদীস) একজন: "আবু হানীফা কেবলমাত্র জাহমের সেই গ্রন্থাবলী অনুসারে আমল করতেন যা তাঁর নিকট খুরাসান থেকে আসতো।"

(ص: 183) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

238 - حَدَّثَنِي سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ حَمَّادٍ بْنَ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي حَمَّادُ بْنُ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ: أُرْسِلَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى إِلَى أَبِي فَقَالَ لَهُ: تَبَّ مِمَّا تَقُولُ فِي الْقُرْآنِ أَنَّهُ مَخْلُوقٌ وَإِلَّا أَقْدَمْتُ عَلَيْكَ بِمَا تَكْرَهُ، قَالَ: فَتَابَعَهُ قُلْتُ: يَا أَبَهُ كَيْفَ فَعَلْتَ ذَا؟ قَالَ: «يَا بُنَيَّ خِفْتُ أَنْ يَقْدَمَ عَلَيَّ فَأَعْطَيْتُ تَقِيَّةً»

২৩৮ - সুফিয়ান ইবনে ওয়াকি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি উমর ইবনে হাম্মাদ ইবনে আবি হানিফাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: আমার পিতা হাম্মাদ ইবনে আবি হানিফা আমাকে জানিয়েছেন, তিনি বলেছেন: ইবনে আবি লায়লা আমার পিতার কাছে লোক

পাঠিয়ে তাকে বললেন: কুরআন সম্পর্কে তুমি যা বলো যে, এটি সৃষ্ট, তা থেকে তওবা করো, অন্যথায় আমি তোমার উপর এমন কিছু প্রয়োগ করব যা তুমি অপছন্দ করো। তিনি (পিতা) বললেন: ফলে তিনি (হাম্মাদ) তার কথা মেনে নিলেন। আমি (উমর) বললাম: হে আমার পিতা! আপনি এমনটি কেন করলেন? তিনি বললেন: “হে আমার পুত্র! আমি আশঙ্কা করেছিলাম যে, সে আমার উপর কিছু চাপিয়ে দেবে, তাই আমি তাকিয়্যাহ (আত্মরক্ষা বা ভান) করে তা মেনে নিয়েছিলাম।”

(ص: 184) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

مَا قَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ فِي أَبِي حَنِيفَةَ

হাম্মাদ ইবন আবু সুলায়মান আবু হানিফা সম্পর্কে যা বলেছেন

(ص: 184) ج 1 - السنة لعبد الله بن أحمد

239 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ بْنُ الْخَرَّازِ أَبُو مُحَمَّدٍ، وَكَانَ، ثِقَةً، ثنا شَيْخٌ، مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ: قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ: هُوَ أَبُو الْجَهْمِ فَكَأَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ لِي حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ " اذْهَبْ إِلَى الْكَافِرِ يَعْني أَبَا حَنِيفَةَ فَقُلْ لَهُ: إِنْ كُنْتَ تَقُولُ: إِنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ فَلَا تَقْرُبْنَا "

239 - আব্দুল্লাহ ইবনে আওন ইবনুল খাররায় আবু মুহাম্মাদ – এবং তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত – আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। আমাদের নিকট কুফার একজন শাইখ বর্ণনা করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আওনকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তিনি কি আবু জাহম? তখন মনে হলো তিনি এ কথা স্বীকার করলেন যে, তিনি বলেছেন: আমি সুফিয়ান আল-সাওরিকে বলতে শুনেছি যে, হাম্মাদ ইবনে আবু সুলাইমান আমাকে বলেছেন, "তুমি ওই কাফিরের (অর্থাৎ আবু হানিফার) নিকট যাও এবং তাকে বলো: যদি তুমি এ মত পোষণ করো যে, কুরআন সৃষ্ট, তাহলে আমাদের নিকটে এসো না।"

(ص: 184) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

240 - حَدَّثَنِي أَبُو الْفَضْلِ الْخُرَاسَانِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مَهْرَانَ الرَّازِيُّ، ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: «سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ، يَشْتُمُ أَبَا حَنِيفَةَ»

240 - আবু আল-ফাদল আল-খুরাসানি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি (বলেন): আলী ইবনে মিহরান আর-রাযী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি (বলেন): জারীর আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মাদ ইবনে জাবির থেকে। মুহাম্মাদ ইবনে জাবির বলেছেন: «আমি হাম্মাদ ইবনে আবি সুলায়মানকে আবু হানিফাকে ভৎসনা করতে শুনেছি।»

(ص: 184) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

241 - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الطُّوسِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ [ص: 185] يُونُسَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ الْقُرَيْ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ حَمَّادًا، يَقُولُ: "أَلَا تَعْجَبُ مِنْ أَبِي حَنِيفَةَ يَقُولُ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ، قُلْ لَهُ يَا كَافِرُ يَا زُنْدِيقُ "

241 - ইসহাক ইবনে আবি ইয়াকুব আত-তুসী আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেছেন, আমাদেরকে আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে [পৃষ্ঠা: ১৮৫] ইউনুস হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি সুলাইম আল-মুকরীর সূত্রে, তিনি সুফিয়ান আস-সাওরীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। সুফিয়ান আস-সাওরী বলেন: আমি হাম্মাদকে বলতে শুনেছি: "তোমরা কি আবু হানিফার কথায় বিস্মিত হও না যে, তিনি বলেন: কুরআন সৃষ্ট (মাখলুক)? তাকে বলো, হে কাফির (অবিশ্বাসী), হে যিন্দীক (ধর্মদ্রোহী)।"

(ص: 185) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

أَبُو عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ

আবু আমর আল-আওয়াঈ

(ص: 185) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

242 - حَدَّثَنِي عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، مِنْ أَهْلِ مَرْوَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَزْمَةَ نَعُوذُهُ أَنَا وَأَحْمَدُ بْنُ شَبْوَيْهِ وَعَلِيُّ بْنُ يُونُسَ فَقَالَ لِي عَبْدُ الْعَزِيزِ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، عِنْدِي سِرٌّ كُنْتُ أَطْوِيهِ عَنْكُمْ فَأُخْبِرُكُمْ، وَأَخْرَجَ بِيَدِهِ عَنْ فِرَاشِهِ فَقَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ يَقُولُ: «اِحْتَمَلْنَا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ كَذَا وَعَقَدَ بِأَصْبُعِهِ، وَاحْتَمَلْنَا عَنْهُ كَذَا وَعَقَدَ بِأَصْبُعِهِ الثَّانِيَةِ، وَاحْتَمَلْنَا عَنْهُ كَذَا وَعَقَدَ بِأَصْبُعِهِ الثَّالِثَةِ الْعُيُوبَ حَتَّى جَاءَ السَّيْفُ عَلَى أُمِّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَاءَ السَّيْفُ عَلَى أُمِّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ نَقْدِرْ أَنْ نَحْتَمِلَهُ»

২৪২ - আমার নিকট মার্ভের (Marw) বাসিন্দা আবদা ইবনে আব্দুর রহিম বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি, আহমদ ইবনে শাব্বুওয়াইহ এবং আলী ইবনে ইউনুস মিলে আব্দুল আযীয ইবনে আবি রিযমার অসুস্থতার খোঁজখবর নিতে তাঁর কাছে গেলাম। তখন আব্দুল আযীয আমাকে বললেন: হে আবু সাঈদ, আমার কাছে একটি গোপন কথা আছে যা আমি তোমাদের থেকে গোপন রেখেছিলাম, এখন তা তোমাদেরকে জানাবো। এই বলে তিনি তার হাত বিছানা থেকে বের করে বললেন: আমি ইবনুল মুবারাককে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: আমি আওয়াজীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: "আমরা আবু হানীফা থেকে অনেক দোষত্রুটি সহ্য করেছিলাম। তিনি তাঁর এক আঙুল ভাঁজ করে একটি ত্রুটির ইঙ্গিত করলেন, তাঁর দ্বিতীয় আঙুল ভাঁজ করে আরেকটি ত্রুটির ইঙ্গিত করলেন, এবং তাঁর তৃতীয় আঙুল ভাঁজ করে আরও একটি ত্রুটির ইঙ্গিত করলেন। যতক্ষণ না মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উম্মাতের উপর তলোয়ার আসলো। যখন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উম্মাতের উপর তলোয়ার আসলো, তখন আমরা তা আর সহ্য করতে পারিনি।"

(ص: 185) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

243 - حَدَّثَنِي مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ يُونُسَ الْجَمْعِيَّ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَعْيبُ أَبَا حَنِيفَةَ أَشَدَّ الْعَيْبِ "

[ص: 186]

244 - سَمِعْتُ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ: " وَقَدْ رَأَيْتُ يَزِيدَ بْنَ يُونُسَ شَيْخًا كَبِيرًا، وَكَانَ يُقَالُ: إِنَّهُ سَمِعَ مِنْ، حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةٍ وَرَأَيْتُ عَلَيْهِ إِزَارًا أَصْفَرَ "

২৪৩ - মনসুর ইবনে আবি মুযাহিম আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, আমি ইয়াযিদ ইবনে ইউসুফ আল-হিমইয়ারীকে আল-আওয়াঈর সূত্রে বলতে শুনেছি যে, তিনি আবু হানীফাকে অত্যন্ত কঠোরভাবে সমালোচনা করতেন।

[পৃষ্ঠা: ১৮৬]

২৪৪ - আমি আমার পিতাকে - আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন - বলতে শুনেছি: "আমি ইয়াযিদ ইবনে ইউসুফকে একজন প্রবীণ শায়খ হিসেবে দেখেছি। এবং বলা হতো যে, তিনি হাসসান ইবনে আতিয়ার নিকট থেকে (হাদীস) শুনেছেন। আমি তাঁর পরিধানে একটি হলুদ ইয়ার দেখেছি।"

(ص: 186) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

245 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيِّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الصَّنْعَانِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، أَنَّهُ ذَكَرَ أَبَا حَنِيفَةَ فَقَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ يَنْقُضُ عُرَى الْإِسْلَامِ

২৪৫ - আহমাদ ইবনে ইবরাহীম আদ-দাওরাকী আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ ইবনে কাছীর আস-সানআনী আমার নিকট বর্ণনা করেছেন আল-আওয়াঈ থেকে। আওয়াঈ যখন আবু হানীফাকে উল্লেখ করলেন, তখন বললেন: আমার জানামতে, তিনি কেবল এই কথাই বলেছেন যে, তিনি (আবু হানীফা) ইসলামের বন্ধনসমূহ ভঙ্গ করেন।

(ص: 186) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

246 - حَدَّثَنِي أَبُو الْفَضْلِ الْخُرَاسَانِيُّ، حَدَّثَنَا سُيُودُ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ الْبَصِيطِيِّ، قَالَ ذَكَرَ الْأَوْزَاعِيُّ أَبَا حَنِيفَةَ فَقَالَ: " هُوَ يَنْقُضُ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً "

২৪৬ - আবুল ফাদল আল-খুরাসানি আমাকে বর্ণনা করেছেন; সুনাইদ ইবনে দাউদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন; তিনি মুহাম্মদ ইবনে কাসির আল-মিসিসী থেকে (বর্ণনা করেছেন)।

(মুহাম্মদ ইবনে কাসির) বলেছেন: আল-আওয়ায়ী আবু হানিফা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন: "তিনি ইসলামের বন্ধনগুলোকে একটি একটি করে ছিন্ন করছেন।"

(ص: 186) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

247 - حَدَّثَنِي أَبُو الْفَضْلِ الْخُرَاسَانِيُّ، ثنا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ بَلَغَنِي عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، أَنَّهُ قَالَ «أَبُو حَنِيفَةَ ضَيَّعَ الْأُصُولَ وَأَقْبَلَ عَلَى الْقِيَاسِ»

২৪৭ - আমার নিকট আবুল ফাদল আল-খুরাসানি বর্ণনা করেছেন, আমাদের নিকট সুরাইজ ইবনুন্ নুমান বর্ণনা করেছেন, হাজ্জাজ ইবনু মুহাম্মাদের সূত্রে। তিনি (হাজ্জাজ) বলেন, আমার নিকট আওয়ায়ী থেকে এই সংবাদ পৌঁছেছে যে, তিনি (আওয়ায়ী) বলেছেন: "আবু হানিফা মূলনীতিসমূহ উপেক্ষা করেছেন এবং তুলনামূলক যুক্তি (কিয়াস) গ্রহণ করেছেন।"

(ص: 187) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

248 - حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْجَرَوِيُّ، ثنا أَبُو حَفْصٍ التَّيْسِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: «مَا وَلِدَ فِي الْإِسْلَامِ مَوْلِدٌ أَشْرُ مِنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي مُسْلِمٍ وَمَا أَحَبُّ أَنَّهُ وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنِّي خَيْرٌ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمَا وَأَنَّ لِي الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»

২৪৮ - আমাকে হাসান ইবনে আব্দুল আযীয আল-জারাবী বর্ণনা করেছেন, আবু হাফস আত-তিন্সী আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আল-আওয়াঈ থেকে, তিনি বলেছেন: 'ইসলামে আবু হানীফা ও আবু মুসলিমের চেয়ে মন্দ কেউই জন্ম নেয়নি। আমার মনে এ ধারণা জন্মানো আমি পছন্দ করি না যে, আমি তাদের দুজনের কারো চেয়ে উত্তম, যদিও আমাকে দুনিয়া ও এর মধ্যে যা কিছু আছে, সব দেওয়া হয়।'

(ص: 187) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

249 - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ زَنْجُوِيهِ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عِيسَى بْنَ يُونُسَ، يَقُولُ: خَرَجَ الْأَوْزَاعِيُّ عَلَيَّ وَعَلَى الْمُعَاثِيِّ بْنِ عِمْرَانَ وَمُوسَى بْنِ أَعْيَنَ وَنَحْنُ

عِنْدَهُ بِبَيْرُوهَ بِكِتَابِ السِّيَرِ وَمَا رُدَّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فَقَالَ: "لَوْ كَانَ هَذَا الْخَطَأُ فِي أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَوْسَعَهُمْ خَطَأً، ثُمَّ قَالَ: مَا وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ مَوْلِدٌ أَشْأَمَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَبِي حَنِيفَةَ"

249 - আবু বকর ইবনে জানজুওয়াইহ আমাকে বর্ণনা করেছেন, তাঁকে আবু জাফর আল-হাররানি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: আমি ঈসা ইবনে ইউনুসকে বলতে শুনেছি: আল-আওয়াঈ আমাদের এবং মুআফা ইবনে ইমরান ও মূসা ইবনে আইয়ানের কাছে এলেন, যখন আমরা বায়রুহে তাঁর নিকটে ছিলাম। তিনি কিতাবুস-সিয়ার (যুদ্ধনীতি বিষয়ক গ্রন্থ) এবং আবু হানিফার মতামতের খণ্ডনমূলক একটি গ্রন্থ নিয়ে এসেছিলেন। অতঃপর তিনি বললেন: "যদি এই ভুলটি মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মতের মধ্যে থাকত, তবে তা তাদের জন্য আরও ব্যাপক ভুলের কারণ হতো।" অতঃপর তিনি আরও বললেন: "ইসলামে আবু হানিফার চেয়ে অধিক অশুভ আর কারো জন্ম হয়নি।"

(ص: 187) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

250 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ شَبُويه، قَالَ: أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ أَبِي رِزْمَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْبُبَارِكِ، يَقُولُ: قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ عِنْدَ الْوَدَاعِ أَوْصِنِي فَقَالَ: "كَانَ مِنْ رَأْيِي أَنْ أَفْعَلَهُ وَلَوْ لَمْ تَقُلْ إِنَّكَ أَطَرَيْتَ عِنْدِي رَجُلًا كَانَ يَرَى السَّيْفَ عَلَى الْأُمَّةِ فَقُلْتُ: أَفَلَا نَصَحْتَنِي قَالَ: كَانَ مِنْ رَأْيِي أَنْ أَفْعَلَهُ"

২৫০ - আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ ইবনু শাব্বুওয়াইহ আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমার পিতা বলেন, আমি আব্দুল আযীয ইবনু আবী রিয়মাহকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: আমি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাককে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: আমি বিদায়কালে আওয়াঈকে বললাম, আমাকে উপদেশ দিন। তখন তিনি বললেন: "আমার ইচ্ছা ছিল যে আমি তোমাকে উপদেশ দেব, যদিও তুমি তা না চাইতে। কিন্তু তুমি আমার কাছে এমন এক ব্যক্তির প্রশংসা করেছ যে উম্মাহর বিরুদ্ধে তরবারি চালানোকে সমর্থন করত।" তখন আমি বললাম: তাহলে আপনি আমাকে উপদেশ দেননি কেন? তিনি বললেন: "আমার ইচ্ছা ছিল যে আমি তা করতাম।"

251 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ أَبُو نَشِيطٍ، ثنا أَبُو صَالِحٍ الْفَرَّاءُ، سَمِعْتُ الْفَزَارِيَّ [ص: 188] يَعْني أَبَا إِسْحَاقَ، قَالَ: قَالَ لِي الْأَوْزَاعِيُّ «إِنَّا لَنَنْقُمُ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ كَانَ يَجِيءُ الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُخَالِفُهُ إِلَى غَيْرِهِ»

২৫১ - আমাকে মুহাম্মাদ ইবনু হারুন আবু নাশীত হাদীস বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে আবু সালিহ আল-ফাররা বর্ণনা করেছেন, আমি আল-ফাজারী-কে শুনেছি [পৃষ্ঠা: ১৮৮] অর্থাৎ আবু ইসহাক-কে, তিনি বলেছেন: আল-আওয়াসী আমাকে বলেছেন: "আমরা আবু হানিফার প্রতি অসন্তুষ্ট এই কারণে যে, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোনো হাদীস আসত, তখন তিনি তা উপেক্ষা করে ভিন্ন মত গ্রহণ করতেন।"

252 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْفَزَارِيَّ، يَقُولُ: كَانَ الْأَوْزَاعِيُّ وَسُفْيَانُ يَقُولَانِ «مَا وَلَدَ فِي الْإِسْلَامِ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ أَشْأَمَ مِنْ أَبِي حَنِيفَةَ»

২৫২ - মুহাম্মাদ ইবনে হারুন আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আবু সালিহ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবু সালিহ) বলেন: আমি আল-ফাজারীকে বলতে শুনেছি যে, আল-আওয়াজী ও সুফিয়ান বলতেন: "এই উম্মতের মধ্যে ইসলামে আবু হানিফা অপেক্ষা অধিক অশুভ কেউ জন্মগ্রহণ করেননি।"

أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ وَابْنُ عَوْنٍ

আইয়ুব আস-সাখতিয়ানি এবং ইবনে আউন

253 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرَّمِيُّ، نَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَلَامَ [ص: 189] بَنَ أَبِي مُطِيعٍ، يَقُولُ: "كُنْتُ مَعَ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَرَأَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ فَأَقْبَلَ نَحْوَهُ، فَلَمَّا رَأَاهُ أَيُّوبُ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: قُومُوا لَا يُعْدِنَا بِجَرِّهِ، قُومُوا لَا يُعْدِنَا بِجَرِّهِ"

253 - মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ আল-মুখাররামী আমাকে বর্ণনা করেছেন, সাঈদ ইবনু আমির আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি সালাম পৃষ্ঠা: ১৮৯ ইবনু আবী মুতীকে বলতে শুনেছি: "আমি আইয়ুব আস-সাখতিয়ানী-এর সাথে মাসজিদুল হারামে (মক্কার পবিত্র মসজিদ) ছিলাম। তখন আবু হানিফা তাকে দেখতে পেলেন এবং তার দিকে এগিয়ে আসলেন। যখন আইয়ুব তাকে দেখলেন, তিনি তার সঙ্গীদের বললেন: তোমরা উঠে দাঁড়াও, সে যেন তার সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আমাদের সংক্রমিত না করে! তোমরা উঠে দাঁড়াও, সে যেন তার সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আমাদের সংক্রমিত না করে!"

(ص: 189) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

254 - حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ الْهُذَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثْتُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ، يَقُولُ: «لَقَدْ تَرَكَ أَبُو حَنِيفَةَ هَذَا الدِّينَ وَهُوَ أَرْقُ مِنْ ثَوْبٍ سَابِرٍ»

254 - আবু মামার আল-হুযালী আমাকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: হাম্মাদ ইবন যায়দ থেকে আমাকে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি বলেছেন: আমি আইয়ুবকে বলতে শুনেছি: "আবু হানিফা এই ধীনকে এমন অবস্থায় পরিত্যাগ করেছেন যে, তা একটি সাবিরী বস্ত্রের (এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম কাপড়) চেয়েও অধিক সূক্ষ্ম ছিল।"

(ص: 189) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

255 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، ثنا مُؤَمَّلٌ، قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ، شَرِيكَ الرَّبِيعِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَوْنٍ، يَقُولُ: «مَا وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ مَوْلُودٌ أَشْأَمَ عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ مِنْ أَبِي حَنِيفَةَ»

255 - মাহমুদ ইবনে গাইলাম আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, মুআম্মাল আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমর ইবনে কায়স আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, যিনি রাবী ইবনে সুবাইহ-এর সহচর ছিলেন। তিনি বলেন, আমি ইবনে আওন-কে বলতে শুনেছি: "আবু হানিফা-এর (আবিভাব) অপেক্ষা মুসলিমদের জন্য অধিক অশুভ কোনো ব্যক্তি ইসলামে জন্মগ্রহণ করেনি।"

(ص: 189) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

256 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَبُويه، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ شَمِيلٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَوْنٍ، يَقُولُ: «بَلَّغْنِي أَنَّ بِالْكُوفَةِ، رَجُلًا يُجِيبُ فِي الْمَعْضَلَاتِ يَغْنِي أَبَا حَنِيفَةَ»

256 - আহমাদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু শাব্বুওয়াইহ আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি: আমি নাদর ইবনু শুমাইলকে বলতে শুনেছি: আমি ইবনু আওনকে বলতে শুনেছি: "আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, কুফায় এমন একজন ব্যক্তি আছেন যিনি জটিল সমস্যাবলীর সমাধান দেন – অর্থাৎ আবু হানিফা।"

(ص: 190) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ وَمُغِيرَةُ الضَّبِّيُّ وَغَيْرُهُمَا

সুলাইমান আল-আমাশ এবং মুগিরাহ আদ-দাব্বি ও অন্যান্য

(ص: 190) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

257 - حَدَّثَنِي عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، سَمِعْتُ مُعَرِّفًا، يَقُولُ: دَخَلَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى الْأَعْمَشِ يَعُودُهُ فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ لَوْلَا أَنْ يَثْقَلَ، عَلَيْكَ مَجِيبِي لَعُدْتُكَ فِي كُلِّ يَوْمٍ،

فَقَالَ الْأَعْمَشُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: أَبُو حَنِيفَةَ، فَقَالَ: «يَا ابْنَ النُّعْمَانِ أَنْتَ وَاللَّهِ ثَقِيلٌ فِي مَنَزِلِكَ فَكَيْفَ إِذَا جِئْتَنِي»

২৫৭ - আবদা ইবনে আব্দুর রহিম আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি মুআররাফকে বলতে শুনেছি যে, আবু হানিফা (রহ.) আল-আমাশ (রহ.)-এর অসুস্থতার খোঁজ নিতে তাঁর কাছে গেলেন। তখন আবু হানিফা বললেন, "হে আবু মুহাম্মাদ! যদি আমার আসা আপনার জন্য কষ্টকর না হতো, তবে আমি প্রতিদিন আপনার সাথে দেখা করতে আসতাম।" আল-আমাশ বললেন, "ইনি কে?" লোকেরা বললো, "আবু হানিফা।" তখন তিনি (আল-আমাশ) বললেন, "হে নুমানের পুত্র! আল্লাহর কসম, আপনি আপনার নিজের বাড়িতেই গুরুভার (ভারী/কষ্টকর)। তাহলে আমার কাছে এলে কেমন হবে!"

(ص: 190) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

258 - حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ بْنَ عَيَّاشٍ، ذَكَرَ أَبَا حَنِيفَةَ وَأَصْحَابَهُ الَّذِينَ يُخَاصِمُونَ فَقَالَ: كَانَ مُغِيرَةً يَقُولُ: «وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا أَنَا أَخَوْفُ عَلَى الدِّينِ مِنْهُمْ مِنَ الْفُسَّاقِ»، وَحَلَفَ الْأَعْمَشُ قَالَ: وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا أَعْرِفُ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُمْ قِيلَ لِأَبِي بَكْرٍ يَعْنِي الْمُرْجِئَةَ؟ قَالَ: «الْمُرْجِئَةُ وَغَيْرُ الْمُرْجِئَةِ»

258 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমাদের নিকট আসওয়াদ ইবনু আমির বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি আবু বকর ইবনু আইয়াশকে বলতে শুনেছি। তিনি আবু হানিফা এবং তাঁর তাত্ত্বিক বিতর্কে লিপ্ত সঙ্গীদের কথা উল্লেখ করে বলেছেন: মুগিরাহ বলতেন, "আল্লাহর কসম, যিনি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই, পাপাচারীদের চেয়ে আমি তাদের (অর্থাৎ, আবু হানিফা ও তার সঙ্গীদের) থেকে দ্বীনের জন্য বেশি ভীত।" আর আল-আমাশ কসম করে বলেছেন: "আল্লাহর কসম, যিনি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই, আমি তাদের চেয়ে মন্দ কাউকে চিনি না।" আবু বকরকে জিজ্ঞাসা করা হলো, "আপনি কি মুরজিয়াদের কথা বলেছেন?" তিনি বললেন: "মুরজিয়ারা এবং মুরজিয়া ব্যতীত অন্যান্যরাও।"

(ص: 190) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

259 - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ الْكُوسَجِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفَرِّيَائِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، يَقُولُ: قِيلَ لِسَوَّارٍ لَوْ نَظَرْتُ فِي شَيْءٍ مِنْ كَلَامِ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَضَايَاهُ فَقَالَ: «كَيْفَ أَقْبَلُ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يُوْتِ الرِّفْقُ فِي دِينِهِ»

২৫৯ - আমাকে ইসহাক ইবনু মানসূর আল-কাওসাজ বর্ণনা করেছেন। আমাদেরকে মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ আল-ফিরইয়াবী বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: আমি সুফইয়ান আস-সাওরিকে বলতে শুনেছি যে, সাওয়ারকে বলা হলো: যদি আপনি আবু হানীফার কিছু বক্তব্য ও তাঁর রায়সমূহ পর্যালোচনা করতেন! তখন তিনি বললেন: আমি এমন একজন ব্যক্তির কথা কীভাবে গ্রহণ করব, যাকে তার দ্বীনের বিষয়ে নম্রতা দেওয়া হয়নি?

(ص: 191) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

260 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، سَمِعْتُ عُثْمَانَ الْبَتِّيَّ، يَقُولُ ذَاتَ يَوْمٍ: «وَيْلٌ لِأَبِي حَنِيفَةَ هَذَا مَا يُخْطِئُ مَرَّةً فَيُصِيبُ»

২৬০ - আহমাদ ইবনে ইবরাহিম আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, মুআয ইবনে মুআয আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, আমি উসমান আল-বাত্তিকে একদিন বলতে শুনেছি: "আবু হানিফার জন্য দুর্ভোগ! ইনি এমন নন যে একবার ভুল করার পর সঠিক করেন।"

(ص: 191) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

رَقَبَةُ بْنُ مَصْقَلَةَ

রাকাবাহ ইবনে মাস্কালাহ

(ص: 191) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

261 - سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: مَرَّ رَجُلٌ بِرَقَبَةَ فَقَالَ لَهُ رَقَبَةُ: «مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟» قَالَ: مِنْ عِنْدِ أَبِي حَنِيفَةَ، فَقَالَ: «كَلَامٌ مَا مَضَعْتَ وَتُرَاجِعُ أَهْلَكَ بِغَيْرِ ثِقَةٍ»

২৬১ - আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি: একজন লোক রাকাবাহর (Raqabah) কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। তখন রাকাবাহ তাকে বললেন, "তুমি কোথা থেকে এসেছ?" সে বলল, "আবু হানিফার (Abu Hanifa) নিকট থেকে।" তখন (রাকাবাহ) বললেন, "এ এমন কথা যা তুমি আত্মস্থ করোনি এবং তুমি তোমার পরিবারের কাছে এমন কিছু নিয়ে ফিরে যাবে যা বিশ্বাসযোগ্য নয়।"

(ص: 191) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

262 - حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الْأَزْدِيُّ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ رَقَبَةَ، أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ: «مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟» قَالَ: مِنْ عِنْدِ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ: «جِئْتَ مِنْ عِنْدِ رَجُلٍ يُمْلِكُ مِنْ رَأْيٍ مَا مَضُغَتْ وَتَقُومُ بِغَيْرِ ثِقَةٍ»

২৬২ - আব্দুল্লাহ ইবনে সালেহ আল-আযদি আমাকে বর্ণনা করেছেন। (তিনি বলেন,) আবু বকর ইবনে আইয়াশ তাকে বর্ণনা করেছেন, (তিনি) রাকাবা থেকে (বর্ণনা করেছেন) যে, তিনি একজন লোককে বললেন: "তুমি কোথা থেকে এসেছ?" সে বলল: "আবু হানিফার কাছ থেকে।" তিনি বললেন: "তুমি এমন একজন ব্যক্তির কাছ থেকে এসেছ যে তোমাকে এমন মতবাদ শেখায় যা তুমি চিবিয়েছ (অর্থাৎ, যা ব্যক্তিগত অনুমানভিত্তিক), এবং তুমি কোনো নির্ভরযোগ্য ভিত্তি ছাড়া কাজ করো।"

(ص: 191) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

263 - حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ، ثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَقَبَةَ فَجَاءَ ابْنُهُ فَقَالَ: «مِنْ أَيْنَ؟» [ص: 192] قَالَ: مِنْ عِنْدِ أَبِي حَنِيفَةَ، فَقَالَ: «إِذَا يُعْطِيكَ رَأْيًا مَا مَضُغَتْ وَتَرْجِعُ بِغَيْرِ ثِقَةٍ»

২৬৩ - আবু মামার আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, ইবনু উয়াইনা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমরা রাকাবাহ-এর নিকট ছিলাম। তখন তার পুত্র এলো। তিনি (রাকাবাহ) বললেন: "কোথা থেকে (আসছো)?" **পৃষ্ঠা: ১৯২** সে (পুত্র) বললো: "আবু হানিফার নিকট থেকে।" তখন তিনি (রাকাবাহ) বললেন: "তাহলে সে তোমাকে এমন একটি মতামত

দেবে যা তুমি চিবিযে (ভালোভাবে আত্মস্থ) করোনি এবং তুমি নির্ভরযোগ্যতা ছাড়া ফিরে আসবে।"

(ص: 192) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ رحمه الله

সুফিয়ান ইবনে সাঈদ আল-সাওরী (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন)

(ص: 192) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

264 - حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، يَقُولُ: «مَا أَحَبُّ أَنْ أُوَفِّقَهُمْ عَلَى الْحَقِّ» قُلْتُ لِأَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْني أَبَا حَنِيفَةَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، رَجُلٌ اسْتَتَبَ فِي الْإِسْلَامِ مَرَّتَيْنِ» يَعْني أَبَا حَنِيفَةَ، قُلْتُ لِأَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ: كَانَ أَبَا حَنِيفَةَ الْبُسْتَيْبِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

265 - سَمِعْتُ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، يَقُولُ: " أَظُنُّ أَنَّهُ اسْتَتَبَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ {سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ} [الصفات: 180] قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: هَذَا مَخْلُوقٌ، فَقَالُوا لَهُ: هَذَا كُفْرٌ فَاسْتَتَابُوهُ

264 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, শূয়াইব ইবনু হারব আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: আমি সুফিয়ান সাওরিকে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন: "সত্যের বিষয়ে আমি তাদের সাথে একমত হতে পছন্দ করি না।" আমি আমার পিতাকে (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) জিজ্ঞাসা করলাম: (আপনি) কি আবু হানিফাকে বুঝিয়েছেন? তিনি বললেন: "হ্যাঁ, এমন এক ব্যক্তি যাকে ইসলামে দুবার অনুশোচনা করতে বলা হয়েছিল।" (অর্থাৎ) আবু হানিফা। আমি আমার পিতাকে (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) জিজ্ঞাসা করলাম: যেন আবু হানিফাই কি সেই ব্যক্তি যার কাছে অনুশোচনা চাওয়া হয়েছিল? তিনি বললেন: "হ্যাঁ।"

265 - আমি আমার পিতাকে (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) বলতে শুনেছি: "আমি মনে করি যে তাঁকে এই আয়াতের (ব্যাখ্যার) কারণে অনুশোচনা করতে বলা হয়েছিল: {তোমার প্রতিপালক মহিমাম্বিত, পরাক্রমশালী, তারা যা আরোপ করে তা থেকে পবিত্র।} [সাফফাত: ১৮০]। আবু হানিফা বলেছিলেন: এটি সৃষ্টি। অতঃপর তারা তাঁকে বললেন: এটি অবিশ্বাস। ফলে তারা তাঁর কাছে অনুশোচনা চাইলেন।"

(ص: 192) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

266 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، يَقُولُ: «اسْتَتِيبَ أَبُو حَنِيفَةَ مَرَّتَيْنِ»

266 - আমার পিতা (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) আমার কাছে মুয়াম্মাল ইবনে ইসমাইলের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। মুয়াম্মাল বলেছেন: আমি সুফিয়ান সাওরীকে বলতে শুনেছি, 'আবু হানীফাকে দুইবার তওবা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।'

(ص: 192) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

267 - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: «اسْتَتَابَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ أَبَا حَنِيفَةَ مَرَّتَيْنِ»

২৬৭ - আমাকে আবু বকর ইবনু খাল্লাদ আল-বাহিলি বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: আমাদের কাছে সুফিয়ান বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: "আবু হানিফার সাথীগণ আবু হানিফাকে দুইবার তওবা (অনুশোচনা) করতে বলেছিলেন।"

(ص: 193) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

268 - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، يَقُولُ: «اسْتَتِيبَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنَ الْكُفْرِ مَرَّتَيْنِ»

268 - উবাইদুল্লাহ ইবনু মুআয আল-আম্বারী আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, তিনি সুফইয়ান আস-সাওরীকে বলতে শুনেছেন: আবু হানীফাকে কুফর (অবিশ্বাস) থেকে দুবার তওবা করার জন্য বলা হয়েছিল।

(ص: 193) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

269 - حَدَّثَنِي أَبُو الْفَضْلِ الْخُرَاسَانِيُّ، نَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، نَا الْفَرِيَّابِيُّ، سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، يَقُولُ: «اسْتُتِيبَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ كَلَامِ الزَّنَادِقَةِ مَرَّارًا»

269 - আবুল ফজল আল-খুরাসানি আমাকে বর্ণনা করেছেন, সালামা ইবনে শাবীব আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আল-ফিরিয়াবি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। আমি সুফিয়ান আস-সাওরীকে বলতে শুনেছি: «আবু হানিফাকে ধর্মদ্রোহীদের (যিন্দিক) বক্তব্য থেকে বহুবার তওবা করানো হয়েছিল»

(ص: 193) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

270 - حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَنِي أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، نَا جَعْفَرُ بْنُ زِيَادٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: «اسْتُتِيبَ أَبُو حَنِيفَةَ مَرَّتَيْنِ»

270 - হারুন ইবনে সুফিয়ান (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন; (তিনি বলেন,) আসওয়াদ ইবনে আমির আমার কাছে বর্ণনা করেছেন; (তিনি বলেন,) জাফর ইবনে জিয়াদ আল-আহমার আমাদের কাছে সুফিয়ানের সূত্রে বর্ণনা করেছেন; (সুফিয়ান) বলেছেন: “আবু হানিফাকে দুবার তওবা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।”

(ص: 193) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

271 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا هَيْثَمُ بْنُ جَبِيلٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ سُبَيْعٍ [ص: 194] الْأَشْجَعِيُّ، يُحَدِّثُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: «اسْتَتَيْبَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنَ الْكُفْرِ مَرَّتَيْنِ»

271 - আহমাদ ইবনে ইবরাহীম আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন) হায়সাম ইবনে জমীল আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন) ইবনে সুমাই [পৃষ্ঠা: ১৯৪] আল-আশজাজি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি সুফিয়ান আল-সাওরী থেকে বর্ণনা করে বলেন: "আবু হানীফাকে কুফর (অবিশ্বাস) থেকে দুইবার তাওবা করানো হয়েছিলো।"

(ص: 194) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

272 - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي عَوْنٍ، نَا مُعَاذٌ، نَا سُفْيَانُ، وَذَكَرَ أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ: «اسْتَتَيْبَ أَصْحَابُهُ مِنَ الْكُفْرِ غَيْرَ مَرَّةٍ»

272 - আবু বকর ইবন আবু আউন আমাকে বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন) মুআয আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন) সুফিয়ান আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। সুফিয়ান আবু হানিফা সম্পর্কে উল্লেখ করে বলেছেন: "তাঁর সঙ্গীদেরকে বহুবার কুফরি (ধর্মীয় অবিশ্বাস) থেকে তাওবা (অনুশোচনা করে সঠিক পথে ফিরে আসার) জন্য আহ্বান করা হয়েছিল।"

(ص: 194) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

273 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى النَّسَائِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يُحَدِّثُ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: قَالَ لِي سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: " اذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ يَعْني أَبَا حَنِيفَةَ فَاسْأَلْهُ عَنْ عِدَّةٍ أَمْرٍ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا، فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى سُفْيَانَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ هَذِهِ فُتْيَا يَهُودِيٍّ "

273 - আহমাদ ইবনে ইবরাহীম আদ-দাওরাফী আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আল-হাসান ইবনে মুসা আন-নাসায়ী আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি (আন-নাসায়ী) বলেছেন:

আমি আবদা ইবনে আবদুল্লাহকে শুয়াইব ইবনে হারব থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি (শুয়াইব) বলেছেন: সুফিয়ান সাওরী আমাকে বললেন: "তুমি তার কাছে যাও – অর্থাৎ আবু হানীফার কাছে – এবং তাকে উম্মুল ওয়ালাদের (যে দাসী তার মনিবের সন্তান প্রসব করেছে) ইদ্দত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো, যখন তার মনিব মারা যায়।" শুয়াইব বলেছেন: আমি তার কাছে গেলাম এবং তাকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি (আবু হানীফা) বললেন: "তার জন্য কোনো ইদ্দত নেই।" শুয়াইব বলেছেন: আমি সুফিয়ানের কাছে ফিরে এসে তাকে (আবু হানীফার উত্তর) জানালাম। তখন তিনি (সুফিয়ান) বললেন: "এটি তো একজন ইহুদীর ফতোয়া!"

(ص: 194) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

274 - حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ... "سَلْ أَبَا حَنِيفَةَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ أَنَّ الْكُعْبَةَ حَقٌّ وَأَنَّهَا بَيْتُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَكِنْ لَا أَدْرِي أَهِيَ الَّتِي بِسَكَّةَ أَوِ الَّتِي بِخُرَّاسَانَ أَمْ مُؤَمِّنٌ هُوَ؟ قَالَ: مُؤَمِّنٌ، فَقَالَ لِي: سَلْهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ وَأَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَلَكِنْ لَا أَدْرِي أَهُوَ الَّذِي كَانَ بِالْمَدِينَةِ أَمْ مُحَمَّدٌ آخَرُ أَمْ مُؤَمِّنٌ هُوَ؟ قَالَ: مُؤَمِّنٌ"

২৭৪ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, মুআম্মাল ইবনে ইসমাইল আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান বর্ণনা করেছেন, আব্বাদ ইবনে কাছীর আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, উমার ইবনে... আমাকে বললেন: "আবু হানিফাকে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করুন যে বলে, আমি জানি যে, কাবা সত্য এবং তা আল্লাহ তায়ালা (সর্বশক্তিমান ও মহিমান্বিত)-এর ঘর, কিন্তু আমি জানি না যে, এটি কি মক্কায় অবস্থিত নাকি খোরাসানে অবস্থিত। সে কি মুমিন? তিনি (আবু হানিফা) বললেন, মুমিন। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন: তাকে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করুন যে বলে, আমি জানি যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সত্য এবং তিনি রাসূল, কিন্তু আমি জানি না যে, তিনি কি সেই ব্যক্তি যিনি মদীনায় ছিলেন নাকি অন্য কোনো মুহাম্মদ? সে কি মুমিন? তিনি (আবু হানিফা) বললেন, মুমিন।"

275 - حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحَمِيدِيُّ، نَا حَمْزَةُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ، مِنْ آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا، يَسْأَلُ [ص: 195] أَبَا حَنِيفَةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ الْكُفَّةَ، حَقٌّ وَلَكِنْ لَا أَدْرِي هَلْ هِيَ هَذِهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ: مُؤْمِنٌ حَقًّا، وَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ نَبِيٌّ وَلَكِنْ لَا أَدْرِي هُوَ الَّذِي قَبْرُهُ بِالْمَدِينَةِ أَمْ لَا، فَقَالَ: مُؤْمِنٌ حَقًّا، قَالَ الْحَمِيدِيُّ «مَنْ قَالَ هَذَا فَقَدْ كَفَرَ»، قَالَ الْحَمِيدِيُّ: وَكَانَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ يُحَدِّثُ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْحَارِثِ،

276 - حَدَّثَنِي هَارُونُ، ثنا الْحَمِيدِيُّ، ثنا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، رَحِمَهُ اللَّهُ بِنَحْوِ حَدِيثِ حَمْزَةَ

২৭৫ - হারুন ইবন আবদুল্লাহ আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন) আমাদের আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর আল-হুমাইদী হাদিস বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন) আমাদের হামযা ইবনুল হারিস ইবন উমাইর, যিনি উমার ইবনুল খাত্তাবের (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) বংশীয়, তাঁর পিতা সূত্রে (হাদিস বর্ণনা করেছেন), তিনি বলেছেন: আমি এক ব্যক্তিকে প্রশ্ন করতে শুনেছি [পৃষ্ঠা: ১৯৫] মাসজিদুল হারামে আবু হানিফাকে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে, যে বলেছিল: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে কাবা সত্য, কিন্তু আমি জানি না এটি এই (বর্তমানে বিদ্যমান) কাবা নাকি অন্যটি? তখন তিনি (আবু হানিফা) বললেন: সে প্রকৃত মুমিন। এবং তাকে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করল যে বলেছিল: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ নবী, কিন্তু আমি জানি না যার কবর মদিনায় সে-ই (সেই নবী) নাকি অন্য কেউ। তখন তিনি বললেন: সে প্রকৃত মুমিন। আল-হুমাইদী বলেছেন: «যে এটি বলবে, সে কুফুরি করেছে (কাফির হয়ে গেছে)»। আল-হুমাইদী বলেছেন: সুফিয়ান ইবন উয়াইনাহ হামযা ইবনুল হারিসের সূত্রে হাদিস বর্ণনা করতেন।

২৭৬ - হারুন আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন) আমাদের আল-হুমাইদী হাদিস বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন) আমাদের মুয়াম্মাল ইবন ইসমাইল সাওরী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) সূত্রে হামযার হাদিসের অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

(ص: 195) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

277 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، ثنا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، أَنَّهُ ذَكَرَ عِنْدَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَهُوَ فِي الْحَجْرِ فَقَالَ: «غَيْرُ ثِقَةٍ وَلَا مَأْمُونٌ حَتَّى جَاوَزَ الطَّوْفَ»

২৭৭ - মাহমুদ ইবনে গায়লান আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, (তিনি) মুআম্মাল ইবনে ইসমাইল থেকে, (তিনি) সাওরী থেকে (বর্ণনা করেছেন) যে, তাঁর (সাওরীর) উপস্থিতিতে আবু হানিফার কথা উল্লেখ করা হলো, যখন তিনি হিজর-এ (কাবার দেয়াল সংলগ্ন অর্ধবৃত্তাকার বেষ্টনী) ছিলেন। তখন তিনি বললেন: "তিনি নির্ভরযোগ্য নন এবং বিশ্বস্তও নন, যতক্ষণ না তিনি তাওয়াফ সম্পন্ন করেন।"

(ص: 195) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

278 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَبَّاسٍ الْبَاهِلِيُّ، ثنا الْأَصْبَغِيُّ، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ «مَا وَلَدَ مَوْلُودٌ بِالْكُوفَةِ أَوْ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ أَضَرُّ عَلَيْهِمْ مِنْ أَبِي حَنِيفَةَ» قَالَ: وَزَعَمَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ اسْتَتِيبَ مَرَّتَيْنِ

২৭৮ - মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে আব্বাস আল-বাহিলী আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আল-আসমাই আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বললেন: সুফিয়ান সাওরি বলেছেন, "কুফায় বা এই উম্মাহর মধ্যে এমন কোনো সন্তান জন্ম নেয়নি, যে তাদের জন্য আবু হানিফার চেয়ে বেশি ক্ষতিকর।" তিনি বললেন: এবং সুফিয়ান সাওরি দাবি করেন যে, আবু হানিফাকে দুইবার তাওবা (অনুশোচনা) করতে বলা হয়েছিল।

(ص: 196) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

279 - حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، ثنا سَلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ، قَالَ: رُبَّمَا رَأَيْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ مُغْطَى الرَّأْسِ يَأْتِي مَجْلِسَ أَبِي حَنِيفَةَ فَيَجْلِسُ فِيهِ قَالَ سَلَمَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْفَرِيَّانِيِّ فَقَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ: «مَا سَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ قَطُّ عَنْ شَيْءٍ وَلَقَدْ كَانَ يَلْقَانِي فَيَسْأَلْنِي» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: عَبْدُ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ أَبُو يَحْيَى مُرْجِيُّ شَدِيدُ الْإِرْجَاءِ دَاعٍ، وَكَانَ الشَّيْخُ يَذُمُّهُ

২৭৯ - সালামাহ ইবনে শাবীব আমাকে বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেছেন) সালামাহ ইবনে আব্দুল হামিদ আল-হিম্মানী আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি হয়তো সুফিয়ান আস-সাওরীকে মাথা ঢাকা অবস্থায় আবু হানিফার মজলিসে আসতে এবং সেখানে বসতে দেখেছি। সালামাহ বলেছেন: আমি ফিরিয়াবীর কাছে বিষয়টি উল্লেখ করলাম, তখন তিনি বললেন: আমি সুফিয়ানকে বলতে শুনেছি: "আমি আবু হানিফাকে কখনো কোনো বিষয়ে জিজ্ঞেস করিনি; বরং তিনি আমার সাথে দেখা করতেন এবং আমাকে জিজ্ঞেস করতেন।" আবু আব্দুর রহমান বলেছেন: আব্দুল হামিদ আল-হিম্মানী, যিনি আবু ইয়াহইয়া নামে পরিচিত, তিনি একজন মুরজিয়া (সম্প্রদায়ের), কঠোর ইরজাবাদী এবং (তার মতবাদের) প্রচারক ছিলেন, আর শাইখ তার নিন্দা করতেন।

(ص: 196) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

280 - حَدَّثَنِي أَبُو الْفَضْلِ الْخُرَّاسَانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي أُسُودُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، يَقُولُ: وَذَكَرَ لَهُ حَدِيثٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، فَقَالَ سُفْيَانُ: «غَيْرُ ثِقَةٍ وَلَا مَأْمُونٌ اسْتَتِيبَ مَرَّتَيْنِ»

280 - আমাকে আবুল ফাদল আল-খুরাসানী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমাকে আসওয়াদ ইবনু সালিম একজন ব্যক্তির সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আমি সুফিয়ান আস-সাওরীকে বলতে শুনেছি যে, যখন তাঁর কাছে আবু হানিফা থেকে একটি হাদীসের উল্লেখ করা হলো, তখন সুফিয়ান বললেন: "সে নির্ভরযোগ্য নয় এবং বিশ্বস্তও নয়, তাকে দুবার তাওবা করার জন্য বলা হয়েছিল।"

281 - حَدَّثَنِي أَبُو الْفَضْلِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، ثنا نَعِيمُ بْنُ يَحْيَى السَّعِيدِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، يَقُولُ «مَا وَضَعَ أَحَدٌ فِي الْإِسْلَامِ مَا وَضَعَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَبُو الْخَطَايَا»

281 - আবু আল-ফাদল আমাকে বর্ণনা করেছেন। আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ইউনুস আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। নুআইম ইবনে ইয়াহিয়া আস-সাইদী আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি (নুআইম) বলেন: আমি সুফিয়ান আস-সাওরিকে বলতে শুনেছি, "ইসলামে কেউ আবু হানিফার মতো কিছু প্রচলন করেনি, যদি না সেই ব্যক্তি ভ্রান্তিসমূহের জনক হয়।"

282 - حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي عَزْزَةُ الْخُرَّاسَانِيَّةُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ [ص: 197] مُوسَى السَّيْنَانِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، يَقُولُ: «ضَرَبَ اللَّهُ عِزَّ وَجَلَّ عَلَى قَبْرِ أَبِي حَنِيفَةَ طَاقًا مِنَ النَّارِ»

282 - হারুন ইবনু সুফিয়ান আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আরাযাহ আল-খুরাসানি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আল-ফাদল ইবনু [পৃষ্ঠা: ১৯৭] মুসা আস-সীনানি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: আমি সুফিয়ান আস-সাওরিকে বলতে শুনেছি: "আল্লাহ তায়াল্লা, যিনি মহা পরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত, আবু হানিফার কবরের উপর আগুনের একটি খিলান স্থাপন করেছেন।"

283 - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ زَنْجُوَيْهِ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عِيسَى بْنَ يُونُسَ، يَقُولُ: "رُبَّمَا أَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ بِيَدِي وَنَحْنُ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ فَيَبْرُ وَيُلَطِّفُ فَأَقْعُدُ فَرُبَّمَا حَصَبَ مَجْلِسُهُ فَتَغَافَلَ فَرُبَّمَا دَخَلَ سُفْيَانٌ فَيَقُولُ: يَا أَبَا عَمْرٍو، حَدَّثَنَا

أَبُو ذَاكَ الصَّبِيِّ فَقَالَ: فَتَفَتَّرِقُ فَيُلْقَانِي سُفْيَانُ فَيَقُولُ: تَجْلِسُ إِلَيْهِ فَأَقُولُ لَهُ يَأْخُذُ
بِيَدِي فَيُجْلِسُنِي فَيَكْبِرُنِي فَمَا أَصْنَعُ بِهِ قَالَ: فَيَسْكُتُ "

২৮৩ - আবু বকর ইবনু জানজুওয়াইহ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আবু জাফর আল-হাররানী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি ঈসা ইবনু ইউনুসকে বলতে শুনেছি: "আবু হানিফা কখনো কখনো আমার হাত ধরতেন, যখন আমরা কুফার মসজিদে থাকতাম। তিনি অত্যন্ত সদ্যবহার ও কোমলতা প্রদর্শন করতেন, ফলে আমি বসতাম। কখনো কখনো তাঁর মজলিসকে পাথর নিক্ষেপ করা হতো, আর তিনি তা উপেক্ষা করতেন। আর কখনো সুফিয়ান এসে বলতেন: হে আবু আমর, ঐ ছেলেটির বাবা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি (ঈসা ইবনু ইউনুস) বললেন: অতঃপর আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতাম। অতঃপর সুফিয়ান আমার সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং বলতেন: তুমি তার কাছে বসো? আমি তাকে বলতাম: তিনি আমার হাত ধরে আমাকে বসান এবং আমার প্রতি সদ্যবহার করেন, তাহলে আমি তার সাথে কী করব? তিনি (ঈসা ইবনু ইউনুস) বললেন: তখন তিনি (সুফিয়ান) নীরব হয়ে যেতেন।"

(ص: 197) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

284 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتَّابٍ الْأَعْيُنُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسيُّ، عَنْ
سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: «كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ نَبْطِيًّا اسْتَنْبَطَ الْأُمُورَ بِرَأْيِهِ»

২৮৪ - আমাকে মুহাম্মাদ ইবনু আবী আত্তাব আল-আ'য়ান বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মাদ ইবনু উবাইদ আত-তানাকিসী আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, সুফইয়ান আস-সাওরী থেকে, তিনি বলেছেন: "আবু হানিফা ছিলেন একজন নাবাতী; তিনি তাঁর নিজস্ব রায় দ্বারা বিষয়াদি উৎসারিত করতেন।"

(ص: 197) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

285 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتَّابٍ الْأَعْيُنُ، حَدَّثَنِي الْفَرَيَابِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ
يَقُولُ «مَا سَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ عَنْ شَيْءٍ، قَطُّ، وَلَقَدْ سَأَلَنِي وَمَا سَأَلْتُهُ»

২৮৫ - আমাকে মুহাম্মাদ ইবন আবী আত্তাব আল-আয়ুন বর্ণনা করেছেন, আমাকে ফিরইয়াবী বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: আমি সুফইয়ানকে বলতে শুনেছি: "আমি আবু হানীফাকে কখনোই কোনো বিষয়ে জিজ্ঞেস করিনি। বরং তিনি আমাকে প্রশ্ন করেছেন, কিন্তু আমি তাঁকে প্রশ্ন করিনি।"

(ص: 197) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

286 - حَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ أَبِي الصَّبَّاحِ الْبَرَّارُ، ثنا مُؤَمَّلٌ، سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، يَقُولُ: «كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ غَيْرَ ثِقَةٍ وَلَا مَأْمُونٍ اسْتَتِيبَ مَرَّتَيْنِ»

286 - আমাকে হাসান ইবনু আবীস-সাব্বাহ আল-বাজ্জার বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে মুআম্মাল বর্ণনা করেছেন, আমি সুফিয়ান সাওরিকে বলতে শুনেছি: "আবু হানিফা অবিশ্বস্ত ও অনির্ভরযোগ্য ছিলেন। তাকে দুইবার তওবা করার জন্য বলা হয়েছিল।"

(ص: 197) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

287 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفٍ الْكَرْخِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَبِيدٍ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: «مَا وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ وَلَدٌ أَشْأَمَ مِنْ أَبِي حَنِيفَةَ»

287 - আমার কাছে মুহাম্মাদ ইবন খালাফ আল-কারখী বর্ণনা করেছেন, তাকে মুহাম্মাদ ইবন হুমাইদ বর্ণনা করেছেন জারীর থেকে, তিনি সালাবাহ থেকে, তিনি সুফইয়ান থেকে, যিনি বলেছেন: "ইসলামে এমন কোনো সন্তান জন্ম নেয়নি যে আবু হানীফার চেয়ে বেশি অশুভ।"

(ص: 198) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

288 - حَدَّثَنِي سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: إِذَا ذُكِرَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي مَجْلِسٍ سُفْيَانَ كَانَ يَقُولُ: «نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ النَّبْطِيِّ إِذَا اسْتَعْرَبَ»

288 - সফিয়ান ইবন ওয়াকী' আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি: যখন সুফিয়ানের মজলিসে আবু হানিফার আলোচনা হতো, তখন তিনি

বলতেন: "আমরা আল্লাহর কাছে নাবাতিদের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই, যখন তারা আরব সাজার চেষ্টা করে।"

(ص: 198) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

289 - حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ، قَالَ: "نَعَيْتُ أَبَا حَنِيفَةَ إِلَى سُفْيَانَ فَمَا زَادَنِي عَلَى أَنْ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِنْ كَثِيرٍ مِمَّا ابْتَلَى بِهِ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، قَالَ: فَعَجِبْتُ مِنْهُ"

289 - হারুন ইবনে সুফিয়ান আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি আবু আসিমকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: "আমি সুফিয়ানের কাছে আবু হানিফার মৃত্যুর সংবাদ দিলাম। তখন তিনি এর চেয়ে বেশি কিছু না বলে কেবল বললেন: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে এমন অনেক কিছু থেকে মুক্তি দিয়েছেন যা দ্বারা তিনি বহু মানুষকে পরীক্ষিত করেছেন। আবু আসিম বললেন: আমি তাতে আশ্চর্য হলাম।"

(ص: 198) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

290 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَصِيرُ أَبُو هَاشِمٍ، أَخُو مَازَنْدَرَ سَمِعْتُ: الْمُبَارَكَ بْنَ سَعِيدٍ، سَمِعْتُ أَخِي، سُفْيَانَ بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: «مَا ابْنُ يَحْطَبُ [ص: 199] بِسَيْفِهِ أَقْطَعُ لِعُرَى الْإِسْلَامِ مِنْ هَذَا بِرَأْيِهِ يَغْنِي أَبَا حَنِيفَةَ»

290 - মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ আল-মুখাররিমি আমাকে বলেছেন, তিনি বলেছেন: নুসাইর আবু হাশিম, মায়ান্দারের ভাই, আমাকে বলেছেন যে, আমি মুবারাক ইবনু সাঈদকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: আমি আমার ভাই সুফিয়ান ইবনু সাঈদকে বলতে শুনেছি, তিনি বলতেন: «ইবনু ইয়াহতিব তাঁর তরবারি দিয়ে ইসলামের বন্ধনসমূহকে যতটা না ছিন্ন করেন, তার চেয়ে এই ব্যক্তি (অর্থাৎ আবু হানিফা) তাঁর নিজস্ব মতামতের মাধ্যমে তা অধিকতর ছিন্ন করেন।»

(ص: 199) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

291 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ سُفْيَانَ جُلُوسًا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَأَقْبَلَ أَبُو حَنِيفَةَ يُرِيدُهُ فَلَمَّا رَأَاهُ سُفْيَانُ قَالَ: «قُومُوا بِنَا لَا يُعَدِنَا هَذَا بِجَرَبِهِ»، فَقُمْنَا وَقَامَ سُفْيَانُ، وَكُنَّا مَرَّةً أُخْرَى جُلُوسًا مَعَ سُفْيَانَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَجَاءَهُ أَبُو حَنِيفَةَ فَجَلَسَ فَلَمْ نَشْعُرْ بِهِ فَلَمَّا رَأَاهُ سُفْيَانُ اسْتَدَارَ فَجَعَلَ ظَهْرَهُ إِلَيْهِ

২৯১ - আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আল-কাত্তান আমাকে বর্ণনা করেছেন, আবু নুআইম আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমরা সুফিয়ানের সাথে মাসজিদুল হারামে (পবিত্র কাবা প্রাঙ্গণে) বসেছিলাম। অতঃপর আবু হানিফা তাঁর (সুফিয়ানের) দিকে আসছিলেন। যখন সুফিয়ান তাঁকে দেখলেন, তিনি বললেন: "চলো আমরা উঠি, এই লোকটি যেন তার খোসপাঁচড়া দ্বারা আমাদের সংক্রামিত না করে।" অতঃপর আমরা উঠলাম এবং সুফিয়ানও উঠলেন। আমরা আরেকবার সুফিয়ানের সাথে মাসজিদুল হারামে বসেছিলাম। অতঃপর আবু হানিফা তাঁর কাছে এলেন এবং বসলেন। আমরা তাঁকে খেয়াল করিনি। যখন সুফিয়ান তাঁকে দেখলেন, তিনি ঘুরে গেলেন এবং তাঁর দিকে পিঠ ফিরিয়ে নিলেন।

(ص: 199) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ

মালিক ইবনে আনাস, আল্লাহ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন

(ص: 199) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

292 - حَدَّثَنِي مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، ذَكَرَ أَبَا حَنِيفَةَ فَذَكَرَهُ بِكَلَامٍ سَوْءٍ وَقَالَ: "كَادَ الدِّينَ، وَقَالَ: مَنْ كَادَ الدِّينَ فَلَيْسَ مِنَ الدِّينِ"

292 - মানসুর ইবনু আবী মুযাহিম আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আমি মালিক ইবনু আনাসকে বলতে শুনেছি যে, তিনি আবু হানিফার আলোচনা করেছেন এবং তার সম্পর্কে মন্দ কথা

বলেছেন। তিনি বলেছেন: "তিনি দ্বীনের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছেন।" এবং তিনি (আরও) বলেছেন: "যে দ্বীনের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে, সে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়।"

(ص: 199) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

293 - حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، مَرَّةً أُخْرَى قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا، يَقُولُ فِي أَبِي حَنِيفَةَ قَوْلًا يُخْرِجُهُ مِنَ الدِّينِ، وَقَالَ: «مَا كَادَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَّا الدِّينَ»

293 - মানসুর আমাকে আরেকবার বর্ণনা করে বললেন: আমি মালিককে আবু হানীফা সম্পর্কে এমন একটি কথা বলতে শুনেছি যা তাকে দীন (ধর্ম) থেকে বের করে দেয়। এবং তিনি (মালিক) বললেন: আবু হানীফা তো দীনকে (ধর্ম) ছাড়া আর কিছুই ক্ষতিসাধন করেননি।

(ص: 199) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

294 - حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ «أَيُّذُكُرُ أَبُو حَنِيفَةَ بِبَلَدِكُمْ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «مَا يَنْبَغِي لِبَلَدِكُمْ أَنْ يُسْكَنَ»

294 - আবু মামার আমাকে ওয়ালীদ ইবনে মুসলিম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: মালিক ইবনে আনাস জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের শহরে কি আবু হানিফার আলোচনা হয়?" আমি বললাম, "হ্যাঁ।" তিনি বললেন, "তোমাদের শহরে বসবাস করা উচিত নয়।"

(ص: 199) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

295 - حَدَّثَنِي أَبُو الْفَضْلِ الْخُرَاسَانِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: قَالَ لِي خَالِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ "أَبُو حَنِيفَةَ مِنَ الدَّاءِ الْعُضَالِ وَقَالَ مَالِكُ: أَبُو حَنِيفَةَ يَنْقُضُ السُّنَنَ"

২৯৫ - আবু আল-ফাদল আল-খুরাসানি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, (তিনি) ইসমাইল ইবনে আবু উয়াইস থেকে, যিনি বলেছেন: আমার মামা মালিক ইবনে আনাস আমাকে বলেছেন,

"আবু হানিফা এক দুরারোগ্য ব্যাধি।" এবং মালিক বলেছেন: "আবু হানিফা সুন্নাহসমূহকে খণ্ডন করেন।"

(ص: 200) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

296 - حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَرَّاءُ، حَدَّثَنِي الْحَنِينِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: «مَا وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ مَوْلُودٌ أَضَرَ عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ مِنْ أَبِي حَنِيفَةَ»، وَكَانَ يَعْيبُ الرَّأْيَ

২৯৬ - আল-হাসান ইবন আস-সাবাহ আল-বাজ্জার আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আল-হুনাইনী আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, মালিক ইবন আনাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "ইসলামে আবু হানিফার চেয়ে অধিক ক্ষতিকর অন্য কোনো ব্যক্তি মুসলিমদের জন্য জন্ম নেয়নি।" আর তিনি (অর্থাৎ মালিক) যুক্তিনির্ভর মতামত (রায়)-এর নিন্দা করতেন।

(ص: 200) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ

হাম্মাদ ইবনে যায়েদ

(ص: 200) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

297 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ النَّاجِيُّ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى أَبِي حَنِيفَةَ بِمَكَّةَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: لَبِسْتُ النَّعْلَيْنِ أَوْ قَالَ: لَبِسْتُ السَّرَاوِيلَ وَأَنَا مُحَرَّمٌ أَوْ قَالَ: لَبِسْتُ الْخُفَّيْنِ وَأَنَا مُحَرَّمٌ - شَكَ إِبْرَاهِيمُ - فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: عَلَيْكَ دَمٌ، فَقُلْتُ لِلرَّجُلِ وَجَدْتَ نَعْلَيْنِ أَوْ وَجَدْتَ إِزَارًا؟ قَالَ: لَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَا حَنِيفَةَ إِنَّ هَذَا يَزْعُمُ أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ قَالَ: سَوَاءٌ وَجَدَ أَوْ لَمْ يَجِدْ، قَالَ حَمَّادُ: فَقُلْتُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

الله عليه وسلم يَقُولُ: «السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ وَالْخُفَّيْنِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ
النَّعْلَيْنِ»

297 - ইব্রাহিম ইবনুল হাজ্জাজ আন-নাজী আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন:) হাম্মাদ ইবনু যায়েদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি (হাম্মাদ) বললেন: আমি মক্কায় আবু হানিফার (রহ.) কাছে বসেছিলাম। তখন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল: আমি ইহরাম অবস্থায় জুতা পরেছি, অথবা সে বলল: আমি ইহরাম অবস্থায় পায়জামা (সারওয়াল) পরেছি, অথবা সে বলল: আমি ইহরাম অবস্থায় মোজা (খুফফাইন) পরেছি - (ইব্রাহিম সন্দেহ পোষণ করেছেন)। তখন আবু হানিফা (রহ.) বললেন: আপনার উপর দম (দম) ওয়াজিব হয়েছে। তখন আমি লোকটিকে বললাম: আপনি কি জুতা পেয়েছিলেন, নাকি লুঙ্গি (ইয়ার) পেয়েছিলেন? সে বলল: না। তখন আমি (আবু হানিফাকে) বললাম: হে আবু হানিফা! এই লোকটি তো দাবি করছে যে, সে পায়নি। তিনি (আবু হানিফা) বললেন: সে পেলেও একই বিধান, না পেলেও একই বিধান। হাম্মাদ বললেন: তখন আমি বললাম: আমাদের কাছে আমার ইবনু দীনার বর্ণনা করেছেন, তিনি জাবির ইবনু যায়েদ থেকে, তিনি ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (ইবনু আব্বাস) বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: "যে লুঙ্গি (ইয়ার) পায়নি তার জন্য পায়জামা (সারওয়াল), আর যে জুতা পায়নি তার জন্য মোজা (খুফফাইন)।"

(ص: 201) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

298 - وَحَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ وَالْخُفَّيْنِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ» فَقَالَ بِيَدِهِ وَحَرَّكَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ يَدَهُ أَيُّ لَا شَيْءَ، فَقُلْتُ لَهُ: فَأَنْتَ عَنْ مَنْ؟ قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: عَلَيْهِ دَمٌ وَجَدَ أَوْ لَمْ يَجِدْ، قَالَ: فَقُمْتُ مِنْ عِنْدِهِ فَتَلَقَّانِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا أَرْطَاةَ مَا تَقُولُ فِي مُحَرِّمٍ لِبَسِ السَّرَاوِيلَ وَلَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ وَلِبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ، فَقَالَ

299 - حَدَّثَنِي عُمَرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ وَالْخُفَّيْنِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ» قَالَ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا أُرْطَاةَ: أَمَا تَحْفَظُ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لَا

২৯৮ - আর আইয়ুব আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, নাফি থেকে, তিনি ইবনে উমর (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে যে, রাসূলুল্লাহ (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক) বলেছেন: «পায়জামা তার জন্য, যে লুঙ্গি পায়নি, এবং মোজা তার জন্য, যে জুতো পায়নি।» এরপর তিনি হাত দিয়ে ইশারা করলেন। আর ইবরাহীম ইবনুল হাজ্জাজ তার হাত নাড়লেন, অর্থাৎ কিছুই না। আমি তাকে বললাম: তাহলে আপনি কার থেকে (বর্ণনা করেছেন)? তিনি বললেন: হাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বললেন: তার উপর রক্তপাত (অর্থাৎ ফিদিয়া) আবশ্যিক, সে পেলেও বা না পেলেও। তিনি বললেন: আমি তার কাছ থেকে উঠে গেলাম, এরপর হাজ্জাজ ইবনে আরতাতাহ মসজিদের ভেতরে আমার সাথে দেখা করলেন। আমি তাকে বললাম: হে আবু আরতাতাহ, আপনি এমন এক ইহরামকারীর ব্যাপারে কী বলেন, যে পায়জামা পরেছে অথচ লুঙ্গি পায়নি, এবং মোজা পরেছে অথচ জুতো পায়নি? তিনি বললেন:

২৯৯ - আমার ইবনে দীনার আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, জাবির ইবনে যায়েদ থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে যে, রাসূলুল্লাহ (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক) বলেছেন: «পায়জামা তার জন্য, যে লুঙ্গি পায়নি, এবং মোজা তার জন্য, যে জুতো পায়নি।» তিনি বললেন: আমি তাকে বললাম: হে আবু আরতাতাহ, আপনি কি স্মরণ রাখেন না যে তিনি বলেছেন: আমি রাসূলুল্লাহ (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক)-কে বলতে শুনেছি? তিনি বললেন: না।

(ص: 201) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

300 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ وَالْخُفَّيْنِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ»

৩০০ - তিনি বললেন: এবং নাফি' আমার কাছে ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: «সীরাওয়াল (প্যান্ট বা পায়জামা) তার জন্য, যে তহবন্দ (ইয়ার) পায়নি; আর খুফফাইন (চামড়ার মোজা) তার জন্য, যে জুতা (নাইন) পায়নি।»

(ص: 202) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

301 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ وَالْخُفَّيْنِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ» قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ مَا بَالُ صَاحِبِكُمْ قَالَ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: فِي ذَلِكَ وَصَاحِبٌ مِنْ ذَلِكَ قَبَّحَ اللَّهُ ذَلِكَ

301 - তিনি বললেন: এবং আবু ইসহাক আমার কাছে হারিস থেকে, তিনি আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (আলী) বলেছেন: "পায়জামা (সারাওয়িল) তার জন্য যে লুঙ্গি (ইজার) পায় না, এবং চামড়ার মোজা (খুফফাইন) তার জন্য যে জুতা (নাইন) পায় না।" আবু ইসহাক বললেন: তখন আমি তাকে (হারিসকে) বললাম: আপনাদের সঙ্গীর কী হলো যে, তিনি এমন এমন কথা বলেছেন? হারিস বললেন: সেই বিষয়ে! আর সে কার সঙ্গী? আল্লাহ তাকে/সেই উক্তিকে জঘন্য করুন।

(ص: 202) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

302 - حَدَّثَنِي مَنْصُورُ بْنُ مُزَاحِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَلِيٍّ الْعُذْرِيَّ، يَقُولُ: قِيلَ لِحَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ مَاتَ أَبُو حَنِيفَةَ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَبَسَ بِهِ بَطْنَ الْأَرْضِ»

৩০০২ - মানসুর ইবনে মুযাহিম আমাকে বলেছেন, তিনি (মানসুর) বলেছেন: আমি আবু আলী আল-উধরিকে বলতে শুনেছি যে, হাম্মাদ ইবনে যায়েদকে বলা হলো: "আবু হানিফা মারা গেছেন।" তিনি (হাম্মাদ ইবনে যায়েদ) বললেন: "সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তাকে (আবু হানিফাকে) ভূগর্ভে আবদ্ধ করেছেন।"

(ص: 202) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

303 - حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو مُوسَى، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى أَبِي حَنِيفَةَ بِمَكَّةَ فذَكَرَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَأَتَتْحَلُهُ فِي الْإِرْجَاءِ فَقُلْتُ مَنْ يُحَدِّثُكَ يَا أَبَا حَنِيفَةَ؟ قَالَ: سَالِمُ الْأَفْطُسُ، فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ سَالِمًا يَرَى رَأْيِي الْمُرْجِيَّةَ [ص: 203]، وَلَكِنْ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ: رَأَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ جَلَسْتُ إِلَى طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ فَقَالَ: أَلَمْ أَرَكَ جَلَسْتَ إِلَى طَلْقٍ؟ لَا تُجَالِسُهُ، قَالَ: فَكَانَ كَذَلِكَ، قَالَ: فَتَنَادَاهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا حَنِيفَةَ وَمَا كَانَ رَأْيِي طَلْقٍ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ نَادَاهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَلَبَّأَ أَكْثَرَ عَلَيْهِ قَالَ: وَيُحَاكَ كَانَ يَرَى الْعَدَلَ "

৩০৩ - হারুন ইবনু আবদুল্লাহ আবু মুসা আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (বলেন যে) সুলায়মান ইবনু হারব আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি হাম্মাদ ইবনু যায়দ থেকে (বর্ণনা করেছেন) যে, তিনি বলেছেন: আমি মক্কায় আবু হানিফার কাছে বসেছিলাম। অতঃপর তিনি সাঈদ ইবনু জুবাইরকে উল্লেখ করে তাকে ইরজা' মতবাদের (মুরজিয়াদের বিশ্বাস) অনুসারী হিসেবে দাবি করলেন। তখন আমি বললাম, হে আবু হানিফা, আপনাকে কে এই কথা বলেছেন? তিনি বললেন, সালিম আল-আফতাস। তখন আমি তাকে বললাম, কারণ সালিম তো নিজেই মুরজিয়াদের মতবাদ পোষণ করেন। **পৃষ্ঠা: ২০৩** কিন্তু আইয়ুব আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, সাঈদ ইবনু জুবাইর আমাকে তলক ইবনু হাবীবের কাছে বসে থাকতে দেখেছিলেন। তখন তিনি (সাঈদ) বললেন, আমি কি তোমাকে তলকের কাছে বসতে দেখিনি? তার সাথে বসো না! তিনি (হাম্মাদ) বললেন, এবং ব্যাপারটি এমনই ছিল (আমি আর তার সাথে বসিনি)। তিনি (হাম্মাদ) বললেন, অতঃপর এক ব্যক্তি তাকে (আবু হানিফাকে) ডেকে বলল, হে আবু হানিফা! তলকের মতবাদ কী ছিল? তখন তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আবার সে তাকে ডাকল, তখন তিনি আবার তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। যখন সে তাকে বারবার পীড়াপীড়ি করল, তখন তিনি বললেন, তোমার জন্য আক্ষেপ! সে তো আদল (মু'তাজিলাদের ন্যায়বিচার সম্পর্কিত মতবাদ) পোষণ করত।"

304 - حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عِيسَى الطَّبَّاعِ، قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا ذَاكَ يُعْرَفُ بِالْخُصُومَةِ فِي الْإِرْجَاءِ»

৩৩৪ - আবু মামার আমাকে ইসহাক ইবনে ঈসা আত-তাব্বা' থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (ইসহাক) বললেন: আমি হাম্মাদ ইবনে য়ায়েদকে আবু হানিফা (রহ.) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি (হাম্মাদ) বললেন: "তাকে তো কেবল ইরজা (الإرجاء) সংক্রান্ত বিতর্কের মাধ্যমেই চেনা যায়।"

(ص: 203) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَغَيْرُهُ

শরিক ইবনে আবদুল্লাহ ও অন্যান্য

(ص: 203) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

305 - حَدَّثَنِي مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ شَرِيكَاً، يَقُولُ: «لَأَنْ يَكُونَ فِي كُلِّ رُبْعٍ مِنْ أَرْبَاعِ الْكُوفَةِ خَمَّارٌ يَبِيعُ الْخَمْرَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَنْ يَقُولُ بِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ»

305 - মানসুর ইবনু আবী মুযাহিম আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি শারীককে বলতে শুনেছি: "কুফার প্রতিটি মহল্লায় একজন মদ বিক্রেতা থাকা যে মদ বিক্রি করে, তা সেখানে এমন কেউ থাকার চেয়ে উত্তম যে আবু হানীফার মতবাদ অনুসরণ করে।"

(ص: 203) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

306 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْبَاهِلِيُّ، ثنا الْأَصْبَعِيُّ، عَنْ شَرِيكِ، قَالَ: «أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ أَشَدُّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ عَدَّتِهِمْ مِنْ لُصُوصِ تَاجِرِ قَيْيٍ»

৩০৬ - মুহাম্মাদ ইবন আমর আল-বাহিলী আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন) আল-আসমাঈ আমাদের কাছে শারীক-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, শারীক বলেছেন: «আবু হানীফার অনুসারীরা মুসলমানদের প্রতি তাদের সমসংখ্যক ক্বামী (কুমের) একজন বণিকের চোরদের চেয়েও অধিক কঠোর»

(ص: 204) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

307 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، ثنا هَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، قَالَ: قُلْتُ لِشَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اسْتَتَيْبَ أَبُو حَنِيفَةَ؟ قَالَ: «عَلِمَ ذَلِكَ الْعَوَاتِقُ فِي خُدُورِهِنَّ»

৩০৭ - আমাকে আহমাদ ইবনু ইবরাহীম আদ-দাওরাঈ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের কাছে হাইছাম ইবনু জামীল বর্ণনা করেছেন, তিনি (হাইছাম) বলেন, আমি শারীক ইবনু আবদিল্লাহকে বললাম, আবু হানীফাকে কি তাওবা করতে বলা হয়েছিল? তিনি (শারীক) বললেন: "পর্দানশীন কুমারীরাও তাদের অন্তরাল থেকে তা জানে।"

(ص: 204) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

308 - حَدَّثَنِي أَبُو الْفَضْلِ الْخُرَاسَانِيُّ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: كَانَ شَرِيكُ سَيِّئِ الرَّأْيِ جَدًّا فِي أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ وَيَقُولُ: مَذْهَبُهُمْ رَدُّ الْأَثَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

308 - আবু আল-ফাদল আল-খুরাসানি আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, আবু নুআইম বলেছেন যে, শারিক আবু হানিফা এবং তাঁর শিষ্যদের সম্পর্কে অত্যন্ত খারাপ ধারণা পোষণ করতেন এবং বলতেন: তাদের মায়হাব (মতবাদ) হলো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আছার (সুন্নাত) প্রত্যাখ্যান করা।

(ص: 204) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

309 - حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ شَرِيكَ،

يَقُولُ: «اسْتَتِيبَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ كُفْرِهِ مَرَّتَيْنِ مِنْ كَلَامِ جَهْمٍ وَمِنْ الْإِرْجَاءِ»

৩০৯ - হারুন ইবনে সুফিয়ান আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, ওয়ালীদ ইবনে সালিহ আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি শারিককে বলতে শুনেছি: "আবু হানিফাকে তাঁর কুফরের জন্য দুবার তাওবা করানো হয়েছিল – জাহমের (মতবাদ) এবং ইরজার (মতবাদ) কারণে।"

(ص: 204) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

310 - حَدَّثَنِي هَارُونُ، حَدَّثَنِي شَاذَانُ، سَمِعْتُ شَرِيكَ، يَقُولُ: «أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ

جَرَبُ»

310 - হারুন আমাকে বর্ণনা করেছেন, শায়ান আমাকে বর্ণনা করেছেন, আমি শারিককে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: "আবু হানিফার অনুসারীরা চর্মরোগগ্রস্ত।"

(ص: 204) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

311 - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الطَّبْرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَ بْنَ مُعَاذٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ

سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، يَقُولُ: «اسْتَتِيبَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنَ الْكُفْرِ مَرَّتَيْنِ»

৩১১ - ইবরাহীম ইবনু সাঈদ আত-তাবারী আমাকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি মুআয ইবনু মুআযকে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন: আমি সুফিয়ান আস-সাওরীকে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন: "আবু হানীফাকে কুফর (ধর্মদ্রোহিতা) থেকে দুইবার তওবা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।"

(ص: 204) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

312 - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ، يَقُولُ:
«مَا وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ مَوْلُودٌ أَشْأَمَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَبِي حَنِيفَةَ»
[ص: 205]

313 - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا أَبُو تَوْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ،
وَالْأَوْزَاعِيِّ، مِثْلَ قَوْلِ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ

৩১২ - ইব্রাহিম ইবনে সাঈদ আমাকে বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মদ ইবনে মুসআব আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, আমি আওয়াজী-কে বলতে শুনেছি: "ইসলামে এমন কোনো ব্যক্তি জন্ম নেয়নি যে তাদের জন্য আবু হানিফার চেয়ে বেশি অশুভ ছিল।"

পৃষ্ঠা: ২০৫

৩১৩ - ইব্রাহিম ইবনে সাঈদ আমাকে বর্ণনা করেছেন, আবু তাওবা আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, আবু ইসহাক থেকে, সুফিয়ান সাওরি ও আওয়াজী থেকে, (যা) মুহাম্মদ ইবনে মুসআবের উক্তির অনুরূপ।

(ص: 205) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

314 - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ، وَأَبُو أُسَامَةَ، قَالَا: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَقَبَةٍ قَالَ: "مِنْ أَيِّنَ أَقْبَلْتَ؟ قَالَ: مِنْ عِنْدِ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ: «يُبْكُوكَ مِنْ رَأْيِ مَا مَضَعْتَ وَتَرْجِعُ إِلَى أَهْلِكَ بِغَيْرِ ثِقَةٍ»

৩১৪ - ইব্রাহিম ইবনু সাঈদ আমাকে বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন) মুহাম্মদ ইবনু বিশর ও আবু উসামাহ তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা উভয়ে বলেছেন: এক ব্যক্তি রাকাবাহর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি (রাকাবাহ) জিজ্ঞাসা করলেন: "কোথা থেকে এসেছো?" তিনি (আগন্তুক) বললেন: "আবু হানিফার নিকট থেকে।" তিনি (রাকাবাহ) বললেন: «তুমি এমন একটি মত নিয়ে এসেছো যা তুমি চর্চণ করেছ (অর্থাৎ, ভালোভাবে আত্মস্থ করেছ), অথচ তোমার পরিবারের কাছে এমন কিছু নিয়ে ফিরছো যা নির্ভরযোগ্য নয়।»

315 - حَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ سَلَامِ بْنِ أَبِي مُطِيعٍ، قَالَ: "كُنَّا فِي حَلَقَةِ أَيُّوبَ بِمَكَّةَ فَبَصُرَ بِأَبِي حَنِيفَةَ فَقَالَ: قَوْمُوا بِنَا لَا يُعْدِنَا بِجَرَبِهِ"

৩১৫ - ইব্রাহিম আমাকে বর্ণনা করেছেন, সাঈদ ইবনে আমির আমাদের কাছে সালাম ইবনে আবি মুতী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: "আমরা মক্কায় আইয়ুবের মজলিসে ছিলাম, তখন তিনি আবু হানিফাকে দেখতে পেয়ে বললেন: চলো আমরা উঠে যাই, যাতে তার কুষ্ঠরোগ আমাদের মধ্যে সংক্রমিত না হয়।"

316 - حَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ، سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «كُنْتُ أَجْلِسُ إِلَى أَبِي حَنِيفَةَ فَأَسْمَعُهُ يُفْتِي فِي الْمَسْأَلَةِ الْوَاحِدَةِ بِخُمْسَةِ أَقَاوِيلَ فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ تَرَكْتُهُ وَأَقْبَلْتُ عَلَى الْحَدِيثِ»

316 - ইবরাহীম আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, আমি উমার ইবনু হাফস ইবনু গিয়াসকে তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন: «আমি আবু হানিফার কাছে বসতাম এবং তাকে একই দিনে একটি মাত্র মাসআলায় পাঁচটি ভিন্ন মতামতের ভিত্তিতে ফতোয়া দিতে শুনতাম। যখন আমি তা দেখলাম, আমি তাকে (তাঁর শিক্ষাকে) ছেড়ে দিলাম এবং হাদীসের দিকে মন দিলাম।»

317 - حَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ، حَدَّثَنِي عَمِّي، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "رَأَيْتُ أَبَا حَنِيفَةَ فِي الْمَنَامِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّأْيِ، فَكَلَحَ فَقُلْتُ: "فَمَنْ قَالَ: حُذِيفَةُ كَانَ شَحِيحًا عَلَى دِينِهِ وَذَكَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ؟"

৩১৭ - ইব্রাহিম আমাকে বর্ণনা করেছেন; আমার চাচা তাঁর পিতার সূত্রে আমাকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: "আমি আবু হানিফাকে স্বপ্নে দেখলাম, অতঃপর আমি তাঁকে

ব্যক্তিগত অভিমত (রায়) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি ঠক্কুঁচকালেন। অতঃপর আমি বললাম: "তাহলে কে বলেছে যে, হুযায়ফা তাঁর দ্বীনের ব্যাপারে কঠোর ছিলেন এবং ইবনে মাসউদকে উল্লেখ করেছেন?"

(ص: 206) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

318 - حَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ، ثنا أَبُو صَالِحٍ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى الْفَرَّاءُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَسْبَاطٍ، قَالَ: " قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَوْ أَدْرَكَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَخَذَ بِكَثِيرٍ مِنْ قَوْلِي "

318 - ইবরাহীম আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তারপর আবু সালিহ মাহবুব ইবনু মূসা আল-ফাররা আমাদের কাছে ইউসুফ ইবনু আসবাত থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: "আবু হানীফা বলেছেন: যদি আল্লাহর রাসূল (তাঁর উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক) আমার সময় পেতেন, তাহলে তিনি আমার অনেক মত গ্রহণ করতেন।"

(ص: 206) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

319 - حَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا أَبُو تَوْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَرَارِيِّ، قَالَ: " قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ أَيُّنَ تَسْكُنُ؟ قُلْتُ الْبَيْضَةَ، قَالَ: أَخُوكَ كَانَ خَيْرًا مِنْكَ قَالَ وَكَانَ قُتِلَ مَعَ الْبَيْضَةِ "

৩১৯ - ইবরাহীম ইবনু সাঈদ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আবু তাওবাহ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, (তিনি) আবু ইসহাক আল-ফারারীর সূত্রে (বর্ণনা করে) বলেছেন: আবু হানীফা (আমাকে) জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কোথায় থাকো?" আমি বললাম, "আল-মিস্সীসাহে।" তিনি (আবু হানীফা) বললেন, "তোমার ভাই তোমার চেয়ে ভালো ছিল।" (আবু ইসহাক) বললেন, "আর সে (আমার ভাই) আল-মুবাঈয়াদাহ (البيضة)-দের সাথে নিহত হয়েছিল।"

(ص: 206) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

320 - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، ثنا أَبُو سَلَمَةَ التَّبُودَكِيُّ، حَدَّثَنِي مَنْ، سَمِعَ هَبَّامًا، قَالَ: "سُئِلَ أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ خُزَيْرٍ بَرِّيٍّ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ"

৩২০ - ইবরাহীম আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আবু সালামা আত-তাবুযাকী আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, এমন ব্যক্তি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যিনি হাম্মামের নিকট শুনেছেন। তিনি বলেছেন: আবু হানীফাকে বন্য শূকর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বলেছেন: এটি খাওয়াতে কোনো আপত্তি নেই।

(ص: 207) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

321 - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، ثنا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، قَالَ: "سُئِلَ أَبُو حَنِيفَةَ عَنِ الْأَشْرَبَةِ، فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ، إِلَّا قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَسُئِلَ عَنِ الْمُسْكِرِ فَقَالَ: حَلَالٌ"

321 - ইব্রাহিম আমাকে বর্ণনা করেছেন, আবু সালামা আমাদেরকে আবু আওয়ানা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: "আবু হানিফাকে পানীয়সমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তাকে কোনো কিছু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি কেবল বলেছেন: এতে কোনো অসুবিধা নেই। এবং তাকে নেশা সৃষ্টিকারী (আল-মুসকির) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেন: বৈধ।"

(ص: 207) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

322 - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، ثنا أَبُو تَوْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ، قَالَ " حَدَّثْتُ أَبَا حَنِيفَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِيثٍ فِي رَدِّ السَّيْفِ فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ خُرَافَةٌ "

322 - ইব্রাহিম আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আবু তাওবাহ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আবু ইসহাক আল-ফাজারী থেকে। তিনি (আবু ইসহাক) বলেছেন: "আমি আবু হানিফাকে আল্লাহর রাসূলের (তাঁর উপর শান্তি ও কল্যাণ বর্ষিত হোক) সূত্রে তরবারি প্রত্যর্পণ সংক্রান্ত একটি বর্ণনা (হাদীস) করলাম। অতঃপর তিনি বললেন: এটি একটি অমূলক বর্ণনা (খুরাফাহ)।"

323 - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ وَكِيعًا، يَقُولُ: "كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا، كَسَرَ طَنْبُورًا ضَبَّنَ»

৩২৩ - আমাকে ইব্রাহিম ইবনে সাঈদ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি ওয়াকীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: আবু হানিফা বলতেন: “যদি কোনো ব্যক্তি একটি তুনবুর (এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র) ভেঙে ফেলে, তাহলে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।”

324 - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا أَبُو تَوْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُلْثُومٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، أَنَّهُ لَمَّا مَاتَ أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَمَاتَهُ فَإِنَّهُ كَانَ يَنْقُضُ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً»

324 - ইবরাহীম ইবনে সাঈদ আমাকে বর্ণনা করেছেন, আবু তাওবা আমাদের বর্ণনা করেছেন, সালামা ইবনে কুলসুম থেকে, আওয়ামী থেকে যে, যখন আবু হানীফা মারা গেলেন, আওয়ামী বললেন: "সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি তাকে মৃত্যু দান করেছেন। কারণ তিনি ইসলামের গ্রন্থিগুলো একে একে ছিন্ন করছিলেন।"

325 - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا أَبُو تَوْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: «كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ مُرْجِيًّا يَرَى السَّيْفَ»

৩২৫ - ইব্রাহিম আমাকে বর্ণনা করেছেন, আবু তাওবা আমাদের বর্ণনা করেছেন, আবু ইসহাক থেকে, তিনি বলেছেন: "আবু হানিফা একজন মুরজিয়া ছিলেন এবং তিনি সশস্ত্র প্রতিরোধের পক্ষপাতী ছিলেন।"

326 - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، ثنا أَبُو تَوْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ، قَالَ: قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: «إِنَّا لَا نَنْقُمُ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ الرَّأْيِ كُلَّنَا نَرَى، إِنَّمَا نَنْقُمُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُذَكِّرُ لَهُ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُفْتِي بِخِلَافِهِ»

326 - ইবরাহীম আমাকে বর্ণনা করেছেন, আবু তাওবা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আবু ইসহাক আল-ফাজারীর সূত্রে, তিনি (আবু ইসহাক) বলেছেন: আওয়ামী বলেছেন: "আমরা আবু হানিফাকে তাঁর ব্যক্তিগত বিচারিক মত (রায়) ব্যবহারের জন্য দোষারোপ করি না; আমরা সকলেই তো বিচারিক মত (রায়) প্রদান করে থাকি। বরং আমরা তাঁর উপর এজন্যে অসন্তুষ্ট যে, যখন তাঁর কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো হাদিস উল্লেখ করা হয়, তখন তিনি এর পরিপন্থী আইনগত বিধান (ফতোয়া) দেন।"

(ص: 208) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

327 - حَدَّثَنِي أَبُو عَقِيلٍ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، ثنا غَالِبُ بْنُ فَائِدٍ، ثنا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «رَأَيْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يُطَافُ بِهِ عَلَى حَلَقِ الْمَسْجِدِ يُسْتَتَابُ أَوْ قَدْ اسْتَتَيْبَ»

327 - আমার নিকট আবু আকিল ইয়াহইয়া ইবনু হাবিব ইবনু ইসমাইল ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু হাবিব ইবনু আবি ছাবিত বর্ণনা করেছেন; তিনি গালিব ইবনু ফায়িদ-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন; তিনি (গালিব) শারিক ইবনু আব্দুল্লাহ-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি (শারিক) বলেছেন: "আমি আবু হানিফাকে দেখেছি, তাঁকে মসজিদের মজলিসগুলোতে (বা শিক্ষামূলক বৈঠকগুলোতে) ঘোরানো হচ্ছিল, তাঁকে তাওবা করতে বলা হচ্ছিল অথবা তাঁকে ইতোমধ্যেই তাওবা করানো হয়েছিল।"

(ص: 208) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

328 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْبَلٍ ابْنُ عَمِّي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثنا أَبُو ثُمَيْلَةَ، سَمِعْتُ أَبَا عَصَمَةَ، وَسُئِلَ: كَيْفَ كَلَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُوسَى تَكْلِيمًا؟ قَالَ: «مُشَافَهَةً»

৩২৮ - আমার চাচাতো ভাই আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হাম্বল আমাকে বর্ণনা করেছেন; (তিনি) মুহাম্মাদ ইবনে হুমাইদ থেকে; (তিনি) আবু তুমাইলাহ থেকে (বর্ণনা করেছেন)। (আবু তুমাইলাহ বলেছেন,) আমি আবু ইসমাকে বলতে শুনেছি। যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: "পরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত আল্লাহ কিভাবে মূসার সাথে এক বাস্তব ও নিশ্চিত কথাবলারূপে কথা বলেছিলেন?" তিনি উত্তরে বললেন: "মুখোমুখি (সরাসরি মৌখিক যোগাযোগে)।"

(ص: 208) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

329 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الدَّوْرِيِّ الْمُقْرِئُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدٍ الْقَاسِمَ بْنَ سَلَامٍ، يَقُولُ: كُنْتُ جَالِسًا وَمَعَنَا أُسُودُ بْنُ سَالِمٍ فَذَكَرُوا مَسْأَلَةً فَقُلْتُ: إِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ فِيهَا كَيْتٌ وَكَيْتٌ، فَالْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ: «تَذَكَّرُ أَبَا حَنِيفَةَ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ يُكَلِّمْنِي حَتَّى مَاتَ»

৩২৯ - মুহাম্মাদ ইবনে আবি উমার আদ-দুরিয়ুল মুকররি আমাকে বলেছেন, তিনি বলেছেন: আমি আবু উবাইদ আল-কাসিম ইবনে সালামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: "আমি বসে ছিলাম এবং আমাদের সাথে আসওয়াদ ইবনে সালিমও ছিলেন। তখন তারা একটি মাসআলা (ধর্মীয় বিধান সংক্রান্ত বিষয়) উল্লেখ করলেন। তখন আমি বললাম: আবু হানিফা (রহ.) এই বিষয়ে এমন এমন কথা বলেন। অতঃপর তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন: তুমি কি মসজিদে আবু হানিফার (নাম) উল্লেখ করছ? অতঃপর তিনি ইত্তিকাল (মৃত্যু) পর্যন্ত আমার সাথে কথা বলেননি।"

(ص: 209) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

330 - أَخْبَرْتُ عَنْ الْفَضْلِ بْنِ جَعْفَرٍ بْنِ سُلَيْمَانَ الْهَاشِمِيِّ، وَهُوَ عَمُّ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: «كَانَ وَاللَّهِ أَبُو حَنِيفَةَ كَافِرًا جَهَنِّيًّا يَرَى رَأْيِي بِشَرِّ بْنِ مُوسَى وَكَانَ بِشَرِّ بْنِ مُوسَى يَرَى رَأْيِي الْخَوَارِجَ»

৩৩০ - আল-ফাদল ইবনে জাফর ইবনে সুলায়মান আল-হাশিমী থেকে আমাকে জানানো হয়েছে – যিনি জাফর ইবনে আবদ আল-ওয়াহিদ-এর চাচা – তিনি (আল-ফাদল) বলেছেন, আবু জাফর ইবনে সুলায়মান আমাকে বর্ণনা করে বলেছেন: «আল্লাহর কসম, আবু হানিফা একজন কাফির ও জাহিমি ছিলেন; তিনি বিশর ইবনে মূসার মত পোষণ করতেন। আর বিশর ইবনে মূসা খাওয়ারিজদের মত পোষণ করতেন।»

(ص: 209) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

331 - حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ الْعَطَّارُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الْمَلِكِ بْنَ الْفَارِسِيِّ، قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: وَكَانَ أَبُو عُبَيْدٍ يَسْتَعْقِلُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَّانَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ، يَقُولُ: «اسْتَتَيْبَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنَ الْكُفْرِ مَرَّتَيْنِ»

৩৩১ - আবুল হাসান আল-আত্তার মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: আমি আবু আব্দিল মালিক ইবনুল ফারিসীকে বলতে শুনেছি। আবুল হাসান বলেছেন: আর আবু উবাইদ তাকে (আবু আব্দিল মালিককে) নির্ভরযোগ্য মনে করতেন এবং বলতেন যে, আমি আবু হাযযানকে বলতে শুনেছি। তিনি (আবু হাযযান) বলেছেন: আমি আল-আওয়াঈকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: "আবু হানিফাকে কুফর (অবিশ্বাস) থেকে দুইবার তওবা (অনুশোচনা ও প্রত্যাবর্তন) করানো হয়েছিলো।"

(ص: 209) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

332 - حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْحَاقَ الطَّبَّاعِ، قَالَ: سَأَلْتُ شَرِيكَاً عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، فَقَالَ: «وَهَلْ تَلْتَقِي شَفَتَانِ بِذِكْرِ أَبِي حَنِيفَةَ»

332 - আবু মামার (রহ.) আমার কাছে ইসহাক আল-তাব্বাহ (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইসহাক (রহ.) বলেন, আমি শারিক (রহ.)-কে আবু হানিফা (রহ.) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি (শারিক) বললেন, "আবু হানিফা (রহ.)-এর উল্লেখের সময় কি দুঠোট মিলিত হয় (অর্থাৎ, তাঁর বিষয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন আছে কি)?"

(ص: 209) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

333 - حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَحْنَفٍ، قَالَ: قُلْتُ لِشَرِيكِ كَيْفَ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ فِيكُمْ؟ قَالَ: «كَانَ فِيْنَا فَاسِدًا»

৩৩৩ - আবু মামার আমাকে বর্ণনা করেছেন, হাতীম ইবনে আহনাফ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি (হাতীম) বললেন: আমি শারীককে বললাম, তোমাদের মাঝে আবু হানীফা কেমন ছিলেন? তিনি বললেন: "তিনি আমাদের মাঝে ভ্রষ্ট ছিলেন।"

(ص: 209) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

334 - حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَبَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ شَرِيكَ، يَقُولُ: «أَخْرَجُوا مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَاعْرِفُوا وُجُوهَهُمْ»

৩৩৪ - আবু মামার আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ামান থেকে, তিনি বলেছেন: আমি শারীককে বলতে শুনেছি: «এখানে আবু হানিফার অনুসারীদের মধ্যে যারা আছে, তাদের বের করে দাও এবং তাদের চেহারা চিনে রাখো»

(ص: 209) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

335 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتَّابٍ الْأَعْيُنُ، حَدَّثَنِي أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ شَرِيكَ [ص: 210]، يَقُولُ: «مَا شَبَّهْتُ أَصْحَابَ أَبِي حَنِيفَةَ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الدَّفَافِينَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا كَشَفَ اسْتَهُ فِي الْمَسْجِدِ مَا بَالَى مَنْ رَأَاهُ مِنْهُمْ»

৩৩৫ - আমাকে মুহাম্মদ ইবনে আবী আত্তাব আল-আইয়ান বর্ণনা করেছেন, আবু নুআইম আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি শারীককে পৃ: ২১০ বলতে শুনেছি: "আমি আবু হানীফার অনুসারীদেরকে বাদ্যবাদনকারীদের মতো ব্যতীত অন্য কারো সাথে তুলনা করিনি। যদি কোনো ব্যক্তি মসজিদে তার পশ্চাদ্দেশ উন্মোচন করে, তাদের (আবু হানীফার অনুসারীদের) মধ্যে যে-ই তাকে দেখুক না কেন, তারা পরোয়া করবে না।"

(ص: 210) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

336 - حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: قِيلَ لِشَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِمَّا اسْتَتَبْتُمْ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: «مِنَ الْكُفْرِ»

৩৩৬ - আবু মামার আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: শারিক ইবনে আবদুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আপনারা আবু হানিফাকে কী কারণে তওবা করিয়েছিলেন? তিনি উত্তরে বললেন, কুফরীর কারণে।

(ص: 210) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

337 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا شَرِيكُ، وَحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، أَنَّهُمَا شَهِدَا أَبَا حَنِيفَةَ وَقَدْ اسْتَتَبَ مِنَ الزُّنْدَقَةِ مَرَّتَيْنِ

337 - আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আল-কাত্তান আমাকে বর্ণনা করেছেন; ইয়াহইয়া ইবন আদম আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন; শারিক ও হাসান ইবন সালিহ আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা উভয়েই আবু হানিফাকে দুইবার ধর্মদ্রোহিতা থেকে তওবা করানো হওয়ার সাক্ষী ছিলেন।

(ص: 210) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

338 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَشَرِيكٌ، وَحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، قَالُوا: «أَدْرَكْنَا أَبَا حَنِيفَةَ وَمَا يُعَرَفُ بِشَيْءٍ مِنَ الْفِقْهِ مَا يُعَرَفُ إِلَّا بِالْخُصُومَاتِ»

339 - أُخْبِرْتُ عَنِ الْأَصْعَعِيِّ، قَالَ: «اسْتُتِيبَ وَاللَّهِ أَبُو حَنِيفَةَ مِنَ الْكُفْرِ»

338 - আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ আমাকে বর্ণনা করেছেন, ইয়াহইয়া ইবনে আদম আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, সুফইয়ান, শারিক এবং হাসান ইবনে সালিহ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বলেছেন: "আমরা আবু হানিফাকে এমন অবস্থায় পেয়েছি যে, ফিকহ (ইসলামী আইনশাস্ত্র) বিষয়ে কোনো কিছুতেই তিনি পরিচিত ছিলেন না; তিনি পরিচিত ছিলেন কেবল বিতর্ক বা বিরোধের জন্য।"

339 - আল-আসমাঈ কর্তৃক আমাকে অবহিত করা হয়েছে। তিনি বলেছেন: "আল্লাহর শপথ, আবু হানিফাকে কুফরি (অবিশ্বাস) থেকে তওবা করানো হয়েছিল।"

(ص: 210) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

340 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: سَمِعْتُ حَبَّادَ بْنَ سَلَمَةَ، وَذَكَرَ أَبَا حَنِيفَةَ، فَقَالَ: «إِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ اسْتَقْبَلَ الْأَثَارَ وَالسُّنَنَ بِرَدِّهَا بِرَأْيِهِ»

340 - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন, মুয়াম্মাল ইবনে ইসমাঈল আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি হাম্মাদ ইবনে সালামাহকে বলতে শুনেছি, এবং তিনি আবু হানিফার কথা উল্লেখ করে বললেন: «নিশ্চয়ই আবু হানিফা ঐতিহ্য ও সুন্নাহসমূহকে তাঁর নিজস্ব মত (রায়) দ্বারা প্রত্যাখ্যান করে সেগুলোর মোকাবিলা করেছেন।»

(ص: 211) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

341 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ " فَذَكَرُوا مَسْأَلَةَ فَقِيلَ أَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ بِهَا فَقَالَ: «هَذَا وَاللَّهِ قَوْلُ ذَاكَ الْمَارِقِ»

৩৪১ - মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল আজিজ ইবনে আবি রিজমা আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বললেন: আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, "আমরা হাম্মাদ ইবনে সালামার নিকট ছিলাম। অতঃপর তারা একটি মাসআলা (ধর্মীয় বিধান) উল্লেখ করলো। তখন বলা হলো যে, আবু হানিফা এই মত পোষণ করেন। এরপর তিনি বললেন: আল্লাহর কসম, এটা সেই পথভ্রষ্টের (المَارِقِ) উক্তি!"

(ص: 211) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

342 - حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ صَالِحٍ، سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ، إِذَا ذُكِرَ أَبُو حَنِيفَةَ قَالَ: «ذَاكَ أَبُو جِيْفَةَ» قَالَ وَبَلَغَنِي أَنَّ عُثْمَانَ الْبَيْتِيُّ، كَانَ يَقُولُ: «ذَاكَ أَبُو جِيْفَةَ»

342 - আমার কাছে হারুন ইবনে সুফিয়ান বর্ণনা করেছেন, তিনি (বলেন) আমার কাছে ওয়ালিদ ইবনে সালিহ বর্ণনা করেছেন, আমি হাম্মাদ ইবনে সালামাকে বলতে শুনেছি যে, যখন আবু হানিফার নাম উল্লেখ করা হত, তখন তিনি বলতেন: "সে তো আবু জিফাহ।" তিনি (অর্থাৎ হাম্মাদ) বলেন, এবং আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, উসমান আল-বাক্তি বলতেন: "সে তো আবু জিফাহ।"

(ص: 211) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

343 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيِّ، ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ، يَقُولُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: «هَذَا لَيْكُبْنَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ»

৩৪৩ - আহমেদ ইবনে ইবরাহিম আদ-দাওরাকি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আল-হাইছাম ইবনে জামিল আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি হাম্মাদ ইবনে সালামাহকে আবু হানিফা সম্পর্কে বলতে শুনেছি: "নিশ্চয় আল্লাহ তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।"

(ص: 211) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

344 - حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عِيسَى، قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ: «ذَاكَ أَبُو حَنِيفَةَ سَدَّ اللَّهُ عِزَّ وَجَلَّ بِهِ الْأَرْضُ»

344 - আমাকে আবু মামার বর্ণনা করেছেন, ইসহাক ইবন ইসা থেকে, তিনি বলেন: আমি হাম্মাদ ইবন সালামাহকে আবু হানিফা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি বললেন: «তিনি তো আবু জিফাহ, তিনি তো আবু জিফাহ! আল্লাহ তাআলা তাকে দিয়ে জমিন ভরে দিয়েছেন।»

(ص: 211) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

345 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتَّابٍ الْأَعْيَنَ، ثنا مَنصُورُ بْنُ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ، «يَلْعَنُ أَبَا حَنِيفَةَ»، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: وَكَانَ شُعْبَةُ "يَلْعَنُ أَبَا حَنِيفَةَ"

৩৪৫ - মুহাম্মাদ ইবনু আবী আত্তাব আল-আইয়ান আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, মানসূর ইবনু সালামা আল-খুযাঈ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। মানসূর বলেছেন: আমি হাম্মাদ ইবনু সালামাকে বলতে শুনেছি, "তিনি আবু হানীফাকে অভিশাপ দিতেন।" আবু সালামা (মানসূর ইবনু সালামা) বলেছেন: শুবাহও আবু হানীফাকে অভিশাপ দিতেন।

(ص: 212) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ رَحِمَهُ اللَّهُ

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, আল্লাহ তাঁর উপর রহমত করুন

346 - حَدَّثَنِي عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ مَرْزُوقِي شَيْخٌ صَالِحٌ أَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: دَخَلَ حَمْزَةُ الْبَزَّازِ عَلَى ابْنِ الْمُبَارَكِ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَقَدْ بَلَغَنِي مِنْ بَصْرِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْحَدِيثِ وَاجْتِهَادِهِ فِي الْعِبَادَةِ حَتَّى لَا أَدْرِي مَنْ كَانَ يُدَانِيهِ فَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: "أَمَّا مَا قُلْتَ بَصَرَ بِالْحَدِيثِ فَمَا لِذَلِكَ بِخَلِيقٍ لَقَدْ كُنْتُ آتِيَهُ سِرًّا مِنْ سُفْيَانَ وَإِنَّ أَصْحَابِي كَانُوا لَيَلُمُونَنِي عَلَى إِتْيَانِهِ وَيَقُولُونَ أَصَابَ كُتُبَ مُحَمَّدٍ بْنُ جَعْفَرٍ فَرَوَاهَا، وَأَمَّا مَا قُلْتَ مِنْ اجْتِهَادِهِ فِي الْعِبَادَةِ فَمَا كَانَ بِخَلِيقٍ لِذَلِكَ لَقَدْ كَانَ يُصْبِحُ نَشِيطًا فِي الْمَسَائِلِ وَيَكُونُ ذَلِكَ دَأْبَهُ حَتَّى رُبَّمَا فَاتَتْهُ الْقَائِلَةُ ثُمَّ يُمَسِّي وَهُوَ نَشِيطٌ وَصَاحِبُ الْعِبَادَةِ وَالسَّهَرِ يُصْبِحُ وَلَهُ فُتْرَةٌ

346 - আবদাহ ইবনে আব্দুর রাহীম মারওয়াযী, একজন সৎ শায়খ, আমাকে সালামাহ ইবনে সুলায়মান থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (সালামাহ) বলেছেন: হামযা আল-বায়যার ইবনুল মুবারকের কাছে প্রবেশ করলেন এবং বললেন, "হে আবু আব্দুর রাহমান! আবু হানিফার হাদীস বিষয়ে গভীর প্রজ্ঞা এবং ইবাদতে তাঁর কঠোর পরিশ্রম সম্পর্কে আমার কাছে খবর পৌঁছেছে, এমনকি আমি জানি না কে তাঁর সমকক্ষ হতে পারত।" তখন ইবনুল মুবারক বললেন, "তবে হাদীস সম্পর্কে তাঁর প্রজ্ঞার ব্যাপারে তুমি যা বললে, তিনি এর উপযুক্ত ছিলেন না। আমি সুফিয়ানের অগোচরে তাঁর কাছে আসতাম। আমার সঙ্গীরা তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য আমাকে তিরস্কার করত এবং বলত, তিনি মুহাম্মাদ ইবনে জাফরের কিতাবসমূহ সংগ্রহ করেছেন এবং সেগুলো বর্ণনা করেছেন। আর ইবাদতে তাঁর কঠোর পরিশ্রমের ব্যাপারে তুমি যা বললে, তিনি এর জন্যও উপযুক্ত ছিলেন না। তিনি সকাল থেকে মাসআলা-মাসায়েল (ইসলামী বিধান বিষয়ক প্রশ্নাবলী) নিয়ে কর্মতৎপর থাকতেন এবং এটাই ছিল তাঁর নিত্যকর্ম, এমনকি কখনও কখনও তাঁর কাইলুলাহ (দুপুরের বিশ্রাম) ছুটে যেত। এরপর সন্ধ্যা পর্যন্তও তিনি কর্মঠ থাকতেন। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি ইবাদত ও রাত জাগরণের অভ্যস্ত, সে সকালে দুর্বলতা বা ক্লান্তি অনুভব করে।"

347 - حَدَّثَنِي عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: سَبَعْتُ مُعَاذَ بْنَ خَالِدٍ بْنِ شَقِيقٍ ابْنَ عَمِّ، عَلِيَّ بْنَ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ يَقُولُ: قَدِمْتُ مِنَ الْحَجِّ فَأَدْرَكْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ بِالْعِرَاقِ فَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَضَّلَ مَعِيَ مِنْ نَفَقَةِ الْحَجِّ شَيْءٌ تَرَى إِلَى أَنْ أَكْتُبَ بِرَأْيِ أَبِي حَنِيفَةَ؟ فَقَالَ: «لَا»، فَقُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: «لَأَنَّهُ عَقْلُ رَجُلٍ لَيْسَ بِذَلِكَ»

347 - আবদা ইবনে আবদির রাহীম আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি মুআয ইবনে খালিদ ইবনে শাকীককে — যিনি আলী ইবনুল হাসান ইবনে শাকীকের চাচাতো ভাই — বলতে শুনেছি: আমি হজ থেকে ফিরে এসেছিলাম, অতঃপর ইরাকে ইবনুল মুবারাকের দেখা পেলাম। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম এবং বললাম: "হে আবু আবদির রাহমান! আমার নিকট হজের খরচের কিছু অংশ অবশিষ্ট আছে। আপনি কি মনে করেন যে, আমি আবু হানীফার মতানুসারে কিছু লিখব?" তখন তিনি বললেন: "না।" আমি বললাম: "কেন?" তিনি বললেন: "কারণ তা একজন মানুষের বুদ্ধি, যা ততটা উৎকৃষ্ট নয়।"

(ص: 213) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

348 - حَدَّثَنِي أَبُو الْفَضْلِ الْخُرَاسَانِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ شَمَّاسٍ السَّرَقَنْدِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، بِالثَّغْرِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُكْنَى أَبَا خَدَّاشٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَا تَرَوْ لَنَا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، فَإِنَّهُ كَانَ مُرْجَأًا فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَكَانَ بَعْدَ إِذَا جَاءَ الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَرَأْيِهِ ضَرَبَ عَلَيْهِ ابْنُ الْمُبَارَكِ مِنْ كُتُبِهِ وَتَرَكَ الرِّوَايَةَ عَنْهُ، وَذَلِكَ آخِرُ مَا قَرَأَ عَلَى النَّاسِ بِالثَّغْرِ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَمَاتَ، قَالَ: وَكُنْتُ فِي السَّفِينَةِ مَعَهُ لَمَّا انْصَرَفَ مِنَ الثَّغْرِ، وَكَانَ يُحَدِّثُنَا فَمَرَّ عَلَى شَيْءٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَنِيفَةَ، فَقَالَ لَنَا: اضْرِبُوا عَلَى حَدِيثِ أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنِّي قَدْ خَرَجْتُ عَلَى حَدِيثِهِ وَرَأْيِهِ، قَالَ: وَمَاتَ ابْنُ الْمُبَارَكِ فِي مُنْصَرَفِهِ مِنْ ذَلِكَ الثَّغْرِ، قَالَ: وَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ الْمُبَارَكِ وَنَحْنُ عِنْدَهُ: إِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ مُرْجَأًا يَرَى السَّيْفَ فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ ابْنُ الْمُبَارَكِ

৩৪৮ - আবু আল-ফাদল আল-খুরাসানি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, ইবরাহিম ইবনু শাম্মাস আস-সামারকান্দি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ ইবনু আল-মুবারাক আস-সাগর থেকে আবু হানিফা সূত্রে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: তখন আবু খিদাশ উপনামধারী এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে দাঁড়ালেন এবং বললেন: হে আবু আব্দুর রহমান, আপনি আবু হানিফার সূত্রে আমাদের কাছে বর্ণনা করবেন না, কারণ তিনি একজন মুরজিয়া ছিলেন। ইবনু আল-মুবারাক এ বিষয়ে তাঁর কোনো প্রতিবাদ করেননি। এবং এরপর, যখনই আবু হানিফার সূত্রে কোনো হাদিস বা তাঁর মতামত আসত, ইবনু আল-মুবারাক তাঁর কিতাব থেকে তা কেটে দিতেন এবং তাঁর থেকে বর্ণনা করা ছেড়ে দিতেন। এটিই ছিল আস-সাগর থেকে মানুষের কাছে তাঁর পাঠ করা শেষ (হাদিস), এরপর তিনি ফিরে আসেন এবং মৃত্যুবরণ করেন। তিনি বলেন: যখন তিনি আস-সাগর থেকে ফিরে আসছিলেন, আমি তাঁর সাথে নৌকায় ছিলাম। তিনি আমাদের কাছে হাদিস বর্ণনা করছিলেন। সে সময় আবু হানিফার সূত্রে বর্ণিত কোনো এক বিষয়ে আলোচনা এলে, তিনি আমাদের বললেন: আবু হানিফার হাদিস কেটে দাও, কারণ আমি তাঁর হাদিস ও মতামত থেকে সরে এসেছি। তিনি বলেন: ইবনু আল-মুবারাক ওই আস-সাগর থেকে ফেরার পথেই ইন্তেকাল করেন। তিনি বলেন: এবং আমরা যখন ইবনু আল-মুবারাকের কাছে ছিলাম, তখন এক ব্যক্তি তাঁকে বললেন: আবু হানিফা একজন মুরজিয়া ছিলেন, যিনি তরবারি (ব্যবহার) জায়েজ মনে করতেন। ইবনু আল-মুবারাক এ বিষয়ে তাঁর কোনো প্রতিবাদ করেননি।

(ص: 213) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

349 - حَدَّثَنِي عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، سَمِعْتُ أَبَا الْوَزِيرِ مُحَمَّدَ بْنَ أَعْيَنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَصِيَّ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَلَى ابْنِ الْمُبَارَكِ وَالِدًا غَاصَّةً بِأَصْحَابِ الْحَدِيثِ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَسْأَلَةٌ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَرَوَى ابْنُ الْمُبَارَكِ فِيهِ أَحَادِيثٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ خِلَافَ هَذَا فَغَضِبَ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَقَالَ: أَرُوْنِي لَكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ تَأْتِينِي بِرَجُلٍ كَانَ يَرَى السَّيْفَ عَلَى أُمِّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৩৪৯ - আবদাহ ইবনে আবদুর রহীম আমাকে বর্ণনা করেছেন। আমি আবুল ওয়াজীর মুহাম্মাদ ইবনে আইয়ানকে (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) বলতে শুনেছি, যিনি ইবনুল মুবারকের ওয়াসী (১০) ছিলেন। তিনি বলেছেন: আব্দুল কারীম-এর সঙ্গীদের একজন ইবনুল মুবারকের কাছে প্রবেশ করলেন, যখন ঘরটি হাদীস বিশারদদের ভিড়ে পূর্ণ ছিল। লোকটি বলল: হে আবু আব্দুর রহমান, অমুক অমুক মাসআলা (مَسْأَلَة) সম্পর্কে (কী বিধান)? ইবনুল মুবারক তখন এ বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ থেকে বেশ কিছু হাদীস বর্ণনা করলেন। তখন লোকটি বলল: হে আবু আব্দুর রহমান, আবু হানীফা তো এর বিপরীত বলেছেন। এতে ইবনুল মুবারক ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন: আমি তোমাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ থেকে (হাদীস) বর্ণনা করছি, আর তুমি আমার কাছে এমন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসছো যিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মাতের উপর তরবারি প্রয়োগ করা জায়েজ মনে করতেন?!

(ص: 213) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

350 - حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخُرَّاسَانِيُّ، ثنا عَبْدَانُ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: «مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ مَجْلِسٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَجْلِسِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ كُنْتُ إِذَا شِئْتُ أَنْ تَرَاهُ مُصَلِّيًّا رَأَيْتُهُ وَإِذَا شِئْتُ أَنْ تَرَاهُ فِي ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ رَأَيْتُهُ، وَكُنْتُ إِذَا شِئْتُ أَنْ تَرَاهُ فِي [ص: 214] الْغَامِضِ مِنَ الْفِقْهِ رَأَيْتُهُ، وَأَمَّا مَجْلِسٌ لَا أَعْلَمُ أَنِّي شَهِدْتُهُ صَلَّى فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ فَمَجْلِسٌ» ثُمَّ سَكَتَ وَلَمْ يَذْكُرْ فَقَالَ: يَعْنِي مَجْلِسَ أَبِي حَنِيفَةَ

350 - আমাকে কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ আল-খুরাসানি বর্ণনা করেছেন, তাকে আবদান বর্ণনা করেছেন, ইবনুল মুবারক থেকে। তিনি বলেছেন: "ভূ-পৃষ্ঠে সুফিয়ান সাওরির সভার চেয়ে আমার কাছে প্রিয়তর কোনো সভা ছিল না। যখনই তুমি তাকে নামাজরত দেখতে চাইতে, তাকে নামাজরত দেখতে পেতে। আর যখনই তুমি তাকে আল্লাহ তাআলার (মহিমাম্বিত ও গৌরবাম্বিত) স্মরণে দেখতে চাইতে, তাকে দেখতে পেতে। আর যখনই তুমি তাকে **পৃষ্ঠা: ২১৪** ইসলামী আইনশাস্ত্রের গভীরতর বিষয়ে দেখতে চাইতে, তাকে দেখতে পেতে। কিন্তু এমন কোনো সভা, যার ব্যাপারে আমি জানি না যে, আমি সেখানে কখনো নবীর প্রতি দরুদ পাঠ

করতে দেখেছি, সেটি হলো সভা..." এরপর তিনি নীরব হয়ে গেলেন এবং (সেই সভার নাম) উল্লেখ করলেন না। তখন (অন্য কেউ) বলল: "অর্থাৎ, আবু হানিফার সভা।"

(ص: 214) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

351 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتَّابٍ الْأَعْيُنِيُّ، نَا إِبرَاهِيمُ بْنُ شَبَّاسٍ، قَالَ: صَحِبْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ فِي السَّفِينَةِ، فَقَالَ: «اضْرِبُوا عَلَى حَدِيثِ أَبِي حَنِيْفَةَ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ابْنُ الْمُبَارَكِ بِبَضْعَةِ عَشَرَ يَوْمًا»

৩৫১ - আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইবনু আবী আত্তাব আল-আইয়ান।

আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন ইবরাহীম ইবনু শাম্মাস। তিনি বলেন: আমি ইবনুল মুবারাক-এর সাথে জাহাজে ছিলাম। তখন তিনি বললেন: "আবু হানীফার হাদীস বর্জন করো।" তিনি (অর্থাৎ ইবনুল মুবারাক) ইন্তেকাল করার দশ-বারো দিন আগে এই কথা বলেন।

(ص: 214) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

352 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَبُّوَيْهِ، قَالَ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ رَاهَوَيْهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُعَاذَ بْنَ خَالِدِ بْنِ شَقِيقٍ، يَقُولُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ: أَيُّهُمْ أَسْرَعُ خُرُوجًا الدَّجَالُ أَوْ الدَّابَّةُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «اسْتَقْضَاءُ فَلَانِ الْجَهَنِّيِّ عَلَى بُخَارَى أَشَدُّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ خُرُوجِ الدَّابَّةِ أَوْ الدَّجَالِ»

৩৫২ - আমাকে আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ ইবনু শাব্বুওয়াইহ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি ইসহাক ইবনু রাহওয়াইহ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: আমি মুআয ইবনু খালিদ ইবনু শাকীক-কে আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারাক-কে বলতে শুনেছি, তিনি প্রশ্ন করেন: "তাদের মধ্যে কোনটি দ্রুত আবির্ভূত হবে—দাজ্জাল নাকি দাব্বাহ?" অতঃপর আব্দুল্লাহ (ইবনু মুবারাক) বললেন: "অমুক জাহমী (জাহমী মতাবলম্বী) ব্যক্তিকে বুখারার কাজি (বিচারক) পদে নিযুক্ত করা মুসলিমদের জন্য দাব্বাহ অথবা দাজ্জালের আবির্ভাবের চেয়েও অধিক কঠিন।"

(ص: 214) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

353 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ شَبُوءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَانَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُبَارَكِ، يَقُولُ فِي مَسْأَلَةٍ لِأَبِي حَنِيفَةَ: «قَطَعَ الطَّرِيقَ أَحْيَانًا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا»

353 - আমার কাছে আব্দুল্লাহ ইবন আহমাদ ইবন শাব্বুওয়াইহ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি আবদানকে বলতে শুনেছি। আবদান বলেন: আমি সুফিয়ান ইবন আব্দুল মালিককে বলতে শুনেছি। সুফিয়ান ইবন আব্দুল মালিক বলেন: আমি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারককে আবু হানীফার একটি মাসআলা প্রসঙ্গে বলতে শুনেছি: «মাঝে মাঝে পথ ডাকাতি করা এর চেয়েও ভালো»

(ص: 215) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

354 - حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْعَطَّارِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ شَبُوءٍ، يَقُولُ: أُنْبَأَنَا أَبُو صَالِحٍ سُلَيْمَانُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: قِيلَ لِابْنِ الْمُبَارَكِ تَرْوِي عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ: «ابْتُلِيتُ بِهِ»

354 - আমাকে বর্ণনা করেছেন আবুল হাসান ইবনুল আত্তার মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ। আমি শুনেছি আহমাদ ইবনু শাব্বুওয়াইহকে বলতে যে, তিনি আমাদের অবহিত করেছেন আবু সালিহ সুলাইমান ইবনু সালিহ। তিনি বলেছেন: ইবনুল মুবারাককে জিজ্ঞাসা করা হলো, "আপনি কি আবু হানিফা থেকে (হাদিস) বর্ণনা করেন?" তিনি বললেন: "আমি তাঁর দ্বারা পরীক্ষিত হয়েছি।"

(ص: 215) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, আল্লাহ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন

(ص: 215) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

355 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ، يَقُولُ: «اسْتَتَيْبَ أَبُو حَنِيفَةَ مَرَّتَيْنِ»

355 - আমার পিতা, আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন, আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি ইবনে উয়াইনা-কে বলতে শুনেছি: "আবু হানিফাকে দুবার তওবা করতে বলা হয়েছিল।"

(ص: 215) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

356 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ، يَقُولُ: «عَلِمْتُ أَنَّهُمْ اسْتَتَابُوهُ غَيْرَ مَرَّةٍ يَعْني أَبَا حَنِيفَةَ» قَالَ أَبِي: فَقَالَ ابْنُ زَيْدٍ يَعْني حَمَّادًا: قِيلَ لِسُفْيَانَ فِي مَاذَا؟ قَالَ: " تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ فَقَالُوا هَذَا كُفْرٌ فَرَأَى أَصْحَابُهُ أَنْ يَسْتَتَيْبُوهُ فَقَالَ: أَتُوبُ "

৩৫৬ - আমার পিতা, আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন, আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বললেন: আমি সুফিয়ান ইবন উয়াইনাহকে বলতে শুনেছি: "আমি জানি যে, তারা তাকে একাধিকবার তাওবা করতে বলেছিল – অর্থাৎ আবু হানিফাকে।" আমার পিতা বললেন: তখন ইবন যায়দ — অর্থাৎ হাম্মাদ — বললেন: সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করা হলো, "কিসের ব্যাপারে (তাকে তাওবা করতে বলা হয়েছিল)?" তিনি বললেন: "তিনি এমন কিছু কথা বলেছিলেন, তখন তারা বলল, এটা কুফরি। অতঃপর তাঁর সাথীরা তাকে তাওবা করতে বলা সমীচীন মনে করল। তখন তিনি বললেন, আমি তাওবা করছি।"

(ص: 215) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

358 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا سُفْيَانُ، قَالَ: " مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أُجْرَأَ عَلَى اللَّهِ مِنْ أَبِي حَنِيفَةَ، أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ فَقَالَ: جِئْتُكَ عَلَى أَلْفٍ [ص: 216] بِمِائَةِ أَلْفٍ مَسْأَلَةٍ أُريدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهَا، فَقَالَ: هَاتِيهَا، قَالَ سُفْيَانُ: فَهَلْ رَأَيْتُمْ أَحَدًا أُجْرَأَ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا؟

৩৫৮ - মুহাম্মদ ইবনে আলী আল-ওয়ারাক আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, ইবরাহীম ইবনে বাশশার আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। (সুফিয়ান) বলেছেন: "আমি আবু হানীফার চেয়ে আল্লাহর বিষয়ে অধিক নির্ভীক আর কাউকে দেখিনি। তার নিকট খোরাসানের একজন ব্যক্তি এসে বলল: আমি আপনার নিকট এক হাজার বিষয় সম্পর্কে, **পৃষ্ঠা: ২১৬** এক লক্ষ মাসআলা (তথা ধর্মীয় বিধি-বিধান সংক্রান্ত প্রশ্ন) নিয়ে এসেছি, যা আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই।" তিনি (আবু হানীফা) বললেন: "সেগুলো আনো।" সুফিয়ান বলেছেন: "আপনারা কি এর চেয়ে আল্লাহর বিষয়ে অধিক নির্ভীক আর কাউকে দেখেছেন?"

(ص: 216) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

359 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا سُفْيَانُ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَوْمًا فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ فِي الصَّرْفِ فَأَخْطَأَ فِيهَا، فَقُلْتُ: «يَا أَبَا حَنِيفَةَ هَذَا خَطَأٌ فَغَضِبَ وَقَالَ لِلَّذِي أَفْتَاهُ اذْهَبْ فاعْمَلْ بِهَا وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ إِثْمٍ فَهُوَ فِي عُنُقِي»

359 - মুহাম্মাদ ইবনে আলী আমাকে শুনিয়েছেন যে, সুফিয়ান বলেছেন: আমি একদিন আবু হানিফার কাছে ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে মুদ্রা বিনিময় সংক্রান্ত একটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি তাতে ভুল করলেন। আমি বললাম: "হে আবু হানিফা, এটি ভুল।" তিনি রাগান্বিত হলেন এবং যাকে ফতোয়া দিয়েছিলেন তাকে বললেন: "যাও, এটি অনুসারে আমল করো। আর এতে যে পাপ হবে, তা আমার ঘাড়ে।"

(ص: 216) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا إِبْرَاهِيمُ، سَمِعْتُ سُفْيَانَ، يَقُولُ: "مَرَرْتُ بِأَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ مَعَ أَصْحَابِهِ فِي الْمَسْجِدِ وَقَدْ ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَقُلْتُ: يَا أَبَا حَنِيفَةَ هَذَا الْمَسْجِدُ وَالصَّوْتُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُرْفَعَ فِيهِ، فَقَالَ: دَعُهُمْ لَا يَتَفَقَّهُونَ إِلَّا بِهَذَا"

মুহাম্মদ ইবনে আলী আমাকে ইব্রাহিম থেকে বর্ণনা করেছেন। আমি সুফিয়ানকে বলতে শুনেছি যে তিনি বলেছেন: "আমি আবু হানিফার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন তিনি তাঁর সাথীদের সাথে মসজিদে ছিলেন এবং তাঁদের কণ্ঠস্বর উঁচু হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর আমি বললাম, হে আবু হানিফা, এটা মসজিদ। এখানে কণ্ঠস্বর উঁচু করা উচিত নয়। তিনি বললেন, তাদের ছেড়ে দাও। তারা এটা ছাড়া ফিকহ (ইসলামী আইনশাস্ত্র) সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারবে না।"

(ص: 216) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

360 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ، يَقُولُ: "كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَضْرِبُ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَمْثَالَ فَيَرُدُّهَا. بَلَغَهُ أَنِّي أَحَدْتُ بِحَدِيثٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا» فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَا فِي سَفِينَةٍ كَيْفَ يَتَفَرَّقَانِ؟ فَقَالَ سُفْيَانُ: فَهَلْ سَمِعْتُمْ بِأَشَرِّ مِنْ هَذَا "

360 - মুহাম্মাদ ইবনে আলী আমার কাছে বর্ণনা করেছেন; ইবরাহীম ইবনে বাশশার আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহকে বলতে শুনেছি: "আবু হানিফা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীসের উপর দৃষ্টান্ত পেশ করে সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করতেন। তাঁর কাছে খবর পৌঁছেছিল যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করি, যেখানে তিনি বলেছেন: «ক্রয়-বিক্রয়ের দুই পক্ষ যতক্ষণ না পৃথক হয়, ততক্ষণ তাদের এখতিয়ার (খিয়ার) থাকে।» তখন আবু হানিফা বললেন: তোমাদের কী মনে হয়, যদি তারা উভয়ে একটি নৌকায় থাকে, তাহলে তারা কীভাবে পৃথক হবে? তখন সুফিয়ান বললেন: এর চেয়ে মন্দ আর কিছু কি তোমরা শুনেছ?"

(ص: 217) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

361 - حَدَّثَنِي أَبُو الْفَضْلِ الْخُرَاسَانِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ، يَقُولُ: «مَا وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ مَوْلُودٌ أَضَرُّ عَلَى الْإِسْلَامِ مِنْ أَبِي حَنِيفَةَ»

৩৬১ - আবু আল-ফাদল আল-খুরাসানি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মাদ ইবন আবি উমার আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি সুফিয়ান ইবন উয়াইনাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলছিলেন: “ইসলামের যুগে এমন কোনো ব্যক্তি জন্ম নেয়নি যে ইসলামের জন্য আবু হানিফার চেয়ে অধিক ক্ষতিকর।”

(ص: 217) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

362 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَمْلَأَهُ عَلَيْنَا نَافِعٌ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُتَبَايَعَانِ بِالْخِيَارِ» فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُفَارِقَهُ مَشَى قَلِيلًا ثُمَّ رَجَعَ

362 - আমার পিতা (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন) আমাকে বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ থেকে, যিনি ইবনে জুরাইজ থেকে (বর্ণনা করেছেন)। ইবনে জুরাইজ বলেন: নafi আমাদের কাছে এটি শ্রুতিলিপি করেছেন। নafi বলেন: আমি ইবনে উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ই (চুক্তি বহাল বা বাতিলের) এখতিয়ারপ্রাপ্ত হয়।" (বর্ণনাকারী) হাদিসটি পূর্ণাঙ্গভাবে উল্লেখ করেছেন। নafi বলেন: ইবনে উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যখন (ক্রয়-বিক্রয়ের সঙ্গী থেকে) আলাদা হতে চাইতেন, তখন কিছুটা হেঁটে যেতেন এবং পুনরায় ফিরে আসতেন।

(ص: 217) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

363 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ، وَالْأَوْزَاعِيَّ، يَقُولَانِ: «إِنَّ قَوْلَ الْمُرْجَةِ يَخْرُجُ إِلَى السَّيْفِ»

৩৬৩ - আমার নিকট আব্দুল্লাহ ইবনু উমার আবু আব্দুর রহমান বর্ণনা করেছেন। তাকে আবু উসামা বর্ণনা করেছেন, যিনি আবু ইসহাক আল-ফাজারী থেকে (বর্ণনা করেছেন)। তিনি (আবু ইসহাক) বলেন: আমি সুফিয়ান ও আওয়াসীকে বলতে শুনেছি যে, "নিশ্চয়ই মুরজিয়ারদের মতবাদ তরবারির দিকে ধাবিত করে।"

(ص: 217) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

364 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ أَبُو نَشِيطٍ، نا نَعِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، بِحَدِيثِ قَالَ سُفْيَانُ: فَلَمَّا قَدِمْتُ الْكُوفَةَ سَأَلُونِي عَنِ الْحَدِيثِ فَقُلْتُ هُوَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، فَقَالُوا: إِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رَوَاهُ عَنْ عَمْرِو، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَقُلْتُ: لَا إِنَّمَا هُوَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ فَأَتَوْا أَبَا حَنِيفَةَ فَقَالُوا: إِنَّ هَاهُنَا رَجُلًا عَالِمًا بِحَدِيثِ عَمْرِو، فَقَالَ: لَا تُبَالُوا إِنَّ شِئْتُمْ صَيَّرُوهُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَإِنْ شِئْتُمْ صَيَّرُوهُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ

৩৬৪ - আমাকে মুহাম্মাদ ইবনু হারুন আবু নাশীত বর্ণনা করেছেন, নুআইম ইবনু হাম্মাদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, ইবনু উয়াইনা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আমর ইবনু দীনার থেকে, জাবির ইবনু যায়দ থেকে, একটি হাদীস সম্পর্কে। সুফইয়ান বলেছেন: যখন আমি কুফায় গেলাম, তারা আমাকে হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। তখন আমি বললাম, “তিনি হলেন জাবির ইবনু যায়দ।” তখন তারা বললো, “নিশ্চয়ই আবু হানীফা এটি আমর থেকে, জাবির ইবনু আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন।” তখন আমি বললাম, “না, তিনি তো জাবির ইবনু যায়দ।” অতঃপর তারা আবু হানীফার কাছে গিয়ে বললো, “এখানে একজন লোক আছেন যিনি আমাদের হাদীস সম্পর্কে জ্ঞানী।” তখন তিনি (আবু হানীফা) বললেন, “তোমরা পরোয়া করো না। যদি চাও, এটিকে জাবির ইবনু আবদুল্লাহ করো; আর যদি চাও, এটিকে জাবির ইবনু যায়দ করো।”

365 - حَدَّثَنَا شَيْخُ لَنَا بَصْرِيُّ، ثنا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ، وَقَالَ، لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ تَحْفَظُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، شَيْئًا؟ قَالَ: «لَا وَلَا نَعِمْتُ عَيْنِي»

৩৬৫ - আমাদের বসরাবাসী একজন শায়খ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, মুআম্মাল ইবনে ইসমাইল আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাকে বলতে শুনেছি, যখন এক ব্যক্তি তাকে বললেন: হে আবু মুহাম্মাদ, আপনি কি আবু হানিফা থেকে কিছু বর্ণনা করেন? তিনি বললেন: না, এবং আমার চোখ যেন কখনো প্রশান্তি লাভ না করে।

366 - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي عَوْنٍ الْمَدِينِيُّ، ثنا أَبُو بَكْرِ الرَّدَّادِيُّ، عَنْ أَبِي حَمَّادٍ السَّقَلِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدًا الْأَزْرَقَ، يَقُولُ: رَأَيْتُ كَأَنِّي عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أُسْوِي التُّرَابَ عَلَيْهِ إِذْ انْشَقَّ الْقَبْرُ فَخَرَجَ بِأَبِي وَأُمِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي: ادْعُ اللَّهَ لِي بِالشَّهَادَةِ، فَقَالَ اللَّهُمَّ ارْزُقْ أَبَا عُثْمَانَ الشَّهَادَةَ، ثُمَّ سَكَتَ هُنَيْئَةً ثُمَّ قُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا نَبِيَّ اللَّهِ ادْعُ لِي بِالشَّهَادَةِ، قَالَ: اللَّهُمَّ ارْزُقْ أَبَا عُثْمَانَ الشَّهَادَةَ، ثُمَّ سَكَتَ هُنَيْئَةً ثُمَّ قُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا نَبِيَّ اللَّهِ ادْعُ لِي بِالشَّهَادَةِ، قَالَ: اللَّهُمَّ ارْزُقْ أَبَا عُثْمَانَ الشَّهَادَةَ، يَا سَعِيدُ إِنْ تَرَأَى أَنْ تَرِدَ عَلَى الْحَوْضِ فَلَا تَعْمَلَنَّ بِشَيْءٍ مِنْ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ

৩৬৬ - আবু বকর ইবন আবি আওন আল-মাদীনী আমাকে বর্ণনা করেছেন, আবু বকর আর-রাহাদী আমাদের বর্ণনা করেছেন আবি হাম্মাদ আস-সাকলাবী থেকে, তিনি বলেছেন: আমি সাঈদ আল-আযরাক-কে বলতে শুনেছি: আমি যেন নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কবরের উপর ছিলাম এবং আমি তার উপর মাটি সমান করছিলাম, এমন সময় হঠাৎ কবর ফেটে গেল এবং আমার পিতা-মাতা যার উপর উৎসর্গীকৃত, সেই (নবী) সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বেরিয়ে এসে কবরের কিনারে বসলেন। তখন আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত হোন! আল্লাহর কাছে আমার জন্য শাহাদাত কামনা করুন। তখন তিনি বললেন: হে আল্লাহ, আবু উসমানকে শাহাদাত দান করুন। তারপর তিনি কিছুক্ষণ নীরব হলেন। তারপর আমি বললাম: হে আল্লাহর নবী, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত হোন! আমার জন্য শাহাদাত কামনা করুন। তিনি বললেন: হে আল্লাহ, আবু উসমানকে শাহাদাত দান করুন। তারপর তিনি কিছুক্ষণ নীরব হলেন। তারপর আমি বললাম: হে আল্লাহর নবী, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত হোন! আমার জন্য শাহাদাত কামনা করুন। তিনি বললেন: হে আল্লাহ, আবু উসমানকে শাহাদাত দান করুন। হে সাঈদ, যদি তুমি হাউজে (কাউসার) উপস্থিত হতে চাও, তবে আবু হানিফার কোনো কথা অনুযায়ী আমল করো না।

(ص: 218) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ

আবু ইসহাক আল-ফাযারী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন)

(ص: 218) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

367 - حَدَّثَنِي مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاهِمٍ، نَا يَزِيدُ بْنُ يَوْسُفَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ، قَالَ: لَمَّا قَتَلَ أَخِي جُنْتُ الْكُوفَةِ فَسَأَلْتُ عَنْ أَخِي فَقَالُوا: اسْتَفْتَى أَبَا حَنِيفَةَ فِي الْخُرُوجِ مَعَ إِبْرَاهِيمَ فَأَفْتَاهُ فَقُلْتُ لَهُ تُفْتِي أَخِي بِالْخُرُوجِ مَعَهُ؟ يَعْنِي إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: نَعَمْ وَهُوَ خَيْرٌ مِنْكَ

৩৬৭ - মানসূর ইবনে আবী মুযাহিম আমাকে বর্ণনা করেছেন; ইয়াযীদ ইবনে ইউসুফ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন; আবু ইসহাক আল-ফাযারীর সূত্রে। তিনি বলেন: যখন আমার ভাইকে হত্যা করা হলো, আমি কুফায় আসলাম এবং আমার ভাই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তারা বললো: সে ইবরাহিমের সাথে বিদ্রোহে বের হওয়ার ব্যাপারে আবু হানিফার কাছে ফতোয়া চেয়েছিল এবং তিনি তাকে ফতোয়া দিয়েছিলেন। তখন আমি তাকে (আবু হানিফাকে)

বললাম: আপনি আমার ভাইকে তার সাথে (অর্থাৎ, ইবরাহিমের সাথে) বিদ্রোহে বের হওয়ার ফতোয়া দিলেন? তিনি বললেন: হ্যাঁ, এবং সে তোমার চেয়ে উত্তম।

(ص: 218) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

368 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ أَبُو نَشِيطٍ، حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ يَعْنِي الْفَرَّاءَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ الْفَزَارِيَّ، يَقُولُ: «كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ مُرْجِيًّا يَرَى السَّيْفَ»

৩৬৮ - আমাকে মুহাম্মাদ ইবনু হারুন আবু নাশীত বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমাকে আবু সালিহ—অর্থাৎ আল-ফারী—বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি আবু ইসহাক আল-ফারী-কে বলতে শুনেছি: “আবু হানিফা একজন মুরজিয়া ছিলেন এবং তিনি তরবারির পক্ষপাতী ছিলেন।”

(ص: 218) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

369 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ، نَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْفَزَارِيَّ، يَقُولُ «حَدَّثْتُ [ص: 219] أَبَا حَنِيفَةَ، بِحَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَدِّ السَّيْفِ فَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ خُرَافَةٌ»

৩৬৯ - আমাদের নিকট মুহাম্মাদ ইবনু হারুন বর্ণনা করেছেন, আমাদের নিকট আবু সালিহ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি আল-ফারীকে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন: "আমি পৃষ্ঠা: ২১৯ আবু হানিফার নিকট তলোয়ার ফিরিয়ে দেওয়া সম্পর্কিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি হাদিস বর্ণনা করলাম। তখন তিনি বললেন: এটি একটি উপকথার হাদিস।"

(ص: 219) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

370 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ، نَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْفَزَارِيَّ

371 - وَحَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا أَبُو تَوْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ، قَالَ: " كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ إِيْمَانُ إِبْلِيسَ وَإِيْمَانُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَاحِدٌ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَبِّ ، وَقَالَ إِبْلِيسُ: يَا رَبِّ "

370 - মুহাম্মাদ ইবনে হারুন আমাকে বর্ণনা করেছেন, আবু সালিহ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি আল-ফাজারীর নিকট শুনেছি।

371 - এবং ইবরাহীম ইবনে সাঈদ আমাকে বর্ণনা করেছেন, আবু তাওবাহ বর্ণনা করেছেন, আবু ইসহাক আল-ফাজারী থেকে। তিনি (আল-ফাজারী) বলেছেন: আবু হানিফা বলতেন, "ইবলিসের ঈমান এবং আবু বকর আস-সিদ্দীক (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন)-এর ঈমান এক। আবু বকর বলেছেন: হে আমার রব!, এবং ইবলিসও বলেছে: হে আমার রব!"

(ص: 219) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

372 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، نَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ الْفَزَارِيَّ، يَقُولُ: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: «يَا أَبَا إِسْحَاقَ أَيُّنَ تَسْكُنُ الْيَوْمَ؟» فَقُلْتُ لَهُ بِالْبَصِيصَةِ، قَالَ: «لَوْ ذَهَبَتْ حَيْثُ ذَهَبَ أَخُوكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ، وَكَانَ أَخُو أَبِي إِسْحَاقَ خَرَجَ مَعَ الْبُيَّضَةِ فَقَتَلَهُ الْمُسَوْدَةُ»

372 - মুহাম্মাদ আমাকে বর্ণনা করেছেন, আবু সালিহ বলেছেন: আমি আবু ইসহাক আল-ফাজারীকে বলতে শুনেছি যে, আবু হানিফা বলেছেন: «হে আবু ইসহাক, আজ আপনি কোথায় বসবাস করেন?» আমি তাকে বললাম, আল-মিস্সীসায়। তিনি বললেন: «যদি তুমি সেখানে যেতে যেখানে তোমার ভাই গেছে, তবে তা তোমার জন্য ভালো হতো।» আর আবু ইসহাকের ভাই শ্বেতবস্ত্রধারী (আল-মুবিয়্যাদাহ) দলের সাথে বেরিয়েছিলেন, অতঃপর কৃষ্ণবস্ত্রধারী (আল-মুসাওয়িদাহ) দল তাকে হত্যা করেছিল।

(ص: 219) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

373 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي خَلْفُ بْنُ تَيْمٍ، حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، قَالَ: قَالَ لِي أَبُو حَنِيفَةَ: «مَخْرَجُ أَخِيكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَخْرَجِكَ قَالَ خَلْفٌ وَكَانَ الْفَزَارِيُّ خَرَجَ إِلَى الْبَصِيصَةِ وَخَرَجَ أَخُوهُ مَعَ إِبْرَاهِيمَ حِينَ خَرَجَ بِالْبَصْرَةِ فِي الْفِتْنَةِ»

৩৭৩ - আহমাদ ইবনু ইবরাহীম আমাকে বর্ণনা করেছেন, খালাফ ইবনু তামীম আমাকে বর্ণনা করেছেন, আবু ইসহাক আল-ফাযারী আমাকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: আবু হানীফা আমাকে বলেছিলেন: "তোমার ভাইয়ের বের হওয়া আমার কাছে তোমার বের হওয়ার চেয়ে অধিক প্রিয়।" খালাফ বলেছেন, আর আল-ফাযারী আল-মিসসিসার দিকে বের হয়েছিলেন এবং তার ভাই ইবরাহীমের সাথে বের হয়েছিলেন যখন ইবরাহীম বাসরায় বিদ্রোহের সময় বের হয়েছিলেন।

(ص: 219) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

جَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ

ফকীহগণের একটি জামাত, আল্লাহ তাঁদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।

(ص: 219) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

374 - حَدَّثَنَا مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا خَالِدٍ الْأَحْمَرَ، يَقُولُ: «اسْتُتِيبَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنَ الْأَمْرِ الْعَظِيمِ مَرَّتَيْنِ»

374 - আমাদের কাছে মুসা আল-আনসারী হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি আবু খালিদ আল-আহমারকে বলতে শুনেছি: “আবু হানিফাকে একটি গুরুতর বিষয়ে দুবার তাওবা করতে বলা হয়েছিল।”

(ص: 220) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

375 - حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ، نَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: ذَكَرَ أَبَا حَنِيفَةَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ فَقَالَ: وَدِدْتُ أَنَّهُ وَفَّقَ فَأَخْبَرْتُ شَرِيكًا، فَقَالَ: «لَمْ قَالَ وَدِدْتُ أَنَّهُ وَفَّقَ لَا يَتَعَلَّمُ مِنَّا يُحَسِّنُونَ شَيْئًا»

৩৭৫ - আমাকে আব্দুর রহমান ইবনে সালিহ বর্ণনা করেছেন, যে ইয়াহইয়া ইবনে আদম বলেছেন: হাসান ইবনে সালিহ আবু হানিফা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং বলেছেন: "আমি কামনা করতাম যে, তিনি তাওফিকপ্রাপ্ত হতেন।" অতঃপর আমি শারিককে (এ কথা) জানালাম, তখন তিনি বললেন: "তিনি কেন এমন বললেন আমি কামনা করতাম যে, তিনি তাওফিকপ্রাপ্ত হতেন? তিনি তো তাদের উত্তম জ্ঞান থেকে কিছুই শিখেন না।"

(ص: 220) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

376 - حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ، ثنا طَلْقُ بْنُ غَنَامٍ، قَالَ: قُلْتُ لِحَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ وَأَبْطَأٍ فِي قَضِيَّةٍ فَقَالَ: «إِنَّمَا هُوَ رَأْيٌ لَيْسَ بِكِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ وَإِنَّمَا أَحْزَهُ فِي لَحْيِي قَدْ رَأَيْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ فِي شَيْءٍ عَشْرَةَ أَقْوَالٍ ثُمَّ يَرْجِعُ فَمَا عَجَلْتِي؟»

376 - আব্দুর রহমান ইবনে সালেহ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন; (তিনি বলেছেন,) তালক ইবনে গান্নাম বলেছেন: আমি হফস ইবনে গিয়াছকে বললাম যখন তিনি একটি বিষয়ে (সিদ্ধান্ত নিতে) বিলম্ব করছিলেন। তখন তিনি বললেন: "এটি তো কেবল একটি অভিমত, কিতাব (কুরআন) বা সুন্নাহ (হাদিস) নয়। আর এই বিষয়টি আমার অন্তরাআয় এক গভীর রেখা ঐকেছে। আমি তো দেখেছি যে, আবু হানিফা একটি বিষয়ে দশটি ভিন্ন ভিন্ন অভিমত দিতেন, তারপর তা থেকে ফিরে আসতেন (মত পরিবর্তন করতেন)। তাহলে আমার এত তাড়াহুড়ো কিসের?"

(ص: 220) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

377 - سَبَعْتُ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ: قُلْتُ لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ: كَانَ عِنْدَنَا عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ، فَقَالَ: «قَدْ كَانَ عِنْدَكُمْ مَنْ قَلَّبَ الْأَمْرَ هَكَذَا وَقَلَّبَ أَيْ بَطَّنَ كَفِّهِ عَلَى ظَاهِرِهَا، يَغْنِي أَبَا حَنِيفَةَ»

৩৭৭ - আমি আমার পিতাকে (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) বলতে শুনেছি যে, আব্দুল্লাহ ইবনে ইদ্রিস বললেন: আমি মালিক ইবনে আনাসকে বললাম: আমাদের কাছে আলকামা এবং আসওয়াদ ছিলেন। অতঃপর তিনি বললেন: "নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে এমন একজন ছিলেন যিনি বিষয়টি এভাবে পাল্টে দিয়েছিলেন।" (এবং তিনি তাঁর হাতের তালু পিঠের উপর উল্টিয়ে দেখালেন, অর্থাৎ তিনি আবু হানিফাকে বোঝাতে চেয়েছিলেন।)

(ص: 220) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

378 - حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سُفْيَانَ، نَا طَلْقُ بْنُ غَنَامٍ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، يَقُولُ: «جَلَسْتُ إِلَى أَبِي حَنِيفَةَ فَقَالَ فِي مَسْأَلَةٍ بِعَشْرَةِ أَقَاوِيلَ لَا نَدْرِي بِأَيِّهَا نَأْخُذُ»

378 - হারুন ইবনু সুফইয়ান আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তালক ইবনু গান্নাম আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, হাফস ইবনু গিয়াস আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: "আমি আবু হানীফা (রহ.)-এর নিকট বসেছিলাম, তখন তিনি একটি মাসআলা (ধর্মীয় বিধান) সম্পর্কে দশটি ভিন্ন অভিমত পেশ করলেন। আমরা জানি না যে, এর মধ্য থেকে কোনটি গ্রহণ করব।"

(ص: 220) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

379 - حَدَّثَنِي هَارُونُ، حَدَّثَنِي عَرَزَةُ بْنُ الْخُرَّاسَانِيِّ، قَالَ: سَبَعْتُ أَبَا حَمْرَةَ [ص: 221] السُّكَّرِيِّ، يَقُولُ: "قَدِمْتُ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ مَسَائِلَ، ثُمَّ غِبْتُ عَنْهُ نَحْوًا مِنْ عَشْرِينَ سَنَةً ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَإِذَا هُوَ قَدْ رَجَعَ عَنْ تِلْكَ الْمَسَائِلِ، وَقَدْ أَفْتَيْتُ بِهَا النَّاسَ، فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ: إِنَّا نَرَى الرَّأْيَ ثُمَّ نَرَى غَدًا غَيْرَهُ فَتَرْجِعُ عَنْهُ، فَقَالَ: أَنْتَ بَعْدُ تَرْتَادُ لِدِينِكَ بِئْسَ الرَّجُلُ أَنْتَ أَوْ كَمَا قَالَ "

৩৭৯ - আমার নিকট হারুন বর্ণনা করেছেন, আমার নিকট আরাযা ইবনুল খুরাসানি বর্ণনা করেছেন। তিনি (আরাযা) বলেন: আমি আবু হামযাহ [পৃ: ২২১] আস-সুকাৱী (রহ.)-কে বলতে শুনেছি: "আমি আবু হানিফার (রহ.) নিকট আগমন করে তাকে কিছু মাসআলা (ধর্মীয় বিধান) সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম। অতঃপর আমি প্রায় বিশ বছর তার থেকে অনুপস্থিত ছিলাম। এরপর যখন আমি পুনরায় তার নিকট আসলাম, তখন দেখলাম তিনি সেই মাসআলাগুলো (পূর্বের অভিমত) থেকে ফিরে এসেছেন। অথচ আমি সেই ফতোয়াগুলো দিয়ে মানুষকে ফতোয়া প্রদান করেছিলাম। তখন আমি তাকে বললাম, তিনি (আবু হানিফা) বললেন: আমরা একটি অভিমত (রায়) গ্রহণ করি, অতঃপর পরে তার ভিন্ন কিছু দেখি, তখন আমরা তা থেকে ফিরে আসি। (তখন আবু হামযাহ) বললেন: তুমি এখনও তোমার দীনের (বিধান) জন্য অনুসন্ধান করছো (বা নতুন নতুন মত গ্রহণ করছো)! তুমি কতই না মন্দ লোক! অথবা তিনি (আবু হামযাহ) যেমন বলেছিলেন।"

(ص: 221) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

380 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، نَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، قَالَ: "شَهِدْتُ أَبَا حَنِيفَةَ وَكَتَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فِي أَشْيَاءَ فَجَعَلَ يَقُولُ: يُقْطَعُ يُقْطَعُ حَتَّى سَأَلَهُ عَمَّنْ سَرَقَ مِنَ النَّخْلِ شَيْئًا فَقَالَ: يُقْطَعُ، فَقُلْتُ لِلرَّجُلِ: لَا تَكْتُبَنَّ هَذَا، هَذَا مِنْ زَلَّةٍ الْعِلْمِ، قَالَ لِي: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا قُطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ» قَالَ: أَمْحُ ذَاكَ وَاكْتُبْ لَا يُقْطَعُ لَا يُقْطَعُ"

৩৮০ - আহমেদ ইবনে ইবরাহীম আদ-দাওরাঈ আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন) আমাদের কাছে আফফান ইবনে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন) আমাদের কাছে আবু আওয়ানা বর্ণনা করেছেন। তিনি বললেন: "আমি আবু হানীফাকে দেখেছি, এক ব্যক্তি তাকে কিছু বিষয় সম্পর্কে লিখেছিলেন। তখন তিনি বলতে লাগলেন: (তার) হাত কাটা যাবে, (তার) হাত কাটা যাবে। এমনকি যখন সে তাকে খেজুর গাছ থেকে কিছু চুরি করা ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো, তখন তিনি বললেন: (তার) হাত কাটা যাবে। তখন আমি সেই লোকটিকে বললাম: এটা লিখবেন না। এটা জ্ঞানের বিচ্যুতি। সে আমাকে বললো: সেটা কী? তিনি বললেন: আমি বললাম: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: «ফল কিংবা

খেজুরের কাদি বা মজ্জার ক্ষেত্রে হাত কাটার শাস্তি নেই।» তিনি (আবু হানীফা) বললেন: ওটা মুছে দাও এবং লেখো: (তার) হাত কাটা যাবে না, (তার) হাত কাটা যাবে না।"

(ص: 222) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

381 - حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي أَسْوَدُ بْنُ سَالِمٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ فِي مَسْجِدِ بَنِي أُسَيْدٍ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ «سَوَّدَ اللَّهُ وَجْهَ أَبِي حَنِيفَةَ وَوَجْهَ مَنْ يَقُولُ بِهَذَا»

381 - হারুন ইবনে সুফিয়ান আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আসওয়াদ ইবনে সালিম আমাকে বর্ণনা করেছেন: আমি আবু বকর ইবনে আইয়্যাসের সাথে বনু উসাইদের মসজিদে ছিলাম, যা কিবলার দিকে অবস্থিত ছিল। তখন এক ব্যক্তি তাকে একটি ধর্মীয় বিধান সম্পর্কিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলো। একজন লোক বললো, "আবু হানিফা এমন এমন বলেছেন।" তখন আবু বকর ইবনে আইয়্যাস বললেন, "আল্লাহ আবু হানিফার মুখ কালো করুন এবং যারা এই কথা বলে তাদের মুখও কালো করুন।"

(ص: 222) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

382 - حَدَّثَنِي أَبُو الْفَضْلِ الْخُرَاسَانِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: ذَكَرْتُ أَبَا حَنِيفَةَ عِنْدَ الْأَوْزَاعِيِّ وَذَكَرْتُ عَلَيْهِ وَفَقَّهَهُ فَكَرِهَ ذَلِكَ الْأَوْزَاعِيُّ وَظَهَرَ لِي مِنْهُ الْغَضَبُ وَقَالَ: "تَذَرِي مَا تَكَلَّمْتُ بِهِ تُطْرِي رَجُلًا يَرَى السَّيْفَ عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ، فَقُلْتُ: إِنِّي لَسْتُ عَلَى رَأْيِهِ وَلَا مَذْهَبِهِ، فَقَالَ: قَدْ نَصَحْتُكَ فَلَا تُكْرَهُ فَقُلْتُ قَدْ قَبِلْتُ "

382 - আমার নিকট আবু আল-ফাদল আল-খুরাসানি বর্ণনা করেছেন, তিনি আহমাদ ইবনুল হাজ্জাজের সূত্রে, তিনি সুফিয়ান ইবনু আবদিল মালিকের সূত্রে, তিনি ইবনুল মুবারকের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইবনুল মুবারক বললেন: আমি আওয়াঈর নিকট আবু হানিফা (রহ.)-এর কথা

উল্লেখ করলাম এবং তাঁর জ্ঞান ও ফিকাহ (ইসলামী আইনশাস্ত্র) সম্পর্কে আলোচনা করলাম। এতে আওয়াঈ অসন্তুষ্ট হলেন এবং আমার নিকট তাঁর ক্রোধ প্রকাশ পেল। তিনি বললেন: "তুমি কি জানো তুমি কী কথা বলেছ? তুমি এমন একজন ব্যক্তির প্রশংসা করছো যিনি মুসলিমদের বিরুদ্ধে তলোয়ার প্রয়োগকে বৈধ মনে করেন!" তখন আমি বললাম: "আমি তাঁর মত বা তাঁর মাযহাবের (ধর্মীয় মতবাদের) অনুসারী নই।" তখন তিনি বললেন: "আমি তোমাকে উপদেশ দিয়েছি, সুতরাং (আমার কথায়) অসন্তুষ্ট হয়ো না।" তখন আমি বললাম: "আমি তা গ্রহণ করেছি।"

(ص: 222) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

383 - حَدَّثَنِي أَبُو الْفَضْلِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الْجَبَالُ الرَّازِيُّ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ، فَحَدَّثَ فِيهَا، بِأَحَادِيثَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ خِلَافَ هَذَا فَغَضِبَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَقَالَ: «أَخْبَرْتُكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ وَتَأْتِيَنِي بِرَجُلٍ يَرَى السَّيْفَ عَلَى أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

৩৮৩ - আবুল ফাদল আমাকে বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনু মিহরান আল-জামাল আর-রাযী আমাদের নিকট এমন ব্যক্তির সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যিনি তাঁকে ইবনুল মুবারকের নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইবনুল মুবারককে একটি মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তখন তিনি সে বিষয়ে কিছু হাদীস বর্ণনা করলেন। অতঃপর এক ব্যক্তি তাঁকে বলল: "আবু হানিফা তো এর বিপরীত কথা বলেন।" এতে ইবনুল মুবারক রাগান্বিত হলেন এবং বললেন: "আমি তোমাকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীগণের সূত্রে বর্ণনা করেছি, আর তুমি আমার নিকট এমন একজন লোকের কথা বলছো যে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উম্মতের উপর তলোয়ারের ব্যবহারকে বৈধ মনে করে?"

(ص: 222) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

384 - حَدَّثَنِي أَبُو الْفَضْلِ، نَافُيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْإِرْجَاءِ وَخَاصَمَ فِيهِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: «يَنْبَغِي أَنْ يُنْفَى مِنَ الْكُوفَةِ أَوْ يُخْرَجَ مِنْهَا»

384 - আবু আল-ফাদল আমাকে বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান ইবনে ওয়াকি তাঁর পিতা থেকে (বর্ণনা করে) বলেছেন: যখন আবু হানিফা ইরজা (মতবাদ) নিয়ে কথা বললেন এবং তাতে (এ বিষয়ে) বিতর্ক করলেন, তখন সুফিয়ান আল-থাওরি বললেন: "তাকে কুফা থেকে নির্বাসিত করা উচিত অথবা সেখান থেকে বের করে দেওয়া উচিত।"

(ص: 223) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

385 - حَدَّثَنِي أَبُو الْفَضْلِ، نَافُيَانُ بْنُ الْفَرَجِ الْخِطَّاطُ، نَافُيَانُ بْنُ أَبِي سُوَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ، يَقُولُ: «أَبُو حَنِيفَةَ هَذَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يُدْخِلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَارَ جَهَنَّمَ»

385 - আমার কাছে আবুল ফাদল বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে আল-হুসাইন ইবনুল ফারাজ আল-খাইয়াত বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে ইবরাহিম ইবনু আবি সুওয়াইদ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: আমি হাম্মাদ ইবনু সালামাহকে বলতে শুনেছি: "এই আবু হানিফা, আল্লাহর কসম! আমি নিশ্চিতভাবে আশা করি যে, আল্লাহ মহিমাম্বিত ও পরাক্রমশালী তাকে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করাবেন।"

(ص: 223) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

386 - حَدَّثَنِي أَبُو الْفَضْلِ، نَافُيَانُ بْنُ شَبَّاسٍ، نَافُيَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ، قَالَ: «كَانَ وَاللَّهِ أَبُو حَنِيفَةَ مُرْجِيًّا وَدَعَانِي إِلَى الْإِرْجَاءِ فَأَبَيْتُ عَلَيْهِ»

386 - আমাকে আবুল ফাদল বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাদের কাছে ইবরাহীম ইবনে শাম্মাস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাদের কাছে আবু আব্দুর রহমান আল-মুকরী বর্ণনা

করেছেন। তিনি বলেছেন: "আল্লাহর শপথ, আবু হানিফা একজন মুরজিয়া ছিলেন এবং তিনি আমাকে ইরজা মতবাদের দিকে আহ্বান করেছিলেন, কিন্তু আমি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলাম।"

(ص: 223) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

387 - أَخْبَرْتُ عَنْ مُطَرِّفِ الْيَسَارِيِّ الْأَصَمِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ «الدَّاءُ الْعُضَالُ الْهَلَاكُ فِي الدِّينِ أَبُو حَنِيفَةَ الدَّاءُ الْعُضَالُ»

387 - আমাকে মুতাররিফ আল-ইয়াসারী আল-আসসাম থেকে, তিনি মালিক ইবনে আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: দুরারোগ্য ব্যাধি হলো দ্বীনের মধ্যে ধ্বংস। আবু হানিফা হচ্ছেন দুরারোগ্য ব্যাধি।

(ص: 223) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

388 - حَدَّثَنِي أَبُو الْفَضْلِ الْخُرَاسَانِيُّ، نَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، وَكَانَ، ثِقَةً، قَالَ: «رَأَيْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ وَأَبَا حَنِيفَةَ فَرَأَيْتُ سُفْيَانَ أَعْلَمَ بِمَا كَانَ وَأَبُو حَنِيفَةَ أَعْلَمُ بِمَا لَمْ يَكُنْ»

388 - আমার কাছে আবুল ফাদল আল-খুরাসানি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমাদের কাছে ইয়াহইয়া ইবনু আইয়ুব বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু আল-জাহম থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু আল-জাহম ছিলেন নির্ভরযোগ্য। তিনি বলেছেন: "আমি সুফিয়ান আস-সাওরী এবং আবু হানিফাকে দেখেছি। অতঃপর আমি দেখেছি যে, সুফিয়ান বিদ্যমান বিষয়াবলী সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী ছিলেন এবং আবু হানিফা বিদ্যমান নয় এমন বিষয়াবলী সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী ছিলেন।"

(ص: 224) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

389 - حَدَّثَنِي أَبُو الْفَضْلِ الْخُرَاسَانِيُّ، ثنا مَسْعُودُ بْنُ خَلْفٍ، قَالَ: ثنا وَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ قَالَ لِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ "يُظْهَرُ بِبَلَدِكُمْ كَلَامُ أَبِي حَنِيفَةَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: مَا يَنْبَغِي لِبَلَدِكُمْ أَنْ يُسْكَنَ"

389 - আবু আল-ফাদল আল-খুরাসানি আমাকে বর্ণনা করেছেন, মাসউদ ইবনে খালাফ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: ওয়ালিদ ইবনে মুসলিম আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: মালিক ইবনে আনাস আমাকে বলেছিলেন, "তোমাদের দেশে কি আবু হানিফার (রহ.) মতবাদ প্রচলিত আছে?" আমি বললাম: "হ্যাঁ।" তিনি বললেন: "তোমাদের দেশে বসবাস করা উচিত নয়।"

(ص: 224) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

390 - حَدَّثَنِي أَبُو الْفَضْلِ، حَدَّثَنِي أَسْوَدُ بْنُ سَالِمٍ، قَالَ: «إِذَا جَاءَ الْأَثَرُ الْقَيْنَا رَأَيْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابَهُ فِي الْحُشِّ». ثُمَّ قَالَ لِي أَسْوَدُ: «عَلَيْكَ بِالْأَثَرِ فَالْزَمَهُ أَدْرَكْتَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ رَأْيَ أَبِي حَنِيفَةَ وَيَعِيبُونَهُ»

390 - আবু আল-ফাদল আমাকে বর্ণনা করেছেন, আসওয়াদ ইবনে সালিম আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: «যখন প্রমাণিত বর্ণনা (আছার) আসে, তখন আমরা আবু হানিফা ও তাঁর সঙ্গীদের অভিমত আবর্জনাসুপে নিক্ষেপ করি।» অতঃপর আসওয়াদ আমাকে বললেন: «তুমি আছারকে (প্রমাণিত বর্ণনাকে) আঁকড়ে ধরো এবং তাকে দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করো। আমি দেখেছি যে, জ্ঞানীরা আবু হানিফার অভিমতকে অপছন্দ করেন এবং এর নিন্দা করেন।»

(ص: 224) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

391 - حَدَّثَنِي أَبُو الْفَضْلِ، حَدَّثَنِي مَسْعُودُ بْنُ خَلْفٍ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ، يَقُولُ: «أَخْطَأَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَخَذْتُ كَفًّا مِنْ حَصَى فَضَرَبْتُ بِهِ وَجْهَهُ»

৩৯১ - আবু আল-ফাদল আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, মাসউদ ইবনে খালাফ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, ইসহাক ইবনে ঈসা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মদ ইবনে জাবির আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: আমি আবু হানিফাকে বলতে শুনেছি, "উমার ইবনুল খাত্তাব ভুল করেছিলেন, ফলে আমি এক মুঠো নুড়ি নিয়ে তাঁর মুখে ছুঁড়ে মেরেছিলাম।"

(ص: 224) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

392 - حَدَّثَنِي أَبُو الْفَضْلِ الْخُرَاسَانِيُّ، ثنا حَمَّادُ بْنُ أَبِي حَمْرَةَ السُّكَّرِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ، أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ مَسْأَلَةٍ، فَحَدَّثَهُ فِيهَا، بِحَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ بِخِلَافِ هَذَا فَغَضِبَ ابْنُ الْمُبَارَكِ غَضَبًا شَدِيدًا وَقَالَ: «أُرَوِّي لَكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَأْتِينِي بِرَأْيِ رَجُلٍ يَرُدُّ الْحَدِيثَ لَا حَدَّثْتُكُمْ الْيَوْمَ بِحَدِيثٍ، وَقَامَ»

৩৯২ -

আবু আল-ফাদল আল-খুরাসানী আমাকে বর্ণনা করেছেন; (তিনি বলেছেন) হাম্মাদ ইবনে আবি হামযা আস-সুন্ধারি আমাদের কাছে সালামা ইবনে সুলাইমান থেকে বর্ণনা করেছেন, সালামা ইবনে সুলাইমান ইবনে আল-মুবারাক থেকে (বর্ণনা করেছেন) যে, এক ব্যক্তি তাঁকে একটি ধর্মীয় বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল। তখন তিনি তাকে সে বিষয়ে নবী করীম (তাঁর উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক) থেকে বর্ণিত একটি হাদিস বর্ণনা করলেন। লোকটি বলল: আবু হানিফা এর বিপরীত কথা বলেছেন। তখন ইবনে আল-মুবারাক ভীষণভাবে ক্রুদ্ধ হলেন এবং বললেন: "আমি তোমাকে আল্লাহর রাসূল (তাঁর উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক) থেকে (হাদিস) বর্ণনা করছি, আর তুমি আমার কাছে এমন এক ব্যক্তির মতামত নিয়ে আসছ যে হাদিস প্রত্যাখ্যান করে? আজ আমি তোমাদেরকে আর কোনো হাদিস বর্ণনা করব না!" এই বলে তিনি উঠে গেলেন।

(ص: 224) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

393 - أَخْبَرْتُ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنِي أَبُو عَوَانَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ [ص: 225]، وَسُئِلَ، عَنِ الْمُسْكِرِ، فَقَالَ: «حَلَالٌ»، وَسُئِلَ عَنِ النَّبِيذِ الشَّدِيدِ، فَقَالَ: «حَلَالٌ»، وَسُئِلَ عَنِ الدَّاذِي، فَقَالَ: «حَلَالٌ»

৩৯৩ - আমাকে মুসা ইবনে ইসমাইল থেকে খবর দেওয়া হয়েছে, আবু আওয়ানা আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি আবু হানিফাকে [পৃ: ২২৫] শুনেছি, এবং তাঁকে নেশায়ুক্ত দ্রব্য (المسكر) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তখন তিনি বললেন: «হালাল», এবং তাঁকে শক্তিশালী নাবীয (النبيذ الشديد) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তখন তিনি বললেন: «হালাল», এবং তাঁকে দা-যী (الداذي) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তখন তিনি বললেন: «হালাল»

(ص: 225) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

394 - حَدَّثَنِي أَبُو الْفَضْلِ الْخُرَاسَانِيُّ، حَدَّثَنِي حَمَّادُ بْنُ أَبِي حَمْرَةَ السَّكْرِيُّ، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَذَكَرَ لَهُ مَسْأَلَةً مِنْ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، فَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: «قُطِعَ الطَّرِيقُ أَحْيَانًا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا الْقِيَاسِ»

৩৯৪ - আবু আল-ফাদল আল-খুরাসানি আমাকে বর্ণনা করেছেন, হাম্মাদ ইবনু আবি হামযা আস-সুকারি আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (হাম্মাদ) বলেছেন: সুফিয়ান ইবনু আবদিল মালিক বলেছেন: ইবনু আল-মুবারক বলেছেন, এবং তাঁর নিকট আবু হানিফার একটি উক্তি থেকে একটি মাসআলা (আইনগত প্রশ্ন) উত্থাপন করা হলে, ইবনু আল-মুবারক বললেন: «কখনও কখনও পথ ডাকাতি এই কিয়াস থেকে উত্তম।»

(ص: 225) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

395 - حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَسْوَدَ بْنَ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي زَائِدَةَ، فَقَالَ: «كَانَ حَافِظًا وَلَكِنْ كَانَ يَذْكُرُ أَبَا حَنِيفَةَ وَيَقُولُ بِقَوْلِهِ فَهُوَ عِنْدِي ضَعِيفٌ يَعْنِي مِنْ أَجْلِ ذِكْرِهِ لِأَبِي حَنِيفَةَ أَيْ يُحَدِّثُ عَنْهُ أَوْ يَذْكُرُهُ»

395 - হারুন ইবনে সুফিয়ান আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি আসওয়াদ ইবনে সালিমকে আবু জাইদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তখন তিনি বলেন: "সে (আবু জাইদা) একজন প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিল, কিন্তু সে আবু হানিফার কথা উল্লেখ করত এবং তাঁর মতামত গ্রহণ করত। সুতরাং, আমার মতে, সে দুর্বল।" অর্থাৎ, আবু হানিফার নাম উল্লেখ করার কারণে—তাৎপর্য হলো, সে তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনা করত অথবা তাঁর আলোচনা করত।

(ص: 225) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

396 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُوَيْهِ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَقِيلَ، لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ مُرْجِيٌّ؟ فَقَالَ: «أَتَى حَقًّا»

396 - মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল মালিক ইবনে জানজুওয়াইহ আমাকে বর্ণনা করেছেন, আব্দুর রাজ্জাক থেকে। তাকে (আব্দুর রাজ্জাককে) জিজ্ঞাসা করা হলো, "আবু হানিফা কি একজন মুরজিয়্যা?" তখন তিনি বললেন, "তিনি সত্যের উপর আছেন।"

(ص: 225) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

397 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ، نَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ أَسْبَاطٍ، يَقُولُ: "لَمْ يُولَدْ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى الْفِطْرَةِ قَالَ: وَسَمِعْتُ يُوسُفَ، يَقُولُ: رَدَّ أَبُو حَنِيفَةَ أَرْبَعًا أَثَرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"

397 - আমার নিকট মুহাম্মাদ ইবনু হারুন বর্ণনা করেছেন, আবু সালিহ আমাদের জানিয়েছেন, তিনি বললেন: আমি ইউসুফ ইবনু আসবাতকে বলতে শুনেছি: "আবু হানিফা সহজাত প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ করেননি।" তিনি বললেন: এবং আমি ইউসুফকে বলতে শুনেছি: "আবু হানিফা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত চারশত বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করেছেন।"

398 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الدُّورِيُّ الْمَقْرِيُّ، سَمِعْتُ أَبَا نُعَيْمٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ
[ص: 226] النُّعْمَانَ بْنَ ثَابِتٍ وَهُوَ أَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ لِأَبِي يُوسُفَ يَا يَعْقُوبُ لَا تَزُورْ عَنِّي
شَيْئًا فَإِنَّ اللَّهَ مَا أَدْرِي أَمْخُطِيٌّ أَمْ مُصِيبٌ "

৩৯৮ - আমাকে মুহাম্মদ ইবন আবি উমার আদ-দুরি আল-মুকরি বর্ণনা করেছেন। তিনি (মুহাম্মদ) বলেন, আমি আবু নু'আইমকে বলতে শুনেছি। আবু নু'আইম বলেছেন, আমি আন-নু'মান ইবন সাবেতকে, যিনি আবু হানিফা, আবু ইউসুফকে বলতে শুনেছি **পৃষ্ঠা: ২২৬** যে, তিনি (আবু হানিফা) বলছিলেন: হে ইয়াকুব, আমার থেকে কোনো কিছু বর্ণনা করো না। কারণ, আল্লাহর শপথ, আমি জানি না আমি ভুল করছি নাকি সঠিক।

399 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ، نَا أَبُو صَالِحٍ، سَمِعْتُ يُوسُفَ، يَقُولُ: كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ
يَقُولُ «لَوْ أَدْرَكَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَدْرَكْتُهُ لَأَخَذَ بِكَثِيرٍ مِنِّي وَمِنْ قَوْلِي
وَهَلِ الدِّينُ إِلَّا الرَّأْيُ»

৩৯৯ - আমাকে মুহাম্মদ, হারুনের পুত্র, বর্ণনা করেছেন; আবু সালিহ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন; আমি ইউসুফকে বলতে শুনেছি: আবু হানিফা বলতেন, "যদি নবী (তাঁর উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক) আমার সময় পেতেন অথবা আমি তাঁর সময় পেতাম, তবে তিনি আমার অনেক কিছু এবং আমার অনেক উক্তি গ্রহণ করতেন। এবং দ্বীন কি যুক্তিপ্ৰসূত অভিমত (রায়) ছাড়া আর কিছু?"

400 - حَدَّثَنِي أَبُو الْفَضْلِ الْخُرَاسَانِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْبَدَائِنِيُّ، قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ
بُنُ جَابِرٍ: سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ، وَحَدَّثَهُ رَجُلٌ بِحَدِيثٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ فَقَالَ: «أَخْطَأَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ» فَأَخَذْتُ كَفًّا مِنْ حَصَى فَرَمَيْتُهُ بِهِ

800 - আবু আল-ফাদল আল-খুরাসানি আমাকে বর্ণনা করেছেন; মুহাম্মদ ইবনে জাফর আল-মাদাইনি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: মুহাম্মদ ইবনে জাবির বলেছেন: আমি আবু হানিফাকে বলতে শুনেছি, যখন এক ব্যক্তি তাঁকে (আবু হানিফাকে) উমর ইবনে আল-খাত্তাব (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) সম্পর্কিত একটি হাদিস শোনাচ্ছিল। তখন তিনি (আবু হানিফা) বললেন: "উমর ইবনে আল-খাত্তাব ভুল করেছেন।" অতএব, আমি এক মুঠো নুড়ি পাথর নিয়ে তাঁকে (আবু হানিফাকে) লক্ষ্য করে নিষ্ক্ষেপ করলাম।

(ص: 226) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

401 - حَدَّثَنِي أَبُو الْفَضْلِ، نَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، نَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثْتُ أَبَا حَنِيفَةَ، بِحَدِيثٍ فِي النِّكَاحِ أَوْ فِي الطَّلَاقِ قَالَ: «هَذَا قَضَاءُ الشَّيْطَانِ»

402 - حَدَّثَنِي أَبُو الْفَضْلِ ثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ «كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ مُرْجَأًا وَكَانَ مِنَ الدُّعَاةِ وَلَمْ يَكُنْ فِي الْحَدِيثِ بِشَيْءٍ وَصَاحِبُهُ أَبُو يُوسُفَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ»

401 - আবু আল-ফাদল আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইয়াহইয়া ইবনে আইয়ুবের সূত্রে, তিনি আলী ইবনে আসিমের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আলী ইবনে আসিম বলেছেন: আমি আবু হানিফাকে নিকাহ (বিবাহ) অথবা তালাক (বিচ্ছেদ) সংক্রান্ত একটি হাদিস বর্ণনা করলাম। তখন তিনি (আবু হানিফা) বললেন: "এটি শয়তানের ফায়সালা!"

402 - আবু আল-ফাদল আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইয়াহইয়া ইবনে মাজিনের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইয়াহইয়া ইবনে মাজিন বলেছেন: "আবু হানিফা একজন মুরজিয়া ছিলেন এবং তিনি দাওয়াতকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হাদিস বর্ণনায় তিনি দুর্বল ছিলেন। আর তাঁর সঙ্গী আবু ইউসুফের ব্যাপারে কোনো আপত্তির কিছু ছিল না।"

(ص: 226) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

403 - حَدَّثَنِي أَبُو الْفَضْلِ، نَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ [ص: 227]، قَالَ: نَا سَعِيدٌ، قَالَ: " جَلَسْتُ إِلَى أَبِي حَنِيفَةَ بِكَكَّةَ فَذَكَرَ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ رَوَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَذَا وَكَذَا، قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: ذَاكَ قَوْلُ الشَّيْطَانِ، وَقَالَ لَهُ آخَرُ أَلَيْسَ يُرَوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» فَقَالَ: هَذَا سَجْعٌ فَغَضِبْتُ وَقُلْتُ إِنَّ هَذَا مَجْلِسٌ لَا أَعُودُ إِلَيْهِ وَمَضَيْتُ وَتَرَكْتُهُ "

403 - আবু আল-ফাদল আমাকে বর্ণনা করেছেন, মুসলিম ইবনে ইব্রাহিম আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আব্দুল ওয়ারিস ইবনে সাঈদ [পৃষ্ঠা: ২২৭] বলেছেন: সাঈদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: "আমি মক্কায় আবু হানিফার কাছে বসেছিলাম, তখন তিনি কিছু একটা উল্লেখ করলেন। তখন একজন ব্যক্তি তাকে বললেন, উমার ইবনে আল-খাত্তাব (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন) এমন এমন বর্ণনা করেছেন। আবু হানিফা বললেন: ওটা শয়তানের কথা। এবং অন্য একজন তাকে বললেন, আল্লাহর রাসূল (আল্লাহ তাঁর উপর শান্তি ও বরকত বর্ষণ করুন) থেকে কি এমন বর্ণনা করা হয়নি যে, "যে সিঙ্গা লাগায় এবং যার সিঙ্গা লাগানো হয়, তাদের রোজা ভেঙে যায়"? তখন তিনি বললেন: এটা ছন্দোবদ্ধ গদ্য (সাজ)। তখন আমি ক্রুদ্ধ হলাম এবং বললাম, এটা এমন এক মজলিস যেখানে আমি আর ফিরে আসব না, এবং আমি তাকে ছেড়ে চলে গেলাম।"

(ص: 227) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

404 - حَدَّثْتُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ وَكَيْعَ بْنَ الْجَرَّاحِ، حِينَ قَدِمَ عَلَيْنَا حِمَصَ سَنَةِ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ يَقُولُ: " إِيَّاكُمْ وَرَأْيَ أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَبْلَ أَنْ نَأْخُذَ فِي الْقِيَّاسِ، الْبُؤْلُ فِي الْمَسْجِدِ أَحْسَنُ مِنْ بَعْضِ الْقِيَّاسِ "

404 - আমার কাছে ইয়াজিদ ইবন আব্দি রাব্বিহ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: আমি ওয়াকী' ইবনুল জাররাহকে, যখন তিনি হিজরী ৯৩ সনে হিমসে আমাদের কাছে এসেছিলেন, তখন তাকে বলতে শুনেছি: "তোমরা আবু হানীফার মতামত থেকে সাবধান

থেকো। কারণ আমি তাকে বলতে শুনেছি: আমরা ক্রিয়াস (ইসলামী আইনশাস্ত্রে সাদৃশ্যমূলক বিচার) গ্রহণের পূর্বে মসজিদে প্রস্রাব করাও কিছু ক্রিয়াসের চেয়ে উত্তম।"

(ص: 227) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

405 - حَدَّثَنِي أَبُو الْفَضْلِ الْخُرَاسَانِيُّ، نَا أَبُو الْأَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ هُشَيْمًا يَوْمًا عَنْ مَسْأَلَةٍ، فَحَدَّثَهُ فِيهَا، بِحَدِيثٍ فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدَ بْنَ [ص: 228] الْحَسَنِ وَأَصْحَابَهُ يَقُولُونَ بِخِلَافِ هَذَا، فَقَالَ هُشَيْمٌ: «يَا عَبْدَ اللَّهِ إِنَّ الْعِلْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنَ السِّفْلِ»

805 - আবু আল-ফাদল আল-খুরাসানি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আবু আল-আহওয়াস মুহাম্মাদ ইবনে হাইয়ান আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (আবু আল-আহওয়াস) বলেছেন: একদিন এক ব্যক্তি হুশাইমকে একটি মাসআলা (ধর্মীয় বিধান) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তখন তিনি তাকে এ বিষয়ে একটি হাদিস শোনালেন। তখন লোকটি বলল: নিশ্চয়ই আবু হানিফা, মুহাম্মাদ ইবনে [পৃষ্ঠা: ২২৮] আল-হাসান এবং তাদের সঙ্গীরা এর বিপরীত মত পোষণ করেন। তখন হুশাইম বললেন: «হে আল্লাহর বান্দা, জ্ঞান নিম্নস্তরের (ব্যক্তিদের) নিকট থেকে গ্রহণ করা হয় না।»

(ص: 228) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

406 - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنُ عَمٍّ، أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ أَخْبَرَنِي غَيْرُهُ، وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ صَبِيحٍ أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: " لَمَّا وَلِيَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَمَّادٍ ابْنُ أَبِي حَنِيفَةَ الْقَضَاءَ قَالَ: مَضَيْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: بَلَّغْنِي أَنَّكَ تَقُولُ: الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ وَهُوَ مَخْلُوقٌ، فَقَالَ: هَذَا دِينِي وَدِينُ آبَائِي، فَقِيلَ لَهُ: مَتَى تَكَلَّمَ بِهَذَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُ أَوْ بَعْدَ مَا خَلَقَهُ أَوْ حِينَ خَلَقَهُ، قَالَ: فَمَا رَدَّ عَلَيَّ حَرْفًا، فَقُلْتُ: يَا هَذَا اتَّقِ اللَّهَ وَانْظُرْ مَا تَقُولُ وَرَكِبْتُ حِمَارِي وَرَجَعْتُ "

406 - ইসহাক ইবনু ইবরাহীম, আহমাদ ইবনু মানির চাচাতো ভাই, আমাকে বর্ণনা করেছেন। একাধিক ব্যক্তি আমাকে জানিয়েছেন, তাদের মধ্যে আবু উসমান সাঈদ ইবনু সুবাইহও ছিলেন। আবু আমর আশ-শাইবানী আমাকে জানিয়েছেন, তিনি বলেন: "যখন ইসমাঈল ইবনু হাম্মাদ ইবনু আবি হানিফা বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, আমি তার কাছে গেলাম এবং প্রবেশ করে বললাম: আমার কাছে খবর পৌঁছেছে যে আপনি বলেন: কুরআন আল্লাহর বাণী, আর তা সৃষ্টি। তখন তিনি বললেন: এটাই আমার ধর্ম এবং আমার পূর্বপুরুষদের ধর্ম। তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো: কখন তিনি (আল্লাহ) এই বাণী করেছেন – তা সৃষ্টি করার পূর্বে, নাকি তা সৃষ্টি করার পরে, নাকি তা সৃষ্টি করার সময়? তিনি (আবু আমর) বলেন: তিনি আমাকে একটি শব্দও উত্তর দেননি। তখন আমি বললাম: হে ব্যক্তি, আল্লাহকে ভয় করুন এবং আপনি কী বলছেন তা ভেবে দেখুন। এরপর আমি আমার গাধায় চড়ে ফিরে এলাম।"

(ص: 228) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

407 - أَخْبَرْتُ عَنْ هُوَذَةَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ: «رَأَيْتُ أَبَا حَنِيفَةَ وَقَدْ أَخَذَ بِدَحِيَّتِهِ كَأَنَّهُ تَيْسٌ وَهُوَ يُدَارُ بِهِ عَلَى الْحَلْقِ يُسْتَتَابُ مِنَ الْكُفْرِ»

809 - আমাকে হুওযা ইবন খলীফা থেকে অবহিত করা হয়েছে, তিনি বলেছেন: "আমি আবু হানীফাকে দেখেছি যে, তাঁর দাড়ি ধরে রাখা হয়েছিল যেন তিনি একটি পুরুষ ছাগল, আর তাঁকে বিভিন্ন মজলিসে (বা গোষ্ঠীর মধ্যে) ঘোরানো হচ্ছিল, যাতে তিনি কুফর থেকে তওবা করেন।"

(ص: 228) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

408 - حَدَّثَنِي سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: «دَعَانِي أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى الْإِزْجَاءِ»

80৮ - সুওয়াইদ ইবন সাঈদ আমাকে বর্ণনা করেছেন, আব্দুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ বলেছেন: "আবু হানিফা আমাকে ইরজার দিকে আহ্বান করেছিলেন।"

409 - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ الْبَزَّازُ، ثنا عَمْرُو بْنُ شَيْبٍ، سَمِعْتُ خَالِدًا أَبَا سَلَمَةَ الْجُهَنِيَّ، يَقُولُ لِأَبِي حَنِيفَةَ: «يَا أَبَا حَنِيفَةَ إِذَا جَاءَ الْأَكْثَرُ ضَرْبَنَا بِرَأْيِكَ الْحَائِطُ»

409 - আমাকে আলী ইবনে শুআইব আল-বাজ্জাজ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাদের কাছে আমর ইবনে শাবী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি খালিদ আবু সালামা আল-জুহানীকে শুনেছি, তিনি আবু হানিফার উদ্দেশ্যে বলছিলেন: "হে আবু হানিফা! যখন হাদীস ও সাহাবীর উক্তি আসে, তখন আমরা আপনার ব্যক্তিগত মতামতকে দেয়ালে নিক্ষেপ করি।"

410 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الطَّبَّاعِ، قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ " سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ، فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ يَقُولُ: أَخْطَأَ عَمْرُو بْنُ الْخَطَّابِ فَأَخَذْتُ كَفًّا مِنْ حَصَى فَضَرَبْتُ بِهِ وَجْهَهُ وَصَدْرَهُ "

410 - আমাদের কাছে আবু মামার বর্ণনা করেছেন, ইসহাক ইবনে আত-তাব্বাহ থেকে। তিনি (ইসহাক) বলেন: মুহাম্মাদ ইবনে জাবির বলেছেন: "আমি কুফার মসজিদে আবু হানিফাকে বলতে শুনেছি: উমার ইবনুল খাত্তাব ভুল করেছেন, অতঃপর আমি এক মুঠো নুড়িপাথর নিয়ে তা দিয়ে তার মুখ ও বুকে আঘাত করেছিলাম।"

سُئِلَ عَمَّا جَحَدَتْ الْجُهَيْيَّةُ الضَّلَالُ مِنْ رُؤْيَا الرَّبِّ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ »

411 - رَأَيْتُ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ يُصَحِّحُ الْأَحَادِيثَ الَّتِي تُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّؤْيَا وَيَذْهَبُ إِلَيْهَا وَجَعَهَا أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابٍ وَحَدَّثَنَا بِهَا»

পথভ্রষ্ট জাহমিয়া সম্প্রদায় কিয়ামতের দিনে আল্লাহ তাআলার দর্শনকে যা অস্বীকার করেছে, সে বিষয়ে তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। «

411 - আমি আমার পিতাকে দেখেছি, আল্লাহ তাঁর উপর রহমত করুন, তিনি সেই সকল হাদীসকে সহীহ বলে গণ্য করতেন যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে (আল্লাহর) দর্শন বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে, এবং তিনি সেগুলোর অনুসরণ করতেন। আমার পিতা, আল্লাহ তাঁর উপর রহমত করুন, সেগুলোকে একটি কিতাবে সংকলন করেছেন এবং আমাদের কাছে সেগুলো বর্ণনা করেছেন।»

(ص: 229) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

412 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، نَا وَكَيْعٌ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرْنَا إِلَى الْقَمَرِ [ص: 230] لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ: "أَمَّا إِنَّكُمْ سَتُعَرَّضُونَ عَلَى رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ فَتَرَوْنَهُ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تَضَامُونَ فِي رُؤْيَيْهِ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا} [طه: 130] "

413 - حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، نَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَكِيمِ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

414 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، نَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ

8১২ - আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন; ওয়াকী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন; ইসমাইল ইবনু আবি খালিদ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন; কায়েস ইবনু আবি হাযিম থেকে; জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তাঁর প্রতি সমুদ্র

হোন, তিনি বলেন: "আমরা নবী, আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক, এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। তখন তিনি চাঁদের দিকে তাকালেন [পৃষ্ঠা: ২৩০] পূর্ণিমার রাতে। অতঃপর তিনি বললেন: সাবধান! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত হবে, যিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহান, এবং তোমরা তাঁকে দেখতে পাবে যেমন তোমরা এই চাঁদকে দেখছ। তাঁকে দেখতে তোমাদের কোনো অসুবিধা হবে না। সুতরাং, যদি তোমরা সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে কোনো সালাত (নামাজ) আদায়ে ব্যর্থ না হতে পারো, তবে তা করো। তিনি বলেন: অতঃপর তিনি তেলাওয়াত করলেন: {আর আপনার প্রতিপালকের প্রশংসার সাথে তাসবীহ (পবিত্রতা বর্ণনা) করুন সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে} [ত্বাহা: ১৩০]"

৪১৩ - উসমান ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবি শাইবাহ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন; জারীর ইবনু আব্দুল হামিদ এবং হাম্মাদ ইবনু সালামাহ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন; ইসমাইল থেকে; কায়েস ইবনু আবি হাযিম থেকে; জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন; নবী, আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক, থেকে, অনুরূপ বর্ণনা।

৪১৪ - উসমান ইবনু মুহাম্মাদ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন; ইয়াহইয়া ইবনু যাকারিয়া ইবনু আবি যাইদাহ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন; ইসমাইল আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন; কায়েস ইবনু আবি হাযিম থেকে; জারীর থেকে; নবী, আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক, থেকে, অনুরূপ বর্ণনা।

(ص: 230) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

415 - قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَبُو شَهَابٍ الْحَنَاطِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَرَوْنَ رَبَّكُمْ جَلًّا وَعَزًّا عِيَانًا»

415 - আবু আবদুর রহমান বলেছেন: এবং আবু শিহাব আল-হান্নাত এই হাদিসটি ইসমাইল থেকে, তিনি কায়স থেকে, তিনি জারির থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (নবী) বলেছেন: «তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে, যিনি মহিমাম্বিত ও পরাক্রমশালী, স্বচক্ষে দেখবে»

416 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، نَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، ثنا بَيَانُ الْبَجَلِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، نَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنَّكُمْ تَرَوْنَ رَبَّكُمْ جَلًّا وَعَزًّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَا تُضَامُونَ فِي رُؤُوسِهِ»

417 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ الْجُعْفِيَّ، وَحَدَّثَ بِحَدِيثِ الرُّؤْيَةِ، قَالَ: عَلَى رَغَمِ أَنْفِ جَهْمٍ وَالْمَرِيسِيِّ

416 - আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে উমার আবু আবদুর রহমান। আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন হুসাইন ইবনে আলী আল-জুফি, যায়িদাহ থেকে। আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন বায়ান আল-বাজালি, কায়স ইবনে আবি হাযিম থেকে। আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন জারির ইবনে আবদুল্লাহ। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের কাছে এলেন এবং বললেন: "নিশ্চয়ই তোমরা কিয়ামতের দিন তোমাদের রবকে, যিনি মহিমাম্বিত ও পরাক্রমশালী, দেখতে পাবে যেমন তোমরা চাঁদকে দেখো; তাঁর দর্শন নিয়ে তোমাদের কোনো অসুবিধা হবে না।"

417 - আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে উমার। তিনি বলেন: আমি হুসাইন ইবনে আলী আল-জুফিকে শুনেছি, এবং তিনি রুইয়াতের (দর্শন) হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: জাহম এবং মারিসির বিরোধিতা সত্ত্বেও (এ কথা সত্য)।

418 - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ بُهْلُولٍ الْأَنْبَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ وَكِيعًا، يَقُولُ: "مَنْ رَدَّ حَدِيثَ [ص: 232] إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّؤْيَةِ فَأَحْسَبُوهُ مِنَ الْجَهْمِيَّةِ قَدْ قَالَتِ الْمُرْجِئَةُ: الْإِقْرَارُ

بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يُجْزَى مِنَ الْعَمَلِ، وَقَالَتِ الْجَهَنَّمِيَّةُ الْمَعْرِفَةُ بِالْقَلْبِ بِمَا
جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُجْزَى مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ وَهَذَا كُفْرٌ "

৪১৮ - আমাকে ইসহাক ইবন বাহলুল আল-আনবারী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি ওয়াকীকে বলতে শুনেছি: "যে হাদীস **পৃষ্ঠা: ২৩২** ইসমাইল ইবন আবী খালিদ কর্তৃক ক্বায়েস থেকে, তিনি জারীর (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে, তিনি নবী (আল্লাহ তাঁর উপর শান্তি বর্ষণ করুন) থেকে বর্ণিত দিদার (আল্লাহকে দেখা) সংক্রান্ত হাদীস প্রত্যাখ্যান করে, তোমরা তাকে জাহমিয়াদের অন্তর্ভুক্ত মনে করো। মুরজিয়া সম্প্রদায় বলেছে: মহাপরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত আল্লাহর পক্ষ থেকে যা এসেছে, তার স্বীকৃতি আমলের (কাজের) জন্য যথেষ্ট। আর জাহমিয়া সম্প্রদায় বলেছে: আল্লাহর পক্ষ থেকে যা এসেছে, তা অন্তরে জানা (বা বিশ্বাস করা) কথা ও কাজের জন্য যথেষ্ট। আর এটি কুফরী।"

(ص: 232) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

419 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ، لَمَّا فَرَّغَ مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكُمْ تَرَوْنَ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ» فَلَمَّا فَرَّغَ مِنْهُ قَالَ يَزِيدُ: مَنْ كَذَبَ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَهُوَ بَرِيءٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৪১৯ - আহমদ ইবনে ইবরাহিম আদ-দাওরাকী আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বললেন: আমি ইয়াযীদ ইবনে হারুনকে বলতে শুনেছি, যখন তিনি ইসমাইল সূত্রে ক্বায়েস থেকে, তিনি জারীর থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদিসটি (বর্ণনা) শেষ করলেন: "নিশ্চয় তোমরা তোমাদের মহামহিম প্রতিপালককে দেখবে, যেমন তোমরা চাঁদকে দেখ।" যখন তিনি এটি শেষ করলেন, তখন ইয়াযীদ বললেন: "যে ব্যক্তি এই হাদিসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল, সে আল্লাহ মহামহিম এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় থেকে দায়মুক্ত।"

(ص: 232) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

420 - أَخْبَرْتُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْمُجَالِدِ، عَنْ بَيَانَ، وَإِسْمَاعِيلَ، وَمُجَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ: «تَنْظُرُونَ إِلَى رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا تَنْظُرُونَ إِلَى هَذَا الْقَمَرِ لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَيْهِ»

420 - আমার নিকট বর্ণনা করা হয়েছে ইসমাঈল ইবনুল মুজালিদ থেকে, তিনি বায়ান থেকে, এবং ইসমাঈল ও মুজালিদ থেকে, তাঁরা কায়স ইবন আবী হাযিম থেকে, তিনি জারীর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। জারীর (রাঃ) বলেছেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বের হলেন এবং পূর্ণিমা রাতে চাঁদের দিকে তাকালেন। অতঃপর তিনি বললেন: "তোমরা কিয়ামতের দিন তোমাদের প্রতিপালক, মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত আল্লাহকে দেখবে, যেমন তোমরা এই চাঁদকে দেখছ। তাঁকে দেখতে তোমাদের কোনো কষ্ট হবে না।"

(ص: 232) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

421 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ، يُحَدِّثُ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا تَرُونَ الْقَمَرَ لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَيْهِ، فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا» فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

421 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু জাফর থেকে, তিনি শুবাহ থেকে, তিনি ইসমাঈল থেকে। ইসমাঈল বলেছেন: আমি কায়স ইবনু আবী হাযিমকে জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ আল-বাজালীর (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) সূত্রে বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি (জারীর) বলেছেন: "আমরা রাসূলুল্লাহ (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক) এর কাছে এক পূর্ণিমা রাতে ছিলাম। তিনি বললেন: নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে (যিনি পরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত) চাঁদের মতো দেখতে পাবে; তাঁকে দেখতে তোমাদের কোনো কষ্ট বা অসুবিধা হবে না। অতএব, যদি তোমরা সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে

এই দুটি সালাত (নামাজ) থেকে (যেনো) বঞ্চিত না হও, তা করতে সক্ষম হও (তবে তা করো)।" অতঃপর তিনি অবশিষ্ট হাদীস বর্ণনা করলেন।

(ص: 232) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

422 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لَوْ يَنْ أَمْلَاهُ عَلَيْنَا إِمْلَاءً، نَا سُفْيَانُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ
[ص: 233] أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قِيلَ: "يَا رَسُولَ
اللَّهِ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ
تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَا الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ صَحْوًا لَيْسَ فِيهِ سَحَابٌ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَهَلْ
تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَا الشَّمْسِ فِي الظَّهِيرَةِ لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ لَوْ يَنْ: وَحَدَّثَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ مَرَّةً أُخْرَى، فَقَالَ وَلَيْسَ سَحَابٌ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا
تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَايِهِ إِلَّا كَمَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَا أَحَدِهِمَا قَالَ: فَيَلْقَى الْعَبْدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
فَيَقُولُ: «أَيُّ فُلٍ أَلَمْ أُكْرِمَكَ أَلَمْ أُسَوِّدْكَ؟ أَلَمْ أُزَوِّجْكَ؟ أَلَمْ أُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالْإِبِلَ؟
وَأَذْرَكَ تَرَأْسُ؟» فَيَقُولُ: بَلَى يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: «أَطْنَنْتَ أَنَّكَ مُلَاقِي؟» فَيَقُولُ: لَا، فَيَقُولُ:
«فَإِنِّي أَنَسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي»، ثُمَّ يَلْقَى الثَّانِي فَيَقُولُ: «أَيُّ فُلَانٍ أَلَمْ أُكْرِمَكَ أَلَمْ
أُسَوِّدْكَ؟ أَلَمْ أُزَوِّجْكَ؟ أَلَمْ أُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالْإِبِلَ؟ أَلَمْ أَذْرَكَ تَرَأْسُ؟» فَيَقُولُ: بَلَى يَا
رَبِّ، فَيَقُولُ: «أَطْنَنْتَ أَنَّكَ مُلَاقِي؟» فَيَقُولُ: لَا، فَيَقُولُ فَإِنِّي أَنَسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي، ثُمَّ
يَلْقَى الثَّلَاثَ فَيَقُولُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَيَقُولُ: أَيُّ رَبِّ آمَنْتُ بِكَ وَبِكِتَابِكَ وَبِرَسُولِكَ
وَصَلَّيْتُ وَتَصَدَّقْتُ وَصُمْتُ وَيُثْنِي بِخَيْرٍ مَا اسْتَطَاعَ، قَالَ: فَيَقُولُ: «فَهَا هُنَا إِذَا أَفَلَا نَبَعْتُ
شَاهِدَنَا عَلَيْكَ» فَيَفْكِرُ فِي نَفْسِهِ مَا الَّذِي يَشْهَدُ عَلَيَّ فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ وَيُقَالُ لِفَخِذِهِ
انْطِقِي فَتَنْطِقُ فَخِذُهُ وَعِظَامُهُ وَلَحْمُهُ بِعَبْلِهِ مَا كَانَ وَذَلِكَ يُعْذَرُ مِنْ نَفْسِهِ وَذَلِكَ
الْمُنَافِقُ وَذَلِكَ الَّذِي يَسْخَطُ اللَّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَنَادِي مُنَادٍ: أَلَا اتَّبَعْتُ كُلُّ أُمَّةٍ، وَقَالَ ابْنُ
عُيَيْنَةَ مَرَّةً أُخْرَى: لَتَتَّبِعْ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ، فَاتَّبَعَ الشَّيَاطِينُ وَالصَّلِيبُ أَوْلِيَائُهَا
إِلَى جَهَنَّمَ، وَبَقِينَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، فَيَأْتِينَا رَبَّنَا عَزَّ وَجَلَّ فَيَقُولُ: «مَا هَؤُلَاءِ؟» فَنَقُولُ:

نَحْنُ عِبَادُكَ الْمُؤْمِنُونَ " قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ مَرَّةً [ص: 234] أُخْرَى: نَحْنُ عِبَادُكَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَلَمْ نُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَهَذَا مُقَامُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ يُثَبِّتُنَا فَيَقُولُ عَزَّ وَجَلَّ: «أَنَا رَبُّكُمْ انْطَلِقُوا» فَيَنْطَلِقُ بَيْنَا حَتَّى نَأْتِيَ جِسْرًا وَعَلَيْهِ كَلَالِيبُ مِنْ نَارٍ تَخْطِفُ النَّاسَ فَعِنْدَ ذَلِكَ حَلَّتِ الشَّفَاعَةُ لِلَّهِمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ فَإِذَا جَاوَزُوا الْجِسْرَ فَكُلُّ مَنْ أُنْفِقَ زَوْجًا مِمَّا يَنْبَلِكُهُ مِنَ الْمَالِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ نَجَا مِنَ النَّارِ فَكُلُّ خَزَنَةِ الْجَنَّةِ يُنَادُونَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ يَا مُسْلِمُ هَذَا خَيْرٌ فَتَعَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ذَلِكَ عَبْدٌ لَا تَوَى عَلَيْهِ يَدْعُ أَبًا وَيَلْجُ مِنْ آخَرٍ، قَالَ فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ كِتْفَهُ، وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ مَرَّةً أُخْرَى: فَخَذَهُ، وَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ

422 - আমাদের নিকট মুহাম্মদ ইবনে সুলাইমান লুওয়াইন (Lewayn) বর্ণনা করেছেন, তিনি আমাদের কাছে তা মুখে মুখে বর্ণনা করেছেন। আমাদের নিকট সুফিয়ান বর্ণনা করেছেন, তিনি সুহাইল ইবনে [পৃ: 233] আবু সালিহ থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: বলা হলো: "হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), কিয়ামতের দিনে কি আমরা আমাদের প্রতিপালককে, যিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহামহিম, দেখতে পাবো?" তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "মেঘমুক্ত পরিষ্কার আকাশে পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখতে কি তোমাদের কোনো অসুবিধা হয়?" তারা বললেন: "না।" তিনি বললেন: "মেঘমুক্ত দুপুরে সূর্য দেখতে কি তোমাদের কোনো অসুবিধা হয়?" তারা বললেন: "না।" লুওয়াইন (Lewayn) বলেন: এবং ইবনে উয়াইনা (Uyaynah) আমাদের কাছে আরেকবার বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: "আর সেখানে কোনো মেঘ নেই।" তারা বললেন: "না।" তিনি (রাসূল) বললেন: "যার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম! তোমরা তাঁকে (আল্লাহকে) দেখতে কোনো অসুবিধা বোধ করবে না, যেমন তোমরা এ দুটির (চাঁদ ও সূর্য) কোনো একটি দেখতে অসুবিধা বোধ করো না।" তিনি (রাসূল) বলেন: "তিনি (আল্লাহ) কিয়ামতের দিন বান্দার সাথে সাক্ষাৎ করবেন এবং বলবেন: হে অমুক, আমি কি তোমাকে সম্মানিত করিনি? আমি কি তোমাকে নেতৃত্ব দিইনি? আমি কি তোমাকে বিবাহ করাইনি? আমি কি তোমার জন্য ঘোড়া ও উটকে বশীভূত করিনি? আমি কি তোমাকে

নেতৃত্ব দিতে ছেড়ে দিইনি?" তখন সে বলবে: "হ্যাঁ, হে আমার প্রতিপালক।" তিনি বলবেন: "তুমি কি ভেবেছিলে যে তুমি আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে?" তখন সে বলবে: "না।" তিনি বলবেন: "তবে আমিও আজ তোমাকে ভুলে যাবো, যেমন তুমি আমাকে ভুলে গিয়েছিলে।" এরপর তিনি দ্বিতীয় ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করবেন এবং বলবেন: "হে অমুক, আমি কি তোমাকে সম্মানিত করিনি? আমি কি তোমাকে নেতৃত্ব দিইনি? আমি কি তোমাকে বিবাহ করাইনি? আমি কি তোমার জন্য ঘোড়া ও উটকে বশীভূত করিনি? আমি কি তোমাকে নেতৃত্ব দিতে ছেড়ে দিইনি?" তখন সে বলবে: "হ্যাঁ, হে আমার প্রতিপালক।" তিনি বলবেন: "তুমি কি ভেবেছিলে যে তুমি আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে?" তখন সে বলবে: "না।" তিনি বলবেন: "তবে আমিও আজ তোমাকে ভুলে যাবো, যেমন তুমি আমাকে ভুলে গিয়েছিলে।" এরপর তিনি তৃতীয় ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করবেন এবং তাকে একই রকম কথা বলবেন। তখন সে বলবে: "হে আমার প্রতিপালক, আমি আপনার প্রতি, আপনার কিতাবের প্রতি এবং আপনার রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছিলাম, আমি সালাত আদায় করেছি, সদকা করেছি, সিয়াম পালন করেছি" এবং সে তার সাধ্যমতো ভালো কাজের প্রশংসা করবে। তিনি (রাসূল) বলেন: "তখন তিনি (আল্লাহ) বলবেন: তাহলে এখানে (তোমার এই দাবির) উপর আমরা কি আমাদের সাক্ষীকে পাঠাবো না?" তখন সে মনে মনে চিন্তা করবে: "আমার বিরুদ্ধে কে সাক্ষ্য দেবে?" তখন তার মুখে সীলমোহর করে দেওয়া হবে এবং তার উরুকে বলা হবে: "কথা বলো!" তখন তার উরু, তার হাড় এবং তার মাংস তার কৃতকর্ম সম্পর্কে কথা বলবে। আর এভাবেই সে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা করবে। আর সে-ই মুনাফিক, এবং সে-ই সেই ব্যক্তি যার উপর আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। এরপর একজন আহ্বানকারী ঘোষণা করবে: "সাবধান! প্রত্যেক জাতি অনুসরণ করবে..." ইবনে উয়াইনা (Uyaynah) আরেকবার বলেছেন: "প্রত্যেক জাতি অনুসরণ করুক তারা যাদের ইবাদত করতো।" তখন শয়তান ও ক্রুশের অনুসারীরা জাহান্নামের দিকে অনুসরণ করবে। আর আমরা, মুমিনরা, অবশিষ্ট থাকব। তখন আমাদের প্রতিপালক, যিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহামহিম, আমাদের কাছে আসবেন এবং বলবেন: "এরা কারা?" আমরা বলব: "আমরা আপনার মুমিন বান্দা।" ইবনে উয়াইনা (Uyaynah) আরেকবার বলেছেন: [পৃ: 234] "আমরা আপনার বান্দা, আমরা আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক করিনি। আর এটাই আমাদের অবস্থান যতক্ষণ না আমাদের প্রতিপালক, যিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহামহিম, আমাদের কাছে আসেন, আর তিনিই আমাদের প্রতিপালক, এবং তিনিই আমাদের দৃঢ় রাখবেন।" তখন তিনি, যিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহামহিম, বলবেন: "আমি তোমাদের

প্রতিপালক, তোমরা চলো!" তখন তিনি আমাদের নিয়ে যাবেন যতক্ষণ না আমরা একটি সেতুর কাছে পৌঁছাই, যার উপর আগুনের কাঁটা (বা বড় হুক) থাকবে যা মানুষকে ছিনিয়ে নেবে। তখনই সুপারিশ (শাফাআত) বৈধ হবে। হে আল্লাহ, রক্ষা করো, রক্ষা করো! হে আল্লাহ, রক্ষা করো, রক্ষা করো! যখন তারা সেতু পার হবে, তখন যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে তার মালিকানাধীন সম্পদ থেকে জোড়া (বা বিভিন্ন প্রকার) খরচ করেছে, সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। তখন জান্নাতের সকল প্রহরী তাকে ডেকে বলবে: "হে আল্লাহর বান্দা, হে মুসলিম, এইটা উত্তম (তোমার জন্য), সুতরাং এসো!" আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বললেন: "নিশ্চয়ই সেই বান্দার জন্য কোনো বাধা থাকবে না, সে একটি দরজা ছেড়ে অন্য দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে।" তিনি (নবী) বললেন: তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর (আবু বকরের) কাঁধে হাত মারলেন। ইবনে উয়াইনা (Uyaynah) আরেকবার বলেছেন: "তাঁর উরুতে (হাত মারলেন)।" এবং তিনি বললেন: "যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, তাঁর কসম! আমি আশা করি তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"

(ص: 234) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

423 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ فُضَيْلٍ بْنُ عِيَاضٍ، وَقَالَ لِي: هُوَ اسْمِي وَكُنْيَتِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: هَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَا الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ صَحْوًا لَيْسَ فِيهِ سَحَابٌ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَهَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَا الشَّمْسِ فِي الظَّهِيرَةِ لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا تُضَارُونَ إِلَّا كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَايَهُمَا، يَلْقَى الْعَبْدَ فَيَقُولُ: "أَيُّ فُلَانٍ، أَلَمْ أُكْرِمْكَ؟ أَلَمْ أُزَوِّجْكَ؟ أَلَمْ أُسَوِّدْكَ؟" [ص: 235] أَلَمْ أُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالْإِبِلَ؟ أَلَمْ أَذْرِكْ تَرَأْسُ وَتَرْبَعُ؟ قَالَ: بَلَى أَيُّ رَبِّ؟ قَالَ فَيَقُولُ: أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلَاقِي؟ فَيَقُولُ: لَا، فَيَقُولُ إِنِّي أَنُصَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي، ثُمَّ يَلْقَى الثَّانِي فَيَقُولُ: أَيُّ فُلَانٍ أَلَمْ أُكْرِمْكَ؟ أَلَمْ أُزَوِّجْكَ؟ أَلَمْ أُسَوِّدْكَ؟ أَلَمْ أُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالْإِبِلَ؟ أَلَمْ أَذْرِكْ تَرَأْسُ وَتَرْبَعُ؟ قَالَ: بَلَى أَيُّ رَبِّ " فَذَكَرَ نَحْوُ

حَدِيثِ لَوْيْنِ

৪২৩ - আবু উবাইদা ইবন ফুযাইল ইবন আইয়াদ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, এবং তিনি আমাকে বলেছেন: এটি আমার নাম ও কুনিয়াত (উপনাম)। সুফিয়ান ইবন উয়াইনাহ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন সুহাইল ইবন আবি সালিহ থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে। তিনি (আবু হুরায়রা) বলেন, একজন প্রশ্নকারী বললেন: হে আল্লাহর রাসুল, আমরা কি কিয়ামতের দিন আমাদের প্রতিপালক (আল্লাহ) সম্মানিত ও মহিমান্বিতকে দেখতে পাব? তিনি বললেন: পূর্ণিমার রাতে মেঘমুক্ত আকাশে চাঁদ দেখতে তোমাদের কি কোনো অসুবিধা হয়? তারা বললেন: না। তিনি বললেন: দুপুরের মেঘমুক্ত সূর্য দেখতে তোমাদের কি কোনো অসুবিধা হয়? তারা বললেন: না। তিনি বললেন: যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম! তোমরা তাঁদের (চাঁদ ও সূর্য) দেখতে যেমন কোনো অসুবিধা অনুভব করো না, তেমনি (আল্লাহকে দেখতেও) কোনো অসুবিধা অনুভব করবে না। তিনি (আল্লাহ) বান্দার সাথে সাক্ষাৎ করে বলবেন: "হে অমুক, আমি কি তোমাকে সম্মান দান করিনি? আমি কি তোমাকে বিবাহ করাইনি? আমি কি তোমাকে নেতৃত্ব দান করিনি?" [পৃ: ২৩৫] আমি কি তোমার জন্য ঘোড়া ও উটকে বশীভূত করিনি? আমি কি তোমাকে প্রধান ও ক্ষমতাবান হিসেবে রাখিনি?" সে বলবে: হ্যাঁ, হে আমার প্রতিপালক! তিনি (আল্লাহ) বলবেন: তুমি কি ভেবেছিলে যে তুমি আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে? সে বলবে: না। তখন তিনি বলবেন: আমি তোমাকে ভুলে যাব যেমন তুমি আমাকে ভুলে গিয়েছিলে। এরপর তিনি দ্বিতীয়জনের সাথে সাক্ষাৎ করে বলবেন: "হে অমুক, আমি কি তোমাকে সম্মান দান করিনি? আমি কি তোমাকে বিবাহ করাইনি? আমি কি তোমাকে নেতৃত্ব দান করিনি? আমি কি তোমার জন্য ঘোড়া ও উটকে বশীভূত করিনি? আমি কি তোমাকে প্রধান ও ক্ষমতাবান হিসেবে রাখিনি?" সে বলবে: হ্যাঁ, হে আমার প্রতিপালক! এরপর তিনি লুয়াইনের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করলেন।

(ص: 235) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

424 - حَدَّثَنِي لُؤَيُّ بْنُ عُبَيْدَةَ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي تُرَوَّى فِي الرُّؤْيَةِ؟
قَالَ: حَقٌّ عَلَى مَا سَبَّغْنَاهَا مِنْ نَثْقٍ بِهِ وَنَرَضَاهُ "

৪২৪ - লুওয়াইন আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: ইবন উয়াইনাহকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: "রুইয়া (আল্লাহকে দেখা) সংক্রান্ত যেসব হাদীস বর্ণিত হয়, (সেগুলো কি

সত্য)?" তিনি বললেন: "এগুলো সত্য, যেমন আমরা নির্ভরযোগ্য ও সন্তোষভাজন ব্যক্তিদের নিকট থেকে সেগুলো শুনেছি।"

(ص: 235) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

425 - حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى الرَّمْلِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ تُضَارُّونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟» قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَيْهِ»

৪২৫ - আবু মামার আমাকে বর্ণনা করেছেন, তাঁকে ইয়াহইয়া ইবন ঈসা আর-রামলি বর্ণনা করেছেন, তিনি আমাশ থেকে, তিনি আবু সালিহ থেকে, তিনি আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখতে কি তোমাদের কোনো অসুবিধা হয়?" তাঁরা বললেন: "না।" তিনি বললেন: "সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে, যিনি পরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত, সেভাবেই দেখবে, যেমন তোমরা এই চাঁদকে দেখো। তাঁকে দেখতে তোমাদের কোনো অসুবিধা হবে না।"

(ص: 235) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

426 - حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْمُؤَدِّبُ، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيَلِقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ سَيُوقَفُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ فَيَنْظُرُ يَمِينًا وَشِمَالًا فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ»

426 - আবু মামার আমাকে বর্ণনা করেছেন, আবু ইসমাইল আল-মুয়াদ্দিব আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আব্দুল মালিক ইবন উমাইর আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, যিনি তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন এমন এক ব্যক্তি থেকে, যিনি আবু হুরায়রা (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন)

থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: রাসূলুল্লাহ (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন) বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে মহিমাম্বিত ও পরাক্রমশালী আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে না, অথবা মহিমাম্বিত ও পরাক্রমশালী আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে না; তার ও তাঁর (আল্লাহর) মাঝে কোনো দোভাষী থাকবে না। অতঃপর সে ডানে ও বামে তাকাবে, কিন্তু জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই দেখবে না।"

(ص: 236) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

427 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْتُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ عِزَّ وَجَلَّ» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَرَى رَبَّنَا عِزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: فَقَالَ: «أَتُضَارُّونَ فِي رُؤْيَا الشَّمْسِ نِصْفَ النَّهَارِ؟» فَقَالُوا: لَا، قَالَ: «أَتُضَارُّونَ فِي رُؤْيَا الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟» قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَأَنْتُمْ لَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَايْتِهِ إِلَّا كَمَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَا ذَلِكَ» قَالَ: قَالَ الْأَعْمَشُ: تُضَارُّونَ يَقُولُ: تُبَارُونَ

৪২৭ - আমার পিতা, আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন, আমার কাছে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাদের কাছে ইয়াহইয়া ইবনু আদম বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাদের কাছে আবু বকর ইবনু আইয়াশ আল-আমাশের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি আবু সালিহের সূত্রে এবং তিনি আবু সাঈদ আল-খুদরী, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন, এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল, তাঁর উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক, বলেছেন: "নিশ্চয় তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে দেখবে, যিনি পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত।" তখন তারা বললো, "হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি আমাদের প্রতিপালককে দেখবো, যিনি পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত?" তিনি বললেন, অতঃপর তিনি বললেন, "তোমরা কি মধ্যদুপুরে সূর্য দেখতে কোনো সমস্যা বোধ করো বা বিতর্কে লিপ্ত হও?" তখন তারা বললো, "না।" তিনি বললেন, "তোমরা কি পূর্ণিমা রাতে চাঁদ দেখতে কোনো সমস্যা বোধ করো বা বিতর্কে লিপ্ত হও?" তারা বললো, "না।" তিনি বললেন, "নিশ্চয় তোমরা তাঁকে দেখতে কোনো সমস্যা বোধ করবে না বা বিতর্কে লিপ্ত হবে না, ঠিক যেমন তোমরা ওগুলো (অর্থাৎ সূর্য ও চাঁদ) দেখতে কোনো সমস্যা

বোধ করো না বা বিতর্কে লিপ্ত হও না।" তিনি বলেন, আল-আমাশ বলেছেন: তোমরা কোনো সমস্যা বোধ করো বা বিতর্কে লিপ্ত হও এর অর্থ হলো তোমরা বিতর্ক করো।

(ص: 236) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

428 - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَعُثْمَانُ، ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ: هَلْ نَرَى رَبَّنَا عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: «هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَا الشَّمْسِ فِي الظَّهِيرَةِ فِي غَيْرِ سَحَابٍ؟» قَالَ: قُلْنَا: لَا. قَالَ: «هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَا الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فِي غَيْرِ سَحَابٍ؟» قَالَ: قُلْنَا: لَا. قَالَ: «فَإِنَّكُمْ لَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَا عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا كَمَا لَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَاهُمَا»

428 -

আমাকে বর্ণনা করেছেন আবু বকর ও উসমান, আবু শায়বার দুই পুত্র। তাঁরা উভয়ে বলেছেন: আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবন ইদ্রীস, আল-আমাশ থেকে, আবু সালিহ থেকে, আবু সাঈদ আল-খুদরী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে। তিনি বলেছেন: আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি আমাদের প্রতিপালককে, যিনি পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত, দেখতে পাব? তিনি বললেন: "মেঘমুক্ত দুপুরে সূর্য দেখতে কি তোমাদের কোনো কষ্ট অনুভব হয়?" আমরা বললাম: না। তিনি বললেন: "মেঘমুক্ত পূর্ণিমা রাতে চাঁদ দেখতে কি তোমাদের কোনো কষ্ট অনুভব হয়?" আমরা বললাম: না। তিনি বললেন: "নিশ্চয়ই তোমরা কিয়ামতের দিনে তাঁকে, যিনি পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত, দেখতে তেমন কোনো কষ্ট অনুভব করবে না, যেমন তোমরা তাদের উভয়কে দেখতে কোনো কষ্ট অনুভব করো না।"

(ص: 236) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

429 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ [ص: 237]، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْنَا " يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: «هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَا الشَّمْسِ فِي الظَّهِيرَةِ صَحُورًا لَيْسَ سَحَابٌ؟» قُلْنَا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَا الْقَمَرِ لَيْلَةً الْبَدْرِ صَحُورًا فِي غَيْرِ سَحَابٍ؟» قُلْنَا: لَا، قَالَ: «فَأَنْتُمْ لَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَايَ إِلَّا كَمَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَايَ»

430 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْوُرْكَانِيُّ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ قَالَ:

431 - وَحَدَّثَنَا أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، نَا سُكَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ [ص: 238]، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ.

432 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، ثنا ابْنُ شَهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّاسَ قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟

433 - وَحَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟

৪২৯ - আমাদের কাছে উসমান ইবন আবী শাইবাহ বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে জা'ফার ইবন 'আওন বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে হিশাম ইবন সা'দ [পৃ: ২৩৭] বর্ণনা করেছেন, আমাকে যায়দ ইবন আসলাম বর্ণনা করেছেন, 'আতা ইবন ইয়াসার সূত্রে, তিনি আবু সা'ঈদ

আল-খুদরী (রাঃ) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন: আমরা বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামতের দিন কি আমরা আমাদের পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত রবকে দেখতে পাবো?" তিনি বললেন, "দুপুর বেলায় মেঘমুক্ত পরিষ্কার আকাশে সূর্য দেখতে কি তোমাদের কোনো অসুবিধা হয়?" আমরা বললাম, "না, হে আল্লাহর রাসূল!" তিনি বললেন, "পূর্ণিমার রাতে মেঘমুক্ত পরিষ্কার আকাশে চাঁদ দেখতে কি তোমাদের কোনো অসুবিধা হয়?" আমরা বললাম, "না।" তিনি বললেন, "তাহলে তোমরা তাঁকে দেখতেও কোনো অসুবিধা বোধ করবে না, যেমন তোমরা এ দুটিকে দেখতে কোনো অসুবিধা বোধ করো না।"

৪৩০ - আমাদের কাছে মুহাম্মাদ ইবন জা'ফার আল-ওয়ারকানী বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে ইবরাহীম ইবন সা'দ বর্ণনা করেছেন, তিনি ইবন শিহাব সূত্রে, তিনি 'আতা ইবন ইয়াযীদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, আবু হুরাইরাহ (রাঃ) তাঁকে অবহিত করেছেন যে, তিনি বলেছেন:

৪৩১ - এবং আমাদের কাছে আমার পিতা (রাহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে সুলাইমান ইবন দাউদ আল-হাশিমী বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে ইবরাহীম ইবন সা'দ [পৃ: ২৩৮] বর্ণনা করেছেন, তিনি আয-যুহরী সূত্রে, তিনি 'আতা ইবন ইয়াযীদ আল-লাইসী সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, আবু হুরাইরাহ (রাঃ) তাঁকে অবহিত করেছেন।

৪৩২ - তিনি বলেন: এবং আমাদের কাছে আমার পিতা (রাহিমাহুল্লাহ) ও আবু কামিল বর্ণনা করেছেন, তাঁরা উভয়েই বলেছেন: আমাদের কাছে ইবরাহীম ইবন সা'দ বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে ইবন শিহাব বর্ণনা করেছেন, তিনি 'আতা ইবন ইয়াযীদ আল-লাইসী সূত্রে, তিনি আবু হুরাইরাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলো: হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামতের দিন কি আমরা আমাদের রবকে দেখতে পাবো?

৪৩৩ - এবং আমাকে আমার পিতা বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে 'আব্দুর রাযযাক বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে মা'মার বর্ণনা করেছেন, তিনি আয-যুহরী সূত্রে, তিনি 'আতা ইবন ইয়াযীদ আল-লাইসী সূত্রে, তিনি আবু হুরাইরাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন: লোকেরা বললো: হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামতের দিন কি আমরা আমাদের পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত রবকে দেখতে পাবো?

434 - وَحَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، مَرَّةً أُخْرَى أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا} [الْجَاثِيَّة: 28] عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ تُضَارُّونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ سَحَابٌ؟» فَقَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «هَلْ تُضَارُّونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةً الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ؟» قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: " فَإِنَّكُمْ [ص: 239] تَرَوْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْهُ فَيَتَّبِعْ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ، وَيَتَّبِعْ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي غَيْرِ صُورَتِهِ الَّتِي كَانُوا يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ هَذَا مَا كُنَّا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبَّنَا فَإِذَا جَاءَ رَبَّنَا عَرَفْنَاهُ " قَالَ: " فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبَّنَا فَيَتَّبِعُونَهُ " قَالَ: «فَيُضْرَبُ جِسْرٌ عَلَى جَهَنَّمَ» قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمُ اللَّهُمَّ سَلِّمُ، وَبِهَا كَلَالِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ هَلْ رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عَظَمِهَا إِلَّا اللَّهُ تَتَخَطَّفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ» فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطَوِيلِهِ إِلَى آخِرِهِ

৪৩৪ - এবং আমাকে আমার পিতা বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন, তিনি বলেন: আব্দুর রাযযাক বর্ণনা করেছেন; আরেকবার, মামার থেকে, তিনি যুহরী থেকে, মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর এই বাণী প্রসঙ্গে: {প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তার গ্রন্থপঞ্জির দিকে ডাকা হবে} [সূরা আল-জাসিয়া: ২৮]। তিনি আতা ইবনে ইয়াযীদ আল-লাইসী থেকে, তিনি আবু হুরায়রা (রাডিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: "লোকেরা বলল: হে আল্লাহর রাসূল, কিয়ামতের দিন আমরা কি আমাদের মহান ও পরাক্রমশালী প্রতিপালককে দেখতে পাবো? তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তোমরা কি মেঘবিহীন সূর্য দেখতে গিয়ে কোনো কষ্ট অনুভব করো? তারা বলল: না, হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন:

মেঘবিহীন পূর্ণিমা রাতে চাঁদ দেখতে গিয়ে কি তোমরা কোনো কষ্ট অনুভব করো? তারা বলল: না, হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন: তাহলে কিয়ামতের দিন তোমরা একইভাবে তাঁকে দেখতে পাবে। [পৃ: ২৩৯] আল্লাহ মানুষকে একত্রিত করবেন এবং বলবেন: যে যা কিছুর উপাসনা করত, সে যেন তাকে অনুসরণ করে। সুতরাং যে চাঁদ পূজা করত, সে চাঁদকে অনুসরণ করবে; যে সূর্য পূজা করত, সে সূর্যকে অনুসরণ করবে; আর যে তাগুতদের (আল্লাহ ব্যতীত অন্য যাদের উপাসনা করা হয়) পূজা করত, সে তাগুতদের অনুসরণ করবে। এবং এই উম্মাত (জাতি) তাদের মুনাফিকদের (ভণ্ডদের) সহ বাকি থাকবে। তখন আল্লাহ তাদের কাছে এমন এক রূপে আসবেন যা তারা চিনত না। তিনি বলবেন: আমি তোমাদের প্রতিপালক। তারা বলবে: আমরা তোমার থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই। এটা আমাদের স্থান, যতক্ষণ না আমাদের প্রতিপালক আমাদের কাছে আসেন। যখন আমাদের প্রতিপালক আসবেন, তখন আমরা তাঁকে চিনতে পারব। তিনি (আবু হুরায়রা) বলেন: তখন আল্লাহ তাদের কাছে এমন রূপে আসবেন যা তারা চিনত। তিনি বলবেন: আমি তোমাদের প্রতিপালক। তারা বলবে: আপনিই আমাদের প্রতিপালক। অতঃপর তারা তাঁকে অনুসরণ করবে। তিনি (নবী) বললেন: অতঃপর জাহান্নামের উপর একটি পুল স্থাপন করা হবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: আমিই প্রথম ব্যক্তি হবো যে তা অতিক্রম করবে। আর সেদিন রাসূলগণের দুআ (প্রার্থনা) হবে: হে আল্লাহ, নিরাপত্তা দাও! হে আল্লাহ, নিরাপত্তা দাও! এবং তাতে সাদান (এক প্রকার কাঁটা গাছের নাম) কাঁটার মতো হুক (আঁকড়া) থাকবে। তোমরা কি সাদান কাঁটা দেখেছ? তবে এর বিশালতা ও গুরুত্ব আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। তা (মানুষকে) তাদের আমল (কর্ম) অনুযায়ী ছিনিয়ে নেবে। তারপর তিনি হাদিসটি সম্পূর্ণরূপে শেষ পর্যন্ত উল্লেখ করেন।

(ص: 239) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

435 - حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ الدَّرَاوَزِيِّ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

436 - وَحَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا هَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ، أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، وَقُتَيْبَةُ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عليه وسلم قَالَ: يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَطْلُعُ عَلَيْهِمْ رَبُّ
 الْعَالَمِينَ ثُمَّ يَقُولُ: «أَلَا تَتَّبِعُ كُلَّ أُمَّةٍ مَا [ص: 240] كَانُوا يَعْبُدُونَ» فَذَكَرَ الْحَدِيثَ
 فَقَالُوا: وَهَلْ نَرَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَا الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟»
 قَالُوا: لَا، قَالَ: "فَإِنَّكُمْ لَا تُضَارُّونَ رُؤْيَا تِلْكَ السَّاعَةِ ثُمَّ يَتَوَارَى ثُمَّ يَطْلُعُ
 فَيَعْرِفُهُمْ نَفْسُهُ ثُمَّ يَقُولُ: «أَنَا رَبُّكُمْ اتَّبِعُونِي» فَيَقُومُ الْمُسْلِمُونَ وَيُوضَعُ الصِّرَاطُ
 فَهُمْ يَمْشُونَ عَلَيْهِ مِثْلَ جِيَادِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ وَقَوْلُهُمْ عَلَيْهِ سَلَامٌ سَلَامٌ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ
 بِطَوِيلِهِ إِلَى آخِرِهِ

435 - আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুসআব ইবন আব্দুল্লাহ আয-যুবাইরী, আমাকে
 হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুল আযীয, অর্থাৎ মুহাম্মাদ ইবন আবী উবাইদ আদ-দারাত্তাদী,
 তিনি আলা ইবন আব্দুর রহমান থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে।

436 - আর আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আমার পিতা, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন
 হাইসাম ইবন খারিজাহ, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন হাফস ইবন মাইসারাহ এবং কুতাইবাহ।
 তারা উভয়ে বলেছেন: আমাদেরকে খবর দিয়েছেন আব্দুল আযীয, তিনি আলা থেকে, তিনি
 তার পিতা থেকে, তিনি আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে, যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
 বলেছেন: "আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন মানুষদেরকে একটি সমতল ভূমিতে একত্রিত
 করবেন। অতঃপর তাদের নিকট বিশ্বজগতের প্রতিপালক আত্মপ্রকাশ করবেন। অতঃপর তিনি
 বলবেন: প্রত্যেক উম্মত যেন তার উপাস্যদের অনুসরণ করে, যাদের তারা ইবাদত
 করত।" **[পৃষ্ঠা: 240]** অতঃপর তিনি হাদীসটি উল্লেখ করেন। সাহাবীরা বললেন: "হে আল্লাহর
 রাসূল, আমরা কি তাঁকে দেখতে পাব?" তিনি বললেন: "পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখতে কি
 তোমাদের কোনো কষ্ট হয়?" তারা বললেন: "না।" তিনি বললেন: "তাহলে সেই মুহূর্তে তাঁকে
 দেখতে তোমাদের কোনো কষ্ট হবে না।" অতঃপর তিনি অদৃশ্য হয়ে যাবেন, তারপর পুনরায়
 আত্মপ্রকাশ করবেন এবং তাদের নিকট নিজেকে পরিচয় করিয়ে দেবেন। অতঃপর তিনি
 বলবেন: "আমিই তোমাদের প্রতিপালক, তোমরা আমার অনুসরণ কর।" তখন মুসলমানরা
 দাঁড়িয়ে যাবে এবং পুলসিরাত স্থাপন করা হবে। তারা তার উপর দিয়ে দ্রুতগামী ঘোড়া ও
 উটের মতো অতিক্রম করবে। আর তাদের দুআ হবে, সালামত রাখো, সালামত রাখো!
 অতঃপর তিনি সম্পূর্ণ হাদীসটি শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

437 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ، نا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحَرَّرٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي النَّجْوَى؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ يُدْنِي الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ فَيَقْرَرَهُ بِذُنُوبِهِ فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُ؟ فَيَقُولُ: رَبِّ أَعْرِفُ، قَالَ: فَيَقُولُ [ص: 241]: إِنِّي سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَإِنِّي أَعْفَرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، فَيُعْطَى صَحِيفَةً حَسَنَاتِهِ، وَأَمَّا الْكَافِرُونَ وَالْمُنَافِقُونَ فَيُنَادَى بِهِمْ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ {هُؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ} [هود: 18]

437 - আমার পিতা আমাকে শুনিয়েছেন, আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন; ইসমাইল ইবন ইবরাহীম আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন; হিশাম আদ-দস্তওয়াযী আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন; কাতাদাহ থেকে; সাফওয়ান ইবন মুহরিজ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একজন ব্যক্তি ইবন উমার (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে গোপন পরামর্শ (নজওয়া) সম্পর্কে কী বলতে শুনেছেন?’ তিনি বললেন: আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, ‘কিয়ামাতের দিন মুমিনকে তার রবের অতি নিকটে আনা হবে – মহামহিম আল্লাহ তার উপর স্বীয় আড়াল স্থাপন করবেন (অর্থাৎ, তাকে নিজ অনুগ্রহে আবৃত করবেন), অতঃপর তিনি তাকে তার গুনাহের স্বীকৃতি দিতে বলবেন এবং জিজ্ঞেস করবেন: ‘তুমি কি (এগুলো) চেন?’ তখন সে বলবে: ‘হে আমার রব, আমি চিনি (বা আমি স্বীকার করছি)।’ [পৃষ্ঠা: ২৪১] তিনি (আল্লাহ) বলবেন: ‘আমি দুনিয়াতে তোমার এই গুনাহগুলো গোপন রেখেছিলাম এবং আজ আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেবো।’ তখন তাকে তার নেক আমলের আমলনামা (রেকর্ডবুক) দেওয়া হবে। আর কাফির ও মুনাফিকদের ক্ষেত্রে, সাক্ষীদের সম্মুখে উচ্চস্বরে ঘোষণা করা হবে: {এরাই তারা যারা তাদের রবের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল।} [হুদ: ১৮]

438 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَابْنُ نُبَيْرٍ وَوَكَيْعُ الْمَعْنِيُّ، قَالُوا: أَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«مَا مِنْكُمْ مِنْ رَجُلٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ ثُمَّ يَنْظُرُ أَيُّسَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا شَيْئًا قَدَّمَ، ثُمَّ يَنْظُرُ أَشَامَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا شَيْئًا قَدَّمَ، ثُمَّ يَنْظُرُ تَلْقَاءَ وَجْهِهِ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَقِيَ وَجْهَهُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ» وَقَالَ وَكَيْعٌ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ»

438 - আমার পিতা (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) আমাকে হাদিস শুনিয়েছেন যে, আবু মু'আবিয়া, ইবনু নুমাইর এবং ওয়াকী' আল-মা'নী আমাদেরকে হাদিস শুনিয়েছেন। তাঁরা বললেন: আল-আমাশ আমাদেরকে খাইছামা থেকে, তিনি আদী ইবনু হাতিম থেকে হাদিস শুনিয়েছেন। আদী ইবনু হাতিম বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তোমাদের মধ্যে এমন কোনো ব্যক্তি নেই, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা যার সাথে কথা বলবেন না। তার ও আল্লাহর মাঝে কোনো দোভাষী থাকবে না। তারপর সে তার ডান দিকে তাকাবে, তখন সে যা আগে পাঠিয়েছিল, তা ছাড়া আর কিছুই দেখবে না। তারপর সে তার বাম দিকে তাকাবে, তখন সে যা আগে পাঠিয়েছিল, তা ছাড়া আর কিছুই দেখবে না। তারপর সে তার সামনে তাকাবে, তখন জাহান্নামের আগুন তাকে স্বাগত জানাবে।” তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: “সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নিজের চেহারাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করতে সক্ষম, যদিও তা এক টুকরা খেজুরের বিনিময়ে হয়, সে যেন তা করে।” আর ওয়াকী' বলেছেন: “তোমাদের মধ্যে এমন কোনো ব্যক্তি নেই, আল্লাহ তা'আলা যার সাথে কথা বলবেন না।”

(ص: 241) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

439 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ وَلَا حَاجِبٌ» وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ»

440 - حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ «لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ وَلَا حَاجِبٌ يَحْجُبُهُ»

439 - আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবু বাকর ইবনু আবী শায়বাহ, তাঁকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হাফস ইবনু গিয়াস, তিনি আমাশ থেকে, তিনি খাইছামাহ থেকে, তিনি আদী ইবনু হাতিম থেকে বর্ণনা করেছেন। আদী ইবনু হাতিম বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার সাথে আল্লাহ তা'আলা **পৃষ্ঠা: ২৪২** কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, যখন তাঁর ও আল্লাহর মাঝে কোনো দোভাষী বা আবরণ থাকবে না।" আদী (রাঃ) আরও বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেদেরকে বাঁচাও, খেজুরের এক টুকরা দিয়ে হলেও।"

440 - আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হারুন ইবনু আব্দুল্লাহ, তাঁকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবু উসামাহ, তিনি আমাশ থেকে, তিনি খাইছামাহ থেকে, তিনি আদী ইবনু হাতিম থেকে, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং এতে অতিরিক্ত রয়েছে: "তার ও আল্লাহর মাঝে কোনো দোভাষী থাকবে না এবং কোনো আবরণও থাকবে না যা তাকে আড়াল করবে।"

(ص: 242) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

441 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، نَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فَقَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُعَرَّضُ عَلَى اللَّهِ عِزُّ وَجَلُّ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ يَلْتَفِتُ يَمِينًا وَشِمَالًا لَا يَرَى إِلَّا النَّارَ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَقِيَّ وَجْهَهُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ»

৪৪১ - মুহাম্মাদ ইবনু আবী বকর আল-মুকাদামী আমাকে বর্ণনা করেছেন, আবু আওয়ানাহ থেকে, তিনি আব্দুল মালিক ইবনু উমায়ের থেকে, তিনি একাধিক ব্যক্তি থেকে, তিনি আদী ইবনু হাতিম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একবার বসে ছিলেন, তখন তিনি বললেন: "তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যাকে মহিমাম্বিত ও পরাক্রমশালী আল্লাহর সামনে উপস্থিত করা হবে না, এমন অবস্থায় যে তার ও আল্লাহর মাঝে কোনো দোভাষী থাকবে না। সে ডানে-বামে তাকাবে, কিন্তু আগুন ব্যতীত আর কিছুই দেখবে না। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেউ অর্ধেক খেজুর দিয়ে হলেও নিজের মুখমণ্ডলকে আগুন থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়, সে যেন তা করে।"

(ص: 242) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

442 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاعَانِيُّ، نَا ضَحَّاكَ بْنُ مَخْلَدٍ، نَا سَعْدَانُ بْنُ بِشْرِ، ثنا أَبُو الْمُجَاهِدِ الطَّائِيُّ، نَا مُجَلُّ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ [ص: 243] رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لَيَقْفَنَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ يَحْجُبُهُ وَلَا تُرْجُمَانُ يُتْرَجَمُ لَهُ» فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

442 - আমাকে মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক আস-সাগানী বর্ণনা করেছেন, তিনি আমাদের বর্ণনা করেছেন দাহহাক ইবন মাখলাদ, তিনি আমাদের বর্ণনা করেছেন সাদান ইবন বিশর, তিনি আমাদের বর্ণনা করেছেন আবু আল-মুজাহিদ আত-ত্বাঈ, তিনি আমাদের বর্ণনা করেছেন মুহিল ইবন খালীফা, আদী ইবন হাতিম (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সূত্রে। আদী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: আমি [পৃষ্ঠা: ২৪৩] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে ছিলাম। অতঃপর তিনি বললেন: "তোমাদের প্রত্যেকেই অবশ্যই মহাপরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান হবে। তার ও তাঁর (আল্লাহর) মাঝে এমন কোনো আবরণ থাকবে না যা তাকে আড়াল করবে, এবং না কোনো দোভাষী থাকবে যে তার জন্য অনুবাদ করবে।" অতঃপর তিনি অবশিষ্ট হাদীসটি উল্লেখ করেন।

(ص: 243) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

443 - حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنِي حَوْثَرَةُ بْنُ أَشْرَسَ بْنِ عَوْنِ بْنِ مُجَشَّرِ بْنِ حُجَيْرِ بْنِ الرَّبِيعِ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ} [يونس: 26] قَالَ: الْحُسْنَىٰ: الْجَنَّةُ، وَالزِّيَادَةُ: نَظَرُهُمْ إِلَىٰ وَجْهِهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَلَا يَزَهُوْهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ} [يونس: 26] بَعْدَ نَظَرِهِمْ إِلَيْهِ "

88৩ - আমাকে আবু আমির আল-আকাদী বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাকে হাওছারা ইবনে আশরাস ইবনে আউন ইবনে মুজাশির ইবনে হুজাইর ইবনে রাবী বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে হাম্মাদ ইবনে সালামাহ জানিয়েছেন, ছাবিত আল-বুনানী থেকে, তিনি আবদুর রহমান ইবনে আবি লায়লা থেকে, তিনি সুহাইব (রাঃ) থেকে, তিনি নবী কারীম (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (সাঃ) আল্লাহ তাআলার এই বাণী সম্পর্কে বলেছেন: {যারা সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ (আল-হুসনা) এবং অতিরিক্ত কিছু (ওয়াযিয়াদাহ)} [ইউনুস: ২৬]। তিনি (সাঃ) বলেছেন: আল-হুসনা (কল্যাণ) হলো জান্নাত, এবং যিয়াদাহ (অতিরিক্ত কিছু) হলো তাদের পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত আল্লাহর চেহারার দিকে তাকানো। {আর তাদের মুখমণ্ডলকে কালিমা বা লাঞ্ছনা আচ্ছন্ন করবে না} [ইউনুস: ২৬] – তাঁর (আল্লাহর) দিকে তাকানোর পর।

(ص: 243) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

444 - وَحَدَّثَنِي أَبُو خَيْثَمَةَ، أَنَا رَوْحُ بْنُ أَسْلَمَ، أَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنَا ثَابِتٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ صُهَيْبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " فِي هَذِهِ الْآيَةِ {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ} [يونس: 26] قَالَ: هُوَ النَّظَرُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ "

444 - আর আমাকে আবু খাইসামাহ হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি রুহ ইবনু আসলাম থেকে, তিনি হাম্মাদ ইবনু সালামাহ থেকে, তিনি সাবিত থেকে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু আবি লায়লা থেকে, তিনি সুহাইব (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত সম্পর্কে বলেছেন: "যারা সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ

এবং আরও অতিরিক্ত কিছু।" [ইউনুস: ২৬] তিনি (নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন: "তা হলো পরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত আল্লাহর দিকে দৃষ্টিপাত করা।"

(ص: 244) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

445 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، نَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، نَا ثَابِتٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: " {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ} [يونس: 26] قَالَ: الْحُسْنَىٰ: الْجَنَّةُ، وَالزِّيَادَةُ: نَظَرُهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ {وَلَا يَزُهِقُ وَجُوهُهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ} [يونس: 26] بَعْدَ نَظَرِهِمْ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ "

88৫ - উবাইদুল্লাহ ইবনু উমার আল-কাওয়ারীরী আমাকে বর্ণনা করেছেন, হাম্মাদ – অর্থাৎ ইবনু যায়দ – আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, সাবিত আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আব্দুর রহমান ইবনু আবী লায়লা থেকে, তিনি বলেন: "{যারা সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং অতিরিক্ত।}" [ইউনুস: ২৬] তিনি বলেন: কল্যাণ হলো জান্নাত, আর অতিরিক্ত হলো তাদের সম্মানিত ও মহিমান্বিত রবের প্রতি দর্শন। "{আর তাদের মুখমণ্ডলকে কালিমা বা অপমান স্পর্শ করবে না।}" [ইউনুস: ২৬] তাদের সম্মানিত ও মহিমান্বিত রবের প্রতি দর্শনের পর।

(ص: 244) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

446 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ» فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَيُكْشَفُ الْحِجَابُ «فَيَتَجَلَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ، فَبَا أَعْظَاهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ»

446 - আমার পিতা (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন। তিনি বলেন, আমাদের কাছে আব্দুর রহমান ইবনে মাহদি হাদীস শুনিয়েছেন। তিনি বলেন, আমাদের কাছে

হাম্মাদ ইবনে সালামাহ হাদীস শুনিয়েছেন। তিনি আব্দুর রহমান ইবনে আবি লাইলাহ থেকে, তিনি সুহাইব (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে, তিনি নবী (আল্লাহ তাঁর উপর শান্তি ও বরকত বর্ষণ করুন) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: "যখন জান্নাতের অধিবাসীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং জাহান্নামের অধিবাসীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে," (বর্ণনাকারী) এরপর হাদীসটি উল্লেখ করলেন (এবং বললেন যে), "তখন আবরণ উন্মোচিত হবে। ফলে মহান আল্লাহ (পরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত) তাঁদের সামনে প্রতিভাত হবেন। বস্তুত মহান আল্লাহ (পরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত) তাঁদেরকে এমন কোনো কিছু দান করেননি, যা তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করার চেয়ে তাঁদের কাছে অধিক প্রিয় ছিল।"

(ص: 244) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

447 - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَضْرِ التِّرْمِذِيُّ، نَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكِيعِ بْنِ عَدْسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ الْحَقِيلِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكُنَّا يَرَى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُخْلِيًا بِهِ؟" قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا آيَةُ ذَلِكَ فِي خَلْقِهِ؟" قَالَ: «أَلَيْسَ كُلُّكُمْ يَرَى الْقَبَرَ لَيْلَةً الْبَدْرِ مُخْلِيًا بِهِ؟» قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: «فَاللَّهُ أَكْظَمُ»

889 - ইব্রাহিম ইবনু নাসর আত-তিরমিযী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি হুশাইম থেকে, তিনি ইয়ালা ইবনু আতা থেকে, তিনি ওয়াকি ইবনু আদুস থেকে, তিনি তাঁর চাচা আবু রাযীন আল-উকাইলী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবু রাযীন) বলেন, আমি বললাম: "হে আল্লাহর রাসূল, কিয়ামত দিবসে আমাদের প্রত্যেকেই কি তাঁর প্রতিপালক, পরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত আল্লাহকে, একান্তে ও স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে?" তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "হ্যাঁ।" আমি বললাম: "হে আল্লাহর রাসূল, তাঁর সৃষ্টির মধ্যে এর দৃষ্টান্ত কী?" তিনি বললেন: "তোমাদের সবাই কি পূর্ণিমার রাতে চাঁদকে একান্তে ও স্পষ্টভাবে দেখতে পাও না?" তিনি (আবু রাযীন) বলেন, আমি বললাম: "হ্যাঁ, অবশ্যই।" তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "অতএব আল্লাহ (দর্শনে) আরও মহান।"

(ص: 245) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

448 - حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، أَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكَيْعِ بْنِ عُدُسٍ، عَنْ عَبْدِ أَبِي رَزِينَ الْعَقِيلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكُنَّا يَرَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا آيَةُ ذَلِكَ فِي خَلْقِهِ؟ قَالَ: «يَا أَبَا رَزِينَ أَمَّا كُلُّكُمْ يَرَى الْقَبَرَ مُخْلِياً بِهِ؟» قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: «فَاللَّهُ أَعْظَمُ»

448 - আমার কাছে যুহায়র ইবন হারব বর্ণনা করেছেন, তিনি ইয়াযীদ ইবন হারুন থেকে, তিনি হাম্মাদ ইবন সালামাহ থেকে, তিনি ইয়ালা ইবন আতা থেকে, তিনি ওয়াকী ইবন উদুস থেকে, তিনি তাঁর চাচা আবু রাযীন আল-উকায়লী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামত দিবসে কি আমাদের সকলেই আল্লাহকে (মহিমাম্বিত ও গৌরবাম্বিত) দেখতে পাবে? এবং তাঁর সৃষ্টিতে এর নিদর্শন কী?" তিনি বললেন, "হে আবু রাযীন! তোমরা কি সকলেই চাঁদকে মেঘমুক্ত আকাশে (কোনো প্রতিবন্ধকতা ব্যতীত) স্পষ্ট দেখতে পাও না?" আমি বললাম, "অবশ্যই।" তিনি বললেন, "তাহলে আল্লাহ আরও মহান (এবং তাঁর দর্শন এর চেয়েও স্পষ্ট হবে)।"

(ص: 245) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

449 - حَدَّثَنِي أَبُو خَيْثَمَةَ، ثنا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، أَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ نَادَى مُنَادٍ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ: إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَوْعِدًا، فَيَقُولُونَ: أَلَمْ تُثَقِّلْ مَوَازِينَنَا؟ أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ " قَالَ: «فَيَتَجَلَّى لَهُمْ عَزَّ وَجَلَّ فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَمَا أَعْطَاهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْجَنَّةِ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ»

88৯ - আবু খায়সামা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, বিশর ইবনুস সারী আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, হাম্মাদ ইবনু সালামা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি সাবিত থেকে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু আবি লায়লা থেকে, তিনি সুহাইব (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সাঃ) বলেছেন: "যখন জান্নাতবাসীরা জান্নাতে প্রবেশ

করবে এবং জাহান্নামবাসীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তখন একজন আহ্বানকারী আহ্বান করে বলবে, হে জান্নাতবাসীরা! আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য একটি অঙ্গীকার (মওঈদ) রয়েছে। তখন তারা বলবে, আপনি কি আমাদের (নেকির) পাল্লা ভারী করেননি? আপনি কি আমাদের চেহারা উজ্জ্বল করেননি? আপনি কি আমাদের জান্নাতে প্রবেশ করাননি এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেননি?" তিনি (নবী সাঃ) বললেন, "অতঃপর মহিমাম্বিত ও পরাক্রমশালী আল্লাহ তাদের সামনে প্রকাশিত হবেন। তখন তারা তাঁর দিকে তাকাবে। আল্লাহ তাআলা জান্নাতে তাদের এমন কোনো কিছু দান করেননি যা তাদের কাছে তাঁর দিকে তাকানোর চেয়ে অধিক প্রিয়।"

(ص: 245) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

450 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكَيْعِ بْنِ حُدُسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ، قَالَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيْنَ كَانَ [ص: 246] رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقَهُ؟ قَالَ: «كَانَ فِي عَمَاءٍ مَا تَحْتَهُ هَوَاءٌ وَمَا فَوْقَهُ هَوَاءٌ ثُمَّ خَلَقَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ»

৪৫০ - আমার পিতা (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (বলেন) ইয়াযীদ ইবনু হারুন আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (বলেন) হাম্মাদ ইবনু সালামা আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইয়ালা ইবনু আতা থেকে, তিনি ওয়াকী ইবনু হাদস থেকে, তিনি তাঁর চাচা আবু রযীন আল-উকায়লী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবু রযীন) বলেন: "হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের প্রতিপালক, মহান ও পরাক্রমশালী, তাঁর সৃষ্টিকে সৃষ্টি করার পূর্বে কোথায় ছিলেন? পৃষ্ঠা: ২৪৬" তিনি (রাসূলুল্লাহ) বললেন: «তিনি এক আমাতে (عى - এক অজানা নিরাকার অবস্থায়) ছিলেন যার নিচেও কোনো বাতাস ছিল না এবং উপরেও কোনো বাতাস ছিল না। অতঃপর তিনি পানির উপর তাঁর আরশ সৃষ্টি করলেন।»

(ص: 246) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

451 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكَيْعِ بْنِ حُدُسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: "يَا

رَسُولَ اللَّهِ، أَكُنَّا يَرَى اللَّهُ عز وجل يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَا آيَةُ ذَلِكَ فِي خَلْقِهِ؟ قَالَ: «يَا أَبَا رَزِينٍ، أَلَيْسَ كُلُّكُمْ يَرَى الْقَمَرَ مُخْلِيًا بِهِ؟» قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: «فَاللَّهُ عز وجل أَعْظَمُ»

৪৫১ - আমার পিতা (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) আমাকে বর্ণনা করেছেন, ইয়াযীদ ইবনু হারুন আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, হাম্মাদ ইবনু সালামাহ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইয়ালা ইবনু আতা থেকে, তিনি ওয়াকী ইবনু উদুস থেকে, তিনি তাঁর চাচা আবু রাযীন আল-উকায়লী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবু রাযীন) বলেন: আমি বললাম: "হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামতের দিন কি আমরা সকলেই মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহকে দেখতে পাবো? আর তাঁর সৃষ্টিতে এর নিদর্শন কী?" তিনি (রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "হে আবু রাযীন! তোমাদের প্রত্যেকে কি চাঁদকে সুস্পষ্টভাবে (বাধারহিতভাবে) দেখতে পাও না?" তিনি (আবু রাযীন) বলেন: আমি বললাম: "হ্যাঁ, অবশ্যই।" তিনি (রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "তাহলে মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ আরও মহান (অর্থাৎ তাঁর দর্শন আরও স্পষ্ট হবে)।"

(ص: 246) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

452 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، تَعَالَى، قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكَيْعِ بْنِ حَدْسٍ، عَنْ عَبْدِ أَبِي رَزِينٍ - قَالَ حَسَنٌ: الْعُقَيْلِيُّ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ضَحِكَ رَبُّنَا عز وجل مِنْ قُنُوطِ عِبَادِهِ وَقُرْبِ غَيْرِهِ» قَالَ: أَبُو رَزِينٍ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَيُضْحَكُ الرَّبُّ الْعَظِيمُ عز وجل؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: لَنْ نَعْدَمَ مِنْ رَبِّ يَضْحَكُ خَيْرًا، قَالَ حَسَنٌ فِي حَدِيثِهِ: فَقَالَ: «نَعَمْ لَنْ نَعْدَمَ مِنْ رَبِّ يَضْحَكُ خَيْرًا»

452 - আমার পিতা (আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রতি রহম করুন) আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: ইয়াযীদ ইবনু হারুন আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, হাম্মাদ ইবনু সালামাহ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইয়ালা ইবনু আতা থেকে, তিনি ওয়াকী ইবনু হাদাস থেকে, তিনি তার চাচা আবু রাযীন (হাসান বলেছেন: আল-উকাইলী) থেকে বর্ণনা করেছেন যে,

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: «আমাদের প্রতিপালক, মহিয়ান ও গরিয়ান, তাঁর বান্দাদের হতাশায় এবং তাদের অবস্থার দ্রুত পরিবর্তনে হাসেন।» আবু রাযীন বললেন: আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল, মহান ও মহিমাম্বিত রবও কি হাসেন? তিনি বললেন: «হ্যাঁ।» আমি বললাম: যে রব হাসেন, তাঁর থেকে আমরা কল্যাণের বঞ্চিত হব না। হাসান তাঁর বর্ণনায় বলেছেন: অতঃপর তিনি বললেন: «হ্যাঁ, যে রব হাসেন, তাঁর থেকে আমরা কল্যাণের বঞ্চিত হব না।»

(ص: 246) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

453 - حَدَّثَنِي أَبُو عُمَيْرٍ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ إِمْلَاءٌ عَلَيَّ مِنْ كِتَابِهِ بِالْبَصْرَةِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ وَكَيْعِ بْنِ حَدَّاسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ص: 247] قَالَ: «ضَحِكَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قُنُوطِ عِبَادِهِ وَقُرْبِ غَيْرِهِ» فَقَالَ أَبُو رَزِينٍ: أَوْيَضَحَكَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ لَنْ نَعْدَمَ مِنْ رَبِّ يَضْحَكُ خَيْرًا»

453 - আমাকে বর্ণনা করেছেন আবু উসমান সাঈদ ইবনে আব্দুল জাক্বার, বসরায় তাঁর কিতাব থেকে আমাকে শ্রুতিলিপি আকারে শুনিয়ে; আমাদেরকে হাম্মাদ ইবনে সালামা বর্ণনা করেছেন; ইয়ালা ইবনে আতা আমাদেরকে অবহিত করেছেন ওয়াকি ইবনে হাদস থেকে, তিনি তাঁর চাচা আবু রাযীন থেকে, যে রাসূলুল্লাহ (তাঁর উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) [পৃষ্ঠা: ২৪৭] বলেছেন: "আমাদের প্রতিপালক, যিনি মহিমাম্বিত ও পরাক্রমশালী, তাঁর বান্দাদের নিরাশায় এবং তাঁর (নির্ধারিত) পরিবর্তনের সন্নিহিততা সত্ত্বেও হাস্য করেন।" তখন আবু রাযীন বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল, মহিমাম্বিত ও পরাক্রমশালী প্রতিপালক কি হাস্য করেন?" তিনি বললেন: "হ্যাঁ। যে প্রতিপালক হাস্য করেন, আমরা তাঁর থেকে কল্যাণের অভাব অনুভব করব না।"

(ص: 247) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

454 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، نَا بِهِزُ بْنُ أُسْدٍ، وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْجَبِ، قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ وَكَيْعِ بْنِ عُدْسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ أَكُنَّا يَرَى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا آيَةُ ذَلِكَ فِي خَلْقِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَيْسَ كُلُّكُمْ يَنْظُرُ إِلَى الْقَمَرِ مُخْلِيًا بِهِ؟» قَالَ: بَلَى، قَالَ: «فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْظَمُ»

8৫৪ - আমার পিতা (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) আমাকে বর্ণনা করেছেন; বাহয ইবনে আসাদ এবং হাসান ইবনে মূসা আল-আশয়াব আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা উভয়ে বলেছেন, আমাদের কাছে হাম্মাদ ইবনে সালামা বর্ণনা করেছেন; আমাদের কাছে ইয়ালা ইবনে আতা বর্ণনা করেছেন; ওয়াকি ইবনে উদুস থেকে, তাঁর চাচা আবু রায়ীন আল-উকায়লী থেকে, যে তিনি বলেছেন: "হে আল্লাহর রাসূল (আপনার প্রতি আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক), কিয়ামতের দিন আমাদের সবাই কি তার প্রতিপালক, পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত সত্তাকে দেখতে পাবে? আর তাঁর সৃষ্টিতে এর কী নিদর্শন রয়েছে?" তখন আল্লাহর রাসূল (তাঁর প্রতি আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) বললেন: "তোমাদের প্রত্যেকে কি চাঁদকে অবাধে ও পরিস্কারভাবে দেখে না?" তিনি বললেন: "হ্যাঁ, অবশ্যই।" তিনি বললেন: "সুতরাং আল্লাহ, পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত সত্তা (দর্শনের ক্ষেত্রে) আরও মহান।"

(ص: 247) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

455 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَبَهْزُ بْنُ أُسْدٍ، قَالَا: نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكَيْعِ بْنِ عُدْسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ - قَالَ بِهِزُ فِي حَدِيثِهِ: الْعُقَيْلِيُّ - قَالَ: "قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ نَرَى رَبَّنَا عَزَّ وَجَلَّ؟ وَقَالَ بِهِزُ فِي حَدِيثِهِ: أَكُنَّا يَرَى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا آيَةُ ذَلِكَ فِي خَلْقِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَيْسَ كُلُّكُمْ يَنْظُرُ إِلَى الْقَمَرِ مُخْلِيًا بِهِ؟» قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: «فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْظَمُ»

8৫৫ - আমার পিতা আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন। আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী এবং বাহয আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তারা উভয়ে

বলেছেন: হাম্মাদ ইবনে সালামা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, ইয়ালা ইবনে আতা থেকে, ওয়াকী ইবনে হাদস থেকে, তাঁর চাচা আবু রাযীন (আল-উকাইলী) থেকে। তিনি বললেন: "আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল, আমরা আমাদের প্রতিপালক (আল্লাহ) পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিতকে (আযযা ওয়া জাল্লা) কীভাবে দেখব?" এবং বাহয তাঁর হাদিসে বলেছেন: "আমাদের প্রত্যেকেই কি কেয়ামতের দিন তাঁর প্রতিপালক (আল্লাহ) পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিতকে (আযযা ওয়া জাল্লা) দেখতে পাবে? এবং সৃষ্টির মধ্যে এর নিদর্শন কী?" তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "তোমাদের প্রত্যেকেই কি চন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করে না যখন তা প্রতিবন্ধকমুক্ত থাকে?" তিনি (বর্ণনাকারী) বললেন: আমি বললাম: "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই!" তিনি (রাসূলুল্লাহ) বললেন: "সুতরাং আল্লাহ পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত (আযযা ওয়া জাল্লা) আরও মহান (যে তাঁকে দেখা যাবে)।"

(ص: 247) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

456 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَأَبُو سُفْيَانَ يَعْنِي الْمَعْبَرِيَّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «مَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ فِي الْكُرْسِيِّ إِلَّا كَحَلْقَةٍ فِي أَرْضٍ فَلَاةٍ»

456 - আমাকে আমার পিতা (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) বর্ণনা করেছেন যে, আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী এবং আবু সুফিয়ান—অর্থাৎ মামারী—আমাদেরকে সুফিয়ানের সূত্রে, তিনি লায়সের সূত্রে, তিনি মুজাহিদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। মুজাহিদ বলেছেন: "কুরসীর তুলনায় আসমানসমূহ ও পৃথিবী জনশূন্য প্রান্তরে একটি আংটির ন্যায়।"

(ص: 248) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

457 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُسْأَلُ عَنِ الْوُرُودِ، فَقَالَ: "نُحْشِرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى كَذَا وَكَذَا أَنْظُرُ أَيُّ ذَلِكَ فَوْقَ النَّاسِ، قَالَ: فَتَدْعَى الْأُمَمُ بِأَوْتَانِهَا وَمَا كَانَتْ تَعْبُدُ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، ثُمَّ يَأْتِينَا رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَقُولُ: مَنْ تَنْظُرُونَ؟ فَيَقُولُونَ:

نَنْظُرُ رَبَّنَا عَزَّ وَجَلَّ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: حَتَّى نَنْظُرَ إِلَيْكَ فَيَتَجَلَّى تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُمْ يَضْحَكُ، قَالَ: فَيَنْطَلِقُ بِهِمْ وَيَتَّبِعُونَهُ وَيُعْطِي كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَنَافِقُ أَوْ مُؤَمِّنٌ نُورًا ثُمَّ يَتَّبِعُونَهُ وَعَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ كَلَالِيْبٌ وَحَسَكٌ تَأْخُذُ مَنْ شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يُطْفَأُ نُورُ الْمَنَافِقِينَ ثُمَّ يَنْجُو الْمُؤْمِنُونَ فَتَنْجُو أَوَّلُ زُمْرَةٍ وَجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ سَبْعُونَ أَلْفًا لَا يُحَاسِبُونَ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ كَأَضْوَاءِ نَجْمٍ فِي السَّمَاءِ، ثُمَّ كَذَلِكَ ثُمَّ تَحِلُّ الشَّفَاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ النَّارِ، مَنْ قَالَ [ص: 249]: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، فَيُجْعَلُونَ بِفَنَاءِ الْجَنَّةِ وَيُجْعَلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ يَرُشُّونَ عَلَيْهِمُ الْمَاءَ حَتَّى يَنْبُتُوا نَبَاتَ الشَّيْءِ فِي السَّيْلِ، ثُمَّ يُسْأَلُ حَتَّى تُجْعَلَ لَهُ الدُّنْيَا وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهَا مَعَهَا "

457 - আমাকে আমার পিতা বর্ণনা করেছেন, তাঁকে রওহ ইবনে উবাদা বর্ণনা করেছেন, তাঁকে ইবনে জুরাইজ বর্ণনা করেছেন, আমাকে আবুয যুবাইর খবর দিয়েছেন যে, তিনি জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ)-কে (পুলসিরাতের ওপর দিয়ে) গমনের (উরুদ) বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে শুনেছেন। অতঃপর তিনি বললেন: "কিয়ামতের দিন আমাদেরকে এভাবে এভাবে একত্রিত করা হবে—দেখুন, মানুষের উপর এর কোন অবস্থাটি বিদ্যমান থাকবে।" তিনি বললেন: "অতঃপর বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীকে তাদের প্রতিমা ও তারা যা পূজা করত, তার সঙ্গে একটার পর একটা করে ডাকা হবে। এরপর আমাদের রব (মহামহিম) আমাদের কাছে আসবেন এবং বলবেন: তোমরা কার অপেক্ষা করছ? অতঃপর তারা বলবে: আমরা আমাদের মহামহিম রবের অপেক্ষা করছি। অতঃপর তিনি বলবেন: আমি তোমাদের রব। অতঃপর তারা বলবে: আমরা আপনাকে না দেখা পর্যন্ত (মানবো না)। অতঃপর তিনি (আল্লাহ), যিনি বরকতময় ও সুউচ্চ, তাদের সামনে হাসিমুখে প্রকাশিত হবেন।" তিনি (জাবির) বললেন: "অতঃপর তিনি তাদের নিয়ে যাত্রা করবেন এবং তারা তাঁর অনুসরণ করবে। তিনি তাদের প্রত্যেককে—মুনাফিক হোক বা মুমিন—একটি আলো (নূর) দান করবেন। অতঃপর তারা তাঁর অনুসরণ করবে। জাহান্নামের পুলসিরাতে আঁকড়া ও কাঁটা থাকবে, যা আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ধরবে। অতঃপর মুনাফিকদের আলো নিভিয়ে দেওয়া হবে। এরপর মুমিনগণ মুক্তি পাবে। অতঃপর প্রথম দলটি মুক্তি পাবে, যাদের চেহারা হবে পূর্ণিমার চাঁদের মতো। তারা সত্তর হাজার হবে, যাদের কোনো হিসাব নেওয়া হবে না। এরপর তাদের পরবর্তী যারা, তারা হবে আকাশের তারার আলোর মতো।

অতঃপর এভাবেই চলতে থাকবে। অতঃপর সুপারিশ কার্যকর হবে, এমনকি জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসবে [পৃষ্ঠা: ২৪৯]: যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই) বলেছে এবং যার অন্তরে এক যব পরিমাণও কল্যাণ ছিল। অতঃপর তাদের জান্নাতের আঙ্গিনায় রাখা হবে। জান্নাতবাসীরা তাদের উপর পানি ছিটাবে, যেন তারা স্রোতের ধারে যেমন উদ্ভিদ গজিয়ে ওঠে, তেমন সতেজ হয়ে ওঠে। অতঃপর সে (আল্লাহর কাছে) চাইতে থাকবে, যতক্ষণ না তাকে দুনিয়া এবং এর সাথে এর দশ গুণ দেওয়া হয়।"

(ص: 249) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

458 - حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، مِنْ كِتَابِهِ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، نَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يُسْأَلُ عَنِ الْوُرُودِ، فَقَالَ: نَحْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى كَذَا وَكَذَا انْظُرْ أَيُّ ذَلِكَ فَوْقَ النَّاسِ، فَتُدْعَى الْأُمَمُ بِأَوْتَانِهَا وَمَا كَانَتْ تَعْبُدُ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، ثُمَّ يَأْتِينَا بَعْدَ ذَلِكَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ يَسْئَلُ: «مَنْ تَنْظُرُونَ؟» فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا، فَيَقُولُ: «أَنَا رَبُّكُمْ» فَيَقُولُونَ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَيْكَ، قَالَ: فَيَتَجَلَّى لَهُمْ عَزَّ وَجَلَّ يَضْحَكُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطَوِيلِهِ

৪৫৮ - আমাকে আল-আব্বাস ইবনে মুহাম্মাদ আদ-দাওরি তার কিতাব থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন আমাকে ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন হাজ্জাজ বর্ণনা করেছেন, ইবনে জুরাইজ থেকে, তিনি বলেছেন আমাকে আবুয যুবাইর খবর দিয়েছেন যে, তিনি জাবিরকে (রাদিয়াল্লাহু আনহু) শুনেছেন, তাকে ‘আল-উরুদ’ (পুলসিরাতে অতিক্রম) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছিল। তখন তিনি বললেন: "কিয়ামতের দিন আমরা এমন এমন অবস্থানে থাকব—দেখো, মানুষের উপরে তার কোনটি আছে। অতঃপর জাতিগুলোকে তাদের প্রতিমা ও যা তারা উপাসনা করত তাদের দ্বারা, প্রথম প্রথম ডাকা হবে। তারপর এর পরে আমাদের প্রতিপালক, মহিমান্বিত ও পরাক্রমশালী, হেঁটে আসবেন এবং বলবেন: তোমরা কার অপেক্ষা করছ? তখন তারা বলবে: আমাদের প্রতিপালক। তিনি বলবেন: আমি তোমাদের প্রতিপালক। তারা বলবে: যতক্ষণ না আমরা আপনাকে দেখতে পাই। তিনি (জাবির) বললেন: তখন তিনি (আল্লাহ) তাদের সামনে হাসিমুখে প্রতিভাত হবেন, মহিমান্বিত ও পরাক্রমশালী। অতঃপর তিনি সম্পূর্ণ হাদিসটি বর্ণনা করলেন।

459 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتِ
الْبُنَاتِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُكْشَفُ الْحِجَابُ فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَوَاللَّهِ، مَا أَعْطَاهُمُ اللَّهُ شَيْئًا
أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْهُ» ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى
وَزِيَادَةٌ} [يونس: 26]

৪৫৯ - আমার পিতা (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি
(বলেন), ইয়াযীদ ইবনু হারুন আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি (বলেন), হাম্মাদ ইবনু
সালামাহ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি সাবিত আল-বুনানী থেকে, তিনি আব্দুর
রহমান ইবনু আবি লায়লা থেকে, তিনি সুহাইব (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণনা
করেছেন। সুহাইব (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) বলেন: আল্লাহর রাসূল (আল্লাহর শান্তি ও
রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক) বলেছেন: "পর্দা উন্মোচন করা হবে, ফলে তারা তাঁর (আল্লাহর)
দিকে তাকাবে। আল্লাহর কসম! আল্লাহ তাদেরকে এমন কোনো কিছু দান করেননি যা তাদের
কাছে এর (আল্লাহকে দেখার) চেয়ে অধিক প্রিয়।" অতঃপর আল্লাহর রাসূল (আল্লাহর শান্তি ও
রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক) এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন: "{যারা ভালো কাজ করে,
তাদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান এবং অতিরিক্ত কিছু।}" [ইউনুস: ২৬]

حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ، نَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ جَهْضَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
النَّفِيسِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو طَيْبَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَتَانِي جِبْرِيلُ وَفِي كَفِّهِ مَرَأَةٌ بَيَضَاءُ فِيهَا
نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذِهِ الْجُمُعَةُ يَعْرِضُهَا عَلَيْكَ رَبُّكَ عَزَّ
وَجَلَّ لِتَكُونَ لَكُمْ عِيدًا وَلِقَوْمِكَ مِنْ بَعْدِكَ تَكُونُ أَنْتَ الْأَوَّلُ وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى تَبْعُ
مِنْ بَعْدِكَ، قُلْتُ: مَا لَنَا فِيهَا؟ قَالَ: لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، لَكُمْ فِيهَا سَاعَةٌ مَنْ دَعَا رَبَّهُ عَزَّ

وَجَلَّ فِيهَا بِخَيْرٍ هُوَ لَهُ قَسْمٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ لَيْسَ لَهُ بِقَسْمٍ إِلَّا ذُخِرَ لَهُ مَا
 أَعْظَمُ مِنْهُ، أَوْ تَعَوَّذَ فِيهَا مِنْ شَرِّ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ إِلَّا أَعَاذَهُ اللَّهُ مِنْ أَعْظَمَ مِنْهُ، فَإِذَا
 كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ نَزَلَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ عِلِّيِّينَ عَلَى كُرْسِيِّهِ، ثُمَّ حَفَّ الْكُرْسِيُّ بِمَنَابِرَ
 مِنْ نُورٍ، ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّونَ حَتَّى يَجْلِسُوا عَلَيْهَا، ثُمَّ حَفَّ الْمَنَابِرَ بِكَرَاسِيِّ مِنْ ذَهَبٍ، ثُمَّ
 جَاءَ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ حَتَّى يَجْلِسُوا عَلَيْهَا، ثُمَّ يَجِيءُ أَهْلُ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسُوا عَلَى
 الْكَثِيبِ، فَيَتَجَلَّى لَهُمْ رَبُّهُمْ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَنْظُرُوا إِلَى وَجْهِهِ عَزَّ وَجَلَّ، أَعَادَهَا عَبْدُ
 الْأَعْلَى مَرَّتَيْنِ، وَهُوَ يَقُولُ: أَنَا الَّذِي صَدَقْتُكُمْ وَعَدِي وَأَثَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي [ص:
 251]، وَهَذَا مَحَلُّ كَرَامَتِي، فَاسْأَلُونِي فَيَسْأَلُونَهُ الرِّضَا، فَيَقُولُ: رِضَايَ أَحَلَّكُمْ دَارِي،
 وَإِنَّ لَكُمْ كَرَامَتِي، فَسَلُونِي، فَيَسْأَلُونَهُ حَتَّى تَنْتَهِيَ رَغْبَتُهُمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ مَا لَا
 عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ إِلَى مِقْدَارٍ مُنْصَرَفٍ النَّاسِ يَوْمَ
 الْجُمُعَةِ، ثُمَّ يَصْعَدُ عَلَى كُرْسِيِّهِ فَيَصْعَدُ مَعَهُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ وَيَرْجِعُ أَهْلُ الْغُرَفِ
 إِلَى غُرَفِهِمْ، وَهِيَ دُرَّةٌ بَيَضَاءُ لَا فَصَمَ وَلَا قَصَمَ أَوْ يَأْقُوْتُهُ حَمْرَاءُ أَوْ زَبَرَجَدَةٌ خَضْرَاءُ
 فِيهَا، أَوْ قَالَ مِنْهَا أَوْ كَمَا قَالَ، وَمِنْهَا غُرْفُهَا وَأَبْوَابُهَا مُطْرَدَةٌ فِيهَا، أَنْهَارُهَا مُتَدَلِّيَةٌ
 فِيهَا، ثِمَارُهَا فِيهَا، أَزْوَاجُهَا وَخَدَمُهَا فَيَكْسُوا إِلَى شَيْءٍ أَحْوَجَ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ
 لِيَزْدَادُوا مِنْهُ كَرَامَةً وَلِيَزْدَادُوا نَظْرًا إِلَى وَجْهِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِلَّذَلِكَ دُعَايَ يَوْمِ الْمَزِيدِ " أَوْ
 كَمَا قَالَ

আমার কাছে আব্দুল আলা ইবনু হাম্মাদ আন-নারসী বর্ণনা করেছেন, তিনি উমার ইবনু ইউনুস থেকে, তিনি জাহদাম ইবনু আব্দুল্লাহ আন-নাফীসী থেকে, তিনি আমাদের কাছে আবু তাইবাহ থেকে, তিনি উসমান ইবনু উমায়র থেকে, তিনি আনাস ইবনু মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "আমার কাছে জিবরীল (আলাইহিস সালাম) এলেন, আর তাঁর হাতের তালুতে একটি সাদা আয়না ছিল, যার মধ্যে একটি কালো বিন্দু ছিল। আমি বললাম: হে জিবরীল, এটা কী? তিনি বললেন: এটি হলো জুমুআহ (শুক্রবার)। আপনার প্রতিপালক, মহান ও পরাক্রমশালী, এটি আপনার সামনে পেশ করেছেন, যাতে এটি আপনাদের জন্য এবং আপনার পরবর্তী উম্মতের জন্য ঈদ

(উৎসবের দিন) হয়। আপনিই প্রথম হবেন এবং ইহুদি ও খ্রিস্টানরা আপনার পরে (এ দিনের ব্যাপারে) অনুসারী হবে। আমি বললাম: এতে আমাদের জন্য কী (ফায়দা) আছে? তিনি বলেন: এতে তোমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। এতে তোমাদের জন্য একটি (বিশেষ) মুহূর্ত আছে। যে ব্যক্তি সেই মুহূর্তে তাঁর মহান ও পরাক্রমশালী প্রতিপালকের কাছে কোনো কল্যাণের জন্য দোয়া করবে—যদি তা তার জন্য নির্ধারিত (তাকদীর) হয়, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে তা দান করবেন; অথবা যদি তা তার জন্য নির্ধারিত না-ও হয়, তবে তার জন্য এর চেয়েও বড় কিছু সঞ্চিত রাখা হবে। অথবা যে ব্যক্তি সেই মুহূর্তে তার জন্য যা কিছু নির্ধারিত আছে, তার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে—আল্লাহ তাকে এর চেয়েও বড় অনিষ্ট থেকে আশ্রয় দেবেন। যখন জুমুআর দিন আসে, তখন মহান আল্লাহ তাআলা ইল্লিয়ীন (জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান) থেকে তাঁর কুসীর (সিংহাসন) ওপর অবতরণ করেন। অতঃপর কুসীকে নূরের মিস্বরসমূহ দ্বারা ঘিরে ফেলা হয়। অতঃপর নবীগণ এসে সেগুলোর ওপর বসেন। অতঃপর মিস্বরসমূহকে স্বর্ণের কুসীসমূহ দ্বারা ঘিরে ফেলা হয়। অতঃপর সিদ্দীকগণ (সত্যবাদী ও নিষ্ঠাবানগণ) ও শহীদগণ এসে সেগুলোর ওপর বসেন। অতঃপর জান্নাতবাসীরা এসে বালির স্তূপের (الكثيب) ওপর বসেন। তখন তাঁদের প্রতিপালক, মহান ও পরাক্রমশালী, তাঁদের কাছে আত্মপ্রকাশ করেন, এমনকি তাঁরা তাঁর মহান ও পরাক্রমশালী সত্তাকে দেখতে পান।" আব্দুল আলা এটি দুবার পুনরাবৃত্তি করেছেন, এবং তিনি (আল্লাহ তাআলা) বলেন: "আমিই সেই সত্তা যিনি তোমাদের প্রতি আমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছি এবং তোমাদের ওপর আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করেছি।"

পৃষ্ঠা: ২৫১ "আর এটি আমার সম্মান প্রদর্শনের স্থান। সুতরাং আমার কাছে চাও।" তখন তারা তাঁর কাছে সন্তুষ্টি প্রার্থনা করবে। তিনি বলবেন: "আমার সন্তুষ্টিই তোমাদেরকে আমার গৃহে (জান্নাতে) প্রবেশ করিয়েছে। আর তোমাদের জন্য আমার পক্ষ থেকে সম্মান রয়েছে। সুতরাং আমার কাছে চাও।" তখন তারা তাঁর কাছে চাইতে থাকবে, যতক্ষণ না তাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়। তখন তাদের জন্য এমন সব জিনিস উন্মোচন করা হবে, যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি এবং কোনো মানুষের হৃদয়ে যার কল্পনাও উদয় হয়নি; (এই উন্মোচন) জুমুআর দিন মানুষের (দুনিয়া থেকে) ফিরে যাওয়ার সময় পর্যন্ত (চলতে থাকে)। অতঃপর তিনি তাঁর কুসীতে আরোহণ করেন। তখন তাঁর সাথে সিদ্দীকগণ ও শহীদগণও আরোহণ করেন। এবং কক্ষসমূহের অধিবাসীরা তাদের কক্ষসমূহে ফিরে যান। আর তা হলো একটি সাদা মুক্তা, যা ফাটে না এবং ভাঙে না; অথবা একটি লাল ইয়াকূত (চুনি) পাথর, অথবা একটি সবুজ জাবারজাদ (পান্না) পাথর (কক্ষে)। অথবা তিনি (বর্ণনাকারী) বলেছেন যে, কক্ষগুলো এই

জিনিসগুলো দিয়ে তৈরি, অথবা তিনি (নবী) যেমনটি বলেছেন। আর এর থেকেই এর কক্ষসমূহ এবং এর দরজাগুলো এতে বিস্তৃত। এর নদীসমূহ এতে প্রবাহিত। এর ফলমূল এতে রয়েছে। এর স্ত্রীগণ ও সেবকগণ রয়েছে। সুতরাং জুমুআর দিনের চেয়ে অন্য কোনো কিছুর প্রতি তাদের এতটা প্রয়োজন নেই, যাতে তারা সেদিন আরও বেশি সম্মান অর্জন করতে পারে এবং তাঁর মহান ও পরাক্রমশালী সত্তাকে আরও বেশি দেখতে পারে। আর একারণেই এটিকে ইয়াওমুল মাজীদ (অর্থাৎ অতিরিক্ত প্রাপ্তির দিন) বলা হয়।" অথবা তিনি (নবী) যেমনটি বলেছেন।

(ص: 251) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

461 - وَحَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي جَرٍّ، عَنْ ثَوِيرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً لَمَنْ يَنْظُرُ فِي مُلْكِهِ الْفَيَّ سَنَةً يَرَى أَقْصَاهُ كَمَا يَرَى أَدْنَاهُ يَنْظُرُ فِي أَزْوَاجِهِ وَسُرَرِهِ وَخَدَمِهِ وَإِنَّ أَفْضَلَهُمْ مَنْزِلَةً لَمَنْ يَنْظُرُ فِي وَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ»

461 - আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত করুন, আবু মুআবিয়াহ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আব্দুল মালিক ইবনে আবজার থেকে, তিনি ছুওয়াইর ইবনে আবি ফাখিতাহ থেকে, তিনি ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয় জান্নাতবাসীদের মধ্যে যার মর্যাদা সর্বনিম্ন হবে, সে দুহাজার বছর ধরে তার রাজত্ব দেখবে, সে তার দূরের অংশকে তেমনি দেখবে যেমন তার কাছের অংশকে দেখে। সে তার স্ত্রীগণ, তার আরামকেদারা ও তার সেবক-সেবিকাদের দিকে তাকাবে। আর নিশ্চয় তাদের মধ্যে যার মর্যাদা সর্বোত্তম হবে, সে দিনে দুবার মহাপরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত আল্লাহর চেহারার দিকে তাকাবে।"

(ص: 251) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

462 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، نَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنْ ابْنِ
[ص: 252] عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ أَدْنَى
أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً الَّذِي يَنْظُرُ إِلَى جَنَانِهِ وَنَعِيمِهِ وَخَدَمِهِ وَسُرْرِهِ مِنْ مَسِيرَةِ أَلْفِ سَنَةٍ،
وَإِنَّ أَكْرَمَهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى وَجْهِهِ غُدُوَّةً وَعَشِيَّةً» ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ
{وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ} [القيامة: 23]

৪৬২ - আমার পিতা (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত করুন) আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। হুসাইন ইবনে মুহাম্মাদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। ইসরাঈল আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, সুওয়াইর থেকে, ইবনে **পৃষ্ঠা: ২৫২** উমার (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) এটিকে নবী (আল্লাহর রহমত ও শান্তি তাঁর উপর বর্ষিত হোক) পর্যন্ত উন্নীত করে বর্ণনা করেছেন। তিনি (নবী) বলেছেন: "জান্নাতবাসীদের মধ্যে সর্বনিম্ন মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি সে, যে এক হাজার বছরের পথ পরিমাণ দূরত্ব থেকে তার উদ্যানসমূহ, তার নিয়ামতরাজি, তার সেবকগণ এবং তার সিংহাসনসমূহের দিকে তাকিয়ে দেখবে। আর তাদের মধ্যে আল্লাহর (মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত) নিকট সবচেয়ে সম্মানিত সে ব্যক্তি, যে সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর (আল্লাহর) সত্তার দিকে দৃষ্টিপাত করবে।" অতঃপর তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন: {সেদিন বহু মুখমণ্ডল সতেজ ও প্রফুল্ল থাকবে, তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে।} [সূরা আল-কিয়ামাহ: ২৩]"

(ص: 252) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

463 - حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ سَالِمٍ أَبُو سَعِيدٍ الشَّاشِيُّ، نَا أَبُو الْمَلِيحِ، عَنْ فُرَاتِ بْنِ
سَلْمَانَ، قَالَ: قَدِمَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي حَوَائِجَ فَقَالَ:
سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا جَمَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، قَالَ: يُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ " فَقَصَّ الْحَدِيثَ،
قَالَ: «فَيَتَجَلَّى لَهُمْ» فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ سَمِعْتُ
هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِيكَ يَذْكُرُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: إِي وَاللَّهِ

الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ وَلَا ثَلَاثَةً. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: مَا سَمِعْتُ فِي الْإِسْلَامِ حَدِيثًا هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ

463 - আমাকে বর্ণনা করেছেন ঈসা ইবনু সালিম আবু সাঈদ আশ-শাশী, তাকে বর্ণনা করেছেন আবুল মালিহ, তিনি ফুরাত ইবনু সালমানের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আবু বুরদাহ ইবনু আবু মুসা কিছু প্রয়োজনে সুলায়মান ইবনু আবদুল মালিকের কাছে আগমন করলেন। অতঃপর তিনি (আবু বুরদাহ) বললেন: আমি আমার পিতাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: "যখন আল্লাহ তাআলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানবজাতিকে এক সমতল ভূমিতে সমবেত করবেন, তখন তিনি (আল্লাহ) বলবেন: আকাশ থেকে একজন আহ্বানকারী আহ্বান করবে।" অতঃপর তিনি (ফুরাত) হাদীসের অবশিষ্ট অংশ বর্ণনা করলেন। তিনি (আবু বুরদাহ) বলেন: "অতঃপর তিনি (আল্লাহ) তাদের সামনে প্রতিভাত হবেন।" তখন উমার ইবনু আবদুল আযীয বললেন: সেই আল্লাহর কসম, যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, আপনি কি আপনার পিতাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এই হাদীসটি বর্ণনা করতে শুনেছেন? তিনি (আবু বুরদাহ) বললেন: হ্যাঁ, সেই আল্লাহর কসম, যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, আমি আমার পিতাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এই হাদীসটি একবার নয়, দুবার নয়, তিনবার নয়, বরং বহুবার বর্ণনা করতে শুনেছি। তখন উমার ইবনু আবদুল আযীয বললেন: ইসলামে আমি এমন কোনো হাদীস শুনিনি যা আমার কাছে এর চেয়ে অধিক প্রিয়।

(ص: 253) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

464 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّبَّاعِيُّ، نَا سُلَيْمَانَ بْنَ حَرْبٍ، نَا حَبَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ عُمَارَةَ الْقُرَشِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَتَجَلَّى لَنَا رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَاحِكًا»

464 - আমাকে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক আস-সাগানী বর্ণনা করেছেন। তাকে সুলাইমান ইবনে হারব বর্ণনা করেছেন। তাকে হাম্মাদ ইবনে সালামাহ বর্ণনা করেছেন। তাকে আলী ইবনে যায়দ

ইবনে জুদআন বর্ণনা করেছেন, তিনি উমারা আল-কুরাশী থেকে, তিনি আবু বুরদা ইবনে আবু মূসা থেকে, তিনি তাঁর পিতা (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: «কিয়ামতের দিন আমাদের পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত প্রতিপালক আমাদের সামনে হাসিরত অবস্থায় আত্মপ্রকাশ করবেন।»

(ص: 253) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

465 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّزِّيُّ، نَا مُعْتَبِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَسْلَمَ الْعَجَلِيِّ، عَنْ أَبِي مِرَايَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، وَكَانَ، يُعَلِّمُهُمْ مِنْ سُنَّتِهِمْ، قَالَ: " فَبَيْنَا يُحَدِّثُهُمْ إِذْ [ص: 254] شَخَصَتْ أَبْصَارُهُمْ، قَالَ: مَا أَشْخَصَ أَبْصَارُكُمْ عَنِّي؟ قَالُوا: الْقَبْرُ، قَالَ: فَكَيْفَ إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَهْرَةً؟ "

৪৬৫ - মুহাম্মদ ইবনু আব্দুল্লাহ আর-রযযি আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি মুতামির ইবনু সুলাইমান থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি আসলাম আল-ইজলি থেকে, তিনি আবু মিরায়্যা থেকে, তিনি আবু মূসা থেকে (বর্ণনা করেছেন)। আবু মূসা তাদেরকে তাদের সুন্নত শেখাতেন। তিনি (আবু মূসা) বলেন: "তিনি যখন তাদেরকে বর্ণনা করছিলেন, তখন **পৃষ্ঠা: ২৫৪** তাদের দৃষ্টি উর্ধ্বমুখী হলো। তিনি বললেন: আমার থেকে তোমাদের দৃষ্টি কোন জিনিস ফিরিয়ে নিল? তারা বলল: চাঁদ। তিনি বললেন: তখন কেমন হবে যখন তোমরা আল্লাহকে, মহান ও মহিমাম্বিত, সুস্পষ্টভাবে দেখবে?"

(ص: 254) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

466 - حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، نَا عَطَاءُ يَعْنِي ابْنَ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ صَلَّى بِنَا عَمَّارٍ صَلَاةً فَأَوْجَزَ فِيهَا، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ: " لَقَدْ خَفَّفْتَ أَوْ كَبَّمْتَ نَحْوَهَا، فَقَالَ لَهُ: دَعَوْتُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِيهَا بِدَعَوَاتٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَلَمَّا انْطَلَقَ عَمَّارٌ اتَّبَعَهُ رَجُلٌ وَهُوَ أَبِي، فَسَأَلَهُ عَنِ الدُّعَاءِ، ثُمَّ

جَاءَ فَأَخْبَرَ بِهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَعْلِيكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيَيْ مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي، وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشُّوقَ إِلَى لِقَائِكَ "

৪৬৬ - আবু রাবী আয-যাহরানী আমাকে বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে হাম্মাদ ইবনু যায়দ বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে আতা (অর্থাৎ ইবনুস সাইব) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, আমার (রা.) আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন এবং তিনি তাতে সংক্ষেপ করলেন। তখন কিছু লোক তাকে বললেন, "আপনি তো (সালাত) হালকা করেছেন" অথবা এর কাছাকাছি কোনো কথা। তখন তিনি (আম্মার) তাকে বললেন, "আমি এতে মহান ও পবিত্র আল্লাহর কাছে এমন কিছু প্রার্থনা করেছি যা আমি আল্লাহর রাসূলের (তাঁর উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক) কাছ থেকে শুনেছি।" তিনি (আতার পিতা) বললেন, "যখন আম্মার (রা.) চলে গেলেন, তখন একজন লোক তাকে অনুসরণ করলেন—আর তিনি ছিলেন আমার পিতা। তিনি তাকে প্রার্থনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। অতঃপর তিনি ফিরে এসে তা (প্রার্থনা) জানালেন এবং বললেন: হে আল্লাহ! আপনার অদৃশ্য জ্ঞান দ্বারা এবং সৃষ্টির উপর আপনার ক্ষমতা দ্বারা আমাকে ততদিন জীবিত রাখুন যতদিন জীবন আমার জন্য কল্যাণকর হয়, আর আমাকে মৃত্যু দিন যখন মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর হয়। আমি আপনার কাছে মৃত্যুর পর শীতল জীবন কামনা করি। আমি আপনার কাছে আপনার সত্তার প্রতি দৃষ্টিপাতের আনন্দ এবং আপনার সাথে সাক্ষাতের তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রার্থনা করি।"

(ص: 254) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

467 - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَعُثْمَانُ، ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: نَا مُعَاوِيَةَ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ: صَلَّى عَمَّارٌ صَلَاةً كَانَتْهُمْ أَنْكُرُوهَا فَقَالَ [ص: 255]: أَمَا إِنِّي دَعَوْتُ دُعَاءً سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ بَعْلِيكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيَيْتَ مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَى، وَأَسْأَلُكَ الْقُصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ وَقُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقُطُ وَلَذَّةَ الْعَيْشِ بَعْدَ

الْمَوْتِ، وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ، وَشَوْقًا إِلَى لِقَائِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَرَاءٍ مُضِرَّةٍ وَفِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ»

৪৬৭ - আমার নিকট বর্ণনা করেছেন আবু বকর ও উসমান, আবু শায়বার দুই পুত্র। তাঁরা বলেন: আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন মুআবিয়া ইবনে হিশাম, তিনি শারিক থেকে, তিনি আবু হাশিম থেকে, তিনি আবু মিজলায থেকে, তিনি কায়স ইবনে আব্বাদ থেকে। কায়স ইবনে আব্বাদ বলেন: আমার (রা.) এমনভাবে সালাত আদায় করলেন যেন উপস্থিত লোকেরা তা অপছন্দ করেছিল। তখন তিনি বললেন: [পৃ: ২৫৫] "শোনো! আমি এমন একটি দুআ করেছি যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট থেকে শুনেছি: হে আল্লাহ, আপনার গায়বী জ্ঞান (অদৃশ্যের জ্ঞান) এবং সৃষ্টির উপর আপনার ক্ষমতার দ্বারা আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত জীবিত রাখুন যতক্ষণ আপনি আমার জন্য জীবনকে কল্যাণকর মনে করেন। আমি আপনার নিকট প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উভয় অবস্থায় আপনার ভয় প্রার্থনা করি; এবং আমি আপনার নিকট ক্রোধ ও সন্তুষ্টি উভয় অবস্থায় সত্য কথা বলার ক্ষমতা প্রার্থনা করি; আমি আপনার নিকট দারিদ্র্য ও সচ্ছলতা উভয় অবস্থায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন করার শক্তি (الْقصد) প্রার্থনা করি; আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করি অফুরন্ত নিয়ামত, অবিচ্ছিন্ন চোখ জুড়ানো প্রশান্তি, এবং মৃত্যুর পর জীবনের আনন্দ; আপনার চেহারার (সত্তার) দিকে তাকানোর আনন্দ এবং আপনার সাক্ষাতের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। আর আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি ক্ষতিসাধনকারী কষ্ট এবং পথভ্রষ্টকারী ফিতনা (বিপর্যয়) থেকে।"

(ص: 255) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

468 - حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، قَالَ: كَانَ يَعْني عَمَّارًا يَقُولُ: «أَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ»

468 - আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আমার থেকে, তিনি ইয়াহইয়া ইবনে জাদা থেকে। তিনি (ইয়াহইয়া ইবনে জাদা) বলেন: তিনি (অর্থাৎ আমার) বলতেন: “আমি আপনার কাছে অদৃশ্য ও দৃশ্যমান উভয় অবস্থায় আপনার ভয় (খাশিয়াত) এবং আপনার পবিত্র মুখমণ্ডল দেখার আনন্দ প্রার্থনা করি।”

469 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاعَانِيُّ، نَا أَبُو خَالِدٍ الْفَرَشِيُّ، نَا بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيَخْلُو اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَلَا تَرْجُفَانِ»

৪৬৯ - আমাকে মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক আস-সাগানী বর্ণনা করেছেন। তিনি (বলেন,) আমাদেরকে আবু খালিদ আল-কুরাশী অবহিত করেছেন। তিনি (বলেন,) আমাদেরকে বাশীর ইবনু মুহাজির অবহিত করেছেন। তিনি (বাশীর) উবাইদুল্লাহ ইবনু বুরাইদা থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (পিতা) বলেন: রাসূলুল্লাহ (তাঁর প্রতি আল্লাহর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার সাথে কিয়ামতের দিন সম্মানিত ও মহিমাম্বিত আল্লাহ একান্তে কথা বলবেন না, যখন তার ও তাঁর (আল্লাহর) মাঝে কোনো পর্দা বা দোভাষী থাকবে না।"

470 - حَدَّثَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْوَاسِطِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، نَا أَبِي، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ الْبَجَلِيِّ، قَالَ: قَرَأَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْ قُرِئَتْ [ص: 257] عِنْدَهُ: " {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ} [يونس: 26] فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَا الزِّيَادَةُ؟ النَّظَرُ إِلَى رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ»

৪৭০ - আমাকে বর্ণনা করেছেন যাকারিয়া ইবন ইয়াহইয়া আল-ওয়াসিতী, আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন, আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন ইবন আবী যাইদাহ, আমাদেরকে (বর্ণনা করেছেন) আমার পিতা, আবু ইসহাক থেকে, আমির ইবন সাদ আল-বাজালী থেকে। তিনি বলেন: আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) পাঠ করলেন অথবা তাঁর নিকট পাঠ করা হলো **পৃষ্ঠা: ২৫৭** "{যারা উত্তম কাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান এবং আরও অতিরিক্ত।}" [ইউনুস: ২৬] অতঃপর তিনি বললেন: "তোমরা কি জানো, অতিরিক্ত (যিয়াদাহ) কী? তা হলো আমাদের প্রতিপালক, মহান ও পরাক্রমশালী সত্তার দিকে দৃষ্টিপাত করা।"

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ بَعْضَ الْمَشَايخِ يَقُولُ سَأَلُوا وَكِيعًا عَنْ أَحَادِيثِ الرُّؤْيَا فَحَدَّثَ بِهَا، ثُمَّ قَالَ: «عُمُوا الْجَهْمِيَّةَ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ» مَرَّتَيْنِ

আবু আল-হাসান বললেন: আমি আবদুল্লাহকে বলতে শুনেছি যে, আমি কতিপয় শায়খকে বলতে শুনেছি, তারা ওয়াকীকে রওয়াত (আল্লাহর দর্শন) সম্পর্কিত হাদীসসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি সেগুলো বর্ণনা করলেন। অতঃপর তিনি বললেন: "এই হাদীসসমূহ দ্বারা জাহমিয়াদের (আল্লাহর দর্শন অস্বীকারকারী একটি ফিরকা) অপ্রস্তুত করো।" – দুবার।

471 - حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا وَكِيعٌ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ الْبَجَلِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ} [يونس: 26] قَالَ: الزِّيَادَةُ النَّظَرُ إِلَىٰ وَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى "

471 - আমার পিতা আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, ওয়াকী আমাদেরকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, ইসরাঈল আমাদেরকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, আবু ইসহাক থেকে, তিনি আমির ইবনু সাদ আল-বাজালী থেকে, তিনি আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন: "(যারা সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান এবং অতিরিক্ত কিছু।)" [ইউনুস: ২৬] তিনি (আবু বকর) বলেন: "(অতিরিক্ত কিছু)" হলো আল্লাহ তাআলার মুখমণ্ডল দর্শন।

472 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ: " فِي هَذِهِ الْآيَةِ {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ} [يونس: 26] قَالَ: الزِّيَادَةُ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ "

472 - আমার পিতা (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন; মুহাম্মাদ ইবনু জাফার আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন; শুবাহ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন; তিনি আবু ইসহাক থেকে; তিনি আমির ইবনু সাদ থেকে (বর্ণনা করেছেন)। তিনি (আমির ইবনু সাদ) এই আয়াত সম্পর্কে বলেছেন: "{যারা সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ (জান্নাত) এবং অতিরিক্ত কিছু।}" (ইউনুস: ২৬)। তিনি বললেন: "এই অতিরিক্ত হলো দয়াময় (আল্লাহ), যিনি পরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত, তাঁর মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করা।"

(ص: 258) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

473 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، نَا وَكِيعٌ، نَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نَازِرٍ السَّعْدِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ} [يونس: 26] قَالَ: «النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»

473 - আমার পিতা (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) আমাকে বর্ণনা করেছেন, ওয়াকি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, ইসরাঈল বর্ণনা করেছেন আবু ইসহাক থেকে, তিনি মুসলিম ইবনু নাজীর আস-সাদী থেকে, তিনি হুযায়ফা (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে: "{যারা উত্তম কাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান এবং অতিরিক্ত}" [সূরা ইউনুস: ২৬]। তিনি (হুযায়ফা) বলেছেন: "আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও মহিমান্বিতের চেহারার দিকে তাকানো।"

(ص: 258) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

474 - حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ هِلَالِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَكِيمٍ، سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ.

475 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا وَكِيعٌ، نَا شَرِيكِ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَبَدَأَ بِالْيَمِينِ قَبْلَ الْكَلَامِ: " مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيَخْلُو بِهِ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا يَخْلُو بِالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَيَقُولُ: ابْنُ آدَمَ، مَا [ص: 259] أَجَبْتَ الْمُرْسَلِينَ؟ مَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا عَلِمْتَ؟ " وَالْحَدِيثُ عَلَى لَفْظِ أَبِي عَنْ وَكِيعٍ، حَدَّثَنِي قَطْنُ بْنُ نُسَيْرٍ أَبُو عَبَّادٍ الذَّارِعُ، نَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ حَلَفَ مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا سَيَخْلُو بِهِ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ وَكِيعٍ

474 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন; ওয়াকী আমাদের কাছে শারীক থেকে, তিনি হিলাল ইবন হুমাইদ থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবন হাকিম থেকে বর্ণনা করেছেন। (আবদুল্লাহ ইবন হাকিম বলেন,) আমি ইবন মাসউদকে (আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন) বলতে শুনেছি।

475 - উসমান ইবন আবী শাইবাহ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন; ওয়াকী আমাদের কাছে শারীক থেকে, তিনি হিলাল ইবন আবী হুমাইদ থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবন উকাইম থেকে বর্ণনা করেছেন। (আবদুল্লাহ ইবন উকাইম বলেন,) আমি ইবন মাসউদকে (আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন) বলতে শুনেছি। তিনি (ইবন মাসউদ) কথা বলার আগে কসম দিয়ে শুরু করতেন: "তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার সাথে তার প্রতিপালক —মহাপরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত— একান্তে কথা বলবেন না, যেমন পূর্ণিমা রাতে চাঁদের সাথে একান্তে কথা বলেন। অতঃপর তিনি (আল্লাহ) বলবেন: হে আদম সন্তান, তুমি রাসুলদের (প্রেরিত পুরুষদের) কী জবাব দিয়েছিলে? যা তুমি জেনেছিলে, তা দিয়ে কী কাজ করেছিলে?" [পৃষ্ঠা: ২৫৯] এই হাদীসটি (পূর্বোক্ত বাণীটি) ওয়াকী থেকে আবী-এর বর্ণিত শব্দবিন্যাসে রয়েছে। কাতান ইবন নুসাইর আবু আব্বাদ আয-যারী আমাকে বর্ণনা করেছেন; জাফর ইবন সুলাইমান আমাদের কাছে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক থেকে, তিনি শারীক থেকে, তিনি হিলাল থেকে, তিনি

আবদুল্লাহ ইবন উকাইম থেকে (বর্ণনা করেছেন)। তিনি বলেন: ইবন মাসউদ (আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন) যখন এই হাদীস বর্ণনা করতেন, তখন তিনি কসম করে বলতেন, "তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার সাথে তার প্রতিপালক —মহাপরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত— একান্তে কথা বলবেন না।" অতঃপর তিনি ওয়াকীর হাদীসের অর্থ উল্লেখ করেন।

(ص: 259) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

476 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْخُرَاسَانِيُّ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "تَسَارَعُوا إِلَى الْجُمُعَةِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْزُرُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ فِي كَثِيبٍ مِنْ كَافُورٍ أَبْيَضَ فَيَكُونُونَ مِنْهُ فِي الْقُرْبِ عَلَى قَدَرٍ تَسَارَعِهِمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فِي الدُّنْيَا، فَيُحَدِّثُ اللَّهُ لَهُمْ مِنَ الْكَرَامَةِ شَيْئًا لَمْ يَكُونُوا رَأَوْهُ قَبْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُونَ إِلَى أَزْوَاجِهِمْ فَتَحَدِّثُهُمْ بِمَا قَدْ أُحْدِثَ لَهُمْ، ثُمَّ دَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْمَسْجِدَ فَرَأَى رَجُلَيْنِ، فَقَالَ: رَجُلَانِ وَأَنَا الثَّلَاثُ وَإِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُبَارِكَ فِي الثَّلَاثِ بَارِكْ "

476 - মাহমুদ ইবনুল আব্বাস আল-খুরাসানি আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি (আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক) বর্ণনা করেছেন, আমাকে আব্দুর রহমান আল-মাসউদী অবহিত করেছেন, তিনি মিনহাল ইবনে আমর থেকে, তিনি আবু উবাইদা থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তিনি বলেছেন: "তোমরা জুমুআর দিকে দ্রুত অগ্রসর হও, কারণ পরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত আল্লাহ প্রত্যেক জুমুআয় জান্নাতবাসীদের জন্য সাদা কর্পূরের একটি টিলার উপর আবির্ভূত হন। অতঃপর তারা (জান্নাতবাসীরা) দুনিয়াতে জুমুআর দিকে দ্রুত ধাবিত হওয়ার মাত্রা অনুসারে তাঁর (আল্লাহর) নৈকট্য লাভ করবে। অতঃপর আল্লাহ তাদের জন্য এমন কিছু সম্মান সৃষ্টি করবেন যা তারা এর পূর্বে দেখেনি। অতঃপর তারা তাদের স্ত্রীদের নিকট ফিরে যাবে। তখন তাদের স্ত্রীরা তাদেরকে বলবে যা তাদের জন্য নতুনভাবে ঘটেছে। অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকুন) মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং দুজন পুরুষকে দেখলেন, তখন তিনি

বললেন: "দুজন পুরুষ, আর আমি হলাম তৃতীয় জন। আর যদি আল্লাহ চান যে, তিনি তৃতীয় জনে বরকত দান করবেন, তবে তিনি বরকত দান করবেন।"

(ص: 260) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

477 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، نَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرْظِيِّ: " فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ} [القيامة: 22] قَالَ: «نَضَّرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تِلْكَ الْوُجُوهَ حَسَّنَهَا لِلنَّظَرِ إِلَيْهِ»

477 - আহমদ ইবনে মানী আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, আলী ইবনে সাবিত থেকে, তিনি মুসা ইবনে উবায়দা থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবনে কাব আল-কুরযী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর এই বাণীর বিষয়ে {সেদিন অনেক মুখমণ্ডল হবে উজ্জ্বল, সতেজ} [আল-কিয়ামাহ: ২২], তিনি (মুহাম্মদ ইবনে কাব) বলেছেন: "মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ সেই মুখমণ্ডলগুলোকে উজ্জ্বল ও সতেজ করেছেন, সেগুলোকে তাঁর (আল্লাহর) প্রতি দৃষ্টিপাতের জন্য সুন্দর করেছেন।"

(ص: 260) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

478 - حَدَّثَنِي أَبُو سَهْلٍ الْهَمْدَانِيُّ، نَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ فِطْرِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ الْجُمَحِيِّ: " {إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ} [القيامة: 23] قَالَ: إِلَىٰ وَجْهِ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ "

৪৭৮ - আবু সাহল আল-হামাযানী আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি আমর ইবন আওন থেকে, তিনি হুশাইম থেকে, তিনি ফিতর ইবন খালীফা থেকে, তিনি আবদুর রহমান ইবন সাবিত আল-জুমাহী থেকে বর্ণনা করেছেন: "{তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে।}" [আল-কিয়ামাহ: ২৩] তিনি বলেছেন: "তারা তাদের প্রতিপালকের চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকবে।"

(ص: 261) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

479 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، وَحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْحَسَنِ: " فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ} [القيامة: 23] قَالَ: النَّاضِرَةُ: الْحَسَنَةُ حَسَنَهَا اللَّهُ بِالنَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهَا عَزَّ وَجَلَّ وَحَقٌّ لَهَا أَنْ تُنْظَرَ وَهِيَ تَنْظُرُ إِلَىٰ رَبِّهَا جَلَّ جَلَالُهُ "

479 - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। হাশিম ইবনুল কাসিম ও হুসাইন ইবনু মুহাম্মাদ তাঁর (পিতার) কাছে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা উভয়েই বলেছেন যে, ইবনুল মুবারাক আল-হাসান থেকে তাঁদের কাছে বর্ণনা করেছেন: "আল্লাহ তাআলার এই বাণী সম্পর্কে, মহিমান্বিত ও মহান তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, {সেই দিন কিছু মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে, তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে।} [আল-কিয়ামাহ: ২৩] তিনি (আল-হাসান) বলেছেন: (আন-নাদিরাহ) (الناضرة) মানে (আল-হাসানাহ) (الحسنة), অর্থাৎ সুন্দর ও প্রোজ্জ্বল। আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতিপালকের দিকে দৃষ্টিপাত করার মাধ্যমে সেগুলোকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন, মহিমান্বিত ও মহান তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব। আর তাদের জন্য এটা অবশ্যই উপযুক্ত যে, যখন তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকাবে, তখন তাদেরকে উজ্জ্বল করা হবে, তাঁর মহিমা সমুন্নত হোক।"

(ص: 261) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

480 - حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ، نَا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: " فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ} [القيامة: 22] قَالَ: «ضَاحِكَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ»

480 - আবু আর-রাবী আয-যাহরানী আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। শারিক, মানসূর থেকে, তিনি মুজাহিদ থেকে [বর্ণনা করেন]। তিনি (মুজাহিদ) বলেন: “আল্লাহর, মহিমান্বিত ও সুউচ্চ, এই বাণী সম্পর্কে — {সেইদিন কিছু মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে} [সূরা আল-কিয়ামাহ: ২২], তিনি বলেন: «তারা হাসিমুখ হবে এবং তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে।»”

(ص: 261) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

481 - حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ: " {نَاطِرَةٌ} [الْقِيَامَةُ: 23] قَالَ: تَنْظُرُ إِلَيْهِ نَظْرًا "

481 - আমার কাছে বর্ণনা করেছেন আবু মামার। তিনি বলেছেন: আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন আলী ইবনুল হাসান ইবনে শাকিক। তিনি হুসাইন ইবনে ওয়াকিদেদের সূত্রে, তিনি ইয়াযীদ আন-নাহবীর সূত্রে, ইকরিমা থেকে (বর্ণনা করেছেন): " {নাযিরাহ} [সূরা আল-কিয়ামাহ: ২৩] সম্পর্কে (ইকরিমা) বলেছেন: তারা তাঁর দিকে সরাসরি তাকিয়ে থাকবে।"

(ص: 262) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

482 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ: " فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ} [الْقِيَامَةُ: 22] قَالَ: حَسَنَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ "

482 - আমার পিতা (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) আমাকে বর্ণনা করেছেন, আবু মুআবিয়া ইসমাঈল থেকে, তিনি আবু সালিহ থেকে বর্ণনা করেছেন: "মহাপরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত আল্লাহর এই বাণী সম্পর্কে {সেদিন অনেক মুখমণ্ডল সতেজ ও উজ্জ্বল হবে} [আল-কিয়ামাহ: ২২], তিনি (আবু সালিহ) বলেছেন: সেগুলো সুন্দর এবং তাদের প্রতিপালকের দিকে দৃষ্টিপাতকারী হবে।"

(ص: 262) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

483 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، نَا هُشَيْمٌ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ: فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ} [الْقِيَامَةُ: 22] قَالَ: «بَهْجَةٌ بِنَا هِيَ فِيهِ مِنَ النَّعْمَةِ إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ»

483 - আমার পিতা, আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন, আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। হুশাইম আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, ইসমাইল ইবনে সালিম আমাকে অবহিত করেছেন, আবু সালিহ থেকে। তিনি আল্লাহ তাআলার বাণী " {সেদিন অনেক মুখমণ্ডল সতেজ থাকবে} " [আল-কিয়ামাহ: ২২] প্রসঙ্গে বলেছেন: "তারা যে নেয়ামতের মধ্যে থাকবে তাতে তারা আনন্দিত হবে, তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে।"

484 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاعَانِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَّاسَانِيِّ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ} [يونس: 26] قَالَ: الرِّيَادَةُ النَّظَرُ إِلَىٰ وَجْهِ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ "

484 - আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক আস-সাগানী, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইবনু হুমাইদ, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইবরাহীম ইবনুল মুখতার, ইবনু জুরাইজ থেকে, আত্বা আল-খুরাসানী থেকে, কাব ইবনু উজরার থেকে, নবী কারীম (যাঁর উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক) থেকে বর্ণিত: "যারা সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান এবং অতিরিক্ত পুরস্কার।" [ইউনুস: ২৬] তিনি (নবী) বলেছেন: "অতিরিক্ত পুরস্কার হলো তাদের প্রতিপালকের (আল্লাহর), যিনি পরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত, মুখমণ্ডল দর্শন।"

485 - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ الصَّاعَانِيُّ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ، نَا سَلَمَةُ بْنُ سَابُورٍ، عَنْ عَطِيَّةٍ، عَنِ [ص: 263] ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ} [القيامة: 22] يَعْغِي حُسْنَهَا {إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} [القيامة: 23] قَالَ: نَظَرْتُ إِلَىٰ الْخَالِقِ عَزَّ وَجَلَّ "

8৮৫ - আমাকে বর্ণনা করেছেন আবু বকর আস-সাগানী, তাঁকে বর্ণনা করেছেন আবু নুআইম, তাঁকে বর্ণনা করেছেন সালামা ইবনে সাবুর, তিনি আতিয়াহ থেকে, তিনি [পৃষ্ঠা: ২৬৩] ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন: " {সেদিন কিছু মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে} [আল-কিয়ামাহ: ২২] অর্থাৎ তাদের সৌন্দর্য। {তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে} [আল-কিয়ামাহ: ২৩] তিনি (ইবনে আব্বাস) বলেছেন: তারা মহিমান্বিত ও প্রতাপশালী স্রষ্টার (আল্লাহর) দিকে তাকাবে।"

486 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، نَا مُضَرُّ الْقَارِيُّ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يَقُولُ: «لَوْ عَلِمَ الْعَابِدُونَ فِي الدُّنْيَا أَنَّهُمْ لَا يَرَوْنَ رَبَّهُمْ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْآخِرَةِ لَذَابَتْ أَنْفُسُهُمْ فِي الدُّنْيَا»

486 - আমার কাছে উবাইদুল্লাহ ইবনু উমার আল-কাওয়ারীরী বর্ণনা করেছেন, তাঁকে মুদার আল-ক্বারী বর্ণনা করেছেন, তাঁকে আব্দুল ওয়াহিদ ইবনু যাইদ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: আমি হাসান (আল-বাসরী)-কে বলতে শুনেছি: “দুনিয়ার উপাসনাকারীরা (আবেদগণ) যদি জানতো যে, তারা আখিরাতে তাদের পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত রবকে দেখতে পাবে না, তাহলে দুনিয়াতেই তাদের আত্মা গলে যেতো।”

(ص: 263) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

487 - حَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، نَا يَحْيَى بْنُ يَبَّانٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ إِسْحَاقَ الْقُبَيْيِّ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَظُنُّهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي الْمَغِيرَةِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «إِنَّ أَفْضَلَهُمْ مَنْزِلَةً - يَعْنِي أَهْلَ الْجَنَّةِ - الَّذِي يَنْظُرُ فِي وَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ غُدُوَةً وَعَشِيَّةً»

8৮৭ - আমাকে সুরাইজ ইবনে ইউনুস বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ামান বর্ণনা করেছেন, আশআছ ইবনে ইসহাক আল-ক্বুমি থেকে। আবু আবদুর রহমান বলেছেন: আমার মনে হয় তিনি জাফর ইবনে আবুল মুগীরাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে। তিনি (সাঈদ ইবনে জুবাইর) বলেছেন: "নিশ্চয় তাদের মধ্যে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ — অর্থাৎ জান্নাতবাসীদের মধ্যে — তিনিই, যিনি সকাল-সন্ধ্যায় মহান আল্লাহর সুমহান চেহারার (বা সত্তার) দিকে তাকান (বা তাঁর দর্শন লাভ করেন)।"

(ص: 264) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

سُئِلَ عَمَّا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ اللَّهَ يَحْمِلُ السَّمَاوَاتِ عَلَى أُصْبُعٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহ তাআলা আসমানসমূহকে একটি আঙুলের উপর ধারণ করেন এবং এ জাতীয় অন্যান্য হাদীস প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল।

(ص: 264) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، وَسَلْيَمَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللَّهَ يُنْسِكُ السَّمَاوَاتِ عَلَى أُصْبُعٍ وَالْأَرْضِينَ عَلَى أُصْبُعٍ، وَالثَّرَى عَلَى أُصْبُعٍ، وَالْجِبَالَ عَلَى أُصْبُعٍ، وَالْخَلَائِقَ عَلَى أُصْبُعٍ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، وَقَرَأَ {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ} [الأنعام: 91] " قَالَ أَبِي: قَالَ يَحْيَى: قَالَ فَضِيلُ بْنُ عِيَاضٍ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَجُّبًا وَتَصَدِيقًا لَهُ

আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন; (তিনি বলেছেন) ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি সুফিয়ান থেকে; সুফিয়ান বলেছেন: মানসূর ও সুলাইমান আমাকে বর্ণনা করেছেন, তাঁরা ইবরাহীম থেকে, তিনি উবাইদা থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে (বর্ণনা করেছেন), যে, এক ইয়াহুদী নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এসে বললো: "হে মুহাম্মাদ! নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আকাশসমূহকে এক আঙুলে ধারণ করে রাখবেন, যমীনসমূহকে এক আঙুলে, মাটিকে এক আঙুলে, পাহাড়সমূহকে এক আঙুলে এবং সমস্ত সৃষ্টিকে এক আঙুলে, অতঃপর তিনি বলবেন: আমিই বাদশাহ।" তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমনভাবে হাসলেন যে, তাঁর মাড়ির দাঁতগুলো দেখা গেলো। আর তিনি তেলাওয়াত করলেন: "আর তারা আল্লাহকে তাঁর যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়নি।" (সূরা আল-আনআম, ৬:৯১)। আমার পিতা বলেছেন: ইয়াহইয়া বলেছেন: ফুয়াইল ইবনু আইয়াদ বলেছেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিস্ময় ও তার (ইয়াহুদীর) কথার সত্যায়নস্বরূপ হেসেছিলেন।

489 - سَمِعْتُ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، بِحَدِيثِ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّ اللَّهَ يُنْسِكُ السَّمَاوَاتِ عَلَى أَصْبُعٍ» قَالَ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ: جَعَلَ يَحْيَى يُشِيرُ بِأَصَابِعِهِ وَأَرَانِي أَبِي كَيْفَ جَعَلَ يُشِيرُ بِأَصْبُعِهِ يَضَعُ أَصْبُعًا أَصْبُعًا حَتَّى أَتَى عَلَى آخِرِهَا

৪৪৯ - আমি আমার পিতাকে শুনেছি, আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন, তিনি বলেন, ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আমাদের কাছে সুফিয়ানের হাদিস বর্ণনা করেছেন, আল-আমাশ থেকে, তিনি মানসুর থেকে, তিনি ইবরাহীম থেকে, তিনি উবায়দাহ থেকে, তিনি আবদুল্লাহ থেকে, তিনি নবী (তাঁর উপর আল্লাহর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক) থেকে: "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আকাশমণ্ডলকে একটি আঙুলের উপর ধারণ করেন।" আমার পিতা, আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন, বলেছেন: ইয়াহইয়া তাঁর আঙুলগুলো দিয়ে ইশারা করতে লাগলেন। আর আমার পিতা আমাকে দেখিয়েছিলেন যে কীভাবে তিনি (ইয়াহইয়া) তাঁর আঙুল দিয়ে ইশারা করছিলেন, একটির পর একটি আঙুল স্থাপন করে, যতক্ষণ না তিনি শেষটিতে পৌঁছালেন।

490 - حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا يُونُسُ، نَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَبِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "جَاءَ حَبْرٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَوْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجْعَلُ السَّمَاوَاتِ عَلَى أَصْبُعٍ، وَالْأَرْضِينَ عَلَى أَصْبُعٍ، وَالْجِبَالَ وَالشَّجَرَ عَلَى أَصْبُعٍ، وَالْمَاءَ وَالْثَرَى عَلَى أَصْبُعٍ، وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى أَصْبُعٍ، ثُمَّ يَهْزُهُنَّ فَيَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَرَزَتْ نَوَاجِذُهُ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ الْحَبْرِ، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [الزمر: 67] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ "

491 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ.

492 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُحَيَّاتِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدَةَ [ص: 266] السَّلْمَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ

৪৯০ - আমার পিতা আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, ইউনুস আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন, শায়বান আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন, মানসূর ইবনুল মুতামির সূত্রে, তিনি ইবরাহীম সূত্রে, তিনি উবাইদাহ আস-সালমানী সূত্রে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন: "এক ইহুদি পণ্ডিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এসে বললেন: হে মুহাম্মাদ, অথবা হে আল্লাহর রাসূল! পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত আল্লাহ কিয়ামতের দিন আসমানসমূহকে এক আঙুলের উপর রাখবেন, আর জমিনসমূহকে এক আঙুলের উপর রাখবেন, পাহাড় ও বৃক্ষসমূহকে এক আঙুলের উপর রাখবেন, পানি ও আর্দ্র মাটিকে এক আঙুলের উপর রাখবেন, এবং অবশিষ্ট সৃষ্টিকে এক আঙুলের উপর রাখবেন। অতঃপর তিনি সেগুলোকে ঝাকুনি দিয়ে বলবেন: আমিই বাদশাহ! তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হেসে ফেললেন, এমনকি তাঁর মাড়ির দাঁতগুলো দেখা গেল, ইহুদি পণ্ডিতের কথাকে সমর্থন করে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন: {তারা আল্লাহকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করেনি। আর কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোয়।} [সূরা আয-যুমার: ৬৭] আয়াতের শেষ পর্যন্ত।"

৪৯১ - আব্দুল্লাহ ইবনু উমার আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন, আবু মুআবিয়া আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন, আমাশ আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন, ইবরাহীম সূত্রে, তিনি আলকামা সূত্রে, তিনি আব্দুল্লাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন: "নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে কিতাবের অনুসারীদের একজন লোক এসেছিলেন। অতঃপর তিনি মানসূর কর্তৃক ইবরাহীম সূত্রে, তিনি উবাইদাহ আস-সালমানী সূত্রে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু

মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ অর্থ উল্লেখ করেছেন।"

৪৯২ - আব্দুল্লাহ ইবনু উমার আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, আবুল মুহায়া আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন, ইবরাহীম সূত্রে, তিনি উবাইদাহ **পৃষ্ঠা: ২৬৬** আস-সালমানী সূত্রে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ সূত্রে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে এর অনুরূপ অর্থ বর্ণনা করেছেন

(ص: 266) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

493 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، نَا عِمْرَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: "مَرَّ يَهُودِيٌّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا يَهُودِيٌّ خَوْفُنَا» فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ كَيْفَ يَوْمٍ تَكُونُ الْأَرْضُ عَلَى هَذِهِ، وَالسَّمَاوَاتُ عَلَى هَذِهِ، وَالْمَاءُ عَلَى هَذِهِ، وَالْخَلْقُ عَلَى هَذِهِ، يَغْنِي أَصَابِعُهُ، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ} [الزمر: 67]

493 - আব্দুল্লাহ ইবন উমার আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, ইমরান ইবন উয়াইনা আতা ইবন আস-সায়িব থেকে, তিনি আবুদ দোহা থেকে, তিনি ইবন আব্বাস (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: "এক ইহুদি নবিজি (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক) এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তখন নবিজি (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক) তাকে বললেন: "হে ইহুদি, আমাদেরকে ভয় দেখাও।" সে বলল: হে আবুল কাসিম, সেই দিন কেমন হবে যখন পৃথিবী এভাবে, আর আসমানসমূহ এভাবে, আর পানি এভাবে, আর সৃষ্টি এভাবে থাকবে? - অর্থাৎ সে তার আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করছিল। অতঃপর রাসুলুল্লাহ (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক) তিলাওয়াত করলেন: {আর কিয়ামত দিবসে সমগ্র পৃথিবী থাকবে তাঁর মুঠোয় এবং আসমানসমূহ তাঁর ডান হাতে গুটিয়ে রাখা হবে} [সূরা যুমার: ৬৭]।

494 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، نَا حُسَيْنُ بْنُ حَسَنِ، نَا أَبُو كُدَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "مَرَّ يَهُودِيٌّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ، قَالَ: كَيْفَ تَقُولُ يَا أَبَا الْقَاسِمِ يَوْمَ يَجْعَلُ اللَّهُ السَّمَاءَ عَلَى ذِهِ، وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ، وَالْأَرْضَ عَلَى ذِهِ، وَالْمَاءَ عَلَى ذِهِ، وَالْجِبَالَ عَلَى ذِهِ، وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى ذِهِ، وَجَعَلَ يُشِيرُ بِأَصَابِعِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عِزَّ وَجَل {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ} [الأنعام: 91] الْآيَةَ "

৪৯৪ - আমার পিতা, আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। (তিনি বলেন,) আমাদের কাছে হুসাইন ইবন হাসান হাদীস বর্ণনা করেছেন। (তিনি বলেন,) আমাদের কাছে আবু কুদাইনা হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আতা থেকে, তিনি আবুদুহা থেকে, তিনি ইবন আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বসেছিলেন, তখন এক ইহুদি তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে বলল: হে আবুল কাসিম, আপনি কী বলেন যেদিন আল্লাহ আকাশকে এর (আঙুলের) উপর রাখবেন?" এবং সে শাহাদাত আঙুল দিয়ে ইশারা করল। "(আর) যমীনসমূহকে এর (আঙুলের) উপর, (আর) পানিকে এর (আঙুলের) উপর, (আর) পর্বতমালাকে এর (আঙুলের) উপর, আর অন্যান্য সৃষ্টিকে এর (আঙুলের) উপর রাখবেন?" এবং সে তার আঙুলগুলো দিয়ে ইশারা করতে লাগল। অতঃপর আল্লাহ মহান ও পরাক্রমশালী নাযিল করলেন: "তারা আল্লাহকে তাঁর যথাযথ মর্যাদা দেয়নি..." (সূরা আল-আনআম: ৯১) আয়াতটি।

495 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ: "نُسِلِمُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ كَمَا جَاءَتْ وَلَا نَقُولُ كَيْفَ كَذَا وَلَا لِمَ كَذَا، يَعْنِي مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: إِنَّ اللَّهَ عِزَّ وَجَلَّ يَحْمِلُ السَّمَاوَاتِ عَلَى أُصْبُعٍ، وَالْجِبَالَ عَلَى أُصْبُعٍ، وَحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وسلم قال: «قَلْبُ ابْنِ آدَمَ بَيْنَ أَصْبَعَيْنِ مِنَ الرَّحْمَنِ» وَنَحْوَهَا مِنَ الْأَحَادِيثِ

"

495 - আমাকে আহমদ ইবনু ইব্রাহিম বর্ণনা করেছেন, আমি ওয়াকিকে বলতে শুনেছি: "আমরা এই হাদীসগুলো যেভাবে এসেছে সেভাবেই গ্রহণ করি এবং এটা কেমন? বা এটা কেন? এমন প্রশ্ন করি না, অর্থাৎ ইবনু মাসউদ (রা)-এর হাদীসের মতো: নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আসমানসমূহকে এক আঙুলে ধারণ করেন এবং পাহাড়সমূহকে এক আঙুলে ধারণ করেন, এবং সেই হাদীসের মতো যাতে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আদম সন্তানের অন্তর পরম দয়াময়ের (আল্লাহর) আঙুলসমূহের দুটি আঙুলের মাঝে রয়েছে, এবং এ ধরনের অন্যান্য হাদীস।"

(ص: 267) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

496 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [ص: 268]، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلَيجْتَنِبِ الْوَجْهَ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ»

497 - حَدَّثَنِي أَبِي، سَمِعْتُ الْحُمَيْدِيَّ، وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَيَقُولُ: هَذَا حَقٌّ وَيَتَكَلَّمُ وَابْنُ عُيَيْنَةَ سَاكِتٌ قَالَ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ: مَا يُنْكِرُ ابْنُ عُيَيْنَةَ قَوْلَهُ

৪৯৬ - আমার পিতা (রহ.) আমাকে হাদিস শুনিয়েছেন। তিনি বলেন, সুফিয়ান আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি আবুয যিনাদ থেকে, তিনি আল-আরাজ থেকে, তিনি আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে, তিনি নবী (সাঃ) থেকে (বর্ণনা করেছেন), তিনি বলেছেন: "যখন তোমাদের কেউ (কাউকে) প্রহার করে, তখন সে যেন মুখমণ্ডল এড়িয়ে চলে। কারণ আল্লাহ আদমকে তাঁর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন।"

৪৯৭ - আমার পিতা আমাকে হাদিস শুনিয়েছেন। (তিনি বলেন,) আমি হুমাইদীকে বলতে শুনেছি (যে), সুফিয়ান আমাদের কাছে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি (সুফিয়ান)

বলছিলেন: "এটি সত্য।" তিনি (সুফিয়ান) কথা বলছিলেন, অথচ ইবনে উয়াইনা নীরব ছিলেন।
আমার পিতা (রহ.) বলেছেন: ইবনে উয়াইনা তার (সুফিয়ানের) কথা অস্বীকার করেন না।

(ص: 268) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

498 - حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ، نَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاءٍ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُقَبِّحُوا
الْوَجْهَ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَةِ الرَّحْمَنِ»

498 - আবু মামার আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন, তাকে জারীর জানিয়েছেন, তিনি আমাশ থেকে, তিনি হাবীব ইবনে আবি ছাবিত থেকে, তিনি আতা থেকে, তিনি ইবনে উমার (রাতিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সালসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা চেহারাকে কদর্য করো না, কারণ আল্লাহ আদমকে রহমানের (পরম করুণাময়ের) আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন।"

(ص: 269) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

499 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، نَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشَّيْبِ، نَا أَبُو هِلَالٍ مُحَمَّدُ بْنُ
سُلَيْمٍ، نَا رَجُلٌ، أَنَّ ابْنَ رَوَاحَةَ، قَالَ لِلْحَسَنِ: " هَلْ تَصِفُ رَبَّكَ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: نَعَمْ
أَصِفُهُ بِغَيْرِ مِثَالٍ "

499 - আমার পিতা, আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত করুন, আমার কাছে বর্ণনা করেছেন;
আমাদেরকে হাসান ইবনু মূসা আল-আশয়াব বর্ণনা করেছেন; আমাদেরকে আবু হিলাল
মুহাম্মাদ ইবনু সুলাইম বর্ণনা করেছেন; আমাদেরকে একজন ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন যে, ইবনু
রাওয়াহা আল-হাসানকে বললেন: "আপনি কি আপনার পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত
প্রতিপালকের বর্ণনা দেন?" তিনি বললেন: "হ্যাঁ, আমি তাঁর বর্ণনা দেই কোনো উপমা ব্যতীত।"

(ص: 269) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

500 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، نَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، نَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ { فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا } [الأعراف: 143] قَالَ: قَالَ: «هَكَذَا، يَغْنِي أَخْرَجَ طَرَفَ الْخِنْصَرِ» قَالَ أَبِي: أَرْنَاهُ مُعَاذٌ فَقَالَ لَهُ حَبِيدُ الطَّوِيلُ: مَا تُرِيدُ إِلَى هَذَا يَا أَبَا مُحَمَّدٍ؟ قَالَ: فَضْرَبَ صَدْرَهُ ضَرْبَةً شَدِيدَةً، وَقَالَ: مَنْ أَنْتَ يَا حَبِيدُ وَمَا أَنْتَ يَا حَبِيدُ؟ حَدَّثَنِي بِهِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَقُولُ أَنْتَ مَا تُرِيدُ إِلَيْهِ؟ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ مُعَاذًا يَقُولُ: وَدِدْتُ أَنَّهُ حَبَسَهُ شَهْرَيْنِ يَغْنِي لِحَبِيدٍ

500 - আমার পিতা (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) আমাকে বর্ণনা করেছেন, মুআয ইবনু মুআয আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, হাম্মাদ ইবনু সালামাহ আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, সাবিত আল-বুনানি আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, আনাস ইবনু মালিক (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে, তিনি নবীজি (তাঁর উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক) থেকে বর্ণনা করেছেন: "মহাপরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত আল্লাহর এই বাণী সম্পর্কে {যখন তাঁর প্রতিপালক পাহাড়ে আত্মপ্রকাশ করলেন, তখন তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন} [সূরা আল-আরাফ: ১৪৩] তিনি (নবীজি) বলেছেন: তিনি বললেন: এরকম, অর্থাৎ তিনি তাঁর কনিষ্ঠা আঙুলের ডগা বের করে দেখালেন।" আমার পিতা বললেন: মুআয আমাদেরকে তা (আঙুলের ডগা বের করে দেখানো) দেখিয়েছিলেন। তখন হুমাইদ আত-তাওয়িল তাকে বললেন: হে আবু মুহাম্মাদ, এর দ্বারা আপনি কী বোঝাতে চাইছেন? তিনি বললেন: এরপর তিনি (মুআয) তার বুকে জোরে আঘাত করলেন এবং বললেন: কে তুমি হে হুমাইদ, এবং কীই বা তুমি হে হুমাইদ? আনাস ইবনু মালিক নবীজি (তাঁর উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক) থেকে আমাকে এটি বর্ণনা করেছেন, আর তুমি বলছো এর দ্বারা কী বোঝাতে চাইছো? আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বললেন: আমাকে এমন ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন যিনি মুআযকে বলতে শুনেছেন: আমি চাইছিলাম যে, তাকে (অর্থাৎ হুমাইদকে) তিনি দুই মাস আটকে রাখতেন।

501 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، نَا هُدَيْمٌ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " {فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ} [الأعراف: 143] قَالَ: هَكَذَا وَأَشَارَ بِطَرَفِ الْخُنْصَرِ يَحْكِيهِ "

৫০১ - মুহাম্মাদ ইবনু আবী বাকর আল-মুকাদ্দামী আমাকে বর্ণনা করেছেন, হুদাইম আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মাদ ইবনু সাওয়া আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, সাঈদ থেকে, কাতাদা থেকে, আনাস থেকে, নবী (তঁার প্রতি আল্লাহর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক) থেকে: " {যখন তাঁর প্রতিপালক পর্বতের উপর আত্মপ্রকাশ করলেন} (সূরা আল-আরাফ: ১৪৩) তিনি বললেন: এই রকম, এবং তিনি তাঁর কনিষ্ঠা আঙ্গুলের ডগা দিয়ে ইশারা করলেন, তা অনুকরণ করে।"

(ص: 270) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

502 - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ النَّاجِيُّ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " {فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ} [الأعراف: 143] قَالَ حَمَّادٌ: هَكَذَا وَأَرَانَا إِبْرَاهِيمَ طَرَفَ الْخُنْصَرِ، قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ رَفَعَهُ قَالَ: لَا "

503 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاعَانِيُّ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَا: نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْنَاهُ

502 - ইব্রাহিম ইবনুল হাজ্জাজ আন-নাজি আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, তাকে হাম্মাদ ইবনু সালামাহ, সাবিত আল-বুনানির সূত্রে, আনাস ইবনু মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন: "যখন তার প্রতিপালক পাহাড়ে আত্মপ্রকাশ করলেন।" [আল-আরাফ: ১৪৩]। হাম্মাদ বলেছেন: "এভাবে।" এবং ইব্রাহিম আমাদের কনিষ্ঠা (ছোট আঙুল)-এর অগ্রভাগ দেখালেন। আমি ইব্রাহিমকে বললাম: "তিনি কি তা (আঙুল) উঁচিয়ে ধরেছিলেন?" তিনি বললেন: "না।"

503 - মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক আস-সাগানি আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, তাকে সুলাইমান ইবনু হারব ও মুহাম্মাদ ইবনু কাসির বর্ণনা করেছেন; তারা দুজন বলেছেন: তাকে হাম্মাদ ইবনু সালামাহ, সাবিতের সূত্রে, আনাস ইবনু মালিকের সূত্রে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এর অর্থ পূর্বোক্তের অনুরূপ।

(ص: 270) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

504 - حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ، نَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَرِيُّ، نَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرِ، عَنْ [ص: 271] السُّدِّيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «تَجَلَّى مِثْلُ الْخُنْصَرِ» وَأَشَارَ أَبُو مَعْمَرٍ بِأُصْبُعِهِ يَغْنِي قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ {فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ} [الأعراف: 143]

504 - আবু মামার আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আমর ইবনু মুহাম্মাদ আল-আনকরাযী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আসবাত্ব ইবনু নাসর আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, সুদী থেকে, পৃষ্ঠা: ২৭১ ইকরিমাহ থেকে, তিনি ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: "(আল্লাহ) কনিষ্ঠা আঙুলের মতো প্রকাশিত হয়েছিলেন।" আবু মামার তাঁর আঙুল দিয়ে ইশারা করে দেখিয়েছিলেন। অর্থাৎ মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর এই বাণী: {যখন তাঁর প্রতিপালক পর্বতের উপর নিজেকে প্রকাশ করলেন} [সূরা আল-আরাফ: ১৪৩]।"

(ص: 271) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

505 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، نَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ: "أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ هَذَا الْحَرْفَ {فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا} [الأعراف: 143] قَالَ: كَانَ حَجْرًا أَصَمًّا، فَلَمَّا تَجَلَّى لَهُ صَارَ تَلًّا ثَرَابًا دَكًّا مِنَ الدَّكَّاتِ"

505 - আমার নিকট বর্ণনা করেছেন আহমদ ইবনে মানী। (তিনি বলেন,) আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন আব্বাদ ইবনে আব্বাদ ইয়াযীদ ইবনে হাযিমের সূত্রে, তিনি ইকরিমার সূত্রে: "যে, তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করতেন: {যখন তার প্রতিপালক পাহাড়ের উপর স্থায়

জ্যোতি প্রকাশ করলেন, তখন তিনি পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন} [সূরা আল-আরাফ: ১৪৩]। তিনি (ইকরিমাহ) বলেন: সেটি ছিল একটি কঠিন ও নিরেট পাথর। অতঃপর যখন তাঁর (আল্লাহর) জ্যোতি তার (পাহাড়ের) উপর প্রতিভাত হলো, তখন সেটি একটি মাটির ঢিবিতে পরিণত হলো এবং সম্পূর্ণরূপে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে সমতল হয়ে গেল।"

(ص: 272) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

506 - حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدٍ الْقَاسِمَ بْنَ سَلَامٍ، يَقُولُ: «كَلَّمْتُ النَّاسَ وَكَلَّمْتُ أَهْلَ الْكِتَابِ، فَلَمْ أَرِ قَوْمًا أَوْسَخَ وَلَا أَقْدَرَ وَلَا أَطْفَسَ مِنَ الرَّافِضَةِ، وَلَقَدْ نَفَيْتُ ثَلَاثَةَ رِجَالٍ إِذْ كُنْتُ بِالشَّعْرِ قَاضِيًا جَهْمِيَّيْنِ وَرَافِضِيًّا أَوْ رَافِضِيَّيْنِ وَجَهْمِيًّا وَقُلْتُ مِثْلُكُمْ لَا يُجَاوِرُ أَهْلَ الشُّغُورِ»

506 - আব্বাস ইবনে মুহাম্মাদ আদ-দুরি আমাকে বর্ণনা করেছেন, আমি আবু উবাইদ আল-কাসিম ইবনে সাল্লামকে বলতে শুনেছি: “আমি সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলেছি এবং আহলে কিতাব (আসমানী কিতাবধারীদের) সাথেও কথা বলেছি, কিন্তু রাফিযী (ইসলামের প্রাথমিক খলিফাদের প্রত্যাখ্যানকারী একটি দল)-দের চেয়ে নোংরা, অপবিত্র ও জঘন্য কোনো সম্প্রদায় দেখিনি। আমি যখন সীমান্ত অঞ্চলের বিচারক ছিলাম, তখন তিনজন লোককে নির্বাসিত করেছিলাম: দুইজন জাহমিয়া (জাহম ইবনে সাফওয়ানের অনুসারী একটি ধর্মতাত্ত্বিক দল) এবং একজন রাফিযী, অথবা দুইজন রাফিযী এবং একজন জাহমিয়া। এবং আমি বলেছিলাম যে, তোমাদের মতো লোকেরা সীমান্ত অঞ্চলের বাসিন্দাদের প্রতিবেশী হতে পারে না।”

(ص: 272) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

507 - أُخْبِرْتُ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ، فَذَكَرَ حَدِيثًا، وَأَمَّا سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ فَبَلَغَنِي حَسِبْتُ أَنَّهُ يُخْبِرُ ذَلِكَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: يَنْزِلُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ شَطْرَ اللَّيْلِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: «مَنْ يَسْأَلُنِي

فَأَعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرْ لَهُ»، وَيَقُولُ مَلَكٌ سَبِّحُوا الْمَلِكَ الْقُدُّوسَ، وَأَمَّا سُبُّوحُ
 قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ سَبَقَتْ رَحْمَةُ رَبِّي غَضَبَهُ، قَالَ: فَبَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنَا أُسْرِي بِهِ: كُلَّمَا مَرَّ بِسَّمَاءٍ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى جَاءَ السَّمَاءَ
 السَّادِسَةَ فَقَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ هَذَا مَلَكٌ فَسَلَّمَ فَبَدَّرَهُ الْمَلَكُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ
 النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَدِدْتُ أَنِّي سَلَّمْتُ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ عَلَيَّ " قَالَ: فَلَمَّا جَاءَ
 السَّمَاءَ السَّابِعَةَ قَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «إِنَّ اللَّهَ يُصَلِّي»، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ [ص: 273]: وَهُوَ يُصَلِّي؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَمَا صَلَاتُهُ؟ قَالَ: يَقُولُ «سُبُّوحُ
 قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي»، قَالَ: فَاتَّبِعْ ذَلِكَ قُلْتُ: أَقْدِمُ
 بَعْضَ ذَلِكَ قَبْلَ بَعْضٍ؟ قَالَ: نَعَمْ إِنْ شِئْتُ

507 - আমাকে হাজ্জাজ ইবনে মুহাম্মাদ, তিনি ইবনে জুরাইজ থেকে অবহিত করেছেন। তিনি বলেন: আমি আতাকে বললাম, অতঃপর তিনি একটি হাদীস উল্লেখ করলেন। আর (বাক্য) মহাপবিত্র অধিপতির মহিমা সম্পর্কে, আমার কাছে পৌঁছেছে – আমার ধারণা যে, তিনি (অর্থাৎ ইবনে জুরাইজ) উবাইদ ইবনে উমাইর থেকে এটি বর্ণনা করেছেন, যিনি বলেছেন: মহান প্রতিপালক (আল্লাহ), মহাপ্রতাপশালী ও শ্রেষ্ঠ, রাতের শেষ প্রহরে নিকটবর্তী আসমানে নেমে আসেন এবং বলেন: "কে আছে যে আমার কাছে প্রার্থনা করবে, আর আমি তাকে দান করব? কে আছে যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে, আর আমি তাকে ক্ষমা করব?" এবং একজন ফেরেশতা বলেন: "তোমরা মহাপবিত্র অধিপতির পবিত্রতা ঘোষণা করো।" আর (বাক্য) পরম পবিত্র, মহাপবিত্র, ফেরেশতা ও রূহের প্রতিপালক, আমার প্রতিপালকের দয়া আমার ক্রোধকে অতিক্রম করেছে সম্পর্কে, তিনি বলেন: আমার কাছে পৌঁছেছে যে, নবী করীম (তাঁর উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) বলেছেন, যখন তাঁকে নৈশভ্রমণে (ইসরা) নিয়ে যাওয়া হয়েছিল: "যতবার তিনি কোনো আসমানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, ফেরেশতার তাঁকে সালাম দিচ্ছিলেন, যতক্ষণ না তিনি ষষ্ঠ আসমানে পৌঁছালেন। অতঃপর জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) বললেন: ইনি একজন ফেরেশতা। তখন তিনি (নবী) সালাম দিলেন, কিন্তু ফেরেশতা তাঁর আগেই (সালাম প্রদানে) অগ্রসর হলেন এবং তাঁকে সালাম দিলেন। অতঃপর নবী করীম (তাঁর উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) বললেন: আমি চেয়েছিলাম যে, তিনি আমাকে সালাম দেওয়ার আগেই আমি তাঁকে সালাম দিতাম।" তিনি বলেন: অতঃপর যখন

তিনি সপ্তম আসমানে পৌঁছালেন, জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) বললেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ সালাত আদায় করছেন।" নবী করীম (তাঁর উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) বললেন [পৃ: ২৭৩]: "তিনিও সালাত আদায় করছেন?" জিবরাঈল বললেন: "হ্যাঁ।" নবী বললেন: "আর তাঁর সালাত কী?" জিবরাঈল বললেন: "তিনি বলেন: পরম পবিত্র, মহাপবিত্র, ফেরেশতা ও রুহের প্রতিপালক, আমার দয়া আমার ক্রোধকে অতিক্রম করেছে।" তিনি বললেন: "অতএব তুমি তা অনুসরণ করো।" আমি (বর্ণনাকারী) বললাম: "আমি কি এর কিছু অংশ অন্য অংশের আগে উল্লেখ করতে পারি?" তিনি বললেন: "হ্যাঁ, যদি তুমি চাও।"

(ص: 273) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

508 - حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ، نَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا شَرِيكٌ فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْحَدِيثِ، «إِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ لَيْلَةَ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ» قُلْنَا: إِنَّ قَوْمًا يُنْكِرُونَ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ، قَالَ: فَمَا يَقُولُونَ؟ قُلْنَا: يَطْعَنُونَ فِيهَا، فَقَالَ: إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ هُمُ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْقُرْآنِ وَبِأَنَّ الصَّلَوَاتِ خُسٌّ وَبِحَجِّ الْبَيْتِ وَبِصَوْمِ رَمَضَانَ فَمَا نَعْرِفُ اللَّهَ إِلَّا بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ "

৫৪৮ - আমাকে আবু মামার (Abū Ma‘mar) বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে আব্বাদ ইবনুল আওয়াম (‘Abbād ibn al-‘Awwām) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: শারিক (Sharik) আমাদের কাছে আগমন করলেন, তখন আমরা তাঁকে একটি হাদিস (Hadith) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, "নিশ্চয় আল্লাহ শাবান মাসের মধ্য রজনীতে অবতরণ করেন।" আমরা বললাম: "কিছু লোক এই হাদিসসমূহ অস্বীকার করে।" তিনি বললেন: "তারা কী বলে?" আমরা বললাম: "তারা এগুলোর উপর বিরূপ মন্তব্য করে।" তখন তিনি বললেন: "নিশ্চয় যারা এই হাদিসগুলো নিয়ে এসেছেন, তারাই কুরআন (Qurān) নিয়ে এসেছেন, এবং (বলেছেন যে) সালাত (Salat) পাঁচ ওয়াক্ত, বাইতুল্লাহর হজ্জ (Hajj) ও রমজানের সিয়াম (Sawm)। সুতরাং, এই হাদিসগুলো ছাড়া আমরা আল্লাহকে চিনি না।"

(ص: 273) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

509 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاعَانِيُّ، أَنَا أَسْلَمُ بْنُ قَادِمٍ، نَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: قَالَ لِي عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ: " قَدِمَ عَلَيْنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مُنْذُ نَحْوِ خَمْسِينَ سَنَةً، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ عِنْدَنَا قَوْمًا مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ يُنْكِرُونَ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ، قَالَ: فَحَدَّثَنِي بِنَحْوِ مِنْ عَشْرَةِ أَحَادِيثَ فِي هَذَا، وَقَالَ: أَمَّا نَحْنُ فَقَدْ أَخَذْنَا دِينَنَا عَنِ التَّابِعِينَ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُمْ عَمَّنْ أَخَذُوا "

৫০৯ - মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক আস-সাগানী আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন) আসলাম ইবনু ক্বাদিম আমাকে বলেছেন, (তিনি বলেন) মুসা ইবনু দাউদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, (তিনি) বলেছেন: আব্বাদ ইবনুল আওয়াম আমাকে বলেছেন: "প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে শারিক ইবনু আবদুল্লাহ আমাদের কাছে এসেছিলেন। (তিনি) বললেন: আমি তাকে (শারিককে) বললাম: হে আবু আবদুল্লাহ, আমাদের এখানে মুতাজিলা সম্প্রদায়ের কিছু লোক আছে যারা এই হাদিসগুলোকে অস্বীকার করে। (তিনি) বললেন: অতঃপর তিনি এ বিষয়ে প্রায় দশটি হাদিস আমাকে বর্ণনা করলেন এবং বললেন: আমরা তো আমাদের দীন গ্রহণ করেছি তাবেঈনগণের কাছ থেকে, তাঁরা (তাবেঈনগণ) গ্রহণ করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাগণের কাছ থেকে; তাহলে তারা (মুতাজিলারা) কাদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছে?"

(ص: 273) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

510 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، نَا سَهْلُ بْنُ مَحْمُودٍ أَبُو السَّرِيِّ، سَمِعْتُ [ص: 274] إِسْمَاعِيلَ بْنَ عُلَيَّةَ، يَقُولُ: " أَنَا أَحْتَجُّ، عَلَيْهِمْ يَغْنِي الْجَهْلِيَّةُ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ { فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ } [الأعراف: 143] لَا يَكُونُ التَّجَلِّي إِلَّا لِشَيْءٍ حَدَثَ "

৫১০ - আহমাদ ইবন ইবরাহীম আদ-দাওরাকী আমাকে বর্ণনা করেছেন, সহল ইবন মাহমূদ আবু আস-সারী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আমি পৃষ্ঠা: ২৭৪ ইসমাঈল ইবন উলাইয়্যাকে বলতে শুনেছি: "আমি তাদের বিরুদ্ধে—অর্থাৎ জাহমিয়াদের বিরুদ্ধে—আল্লাহ তাআলার এই উক্তি দ্বারা প্রমাণ পেশ করি: {অতঃপর যখন তাঁর প্রতিপালক পর্বতের উপর নিজেকে প্রকাশ

করলেন} [সূরা আল-আরাফ: ১৪৩]। (কারণ) প্রকাশ (تَجَلَّى) কেবল এমন কিছুর জন্যই হয় যা নবসৃষ্ট।"

(ص: 274) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

511 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، نَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عَلِيَّةَ، يَقُولُ: " { لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ } [الأنعام: 103] قَالَ: هَذَا فِي الدُّنْيَا "

৫১১ - আহমাদ ইবনে ইবরাহিম আদ-দাওরাকী আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, ইয়াহইয়া ইবনে মাইন তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি (ইয়াহইয়া ইবনে মাইন) বলেছেন: আমি ইসমাঈল ইবনে উলাইয়াকে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন: "{দৃষ্টিসমূহ তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না}" (সূরা আল-আনআম: ১০৩) - তিনি (অর্থাৎ ইসমাঈল ইবনে উলাইয়া) বলেছেন: "এটি দুনিয়ার বিষয়ে।"

(ص: 274) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

512 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ، قَالَ: قَدِمَ عَلَيَّ بْنُ مَضَاءٍ مَوْلَى لِيَخَالِدٍ الْقُسْرِيِّ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ بَهْرَامٍ، سَمِعْتُ مُعَاذِيَّ بْنَ عَمْرَانَ، يَقُولُ: " الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، قَالَ هِشَامٌ: وَأَنَا أَقُولُ كَمَا قَالَ الْمُعَاذِيُّ، قَالَ عَلِيٌّ: وَأَنَا أَقُولُ كَمَا قَالَ يَعْزِي هِشَامًا، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الطُّوسِيُّ: وَأَنَا أَقُولُ الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ "

512 - আমাকে মুহাম্মাদ ইবন মানসূর আত-তুসী বর্ণনা করেছেন, তিনি বললেন: খালিদ আল-কাসরীর একজন মুক্তদাস (মাওলা) আলী ইবন মাযা আগমন করলেন। হিশাম ইবন বাহরাম আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আমি মুআফা ইবন ইমরানকে বলতে শুনেছি: "কুরআন আল্লাহর বাণী, সৃষ্ট নয়।" হিশাম বললেন: আমিও তাই বলি যা মুআফা বলেছেন। আলী বললেন: আমিও তাই বলি যা তিনি (অর্থাৎ হিশাম) বলেছেন। আবু জাফর আত-তুসী বললেন: আর আমি বলি, কুরআন আল্লাহর বাণী, সৃষ্ট নয়।

(ص: 274) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

513 - سَبَّحْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَنْصُورِ الطُّوسِيِّ، يَقُولُ: " رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنِّي قَاعِدٌ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَوْقَ شَيْءٍ مُرْتَفِعٍ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ هَاهُنَا قَوْمٌ يَقُولُونَ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ، فَقَالَ بِوَجْهِهِ فَأَعْرَضَ عَنِّي إِعْرَاضًا شَدِيدًا فَقُلْتُ لَهُ: أَلَيْسَ هُوَ كَلَامَ اللَّهِ غَيْرُ [ص: 275] مَخْلُوقٍ؟ قَالَ: بَلَى ثُمَّ قَامَ فَإِذَا عَلَى يَسَارِهِ ثَلَاثُ أَنْاسٍ عَرَفْتُ مِنْهُمْ وَاحِدًا بِوَجْهِهِ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْكَلَامَ ثَانِيَةً لَيْسَمَعَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ فَقُلْتُ لَهُ: أَلَيْسَ الْقُرْآنُ كَلَامَ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ؟ قَالَ: بَلَى أَشَدَّ مَا أَسْمَعُنِي أَوْلَا فَقُلْتُ لَهُؤُلَاءِ اسْمَعُوا وَاشْهَدُوا كُلُّكُمْ كَأَنَّكُمْ فِي الْيَقِظَةِ "

৫১৩ - আমি মুহাম্মদ ইবন মানসুর আত-তুসীকে বলতে শুনেছি যে, "আমি স্বপ্নে দেখলাম, যেন আমি বসে আছি। আমি আমার মাথা উপরে তুলতেই দেখলাম যে, নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি উঁচু কিছুর উপর উপবিষ্ট আছেন। আমি তাঁকে বললাম: এখানে এমন কিছু লোক আছে যারা বলে যে কুরআন সৃষ্ট (মাখলুক)। তখন তিনি তাঁর চেহারা ঘুরিয়ে আমার থেকে কঠোরভাবে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমি তাঁকে পুনরায় বললাম: এটি কি আল্লাহর কালাম (বাণী) নয়, যা পৃ. ২৭৫ সৃষ্ট নয়? তিনি বললেন: হ্যাঁ, অবশ্যই। তারপর তিনি দাঁড়ালেন, তখন তাঁর বাম পাশে তিনজন লোক ছিল, যাদের মধ্যে একজনকে আমি তাঁর চেহারা দেখে চিনতে পারলাম। আমি তাঁর কাছে কথাটি দ্বিতীয়বার পুনরাবৃত্তি করলাম, যেন এই তিনজন শুনতে পায়। আমি তাঁকে বললাম: কুরআন কি আল্লাহর কালাম (বাণী) নয়, যা সৃষ্ট নয়? তিনি বললেন: হ্যাঁ, অবশ্যই – যা তিনি প্রথমবার আমাকে শুনিয়েছিলেন তার চেয়েও অধিক দৃঢ়তার সাথে। তখন আমি এই লোকগুলোকে বললাম: তোমরা সবাই শোনো এবং সাক্ষী থাকো, যেন তোমরা জাগ্রত অবস্থায় আছো।"

(ص: 275) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

514 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ الطُّوسِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ مَضَاءٍ سَأَلْتُ عَتَّابَ بْنَ بَشِيرٍ عَنِ الْقُرْآنِ، فَقَالَ: سَأَلْتُ خُصِيفًا، عَنِ الْقُرْآنِ، فَقَالَ: " الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَيْسَ بِمَخْلُوقٍ، قُلْتُ: وَأَيُّ شَيْءٍ تَقُولُ أَنْتَ؟ قَالَ: أَقُولُ كَمَا قَالَ يَعْنِي عَتَّابًا "

৫১৪ - আমাকে মুহাম্মাদ ইবনে মানসূর আত-তুসী বর্ণনা করেছেন, তিনি আলী ইবনে মাদ্বা থেকে বর্ণনা করেছেন (যে তিনি বলেছেন): আমি আত্তাব ইবনে বাশীরকে কুরআন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তখন তিনি বললেন: আমি খুসাইফকে কুরআন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তখন তিনি বললেন: "কুরআন আল্লাহর বাণী (কালামুল্লাহ) — তিনি পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত — এবং তা সৃষ্ট নয়।" আমি বললাম: "আর আপনি কী বলেন?" তিনি বললেন: "আমিও তাই বলি যেমন তিনি বলেছেন।" (অর্থাৎ, আত্তাব)

(ص: 275) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

515 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: "سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيَّ قَالَ: الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ وَلَيْسَ بِمَخْلُوقٍ"

৫১৫ - মুহাম্মাদ ইবনে মানসূর আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, আলী আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: "আমি মুহাম্মাদ ইবনে সালামাহ আল-হাররানীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি (উত্তরে) বলেছেন: কুরআন আল্লাহর বাণী এবং তা সৃষ্ট নয়।"

(ص: 275) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

516 - حَدَّثَنِي أَبُو هَاشِمٍ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ إِسْبَاعِيلَ الْوَاسِطِيَّ، سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ الْعَوَّامِ، يَقُولُ: «كَلَّمْتُ بَشْرًا الْمَرِيسِيَّ وَأَصْحَابَ بَشْرٍ فَرَأَيْتُ آخِرَ كَلَامِهِمْ يَنْتَهِي إِلَى أَنْ يَقُولُوا لَيْسَ فِي السَّمَاءِ شَيْءٌ»

৫১৬ - আবু হাশিম যিয়াদ ইবনে আইয়ুব আমাকে বর্ণনা করেছেন, আমি ইয়াহইয়া ইবনে ইসমাইল আল-ওয়াসিতীকে বলতে শুনেছি, আমি আব্বাদ ইবনে আল-আওয়ামকে বলতে শুনেছি যে, "আমি বিশর আল-মারিসি এবং বিশরের সঙ্গীদের সাথে কথা বলেছি। আমি দেখেছি যে তাদের আলোচনার চূড়ান্ত পরিণতি হলো তারা বলে, আকাশে কিছুই নেই।"

(ص: 276) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

517 - حَدَّثَنِي زِيَادُ أَبُو هَاشِمٍ، سَمِعْتُ أَبَا الْعَوَّامِ الْمُسْتَمْلِيَّ، يَقُولُ: قَالَ لِي مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ: " يَا أَبَا الْعَوَّامِ مَكَثَ جَهْمٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا لَا يُصَلِّي، قَالَ: لَا أَدْرِي كَيْفَ رَبِّي "

৫১৭ - জিয়াদ আবু হাশিম আমাকে বর্ণনা করেছেন, আমি আবুল আওয়াম আল-মুস্তামলিকে বলতে শুনেছি: মারওয়ান ইবনে মুআবিয়া আল-ফাযারী আমাকে বললেন: "হে আবুল আওয়াম, জাহম চল্লিশ দিন অবস্থান করেছিল, সে সালাত আদায় করেনি। সে (জাহম) বলল: আমি জানি না আমার প্রতিপালক কেমন।"

(ص: 276) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

518 - حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْعَطَّارِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَعْنِي ابْنَ شَبُؤَيْه، قَالَ: سَمِعْتُ وَكِيعًا، يَقُولُ: " قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لِابْنِ الْمُبَارَكِ: تَرَفَّعْ يَدَيْكَ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ كَأَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَطِيرَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ: إِنْ كُنْتُ أَنْتَ تَطِيرُ فِي الْأُولَى فَإِنِّي أَطِيرُ فِيمَا سِوَاهَا، قَالَ وَكِيعٌ جَادَّ مَا حَاجَّهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ "

৫১৮ - আবু আল-হাসান ইবন আল-আত্তার মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি আহমাদকে, অর্থাৎ ইবন শাক্বুওয়াইহকে, বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন: আমি ওয়াকীকে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন: "আবু হানীফাহ ইবনুল মুবারাককে বললেন: আপনি প্রতিটি তাকবীরে আপনার হাত এমনভাবে উত্তোলন করেন যেন আপনি উড়ে যেতে চান। তখন ইবনুল মুবারাক তাকে বললেন: যদি আপনি প্রথম (তাকবীরে) উড়ে যান, তাহলে আমি তা ব্যতীত অন্যগুলোতে উড়ে যাই। ওয়াকী বললেন: ইবনুল মুবারাক তার সাথে এক বা দুইবারই এ বিষয়ে তর্ক করেছিলেন।"

(ص: 276) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

519 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، نَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عَمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ أَبِي الْخُلْدِ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَجْنَحُ كُلَّ عَشِيَّةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا الْعَصْرَ يَنْظُرُ إِلَى أَعْمَالِ بَنِي آدَمَ»

৫১৯ - উবাইদুল্লাহ ইবন উমার আল-কাওয়ারিরী আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি (বর্ণনা করেছেন) হাম্মাদ, অর্থাৎ ইবন যায়দ থেকে; তিনি আবু ইমরান আল-জাওনী থেকে; তিনি আবু আল-খুলদ থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু আল-খুলদ বলেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা (মহিমাম্বিত ও পরাক্রমশালী) প্রত্যেক সন্ধ্যায় আসরের সময় সর্বনিম্ন আকাশের (নিকটতম আসমানের) প্রতি মনোযোগী হন, আদম সন্তানদের আমল (কর্ম) দেখার জন্য।"

(ص: 276) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

520 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعُقَيْلِ، يَقُولُ: " خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفِيهِ [ص: 277] تَقُومُ السَّاعَةُ، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ فَعَطَسَ فَأَلْقَى اللَّهُ عَلَى لِسَانِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَقَالَ: رَحِمَكَ رَبُّكَ "

৫২০ - আমার পিতা, আব্বাস তাঁর প্রতি রহম করুন, আমাকে বর্ণনা করেছেন; সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আমার ইবনে দীনার থেকে, যিনি বলেছেন: আমি উবাইদকে বলতে শুনেছি: "সূর্য উদিত হওয়া শ্রেষ্ঠ দিন হলো জুমার দিন। এ দিনেই আদমকে, তাঁর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং এ দিনেই [পৃষ্ঠা: ২৭৭] কেয়ামত সংঘটিত হবে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ, পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত, আদমকে তাঁর (আল্লাহর) রূপে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি হাঁচি দিলেন, তখন আল্লাহ তাঁর (আদমের) জিহ্বায় আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন (সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য) এই বাক্যটি ঢেলে দিলেন, তারপর তিনি (আল্লাহ) বললেন: তোমার প্রতিপালক তোমার উপর রহম করুন।"

(ص: 277) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

521 - حَدَّثَنِي أَبِي مَرَّةً أُخْرَى نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ عُبَيْدٍ: «أَنَّ اللَّهَ، خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ»

৫২১ - আমার পিতা আমাকে আরেকবার বর্ণনা করেছেন যে, সুফিয়ান আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আমরা হতে, তিনি উবাইদ হতে, (যিনি বলেছেন): "নিশ্চয়ই আল্লাহ আদম (আঃ)-কে তাঁর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন।"

(ص: 277) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

522 - حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ أَبُو مَعْبَرٍ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَالَ: قَالَ الْمُسْلِمُونَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقْرَبُ رَبَّنَا فَنُنَاجِيهِ أَمْ بَعِيدٌ فَنُنَادِيهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ} [البقرة: 186]

522 - আমাকে ইসমাইল আবু মামার হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, সুফিয়ান আমাদের কাছে আবু (তার পিতা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: মুসলিমগণ আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের প্রতিপালক কি নিকটবর্তী যে আমরা তাঁর সাথে সংগোপনে কথোপকথন করব (মুনাজাত করব), নাকি তিনি দূরে যে আমরা উচ্চস্বরে তাঁকে আহ্বান করব?" তখন আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করলেন: "আর যখন আমার বান্দারা আমার সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন (বলো) আমি তো নিকটেই। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে, তখন আমি তার আহ্বানে সাড়া দিই।" [সূরা আল-বাক্বার: ১৮৬]

(ص: 277) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

523 - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنِي فَضِيلُ بْنُ عِيَاضٍ، حَدَّثَنِي سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: "مَا مِنْ يَوْمٍ إِلَّا يَطْلُعُ اللَّهُ فِيهِ إِلَى جَنَّةٍ عَدْنٍ فَيَقُولُ: طِيبِي لِأَهْلِكَ، قَالَ: فَتَضَعُ عَلَى مَا كَانَتْ حَتَّى يَدْخُلَهَا أَهْلُهَا"

৫২৩ - উবাইদুল্লাহ ইবনু উমার আল-কাওয়ারীরী আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন, ফুযাইল ইবনু ইয়াদ আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন, সুফিয়ান আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন, তিনি ইয়াযীদ ইবনু আবী যিয়াদ থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আল-হারিছ থেকে, তিনি কাব (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন। কাব (রহ.) বলেন: "এমন কোনো দিন নেই যেদিন আল্লাহ তাআলা জান্নাতে আদনের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না এবং বলেন: তোমার অধিবাসীদের জন্য উত্তম হও। কাব (রহ.) বলেন: "তখন জান্নাত তার পূর্বের অবস্থার চেয়ে দ্বিগুণ হয়ে যায়, যতক্ষণ না তার অধিবাসীরা তাতে প্রবেশ করে।"

(ص: 278) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

524 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ نَوْفٍ الْبِكَالِيِّ، قَالَ: "انْطَلَقَ مُوسَى صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ يُرِيدُ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَنَادَاهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ: إِنِّي أَبْسُطُ لَكُمْ الْأَرْضَ طَهُورًا وَمَسْجِدًا فَصَلُّوا حَيْثُ أَدْرَكْتُمُ الصَّلَاةَ إِلَّا فِي حَمَامٍ أَوْ مَرْحَاضٍ أَوْ عِنْدَ قَبْرِ"

৫২৪ - উবাইদুল্লাহ ইবনু উমার আল-কাওয়ারীরী আমাকে বর্ণনা করেছেন, মুআয ইবনু হিশাম আমাদেরকে বলেছেন, আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, ইয়াহইয়া ইবনু আবী কাছীর থেকে, তিনি নাওফ আল-বিকালীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: "মূসা (আলাইহিস সালাম) বনী ইসরাঈলের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। তখন তাঁর প্রতিপালক, যিনি মহান ও পরাক্রমশালী, তাঁকে ডেকে বললেন: আমি তোমাদের জন্য ভূমিকে পবিত্রতাকারী ও সালাতের স্থান হিসেবে নির্ধারণ করেছি। সুতরাং যেখানেই তোমরা সালাতের সময় পাও, সেখানেই সালাত আদায় করো, তবে গোসলখানা, পায়খানা বা কোনো কবরের কাছে নয়।"

(ص: 278) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

525 - حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، نَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ [ص: 279] بَهْرَامٍ الْفَزَارِيُّ، نَا شَهْرٌ، سَبَعْتُ رَجُلًا، يُحَدِّثُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُوتُ حِينَ يَمُوتُ وَفِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ

حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِنْ كِبَرٍ تَحِلُّ لَهُ الْجَنَّةُ أَوْ رِيحُهَا وَلَا يَرَاهَا» فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ أَبُو رِيحَانَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لِأَحِبُّ الْجَمَالَ وَأَشْتَهِيهِ حَتَّى لِأَحِبُّهُ فِي عِلَاقَةِ سَوَاطِي وَفِي شِرَاكِ نَعْلِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ ذَلِكَ الْكِبَرُ إِنَّ اللَّهَ جَبِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ وَلَكِنَّ الْكِبَرَ مَنْ سَفِهَ الْحَقَّ وَغَمَصَ النَّاسَ بِعَيْنِهِ»

৫২৫ - আমাকে বর্ণনা করেছেন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন বাক্কার, বনী হাশিমের মাওলা। তাকে বর্ণনা করেছেন আব্দুল হামিদ ইবন [পৃ: ২৭৯] বাহরাম আল-ফাযারী। তাকে বর্ণনা করেছেন শাহর। তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে উকবা ইবন আমির থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন: "এমন কোনো ব্যক্তি নেই যে মৃত্যুবরণ করে, অথচ তার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও অহংকার থাকে, তার জন্য জান্নাত বা তার সুস্বাদু বৈধ হবে না এবং সে তা দেখতেও পাবে না।" তখন কুরাইশ গোত্রের একজন লোক, যার নাম ছিল আবু রাইহানা, তাকে বললেন: "হে আল্লাহর রাসুল, আমি সৌন্দর্য পছন্দ করি এবং তা কামনা করি। এমনকি আমি তা আমার চাবুকের ফিতায় এবং আমার জুতার ফিতায়ও পছন্দ করি।" রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "এটা অহংকার নয়। নিশ্চয় আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য ভালোবাসেন। তবে অহংকার হলো, যে সত্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করে এবং মানুষকে অবজ্ঞা করে।"

(ص: 279) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

526 - حَدَّثَنِي مُهَنَّأُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ السُّلَمِيُّ، قَالَ: "قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ الْجَعْدِ فِي حَدِيثِ أَبِي رِيحَانَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ جَبِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ» فَأَبَى أَنْ يَقُولَ: إِنَّ اللَّهَ جَبِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، وَقَالَ إِنَّهُ يُحِبُّ الْجَمَالَ، قُلْتُ: إِنِّي أَفْعُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى إِنَّ اللَّهَ جَبِيلٌ، قَالَ: اسْكُتْ فَرَدَدْتُهِ عَلَيْهِ فَأَبَى أَنْ يَقُولَهُ وَكَانَ يُحَدِّثُهُ عَنْ حَبِيدِ بْنِ بَهْرَامٍ "

৫২৬ - আমাকে মুহান্না আবু আবদুল্লাহ আস-সুলামী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: "আমি আলী ইবনুল জাদকে আবু রাইহানাহ সূত্রে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত এই হাদীস প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম: «নিশ্চয় আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য ভালোবাসেন।» কিন্তু

তিনি (হাদীসের প্রথম অংশ) «নিশ্চয় আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য ভালোবাসেন» – এই কথাটি বলতে অস্বীকার করলেন। তিনি শুধু বললেন: তিনি সৌন্দর্য ভালোবাসেন। আমি বললাম: আমি শঙ্কিত যে নিশ্চয় আল্লাহ সুন্দর অংশটি বাদ পড়ে যাবে। তিনি বললেন: চুপ থাকো! আমি তাকে (পুরো হাদীসটি বলার জন্য) পুনরায় অনুরোধ করলাম, কিন্তু তিনি তা বলতে অস্বীকার করলেন। তিনি (আলী ইবনুল জাদ) এই হাদীসটি হুমাইদ ইবনে বাহরাম থেকে বর্ণনা করতেন।"

(ص: 279) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

527 - حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ السُّلَمِيُّ مَهَنَّا: سَأَلْتُ أَبَا يَعْقُوبَ الْخَزَّازَ إِسْحَاقَ بْنَ سُلَيْمٍ عَنِ الْقُرْآنِ، فَقَالَ: هُوَ كَلَامُ اللَّهِ وَهُوَ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّا إِذَا كُنَّا نَقُولُ: الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ وَلَا نَقُولُ مَخْلُوقٌ وَلَا غَيْرُ مَخْلُوقٍ فَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ هَؤُلَاءِ يَغْنِي الْجَهْمِيَّةَ خِلَافٌ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فَقَالَ لِي أَحْمَدُ: جَزَى اللَّهُ أَبَا يَعْقُوبَ خَيْرًا

৫২৭ - আবু আবদুল্লাহ আস-সুলামী মুহান্না আমাকে বর্ণনা করেছেন: আমি আবুল ইয়াকুব আল-খায্যাজ ইসহাক ইবনে সুলাইমকে কুরআন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন: এটি আল্লাহর বাণী এবং এটি সৃষ্ট নয়। এরপর তিনি বললেন: যদি আমরা বলি: কুরআন আল্লাহর বাণী, এবং আমরা না বলি যে এটি সৃষ্ট, আর না বলি যে এটি অসৃষ্ট, তাহলে আমাদের এবং এদের (অর্থাৎ জাহমিয়াদের) মধ্যে কোনো মতপার্থক্য থাকে না। মুহান্না বললেন: আমি আহমদ ইবনে হাম্বলকে বিষয়টি বললাম। তখন আহমদ আমাকে বললেন: আল্লাহ আবু ইয়াকুবকে উত্তম প্রতিদান দিন।

(ص: 280) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

528 - حَدَّثَنِي مَهَنَّا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ السُّلَمِيُّ، سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ، يَقُولُ: «إِنْ كَانَ مَا يُذَكَّرُ عَنْ بَشَرٍ الْمَرِيسِيِّ، حَقًّا حَلَّ سَفْكُ دَمِهِ»

528 - আমাকে মুহান্না আবু আবদুল্লাহ আস-সুলামী বর্ণনা করেছেন, আমি ইয়াজিদ ইবনে হারুনকে বলতে শুনেছি: “বিশর আল-মারিসী সম্পর্কে যা কিছু উল্লেখ করা হয়, তা যদি সত্য হয়, তবে তার রক্তপাত বৈধ হবে।”

(ص: 280) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

529 - حَدَّثَنِي مُهَنَّأُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ السُّلَمِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ بَعْدَ مَا أُخْرِجَ مِنَ السِّجْنِ بِسَنَتَيْنِ: مَا تَقُولُ فِي الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: "كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، وَقَالَ: مَنْ رَوَى عَنِّي غَيْرَ هَذَا الْقَوْلِ فَهُوَ مُبْطَلٌ" قُلْتُ لَهُ: إِنَّ بَعْضَ مَنْ ذَكَرَ عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ لَهُ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ لَا مَخْلُوقٌ وَلَا غَيْرُ مَخْلُوقٍ وَلَكِنَّهُ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ، فَقَالَ أَحْمَدُ: أَبْطَلَ، مَا قُلْتُ هَذَا، وَلَكِنَّهُ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ "

৫২৯ - মুহান্না আবু আবদুল্লাহ আস-সুলামী আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আহমদ ইবনে হাম্বলকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়ার দুই বছর পর আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম: "কুরআন সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?" তিনি বললেন: "আল্লাহর বাণী, যা সৃষ্ট নয়।" এবং তিনি বললেন: "যে ব্যক্তি আমার পক্ষ থেকে এর ভিন্ন কোনো উক্তি বর্ণনা করবে, সে ভ্রান্ত।" আমি তাঁকে বললাম: "কিছু লোক আপনার সম্পর্কে উল্লেখ করেছে যে, আপনি তাদের বলেছেন, এটি আল্লাহর বাণী; সৃষ্টও নয়, আবার অসৃষ্টও নয়, বরং এটি কেবল আল্লাহর বাণী। তখন আহমদ বললেন: "সে ভ্রান্ত। আমি এমন কথা বলিনি। বরং এটি আল্লাহর বাণী, যা সৃষ্ট নয়।"

(ص: 280) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

530 - حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَأَلْتُ حَارِثًا الْبَقَّالَ: مَا تَقُولُ فِي الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا أَقُولُ غَيْرَ هَذَا، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: هُوَ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، فَقَالَ لِي: إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ لَثِقَّةٌ عَدْلٌ "

৫৩০ - আবু আব্দুল্লাহ আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি হারিস আল-বাক্কালকে জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি কুরআন সম্পর্কে কী বলেন? তখন তিনি বললেন: কুরআন আল্লাহর (মহিমাম্বিত ও গৌরবাম্বিত) বাণী। আমি এর বাইরে কিছু বলি না। আমি তাকে বললাম: নিশ্চয় আবু আব্দুল্লাহ আহমদ ইবনে হাম্বল বলেন: এটি আল্লাহর বাণী, যা সৃষ্ট নয়। তখন তিনি আমাকে বললেন: নিশ্চয় আবু আব্দুল্লাহ একজন নির্ভরযোগ্য ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি।

(ص: 280) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

سُئِلَ عَمَّا جَحَدَتْهُ الْجَهْمِيَّةُ الضُّلَالُ مِنْ كَلَامِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَزَّ وَجَلَّ

পথভ্রষ্ট জাহমিয়ারা জগৎসমূহের প্রতিপালক, পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত আল্লাহর বাণী থেকে যা অস্বীকার করেছে, সে বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল।

(ص: 280) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

531 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ، يَقُولُ: «مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ، عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُكَلِّمْ مُوسَى صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا ضُرِبَتْ عُنُقُهُ»

531 - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন, আমি আবদুর রহমান ইবনে মাহদিকে বলতে শুনেছি: “যে ব্যক্তি দাবি করে যে, আল্লাহ তায়ালা মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর সাথে কথা বলেননি, তাকে তওবা করতে বলা হবে। যদি সে তওবা করে, তবে ভালো; অন্যথায় তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে।”

(ص: 280) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

532 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، نَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يَقُولُ: "الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ، وَيَقُولُ: كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى، وَقَالَ مَالِكٌ: اللَّهُ فِي السَّمَاءِ وَعِلْمُهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ لَا يَخْلُو مِنْهُ شَيْءٌ"

533 - سَأَلْتُ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ قَوْمٍ، يَقُولُونَ: لَمَّا كَلَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُوسَى لَمْ يَتَكَلَّمْ بِصَوْتٍ فَقَالَ أَبِي: «بَلَى إِنَّ رَبَّكَ عَزَّ وَجَلَّ تَكَلَّمَ بِصَوْتٍ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ نَرْوِيهَا كَمَا جَاءَتْ»

532 - আমার পিতা (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, সুরাইজ ইবনুন নুমান আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনে নাফি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: মালিক ইবনে আনাস বলতেন: "ঈমান হলো কথা ও কাজ উভয়ই।" এবং তিনি বলতেন: আল্লাহ মূসার সাথে কথা বলেছেন। আর মালিক বলেছেন: আল্লাহ আসমানে আছেন এবং তাঁর জ্ঞান সর্বস্থানে পরিব্যাপ্ত, কোনো কিছুই তা থেকে খালি নেই।

533 - আমি আমার পিতাকে (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) এমন কিছু লোক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, যারা বলে: যখন মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ মূসার সাথে কথা বলেছিলেন, তখন তিনি কোনো শব্দে কথা বলেননি। তখন আমার পিতা বললেন: "অবশ্যই আপনার রব, যিনি মহান ও পরাক্রমশালী, শব্দ সহকারে কথা বলেছেন। এই হাদীসগুলো আমরা সেভাবেই বর্ণনা করি, যেভাবে সেগুলো এসেছে।"

(ص: 281) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

534 - وَقَالَ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ: «حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ» إِذَا تَكَلَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سَمِعَ لَهُ صَوْتُ كَجَرِّ السِّلْسِلَةِ عَلَى الصَّفْوَانِ " قَالَ أَبِي: وَهَذَا الْجَهْمِيَّةُ تُنْكِرُهُ وَقَالَ أَبِي: هَؤُلَاءِ كُفَّاءٌ يُرِيدُونَ أَنْ يُمَوِّهُوا عَلَى النَّاسِ، مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَتَكَلَّمْ فَهُوَ كَافِرٌ، أَلَا إِنَّا نَرْوِي هَذِهِ الْأَحَادِيثَ كَمَا جَاءَتْ

৫৩৪ - আর আমার পিতা (রহিমাল্লাহ) বলেছেন: "ইবনে মাসউদ (রাতিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীস: যখন আল্লাহ তাআলা কথা বলেন, তখন পাথরের উপর শিকল টেনে নেওয়ার মতো একটি শব্দ শোনা যায়।" আমার পিতা বলেছেন: জাহমিয়ারা এটি অস্বীকার করে। আর আমার পিতা বলেছেন: এরা কাফির, যারা মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চায়। যে ব্যক্তি দাবি করে যে আল্লাহ তাআলা কথা বলেন না, সে কাফির। জেনে রেখো, আমরা এই হাদীসগুলো যেমন এসেছে তেমনই বর্ণনা করি।

535 - سَبَعْتُ أَبَا مَعْبِرٍ الْهُذَلِيَّ، يَقُولُ: «مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَكَلَّمُ وَلَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يَغْضَبُ وَلَا يَرْضَى - وَذَكَرَ أَشْيَاءَ مِنْ هَذِهِ الصِّفَاتِ - فَهُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ رَأَيْتُمُوهُ عَلَى بُئْرٍ وَاقِفًا فَالْقُوهُ فِيهَا بِهَذَا أَدِينُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، لِأَنَّهُمْ كُفَّارٌ بِاللَّهِ تَعَالَى»

৫৩৫ - আমি আবু মা‘মার আল-হুযালীকে বলতে শুনেছি: “যে দাবি করে যে, আল্লাহ, মহিমাম্বিত ও গরীয়ান, কথা বলেন না, শোনে না, দেখেন না, ক্রুদ্ধ হন না এবং সন্তুষ্ট হন না – আর তিনি এই গুণাবলী থেকে আরও কিছু বিষয় উল্লেখ করেছিলেন – তবে সে আল্লাহ, মহিমাম্বিত ও গরীয়ান, এর প্রতি কুফরকারী (অবিশ্বাসী)। যদি তোমরা তাকে কোনো কুয়ার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখো, তবে তাকে তাতে নিক্ষেপ করো। আমি এর দ্বারাই আল্লাহ, মহিমাম্বিত ও গরীয়ান, এর নিকট আমার দ্বীনকে সমর্পণ করি; কারণ তারা মহিমাম্বিত আল্লাহর প্রতি কুফরকারী।”

536 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: " إِذَا تَكَلَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالْوَحْيِ سَبَعَ صَوْتَهُ أَهْلُ السَّمَاءِ فَيَخْرُونَ سُجَّدًا حَتَّى إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالَ سَكَنَ عَنْ قُلُوبِهِمْ نَادَى أَهْلُ السَّمَاءِ: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَقُّ قَالَ كَذَا وَكَذَا "

536 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন — আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন। আমাদেরকে আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ আল-মুহারিবী বর্ণনা করেছেন, তিনি আমাশ থেকে, তিনি মুসলিম থেকে, তিনি মাসরুক থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ থেকে (বর্ণনা করেছেন), তিনি বলেছেন: "যখন আল্লাহ মহিমাম্বিত ও গৌরবাম্বিত ওহী সহ কথা বলেন, তখন আকাশের অধিবাসীরা তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পায়। অতঃপর তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে, যতক্ষণ না তাদের অন্তর থেকে ভয় দূর হয়ে যায়। তিনি (আল্লাহ) বলেন: তাদের অন্তর শান্ত হয়েছে। তখন আকাশের অধিবাসীরা একে অপরকে ডেকে বলে: তোমাদের প্রতিপালক কী বলেছেন? রাসূলুল্লাহ, তাঁর উপর

আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক, বলেছেন: (আল্লাহ) সত্য বলেছেন। তিনি এই এই কথা বলেছেন।"

(ص: 281) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

537 - حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ، نَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، نَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ كُلُّهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «إِذَا تَكَلَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِأَلْوَحْيٍ سَمِعَ [ص: 282] أَهْلَ السَّمَاءِ لَهُ صَلَافٌ كَصَلَفَةِ الْحَدِيدِ عَلَى الصَّفَا» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ بَعْضُ الشُّيُوخِ عَنْ قُرَّانِ بْنِ تَمَّامٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ أَيْضًا أَبُو مُعَاوِيَةَ بِبَغْدَادَ فَرَفَعَهُ مَرَّةً

৫৩৭ - আবু মামার আমাকে বর্ণনা করেছেন, জারীর আল-আমাশ থেকে বর্ণনা করেছেন, ইবনে নুমাইর এবং আবু মুআবিয়া — তাঁদের সকলেই আল-আমাশ থেকে, তিনি মুসলিম থেকে, তিনি মাসরুক থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: «যখন আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে কথা বলেন, তখন [পৃষ্ঠা: ২৮২] আকাশবাসীরা তাঁর জন্য এমন এক ঝনঝন শব্দ শুনতে পায়, যা পাথরের উপর লোহার ঝনঝন শব্দের মতো।» আবু আব্দুল রহমান বলেন: কিছু সংখ্যক শায়খ এই হাদীসটি কুররান ইবনে তাম্মাম থেকে, তিনি আল-আমাশ থেকে, তিনি মুসলিম থেকে, তিনি মাসরুক থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন এবং এটিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত মারফু (উত্থিত) করেছেন। আবু মুআবিয়াও বাগদাদে একবার এটিকে মারফু (উত্থিত) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

(ص: 282) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

538 - حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو مَعْمَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «إِذَا تَكَلَّمَ اللَّهُ

عز وجل بِالْوَحْيِ سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ صَلَٰصَةً كَصَلَٰصَةِ الْحَدِيدِ» فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ
الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ

538 - উসমান ইবনু আবি শাইবা ও আবু মামার আমাকে বর্ণনা করেছেন, তাঁরা উভয়ে বলেছেন: জারীর আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইয়াযীদ ইবনু আবি যিয়াদ থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস থেকে, তিনি ইবনু আব্বাস (আল্লাহ তাআলা তাঁদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: «যখন আল্লাহ তাআলা, যিনি মহা পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত, ওহী দ্বারা কথা বলেন, তখন আসমানবাসীরা লোহার ঝনঝন শব্দের ন্যায় একটি ঝনঝন শব্দ শুনতে পান।» এরপর তিনি আল-আমাশ কর্তৃক মুসলিম থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

(ص: 282) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

539 - حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَخْبَرَنِي جَزْءُ بْنُ جَابِرٍ الْخَثْعَمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ كَعْبًا،
يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ.

540 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ بْنِ حَسَابٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ
[ص: 283] الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ
جَزْءُ بْنُ جَابِرٍ الْخَثْعَمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ كَعْبَ الْأَحْبَارِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ. وَحَدَّثَنِي أَبُو
مَعْمَرٍ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، وَأَبُو سُفْيَانَ الْمَعْمَرِيُّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي
بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ جَزْءِ بْنِ جَابِرٍ الْخَثْعَمِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ
كَعْبَ الْأَحْبَارِ، يَقُولُ: " لَمَّا كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّمَهُ بِاللِّسْنَةِ كُلِّهَا
قَبْلَ لِسَانِهِ فَطَفِقَ مُوسَى يَقُولُ: يَا رَبِّ وَاللَّهِ مَا أَفْقَهُ هَذَا حَتَّى كَلَّمَهُ آخِرَ ذَلِكَ بِلِسَانٍ
مِثْلِ صَوْتِهِ فَقَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: هَذَا يَا رَبِّ كَلَامُكَ، فَقَالَ اللَّهُ عز وجل لَوْ كَلَّمْتِكَ
كَلَامِي لَمْ تَكُنْ شَيْئًا أَوْ قَالَ لَمْ تَسْتَقِمْ لَهُ، قَالَ: أَيُّ رَبِّ، فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ يُشَبِّهُ

كَلَامَكَ؟ قَالَ: لَا وَأَقْرَبُ خَلْقِي شَبَهًا بِكَلَامِي أَشَدُّ مَا يَسْمَعُ النَّاسُ مِنَ الصَّوَائِقِ "
وَالْحَدِيثُ عَلَى لَفْظِ أَبِي، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ

৫৩৯ - আমাকে আমার পিতা বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে আব্দুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে মামার বর্ণনা করেছেন, যুহরি থেকে, আবু বকর ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আল-হারিস ইবনে হিশাম থেকে, তাকে জাজউ ইবনে জাবির আল-খাসআমি জানিয়েছেন যে, তিনি কাবকে বলতে শুনেছেন, তিনি (কাব) বলেছেন: আব্দুল্লাহ বলেছেন।

৫৪০ - আমাকে মুহাম্মাদ ইবনে উবাইদ ইবনে হিসাব বর্ণনা করেছেন, আমাকে মুহাম্মাদ ইবনে সাওর বর্ণনা করেছেন, মামার থেকে, **পৃষ্ঠা: ২৮৩** যুহরি থেকে, আবু বকর ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আল-হারিস ইবনে হিশাম থেকে, তাকে জাজউ ইবনে জাবির আল-খাসআমি জানিয়েছেন যে, তিনি কাব আল-আহবারকে শুনেছেন, তিনি বলেছেন: আব্দুল্লাহ বলেছেন। এবং আমাকে আবু মামার বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে আব্দুল্লাহ ইবনে মুআয এবং আবু সুফিয়ান আল-মামারী বর্ণনা করেছেন, মামার থেকে, যুহরি থেকে, আবু বকর ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আল-হারিস ইবনে হিশাম থেকে, জাজউ ইবনে জাবির আল-খাসআমি থেকে, যে তিনি কাব আল-আহবারকে বলতে শুনেছেন: "যখন আল্লাহ তায়ালা মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর সাথে কথা বললেন, তখন তার (মূসার) ভাষার আগে সব ভাষায় তার সাথে কথা বললেন। তখন মূসা (আলাইহিস সালাম) বলতে লাগলেন: হে আমার প্রতিপালক, আল্লাহর কসম, আমি এটি বুঝতে পারছি না। শেষ পর্যন্ত তিনি (আল্লাহ) তার (মূসার) কণ্ঠস্বরের মতো এক ভাষায় কথা বললেন। তখন মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন: হে আমার প্রতিপালক, এটিই আপনার কথা। তখন পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত আল্লাহ বললেন: যদি আমি আমার (প্রকৃত) কথায় তোমার সাথে কথা বলতাম, তাহলে তুমি কিছুই হতে না – অথবা তিনি বলেছেন: তুমি তা সহ্য করতে পারতে না। তিনি (মূসা) বললেন: হে আমার প্রতিপালক, আপনার সৃষ্টির মধ্যে এমন কিছু আছে কি যা আপনার কথার মতো? তিনি (আল্লাহ) বললেন: না। আর আমার কথার সবচেয়ে নিকটবর্তী সাদৃশ্যপূর্ণ আমার সৃষ্টি হলো মানুষের শোনা বজ্রপাতের তীব্রতম শব্দ।" আর এই হাদিসটি আব্দুর রাজ্জাক থেকে আমার পিতার বর্ণিত শব্দের অনুরূপ।

542 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، نَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: " قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِمَا شَبَّهْتَ صَوْتَ رَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ حِينَ كَلَّمَكَ مِنْ هَذَا الْخَلْقِ؟ قَالَ: شَبَّهْتُ صَوْتَهُ بِصَوْتِ الرَّعْدِ حِينَ لَا يَتَرَجَّعُ "

542 - মুহাম্মদ ইবনে বাক্কার আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, আবু মাশার, মুহাম্মদ ইবনে কাব থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (মুহাম্মদ ইবনে কাব) বলেছেন: "বনী ইসরাঈল মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে জিজ্ঞাসা করলো, এই সৃষ্টির মধ্যে কোন জিনিসের সাথে আপনি আপনার মহিমাম্বিত ও পরাক্রমশালী রবের কণ্ঠস্বরকে সাদৃশ্যপূর্ণ মনে করেছেন, যখন তিনি আপনার সাথে কথা বলেছিলেন? তিনি (মূসা) বললেন: আমি তাঁর কণ্ঠস্বরকে বজ্রের শব্দের সাথে তুলনা করেছি, যখন তা প্রতিধ্বনিত হয় না।"

(ص: 284) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

543 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، نَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ أَبِي الْخُوَيْرِثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: «مَكَثَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا لَا يَرَاهُ أَحَدٌ إِلَّا مَاتَ مِنْ نُورِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَزَّ وَجَلَّ»

৫৪৩ - আমাকে মুহাম্মাদ ইবন বাক্কার বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন,) আমাদেরকে আবু মাশার বর্ণনা করেছেন, আবুল হুওয়াইরিস আব্দুর রহমান ইবন মুআবিয়ার সূত্রে। তিনি বলেছেন: মূসা (আলাইহিস সালাম) চল্লিশ দিন অবস্থান করেছিলেন। সে সময় কেউ তাঁকে দেখলে জগতসমূহের প্রতিপালক, মহা প্রতাপশালী ও মহিমাম্বিত আল্লাহর নূরের (আলোর) কারণে মৃত্যুবরণ করত।

(ص: 284) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

544 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، نَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ أَبِي الْخُوَيْرِثِ، قَالَ: «إِنَّمَا كَلَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِقَدْرِ مَا يُطِيقُ مُوسَى مِنْ كَلَامِهِ وَلَوْ تَكَلَّمَ بِكَلَامِهِ لَمْ يُطِقْهُ شَيْءٌ»

544 - মুহাম্মাদ ইবনু বাক্বার আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু মাশার থেকে, তিনি আবুল হুয়াইরিস থেকে বর্ণনা করেছেন। আবুল হুয়াইরিস বলেছেন: "নিশ্চয়ই মহাপরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত আল্লাহ মূসা (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক)-এর সাথে তাঁর (আল্লাহর) বাণীর ততটুকুই কথা বলেছিলেন, যতটুকু মূসা সহ্য করতে পারতেন। আর যদি তিনি (আল্লাহ) তাঁর (পূর্ণ) বাণী দ্বারা কথা বলতেন, তাহলে কোনো কিছুই তা সহ্য করতে পারত না।"

(ص: 284) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

545 - حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ سَجَّادٌ أَبُو عَلِيٍّ، نَا أَبُو مَالِكٍ عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ الْجَنْبِيُّ، عَنْ جُوَيْرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ نَاجَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِمِائَةِ أَلْفٍ وَأَرْبَعِينَ أَلْفَ كَلِمَةٍ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَصَايَا كُلِّهَا، فَلَمَّا سَمِعَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ كَلَامَ الْأَدَمِيِّينَ مَقْتَهُمْ لِمَا وَقَعَ فِي مَسَامِعِهِ مِنْ كَلَامِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [ص: 285] عَزَّ وَجَلَّ وَكَانَ فِيهَا نَاجَاهُ أَنْ قَالَ لَهُ: يَا مُوسَى إِنَّهُ لَمْ يَتَصَنَّعْ لِي الْمُتَصَنِّعُونَ بِبِئْسِ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا، وَلَمْ يَتَقَرَّبْ إِلَيَّ الْمُتَقَرَّبُونَ بِبِئْسِ الْوَرَعِ عَمَّا حَرَّمْتُ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَتَعَبَّدْ لِي الْمُتَعَبِّدُونَ بِبِئْسِ الْبُكَاءِ مِنْ خِيفَتِي، قَالَ مُوسَى: يَا إِلَهَ الْبَرِّيَّةِ كُلِّهَا، وَيَا مَالِكَ يَوْمِ الدِّينِ وَيَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ مَاذَا أَعَدَدْتَ لَهُمْ، وَمَاذَا جَزَيْتَهُمْ؟ قَالَ: أَمَّا الزَّاهِدُونَ فِي الدُّنْيَا فَأُبَيِّحُهُمْ جَنَّتِي يَتَبَوَّءُونَ مِنْهَا حَيْثُ شَاءُوا، وَأَمَّا الْوَرَعُونَ عَمَّا حَرَّمْتُ عَلَيْهِمْ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ لَمْ يَبْقَ عَبْدٌ إِلَّا نَاقَشَتْهُ الْحِسَابُ وَفَتَشَّتْهُ عَمَّا فِي يَدَيْهِ إِلَّا الْوَرَعِينَ فَإِنِّي أُجْلِّهِمْ وَأُكْرِمُهُمْ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، وَأَمَّا الْبُكَاءُونَ مِنْ خِيفَتِي فَأُولَئِكَ لَهُمُ الرَّفِيعُ الْأَعْلَى لَا يُشَارَكُونَ فِيهِ "

৫৪৫ - আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন হাসান ইবনু হাম্মাদ সাজ্জাদা আবু আলী, আবু মালিক আমর ইবনু হাশিম আল-জানবি থেকে, তিনি জুওয়াইবির থেকে, তিনি আদ-দাহহাক থেকে, তিনি ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু - আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - আল্লাহ তাঁর উপর শান্তি ও

রহমত বর্ষণ করুন) বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ মূসা (আলাইহিস সালাম - তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক)-এর সাথে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার শব্দে তিন দিনে একান্ত কথা বলেছেন, যার সবই ছিল উপদেশ। যখন মূসা (আলাইহিস সালাম - তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) মানবজাতির কথা শুনলেন, তখন তিনি তাদের প্রতি বিতৃষ্ণা হলেন, কেননা তাঁর কানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল বিশ্বজগতের প্রতিপালক **পৃষ্ঠা: ২৮৫** মহিমাম্বিত ও গৌরবাম্বিত আল্লাহর বাণী। আর তিনি (আল্লাহ) তাঁকে (মূসাকে) যা একান্ত আলাপকালে বলেছিলেন, তার মধ্যে ছিল: হে মূসা, যারা আমার জন্য চেষ্টা করে, তাদের মধ্যে কেউই দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি (যুহদ)-এর মতো কিছু দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করতে পারেনি, আর যারা আমার নৈকট্য অশ্বেষণ করে, তাদের মধ্যে কেউই আমি তাদের জন্য যা হারাম (নিষিদ্ধ) করেছি তা থেকে সংযম (ওয়্যারঅ)-এর মতো কিছু দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করতে পারেনি, আর যারা আমার ইবাদত করে, তাদের মধ্যে কেউই আমার ভয়ে কাঁদার মতো কিছু দ্বারা আমার ইবাদত করেনি। মূসা বললেন: হে সমস্ত সৃষ্টিকুলের উপাস্য, হে বিচার দিবসের মালিক, এবং হে মহিমা ও সম্মানের অধিকারী! আপনি তাদের জন্য কী প্রস্তুত রেখেছেন এবং তাদের প্রতিদান কী? আল্লাহ বললেন: যারা দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত (যাহিদ), তাদের জন্য আমি আমার জান্নাত উন্মুক্ত করে দেবো; তারা যেখানে খুশি সেখানে বসবাস করবে। আর যারা আমি তাদের জন্য যা হারাম (নিষিদ্ধ) করেছি তা থেকে সংযমী (ওয়্যারি), যখন কিয়ামত দিবস (বিচার দিবস) হবে, তখন আমি প্রতিটি বান্দার হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে গ্রহণ করবো এবং তাদের কাছে যা আছে তা পরীক্ষা করে দেখবো, কিন্তু সংযমীদের (ওয়্যারি) ব্যতীত। কারণ আমি তাদের সম্মান করি ও তাদের মর্যাদাবান করি এবং তাদেরকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। আর যারা আমার ভয়ে কাঁদে, তাদের জন্য রয়েছে সর্বোচ্চ স্থান, যেখানে তাদের সাথে কেউ অংশীদার হবে না।"

(ص: 285) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

546 - حَدَّثَنِي مُحَرَّرُ بْنُ عَوْنٍ، نَا خَلْفَ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} [النساء: 164] قَالَ: «مُشَافَهَةٌ مِرَارًا»

৫৪৪ - আমার কাছে বর্ণনা করেছেন মুহাররিয ইবনে আওন, তিনি খালাফ ইবনে খালীফা থেকে, তিনি ওয়াইল ইবনে দাউদ থেকে বর্ণনা করেছেন আল্লাহর মহিমাম্বিত ও সর্বশক্তিমান

এই বাণী প্রসঙ্গে: {এবং আল্লাহ মূসার সাথে সত্যিকারের বাক্যালাপ করেছেন} [সূরা আন-নিসা: ১৬৪]। ওয়াইল ইবনে দাউদ বলেন: “মুখোমুখি, বহুবার।”

(ص: 286) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

547 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاعَانِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، نَا أَبُو ثَمِيلَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ نُوحَ بْنَ أَبِي مَرْيَمَ أَبَا عَصَمَةَ كَيْفَ كَلَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ؟ قَالَ: «مُشَافَهَةً»

547 - আমাকে মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক আস-সাগানী বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মাদ ইবনু হুমাইদ আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, আবু তুমাইলাহ আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বললেন: আমি নূহ ইবনু আবী মারইয়াম, আবু ইসমা-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা (পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত) মূসা আলাইহিস সালামের (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) সাথে কীভাবে কথা বলেছিলেন? তিনি বললেন: "সরাসরি।"

(ص: 286) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

548 - حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نَا إِسْبَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَسَمَ رُؤُوسَهُ وَكَلَامَهُ بَيْنَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَرَأَاهُ مُحَمَّدٌ مَرَّتَيْنِ وَكَلَّمَهُ مُوسَى مَرَّتَيْنِ»

৫৪৮ - নসর ইবনে আলী আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি আশআছ ইবনে আবদুল্লাহ থেকে, তিনি ইসমাঈল ইবনে আবী খালিদ থেকে, তিনি শাবী থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আল-হারিছ থেকে, তিনি কাব থেকে বর্ণনা করেছেন। কাব বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তাঁর দর্শন (অর্থাৎ, তাঁকে দেখার সুযোগ) এবং তাঁর কালাম (অর্থাৎ, তাঁর সাথে কথা বলার সুযোগ) মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর মধ্যে বন্টন করেছেন। ফলে মুহাম্মদ (সা.) তাঁকে দুবার দেখেছেন এবং মূসার সাথে আল্লাহ দুবার কথা বলেছেন।"

549 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو، سَعِ طَاوُسًا، سَعِ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اَحْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، فَقَالَ مُوسَى: يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُونَا حَبِيبُنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ، فَقَالَ آدَمُ: يَا مُوسَى أَنْتَ الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلَامِهِ وَقَالَ مَرَّةً بِرِسَالَتِهِ وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ أَتْلُومُنِي عَلَى أَمْرِ قَدَّرَهُ اللَّهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً؟ " قَالَ: «فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى» ثَلَاثًا

৫৪৯ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান, আমার থেকে, যিনি তাউসকে বলতে শুনেছেন, যিনি আবু হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "আদম ও মুসা (আলাইহিমাস সালাম) বিতর্কে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তখন মুসা বললেন: হে আদম! আপনি আমাদের পিতা, আপনিই আমাদের নিরাশ করেছেন এবং জান্নাত থেকে আমাদের বের করে দিয়েছেন। তখন আদম বললেন: হে মুসা! আপনিই সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তাঁর কালাম (কথোপকথন) দ্বারা মনোনীত করেছেন – এবং একবার (বর্ণিত হয়েছে) তাঁর রিসালাত (বার্তাবাহকত্ব) দ্বারা – এবং আপনার জন্য নিজ হাতে (তওরাত) লিখেছেন। আপনি কি আমাকে এমন একটি বিষয়ের জন্য ভৎসনা করছেন যা আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করার চল্লিশ বছর পূর্বে আমার উপর নির্ধারণ করে রেখেছিলেন?" তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "তখন আদম মুসার উপর যুক্তিতে বিজয়ী হলেন।" (এ কথা) তিনবার (বলা হয়েছে)।

550 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

551 - وَحَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ.

552 - وَحَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ، نَا إِبرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، نَا ابْنُ شَهَابٍ، عَنْ حُبَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

553 - وَحَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

554 - وَحَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ التَّجَارِ الْيَمَامِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ [ص: 289]، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اُحْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا فَقَالَ مُوسَى لِآدَمَ: أَنْتَ الَّذِي أَدْخَلْتَ ذُرِّيَّتَكَ النَّارَ، قَالَ آدَمُ: يَا مُوسَى أَنْتَ الَّذِي أَصْطَفَاكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ التَّوْرَةَ فَهَلْ وَجَدْتَ أَنِّي أَهْبَطْتُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَحَجَّهْ آدَمُ " وَالْحَدِيثُ عَلَى لَفْظِ حَدِيثِ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ

550 - আমার পিতা (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করণ) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আব্দুর রাজ্জাক আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, মামার আমাদের কাছে বলেছেন, যুহরি থেকে, তিনি আবু সালামা থেকে, তিনি আবু হুরায়রা (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: রাসূলুল্লাহ (আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক তাঁর উপর) বলেছেন।

551 - এবং আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আব্দুর রাজ্জাক আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, মামার আমাদের কাছে বলেছেন, আইয়ুব থেকে, তিনি ইবনে সীরিন থেকে, তিনি আবু হুরায়রা (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে, তিনি নবী (আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক তাঁর উপর) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন।

552 - এবং আবু মামার আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, ইব্রাহিম ইবনে সাদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, ইবনে শিহাব আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, হুমাইদ ইবনে আব্দুর রহমান থেকে, তিনি আবু হুরায়রা (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: রাসূলুল্লাহ (আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক তাঁর উপর) বলেছেন।

553 - এবং আমার পিতা (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মদ ইবনে বিশর আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মদ ইবনে আমর আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান থেকে, তিনি আবু হুরায়রা (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: রাসূলুল্লাহ (আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক তাঁর উপর) বলেছেন।

554 - এবং আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আইয়ুব ইবনে আন-নাজ্জার আল-ইয়ামামী আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, ইয়াহইয়া ইবনে আবি কাসির আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন (পৃষ্ঠা: 289), আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান থেকে, তিনি আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: রাসূলুল্লাহ (আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক তাঁর উপর) বলেছেন: "আদম (আঃ) এবং মূসা (আঃ) —তাদের উভয়ের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক— একে অপরের সাথে তর্ক করেছিলেন। মূসা (আঃ) আদম (আঃ)-কে বললেন: আপনিই সেই ব্যক্তি যিনি আপনার বংশধরদের জাহান্নামে প্রবেশ করিয়েছেন। আদম (আঃ) বললেন: হে মূসা, আপনিই তো সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী তাঁর রিসালাত (নবুওয়াত) এবং তাঁর কালাম (কথোপকথন) দ্বারা মনোনীত করেছেন এবং আপনার উপর তাওরাত অবতীর্ণ করেছেন। আপনি কি তাতে (তাওরাতে) পেয়েছেন যে আমাকে (পৃথিবীতে) নামিয়ে আনা হয়েছিল? (মূসা) বললেন: হ্যাঁ। তখন আদম (আঃ) তাকে যুক্তির মাধ্যমে পরাভূত করলেন।" এবং এই হাদীসটি মামার, যুহরি থেকে, তিনি আবু সালামা থেকে, তিনি আবু হুরায়রা থেকে, তিনি নবী (আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক তাঁর উপর) থেকে বর্ণিত হাদীসের শব্দগুচ্ছের অনুরূপ এবং অর্থ একই।

555 - حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُتَعَالِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ، نَا ضَمْرَةُ، عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ، قَالَ: "أَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَا مُوسَى هَلْ تَدْرِي لِمَ اصْطَفَيْتُكَ بِكَلَامِي وَرِسَالَتِي؟ قَالَ: لَا يَا رَبِّ، قَالَ: لِأَنَّهُ لَمْ يَتَوَاضَعْ لِي تَوَاضَعَكَ أَحَدٌ قَطُّ"

555 - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আব্দুল মুতাআল ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, দমরা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, ইবনে শাওধাব থেকে, তিনি বলেছেন: আল্লাহ মুসা (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক)-এর প্রতি ওহী নাযিল করলেন: "হে মুসা, তুমি কি জানো কেন আমি তোমাকে আমার দিব্যবাণী (কালাম) এবং প্রেরিত বার্তা (রিসালাত)-এর জন্য মনোনীত করেছি?" তিনি বললেন: "না, হে আমার প্রতিপালক।" আল্লাহ বললেন: "কারণ তোমার মতো বিনয় কেউ আমার প্রতি কখনো প্রদর্শন করেনি।"

(ص: 289) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

556 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ، نَا عَفَّانُ، نَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَتَادَةَ [ص: 290]، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَيِّ ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَوْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسَأَلْتُهُ هَلْ رَأَى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: قَدْ سَأَلْتُهُ، فَقَالَ: «قَدْ رَأَيْتُهُ»

556 - মুহাম্মদ ইবনে মানসূর আত-তুসী আমাকে বর্ণনা করেছেন, আফফান আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, ইয়াযীদ ইবনে ইবরাহীম আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি কাতাদাহ থেকে, পৃষ্ঠা: ২৯০, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক থেকে বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক বলেন: আমি আবু যার—আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন—কে বললাম, "যদি আমি নবী—আল্লাহ তাঁর প্রতি অনুগ্রহ ও শান্তি বর্ষণ করুন—কে দেখতাম, তাহলে তাঁকে জিজ্ঞেস করতাম যে, তিনি কি তাঁর প্রতিপালককে, যিনি মহামহিম ও মহিমান্বিত, দেখেছেন?" তিনি (আবু যার) বললেন: "আমি তো তাঁকে জিজ্ঞেস করেছি।" অতঃপর তিনি (নবী) বললেন: "আমি তো তাঁকে দেখেছি।"

(ص: 290) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

557 - قَرَأْتُ عَلَى أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، نَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ: "أَنَّ رَجُلًا، أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا قَالَ: فَذْهَبَ بِي إِلَى دَارٍ فَإِذَا فِي وَسْطِهَا مِنْبَرٌ مِنْ ذَهَبٍ وَإِذَا أَنْتَ فَوْقَهُ وَإِذَا عَنْ يَمِينِكَ رَجُلٌ إِذَا تَكَلَّمَ أَنْصَتَ النَّاسُ لِكَلَامِهِ، قَالَ: «أَمَّا الَّذِي رَأَيْتَ عَنْ يَمِينِي فَمُوسَى صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا تَكَلَّمَ أَنْصَتَ النَّاسُ لِفَضْلِ كَلَامِ اللَّهِ إِيَّاهُ»

৫৫৮ - আমি আমার পিতার নিকট পাঠ করেছিলাম, আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত করুন। আল-হাসান ইবনে মুসা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, হাম্মাদ সাবিত আল-বুনানির সূত্রে আমাদের জানিয়েছেন যে, একজন ব্যক্তি নবী (সা.)-এর কাছে এসে বললেন: "আমি স্বপ্নে দেখেছি," অতঃপর তিনি একটি দীর্ঘ হাদিস (বর্ণনা) উল্লেখ করলেন। তিনি (স্বপ্নদ্রষ্টা) বললেন: "তখন আমাকে একটি বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো। হঠাৎ দেখি, তার মাঝখানে একটি স্বর্ণের মিম্বর (ভাষণ মঞ্চ) এবং আপনি তার উপর উপবিষ্ট। আর আপনার ডান পাশে একজন ব্যক্তি, যখন তিনি কথা বলতেন, লোকেরা তার কথায় মনোযোগ সহকারে শুনতো।" তিনি (নবী) বললেন: "আমার ডান পাশে যাকে তুমি দেখেছ, তিনি হলেন মুসা (আলাইহিস সালাম)। যখন তিনি কথা বলতেন, লোকেরা মনোযোগ সহকারে শুনতো, কারণ আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি অবতীর্ণ কালামের (বাণীর) শ্রেষ্ঠত্বের কারণে।"

(ص: 290) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

558 - حَدَّثَنِي هَدِيَّةُ أَبُو صَالِحٍ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، نَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، أَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «لَمَّا انْتَهَيْتُ إِلَى [ص: 291] مَدْيَنَ سَأَلْتُ عَنِ الشَّجَرَةِ الَّتِي كَلَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهَا مُوسَى فَدَلِلْتُ عَلَيْهَا، قَالَ فَأَتَيْتُهَا فَإِذَا هِيَ شَجَرَةٌ خَضْرَاءُ تَرِفُ فَتَنَاوَلْتُ نَاقَتِي مِنْ وَرَقِهَا فَلَاكْتُهُ فَلَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَبْتَلِعَهُ فَطَرَحْتُهُ فَصَلَّيْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَعْتُ»

৫৫৮ - হাদিয়া আবু সালিহ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব আমাকে বর্ণনা করেছেন, আল-ফাদল ইবনে মুসা আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, আল-আমাশ আমাদেরকে জানিয়েছেন, আবু ইসহাক থেকে, তিনি আমার ইবনে মাইমুন থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন: "যখন আমি [পৃষ্ঠা: ২৯১] মাদিয়ান (শহরে) পৌঁছলাম, আমি সেই গাছ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যেখান থেকে আল্লাহ তাআলা মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর সাথে কথা বলেছিলেন। তখন আমাকে সেটির সন্ধান দেওয়া হলো। তিনি বলেন, অতঃপর আমি সেটির কাছে গেলাম। দেখলাম, সেটি ছিল একটি সবুজ সতেজ গাছ। আমি আমার উটনীকে তার পাতা থেকে কিছু খেতে দিলাম। সেটি তা চিবালা কিন্তু গিলতে পারলো না। সুতরাং আমি তা ফেলে দিলাম। অতঃপর আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর দরুদ পাঠ করলাম এবং ফিরে এলাম।"

(ص: 291) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

559 - حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «خَرَجْتُ إِلَى الشَّامِ فَمَرَرْتُ بِالشَّجَرَةِ الَّتِي نُودِيَ مِنْهَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِذَا هِيَ سَمُرَةٌ خَضِرَاءُ تَرِفُ»

৫৫৯ - উসমান ইবনে আবি শাইবাহ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আবু মুআওয়িয়া আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আল-আমাশ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি আমর ইবনে মাইমুন সূত্রে, আবু উবাইদা থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: «আমি শামের (সিরিয়ার) দিকে যাত্রা করলাম। অতঃপর আমি সেই গাছটির পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম যেখান থেকে মুসা (আলাইহিস সালাম)-কে আহ্বান করা হয়েছিল। তখন দেখলাম, সেটি ছিল একটি সবুজ বাবলা গাছ (সামুরাহ), যা সজীব ও সতেজ দেখাচ্ছিল।»

(ص: 291) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

560 - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا أَبُو عَبْدِ الصَّامِدِ، نَا أَبُو عَمْرٍاءُ، عَنْ نَوْفٍ: "أَنَّ مُوسَى، عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا نُودِيَ قَالَ: مَنْ أَنْتَ الَّذِي تُنَادِينِي؟ قَالَ: أَنَا رَبُّكَ الْأَعْلَى"

৫৬০ - আলী ইবনে মুসলিম আমাকে বর্ণনা করেছেন, আবু আবদিস সামাদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আবু ইমরান আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, নাওফ থেকে (বর্ণিত): "নিশ্চয়

মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে যখন আহ্বান করা হলো, তখন তিনি বললেন: আপনি কে, যিনি আমাকে ডাকছেন? তিনি বললেন: আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ প্রতিপালক।"

(ص: 292) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

561 - كَتَبَ إِلَيَّ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ الْمُبَارَكِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّنْعَانِيُّ وَنِعْمَ الزَّيْدُ مَا عَلِمْتُ كَانَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: «كَلَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي أَلْفِ مَقَامٍ وَكَانَ إِذَا كَلَّمَهُ رُئِيَ النُّورُ عَلَى وَجْهِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلنِّسَاءِ مُنْذُ كَلَّمَهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ»

561 - আল-আব্বাস ইবনে আব্দুল আজিম আল-আনবারী আমাকে লিখেছেন যে, যায়দ ইবনে আল-মুবারক আবু আব্দুল্লাহ আস-সানআনী আমাকে বর্ণনা করেছেন – আমি যা জানি, যায়দ (বর্ণনাকারী হিসেবে) কতই না উত্তম ছিলেন! – (তিনি বর্ণনা করেছেন) মুহাম্মদ ইবনে আমার ইবনে মিকসাম থেকে, তিনি আতা ইবনে মুসলিম থেকে, তিনি ওয়াহব ইবনে মুনাবিহ থেকে। ওয়াহব বলেছেন: "মহান আল্লাহ (আযযা ওয়া জাল্লা) মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর সাথে এক হাজার স্থানে কথা বলেছেন। আর যখনই তিনি তাঁর সাথে কথা বলতেন, তাঁর (মূসার) চেহারা তিন দিন পর্যন্ত নূর (আলোকচ্ছটা) দেখা যেত। আর তাঁর রব (প্রতিপালক) (আযযা ওয়া জাল্লা) তাঁর সাথে কথা বলার পর থেকে তিনি নারীদের (স্ত্রী সহবাসের জন্য) নিকটবর্তী হননি।"

(ص: 292) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

562 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مِقْسَمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ مُسْلِمٍ، نَا وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ، قَالَ: "كَانَ لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أُخْتُ يُقَالُ لَهَا: مَرْيَمُ، فَقَالَتْ لَهُ: يَا مُوسَى إِنَّكَ كُنْتَ تَزَوَّجْتَ فِي آلِ شُعَيْبٍ وَأَنْتَ يَوْمَئِذٍ لَا شَيْءَ لَكَ ثُمَّ أَذْرَكْتَ مَا أَذْرَكْتَ فَتَزَوَّجَ فِي مُلُوكِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، قَالَ:

وَلَمَّا أَتَزَوَّجَ فِي مُلُوكِ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَوَاللَّهِ مَا أَحْتَاجُ إِلَى النِّسَاءِ مُنْذُ كَلَّمْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ

"

562 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন; আলী ইবনে আব্দুল্লাহ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন; মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে মিকসাম আমাকে বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেন: আমি আতা ইবনে মুসলিমকে শুনেছি; ওয়াহব ইবনে মুনাঈহ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেন: "মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর একজন বোন ছিলেন, তাঁর নাম ছিল মারইয়াম। তিনি মূসাকে বললেন: হে মূসা! আপনি শুআইব-এর বংশে বিবাহ করেছিলেন, তখন আপনার কিছুই ছিল না। এরপর আপনি যে উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছেন। সুতরাং আপনি বনী ইসরাঈলের রাজবংশে বিবাহ করুন। মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন: আমি কেন বনী ইসরাঈলের রাজবংশে বিবাহ করব? আল্লাহর কসম! আমার রবের সাথে কথা বলার পর থেকে আমার নারীদের কোনো প্রয়োজন নেই, যিনি মহা মহিমাম্বিত।"

(ص: 292) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

563 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا شَاذَانَ الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، نَا حَبَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ [ص: 293] قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ»

৫৬৩ - মুহাম্মাদ ইবনু মানসুর আমাকে বর্ণনা করেছেন, শাআযান আল-আসওয়াদ ইবনু আমির হতে, হাম্মাদ ইবনু সালামাহ হতে, [পৃ: ২৯৩] কাতাদাহ হতে, ইকরিমাহ হতে, ইবনু আব্বাস (আল্লাহ তাঁদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হোন) হতে বর্ণিত যে: "নবী (তাঁর উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক) তাঁর রবকে দেখেছেন।"

(ص: 293) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

564 - حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ، نَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«لَمَّا كَلَّمَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ عَلَيْهِ جُبَّةٌ صُوفٍ وَعِمَامَةٌ صُوفٍ وَنَعْلَانِ مِنْ جِلْدٍ حِمَارٍ غَيْرِ زَكِيٍّ»

564 - আবু মামার আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, তাঁকে খালাফ ইবনে খলিফা বর্ণনা করেছেন, তিনি হুমাইদ আল-আরাজ থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে, তিনি নবী (মুহাম্মদ) (তাঁর উপর আল্লাহর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: "যখন মূসা (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) তাঁর মহাপরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত প্রতিপালকের সাথে কথা বলেছিলেন, তখন তাঁর পরিধানে ছিল পশমের একটি আলখেল্লা, পশমের একটি পাগড়ি এবং অশুদ্ধ গাধার চামড়ার তৈরি দুটি জুতা।"

(ص: 293) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

565 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا عَفَّانُ، نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْحَسَنِ: {وَلَقَدْ رَأَى نَزْلَةَ أُخْرَى} [النجم: 13] قَالَ: «رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ» قَالَ عَفَّانُ: وَقَالَ بِهِزٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: «وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ»

565 - আমাকে মুহাম্মাদ ইবনু মানসুর হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি (বলেন) আফফান আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি (বলেন) ইবনুল মুবারাক আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, আল-হাসান (আল-বাসরী) থেকে (বর্ণিত): {এবং নিশ্চয় তিনি তাকে আরেকবার দেখেছিলেন} [সূরা নাজম: ১৩] তিনি (আল-হাসান) বলেছেন: “মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রতিপালককে দেখেছেন, যিনি অত্যন্ত প্রতাপশালী ও মহিমাম্বিত।” আফফান বলেছেন: এবং বাহয এই হাদীসের বিষয়ে বলেছেন: “আল্লাহর কসম, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই তাঁর প্রতিপালককে দেখেছেন, যিনি অত্যন্ত প্রতাপশালী ও মহিমাম্বিত।”

(ص: 293) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

566 - حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ، نَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ: «كَانَ لِمُوسَى عَلَيْهِ [ص:]

[294] السَّلَامُ قُبَّةٌ طُولُهَا سِتُّمِائَةِ ذِرَاعٍ يُنَاجِي فِيهَا رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ»

৫৬৬ - আবু মামার আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন; তিনি জারির থেকে, জারির আতা ইবনে সাইব থেকে (বর্ণনা করেছেন): «মুসা আলাইহিস [পৃ: ২৯৪] সালাম-এর একটি তাঁবু ছিল, যার দৈর্ঘ্য ছিল ছয়শত হাত। তিনি তাতে তাঁর মহাপরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত রবের সাথে একান্তে মুনাজাত করতেন।»

(ص: 294) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

567 - قَرَأْتُ عَلَى أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ نَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا أَبُو الْجُنَيْدِ شَيْخٌ كَانَ عِنْدَنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي الْبُغَيْرَةِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: "إِنَّ الْأَلْوَحَ مِنْ يَاقُوتَةٍ لَا أَدْرِي قَالَ حَمْرَاءُ أَوْ لَا، وَأَنَا أَقُولُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَقُولُ: إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ زُمُرَدَةٍ وَكَتَابَتْهَا الذَّهَبُ، وَكَتَبَهَا الرَّحْمَنُ عَزَّ وَجَلَّ بِيَدِهِ وَيَسْمَعُ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ صَرِيرَ الْقَلَمِ "

৫৬৭ - আমি আমার পিতা (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) এর কাছে পড়েছি। তিনি বলেন, ইসহাক ইবনে সুলায়মান আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু আল-জুনাইদ, যিনি আমাদের একজন শায়খ ছিলেন, তার থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি যারফর ইবনে আবি আল-মুগীরাহ থেকে, তিনি সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে (বর্ণনা করেছেন) যে, "তারা বলে, নিশ্চয়ই (ঐশী) ফলকগুলো ছিল ইয়াকুত (চুনি) পাথরের।" "আমি জানি না তিনি লাল বলেছিলেন কিনা।" "আর আমার (বোঝা) মতে, সাঈদ ইবনে জুবাইর বলেন যে, সেগুলো ছিল জুমুররুদ (পান্না) পাথরের এবং সেগুলোর লিখন ছিল স্বর্ণের।" "আর পরম দয়ালু (আল্লাহ) – মহিমান্বিত ও পরাক্রমশালী – নিজ হাতে সেগুলো লিখেছিলেন।" "এবং আসমানবাসীরা কলমের কড়কড় শব্দ শুনতে পেয়েছিল।"

(ص: 294) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

568 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي عَطَاٍ، قَالَ: «كَتَبَ اللَّهُ التَّوْرَةَ لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِيَدِهِ وَهُوَ مُسْنَدٌ ظَهَرَهُ إِلَى الصَّخْرَةِ فِي أَلْوَحٍ مِنْ دُرٍّ فَسَمِعَ صَرِيْفَ الْقَلَمِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ إِلَّا الْحِجَابُ»

568 - আমাকে আমার পিতা হাদীস বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন, ইয়াযীদ ইবনু হারুন আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আল-জুরায়রী আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু আতাফ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: «আল্লাহ মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর জন্য তাঁর স্বহস্তে তাওরাত মণিমুক্তার ফলকে লিপিবদ্ধ করেছেন, যখন তিনি (আল্লাহ) একটি পাথরের উপর হেলান দিয়েছিলেন। তখন তিনি (মূসা) কলমের কড়কড় শব্দ শুনেছিলেন, তাঁর (মূসার) এবং সেই শব্দের উৎসের মাঝে কেবল একটি পর্দা (হিজাব) ব্যতীত আর কিছু ছিল না।»

(ص: 295) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

569 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْبُرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ كَعْبٌ: «كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ التَّوْرَةَ بِيَدِهِ»

569 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন। আব্দুর রাযযাক আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, মামার আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, কাতাদা থেকে। তিনি (কাতাদা) বলেন যে, কাব বলেছেন: "আল্লাহ, মহিমাম্বিত ও পরাক্রমশালী, নিজ হাতে তাওরাত লিপিবদ্ধ করেছেন।"

(ص: 295) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

570 - وَقَرَأْتُ عَلَى أَبِي، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: «أُخْبِرْتُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ بِيَدِهِ وَكَتَبَ التَّوْرَةَ بِيَدِهِ لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ» قَالَ أَبِي: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ

570 - এবং আমি আমার পিতার কাছে পাঠ করেছি। তিনি বলেছেন, আমাদেরকে ইবন নুমাইর বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমাদেরকে ইসমাইল (অর্থাৎ ইবন আবী খালিদ) হাকীম ইবন জাবির থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (হাকীম ইবন জাবির) বলেছেন: "আমাকে জানানো হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা (মহাপরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত) আদমকে তাঁর নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর জন্য তাওরাত নিজ হাতে লিখেছেন।" আমার পিতা বলেছেন: এবং মুহাম্মদ ইবন উবায়দ আমাদেরকে এটি তার সনদ ও অর্থসহ বর্ণনা করেছেন।

(ص: 295) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

571 - حَدَّثَنَا أَبِي، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجَلَانَ، سَمِعْتُ أَبِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ بِإِيدِهِ لَمَّا خَلَقَ الْخَلْقَ إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي»

571 - আমাদের কাছে আমার পিতা বর্ণনা করেছেন, ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ থেকে, তিনি ইবনু আজলান থেকে, তিনি তার পিতাকে বলতে শুনেছেন, তিনি আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: «নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির সূচনাকালে নিজ হাতে নিজের উপর লিপিবদ্ধ করেছেন যে, আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর প্রবল।»

(ص: 296) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

572 - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ أَبُو السَّرِيِّ، نَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ مَيْسَرَةَ، فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِيُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ {وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا} [مریم: 52] قَالَ: «أُذِنِي حَتَّى سَمِعَ صَرِيْفَ الْقَلَمِ فِي الْأَلْوَا حِ وَكُتِبَ التَّوْرَةُ بِإِيدِهِ»

৫৭২ - হান্নাদ ইবনে আস-সারি আবু আস-সারি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন) আবুল আহওয়াস আমাদের কাছে আতা থেকে, তিনি মাইসারা থেকে বর্ণনা করেছেন। (মাইসারা বলেন): মূসার (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) প্রতি আল্লাহ, পরাক্রমশালী ও

মহিমাম্বিত-এর বাণী প্রসঙ্গে: {এবং আমরা তাকে একান্ত আলাপের জন্য নিকটবর্তী করেছিলাম।} [মারইয়াম: ৫২] তিনি (মাইসারা) বললেন: "তাকে (মূসাকে) এত নিকটবর্তী করা হয়েছিল যে, তিনি ফলকসমূহে কলমের খসখস শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন এবং নিজ হাতে তাওরাত লিখেছিলেন।"

(ص: 296) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

573 - قَرَأْتُ عَلَى أَبِي، نَا إِبْرَاهِيمَ بْنَ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَمَسَّ بِيَدِهِ شَيْئًا إِلَّا ثَلَاثًا: خَلَقَ آدَمَ بِيَدِهِ، وَغَرَسَ الْجَنَّةَ بِيَدِهِ، وَكَتَبَ التَّوْرَةَ بِيَدِهِ»

৫৭৩ - আমি আমার পিতার নিকট পাঠ করেছি। ইবরাহীম ইবনুল হাকাম ইবন আবান আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি (ইবরাহীম) বলেছেন, আমাকে আমার পিতা বর্ণনা করেছেন, ইকরিমা থেকে। ইকরিমা বলেছেন: "নিশ্চয়ই মহিমাম্বিত ও সুমহান আল্লাহ নিজের হাত দ্বারা তিনটি জিনিস ব্যতীত অন্য কিছু স্পর্শ করেননি: তিনি আদমকে নিজের হাত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, জান্নাতকে নিজের হাত দ্বারা রোপণ করেছেন এবং তাওরাতকে নিজের হাত দ্বারা লিখেছেন।"

(ص: 297) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

574 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، نَا أَبُو الْبُغَيْرَةِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَمَسَّ بِيَدِهِ إِلَّا آدَمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ خَلَقَهُ بِيَدِهِ، وَالْجَنَّةَ، وَالتَّوْرَةَ كَتَبَهَا بِيَدِهِ»، قَالَ: «وَدَمَلَجَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لُؤْلُؤَةً بِيَدِهِ فَغَرَسَ فِيهَا قَضِيبًا فَقَالَ امْتَدِّي حَتَّى أَرْضِي وَأُخْرِجِي مَا فِيكَ بِإِذْنِي فَأَخْرَجَتِ الْأُنْهَارَ وَالشَّمَارَ»

৫৭৪ - আমার পিতা - তাঁর উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক - আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন; আবুল মুগীরা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন; আবদা তাঁর পিতা খালিদ ইবনু মাদান থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তাঁর (নিজ) হাত দ্বারা আদম (আলাইহিস সালাম) ব্যতীত আর কিছু স্পর্শ করেননি। তিনি তাঁকে (আদমকে) তাঁর (নিজ)

হাত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, জান্নাতকেও (সৃষ্টি করেছেন), এবং তাওরাত (গ্রন্থ) তিনি তাঁর (নিজ) হাত দ্বারা লিখেছেন।" তিনি (খালিদ ইবনু মাদান) আরও বলেছেন: "আর আল্লাহ তাআলা তাঁর (নিজ) হাত দ্বারা একটি মুক্তা (বা গোলাকার বস্তু) গঠন করলেন, অতঃপর তাতে একটি কাণ্ড রোপণ করলেন এবং বললেন: আমার ভূমি পর্যন্ত প্রসারিত হও এবং আমার অনুমতিতে তোমার মধ্যে যা কিছু আছে তা বের করে আনো। তখন তা থেকে নদ-নদী ও ফলমূল নির্গত হলো।"

(ص: 297) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

575 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لَوْيْنٌ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو الرَّقِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: "كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى فَقَالَ: أَيُّ رَبِّ أَكُونُ عَلَى الْحَالِ الَّتِي أُجِلُّكَ أَنْ أَذْكَرَكَ عَلَيْهَا الْخَلَاءُ وَالرَّجُلُ يُجَامِعُ أَهْلَهُ قَالَ: يَا مُوسَى اذْكُرْنِي عَلَى كُلِّ حَالٍ"

575 - মুহাম্মদ ইবনে সুলায়মান লুওয়াইন আমাকে বর্ণনা করেছেন; তিনি উবাইদুল্লাহ ইবনে আমর আর-রাব্বী থেকে, তিনি আব্দুল মালিক ইবনে উমাইর থেকে, তিনি আতা ইবনে আবি মারওয়ান থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি কাব থেকে বর্ণনা করেছেন। কাব বলেছেন: "আল্লাহ মূসার সাথে কথা বললেন। অতঃপর (মূসা) বললেন: হে [পৃষ্ঠা: ২৯৮] আমার প্রতিপালক! আমি কি এমন অবস্থায় আপনার নাম নেব, যে অবস্থায় আপনাকে স্মরণ করাকে আমি আপনার মর্যাদার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ মনে করি? (যেমন) শৌচাগার এবং যখন কোনো পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে। তিনি (আল্লাহ) বললেন: হে মূসা! আমাকে সকল অবস্থায় স্মরণ করো।"

(ص: 298) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

576 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ،: "أَنَّ اللَّهَ، عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا كَتَبَ التَّوْرَةَ بِيَدِهِ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ هَذَا كِتَابُ اللَّهِ بِيَدِهِ لِعَبْدِهِ مُوسَى يُسَبِّحُنِي وَيُقَدِّسُنِي وَلَا يَخْلِفُ بِأَسْمِي آثِمًا فَإِنِّي لَا أَزْكِي مَنْ حَلَفَ بِأَسْمِي آثِمًا"

576 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, হুসাইন ইবনে মুহাম্মাদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মাদ ইবনে মুতাররিফ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, য়ায়েদ ইবনে আসলাম থেকে (বর্ণিত), তিনি বলেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ, পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত, যখন নিজ হাতে তাওরাত লিখলেন, তখন বললেন: "আল্লাহর নামে। এটি আল্লাহর কিতাব, যা তিনি নিজ হাতে তাঁর বান্দা মূসার জন্য (লিখলেন), যেন সে আমার তাসবীহ করে ও আমার পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং পাপাচারী হয়ে আমার নামে শপথ না করে। কেননা যে পাপাচারী হয়ে আমার নামে শপথ করে, আমি তাকে পবিত্র করি না।"

(ص: 298) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

577 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْوُرْكَانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَّا، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اصْطَفَىٰ إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِالْخَلَّةِ، وَاصْطَفَىٰ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْكَلامِ، وَاصْطَفَىٰ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرُّؤْيَا»

৫৭৭ - আমাকে মুহাম্মাদ ইবনে বাক্কার ও মুহাম্মাদ ইবনে জাফর আল-ওয়ারকানি বর্ণনা করেছেন। তারা উভয়ে বলেছেন, আমাদের কাছে ইসমাইল ইবনে যাকারিয়া বর্ণনা করেছেন, তিনি আসিম আল-আহওয়াল থেকে, তিনি ইকরিমা থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস থেকে। ইবনে আব্বাস বলেছেন: "নিশ্চয়ই মহাপরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত আল্লাহ তায়ালা ইব্রাহীমকে (তাঁর প্রতি আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক) গভীর বন্ধুত্ব (খুল্লাহ) দ্বারা মনোনীত করেছেন, আর মূসাকে (তাঁর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক) (সরাসরি) কথা বলার মাধ্যমে মনোনীত করেছেন, এবং মুহাম্মাদকে (তাঁর প্রতি আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক) (আল্লাহকে) দর্শনের মাধ্যমে মনোনীত করেছেন।"

(ص: 299) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

578 - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ سَبْلَانُ نَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، نَا يَزِيدُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «الْخُلَّةُ لِإِبْرَاهِيمَ، وَالْكَلَامُ لِمُوسَى، وَالرُّؤْيَا لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْمَعِينَ»

578 - ইবরাহীম ইবনু যিয়াদ সাবলান আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, আব্বাদ ইবনু আব্বাদ, ইয়াযিদ ইবনু হাযিম, ইকরিমাহের সূত্রে ইবনু আব্বাস (আল্লাহ তাআলা তাঁদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: «আল্লাহর সাথে গভীর সখ্যতা ছিল ইবরাহীমের জন্য, আল্লাহর সাথে সরাসরি কথোপকথন ছিল মূসার জন্য, এবং আল্লাহর দর্শন ছিল মুহাম্মাদের জন্য (তাঁর উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক) — এঁরা সকলেই (এসব বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন)।»

(ص: 299) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

579 - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «أَتَعْجَبُونَ أَنْ تَكُونَ الْخُلَّةُ لِإِبْرَاهِيمَ وَالْكَلَامُ لِمُوسَى وَالرُّؤْيَا لِمُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ»

579 - উবাইদুল্লাহ ইবনু উমার আল-কাওয়ারীরী আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি মুআয ইবনু হিশাম থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি কাতাদা থেকে, তিনি ইকরিমা থেকে, তিনি ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: "তোমরা কি আশ্চর্য হও না যে, ইবরাহীমের জন্য খুল্লাহ (আল্লাহর সাথে গভীরতম বন্ধুত্ব), মূসার জন্য কালাম (আল্লাহর সাথে সরাসরি বাক্যালাপ) এবং মুহাম্মাদের জন্য রুইয়া (আল্লাহকে দর্শন) নির্ধারিত হয়েছে? তাঁদের সকলের উপর আল্লাহর সালাত বর্ষিত হোক।"

(ص: 299) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

580 - حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْعَطَّارِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الْأَنْصَارِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُبَيْدٍ وَكَانَ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ يَقُولُ: "رَأَيْتُ أَحْمَدَ

بُنْ نَصْرٍ فِي الْمَنَامِ فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: غَضِبْتُ لَهُ فَأَبَا حَنِي النَّظَرَ إِلَيَّ وَجْهَهُ عَزَّ وَجَلَّ "

580 - আবু আল-হাসান ইবনে আল-আত্তার মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি আবু জাফর আল-আনসারীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: আমি মুহাম্মাদ ইবনে উবায়দকে বলতে শুনেছি – আর তিনি ছিলেন সর্বোত্তম লোকদের একজন – যে তিনি বলছিলেন: "আমি আহমাদ ইবনে নাসরকে স্বপ্নে দেখলাম, অতঃপর আমি বললাম: হে আবু আবদুল্লাহ, আপনার মহাপরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত রব আপনার সাথে কী করেছেন? তিনি বললেন: আমি তাঁর (আল্লাহর) জন্য ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম, অতঃপর তিনি আমাকে তাঁর মহাপরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত চেহারার দিকে তাকানোর অনুমতি দিয়েছেন।"

(ص: 299) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

581 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، نَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ قُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ [ص: 300] الْحَسَنَ، قَرَأَ: " {تَخْرُجُ بَيضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ} [طه: 22] قَالَ: أَخْرَجَهَا وَاللَّهُ بَيضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فَعَلِمَ وَاللَّهُ مُوسَى أَنَّهُ قَدْ لَقِيَ رَبَّهُ "

৫৮১ - উবাইদুল্লাহ ইবন উমার আল-কাওয়ারিরী আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, ইবন মাহদী আমাদের নিকট কুররাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। কুররাহ বলেছেন: আমি শুনেছি [পৃ: ৩০০] হাসান (বসরী) (রহঃ) তিলাওয়াত করেছেন: "{তা (হাত) শুভ্রোজ্জ্বল হয়ে বের হবে কোনো খুঁত বা ক্ষতি ব্যতীত।}" [সূরা ত্বাহা: ২২] তিনি (হাসান) বললেন: আল্লাহর কসম, তিনি (আল্লাহ) এটিকে (হাতকে) শুভ্রোজ্জ্বল করে বের করেছিলেন, কোনো খুঁত বা ক্ষতি ব্যতীত। তখন মূসা (আ.) আল্লাহর কসম, বুঝতে পারলেন যে, তিনি তাঁর রবের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন।

(ص: 300) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

582 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، نَا شَرِيكٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: " {أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ} [النمل: 8] قَالَ: اللَّهُ {وَمَنْ حَوْلَهَا} [الشورى: 7] قَالَ: الْمَلَائِكَةُ "

582 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, ইয়াহইয়া ইবনু আদম আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, শারিক, আতা ইবনুস সাইব থেকে, তিনি সার্কদ ইবনু জুবাইর থেকে, তিনি ইবনু আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমা) থেকে (বর্ণনা করেছেন): "আল্লাহ তাআলার বাণী {যাকে আগুনে বরকতপূর্ণ করা হয়েছে} [সূরা আন-নামল: ৮] সম্পর্কে তিনি (ইবনু আব্বাস) বলেন: (এর দ্বারা উদ্দেশ্য) আল্লাহ। এবং {আর যারা তার আশেপাশে আছে} [সূরা আশ-শূরা: ৭] সম্পর্কে তিনি বলেন: (এর দ্বারা উদ্দেশ্য) ফিরিশতাগণ।"

(ص: 300) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

583 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاعَانِيُّ، نَا هُوَذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ، نَا عَوْفٌ، عَنْ وَرْدَانَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: «خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ بِيَدِهِ وَخَلَقَ جِبْرِيلَ بِيَدِهِ وَخَلَقَ عَزْرَئِيلَ بِيَدِهِ وَخَلَقَ الْقَلَمَ بِيَدِهِ وَكَتَبَ التَّوْرَةَ بِيَدِهِ وَكَتَبَ الْكِتَابَ الَّذِي عِنْدَهُ لَا يَطْلُعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ بِيَدِهِ»

583 - মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক আস-সাগানী আমাকে বর্ণনা করেছেন, হাউজা ইবনে খলিফা আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, আওফ আমাদেরকে ওয়ারদান ইবনে খালিদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বললেন: "আল্লাহ আদমকে তাঁর নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন, জিবরীলকে তাঁর নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর আরশকে তাঁর নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন, কলমকে তাঁর নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন, তাওরাতকে তাঁর নিজ হাতে লিখেছেন এবং তাঁর কাছে যে কিতাব রয়েছে, যা তিনি ছাড়া অন্য কেউ জানতে পারে না, তাও তিনি নিজ হাতে লিখেছেন।"

(ص: 300) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

سُئِلَ عَمَّا رُوِيَ فِي الْكُرْسِيِّ وَجُلُوسِ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ

584 - رَأَيْتُ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ يُصَحِّحُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ أَحَادِيثَ الرُّؤْيَةِ وَيَذْهَبُ إِلَيْهَا وَجَمَعَهَا فِي كِتَابٍ وَحَدَّثَنَا بِهَا

কুরসি (الكُرسِي) এবং তার উপর পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত রবের উপবেশন সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে, সে বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল।

584 - আমি আমার পিতাকে—আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন—রুইয়াত (الرؤية) সংক্রান্ত এই হাদিসসমূহকে সহীহ (صحيح) বলতে দেখেছি এবং তিনি এগুলির উপর আস্থাশীল ছিলেন। তিনি এগুলিকে একটি গ্রন্থে সংকলন করেছিলেন এবং আমাদের কাছে বর্ণনা করেছিলেন।

(ص: 301) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

585 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «إِذَا جَلَسَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى الْكُرْسِيِّ سَمِعَ لَهُ أَطِيطٌ كَأَطِيطِ الرَّحْلِ الْجَدِيدِ»

৫৮৫ - আমার পিতা, আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন, আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আবদুর রহমান আমাদের কাছে সুফিয়ান থেকে, তিনি আবু ইসহাক থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে খলিফা থেকে, তিনি উমার (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। উমার (রাঃ) বলেন: "যখন মহিমাম্বিত ও সুউচ্চ সত্তা কুরসীর উপর আসন গ্রহণ করেন, তখন তাঁর থেকে একটি কড়কড় শব্দ শোনা যায়, যেমনটি একটি নতুন হাওদার কড়কড় শব্দ।"

(ص: 301) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

586 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيِّ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «الْكُرْسِيُّ مَوْضِعُ الْقَدَمَيْنِ، وَالْعَرْشُ لَا يُقَدَّرُ أَحَدٌ قَدْرَهُ»

৫৪৬ - আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, ওয়াকী' সুফিয়ান থেকে, তিনি আমার আদ-দুহনী থেকে, তিনি মুসলিম আল-বাতীন থেকে, তিনি সাঈদ ইবন জুবাইর থেকে, তিনি ইবন আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: "কুরসী হলো দুটি পা রাখার স্থান, আর আরশ, এর পরিমাণ কেউ নির্ণয় করতে পারে না।"

(ص: 302) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

587 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكَيْعٌ، بِحَدِيثِ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «إِذَا جَلَسَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْكُرْسِيِّ» فَاقْشَعَرَّ رَجُلٌ سَمَّاهُ أَبِي عِنْدَ وَكَيْعٍ فَغَضِبَ وَكَيْعٌ وَقَالَ: أَدْرَكْنَا الْأَعْمَشَ وَسُفْيَانَ يُحَدِّثُونَ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ لَا يُنْكِرُونَهَا

৫৪৭ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, ওয়াকী' ইসরাঈল থেকে, তিনি আবু ইসহাক থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে খালিফা থেকে, তিনি উমার (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: “যখন পালনকর্তা, পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত, কুরসীর উপর উপবিষ্ট হবেন।” তখন এক ব্যক্তি শিহরিত হলো – আমার পিতা ওয়াকী'র কাছে তাঁর নাম উল্লেখ করেছিলেন – তখন ওয়াকী' রাগান্বিত হলেন এবং বললেন: “আমরা আ'মাশ ও সুফিয়ানকে পেয়েছি, তাঁরা এই সকল হাদীস বর্ণনা করতেন এবং এগুলি অস্বীকার করতেন না।”

(ص: 302) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

588 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الصَّامِدِ، نَا أَبِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ [ص: 303]، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: «الْكُرْسِيُّ مَوْضِعُ الْقَدَمَيْنِ وَلَهُ أَطِيطٌ كَأَطِيطِ الرَّحْلِ»

৫৮৮ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। আব্দুস সামাদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। (তাঁর) পিতা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ ইবনে জুহাদা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি সালামাহ ইবনে কুহাইল থেকে [পৃ: ৩০৩], তিনি উমারা ইবনে উমাইর

থেকে, তিনি আবু মূসা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: “কুরসী (আরশের পাদপীঠ) হলো দুই পায়ের রাখার স্থান। আর এর থেকে উটের পালানের ককর্শ শব্দের মতো শব্দ হয়।”

(ص: 303) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

589 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا رَجُلٌ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ: فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ} قَالَ: "إِنَّ الصَّخْرَةَ الَّتِي تَحْتَ الْأَرْضِ السَّابِغَةُ وَمُنْتَهَى الْخَلْقِ عَلَى أَرْجَائِهَا أَرْبَعَةٌ مِنْ الْمَلَائِكَةِ لِكُلِّ مَلَكٍ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ وَجُوهٌ: وَجْهُ إِنْسَانٍ، وَوَجْهُ أَسَدٍ، وَوَجْهُ نَسْرٍ، وَوَجْهُ ثَوْرٍ، فَهُمْ قِيَامٌ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطُوا بِالْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ وَرُءُوسُهُمْ تَحْتَ الْكُرْسِيِّ وَالْكَرْسِيُّ تَحْتَ الْعَرْشِ، قَالَ: وَهُوَ وَاضِعٌ رِجْلَيْهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى الْكُرْسِيِّ "

589 - আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, একজন ব্যক্তি আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, ইসরাঈল আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আস-সুদ্দি থেকে, তিনি আবু মালিক থেকে (বর্ণনা করেছেন): মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর এই বাণী প্রসঙ্গে {তাঁর কুরসি আকাশ ও পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত}, তিনি (আবু মালিক) বলেছেন: "নিশ্চয়ই সপ্তম পৃথিবীর নিচে যে শিলা (পাথর) রয়েছে এবং সৃষ্টির শেষ সীমা যার প্রান্তদেশে, তার উপর চারজন ফেরেশতা দণ্ডায়মান। তাদের প্রত্যেকের চারটি মুখ: মানুষের মুখ, সিংহের মুখ, ঈগলের মুখ এবং ষাঁড়ের মুখ। তারা তার উপর দাঁড়িয়ে আছেন এবং তারা পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলকে বেষ্টিত করে আছেন। তাদের মাথা কুরসির নিচে এবং কুরসি আরশের নিচে।" তিনি (আবু মালিক) আরও বলেছেন: "আর বরকতময় ও সুউচ্চ আল্লাহ তা‘আলা তাঁর উভয় পা কুরসির উপর স্থাপন করেছেন।"

(ص: 303) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

590 - كَتَبَ إِلَيَّ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ كَتَبْتُ إِلَيْكَ بِخَطِّي، حَدَّثَنَا [ص: 304] إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَبُو عَثْمَانَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ

أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيِّ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «إِنَّ الْكُرْسِيَّ الَّذِي وَسِعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَمْ يَضِعْ قَدَمَيْهِ، وَمَا يُقَدِّرُ قَدْرَ الْعَرْشِ إِلَّا الَّذِي خَلَقَهُ، وَإِنَّ السَّمَاوَاتِ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ جَلَّ وَعَزَّ مِثْلُ قُبَّةٍ فِي صَحْرَاءٍ»

590 - আল-আব্বাস ইবনে আব্দুল আযীম আল-আস্বারী আমাকে লিখেছেন: "আমি আপনার কাছে আমার স্বহস্তে লিখেছি।" (তিনি আরও বলেন যে) ইসহাক ইবনে মানসূর আবু উসমান আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, [পৃষ্ঠা: ৩০৪] তিনি (ইসহাক) ইবরাহীম ইবনে ইউসুফ ইবনে আবী ইসহাক থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি আমার আদ-দূহনী থেকে, তিনি মুসলিম আল-বাতীন থেকে, তিনি সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনে আব্বাস বলেন: «নিশ্চয়ই যে কুরসী আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত, তা তাঁর (আল্লাহর) দুপায়ের অবস্থানস্থল মাত্র। আর আরশের পরিমাপ কেবল তিনিই করতে পারেন, যিনি তা সৃষ্টি করেছেন। আর নিশ্চয়ই আকাশমন্ডলী, পরম দাতা আল্লাহর সৃষ্টিতে — তিনি মহিমাম্বিত ও পরাক্রমশালী — একটি মরুভূমিতে অবস্থিত গম্বুজের ন্যায়।»

(ص: 304) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

591 - حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا ابْنُ مَهْدِيٍّ، وَأَبُو سُفْيَانَ يَعْنِي الْمَعْمَرِيَّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ كَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «مَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ فِي الْكُرْسِيِّ إِلَّا كَحَلْقَةٍ فِي أَرْضٍ فَلَاةٍ»

৫৯১ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, ইবনু মাহদি এবং আবু সুফিয়ান — অর্থাৎ আল-মামারি — সুফিয়ান থেকে, তিনি লায়স থেকে, তিনি মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন। মুজাহিদ বলেছেন: “আসমানসমূহ ও পৃথিবী কুরসির (আল্লাহর আসন বা পাদপীঠ) তুলনায় একটি জনশূন্য প্রান্তরে পড়ে থাকা একটি আংটির মতোই।”

(ص: 304) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

592 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا نُوحُ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: سَمِعْتُ بُكَيْرَ بْنَ مَعْرُوفٍ أَبَا مُعَاذٍ، قَاضِي نَيْسَابُورَ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَبَّانٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ: " فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ { مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ } [المجادلة: 7] قَالَ: «هُوَ عَلَى الْعَرْشِ وَعِلْمُهُ مَعَهُمْ»

৫৯২ - আমার পিতা আমাকে নূহ ইবনু মায়মুন থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (নূহ) বলেন: আমি নিশাপুরের কাজী (বিচারক) বুকাইর ইবনু মারুফ আবু মুআযকে মুকাতিল ইবনু হাইয়ান থেকে, তিনি যাহহাক থেকে (এই কথা) বর্ণনা করতে শুনেছি: মহান ও মহিমাম্বিত আল্লাহর এই বাণী সম্পর্কে: "তিনজনের কোনো গোপন পরামর্শ হয় না এমন যে, তিনি তাদের চতুর্থ নন; আর পাঁচজনেরও কোনো গোপন পরামর্শ হয় না এমন যে, তিনি তাদের ষষ্ঠ নন।" [সূরা মুজাদালাহ: ৭]। তিনি (যাহহাক) বলেন: "তিনি (আল্লাহ) আরশের উপর রয়েছেন এবং তাঁর জ্ঞান তাদের সাথে রয়েছে।"

(ص: 305) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

593 - كَتَبَ إِلَيَّ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، نَا أَبُو أَحْمَدَ الرَّبِيعِيُّ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَلِيفَةَ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُدْخِلَنِي الْجَنَّةَ، قَالَ: فَعَظَّمَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ: «وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ إِنَّهُ لَيَفْقَهُ عَلَيْهِ جَلًّا وَعَزًّا فَمَا يَفْضُلُ مِنْهُ إِلَّا قِيدُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ وَإِنَّ لَهُ أَطِيطًا كَأَطِيطِ الرَّحْلِ إِذَا رُكِبَ»

৫৯৩ - আব্বাস ইবন আবদুল আযীম আল-আনবারী আমার নিকট লিপিবদ্ধ করেছেন, আবু আহমাদ আয-যুবাইরী আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, ইসরাঈল আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু ইসহাক থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবন খালীফা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবদুল্লাহ ইবন খালীফা) বলেন: একজন নারী নবী করীম (আল্লাহ তাঁর উপর সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন)-এর নিকট এসে বললেন: আল্লাহর কাছে দুআ করুন যেন তিনি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। তিনি (নবী) তখন মহান প্রতিপালকের (আল্লাহর) প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে বললেন: «তাঁর (আল্লাহর) আসন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী পরিব্যাপ্ত করে আছে। নিশ্চয়ই

তিনি (আল্লাহ), যাঁর মর্যাদা ও মহিমা সুউচ্চ, তার (আসনের) উপর সমাসীন হন। অতঃপর তার থেকে চার আঙ্গুল পরিমাণ স্থান ব্যতীত আর কিছু অতিরিক্ত থাকে না এবং নিশ্চয়ই তার (আসনের) একটি ঘর্ঘর শব্দ হয়, যেমন উটের পিঠের হাওদার ঘর্ঘর শব্দ হয় যখন তা বহন করা হয়।»

(ص: 305) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

594 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، نَا إِبرَاهِيمُ بْنُ الْأَشْعَثِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْفَضِيلَ بْنَ عِيَّاضٍ، يَقُولُ: " إِنَّ أَهْلَ الْإِرْجَاءِ يَقُولُونَ: إِنَّ الْإِيمَانَ قَوْلٌ بِلا عَمَلٍ [ص: 306] وَيَقُولُ الْجَهْمِيَّةُ: الْإِيمَانُ الْمَعْرِفَةُ بِلا قَوْلٍ لَا وَعَمَلٍ، وَيَقُولُ أَهْلُ السُّنَّةِ: الْإِيمَانُ الْمَعْرِفَةُ وَالْقَوْلُ وَالْعَمَلُ "

৫৯৪ - মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হাসান ইবনে শাকীক আমাকে বর্ণনা করেছেন, ইবরাহীম ইবনুল আশআত আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি (ইবরাহীম) বললেন: আমি ফুদায়েল ইবনে ইয়াদকে বলতে শুনেছি: "নিশ্চয়ই আহলুল-ইরজা (ইরজাপন্থীরা) বলে: ঈমান হলো আমল (কর্ম) ব্যতীত শুধু উক্তি (কথা)। পৃষ্ঠা: ৩০৬ আর জাহমিয়া (জাহমপন্থীরা) বলে: ঈমান হলো উক্তি ও আমল উভয়টি ছাড়া শুধু জ্ঞান। আর আহলুস সুন্নাহ (সুন্নাহপন্থীরা) বলে: ঈমান হলো জ্ঞান, উক্তি এবং আমল।"

(ص: 306) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

595 - حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ، نَا نُوحُ بْنُ مَيْمُونٍ الْمَضْرُوبُ، وَسَلْمُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ بُكَيْرٍ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: { وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ } [الحديد: 4] قَالَ: «عَالِمٌ بِكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ» ثُمَّ حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو مَعْمَرٍ مَرَّةً أُخْرَى فَرَجَعَ عَنْهُ وَقَالَ: هُوَ عَنِ الضَّحَّاكِ

৫৯৫ - আবু মামার আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, নূহ ইবনে মাইমুন আল-মাযরুব আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, এবং সালম ইবনে সালিম, বুকাইর ইবনে মারুফ থেকে, মুকাতিল ইবনে

হাইয়ান থেকে, ইকরিমা থেকে, ইবনে আব্বাস (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণিত।
 তিনি বলেছেন: "{এবং তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, তিনি তোমাদের সঙ্গেই আছেন।}"
 [আল-হাদীদ: ৪]" তিনি বলেন: "তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, তিনি তোমাদের সম্পর্কে
 সম্যক অবগত।" এরপর আবু মামার আমাদের নিকট তা পুনরায় বর্ণনা করেন এবং তা থেকে
 প্রত্যাহার করে নেন এবং বলেন: "এটি আদ-দ্বাহ্বাক থেকে বর্ণিত।"

(ص: 306) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

596 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، سَمِعْتُ أَبَا عَصَمَةَ، وَسَأَلَهُ
 رَجُلٌ عَنِ اللَّهِ، فِي السَّمَاءِ هُوَ؟ فَحَدَّثَ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "حِينَ سَأَلَ
 الْأَمَّةُ أَيْنَ اللَّهِ؟ قَالَتْ فِي السَّمَاءِ، قَالَ: «فَمَنْ أَنَا؟» قَالَتْ: رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: «أَعْتَقُهَا
 فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ» قَالَ: سَبَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنَةً أَنْ عَرَفْتُ أَنَّ اللَّهَ
 تَعَالَى فِي السَّمَاءِ

596 - আহমাদ ইবনে সাঈদ আদ-দারিমী আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি
 আমার পিতাকে শুনেছি, তিনি আবু ইসমা থেকে শুনেছেন। একজন ব্যক্তি তাকে আল্লাহ
 সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল, "তিনি কি আসমানে (আকাশে)?" তখন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু
 আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করলেন: "যখন তিনি (নবী) দাসীকে জিজ্ঞাসা করলেন,
 আল্লাহ কোথায়? সে বলল, আসমানে (আকাশে)। তিনি বললেন, আমি কে? সে বলল, আল্লাহর
 রাসূল। তিনি বললেন, তাকে মুক্ত করে দাও, কারণ সে ঈমানদার।" (আবু ইসমা) বললেন:
 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ঈমানদার বলেছেন, কারণ সে জানত যে
 আল্লাহ তায়ালা আসমানে (আকাশে) আছেন।

(ص: 306) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

597 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، نَا عَبْدُ اللَّهِ [ص: 307] بْنُ مُوسَى الضَّبِّيُّ، ثنا مَعْدَانُ، قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: " إِنْ كَانَ بِخُرَاسَانَ أَحَدٌ مِنَ الْأَبْدَالِ فَمَعْدَانُ، قَالَ: سَأَلْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل {وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ} [الحديد: 4] قَالَ: عَلَيْهِ "

597 - আহমাদ ইবন ইবরাহিম আদ-দাওরাফী আমাকে বর্ণনা করেছেন, তাকে আলী ইবনুল হাসান ইবন শাকীক বর্ণনা করেছেন, তাকে আব্দুল্লাহ পৃষ্ঠা: ৩০৭ ইবন মূসা আদ-দাব্বী বর্ণনা করেছেন, তাকে মাদান বর্ণনা করেছেন। আলী ইবনুল হাসান বলেছেন, ইবনুল মুবারাক বলেছেন: "যদি খোরাসানে আবদাল (আল্লাহর বিশেষ নেক বান্দাগণ) দের মধ্যে কেউ থাকেন, তবে তিনি মাদান।" তিনি (মাদান) বলেন: আমি সুফিয়ান আস-সাওরীকে আল্লাহ তাআলার এই বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "{আর তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, তিনি তোমাদের সাথে আছেন} [সূরা আল-হাদীদ: ৪]।" তিনি (আস-সাওরী) বললেন: "তাঁর জ্ঞান।"

(ص: 307) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

598 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُبَارَكِ كَيْفَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَعْرِفَ رَبَّنَا عز وجل، قَالَ: «عَلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ عَلَى عَرْشِهِ وَلَا نَقُولُ كَمَا تَقُولُ الْجَهْمِيَّةُ إِنَّهُ هَاهُنَا فِي الْأَرْضِ»

598 - আহমদ ইবনে ইব্রাহিম আমাকে বর্ণনা করেছেন, আলী ইবনে আল-হাসান আমাদেরকে জানিয়েছেন, তিনি বললেন: আমি আবদুল্লাহ ইবনে আল-মুবারককে প্রশ্ন করলাম, "আমাদের প্রতিপালককে, যিনি পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত (عز وجل), কীভাবে আমাদের জানা উচিত?" তিনি উত্তর দিলেন: "তিনি সপ্তম আকাশে তাঁর আরশের উপর রয়েছেন। আর আমরা জাহমিয়াদের (الجهمية) মতো বলব না যে, তিনি পৃথিবীতে এখানে আছেন।"

(ص: 307) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

سُئِلَ عَنِ الْإِيمَانِ وَالرَّدِّ عَلَى الْمُرْجئة

599 - سَبَعْتُ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، وَسُئِلَ، عَنِ الْإِزْجَاءِ، فَقَالَ: " نَحْنُ نَقُولُ: الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ إِذَا زَنَى وَشَرِبَ الْخَمْرَ نَقَصَ إِيْمَانُهُ "

600 - سَأَلْتُ أَبِي عَنِ رَجُلٍ، يَقُولُ: الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ وَلَكِنْ لَا يَسْتَتْنِي أَمْرٌ جَيٌّ؟ قَالَ: «أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ مُرْجَأًا»

ঈমান এবং মুরজিয়াদের খণ্ডন প্রসঙ্গে

৫৯৯ - আমি আমার পিতাকে, আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন, ইরজা (মুরজিয়া মতবাদ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে শুনেছি। তখন তিনি বললেন: "আমরা বলি: ঈমান হলো কথা ও কাজ, যা বাড়ে ও কমে। যখন কেউ ব্যভিচার করে এবং মদ পান করে, তখন তার ঈমান কমে যায়।"

৬০০ - আমি আমার পিতাকে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, যে বলে: "ঈমান হলো কথা ও কাজ, যা বাড়ে ও কমে", কিন্তু সে (নিজের ঈমানের ক্ষেত্রে) ইস্তিসনা (আল্লাহর ইচ্ছার উপর শর্তযুক্ত করা) করে না – সে কি মুরজিয়া? তিনি বললেন: "আমি আশা করি সে মুরজিয়া হবে না।"

(ص: 308) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

601 - سَبَعْتُ أَبِي يَقُولُ الْحُجَّةُ، عَلَى مَنْ لَا يَسْتَتْنِي قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْقُبُورِ: «وَأِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَا حِقُونَ» قَالَ أَبِي حَدَّثَنِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، نَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ شَرِيكَ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةً عَائِشَةَ فَيَقُولُ هَذَا الْكَلَامَ»

৬০১ - আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি যে, যারা (ভবিষ্যৎ বিষয়ক কোনো কথায়) ইনশাআল্লাহ (আল্লাহ চাইলে) বলে ব্যতিক্রম করে না, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কবরবাসীদের প্রতি এই উক্তিটি প্রমাণ: "আর নিশ্চয়ই আমরা, আল্লাহ চাইলে, তোমাদের সাথে মিলিত হবো।" আমার পিতা বললেন, আমাকে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আব্দুর রহমান ইবনে মাহদি, যুহাইর ইবনে মুহাম্মাদ থেকে, তিনি শারিক ইবনে আবি নামির থেকে, তিনি আতা ইবনে ইয়াসার থেকে, যে আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেছেন: "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর রাত হতো, তখন (বাইরে) যেতেন এবং এই কথাগুলো বলতেন।"

(ص: 308) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

حَدَّثَنِي أَبِي، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا ابْنُ أَبِي ذُئْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ [ص: 309] عَطَاءٍ، عَنْ ذُكْوَانَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَمَّا فِتْنَةُ الْقَبْرِ فَبِي تَفْتَنُونَ وَعَنِّي تُسْأَلُونَ» فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَيُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ مِنْهَا وَيُقَالُ عَلَى الْيَقِينِ كُنْتُ وَعَلَيْهِ مِتُّ وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ " قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، فَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ مِثْلَ حَدِيثِ عَائِشَةَ سَوَاءً، قَالَ أَبِي: إِنَّهَا نَصِيرُ الْإِسْتِثْنَاءِ عَلَى الْعَمَلِ لِأَنَّ الْقَوْلَ قَدْ جُنِّبَ بِهِ

আমাকে আমার পিতা বর্ণনা করেছেন, ইয়াযীদ ইবন হারুন আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, ইবন আবি যিব আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মাদ ইবন আমর ইবন **পৃষ্ঠা: ৩০৯** আতা সূত্রে, যাকওয়ান সূত্রে, আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা.) বলেছেন: «কবরের ফিতনার ব্যাপারে, আমার মাধ্যমেই তোমাদের পরীক্ষা করা হবে এবং আমার সম্পর্কেই তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে» অতঃপর তিনি হাদিসটি উল্লেখ করলেন। এবং বলা হয়: "এটি (জাহান্নামে) তোমার নির্ধারিত আসন।" এবং বলা হয়: "তুমি নিশ্চয়তার উপর ছিলে, তার উপরেই মৃত্যুবরণ করেছ এবং তার উপরেই তুমি পুনরুত্থিত হবে, ইনশাআল্লাহ।" মুহাম্মাদ ইবন আমর বলেছেন, সাঈদ ইবন ইয়াসার আমাকে বর্ণনা করেছেন, আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী (সা.) থেকে। অতঃপর তিনি এই হাদিসটি আয়েশা (রা.)-এর হাদিসের মতোই হুবহু উল্লেখ করেছেন। আমার পিতা বলেছেন: "আমাদের ইনশাআল্লাহ বলা কেবল কর্মের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, কারণ ঈমানের ঘোষণা তো আমরা (ইতিমধ্যেই) দিয়েছি।"

603 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، وَأَبُو أَحْمَدَ، قَالَا: نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَا جُنُونَ»

৬০৩ - আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। মুয়াবিয়া ইবনু হিশাম এবং আবু আহমাদ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তাঁরা উভয়ে বলেছেন: সুফিয়ান আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আলকামা ইবনু মারসাদ থেকে, তিনি সুলাইমান ইবনু বুরাইদাহ থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি বলেছেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে শিক্ষা দিতেন যখন তারা কবরস্থানে যেতেন, তখন তাদের পক্ষ থেকে কেউ বলতো: "তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, হে মুমিন ও মুসলিমদের আবাসস্থলের অধিবাসীগণ। আর নিশ্চয় আমরা, ইনশাআল্লাহ (আল্লাহ চাইলে), তোমাদের সাথে মিলিত হবো।"

604 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا أَبُو نُعَيْمٍ، سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَغْنِي الثَّوْرِيَّ، يَقُولُ: «الْإِيمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ»

৬০৪ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আবু নুআইম বর্ণনা করেছেন, আমি সুফিয়ানকে—অর্থাৎ সাওরীকে—বলতে শুনেছি: "ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং হ্রাস পায়।"

605 - حَدَّثَنِي أَبِي، سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ: مَا أَدْرَكْنَا مِنْ أَصْحَابِنَا وَلَا بَلَّغْنِي إِلَّا عَلَى الْإِسْتِثْنَاءِ، وَالْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ قَالَ يَحْيَى: وَكَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ «يُنْكِرُ أَنْ يَقُولَ أَنَا مُؤْمِنٌ» وَحَسَنَ يَحْيَى الزِّيَادَةَ وَالنُّقْصَانَ وَرَأَاهُ

৬০৫ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আমি ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদকে বলতে শুনেছি: "আমাদের সাথীদের মধ্যে এমন কাউকে আমরা দেখিনি, এবং আমার কাছে এমন কোনো খবরও পৌঁছায়নি যে, তারা (ঈমানের ক্ষেত্রে) শর্তসাপেক্ষ উক্তি ব্যতীত কথা বলতেন। আর ঈমান হলো উক্তি ও কর্ম।" ইয়াহইয়া বলেছেন: "সুফইয়ান সাওরী আমি মুমিন — এ কথা বলতে অপছন্দ করতেন।" ইয়াহইয়া (ঈমানের) বৃদ্ধি ও হ্রাসকে সমর্থন করতেন এবং এটি তাঁর নিজস্ব মত ছিল।

(ص: 310) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

606 - حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ وَكَيْعًا، يَقُولُ: «الْإِيمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ» وَكَذَا مَا كَانَ سُفْيَانُ يَقُولُ

৬০৬ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি ওয়াকীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলছিলেন: “ঈমান বৃদ্ধি পায় ও হ্রাস পায়।” এবং সুফিয়ানও এমনই বলতেন।

(ص: 310) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

607 - حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، كَانَ وَكَيْعٌ يَقُولُ: «تُرَى إِيْمَانَ الْحَجَّاجِ بْنِ يَوْسُفَ مِثْلَ إِيْمَانِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؟»

৬০০৭ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: ওয়াকী বলতেন: "তুমি কি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের ঈমানকে আবু বকর ও উমার (আল্লাহ তাঁদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হোন)-এর ঈমানের মতো মনে করো?"

(ص: 310) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

608 - حَدَّثَنِي أَبِي، سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ، يَقُولُ: " إِذَا سُئِلَ: مُؤْمِنٌ؟ لَمْ يُجِبْهُ وَسُئِلَ إِيْمَانِي بِدُعَاةٍ وَلَا أَشْكُ فِي إِيْمَانِي وَلَا يُعْتَفُ مَنْ قَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ يَنْقُصُ إِنْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَيْسَ يُكْرَهُ وَلَيْسَ بِدَاخِلٍ فِي الشَّكِّ "

৬০৮ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আমি সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহকে বলতে শুনেছি: "যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়: তুমি কি মুমিন? তখন সে তাকে উত্তর দেবে না। আর তোমার আমাকে প্রশ্ন করা একটি নবপ্রবর্তন (বিদআত)। এবং আমি আমার ঈমান (বিশ্বাসে) সন্দেহ করি না। আর তাকে তিরস্কার করা হবে না যে বলে যে ঈমান (বিশ্বাস) হ্রাস পায়। যদি সে আল্লাহ চাইলে (ইনশাআল্লাহ) বলে, তবে তা অপছন্দনীয় (মাকরুহ) নয় এবং তা সন্দেহের মধ্যে পড়ে না।"

(ص: 311) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

609 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكَيْعٌ، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: «النَّاسُ عِنْدَنَا مُؤْمِنُونَ فِي الْأَحْكَامِ وَالْمَوَارِيثِ وَتَرْجُو أَنْ يَكُونُوا كَذَلِكَ وَلَا نَدْرِي مَا حَالُنَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»

৬০৯ - আমার পিতা আমাকে হাদিস শুনিয়েছেন, ওয়াকি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: সুফিয়ান সাওরি (রহ.) বলেছেন: «আমাদের মতে, মানুষ আহকাম (ইসলামী বিধিবিধান) ও মিরাহ (উত্তরাধিকার) সংক্রান্ত বিষয়ে মুমিন (বিশ্বাসী) হিসেবে গণ্য। এবং আমরা আশা করি যে বাস্তবেও তারা তেমনই হবে। তবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার কাছে আমাদের প্রকৃত অবস্থা কী, তা আমরা জানি না।»

(ص: 311) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

610 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ، وَذَكَرَ الْمَرْجِئَةَ، فَقَالَ: «رَأَيْتُ مُحَدَّثًا أَدْرَكَنَا النَّاسَ عَلَى غَيْرِهِ»

৬১০ - আমার পিতা — আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন — আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে নুমাইর আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে নুমাইর) বলেছেন: আমি সুফিয়ানকে বলতে শুনেছি, এবং তিনি মুরজিয়াদের কথা উল্লেখ করে বলেছেন: "এটি একটি নব-প্রবর্তিত মতবাদ; আমরা মানুষদেরকে এর ভিন্ন মতের উপর পেয়েছি।"

(ص: 311) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

611 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الصَّمدِ بْنُ حَسَّانَ، أَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «الْإِيمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ وَالْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ»

611 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আব্দুস সামাদ ইবনু হাসসান আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান সাওরী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, ইয়াজিদ থেকে – অর্থাৎ ইবনু আবী যিয়াদ থেকে – মুজাহিদ থেকে, তিনি বলেছেন: "ঈমান বৃদ্ধি পায় ও হ্রাস পায়, এবং ঈমান হলো কথা ও কাজ।"

(ص: 311) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

612 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا أَبُو سَلَمَةَ الْخَزَاعِيُّ، قَالَ: قَالَ مَالِكٌ وَشَرِيكٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: «الْإِيمَانُ الْمَعْرِفَةُ وَالْإِقْرَارُ وَالْعَمَلُ إِلَّا أَنَّ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ كَانَ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَيَجْعَلُ الْإِسْلَامَ عَامًّا وَالْإِيمَانَ خَاصًّا»

৬১২ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আবু সালামা আল-খুযাঈ বলেন: মালিক, শারিক, আবু বকর ইবনে আইয়াশ, আব্দুল আজিজ ইবনে আবু সালামা, হাম্মাদ ইবনে সালামা এবং হাম্মাদ ইবনে যায়েদ বলেছেন: «ঈমান হলো জ্ঞান, মৌখিক স্বীকৃতি এবং কর্ম। তবে হাম্মাদ ইবনে যায়েদ ঈমান ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য করতেন এবং ইসলামকে সাধারণ এবং ঈমানকে বিশেষ গণ্য করতেন»

(ص: 312) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

613 - حَدَّثَنَا أَبِي، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ جَعْفَرِ الْأَحْمَرِ، قَالَ: قَالَ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَبِرِ: «فِي شَيْءٍ لَا أَقُولُ كَمَا قَالَتِ الْمُرْجئةُ الضَّالَّةُ الْمُتَبَدِّعَةُ»

৬১৩ - আমাদের কাছে আমার পিতা বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে আবদুল্লাহ ইবনে নুমাইর বর্ণনা করেছেন, জাফর আল-আহমার থেকে; তিনি বলেন: মানসুর ইবনে মুতামির বলেছেন:

"কোনো বিষয়ে আমি এমন কথা বলি না, যেমনটি পথভ্রষ্ট ও বিদআতী মুরজিয়া সম্প্রদায় বলেছে।"

(ص: 312) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

614 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا حَجَّاجٌ، سَمِعْتُ شَرِيكًا: وَذَكَرَ الْمُرْجِيَّةَ، فَقَالَ هُمْ أَخْبَثُ قَوْمٍ وَحَسْبُكَ بِالرَّافِضَةِ خُبْنًا وَلَكِنَّ الْمُرْجِيَّةَ يَكْذِبُونَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى "

৬১৪ - আমার বাবা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, হাজ্জাজ (বর্ণনা করেছেন যে), তিনি শারিককে বলতে শুনেছেন: তিনি মুরজিয়াদের (ইসলামী ধর্মতত্ত্বের একটি সম্প্রদায় যারা কর্মের চেয়ে ঈমানের উপর অধিক জোর দেয়) কথা উল্লেখ করে বললেন, "তারা সবচেয়ে নিকৃষ্ট সম্প্রদায়। রাফিযীদের (শিয়াদের একটি উপদল যারা প্রথম তিন খলিফার বৈধতা অস্বীকার করে) নিকৃষ্টতাই তোমার জন্য যথেষ্ট (উদাহরণ হিসেবে), কিন্তু মুরজিয়ারা মহান আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে।"

(ص: 312) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

615 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا حَجَّاجٌ، أَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ: «أَنَّ حَائِكًَا، مِنَ الْمُرْجِيَّةِ بَلَغَهُ قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ فِي الْإِيمَانِ فَقَالَ زَلَّةٌ مِنْ عَالِمٍ»

৬১৫ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন। হাজ্জাজ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। শারিক আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি আমাশ ও মুগীরাহ থেকে, তাঁরা আবু ওয়াইল থেকে বর্ণনা করেছেন: "একবার মুরজিয়া সম্প্রদায়ের (Murjiah) এক তাঁতির কাছে ঈমান সম্পর্কে আব্দুল্লাহ (ইবনে মাসউদ)-এর উক্তি পৌঁছলে সে বলল: এটা একজন জ্ঞানী ব্যক্তির পদস্বলন (ভুল)।"

(ص: 312) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

616 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «مَثَلُ الْمُرْجِيَّةِ مَثَلُ الصَّابِيِّينَ»

৬১৬ - আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আব্দুর রহমান ইবনু মাহদি আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, হাম্মাদ ইবনু সালামা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আতা ইবনুস সাইব থেকে, তিনি সাঈদ ইবনু জুবাইর থেকে, তিনি বলেছেন: "মুরজিয়াদের উপমা সাবিনদের উপমার ন্যায়।"

(ص: 313) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

617 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا مُؤَمَّلٌ، نَا سُفْيَانٌ، نَا سَعِيدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «لَأَنَا لِفِتْنَةِ الْمُرْجِيَّةِ أَخَوْفُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ فِتْنَةِ الْأَزْوَاقَةِ»

৬১৭ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, মুআম্মাল থেকে, তিনি সুফিয়ান থেকে, তিনি সাঈদ ইবনু সালিহ থেকে। সাঈদ ইবনু সালিহ বলেন, ইবরাহীম বলেছেন: "এই উম্মতের ক্ষেত্রে আযারিকাহদের বিপর্যয়ের চেয়ে মুরজিয়াহদের বিপর্যয়কে আমি অধিক ভয় করি।"

(ص: 313) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

618 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا مُؤَمَّلٌ، سَمِعْتُ سُفْيَانَ، يَقُولُ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «تَرَكْتُ الْمُرْجِيَّةَ الدِّينَ أَرْقَ مِنْ ثَوْبٍ سَابِرِيٍّ»

৬১৮ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, মুআম্মাল আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আমি সুফিয়ানকে বলতে শুনেছি যে, ইবরাহীম বলেছেন: "মুরজিয়া সম্প্রদায় দীনকে (ধর্মকে) এতটাই পাতলা করে ফেলেছে যা একটি সাবিরি পোশাকের চেয়েও পাতলা।"

(ص: 313) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

619 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا يُؤُسُّ، نَا حَمَّادُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَعِيبُ عَلَى ذَرِّ قَوْلِهِ فِي الْإِرْجَاءِ "

৬১৯ - আমার বাবা আমাকে বর্ণনা করেছেন, ইউনুস বর্ণনা করেছেন, হাম্মাদ বর্ণনা করেছেন ইবনে আউন থেকে। তিনি বলেছেন: ইব্রাহিম, যারের ইরজা মতবাদ (আল-ইরজা) সম্পর্কিত উক্তির সমালোচনা করতেন।

(ص: 313) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

620 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، نَا سَعِيدُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «الْمُرْجئةُ أَخُو عِنْدِي عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ مِنْ عِدَّتِهِمْ مِنَ الْأَزَارِقَةِ»

৬২০ - আমার পিতা আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মদ ইবনে বিশর থেকে, তিনি সাঈদ ইবনে সালিহ থেকে, তিনি হাকীম ইবনে জুবাইর থেকে। হাকীম ইবনে জুবাইর বলেন: ইবরাহীম বলেছেন: «আমার কাছে মুসলমানদের জন্য মুরজিয়ারা আযারিকাদের (খারেজিদের একটি শাখা) সমসংখ্যক লোকের চেয়েও অধিক ভীতিকর।»

(ص: 314) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

621 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ غَيْرُ سَائِلِهِ وَلَا ذَاكِرًا ذَاكَ لَهُ: «لَا تُجَالِسُ طَلْقًا يَعْني أَنَّهُ كَانَ يَرى رَأْيَ الْمُرْجئةِ»

৬২১ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, ইসমাইল আমাদের অবহিত করেছেন, আইয়ুব থেকে, তিনি বলেছেন: সাঈদ ইবনে জুবাইর তাকে প্রশ্ন না করেই এবং তার কাছে তা উল্লেখ না করেই বলেছেন: “তালকের সাথে উঠাবসা করো না; অর্থাৎ তিনি (তালক) মুরজিয়া (المرجئة) মতাবলম্বী ছিলেন।”

(ص: 314) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

622 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا هَيْثَمُ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «الْإِيمَانُ يَزْدَادُ وَيَنْقُصُ»

622 - আমার পিতা আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। (তিনি বলেন,) হায়সাম আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন। (তিনি বলেন,) ইসমাঈল ইবনে আইয়াশ আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন, তিনি সাফওয়ান ইবনে আমর থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে রাবীআ আল-হাদরামি থেকে, তিনি আবু হুরায়রা (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলতেন: "ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং হ্রাস পায়।"

(ص: 314) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

623 - حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا هَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «الْإِيمَانُ يَزْدَادُ وَيَنْقُصُ»

623 - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি (বলেন), হাইসাম ইবনে খারিজা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি (বলেন), ইসমাঈল ইবনে আইয়াশ আমাদের অবহিত করেছেন, তিনি জারীর সূত্রে, তিনি উসমান সূত্রে, তিনি আল-হারিস ইবনে মুহাম্মদ সূত্রে, তিনি আবু আদ-দারদা' সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আবু আদ-দারদা' বলতেন: "ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং হ্রাস পায়।"

(ص: 315) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

624 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطْبِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عُمَيْرِ بْنِ حَبِيبٍ بْنِ خُمَاشَةَ أَنَّهُ قَالَ: " الْإِيمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ، فَقِيلَ لَهُ وَمَا زِيَادَتُهُ وَنُقْصَانُهُ، قَالَ: إِذَا ذَكَرْنَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَخَشِينَاهُ فَذَلِكَ زِيَادَتُهُ وَإِذَا غَفَلْنَا وَنَسِينَا وَضَيَّعْنَا فَذَلِكَ نُقْصَانُهُ "

625 - حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: قَالَ عَفَّانُ سَمِعْتُ حَمَّادًا، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ حَبِيبٍ، لَيْسَ فِيهِ عَنْ أَبِيهِ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ حَدَّثْتَنِي عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: أَحْسِبُ أَنََّّهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ

৬২৪ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আফফান ইবনে মুসলিম (আমাকে) বর্ণনা করেছেন, হাম্মাদ ইবনে সালামাহ (আমাকে) বর্ণনা করেছেন, আবু জাফর আল-খাতমী থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা উমায়ের ইবনে হাবীব ইবনে খুমাसाহ থেকে যে তিনি বলেছেন: "ঈমান বাড়ে ও কমে।" তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, "এর বৃদ্ধি ও হ্রাস কী?" তিনি বললেন: "যখন আমরা আল্লাহকে (সম্মানিত ও মহিমাম্বিত) স্মরণ করি এবং তাঁকে ভয় করি, তখন এটি তার বৃদ্ধি। আর যখন আমরা উদাসীন থাকি, ভুলে যাই এবং অবহেলা করি, তখন এটি তার হ্রাস।"

৬২৫ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেছেন: আফফান বলেছেন, "আমি হাম্মাদকে উমায়ের ইবনে হাবীব থেকে (বর্ণনা করতে) শুনেছি, এতে তাঁর পিতার সূত্রে (বর্ণনা) নেই।" তখন আমি তাকে বললাম: "আপনি তো আমাকে তাঁর পিতা থেকে, তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছিলেন!" তিনি বললেন: "আমার মনে হয় এটি তাঁর পিতা থেকে, তাঁর দাদা থেকেই (বর্ণিত) ছিল।"

(ص: 315) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

626 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا إِبرَاهِيمُ بْنُ شَمَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ الْحَمِيدِ، يَقُولُ: "الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ قِيلَ لَهُ: كَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ؟ قَالَ: أَقُولُ مُؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ" قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَقَدْ رَأَيْتُ إِبرَاهِيمَ وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ أَيَّامَ أَبِي كَانَ مَحْبُوسًا

৬২৬ - আমার পিতা আমাকে ইবরাহীম ইবনু শাম্মাস থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি জারীর ইবনু আবদিল হামিদকে বলতে শুনেছি: "ঈমান (বিশ্বাস) হলো কথা ও কাজ, যা

বৃদ্ধি পায় ও হ্রাস পায়।" তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো: আপনি নিজে কেমন বলেন? তিনি বললেন: "আমি বলি, যদি আল্লাহ চান, তবে আমি মুমিন (বিশ্বাসী)।" আবু আবদুর রহমান বলেছেন: আমি ইবরাহীমকে দেখেছি, কিন্তু আমার পিতা যখন কারারুদ্ধ ছিলেন, তখন তাঁর থেকে (কিছু) শুনিনি।

(ص: 315) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

627 - قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ شَبَّاسٍ: وَسُئِلَ فَضِيلُ بْنُ عِيَّاضٍ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ [ص: 316] الْإِيمَانِ، فَقَالَ: «الْإِيمَانُ عِنْدَنَا دَاخِلُهُ وَخَارِجُهُ الْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَالْقَبُولُ بِالْقَلْبِ وَالْعَمَلُ بِهِ»

৬২৭ - ইব্রাহিম ইবনু শাম্মাস বলেছেন: আমি শুনছিলাম, যখন ফুযায়ল ইবনু ইয়াদকে [পৃষ্ঠা: ৩১৬] ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন তিনি বললেন: "আমাদের মতে, ঈমান হলো এর অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় দিক থেকে জিহ্বা দ্বারা স্বীকার করা, অন্তর দ্বারা গ্রহণ করা এবং তদনুযায়ী আমল করা।"

(ص: 316) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

628 - قَالَ: وَسَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سُلَيْمٍ، يَقُولُ: «الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ»

৬২৮ - তিনি বললেন: এবং আমি ইয়াহইয়া ইবনে সুলাইমকে বলতে শুনেছি: "ঈমান হলো কথা ও কাজ।"

(ص: 316) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

629 - وَرَوَى أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ: «الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ»

৬২৯ - এবং বর্ণিত আছে যে, ইবন জুরাইজ বলেছেন: "ঈমান হলো উক্তি ও কর্ম।"

(ص: 316) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

630 - قَالَ: وَسَأَلْتُ أَبَا إِسْحَاقَ الْفَزَارِيَّ عَنِ الْإِيمَانِ، فَقُلْتُ: الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ؟
قَالَ: «نَعَمْ»

630 - তিনি বললেন: আমি আবু ইসহাক আল-ফাজারীকে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, অতঃপর আমি বললাম: ঈমান কি কথা ও কাজ উভয়ই? তিনি বললেন: “হ্যাঁ”

(ص: 316) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

631 - قَالَ وَسَمِعْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ، يَقُولُ: «الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَالْإِيمَانُ يَتَفَاضِلُ»

৬৩১ - তিনি বললেন, আর আমি ইবনুল মুবারককে বলতে শুনেছি: «ঈমান (ধর্মবিশ্বাস) হলো উক্তি ও আমল (কর্ম), আর ঈমানের তারতম্য ঘটে»।

(ص: 316) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

632 - قَالَ وَسَمِعْتُ النَّضَرَ بْنَ شَيْلٍ، يَقُولُ: «الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَالْإِيمَانُ يَتَفَاضِلُ»

632 - তিনি বললেন: "আর আমি নাদর ইবনে শুমায়েলকে বলতে শুনেছি: ঈমান হলো কথা ও কাজ, এবং ঈমানের তারতম্য ঘটে।"

(ص: 316) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

633 - وَقَالَ الْخَلِيلُ النَّحْوِيُّ: «إِذَا أَنَا قُلْتُ مُؤْمِنٌ، فَأَيُّ شَيْءٍ بَقِيَ؟»

৬৩৩ - এবং ব্যাকরণবিদ আল-খলিল বলেছেন: «আমি যদি মুমিন (বিশ্বাসী) বলি, তবে আর কী বাকি থাকে?»

(ص: 316) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

634 - وَسَأَلْتُ بَقِيَّةَ وَابْنِ عَيَّاشٍ يَعْزِي إِسْمَاعِيلَ فَقَالَ: «الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ»

634 - এবং আমি বাকিয়াহ ও ইবনে আইয়াশকে—অর্থাৎ ইসমাইলকে—প্রশ্ন করলাম, তখন তারা দুজন বললেন: «ঈমান হলো উক্তি ও কর্ম।»

(ص: 316) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

635 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا إِبرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنِي رَبَّاحٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «مَثَلُ الْإِيمَانِ كَشَجَرَةٍ فَأَصْلُهَا الشَّهَادَةُ وَسَاقُهَا وَوَرَقُهَا كَذَا وَثَمَرُهَا الْوَرَعُ وَلَا خَيْرَ فِي شَجَرَةٍ لَا ثَمَرَ لَهَا وَلَا خَيْرَ فِي إِنْسَانٍ لَا وَرَعَ لَهُ»

৬৩৫ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, ইবরাহীম ইবনু খালিদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, রাবাহ আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি মামার থেকে, তিনি ইবনু তাউস থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (তাউসের পিতা) বলেছেন: «ঈমানের দৃষ্টান্ত একটি গাছের মতো। তার মূল হলো শাহাদাহ (আল্লাহর একত্ব ও রাসুলের রিসালাতের সাক্ষ্য), তার কাণ্ড ও পাতা এরকম, এবং তার ফল হলো ওয়ারআ (আল্লাহভীতি ও পাপ বর্জন)। যে গাছের ফল নেই, তাতে কোনো কল্যাণ নেই এবং যে মানুষের ওয়ারআ (আল্লাহভীতি) নেই, তাতে কোনো কল্যাণ নেই।»

(ص: 317) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

636 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا سُرَيْجُ بْنُ التَّعْمَانِ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: «الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ»

৬৩৬ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, সুরাইজ ইবনু আন-নুমান আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনু নাবি আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: মালিক (রহ.) বলতেন: “ঈমান হলো কথা ও কাজ; এটি বৃদ্ধি পায় ও হ্রাস পায়।”

(ص: 317) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

637 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا أَبُو جَعْفَرٍ السُّوَيْدِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ الْحَسَنِ، قَالَ: «الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ»

৬৩৭ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আবু জাফর আস-সুওয়াইদি আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, ইয়াহইয়া ইবনে সুলাইম থেকে, হিশাম থেকে, হাসান থেকে, তিনি বলেছেন: "ঈমান হলো উক্তি ও কর্ম।"

(ص: 317) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

638 - حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، وَابْنَ جُرَيْجٍ وَشَرِيكَ وَفُضَيْلَ بْنَ عِيَّاضٍ قَالُوا: «الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ»

৬৩৮ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমার কাছে এই মর্মে সংবাদ পৌঁছেছে যে, মালিক ইবন আনাস, ইবন জুরাইজ, শারিক এবং ফুদায়েল ইবন ইয়াদ বলেছেন: "ঈমান হলো উক্তি ও কর্ম।"

(ص: 317) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

639 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، نَا ابْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ السَّبَّائِيَّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ الْإِيمَانُ بِالتَّكْنِي وَلَكِنْ الْإِيمَانُ قَوْلٌ يُعْقَلُ وَعَمَلٌ يُعْمَلُ»

৬৩৯ - আমার পিতা, আব্দুল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন, আমাকে বর্ণনা করেছেন; আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ; আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন ইবনে লাহিয়াহ; তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে হুবাইরাহ আস-সাবায়ী থেকে; তিনি উবায়দ ইবনে উমাইর আল-লাইসী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: "ঈমান শুধু আশা বা আকাঙ্ক্ষা করার বিষয় নয়, বরং ঈমান হলো এমন কথা যা বোধগম্য হয় এবং এমন কাজ যা বাস্তবে করা হয়।"

(ص: 318) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

640 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْمُونٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّقِّيُّ، نَا أَبُو الْمَلِيحِ، قَالَ: سَأَلَ مَيْمُونٌ عَنْ كَلَامِ الْمُرْجَةِ، فَقَالَ: «أَنَا أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ»

৬৪০ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনু মাইমুন আবু আব্দুর রহমান আর-রাফী বর্ণনা করেছেন, আবুল মালিহ বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবুল মালিহ) বলেন: মাইমুনকে মুরজিয়ার মতবাদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বললেন: "আমি এ ধরনের বিষয়ে কথা বলার উর্ধে।"

(ص: 318) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

641 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، نَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: كَانَ يَحْيَى وَتَادَةُ يَقُولَانِ: «لَيْسَ مِنَ الْأَهْوَاءِ شَيْءٌ أَخَوْفُ عِنْدَهُمْ عَلَى الْأُمَّةِ مِنَ الْإِرْجَاءِ»

৬৪১ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, মুআবিয়া ইবনে আমর আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আবু ইসহাক আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: আওয়াঈ বলেছেন: ইয়াহইয়া ও কাতাদা বলতেন: "পথভ্রষ্ট মতবাদসমূহের মধ্যে তাদের কাছে উম্মাহর জন্য ইরজা মতবাদ অপেক্ষা অধিক ভীতিজনক আর কিছু নেই।"

(ص: 318) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

642 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، نَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: كَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَقُولُ: «الشَّهَادَةُ بِدْعَةٍ وَالْبِرَاءَةُ بِدْعَةٌ وَالْإِرْجَاءُ بِدْعَةٌ»

৬৪২ - আমার পিতা আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, আব্দুল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন। মুআবিয়া ইবনে আমর আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আবু ইসহাক আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আওয়াঈ থেকে। তিনি বলেছেন: আবু সাঈদ আল-খুদরি (রা.) বলতেন: "শাহাদাহ (বিশেষ ধরনের মতবাদগত ঘোষণা বা সাক্ষ্য) একটি বিদআত, বারাহ (মতবাদগত বিচ্ছেদ বা সম্পর্কচ্ছেদ) একটি বিদআত এবং ইরজা (বিশ্বাস ও কর্মের বিচার স্থগিতকরণ বিষয়ক মতবাদ) একটি বিদআত।"

643 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، نَا شَرِيكٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ [ص: 319]، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قُلْتُ لِشَرِيكٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَهُ، قَالَ: «الْإِرْجَاءُ بِدْعَةٌ، وَالشَّهَادَةُ بِدْعَةٌ، وَالْبَرَاءَةُ بِدْعَةٌ»

৬৪৩ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, হাসান ইবন মুসা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, শারিক আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, ইবন আবি লায়লার সূত্রে, আল-হাকামের সূত্রে পৃষ্ঠা: ৩১৯, আবু আল-বাখতারীর সূত্রে, (তিনি বলেন) আমি শারিককে বললাম: আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর সূত্রে? অতঃপর তিনি তা উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন: "ইরজা (স্থগিতকরণ মতবাদ) বিদআত, শাহাদা (সাক্ষ্যপ্রদান) বিদআত, এবং বারআত (সম্পর্কচ্ছেদ) বিদআত।"

644 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، نَا أَبُو هِلَالٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: «إِنَّمَا أُحْدِثُ الْإِرْجَاءَ بَعْدَ هَزِيمَةِ ابْنِ الْأَشْعَثِ»

৬৪৪ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আবু আমের আল-আকাদী আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আবু হিলাল আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, কাতাদাহ থেকে, তিনি বলেছেন: "ইবনে আল-আশআসের পরাজয়ের পরেই ইরজা (Irja) মতবাদের উদ্ভব হয়েছিল।"

645 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، قَالَ: لَبَّا تَكَلَّمَتِ الْمُرْجِئَةُ أَتَيْتُ أَبَا وَائِلٍ فَسَأَلْتُهُ فَحَدَّثَنِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ أَوْ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ»

646 - قَالَ: وَحَدَّثَنِيهِ الْأَعْمَشُ، وَمَنْصُورٌ، سَبْعًا أَبَا وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبِيلِهِ. قَالَ: قُلْتُ لِحَمَّادٍ أَتَتَّهُمْ مَنْصُورًا أَتَتَّهُمُ الْأَعْمَشُ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ أَتَتَّهُمْ أَبَا وَائِلٍ

645 - আমার পিতা (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) আমাকে বর্ণনা করেছেন, সুলাইমান ইবনে দাউদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, শুবাহ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, যুবাইদ থেকে। তিনি (যুবাইদ) বলেছেন: যখন মুরজিআ (সম্প্রদায়) তাদের মতবাদ প্রকাশ করল, আমি আবু ওয়াইলের কাছে গেলাম এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি আমাকে আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন, আব্দুল্লাহ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (নবী) বলেছেন: "মুসলমানকে গালমন্দ করা পাপাচরণ (ফিসক) অথবা মহাপাপ (ফুসুক), এবং তার সাথে যুদ্ধ করা কুফর (ধর্মদ্রোহিতা)।"

646 - তিনি (যুবাইদ) বলেছেন: আর আমাশ ও মানসূরও আমাকে এটি (পূর্ববর্তী হাদিস) বর্ণনা করেছেন। তাঁরা দুজন (আমাশ ও মানসূর) আবু ওয়াইলের কাছ থেকে শুনেছেন, তিনি আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে, অনুরূপভাবে (পূর্ববর্তী হাদিসের মতোই)। (যুবাইদ) বলেছেন: আমি হাম্মাদকে জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি কি মানসূরের নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ করেন? আপনি কি আমাশের নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ করেন? তিনি (হাম্মাদ) বললেন: না, বরং আমি আবু ওয়াইলের নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ করি।

(ص: 320) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

647 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُكَيْرٍ السُّلَمِيُّ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَعِنْدَهُ أَيُّوبُ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، يَقُولُ لِي: مُؤْمِنٌ أَنْتَ؟ أَقُولُ: مُؤْمِنٌ، فَاثْتَهَرَنِي أَيُّوبُ فَقَالَ مُحَمَّدٌ: «وَمَا عَلَيْكَ أَنْ تَقُولَ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ؟»

৬৪৭ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন। (তিনি বলেছেন,) সুলাইমান ইবন দাউদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। (তিনি বলেছেন,) খালিদ ইবন আবদুর রহমান ইবন বুকাইর

আস-সুলামী বলেছেন: আমি মুহাম্মাদ-এর কাছে ছিলাম এবং আইয়ুবও তাঁর কাছে ছিলেন। তখন আমি তাঁকে বললাম: হে আবু বকর, সে আমাকে জিজ্ঞেস করে: তুমি কি মুমিন (বিশ্বাসী)? আমি বলি: আমি মুমিন (বিশ্বাসী)। তখন আইয়ুব আমাকে ধমক দিলেন। তখন মুহাম্মাদ বললেন: "তোমার কী হবে, যদি তুমি বলো: আমি আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছি (বিশ্বাস স্থাপন করেছি)?"

(ص: 320) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

648 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ، وَحَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: " إِذَا قِيلَ لَكَ أَمُومِنٌ أَنْتَ؟ فَقُلْ: { آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ } "

৬৪৮ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আব্দুর রহমান আমাদের বলেছেন, হাম্মাদ ইবনু যায়েদ আমাদের বলেছেন, ইয়াহইয়া ইবনু আতীক ও হাবীব ইবনুশ শহীদ থেকে, তাঁরা মুহাম্মদ ইবনু সীরীন থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: "যখন তোমাকে বলা হয়, তুমি কি মুমিন? তখন বলো: {আমরা আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং যা ইবরাহীম, ইসমাইল ও ইসহাকের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে (তাতেও বিশ্বাস স্থাপন করেছি)}।"

(ص: 320) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

649 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي سُفْيَانُ، عَنْ مُجَلِّ، قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ: " إِذَا قِيلَ لَكَ أَمُومِنٌ أَنْتَ؟ فَقُلْ: آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ "

650 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي سُفْيَانُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، بِمِثْلِهِ

৬৪৯ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আব্দুর রহমান আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান আমাকে বর্ণনা করেছেন, মুহিল-এর সূত্রে। তিনি বলেন, ইব্রাহিম আমাকে বলেছেন: "যদি তোমাকে বলা হয়, তুমি কি মুমিন? তাহলে বলো: আমরা আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছি।"

৬৫০ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আব্দুর রহমান আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান-এর সূত্রে, তিনি মামার-এর সূত্রে, তিনি ইবনে তাউস-এর সূত্রে, তিনি তাঁর পিতার সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

(ص: 321) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

651 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، نَا سُفْيَانُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " إِذَا قِيلَ لَكَ أَمُومِنٌ أَنْتَ؟ فَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ "

৬৫১ - আমার পিতা আমাকে শুনিয়েছেন, আব্দুর রহমান আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, হাসান ইবনে আমর হতে, ইবরাহিম হতে। তিনি বলেন: "যদি তোমাকে বলা হয়, তুমি কি মুমিন (বিশ্বাসী)? তাহলে বলো: আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই।"

(ص: 321) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

652 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي سُفْيَانُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " إِذَا قِيلَ لَكَ أَمُومِنٌ أَنْتَ؟ فَقُلْ: أَرْجُو "

৬৫২ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন; আব্দুর রহমান আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন; সুফিয়ান আমার কাছে বর্ণনা করেছেন; তিনি হাসান ইবনে উবাইদুল্লাহ থেকে, তিনি ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (ইবরাহীম) বলেছেন: "যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তুমি কি মুমিন (বিশ্বাসী)? তাহলে তুমি বলো: আমি আশা করি (যে আমি মুমিন)।"

653 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، نَا حَسَنُ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «سُئِلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ أُمُومٍ أَنْتَ؟ بِدْعَةٍ»

653 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আব্দুর রহমান বর্ণনা করেছেন, হাসান ইবনে আইয়াশ বর্ণনা করেছেন, মুগিরাহ থেকে, ইবরাহিম থেকে, তিনি বলেন: "একজন পুরুষ কতৃক অন্য পুরুষকে তুমি কি মুমিন? বলে প্রশ্ন করা একটি বিদআত (নবপ্রবর্তন)।"

654 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: " سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ: أَعْتَسِلُ مِنْ غَسَلِ الْمَيِّتِ؟ قَالَ: مُؤْمِنٌ هُوَ؟ قُلْتُ: أَرَجُو، قَالَ: فَتَمَسَّحْ بِالْمُؤْمِنِ وَلَا تَغْتَسِلْ مِنْهُ "

৬৫৪ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আব্দুর রহমান আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি আতা ইবন আস-সায়িব থেকে, তিনি সাঈদ ইবন জুবাইর থেকে বর্ণনা করেন। সাঈদ ইবন জুবাইর বলেন: "আমি ইবন উমারকে (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলাম। আমি বললাম: আমি কি মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানোর পর (নিজে) গোসল করব? তিনি (ইবন উমার) বললেন: সে কি মুমিন? আমি বললাম: আমি আশা করি। তিনি বললেন: তবে মুমিনকে স্পর্শ করো এবং তার কারণে গোসল করো না।"

655 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا يَحْيَى، نَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ: قَالَ رَجُلٌ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ: إِنِّي مُؤْمِنٌ قَالَ: «قُلْ إِنِّي فِي الْجَنَّةِ وَلَكِنَّا نُوْمِنُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ»

৬৫৫ - আমার পিতা আমাকে শুনিয়েছেন, ইয়াহইয়া আমাদেরকে শুনিয়েছেন, শূবা আমাদেরকে শুনিয়েছেন, সালামাহ ইবন কুহায়ল আমাকে শুনিয়েছেন, ইবরাহীম থেকে,

আলকামাহ থেকে বর্ণিত: আব্দুল্লাহ (রাঃ)-এর নিকট এক ব্যক্তি বললো: "আমি একজন মুমিন (বিশ্বাসী)।" তিনি বললেন: "বলো, আমি জান্নাতে আছি। তবে আমরা আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান (বিশ্বাস) রাখি।"

(ص: 322) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

656 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكَيْعٌ، نَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: "جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَقِيتُ رَكْبًا فَقُلْتُ: مَنْ أَنْتُمْ؟ فَقَالُوا: نَحْنُ الْمُؤْمِنُونَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَفَلَا قَالُوا نَحْنُ أَهْلُ الْجَنَّةِ"

৬৫৮ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি ওয়াকি থেকে, তিনি আমাশ থেকে, তিনি আবু ওয়াইল থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু ওয়াইল বললেন: "এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ (ইবনে মাসউদ)-এর কাছে এসে বললেন, হে আবু আব্দুর রহমান! আমি একদল আরোহীর সাথে দেখা করলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম: আপনারা কারা? তারা বলল: আমরা মুমিনগণ। আব্দুল্লাহ বললেন, তারা কি বলেনি: আমরা জান্নাতের অধিবাসী?"

(ص: 322) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

657 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: تَكَلَّمَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنَ الْخَوَارِجِ بِكَلَامٍ كَرِهَهُ فَقَالَ عَلْقَمَةُ {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٍ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} [الأحزاب: 58] فَقَالَ لَهُ الْخَارِجِيُّ: أَوْ مِنْهُمْ أَنْتَ؟ قَالَ: «أَرْجُو»

657 - আমার পিতা বর্ণনা করেছেন, আবু মুআবিয়া বর্ণনা করেছেন, আল-আমাশ, ইবরাহিম সূত্রে আলকামা থেকে বর্ণনা করেছেন। আলকামা বলেছেন: তাঁর সম্মুখে জনৈক খারেজী এমন কিছু কথা বলেছিল যা তিনি অপছন্দ করেছিলেন। অতঃপর আলকামা বললেন: "{আর যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে বিনা দোষে কষ্ট দেয়, তারা নিশ্চয়ই অপবাদ ও সুস্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করল।}" [সূরা আহযাব: ৫৮] তখন সেই খারেজী তাকে বলল: আপনি কি তাদের (মুমিনদের) অন্তর্ভুক্ত? তিনি (আলকামা) বললেন: "আমি আশা করি।"

658 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا مُؤَمَّلٌ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، سَبَعْتُ هِشَامًا، يَقُولُ: كَانَ الْحَسَنُ وَمُحَمَّدٌ يَقُولَانِ: «مُسْلِمٌ، وَيَهَابَانِ مُؤَمِّنٌ»

৬৫৮ - আমাকে আমার পিতা বর্ণনা করেছেন, মুআম্মাল আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, হাম্মাদ ইবনু যায়দ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আমি হিশামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলছিলেন: "আল-হাসান ও মুহাম্মাদ বলতেন: (তিনি) মুসলিম, আর (তাকে) মুমিন বলতে তারা দ্বিধা করতেন।"

659 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا مُؤَمَّلٌ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، نَا أَيُّوبُ، قَالَ: قَالَ لِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: "أَلَمْ أَرَكَ مَعَ طَلْقٍ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، فَمَا لَهُ؟ قَالَ: لَا تُجَالِسُهُ فَإِنَّهُ مُرْجِيٌّ، قَالَ: قَالَ أَيُّوبُ: وَمَا شَاوَرْتُهُ فِي ذَلِكَ وَلَكِنْ يَحِقُّ لِلْمُسْلِمِ إِذَا رَأَى مِنْ أَخِيهِ مَا يَكْرَهُ أَنْ يَأْمُرَهُ وَيَنْهَاهُ"

659 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, মুআম্মাল আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, হাম্মাদ ইবনু যায়দ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আইয়ুব আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: সাঈদ ইবনু জুবাইর আমাকে বললেন: "আমি কি তোমাকে তালকের সাথে দেখিনি?" তিনি বললেন: আমি বললাম: "হ্যাঁ, তার কী হয়েছে?" তিনি বললেন: "তার সাথে বসো না, কারণ সে একজন মুর্জি (المرجى)।" তিনি বললেন: আইয়ুব বলেছেন: "এবং আমি তাকে এ বিষয়ে পরামর্শ দিইনি, কিন্তু কোনো মুসলিম যখন তার ভাইয়ের মধ্যে অপছন্দনীয় কিছু দেখে, তখন তাকে সৎ কাজের আদেশ দেওয়া এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা তার জন্য কর্তব্য।"

660 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "كَانَ إِذَا قِيلَ لَهُ أَمُومٌ أَنْتَ؟ قَالَ: آمَنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، لَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ"

৬৬০ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আব্দুর রাজ্জাক আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, মামার আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, ইবনে তাউস থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: "যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হত, আপনি কি মুমিন? তখন তিনি বলতেন: আমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছি। তিনি এর অতিরিক্ত কিছু বলতেন না।"

(ص: 323) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

661 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ: سَبَعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ: "وَذَكَرَ الْمُرْجِئَةَ، فَقَالَ: الْيَهُودُ"

৬৬১ - আমার পিতা আমাকে শুনিয়েছেন, মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে হাবিব থেকে, তিনি তাঁর মায়ের নিকট থেকে। তিনি (মা) বলেছেন: আমি সাঈদ ইবনে জুবাইরকে শুনেছি। তিনি (সাঈদ ইবনে জুবাইর) মুরজিয়াদের কথা উল্লেখ করে বললেন: "ইয়াহুদি।"

(ص: 323) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

662 - حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «مَثَلُ الْمُرْجِئَةِ مَثَلُ الصَّابِئِينَ»

৬৬২ - আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আব্দুল রহমান আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, হাম্মাদ ইবনু সালামা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আত্বা ইবনুস সাইব থেকে, তিনি সাঈদ ইবনু জুবাইর থেকে (বর্ণনা করেছেন)। তিনি (সাঈদ ইবনু জুবাইর) বলেন: "মুরজিয়াদের উদাহরণ সাবায়ীদের উদাহরণের মতো।"

(ص: 323) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

663 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا أَبُو عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: " إِنِّي لَأَعْلَمُ أَهْلَ دِينَيْنِ أَهْلُ ذَيْنِكَ الدِّينَيْنِ فِي [ص: 324] النَّارِ: قَوْمٌ يَقُولُونَ إِنَّمَا الْإِيمَانُ كَلَامٌ، وَقَوْمٌ يَقُولُونَ مَا بَالُ الصَّلَاةِ الْخُمْسِ وَإِنَّمَا هُمَا صَلَاتَانِ "

৬৬৩ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আল-ওয়ালীদ ইবনে মুসলিম আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আবু আমর, অর্থাৎ আল-আওয়ায়ী, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, ইয়াহইয়া ইবনে আবি আমর আস-সায়বানি থেকে, তিনি হুযাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: "আমি এমন দুটি মতবাদের অনুসারীদের জানি, ওই দুই মতবাদের অনুসারীরা [পৃষ্ঠা: ৩২৪] জাহান্নামে যাবে। (তারা হলো:) একদল লোক যারা বলে, ইমান (الإيمان) কেবলই কথা। আর একদল লোক যারা বলে, পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের (الصلاة) কী প্রয়োজন? তা তো মাত্র দু ওয়াক্ত।"

(ص: 324) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

664 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا أَبُو عَمْرٍو يَعْنِي الضَّرِيرَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: ذَكَرَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ الْمُرَجَّئَةَ فَضَرَبَ لَهُمْ مَثَلًا قَالَ: " مَثَلُهُمْ مَثَلُ الصَّابِئِينَ إِنَّهُمْ أَتَوْا الْيَهُودَ، فَقَالُوا: مَا دِينُكُمْ؟ قَالُوا: الْيَهُودِيَّةُ، قَالُوا: فَمَا كِتَابُكُمْ؟ قَالُوا: التَّوْرَةُ، قَالُوا: فَمَنْ نَبِيُّكُمْ؟ قَالُوا: مُوسَى، قَالُوا: فَمَاذَا لِمَنْ تَبِعَكُمْ؟ قَالُوا: الْجَنَّةُ، ثُمَّ أَتَوْا النَّصَارَى فَقَالُوا: مَا دِينُكُمْ؟ قَالُوا، النَّصْرَانِيَّةُ، قَالُوا: فَمَا كِتَابُكُمْ؟ قَالُوا: الْإِنْجِيلُ، قَالُوا: فَمَنْ نَبِيُّكُمْ؟ قَالُوا: عِيسَى، ثُمَّ قَالُوا فَمَاذَا لِمَنْ تَبِعَكُمْ؟ قَالُوا: الْجَنَّةُ قَالُوا فَنَحْنُ بِهِ نَدِينُ "

৬৬৪ - আমাকে আমার পিতা বর্ণনা করেছেন, আবু উমার — অর্থাৎ আদ-দারিইর — আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, হাম্মাদ ইবনু সালামাহ থেকে, আতা ইবনুস সাইব থেকে, যিনি বলেছেন: সাদ্দ ইবনু জুবাইর মুরজিয়া (المرجئة) সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করে তাদের জন্য একটি উপমা দিলেন, তিনি বললেন: "তাদের উপমা হলো সাবায়ীনের (الصائبين) উপমার

মতো। তারা ইহুদিদের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো: তোমাদের ধর্ম কী? তারা বললো: ইহুদি ধর্ম। তারা জিজ্ঞেস করলো: তোমাদের কিতাব কী? তারা বললো: তাওরাত। তারা জিজ্ঞেস করলো: তোমাদের নবী কে? তারা বললো: মূসা। তারা জিজ্ঞেস করলো: যারা তোমাদের অনুসরণ করবে তাদের জন্য কী আছে? তারা বললো: জান্নাত। অতঃপর তারা নাসারাদের (খ্রিস্টানদের) কাছে এলো এবং জিজ্ঞেস করলো: তোমাদের ধর্ম কী? তারা বললো: নাসারা ধর্ম (খ্রিস্ট ধর্ম)। তারা জিজ্ঞেস করলো: তোমাদের কিতাব কী? তারা বললো: ইনজিল। তারা জিজ্ঞেস করলো: তোমাদের নবী কে? তারা বললো: ঈসা। অতঃপর তারা জিজ্ঞেস করলো: যারা তোমাদের অনুসরণ করবে তাদের জন্য কী আছে? তারা বললো: জান্নাত। তখন তারা বললো: তাহলে আমরা সেই (জান্নাত)-এর উপরই বিশ্বাস স্থাপন করি।"

(ص: 324) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

665 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا أَبُو عُمَرَ، نَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زَادَانَ، وَمَيْسَرَةَ، قَالَا: " أَتَيْنَا الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ، قُلْنَا: مَا هَذَا الْكِتَابُ الَّذِي وَضَعْتَ؟ وَكَانَ [ص: 325] هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ كِتَابَ الْمُرْجَةِ، قَالَ زَادَانُ: فَقَالَ لِي يَا أَبَا عُمَرَ، لَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ مَتَّ قَبْلَ أَنْ أُخْرِجَ هَذَا الْكِتَابَ أَوْ قَالَ قَبْلَ أَنْ أُضَعَ هَذَا الْكِتَابَ "

৬৬৫ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন; আবু উমার বর্ণনা করেছেন; হাম্মাদ — অর্থাৎ ইবনে সালামাহ— বর্ণনা করেছেন, আতা ইবন আস-সাইব থেকে, তিনি যাযান ও মাইসারাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা দুজন বললেন: "আমরা হাসান ইবনে মুহাম্মাদের কাছে এলাম। আমরা বললাম: আপনি এ কেমন কিতাব রচনা করেছেন? আর তিনিই ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি মুরজিআদের কিতাবটি প্রকাশ করেছিলেন। (পৃ: ৩২৫) যাযান বললেন: তারপর তিনি আমাকে বললেন, "হে আবু উমার, যদি আমি এই কিতাব প্রকাশ করার আগেই মারা যেতাম, কিংবা তিনি বললেন, এই কিতাব রচনা করার আগেই যদি আমার মৃত্যু হতো, তবে আমি খুশি হতাম।"

(ص: 325) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

666 - حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ نَزَارٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: " صُنْفَانٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَيْسَ لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ نَصِيبٌ: الْمُرْجَةُ وَالْقَدَرِيَّةُ "

666 - আমার বাবা আমাকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ওয়াকী আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, কাসিম ইবনে হাবিব আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি নাজার নামক এক ব্যক্তি থেকে, তিনি ইকরিমা থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন: "এই উম্মতের দুটি শ্রেণি রয়েছে যাদের জন্য ইসলামের মধ্যে কোনো অংশ নেই: মুরজিআ (المرجئة) এবং কাদারিয়া (القدرية)।"

(ص: 325) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

667 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي وَضَّاحٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ [ص: 326] اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، أَنَّ ذَرًّا أَبَا عَمَرَ " أَتَى سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَوْمًا فِي حَاجَةٍ فَقَالَ: «لَا ، حَتَّى تُخْبِرَنِي عَلَى أَيِّ دِينٍ أَنْتَ الْيَوْمَ أَوْ رَأَيْ أَنْتَ الْيَوْمَ فَإِنَّكَ لَا تَزَالُ تَلْتَمِسُ دِينًا قَدْ أَضَلَّكَتَهُ إِلَّا تَسْتَحْيِي مِنْ رَأْيِي أَنْتَ الْيَوْمَ أَكْبَرُ مِنْهُ؟»

৬৬৭ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আব্দুর রহমান থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবন আবি ওয়াদদাহ থেকে, তিনি আলা ইবন আব্দুল্লাহ ইবন রাফি' থেকে বর্ণনা করেছেন [পৃষ্ঠা: ৩২৬] যে, যার আবু উমার একদা সাঈদ ইবন জুবাইরের নিকট একটি প্রয়োজনে এসেছিলেন। তখন তিনি (সাঈদ ইবন জুবাইর) বললেন: "না, যতক্ষণ না তুমি আমাকে অবহিত করছ যে, আজ তুমি কোন মতবাদ বা ধারণার ওপর আছ। কারণ তুমি সর্বদা এমন এক মতবাদের সন্ধান করছ যা তুমি হারিয়ে ফেলেছ। এমন ধারণার জন্য কি তোমার লজ্জা হয় না, যার চেয়ে আজ তুমি প্রাজ্ঞতর?"

(ص: 326) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

668 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا يُحْيَى، نَا شُعْبَةُ، نَا مُغِيرَةُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: " قَالَ رَجُلٌ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ: إِنِّي مُؤْمِنٌ؟ قَالَ: قُلْ: إِنِّي فِي الْجَنَّةِ "

৬৬৮। - আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, ইয়াহইয়া আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, শুবা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, মুগীরা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আবু ওয়াইল থেকে বর্ণিত, তিনি (আবু ওয়াইল) বলেছেন: একজন ব্যক্তি আবদুল্লাহর (রাঃ) নিকট বললেন: "আমি কি মুমিন?" তিনি (আবদুল্লাহ) বললেন: "বলো: আমি জান্নাতী।"

(ص: 327) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

669 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ: اجْتَمَعْنَا فِي الْجَمَاجِمِ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ وَمَيْسَرَةُ وَأَبُو صَالِحٍ وَضَحَّاكُ الْبُشَيْرِيِّ وَبُكَيْرُ الطَّائِيِّ فَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْإِرْجَاءَ بِدْعَةٌ وَالْوَلَايَةُ بِدْعَةٌ وَالْبِرَاءَةُ بِدْعَةٌ وَالشَّهَادَةُ بِدْعَةٌ "

৬৬৯ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, ওয়াকী থেকে, তিনি সুফইয়ান থেকে, তিনি সালামাহ ইবন কুহাইল থেকে, তিনি বলেছেন: "আমরা আল-জামাজিম-এ একত্রিত হয়েছিলাম—আবু আল-বাখতারী, মাইসারা, আবু সালিহ, দাহহাক আল-মিশরাকী এবং বুকাইর আত-তাঈ। তখন তারা সকলে এই বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছেছিলেন যে, ইরজা একটি বিদআত, ওয়ালায়া একটি বিদআত, বারআহ একটি বিদআত এবং শাহাদা একটি বিদআত।"

(ص: 327) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

670 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الصَّمَدِ، نَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ اللَّيْثِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ الطَّائِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «الْوَلَايَةُ بِدْعَةٌ، وَالْإِرْجَاءُ بِدْعَةٌ، وَالشَّهَادَةُ بِدْعَةٌ»

৬৭০ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন। আব্দুল সামাদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। ইয়াজিদ – অর্থাৎ ইব্রাহিমের পুত্র – আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, লায়সের পক্ষ থেকে – অর্থাৎ ইবনে আবি সুলাইম – তিনি হাকামের পক্ষ থেকে, তিনি সাঈদ আত-তায়ী এর পক্ষ

থেকে, তিনি আবু সাঈদ আল-খুদরি (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন) এর পক্ষ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: "নেতৃত্বের বিষয়টি (الْوَلَايَةُ) একটি বিদআত, ইরজা (الْإِرْجَاءُ) একটি বিদআত, এবং সাক্ষ্যপ্রদান (الشَّهَادَةُ) একটি বিদআত।"

(ص: 327) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

671 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ أَنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ الْحَجَّاجَ مُؤْمِنٌ» قَالَ: وَقَالَ مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ كَفَى بِهِ عَنِّي الَّذِي يَعْنَى عَلَيْهِ أَمْرُ الْحَجَّاجِ فَقَالَ مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: وَذَكَرَ الْحَجَّاجَ فَقَالَ: «أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ»

৬৭১ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, ওয়াকী থেকে, তিনি সুফিয়ানের সূত্রে, তিনি এক ব্যক্তির সূত্রে, তিনি তাউসের সূত্রে। তাউস বলেছেন: «হে ইরাকের অধিবাসীগণ, তোমরা কি দাবি করো যে হাজ্জাজ একজন মুমিন?» তিনি (তাউস) বলেছেন: এবং মনসুর, ইবরাহীমের সূত্রে বলেছেন: যে ব্যক্তির কাছে হাজ্জাজের বিষয়টি অস্পষ্ট (বা যিনি হাজ্জাজের বিষয়টি সম্পর্কে অন্ধ), তার জন্য সেটাই যথেষ্ট অন্ধত্ব (বা চরম অজ্ঞতা)। অতঃপর মনসুর, ইবরাহীমের সূত্রে বলেছেন: এবং তিনি হাজ্জাজের কথা উল্লেখ করে বলেছেন: «সাবধান! জালিমদের উপর আল্লাহর লানত (অভিশাপ)!»

(ص: 327) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

672 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، نَا شَرِيكٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: «مَرَّ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ بِإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ»

৬৭২ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আসওয়াদ ইবনে আমির আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, শারিক আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, মুগিরাহ থেকে, তিনি বলেছেন: "ইবরাহিম আত-তাইমি ইবরাহিম আন-নাখাঈ-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তাঁকে সালাম দিলেন, কিন্তু তিনি তাঁর (সালামের) উত্তর দিলেন না।"

673 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، أَنَا جَعْفَرُ الْأَحْمَرُ، عَنْ أَبِي جَحَّافٍ، قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ لِدُرٍّ: «يَا ذُرُّ مَا لِي أَرَاكَ كُلَّ يَوْمٍ تُجَدِّدُ دِينًا»

৬৭৩ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আসবাদ ইবন আমির আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, জাফর আল-আহমার আমাদের অবহিত করেছেন, আবু জাহহাফের সূত্রে। তিনি বলেছেন: সাঈদ ইবন জুবাইর যারকে বলেছেন: “হে যার! কী হলো যে আমি তোমাকে প্রতিদিন নতুন কোনো ধর্মত গ্রহণ করতে দেখছি?”

674 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، أَنَا جَعْفَرُ بْنُ زِيَادٍ يَغْنِي الْأَحْمَرُ، عَنْ حَمْرَةَ الزِّيَّاتِ، عَنْ أَبِي الْمُخْتَارِ، قَالَ: شَكَى ذُرُّ سَعِيدَ بْنِ جُبَيْرٍ إِلَى أَبِي الْبُخْتَرِيِّ الطَّائِيِّ فَقَالَ: مَرَرْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَقَالَ أَبُو الْبُخْتَرِيِّ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ سَعِيدٌ: «إِنَّ هَذَا يُجَدِّدُ كُلَّ يَوْمٍ دِينًا لَا وَاللَّهِ لَا أَكَلِّمُهُ أَبَدًا»

৬৭৪ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আসওয়াদ ইবনে আমির বর্ণনা করেছেন, জাফর ইবনে যিয়াদ – অর্থাৎ আল-আহমার – বর্ণনা করেছেন, হামযা আয-যাইয়াত থেকে, তিনি আবুল মুখতার থেকে, তিনি বলেন: যর, সাঈদ ইবনে জুবাইর সম্পর্কে আবু আল-বাখতারী আত-ত্বাঈ-এর কাছে অভিযোগ করলেন এবং বললেন: আমি তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম এবং তাকে সালাম দিলাম, কিন্তু তিনি আমার সালামের জবাব দিলেন না। তখন আবু আল-বাখতারী, সাঈদ ইবনে জুবাইরকে বললেন। সাঈদ বললেন: "নিশ্চয়ই এই ব্যক্তি প্রতিদিন একটি নতুন দ্বীন উদ্ভাবন করে। না, আল্লাহর শপথ, আমি তার সাথে কখনোই কথা বলব না।"

675 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ أَبِي، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «إِنَّمَا سُوَا أَصْحَابِ الْأَهْوَاءِ لِأَنَّهُمْ يَهُوُونَ فِي النَّارِ»

675 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, ওয়াকী শারীক থেকে, তিনি আবী থেকে, তিনি শাবী থেকে (বর্ণনা করেছেন)। শাবী বলেছেন: "তাদেরকে আসহাবুল আহওয়া (কুপ্রবৃত্তির অনুসারী) এইজন্যই বলা হয়, কারণ তারা (জাহান্নামের) আগুনে নিপতিত হবে।"

(ص: 328) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

676 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا إِسْمَاعِيلُ، أَنَا خَالِدٌ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا قِلَابَةَ وَأَنَا مَعَ عَبْدِ الْكَرِيمِ، فَقَالَ: «مَا لَكَ وَلِهَذَا الْهُزْءِ الْهُزْءِ»

676 - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, ইসমাইল আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, খালিদ আমাদের অবহিত করেছেন, একজন ব্যক্তি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বললেন: আবু কিলাবা আমাকে দেখেছিলেন যখন আমি আব্দুল কারীমের সাথে ছিলাম। তখন তিনি বললেন: "তোমার কী হলো এই ঠাট্টা-বিদ্রূপ নিয়ে? এই ঠাট্টা-বিদ্রূপ নিয়ে?"

(ص: 329) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

677 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ طَلْحَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ، قَالَ: " وَصَفَ ذُرَّ الْإِرْجَاءِ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَّخِذَ هَذَا دِينًا، فَلَمَّا أَتَتْهُ الْكُتُبُ مِنَ الْأَفَاقِ قَالَ فَسَبِّعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ: وَهَلْ أَمْرٌ غَيْرُ هَذَا؟ "

৬৭৭ - আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, হাশিম ইবনুল কাসিম আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মাদ থেকে, অর্থাৎ ইবন তালহা থেকে, সালামা ইবন কুহাইল থেকে, তিনি বলেছেন: "যার (Dharr) ইরজা (Irjā) মতবাদ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, আর তিনিই সর্বপ্রথম এ বিষয়ে কথা বলেছেন। এরপর তিনি বলেছেন: আমি আশঙ্কা করি যে এটিকে একটি ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করা হবে। যখন তাঁর কাছে বিভিন্ন দিগন্ত থেকে পত্রাদি আসল, (সালামা) বলেছেন, আমি এরপর তাকে (যারকে) বলতে শুনেছি: এর চেয়ে ভিন্ন আর কিছু কি আছে?"

678 - كَتَبَ إِلَيَّ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كَتَبْتُ إِلَيْكَ بِخَطِّي وَخَتَمْتُ الْكِتَابَ بِخَاتَمِي وَنَقَشْتُ خَاتَمِي «اللَّهُ وَلِيُّ سَعِيدٍ» وَكَانَ خَاتَمُ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ يَذْكُرُ أَنَّ بَكْرَ بْنَ مُضَرَ، حَدَّثَهُمْ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ [ص: 330] عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْإِيمَانُ أَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ بَابًا أَرْفَعُهَا وَأَعْلَاهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ»

৬৭৮ - কুতায়বা ইবনে সাঈদ আমাকে লিখেছেন: ‘আমি নিজ হাতে আপনাকে লিখেছি এবং আমার আংটি দিয়ে চিঠিতে সীলমোহর করেছি। আর আমার আংটির নকশা হলো ‘আল্লাহ সাঈদের অভিভাবক’ (اللَّهُ وَلِيُّ سَعِيدٍ)। আর আমার পিতার আংটি (আল্লাহ তার উপর রহমত করুন) [সম্পর্কে] বর্ণিত আছে যে, বকর ইবনে মুদার তাদের কাছে উমারা ইবনে গাযিয়াহ থেকে, তিনি আবু সালিহ থেকে, তিনি আবু হুরায়রাহ (আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হোন) [পৃষ্ঠা: ৩৩০] থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ‘ঈমানের চৌষট্টিটি শাখা রয়েছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ও শ্রেষ্ঠ হলো ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) - আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই) বলা। আর সর্বনিম্ন হলো পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা।’

679 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَادٍ النَّرْسِيُّ، نَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ يَعْنِي ابْنَ بَهْدَلَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلًا، قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، دَعْنَا مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ فَإِنَّا لَا نَعْبَأُ بِهَا شَيْئًا يَعْنِي أَحَادِيثَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَحَدَّثَنَا بِشَيْرٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ، فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ»

৬৭৯ - আব্দুল আলা ইবনু হাম্মাদ আন-নারসী আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন) হাম্মাদ ইবনু সালামা (তাঁর কাছে) বর্ণনা করেছেন, তিনি আসিম (অর্থাৎ ইবনু বাহদালাহ) থেকে, তিনি শাবীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে,

এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনু আমরকে বললেন, "আমাদেরকে এই বর্ণনাগুলো থেকে অব্যাহতি দিন, কারণ আমরা এগুলোর কোনো গুরুত্ব দেই না।" (এ দ্বারা) বনী ইসরাইলের বর্ণনাগুলো বোঝানো হয়েছে। "আর আপনি আমাদেরকে এমন কিছু বর্ণনা করুন যা আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন।"

তখন তিনি (আব্দুল্লাহ ইবনু আমর) বললেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি:

“প্রকৃত মুসলিম সে-ই, যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে। আর মুহাজির সে-ই, যে আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা পরিত্যাগ করে”

(ص: 330) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

680 - حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى النَّزَّسِيُّ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطَّيِّ، أَحْسِبُهُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ جَدَّهُ، عُمَيْرَ بْنَ حَبِيبٍ قَالَ: " الْإِيمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ، فَسُئِلَ: مَا زِيَادَتُهُ وَمَا نُقْصَانُهُ؟ قَالَ: إِذَا ذَكَرْنَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَحْدَهُ وَخَشَيْنَاهُ فَتِلْكَ زِيَادَتُهُ، وَإِذَا غَفَلْنَا وَضَيَّعْنَا وَنَسِينَا فَذَلِكَ نُقْصَانُهُ "

৬৮০ - আব্দুল আলা আন-নারসি আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি হাম্মাদ ইবনু সালামা থেকে, তিনি আবু জাফার আল-খাতমী থেকে (বর্ণনা করেছেন)। আমার ধারণা, তিনি তাঁর পিতার সূত্রে (বর্ণনা করেছেন) যে, তাঁর দাদা উমাইর ইবনু হাবীব বলেছেন: "ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং হ্রাস পায়।" অতঃপর তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো: "এর বৃদ্ধি কী এবং এর হ্রাস কী?" তিনি বললেন: "যখন আমরা মহিমাম্বিত ও পরাক্রমশালী আল্লাহকে একাকী স্মরণ করি এবং তাঁকে ভয় করি, তখন সেটিই এর বৃদ্ধি। আর যখন আমরা উদাসীন হই, অবহেলা করি এবং ভুলে যাই, তখন সেটিই এর হ্রাস।"

681 - حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ: أَنَّ
[ص: 331] رَجُلًا، سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ الْإِيمَانِ فَقَالَتْ: «أَفْسِرُ أَمْ
أُجِيلُ؟» فَقَالَ: بَلْ أَجِيلِي، فَقَالَتْ: «مَنْ سَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ وَسَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ»

৬৪১ - আব্দুল আলা আমাকে বর্ণনা করেছেন, হাম্মাদ ইবনু সালামা আমাদেরকে অবহিত করেছেন, তিনি আলী ইবনু যায়িদ থেকে, তিনি উম্মু মুহাম্মাদ থেকে (বর্ণনা করেছেন) যে [পৃষ্ঠা: ৩৩১] একজন পুরুষ আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-কে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তিনি বললেন: "আমি কি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করব, নাকি সংক্ষেপে বলব?" সে বলল: "বরং আপনি সংক্ষেপে বলুন।" তখন তিনি বললেন: "যার মন্দ কাজ তাকে কষ্ট দেয় এবং যার ভালো কাজ তাকে আনন্দিত করে, সে-ই মুমিন (বিশ্বাসী)।"

682 - حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى النَّزَّيِّي، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ
عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ سَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ وَسَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ فَهُوَ
مُؤْمِنٌ»

682 - আমাকে আব্দুল আলা আন-নারসী বর্ণনা করেছেন। (তিনি বলেছেন,) হাম্মাদ ইবনু সালামাহ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুখতার থেকে, তিনি আব্দুল মালিক ইবনু উমাইর থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর থেকে, তিনি উমার ইবনুল খাতাব থেকে, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ, তাঁর উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক, বলেছেন: "যার মন্দ কাজ তাকে পীড়া দেয় এবং যার ভালো কাজ তাকে আনন্দ দেয়, সেই বিশ্বাসী।"

683 - حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ، نَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ يَعْنِي السَّلِيلِيَّ الْعَابِدَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ أَوْ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَفْضَلُهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ»

৬৪৩ - আব্দুল আলা ইবনু হাম্মাদ আন-নারসী আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, বিশর ইবনু মানসূর, অর্থাৎ আস-সালীমী আল-আবিদ, সুফিয়ান আছ-ছাওরী থেকে, তিনি সুহাইল ইবনু আবী সালিহ থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি আবু হুরায়রা (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু হুরায়রাহ বললেন: আল্লাহর রাসূল (আল্লাহ তাঁর প্রতি সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন) বলেছেন: «ঈমানের ষাটোখর্ষ বা সত্তরোখর্ষ কিছু শাখা রয়েছে। এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই বলা, আর সর্বনিম্নটি হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা। আর লজ্জা হলো ঈমানের একটি শাখা»

(ص: 331) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

684 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَفَّانُ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، نَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَفْضَلُهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ»

৬৮৪ - আমার পিতা আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, আফফান আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, হাম্মাদ ইবনু সালামাহ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, সুহাইল ইবনু আবী সালিহ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আবদ **পৃষ্ঠা: ৩৩২** আল্লাহ ইবনু দীনারের সূত্রে, আবু সালিহের সূত্রে, আবু হুরায়রাহ (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: «ঈমানের সত্তরটিরও বেশি শাখা রয়েছে, যার মধ্যে সর্বোত্তম হলো ‘আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই’, এবং সর্বনিম্ন শাখা হলো পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা, আর লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।»

685 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكِيعٌ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ»

৬৮৫ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি ওয়াকী থেকে, তিনি সুফিয়ান থেকে, তিনি সুহাইল ইবনু আবু সালিহ থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনু দিনার থেকে, তিনি আবু সালিহ থেকে, তিনি আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: "লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।"

686 - حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ الْوَاسِطِيُّ، نَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرَزِيُّ الْوَاسِطِيَّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ أَوْ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَوْ شُعْبَةً أَفْضَلُهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ»

৬৮৬ - ওয়াহব ইবনে বাকিয়াহ আল-ওয়াসিতী আমাকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (বর্ণনা করেছেন) খালিদ থেকে—অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-মুযানী আল-ওয়াসিতী থেকে। তিনি সুহাইল থেকে—অর্থাৎ আবু সালিহের পুত্র থেকে। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে দিনার থেকে। তিনি আবু সালিহ থেকে। তিনি আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: "ঈমান ষাটোখন্ড বা সত্তরোখন্ড অধ্যায় বা শাখা নিয়ে গঠিত। এর মধ্যে সর্বোত্তম হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই), এবং সর্বনিম্ন হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস অপসারণ করা। আর লজ্জা (হায়া) ঈমানের একটি শাখা।"

687 - حَدَّثَنِي أَبِي وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ، نَا مَهْدِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ [ص: 333]: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو يُعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ، وَمَالِكًا، وَسَعِيدَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، يَقُولُونَ: «لَيْسَ لِلْإِيمَانِ مُنْتَهَى هُوَ فِي زِيَادَةٍ أَبَدًا وَيُنْكِرُونَ عَلَى مَنْ يَقُولُ أَنَّهُ مُسْتَكْمَلُ الْإِيمَانِ وَأَنَّ إِيْمَانَهُ كَالِإِيمَانِ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ»

৬৪৭ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন এবং আমি তাকে এটি পড়ে শুনিয়েছি। আমাদেরকে মাহদি ইবন জাফর বর্ণনা করেছেন। আমাদেরকে ওয়ালিদ ইবন মুসলিম বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন পৃষ্ঠা: ৩৩৩: আমি আবু আমর (অর্থাৎ আওয়াঈ), মালিক এবং সাঈদ ইবন আব্দুল আযীযকে বলতে শুনেছি: "ঈমানের কোনো শেষ নেই, তা সর্বদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আর তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করেন যে বলে যে তার ঈমান পরিপূর্ণ হয়েছে এবং তার ঈমান জিবরাইল (আলাইহিস সালাম)-এর ঈমানের মতো।"

(ص: 333) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

688 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: «أَنَا أَقُولُ الْإِيمَانُ، يَتَفَاضَلُ»، وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ: «لَيْسَ هَذَا زَمَانٌ تَعْلَمُ هَذَا زَمَانٌ تَمْسُكُ» ৬৭৪ - ইয়াকুব আদ-দাওরাকী আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী বলেছেন: "আমি বলি যে, ঈমানের স্তরভেদ ঘটে।" আর আওয়াঈ বলতেন: "এটি শেখার সময় নয়, এটি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকার সময়।"

(ص: 333) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

689 - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ يُعْنِي السَّلُولِيَّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي مَسْجِدٍ فَتَذَاكَرْنَا ذَرًّا فِي حَدِيثِنَا فَنَالَ مِنْهُ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِنَّهُ لَوَادُّ لَكَ بِحُسْنِ الثَّنَاءِ إِذَا ذَكَرَكَ، فَقَالَ: أَلَا تَرَاهُ ضَالًّا كُلَّ يَوْمٍ يَطْلُبُ دِينَهُ "

৬৮৯ - আবু বকর ইবন আবি শাইবা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, ইসহাক ইবন মানসূর (অর্থাৎ আস-সালুলী) আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, মানসূর ইবন আবুল আসওয়াদ থেকে, আল-আমাশ থেকে, হাবীব থেকে। হাবীব বলেন: "আমি সাঈদ ইবন জুবাইরের কাছে একটি মসজিদে ছিলাম। আমরা আমাদের আলোচনায় যার সম্পর্কে কথা বলেছিলাম। তখন তিনি তার নিন্দা করেছিলেন। আমি বললাম: হে আবু আবদুল্লাহ! নিশ্চয়ই তিনি যখন আপনার কথা উল্লেখ করেন, তখন আপনার প্রতি উত্তম প্রশংসার সাথে ভালোবাসা প্রকাশ করেন। তখন তিনি বললেন: তুমি কি তাকে প্রতিদিন বিভ্রান্ত অবস্থায় তার দীন অন্বেষণ করতে দেখ না?"

(ص: 333) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

690 - حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، نَا أَبُو أُسَامَةَ، نَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: سَبَعْتُ ذُرًّا الْهَمْدَانِيَّ يَقُولُ: «لَقَدْ أَشْرَعْتُ رَأْيًا خِفْتُ أَنْ يُتَّخَذَ دِينًا»

৬৯০ - উসমান ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবি শায়বাহ আমার নিকট হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আবু উসামা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: সুফিয়ান আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আল-আমাশ থেকে। আল-আমাশ বলেন: আমি জার আল-হামদানিকে বলতে শুনেছি: «আমি এমন একটি মত প্রবর্তন করেছিলাম, যা ধর্ম হিসেবে গৃহীত হওয়ার আশঙ্কা করেছিলাম।»

(ص: 334) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

691 - حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي الْوَضَّاحِ، عَنِ الْعَلَاءِ يَعْني ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَى ذُرُّ الْهَمْدَانِيِّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فِي حَاجَةٍ فَقَالَ: «لَا حَتَّى تُخْبِرَنِي عَلَى أَيِّ دِينٍ أَنْتَ الْيَوْمَ أَمَا تَسْتَحْيِي مِنْ دِينٍ أَنْتَ الْكَبِيرُ مِنْهُ»

৬৯১ - আমাকে উসমান ইবনু আবি শাইবা বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে ইবনু মাহদি, মুহাম্মাদ ইবনু আবিল ওয়াদ্দাহ থেকে, তিনি আলা থেকে – অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইবনু রাফির পুত্র – তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (পিতা) বলেছেন: যার আল-হামদানি একটি প্রয়োজনে

সাইদ ইবনু জুবাইরের কাছে এসেছিলেন। তখন তিনি (সাইদ) বললেন: "না, যতক্ষণ না তুমি আমাকে জানাও যে আজ তুমি কোন মতাদর্শে (দীন) আছো। তুমি কি এমন এক মতাদর্শ (দীন) অবলম্বন করতে লজ্জা পাও না, যার চেয়ে তুমি বয়সে বড়?"

(ص: 334) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

692 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيِّ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ شُعْبَةَ: قَالَ لِشَرِيكِ كَيْفَ لَا تُجِيرُ شَهَادَةَ الْمُرْجَةِ؟ قَالَ: «كَيْفَ أُجِيرُ شَهَادَةَ قَوْمٍ يَزْعُمُونَ أَنَّ الصَّلَاةَ لَيْسَتْ مِنَ الْإِيمَانِ»

৬৯২ - আমাকে ইয়াকুব ইবনু ইব্রাহিম আদ-দাওরাকি বর্ণনা করেছেন, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু মাহদী থেকে বর্ণনা করেছেন, যিনি বলেছেন: আমার কাছে পৌঁছেছে যে, শু'বাহ শারীককে বলেছিলেন: আপনি কীভাবে মুরজিয়াদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন না? শারীক বললেন: “আমি কীভাবে এমন একদল লোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করব, যারা দাবি করে যে, সালাত (নামাজ) ঈমানের অংশ নয়?”

(ص: 334) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

693 - حَدَّثَنِي سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَرَوِيُّ، نَا شَرِيكِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «أُمِرْتُُمُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَكُنْ لَمْ يُزَكِّ فَلَا صَلَاةَ لَهُ»

৬৯৩ - আমাকে সুওয়াইদ ইবনু সাঈদ আল-হারাতী বর্ণনা করেছেন, তিনি শারিক থেকে, তিনি আবু ইসহাক থেকে, তিনি আবুল আহওয়াস থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: "তোমাদেরকে সালাত ও যাকাতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং যে যাকাত আদায় করে না, তার জন্য কোনো সালাত নেই।"

(ص: 334) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

694 - حَدَّثَنِي سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ وَهُوَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُفَرِّجِيُّ عَنْ ابْنِ لَهِيْعَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَفَضَّلُ بِالْإِيمَانِ كَمَا يَتَفَضَّلُ ثَوْبُ الْمَرْأَةِ»

৬৯৪ - সুওয়াইদ ইবনে সাঈদ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ — আর তিনি হলেন আবু আবদুর রহমান আল-মুকরী — থেকে, তিনি ইবনে লাহীআহ থেকে, তিনি বকর ইবনে আমর ইবনে উকবাহ ইবনে আমির থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: «নিশ্চয়ই একজন পুরুষ ঈমানের দ্বারা মহিমাম্বিত হন, যেমন নারীর পোশাক অতিরিক্ত বস্ত্রের কারণে শোভা পায়।»

(ص: 335) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

695 - حَدَّثَنِي سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «الْإِيمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ»

৬৯৫ - সুওয়াইদ ইবনু সাঈদ আমাকে হাদিস শুনিয়েছেন, ইয়াহইয়া ইবনু সুলাইম থেকে, তিনি ইবনু মুজাহিদ থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (পিতা) বলেছেন: “ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং হ্রাস পায়।”

(ص: 335) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

696 - حَدَّثَنِي سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَجْلَحِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ، يَقُولُ لِدَرٍّ: «وَيْحَكَ يَا ذَرُّ مَا هَذَا الدِّينُ الَّذِي جِئْتُ بِهِ؟» قَالَ ذَرٌّ: مَا هُوَ إِلَّا رَأْيِي رَأْيَتُهُ، قَالَ: ثُمَّ سَمِعْتُ ذَرًّا يَقُولُ: إِنَّهُ لَدَيْنِ اللَّهِ عِزِّ وَجَلِّ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ نُوْحًا عَلَيْهِ السَّلَامُ

৬৯৬ - সুওয়াইদ ইবনে সাঈদ আমাকে বর্ণনা করেছেন, হাফস ইবনে গিয়াস এবং আবদুল্লাহ ইবনুল আজলাহ আমাদেরকে বলেছেন, আল-হাসান ইবনে উবাইদুল্লাহ থেকে, তিনি বলেছেন: আমি ইবরাহিমকে ধারকে বলতে শুনেছি: "আফসোস তোমার জন্য, হে ধার! তুমি যে দ্বীন নিয়ে

এসেছ, তা কী?" ধার বললেন: "এটা তো আমার দেখা একটি মত ছাড়া আর কিছু নয়।" তিনি (বর্ণনাকারী) বলেছেন: অতঃপর আমি ধারকে বলতে শুনেছি: "নিশ্চয়ই এটি মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর দীন, যা দিয়ে আল্লাহ নূহ (আলাইহিস সালাম)-কে পাঠিয়েছিলেন।"

(ص: 335) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

697 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ الْحَمِيدِ يَقُولُ: «الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ»، وَكَانَ الْأَعْمَشُ وَمَنْصُورٌ وَمُغِيرَةُ وَلَيْثٌ وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ وَعُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ وَالْعَلَاءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَابْنُ شُبْرُمَةَ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو يَحْيَى صَاحِبُ الْحَسَنِ وَحَمَزَةُ الزَّيَّاتُ يَقُولُونَ: «نَحْنُ مُؤْمِنُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَيَعْيِبُونَ عَلَى مَنْ لَا يَسْتَثْنِي»

697 - আমার পিতা আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। আলী ইবনু বাহর আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আলী ইবনু বাহর) বলেন যে, আমি জারীর ইবনু আবদিল হামিদকে বলতে শুনেছি: “ঈমান হলো কথা ও কাজ।” আর আমাশ, মানসূর, মুগীরাহ, লাইস, আতা ইবনুস সাইব, ইসমাইল ইবনু আবী খালিদ, উমারাহ ইবনুল ক্বাকা, আলা ইবনুল মুসায়্যিব, ইবনু শুবরমাহ, সুফইয়ান সাওরী, আবুল ইয়াহইয়া সাহিবুল হাসান এবং হামযাহ আয-যাইয়াত বলতেন: “আমরা মুমিন, যদি আল্লাহ চান (ইন শা আল্লাহ)। এবং যারা (ঈমানের বিষয়ে যদি আল্লাহ চান বলে) ব্যতিক্রম করত না, তারা তাদের দোষারোপ করতেন।”

(ص: 335) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

698 - حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ خَالِدٍ أَبُو بَكْرٍ الْبُلْخِيُّ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، سَمِعْتُ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هَنْدٍ، يَقُولُ: " الْإِسْلَامُ: الْإِقْرَارُ، وَالْإِيمَانُ: التَّصْدِيقُ "

৬৯৮ - আমাদের কাছে হাদিস বর্ণনা করেছেন লাইস ইবনু খালিদ আবু বকর আল-বালখী, যিনি হাম্মাদ ইবনু যায়দ থেকে (বর্ণনা করেছেন)। (হাম্মাদ ইবনু যায়দ বলেন,) আমি দাউদ ইবনু আবি হিন্দকে বলতে শুনেছি: "ইসলাম হলো স্বীকারোক্তি (الإقرار), আর ঈমান হলো সত্যায়ন (التصديق)।"

699 - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ الْكَزْخِيُّ، سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ، يَقُولُ: «الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ»

699 - ইবরাহীম ইবন দীনার আল-কারখী আমাকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি খালিদ ইবনুল হারিসকে বলতে শুনেছি যে, "ঈমান হলো কথা ও কর্ম, যা বাড়ে ও কমে।"

700 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ إِدْرِيسَ وَجَرِيرًا وَوَكَيْعًا فَقَالُوا: «الْإِيمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ»

৭০০ - আমাদের নিকট উসমান ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবী শাইবা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি ইবন ইদরিস, জারীর ও ওয়াকীকে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তাঁরা বললেন: "ঈমান বৃদ্ধি পায় ও হ্রাস পায়।"

701 - حَدَّثَنِي أَبُو عُمَرَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رِزْمَةَ، سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ: يَا مَعْشَرَ الْمُرْجَةِ، قَالَ: «رَمَيْتَنِي بِهَوًى مِنَ الْأَهْوَاءِ»

701 - আবু উমার এবং মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল আযীয ইবনু আবী রিয়মাহ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আমি আলী ইবনুল হাসান ইবনু শাকীককে বলতে শুনেছি: এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাককে বললেন, “হে মুরজিয়া সম্প্রদায়!” তিনি বললেন, “তুমি আমাকে ভ্রান্ত মতবাদসমূহের (আহওয়া) কোনো এক মতবাদের সঙ্গে অভিযুক্ত করেছ।”

702 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَيَّارٍ، مِنْ أَهْلِ مَرْوَ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سُلَيْمٍ، يَقُولُ: قَالَ لِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: «الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ» [ص: 337] وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ: «لَا يَصْلُحُ قَوْلٌ إِلَّا بِعَمَلٍ» وَقَالَ لِي فَضِيلُ بْنُ عِيَّاضٍ: «لَا يَصْلُحُ قَوْلٌ إِلَّا بِعَمَلٍ» وَقَالَ لِي ابْنُ جُرَيْجٍ: «الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ»

৭০২ - আবদুল্লাহ ইবনে সায্যার, যিনি মারভের অধিবাসী, আমাদের কাছে বর্ণনা করে বলেছেন: আমি ইয়াহইয়া ইবনে সুলাইমকে বলতে শুনেছি যে, মালিক ইবনে আনাস আমাকে বলেছেন: «ঈমান হলো কথা ও কাজ»। পৃ: ৩৩৭ এবং মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম আত-তায়েফী বলেছেন: «কোনো উক্তিই আমল ব্যতীত সঠিক হয় না»। আর ফুযাইল ইবনে আইয়াদ আমাকে বলেছেন: «কোনো উক্তিই আমল ব্যতীত সঠিক হয় না»। এবং ইবনে জুরেইজ আমাকে বলেছেন: «ঈমান হলো কথা ও কাজ»।

(ص: 337) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

703 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَيَّارٍ، سَمِعْتُ يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمٍ، يَقُولُ: قَالَ لِي سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: «لَا يَصْلُحُ قَوْلٌ إِلَّا بِعَمَلٍ»

৭০৩ - আবদুল্লাহ ইবনু সায্যার আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আমি ইয়াহইয়াকে – অর্থাৎ ইবনু সুলাইমকে – বলতে শুনেছি যে, সুফিয়ান সাওরী আমাকে বলেছেন: “কোনো কথা কর্ম (আমল) ব্যতীত সঠিক বা যথার্থ হয় না।”

(ص: 337) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

704 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ، أَنَا أَبُو الْمَلِيحِ، قَالَ: "سُئِلَ مَيْمُونٌ يَعْنِي ابْنَ مِهْرَانَ عَنْ كَلَامِ الْمُزَجَّةِ، فَقَالَ: أَنَا أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ"

704 - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে মায়মুন আর-রাব্বী আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আবুল মালিহ আমাদেরকে জানিয়েছেন। তিনি বলেন: মায়মুনকে, অর্থাৎ

ইবনে মিহরানকে, মুরজিয়াদের (আল-মুরজিআহ) মতবাদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল।
তখন তিনি বললেন: "আমি এসবের উর্ধ্বে।"

(ص: 337) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

705 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، مِنْ أَهْلِ مَرَوْ، أَنَا بَقِيَّةُ، نَا مُوسَى بْنُ أَعِينِ
الْجَزْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْكَرِيمِ بْنَ مَالِكِ الْجَزْرِيِّ، وَخُصَيْفَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،
يَقُولَانِ: «الْإِيمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ»

705 -

আমাদের কাছে আবদাহ বিন আবদুর রহীম, যিনি মার্ভের অধিবাসী, বর্ণনা করেছেন। বাকিয়্যাহ
আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। মুসা বিন আয়ান আল-জায়ারী আমাদের কাছে বর্ণনা
করেছেন। তিনি (মুসা) বলেছেন: আমি আবদুল কারীম বিন মালিক আল-জায়ারী এবং খুসাইফ
বিন আবদুর রহমান-কে বলতে শুনেছি, তারা উভয়ে বলেছেন: «ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং হ্রাস
পায়»।

(ص: 337) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

706 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ الْخَضْرَمِيُّ سَجَّادُهُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ، عَنْ مُسْلِمٍ
الْمَلَايِي، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «الْخَوَارِجُ أَعْدَرُ عِنْدِي مِنَ الْمُرْجَةِ»

৭০৬ - আমাদের নিকট হাসান ইবন হাম্মাদ আল-হাদরামি সাজ্জাদাহ বর্ণনা করেছেন, (তিনি
বলেন) মুহাম্মাদ ইবন ফুযাইল, মুসলিম আল-মুলাই-এর সূত্রে, ইবরাহিম থেকে বর্ণনা করেছেন
যে, তিনি বলেছেন: «আমার কাছে খাওয়ারিজ (الخوارج) সম্প্রদায় মুরজিয়া (المرجئة)
সম্প্রদায়ের চেয়ে অধিকতর অজুহাতযোগ্য»

(ص: 338) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

707 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ جَعْفَرِ الْأَحْمَرِ، قَالَ: قَالَ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَبِرِ - فِي شَيْءٍ -: «لَا أَقُولُ كَمَا قَالَتِ الْمُرْجئةُ الضَّالَّةُ الْمُبتَدِعةُ»

৭০৭ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনে নুমাইর আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, জাফর আল-আহমার থেকে, তিনি (জাফর) বললেন: মানসুর ইবনুল মুতামির - কোনো এক প্রসঙ্গে - বলেছেন: "আমি তেমন কথা বলি না, যেমন ভ্রান্ত, বিদআতী মুরজিয়ারা বলেছে।"

(ص: 338) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

708 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنِي حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «مَثَلُ الْمُرْجئةِ مَثَلُ الصَّابِئِينَ»

৭০৮ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন) আব্দুর রহমান ইবনে মাহদি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, হাম্মাদ ইবনে সালামা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আতা ইবনে সাইব থেকে, তিনি সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে। তিনি (সাঈদ ইবনে জুবাইর) বলেছেন: "মুরজিয়া (الْمُرْجئة) সম্প্রদায়ের উপমা হলো সাবিয়ান (الصَّابِئِينَ) সম্প্রদায়ের উপমার মতো।"

(ص: 338) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

709 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، سَمِعْتُ سُفْيَانَ، يَقُولُ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «تَرَكْتُ الْمُرْجئةَ الدِّينَ أَرْقَ مِنْ ثَوْبٍ سَابِرِيٍّ»

709 - বর্ণনা করেছেন আমার পিতা, তিনি বলেন: মুয়াম্মাল ইবনে ইসমাইল আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আমি সুফিয়ানকে বলতে শুনেছি যে, ইবরাহীম বলেছেন: "মুরজিয়াগণ দ্বীনকে (ধর্ম) এমন অবস্থায় ছেড়েছে যা সাবিরী বস্ত্রের চেয়েও সূক্ষ্ম।"

(ص: 338) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

710 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، نَا ابْنُ نُمَيْرٍ، سَمِعْتُ سُفْيَانَ: وَذَكَرَ الْمُرْجَةَ، قَالَ: «رَأَيْتُ مُحَدَّثًا أَذْرَكُنَا النَّاسَ عَلَى غَيْرِهِ»

৭১০ - আমাকে আমার পিতা বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন, ইবনু নুমাইর আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আমি সুফিয়ানকে বলতে শুনেছি: এবং তিনি মুরজিয়াদের (المرجئة) উল্লেখ করে বললেন: "এটি একটি নব-উদ্ভাবিত মত (رَأَيْتُ مُحَدَّثًا); আমরা মানুষকে এর ভিন্ন অবস্থায় পেয়েছিলাম।"

(ص: 338) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

711 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّورَقِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، نَا سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي وَائِلٍ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: «مَنْ شَهِدَ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَلْيُشْهَدْ أَنَّهُ فِي الْجَنَّةِ؟» قَالَ: نَعَمْ

711 - আমাকে ইয়াকুব ইবনে ইব্রাহিম আদ-দাওরাকি বর্ণনা করেছেন, আব্দুর রহমান ইবনে মাহদি আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, মুগীরা থেকে। তিনি (মুগীরা) বলেছেন: এক ব্যক্তি আবু ওয়াইলকে বললেন, "আমি ইবনে মাসউদকে বলতে শুনেছি: যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে সে মুমিন, সে যেন সাক্ষ্য দেয় যে সে জান্নাতে?" তিনি (আবু ওয়াইল) বললেন: হ্যাঁ।

(ص: 338) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

712 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لَوْيْنُ الْأَسَدِيُّ، قَالَ: قِيلَ لِسُفْيَانَ: رَجُلٌ يَقُولُ [ص: 339] «مُؤْمِنٌ أَنْتَ؟ قَالَ: «مَا أَشْكُ فِي إِيْمَانِي وَسُؤَالِكَ إِيْيَايَ بِدَعَاةٍ مَا أَذْرِي مَا أَنَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ شَقِيٌّ أَوْ مَقْبُولُ الْعَمَلِ أَوْ لَا؟»

712 - মুহাম্মাদ ইবনে সুলাইমান লুওয়াইন আল-আসাদী আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: [পৃষ্ঠা: ৩৩৯] "আপনি কি মুমিন (বিশ্বাসী)?" তিনি বললেন: «আমি আমার ঈমান (বিশ্বাসে) কোনো সন্দেহ করি না। আর আমাকে আপনার

এই প্রশ্ন করাটি বিদআত (ধর্মীয় উদ্ভাবন)। আমি জানি না মহান ও প্রতাপশালী আল্লাহর কাছে আমার অবস্থান কী — আমি কি হতভাগ্য, নাকি আমার আমল (কর্ম) কবুল (গৃহীত) হয়েছে, নাকি হয়নি?»

(ص: 339) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

713 - حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا عُمَرُ يَعْنِي ابْنَ عُبَيْدِ الطَّنَافِيسِيِّ، عَنْ أَبِي حَزْرَةَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَمْؤُمِنْ أَنْتَ؟ قَالَ: «مَا أَشْكُ فِي إِيْمَانِي وَسُؤَالِكَ إِيْيَايَ عَنْ هَذَا بِدْعَةٌ»

713 - সুওয়াইদ ইবনে সাঈদ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, উমার – অর্থাৎ ইবনে উবাইদ আত-তানাকিসী – আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আবু হামযার সূত্রে। তিনি (আবু হামযা) বলেন: একজন লোক ইবরাহীম নাখাঈকে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কি মুমিন (বিশ্বাসী)?" তিনি (ইবরাহীম নাখাঈ) বললেন, "আমি আমার ঈমান (বিশ্বাস)-এ কোনো সন্দেহ করি না, আর এ বিষয়ে আমাকে আপনার প্রশ্ন করা একটি বিদআত (ধর্মীয় বিষয়ে নবপ্রবর্তিত বিষয়)।"

(ص: 339) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

714 - حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا رَوَّادُ أَبُو عِصَامٍ، عَنِ الْعَزْزَمِيِّ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ قَتَادَةَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ: يَا أَبَا الْخَطَّابِ أَمْؤُمِنْ أَنْتَ؟ قَالَ: «مُؤْمِنٌ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»

৭১৪ - সুওয়াইদ ইবনে সাঈদ আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি রাওওয়াদ আবু ইসাম থেকে, তিনি আল-আরযামী থেকে [বর্ণনা করেছেন]। আল-আরযামী বলেন: আমি কাতাদাহর কাছে ছিলাম, তখন আবু হানিফা তাঁর কাছে প্রবেশ করলেন। অতঃপর [আবু হানিফা] বললেন: হে আবুল খাত্তাব, আপনি কি মুমিন (বিশ্বাসী)? [কাতাদাহ] বললেন: "আমি আল্লাহ, পরাক্রমশালী ও মহিমান্বিতের প্রতি বিশ্বাসী।"

(ص: 339) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

715 - حَدَّثَنِي سُوَيْدٌ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الْأَبْرَشُ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ يَغْنِي ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَرِيحٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَأَنْ أَرَى فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ نَارًا تَضْطَرُّمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَرَى بِدْعَةً لَا تُغَيَّرُ»

715 - সুওয়াইদ আমাকে বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন,) মুহাম্মদ ইবনে হারব আল-আবরাশ আমাকে বর্ণনা করেছেন, আবু বকর (অর্থাৎ ইবনে আবী মারইয়াম) থেকে, তিনি ইয়াযিদ ইবনে শুরাইহ থেকে, তিনি আবু ইদ্রিস আল-খাওলানি থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলতেন: "আমার কাছে মসজিদের এক কোণে আগুন জ্বলতে দেখা, এমন কোনো বিদআত (ধর্মীয় বিষয়ে নব্যপ্রথা) দেখার চেয়ে অধিক প্রিয় যা পরিবর্তিত হয় না।"

(ص: 340) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَيَّارٍ، مِنْ أَهْلِ مَرْوَ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سُلَيْمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ هِشَامَ بْنَ حَسَّانَ مَا كَانَ يَقُولُ الْحَسَنُ فِي الْإِيمَانِ؟ قَالَ: " كَانَ يَقُولُ: الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ "

মারভের অধিবাসী আব্দুল্লাহ ইবনে সায্যার আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: আমি ইয়াহইয়া ইবনে সুলাইমকে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন: আমি হিশাম ইবনে হাসসানকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, হাসান (আল-বাসরী) ঈমান সম্পর্কে কী বলতেন? তিনি (হিশাম) বললেন: তিনি (হাসান) বলতেন: 'ঈমান হলো উক্তি ও কর্ম।'

(ص: 340) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

قَالَ يَحْيَى: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: «لَا يَصْلُحُ قَوْلٌ إِلَّا بِعَمَلٍ»

ইয়াহিয়া বলেছেন: মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে উসমান ইবনে আফফান বলেছেন: "কথা কর্ম ছাড়া ফলপ্রসূ হয় না।"

(ص: 340) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

717 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيِّ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: "سُئِلَ الرَّجُلُ: مُؤْمِنٌ أَنْتَ؟ بِدْعَةٌ"

717 - ইয়াকুব ইবনে ইব্রাহিম আদ-দাউরাকি আমাকে বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন) আব্দুর রহমান ইবনে মাহদি আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন) আল-হাসান ইবনে আইয়াশ আমাকে বর্ণনা করেছেন, (তিনি) মুগিরাহ থেকে, (এবং তিনি) ইব্রাহিম থেকে বর্ণনা করেছেন। ইব্রাহিম বলেছেন: "কোনো ব্যক্তিকে প্রশ্ন করা যে, তুমি কি মুমিন (বিশ্বাসী)? এটি বিদআত।"

(ص: 340) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

718 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيِّ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: "إِذَا قِيلَ لَكَ أَمُومِنٌ أَنْتَ؟ فَقُلْ: أَرْجُو"

718 - আমার নিকট ইয়াকুব ইবনে ইব্রাহিম আদ-দাওরাকী বর্ণনা করেছেন, তিনি আব্দুর রহমান থেকে, তিনি সুফিয়ান থেকে, তিনি হাসান ইবনে উবায়দিল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। হাসান ইবনে উবায়দিল্লাহ বলেছেন: ইব্রাহিম বলেছেন: "যদি আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, আপনি কি মুমিন?, তাহলে বলুন: আমি আশা করি।"

(ص: 340) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

719 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " قَالَ رَجُلٌ لِعَلْقَمَةَ أُمِّمِنْ أَنْتَ، قَالَ: أَرْجُو "

৭১৯ - ইয়াকুব আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি আব্দুর রহমান থেকে, আব্দুর রহমান সুফিয়ান থেকে, সুফিয়ান আমাশ থেকে এবং আমাশ ইব্রাহীম থেকে বর্ণনা করেছেন। ইব্রাহীম বলেছেন: "একজন ব্যক্তি আলকামা-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি একজন মুমিন? তিনি (আলকামা) বললেন, আমি আশা করি।"

(ص: 341) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

720 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعَلْقَمَةَ: مُؤْمِنْ أَنْتَ؟ قَالَ: «أَرْجُو إِنْ شَاءَ اللَّهُ»

৭২০ - ইয়াকুব আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, আব্দুর রহমান ইসরাইল থেকে, মানসুর থেকে, এবং ইব্রাহীম থেকে বর্ণনা করেছেন। ইব্রাহীম বলেন: একজন ব্যক্তি আলকামাকে জিজ্ঞাসা করলেন: "আপনি কি মুমিন?" তিনি বললেন: "আমি আশা করি, যদি আল্লাহ চান।"

(ص: 341) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

721 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، نَا سُفْيَانُ عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَيِّ وَائِلٍ: سَبَعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: «مَنْ شَهِدَ أَنَّهُ مُؤْمِنْ فَلْيَشْهَدْ أَنَّهُ فِي الْجَنَّةِ» قَالَ: نَعَمْ

৭২১ - ইয়াকুব আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন, আবদুর রহমান আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান আমাদের নিকট মুগীরা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি (মুগীরা) বললেন: একজন ব্যক্তি আবু ওয়াইলকে জিজ্ঞাসা করলেন: আমি ইবনে মাসউদকে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে সে মুমিন, সে যেন সাক্ষ্য দেয় যে সে জান্নাতে যাবে।" তিনি (আবু ওয়াইল) বললেন: হ্যাঁ।

(ص: 341) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

722 - حَدَّثَنِي مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، نَا زَكَرِيَّا بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الصُّهْبَانِيُّ أَبُو يَحْيَى النَّخَعِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " مَا أَعْلَمُ قَوْمًا أَحَقَّ فِي رَأْيِهِمْ مِنْ هَذِهِ الْمُرْجَةِ لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ: مُؤْمِنٌ ضَالٌّ وَمُؤْمِنٌ فَاسِقٌ "

৭২২ - মানসূর ইবনু আবু মুযাহিম আমাকে বর্ণনা করেছেন, [তিনি বলেছেন যে] যাকারিয়া ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াযিদ আস-সুহবানি, আবু ইয়াহইয়া আন-নাখায়ি তাঁর পিতা থেকে, তিনি ইবরাহিম (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবরাহিম (রহ.) বলেছেন: "আমি এই মুরজিয়া (আল-মুরজিআহ) সম্প্রদায়ের চেয়ে তাদের মতামতের দিক থেকে অধিক নির্বোধ আর কোনো সম্প্রদায়কে জানি না। কারণ তারা বলে: পথভ্রষ্ট মুমিন এবং ফাসিক মুমিন।"

(ص: 341) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

723 - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ أَبُو عَلِيٍّ سَجَّادٌ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ عُتَيْبَةَ بْنِ النَّهَّاسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ: «الْمُرْجَةُ يَهُودُ الْقِبْلَةِ»

৭২৩ - আমাদের কাছে হাসান ইবন হাম্মাদ, আবু আলী সাজ্জাদা, বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মাদ ইবন ফুযাইল থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি মুগীরাহ ইবন উতাইবাহ ইবন আন-নাহহাস থেকে, তিনি সাঈদ ইবন জুবাইর থেকে। সাঈদ ইবন জুবাইর বলেছেন: "আল-মুরজিয়া (المرجئة) হলো কিবলার ইহুদি।"

(ص: 342) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

724 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنُ حَسَّانَ بْنِ طَرِيفٍ، مِنْ أَهْلِ مَرْوَ، نَا بَقِيَّةُ، نَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ الْجَزَرِيُّ، سَمِعْتُ عَبْدَ الْكَرِيمِ بْنَ مَالِكٍ الْجَزَرِيَّ، وَخَصِيفَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يَقُولَانِ: «الْإِيمَانُ يَزْدَادُ وَيَنْقُصُ»

৭২৪ - আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন আবদাহ ইবনে আবদ আল-রাহিম ইবনে হাসান ইবনে তারিফ, মারওয়ার অধিবাসী। আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন বাকিয়াহ। আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন মুসা ইবনে আইয়ান আল-জাজারি, তিনি বলেছেন: আমি আবদ আল-কারিম ইবনে মালিক আল-জাজারি এবং খুসাইফ ইবনে আবদ আল-রাহমানকে বলতে শুনেছি: "ঈমান বৃদ্ধি পায় ও হ্রাস পায়।"

(ص: 342) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

725 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ الْأَسَدِيُّ لَوْيْنٌ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ فَضْلِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: "الْإِيمَانُ مَقْصُورٌ فِي الْإِسْلَامِ، ثُمَّ خَطَّ هَكَذَا حَدًّا أَرَانَا حَمَّادٌ دَوْرَ دَائِرَةٍ، وَقَالَ: هَكَذَا الْإِسْلَامُ، ثُمَّ دَوْرَ دَائِرَةٍ صَغِيرَةٍ، فَقَالَ: هَذَا الْإِيمَانُ فِي تَفْسِيرِ الْحَدِيثِ «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَإِذَا زَنَى خَرَجَ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَى الْإِسْلَامِ»

৭২৫ - মুহাম্মাদ ইবনে সুলাইমান ইবনে হাবিব আল-আসাদী লুওয়াইন আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। (তিনি বলেন,) হাম্মাদ ইবনে যায়দ তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি জারীর ইবনে হাযিম থেকে, তিনি ফাদল ইবনে ইয়াসার থেকে, তিনি আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইবনে আলী থেকে। আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইবনে আলী বলেছেন: "ঈমান ইসলামের মধ্যে সীমিত।" এরপর তিনি (আবু জা'ফর) এমনভাবে একটি রেখা টানলেন—যেমনটি হাম্মাদ আমাদের একটি বৃত্তের পরিধি এঁকে দেখিয়েছেন—এবং বললেন: "এটাই ইসলাম।" এরপর তিনি একটি ছোট বৃত্ত আঁকলেন এবং বললেন: "এটাই ঈমান।" এই ব্যাখ্যাটি এই হাদীসের সাথে সম্পর্কিত: «যখন কোনো ব্যক্তি ব্যভিচার করে, তখন সে মুমিন অবস্থায় থাকে না। যখন সে ব্যভিচার করে, তখন সে ঈমান থেকে বেরিয়ে ইসলামে থাকে।»

(ص: 342) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

726 - حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَبْلَ سَنَةِ ثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ نَا عَبْدُ [ص: 343] الرَّزَّاقِ، قَالَ: كَانَ مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَالثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ

يَقُولُونَ: «الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ». قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، " وَأَنَا أَقُولُ ذَلِكَ: الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَالْإِيمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ فَإِنْ خَالَفْتُهُمْ فَقَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ "

৭২৬ - আবু আব্দুর রহমান সালামা ইবনে শাবীব আমাকে দুশো ত্রিশ হিজরির পূর্বে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আব্দুর [পৃষ্ঠা: ৩৪৩] রাজ্জাক বলেন: আমার, ইবনে জুরাইজ, সাওরী, মালিক এবং ইবনে উইয়াইনাহ বলতেন: "ঈমান হলো কথা ও কাজ, তা বাড়ে ও কমে।" আব্দুর রাজ্জাক বলেন, "এবং আমিও তা-ই বলি: ঈমান হলো কথা ও কাজ এবং ঈমান বাড়ে ও কমে। যদি আমি তাদের বিরোধিতা করি, তবে আমি পথভ্রষ্ট হয়ে যাবো এবং আমি হেদায়েতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবো না।"

(ص: 343) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

727 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، نَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْأَشْعَثِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْفُضَيْلَ يَعْنِي ابْنَ عِيَّاضٍ، يَقُولُ: «يَا سَفِيهَ مَا أَجْهَلَكَ، أَلَا تَرْضَى أَنْ تَقُولَ أَنَا مُؤْمِنٌ حَتَّى تَقُولَ أَنَا مُسْتَكْبِلُ الْإِيمَانِ؟ لَا وَاللَّهِ لَا يَسْتَكْبِلُ الْعَبْدُ حَتَّى يُؤَدِّيَ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَجْتَنِبَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَرْضَى بِمَا قَسَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ ثُمَّ يَخَافُ مَعَ ذَلِكَ أَنْ لَا يُقْبَلَ مِنْهُ»

৭২৭ - মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে আল-হাসান ইবনে শাকীক আবু আব্দুল্লাহ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আবু ইসহাক ইব্রাহিম ইবনে আল-আশআথ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি ফুয়ায়েল—অর্থাৎ ইবনে ইয়াদকে—বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: "হে নির্বোধ, তুমি কতই না অজ্ঞ! তুমি কি শুধু আমি মুমিন (বিশ্বাসী) একথা বলতে সন্তুষ্ট নও, যতক্ষণ না তুমি বলো আমি পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার (আমার ঈমান পরিপূর্ণ)? না, আল্লাহর কসম! কোনো বান্দা পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না সে আল্লাহ তার উপর যা ফরয (আবশ্যিক) করেছেন তা পালন করে, আল্লাহ যা হারাম (নিষিদ্ধ) করেছেন তা বর্জন করে এবং আল্লাহ তাআলা তাকে যা বণ্টন (বরাদ্দ) করেছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকে। এরপরও সে ভয় করে যে, সম্ভবত তার (আমল) গৃহীত হবে না।"

728 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ الدَّوْرَقِيِّ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، نَا سُفْيَانُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا قِيلَ لَكَ مُؤْمِنٌ أَنْتَ؟ فَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»

৭২৮ - ইয়াকুব ইবনুদ দাওরাকি আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন। আব্দুর রহমান আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন। সুফিয়ান আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন। তিনি হাসান ইবন আমর থেকে, তিনি ইবরাহিম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (ইবরাহিম) বলেছেন: "যখন তোমাকে বলা হয়, 'তুমি কি মুমিন (বিশ্বাসী)?' তখন বলো, 'আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য (ইলাহ) নেই।'"

729 - حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، نَا فَرْجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ [ص: 344] لُقْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «مَا الْإِيمَانُ إِلَّا كَقَبِيصٍ أَحَدِكُمْ يَخْلَعُهُ مَرَّةً وَيَلْبَسُهُ أُخْرَى وَاللَّهِ مَا آمَنَ عَبْدٌ عَلَى إِيْمَانِهِ إِلَّا سُلِبَتْهُ فَوْجَدَ فَقَدَهُ»

৭২৯ - সুওয়াইদ ইবনে সাঈদ আমাকে বর্ণনা করেছেন। রিশদীন ইবনে সাদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, ফারাজ ইবনে ফাদালা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি পৃষ্ঠা: ৩৪৪ লুকমান ইবনে আমির থেকে, তিনি আবু দারদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু দারদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: "ঈমান তো তোমাদের কারো পোশাকের মতোই, যা সে একবার খুলে ফেলে আবার পরে নেয়। আল্লাহর কসম! কোনো বান্দা তার ঈমানের ব্যাপারে নিশ্চিত থাকেনি, যতক্ষণ না তা তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে এবং সে তার অভাব অনুভব করেছে।"

730 - حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، عَنِ الْمُقْبِرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "إِذَا أَتَى الرَّجُلُ

الْمَرْأَةُ حَرَامًا فَارْقَهُ الْإِيمَانُ هَكَذَا وَوَضَعَ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَوَصَفَهَا بِبَيْدِهِ ثُمَّ
فَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَلِيلًا، ثُمَّ قَالَ: يُفَارِقُهُ الْإِيمَانُ هَكَذَا فَإِذَا فَرَّغَ رَاجَعَهُ الْإِيمَانُ وَرَدَّ
إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى "

৭৩০ - সুওয়াইদ ইবনু সাঈদ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি (বলেন) আমাদেরকে রাশদীন ইবনু সাঈদ বর্ণনা করেছেন, ইয়াযীদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু উসামাহ ইবনুল হাদী থেকে, তিনি মাকবুরী থেকে, তিনি আবু হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবু হুরায়রাহ) বলেন: "যখন কোনো পুরুষ কোনো নারীর নিকট অবৈধভাবে গমন করে, তখন ঈমান তার থেকে এভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।" – এই বলে তিনি (আবু হুরায়রাহ) তাঁর এক হাত অন্য হাতের উপর রাখলেন এবং হাত দিয়ে তা বর্ণনা করলেন। "তারপর তিনি উভয় হাতকে সামান্য আলাদা করলেন এবং বললেন: ঈমান তার থেকে এভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অতঃপর যখন সে (অবৈধ কাজ) থেকে অবসর হয়, তখন ঈমান তার কাছে ফিরে আসে।" – এই বলে তিনি তাঁর এক হাত অন্য হাতের উপর রাখলেন।

(ص: 345) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

731 - حَدَّثَنِي سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مُجَاهِدٍ،
قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فَجَاءَ ابْنُهُ يَعْقُوبُ، فَقَالَ: يَا أَبَتَاهُ إِنَّ أَصْحَابًا لَنَا
يَزْعُمُونَ أَنَّ إِيْمَانَهُمْ كِإِيْمَانِ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ: «يَا بُنَيَّ كَذَبُوا لَيْسَ إِيْمَانُ
مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كِإِيْمَانِ مَنْ عَصَى اللَّهَ تَعَالَى»

৭৩১ - সুওয়াইদ ইবনে সাঈদ আমাকে বর্ণনা করেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাইমুন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি ইবনে মুজাহিদকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: আমি আতা ইবনে আবি রাবাহের নিকট ছিলাম। তখন তাঁর পুত্র ইয়াকুব এলেন এবং বললেন: “হে আমার আব্বা! আমাদের কিছু সঙ্গী দাবি করে যে, তাদের ঈমান জিবরীল (আলাইহিস সালাম)-এর ঈমানের মতো।” তখন তিনি বললেন: “হে বৎস! তারা মিথ্যা বলেছে। যে ব্যক্তি আল্লাহ মহিমান্বিত ও প্রতাপশালীর আনুগত্য করে, তার ঈমান তার মতো নয় যে আল্লাহ সুমহান সত্তার অবাধ্য হয়।”

(ص: 345) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

732 - حَدَّثَنِي سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَرَوِيُّ، نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الشَّرِكِ تَرْكُ الصَّلَاةِ فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ»

732 - সুওয়াইদ ইবনু সাঈদ আল-হারাভী আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি ওয়ালিদ ইবনু মুসলিম থেকে, তিনি আওয়াযী থেকে, তিনি ইয়াযীদ আর-রাকাশী থেকে বর্ণনা করেছেন। ইয়াযীদ আর-রাকাশী বলেন: আমি আনাস ইবনু মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “বান্দা ও শিরকের (আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন) মাঝে ব্যবধান হলো সালাত (নামাজ) ত্যাগ করা। সুতরাং যখন সে সালাত ত্যাগ করে, তখন সে শিরক করে।”

(ص: 345) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

733 - حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا مَعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، نَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، قَالَ: قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ كَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ وَقَتَادَةُ يَقُولَانِ: «لَيْسَ مِنَ الْأَهْوَاءِ شَيْءٌ أَخَوْفَ عِنْدَهُمْ عَلَى الْأُمَّةِ مِنَ الْإِزْجَاءِ»

৭৩৩ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে মুআবিয়া ইবনে আমর বর্ণনা করেছেন, আবু ইসহাক আল-ফাযারি আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: আল-আওয়াযী বলেছেন: ইয়াহইয়া ইবনে আবি কাসীর এবং কাতাদাহ উভয়ে বলতেন: "উম্মাহর জন্য ভ্রান্ত মতবাদসমূহের মধ্যে ইরজা অপেক্ষা অধিক ভীতিকর আর কিছুই তাদের নিকট ছিল না।"

(ص: 345) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

734 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا أَبُو جَعْفَرٍ السُّوَيْدِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ»

৭৩৪ - আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আবু জাফর আস-সুওয়াইদী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, ইয়াহইয়া ইবন সুলাইম থেকে, হিশাম থেকে, হাসান থেকে, তিনি বলেছেন: "ঈমান হলো কথা ও কাজ।"

(ص: 346) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

735 - حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَرَوِيُّ، قَالَ: سَأَلْنَا سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ عَنِ الْإِرْجَاءِ، فَقَالَ: يَقُولُونَ: " الْإِيمَانُ قَوْلٌ، وَنَحْنُ نَقُولُ: الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ "

735 - সুওয়াইদ ইবনে সাঈদ আল-হারাভী আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমরা সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহকে ইরজা (الإرجاء) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তখন তিনি বললেন: "তারা বলে: ঈমান হলো কেবল উক্তি, আর আমরা বলি: ঈমান হলো উক্তি ও কর্ম উভয়ই।"

(ص: 346) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

736 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، نَا أَبُو عُمَرَ يَعْنِي الضَّرِيرَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: ذَكَرَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ الْمُرْجِئَةَ، قَالَ: فَضَرَبَ لَهُمْ مَثَلًا فَقَالَ: «مَثَلُهُمْ مَثَلُ الصَّابِيِّينَ»

৭৩৬ - আমার পিতা (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) আমাকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আমার পিতা) আবু উমার – অর্থাৎ আদ-দারীর – থেকে, তিনি হাম্মাদ ইবনু সালামাহ থেকে, তিনি আতা ইবনুস সাইব থেকে বর্ণনা করেছেন। আতা ইবনুস সাইব বলেছেন: সাঈদ ইবনু জুবাইর মুরজিআহদের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, তিনি তাদের জন্য একটি উপমা পেশ করে বললেন: "তাদের উপমা হলো সাবীঈনদের উপমার মতো।"

(ص: 346) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

737 - قَرَأْتُ عَلَى أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، نَا مَهْدِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّمْلِيِّ، نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو، وَمَالِكًا، وَسَعِيدَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، يَقُولُونَ: «لَيْسَ لِلْإِيمَانِ مُنْتَهَى هُوَ فِي زِيَادَةٍ أَبَدًا وَيُنْكِرُونَ عَلَى مَنْ يَقُولُ أَنَّهُ مُسْتَكْبِلُ الْإِيمَانِ وَإِنَّ إِيْمَانَهُ كَالْإِيمَانِ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ»

৭৩৭ - আমি আমার পিতা (তাঁর উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক)-এর কাছে পাঠ করেছি। (আমার পিতা বলেছেন:) আমাদেরকে মাহদি ইবনে জাফর আর-রামলি বর্ণনা করেছেন, (তিনি) আল-ওয়ালিদ ইবনে মুসলিমের সূত্রে (এই মর্মে) বর্ণনা করেছেন। আল-ওয়ালিদ বলেছেন: আমি আবু আমর, মালিক এবং সাঈদ ইবনে আব্দুল আযীযকে বলতে শুনেছি যে তাঁরা বলেছেন: "ঈমানের কোনো চূড়ান্ত সীমা নেই; বরং তা সর্বদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। এবং তাঁরা ঐ ব্যক্তির বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করেন যে বলে যে তার ঈমান পূর্ণতা লাভ করেছে এবং তার ঈমান জিবরাইল (আ.)-এর ঈমানের মতো।"

(ص: 346) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

738 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ لَوْيْنٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ، غَيْرَ مَرَّةٍ يَقُولُ: «الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ»، قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ أَخَذْنَاهُ مِنْ قَبْلَنَا قَوْلٌ وَعَمَلٌ: وَأَنَّهُ لَا يَكُونُ قَوْلٌ إِلَّا بِعَمَلٍ "، قِيلَ لِابْنِ عُيَيْنَةَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ؟ قَالَ:؟ «فَأَيُّشِ إِذَا؟» قِيلَ لِابْنِ عُيَيْنَةَ: هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي تَرْوِيهَا فِي الرَّؤْيَةِ، قَالَ: «حَقٌّ عَلَى مَا سَمِعْنَاهَا»

738 - মুহাম্মাদ ইবনে সুলাইমান ইবনে হাবীব লুওয়াইন আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আমি ইবনে উয়াইনাকে একাধিকবার বলতে শুনেছি যে: «বিশ্বাস হলো কথা ও কাজ»। ইবনে উয়াইনা বললেন, আমরা আমাদের পূর্বসূরিদের থেকে তা গ্রহণ করেছি – (তা হলো) কথা ও কাজ। এবং কর্ম ছাড়া কোনো কথা হয় না। ইবনে উয়াইনাকে জিজ্ঞাসা করা হলো: (বিশ্বাস) কি বাড়ে ও কমে? তিনি বললেন: «তাহলে আর কী?» ইবনে উয়াইনাকে জিজ্ঞাসা করা হলো: আপনি আল্লাহর দর্শন সম্পর্কে যে হাদীসগুলো বর্ণনা করেন, (সেগুলো কেমন)? তিনি বললেন: «যেমনটি আমরা শুনেছি, তা তেমনই সত্য»

739 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لُؤْيُنْ، قَالَ: قِيلَ لِسُفْيَانَ: رَجُلٌ يَقُولُ مُؤْمِنٌ أَنْتَ؟ قَالَ: «مَا أَشْكُ فِي إِيْمَانِي وَسُؤَالِكَ إِيَّايَ بِدُعَاةٍ وَمَا أَدْرِي مَا أَنَا عِنْدَ اللَّهِ شَقِيٌّ أَوْ لَا أَوْ مَقْبُولٌ الْعَمَلِ أَوْ لَا؟»

৭৩৯ - মুহাম্মাদ ইবনু সুলায়মান লুওয়াইন আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসা করা হলো: "একজন ব্যক্তি বলে: আপনি কি মুমিন (বিশ্বাসী)?" তিনি বললেন: "আমি আমার ঈমান (বিশ্বাস) নিয়ে কোনো সন্দেহ করি না, আর তোমার আমাকে এমন প্রশ্ন করা বিদ'আত (ধর্মীয় নবপ্রবর্তন)। আর আমি জানি না যে, আল্লাহর কাছে আমি হতভাগ্য কি না, অথবা আমার আমল (কর্ম) গৃহীত হবে কি না?"

740 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: «الْإِيْمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ»

৭৪০ - মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে আল-হাসান ইবনে শাকীক আমাকে বলেছেন, তিনি বলেছেন: আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি যে, "ঈমান হলো কথা ও কাজ।"

741 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْأَشْعَثِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْفُضَيْلَ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ يَقُولُ: «الْإِيْمَانُ الْمَعْرِفَةُ بِالْقَلْبِ وَالْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَالتَّفْضِيلُ بِالْعَمَلِ»

৭৪১ - আমার নিকট মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনুল হাসান বর্ণনা করেছেন। তিনি (বললেন), ইবরাহীম ইবনুল আশআস আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি (ইবরাহীম) বলেন: আমি ফুদায়েলকে, অর্থাৎ ইবনে ইয়াযকে, বলতে শুনেছি: "ঈমান হলো হৃদয়ের পরিচিতি, জিহ্বার স্বীকৃতি এবং কর্মের মাধ্যমে উৎকর্ষ।"

742 - وَقَالَ: سَمِعْتُ الْفُضَيْلَ، يَقُولُ: " أَهْلُ الْإِرْجَاءِ يَقُولُونَ: الْإِيمَانُ قَوْلٌ بِلَا عَمَلٍ، وَتَقُولُ الْجَهْمِيَّةُ: الْإِيمَانُ الْمَعْرِفَةُ بِلَا قَوْلٍ وَلَا عَمَلٍ، وَيَقُولُ أَهْلُ السُّنَّةِ: الْإِيمَانُ الْمَعْرِفَةُ وَالْقَوْلُ وَالْعَمَلُ "

৭৪২ - এবং তিনি বলেন: আমি ফুযাইলকে বলতে শুনেছি: "মুর্জিয়াপন্থীরা (আহলুল ইরজা) বলে: ঈমান হলো কর্মবিহীন উক্তি। আর জাহমিয়াপন্থীরা (জাহমিয়াহ) বলে: ঈমান হলো উক্তি ও কর্মবিহীন জ্ঞান। এবং আহলুস সুন্নাহ (আহলুস সুন্নাহ) বলে: ঈমান হলো জ্ঞান, উক্তি ও কর্ম।"

743 - حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ خَالِدٍ الْبَلْخِيُّ أَبُو بَكْرٍ، سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ،: " وَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بِلَادِنَا فَعَرَفْنَاهُ، فَقَالَ: مَا كَانَ أَجْرَاهُ يَقُولُ: أَنَا مُؤْمِنٌ حَقًّا الْبَيِّنَةُ وَيُسَمُّونَا الشُّكَّاءَ وَاللَّهِ مَا شَكَّكْنَا فِي دِينِنَا قَطُّ، وَلَكِنْ جَاءَتْ أَشْيَاءُ أَلَيْسَ ذَكَرَ أَنَّ الْيَسِيرَ مِنَ الرِّيَاءِ شُرْكٌ فَأَيُّنَا لَمْ يُرَأَ "

৭৪৩ - আমাদের কাছে লাইস ইবন খালিদ আল-বালখি আবু বকর বর্ণনা করেছেন, আমি হাম্মাদ ইবন যায়দকে বলতে শুনেছি: "আমরা তাঁকে আমাদের অঞ্চলের এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, এবং তিনি তাকে চিনতে পারলেন। তখন তিনি বললেন: তাঁর কী সাহস ছিল এমন কথা বলার যে, আমি অবশ্যই প্রকৃত মুমিন! আর তারা আমাদেরকে সংশয়বাদী বলে। আল্লাহর কসম, আমরা আমাদের দ্বীনে (ধর্মে) কখনো বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করিনি। কিন্তু কিছু বিষয় তো এসেছেই (যেমন), তিনি কি উল্লেখ করেননি যে, সামান্য রিয়াও (লোক-দেখানো ইবাদত) শিরক? তাহলে আমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে রিয়া করেনি?"

744 - قَرَأْتُ عَلَى أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، نَا مَهْدِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّمْلِيِّ، نَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَبَعْتُ أَبَا عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، يُتَكْرَمُونَ أَنْ يَقُولَ: «أَنَا مُؤْمِنٌ، وَيَأْذَنُونَ، فِي الْإِسْتِثْنَاءِ أَنْ أَقُولَ، أَنَا مُؤْمِنٌ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ»

৭৪৪ - আমি আমার পিতা, আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত করুন, তাঁর নিকট পাঠ করেছিলাম। আমাদেরকে মাহদি ইবন জাফর আর-রামলি বর্ণনা করেছেন। আমাদেরকে আল-ওয়ালিদ, অর্থাৎ ইবন মুসলিম, বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি আবু আমরকে, অর্থাৎ আল-আওয়াসিকে, এবং মালিক ইবন আনাসকে ও সাঈদ ইবন আব্দুল আযীযকে শুনেছি, তাঁরা আমি মুমিন এই উক্তিটিকে অস্বীকার করতেন। কিন্তু তাঁরা আমি মুমিন, যদি আল্লাহ চান – এই শর্তসাপেক্ষ উক্তির অনুমতি দিতেন।

(ص: 347) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

745 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَرَوِيُّ، قَالَ: سَأَلْنَا سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ عَنِ الْإِرْجَاءِ، فَقَالَ: " يَقُولُونَ: الْإِيمَانُ قَوْلٌ، وَنَحْنُ نَقُولُ الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَالْمَرْجئةُ أَوْجُوبُ الْجَنَّةِ لِمَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُصِرًّا بِقَلْبِهِ عَلَى تَرْكِ الْفَرَائِضِ، وَسَمُوا تَرْكَ الْفَرَائِضِ ذَنْبًا بِمَنْزِلَةِ [ص: 348] رُكُوبِ الْمَحَارِمِ وَلَيْسَ بِسَوَاءٍ لِأَنَّ رُكُوبَ الْمَحَارِمِ مِنْ غَيْرِ اسْتِحْلَالٍ مَعْصِيَةٍ، وَتَرْكَ الْفَرَائِضِ مُتَعَبِدًا مِنْ غَيْرِ جَهْلِ وَلَا عُذْرٍ هُوَ كُفْرٌ، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِي أَمْرِ آدَمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِبْلِيسَ وَعُلَمَاءِ الْيَهُودِ، أَمَّا آدَمُ فَتَهَاةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ أَكْلِ الشَّجَرَةِ وَحَرَّمَهَا عَلَيْهِ فَأَكَلَ مِنْهَا مُتَعَبِدًا لِيَكُونَ مَلَكًا أَوْ يَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ فَسَبَّيْ عَاصِيًا مِنْ غَيْرِ كُفْرٍ، وَأَمَّا إِبْلِيسُ لَعَنَهُ اللَّهُ فَإِنَّهُ فُرِضَ عَلَيْهِ سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ فَجَحَدَهَا مُتَعَبِدًا فَسَبَّيْ كَافِرًا، وَأَمَّا عُلَمَاءُ الْيَهُودِ فَعَرَفُوا نَعْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ نَبِيُّ رَسُولٍ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَأَقْرَبُوا بِهِ بِاللِّسَانِ وَلَمْ يَتَّبِعُوا شَرِيعَتَهُ فَسَبَّاهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُفْرًا، فَرُكُوبُ الْمَحَارِمِ مِثْلُ ذَنْبِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

وَعَلَيْهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، وَأَمَّا تَرْكُ الْفَرَائِضِ جُحُودًا فَهُوَ كُفْرٌ مِثْلُ كُفْرِ إِبْلِيسَ لَعَنَهُ اللَّهُ،
وَتَرْكُهُمْ عَلَى مَعْرِفَةٍ مِنْ غَيْرِ جُحُودٍ فَهُوَ كُفْرٌ مِثْلُ كُفْرِ عُلَمَاءِ الْيَهُودِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ "

৭৪৫ - আমাদের সুওয়াইদ ইবনু সাঈদ আল-হারাভী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমরা সুফিয়ান ইবনু উয়াইনাকে ইরজা (মুর্জিয়া মতবাদ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন: "তারা (মুর্জিয়াগণ) বলে: ঈমান শুধু কথা। আর আমরা বলি: ঈমান কথা ও কাজ উভয়ই। আর মুর্জিয়াগণ তাদের জন্য জাহ্নাত আবশ্যক (ওয়াজিব) করে দিয়েছেন, যারা আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এর সাক্ষ্য দেয়, যদিও তারা তাদের অন্তরে ফরযসমূহ ত্যাগ করার ব্যাপারে অবিচল থাকে। এবং তারা ফরযসমূহ ত্যাগ করাকে পাপ হিসেবে গণ্য করে, যা **পৃষ্ঠা: ৩৪৮** হারাম কাজ করার সমতুল্য। তবে এটি সমান নয়; কারণ, হারাম কাজকে হালাল মনে না করে তা করা একটি অবাধ্যতা (পাপ)। কিন্তু অজ্ঞতা বা কোনো বৈধ কারণ (ওজর) ব্যতীত ইচ্ছাকৃতভাবে ফরযসমূহ ত্যাগ করা কুফর (অবিশ্বাস)। এর ব্যাখ্যা আদম (আলাইহিস সালাম), ইবলিস এবং ইহুদি পণ্ডিতদের ঘটনায় রয়েছে। আদম (আলাইহিস সালাম)-এর ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা তাঁকে ঐ গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন এবং তা তাঁর জন্য হারাম (নিষিদ্ধ) করেছিলেন। কিন্তু তিনি ফেরেশতা হওয়ার বা অনন্তকাল জীবিত থাকার ইচ্ছায় ইচ্ছাকৃতভাবে তা থেকে খেয়েছিলেন। তাই তাঁকে কুফর ব্যতীত শুধু অবাধ্যকারী বলা হয়েছিল। আর ইবলিস, আল্লাহ তার উপর অভিশাপ করুন, তাকে একটি মাত্র সিঁজদা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সে ইচ্ছাকৃতভাবে তা অস্বীকার করেছিল। তাই তাকে কাফির (অবিশ্বাসী) বলা হয়েছিল। আর ইহুদি পণ্ডিতগণ তো নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর গুণাবলী চিনতেন এবং জানতেন যে, তিনি একজন নবী ও রাসূল, যেমন তারা তাদের সন্তানদের চিনতো। তারা মুখে তা স্বীকারও করেছিল, কিন্তু তাঁর শরীয়ত (আইন) অনুসরণ করেনি। তাই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কাফির (অবিশ্বাসী) বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং, হারাম কাজ করা আদম (আলাইহিস সালাম) এবং অন্যান্য নবীগণের পাপের মতো। কিন্তু ফরযসমূহ অস্বীকার করে ত্যাগ করা কুফর, যেমন ইবলিসের কুফর, আল্লাহ তার উপর অভিশাপ করুন। এবং (ফরযসমূহ) জানা সত্ত্বেও অস্বীকার না করে ত্যাগ করাও কুফর, যেমন ইহুদি পণ্ডিতদের কুফর। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।"

746 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ ذَكْوَانَ يَعْغِي خَالَ وَلَدِ حَمَّادٍ، قَالَ: " قُلْتُ لِحَمَّادٍ كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ بِقَوْلِكُمْ فِي الْإِرْجَاءِ؟ قَالَ: لَا، كَانَ شَاكًّا مِثْلَكَ "

৭৪৬ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, মুয়াম্মাল ইবনে ইসমাইল আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, হাম্মাদ ইবনে যায়েদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মাদ ইবনে যাকওয়ান – অর্থাৎ হাম্মাদের মায়ের দিকের মামা – আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: "আমি হাম্মাদকে বললাম, ইবরাহীম কি ইরজা-এর বিষয়ে আপনাদের মত পোষণ করতেন? তিনি বললেন: না, তিনি আপনার মতো সন্দিহান ছিলেন।"

(ص: 348) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

747 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، نَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ [ص: 349]، حَدَّثَنِي ابْنُ عَجَلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا»

৭৪৭ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ আল-মুক্রি, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন সাঈদ, অর্থাৎ ইবনু আবী আইয়ুব [পৃষ্ঠা: ৩৪৯], আমার কাছে বর্ণনা করেছেন ইবনু আজলান, আল-কাফা ইবনু হাকীম থেকে, আবু সালিহ থেকে, আবু হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "মুমিনদের মধ্যে ঈমানে পরিপূর্ণ সেই ব্যক্তি, যার চরিত্র উত্তম।"

(ص: 349) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

748 - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّبِّيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِصْمَةَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ

عنها فَأَتَاهَا رَسُولُ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَدِيَّةٍ فَقَالَ: أُرْسِلَ بِهَا إِلَيْكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَتْ: «أَنْتُمْ الْمُؤْمِنُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ أَمِيرُكُمْ وَقَدْ قَبِلْتُ هَدِيَّتَهُ»

748 - আবু বকর ইবনু আবী শাইবাহ আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন, তিনি জারীর ইবনু আব্দুল হামীদ থেকে, তিনি মুগীরাহ থেকে, তিনি সিমাক ইবনু সালামাহ আদ-দাক্বী থেকে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু ইসমাহ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি (আব্দুর রহমান) বলেন: আমি আয়িশা (রাঃ)-এর নিকট ছিলাম। অতঃপর মুআবিয়াহ (রাঃ)-এর একজন দূত তাঁর নিকট একটি হাদিয়া নিয়ে আসলো এবং বললো: আমীরুল মুমিনীন (বিশ্বাসীদের নেতা) এটি আপনার নিকট পাঠিয়েছেন। অতঃপর আয়িশা (রাঃ) বললেন: "যদি আল্লাহ তাআলা চান, তবে আপনারাই মুমিন (বিশ্বাসী) এবং তিনি আপনাদের আমীর (নেতা)। আমি তাঁর হাদিয়া গ্রহণ করেছি।"

(ص: 349) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

749 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسَى، نَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وَكَانَ قَلِيلَ الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ص: 350] وَهُوَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا الرَّجُلُ يَمُوتُ كَافِرًا أَوْ الرَّجُلُ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَبِّدًا»

৭৪৯ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, সাফওয়ান ইবনু ঈসা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, সাওরে ইবন ইয়াযীদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু আওন থেকে, তিনি আবু ইদরীস থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু ইদরীস বলেন: আমি মুআবিয়াকে (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) বলতে শুনেছি। তিনি (মুআবিয়া) রাসূলুল্লাহ (আল্লাহ তাঁর উপর সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন) থেকে স্বল্প সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করতেন। পৃষ্ঠা: ৩৫০ আর তিনি (মুআবিয়া) বলছিলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (আল্লাহ তাঁর উপর সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন) কে বলতে শুনেছি, তিনি (রাসূলুল্লাহ) বলেছেন: «প্রত্যেক গুনাহই আল্লাহ ক্ষমা করে দিতে পারেন, তবে সেই ব্যক্তি ছাড়া যে কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে অথবা সেই ব্যক্তি ছাড়া যে কোনো মুমিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে»।

750 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا حَجَّاجٌ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مَعْبَرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «كُفِّرَ بِاللَّهِ انْتِمَاءٌ إِلَى نَسَبٍ لَا يُعْرَفُ، وَكُفِّرَ بِاللَّهِ انْتِفَاءً مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ»

750 - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, হাজ্জাজ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মাদ ইবনে তালহা আমাদের কাছে তাঁর পিতা থেকে, তিনি আবু মামার থেকে, তিনি আবু বকর আস-সিদ্দিক (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: "কোনো অপরিচিত বংশের সাথে নিজেকে সংযুক্ত করা আল্লাহর প্রতি কুফরি। আর কোনো বংশকে অস্বীকার করা, যদিও তা তুচ্ছ হয়, তাও আল্লাহর প্রতি কুফরি।"

751 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفِّرَ بِكُمْ»

৭৫১ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আব্দুল আলা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, ইউনুস থেকে, হাসান থেকে, যে আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন: "তোমরা তোমাদের পিতাদের (বংশপরিচয়) থেকে বিমুখ হয়ো না, কারণ তোমাদের জন্য এটি কুফরি।"

752 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْبَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «نَرَى أَنَّ الْإِسْلَامَ الْكَلِمَةُ، وَالْإِيمَانُ الْعَمَلُ»

752 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি আব্দুর রায়যাক থেকে, তিনি মামার থেকে, তিনি যুহরী থেকে (বর্ণনা করেছেন), যুহরী বলেছেন: "আমরা মনে করি যে, ইসলাম হলো (শাহাদাতের) বাণী, আর ঈমান হলো কর্ম।"

753 - حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا الْعَوَّامُ، نَا عَلِيُّ بْنُ مُدْرِكٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «الْإِيمَانُ نَزْهَةٌ فَمَنْ زَنَى فَارَقَهُ الْإِيمَانُ فَإِنْ لَأَمَ نَفْسَهُ وَرَاجَعَ رَاجَعَهُ الْإِيمَانُ»

৭৫৩ - আমার পিতা আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমাদেরকে ইয়াযীদ ইবনু হারুন বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে আল-আওয়াম বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে আলী ইবনু মুদরিক বর্ণনা করেছেন, আবু যুরআ থেকে, আবু হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: «ঈমান পবিত্র। যে ব্যক্তি ব্যভিচার (যিনা) করে, ঈমান তাকে পরিত্যাগ করে। অতঃপর যদি সে নিজেকে তিরস্কার করে এবং ফিরে আসে (তওবা করে), তবে ঈমান তার কাছে ফিরে আসে।»

754 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، نَا عَطَاءٌ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ» قَالَ عَطَاءٌ: يَتَنَجَّى عَنْهُ الْإِيمَانُ

৭৫৪ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, হাবিব ইবনু শহীদ থেকে, আতা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আতা) বলেছেন: আমি আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে বলতে শুনেছি: “ব্যভিচারী যখন ব্যভিচার করে, তখন সে মুমিন অবস্থায় তা করে না এবং চোর যখন চুরি করে, তখন সে মুমিন অবস্থায় চুরি করে না।” আতা বলেছেন: ঈমান তার থেকে দূরে সরে যায়।

755 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، نَا ابْنُ نُمَيْرٍ، نَا فَضِيلُ يَعْنِي ابْنَ غَزْوَانَ، حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي صَفِيَّةٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لِغُلَامَيْنِهِ يَدْعُو غُلَامًا غُلَامًا يَقُولُ: «أَلَا أَرَوْجُكَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَزْنِي إِلَّا نَزَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ نُورَ الْإِيمَانِ»

৭৫৫ - আমার পিতা (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, ইবনু নুমাইর আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, ফুযাইল—অর্থাৎ ইবনু গায়ওয়ান—আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, উসমান ইবনু আবী সাফিয়্যাহ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (আল্লাহ তাঁদের দুজনের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন) তাঁর যুবক দাসদের এক এক করে ডেকে বলতেন: "আমি কি তোমার বিবাহের ব্যবস্থা করব না? যে কোনো বান্দা ব্যভিচার করে, আল্লাহ (মহাপরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত) তার থেকে ঈমানের জ্যোতি কেড়ে নেন।"

(ص: 352) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

756 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَوْفٍ، قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ: «يُجَانِبُهُ الْإِيمَانُ مَا دَامَ كَذَلِكَ فَإِنْ رَاجَعَ رَاجَعَهُ الْإِيمَانُ»

৭৫৬ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আউফ থেকে বর্ণনা করেছেন। আউফ বলেছেন: আল-হাসান (রহ.) বলেছেন: “যতক্ষণ সে (কোনো অন্যায়) অবস্থায় থাকে, ঈমান তাকে পরিত্যাগ করে। অতঃপর যদি সে ফিরে আসে, ঈমানও তার কাছে ফিরে আসে।”

(ص: 352) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

757 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ: " هَذَا الْإِسْلَامُ وَدَوْرٌ دَائِرَةٌ فِي وَسْطِهَا دَائِرَةٌ أُخْرَى، وَهَذَا الْإِيمَانُ الَّتِي فِي وَسْطِهَا مَقْصُورٌ فِي الْإِسْلَامِ، قَالَ: فَقَوْلُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَسْرِقُ وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرِبُ

الْخَمَرَ حِينَ يَشْرِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ» يَخْرُجُ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَى الْإِسْلَامِ وَلَا يَخْرُجُ مِنَ
الْإِسْلَامِ، فَإِذَا تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: رَجَعَ إِلَى الْإِيمَانِ "

৭৫৭ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, সুলায়মান ইবনে হারব আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, জারির ইবনে হাযিম আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আল-ফুযায়ল ইবনে ইয়াসার থেকে, তিনি বলেন: মুহাম্মদ ইবনে আলী বলেছেন: "এটি হলো ইসলাম।" এবং তিনি (মুহাম্মদ ইবনে আলী) একটি বৃত্ত আঁকলেন, যার মাঝখানে আরেকটি বৃত্ত। "আর এই মাঝখানেরটি হলো ঈমান, যা ইসলামের মধ্যে সীমাবদ্ধ।" তিনি (মুহাম্মদ ইবনে আলী) আরও বলেন: "রাসূলের (তাঁর উপর আল্লাহর শান্তি ও আশীর্বাদ বর্ষিত হোক) এই উক্তি: "ব্যভিচারী যখন ব্যভিচার করে তখন সে মুমিন অবস্থায় থাকে না, চোর যখন চুরি করে তখন সে মুমিন অবস্থায় থাকে না, এবং মদ পানকারী যখন মদ পান করে তখন সে মুমিন অবস্থায় থাকে না" — এ ক্ষেত্রে সে ঈমান থেকে ইসলামের দিকে বেরিয়ে যায়, কিন্তু ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায় না। যদি সে তওবা করে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন।" তিনি (মুহাম্মদ ইবনে আলী) বলেন: "সে (আবার) ঈমানে ফিরে আসে।"

(ص: 352) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

758 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ
[ص: 353] عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: «مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ فَمِيتَتُهُ
جَاهِلِيَّةٌ»

৭৫৮ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান ইবনু উয়াইনাহ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি আইয়ুব থেকে, তিনি আবু রাজা থেকে। আবু রাজা বলেছেন: আমি ইবনু পূ: ৩৫৩ আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি জামাআত (মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ সম্প্রদায়) থেকে এক বিঘত পরিমাণও বিচ্ছিন্ন হয় এবং অতঃপর মারা যায়, তার মৃত্যু জাহেলিয়াতের (ইসলাম-পূর্ব অজ্ঞতার যুগের) মৃত্যু।"

(ص: 353) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

759 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، نَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُوقَدَ لَهُ نَارٌ فَيُقْذَفَ فِيهَا "

৭৫৯ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আব্দুল ওয়াহহাব আস-সাকাফী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আইয়ুব আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু কিলাবাহ থেকে, তিনি আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তিনটি গুণ যার মধ্যে বিদ্যমান থাকে, সে তার মাধ্যমে ঈমানের মাধুর্য অনুভব করে: প্রথমত, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল তার নিকট অন্য সবকিছু থেকে অধিক প্রিয় হবে। দ্বিতীয়ত, সে কোনো ব্যক্তিকে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই ভালোবাসবে। তৃতীয়ত, আল্লাহ তাকে কুফর (অবিশ্বাস) থেকে মুক্তি দেওয়ার পর কুফরে ফিরে যাওয়াকে এমনভাবে অপছন্দ করবে, যেমন সে অপছন্দ করে যে, তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হোক।"

(ص: 353) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

760 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو، نَا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هُنَّ أَدْقُ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ، كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْبُؤْيُكَاتِ»

৭৬০ - আমার পিতা আমাকে হাদিস শুনিয়েছেন, আব্দুল মালিক ইবনে আমর আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আব্বাদ ইবনে রাশিদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, দাউদ ইবনে আবি হিন্দ থেকে, তিনি আবু নাদতাহ থেকে, তিনি আবু সাঈদ আল-খুদরি (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: «নিশ্চয়ই তোমরা এমন সব কাজ করো, যা তোমাদের চোখে চুলের চেয়েও সূক্ষ্ম (তুচ্ছ) মনে হয়, অথচ রাসূলুল্লাহ (তাঁর উপর আল্লাহর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক)-এর যুগে আমরা সেগুলোকে ধ্বংসাত্মক পাপসমূহের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করতাম।»

761 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: «أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ»

৭৬১ - আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, বিশর ইবনুল মুফাদদাল আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, মানসুর ইবনু আবদির রহমান থেকে, আশ-শাবি থেকে, জারীর থেকে। তিনি বলেছেন: "যে কোনো দাস তার মনিবদের থেকে পালিয়ে যায়, সে কুফরি করল।"

762 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ، نَا الْمُفَضَّلُ يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةَ، حَدَّثَنِي فَضَالَةُ، حَدَّثَنِي عِيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيِّ، عَنْ أَبِي خِرَاشٍ [ص: 355] الْهَذَلِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ: «مَنْ رَدَّتْهُ طَيْرَتُهُ عَنْ شَيْءٍ، فَقَدْ قَارَفَ الْإِشْرَاكَ»

৭৬২ - আমাকে আমার পিতা বর্ণনা করেছেন, ইয়াহইয়া ইবন গাইয়ান বর্ণনা করেছেন, আল-মুফাদদাল - অর্থাৎ ইবন ফাদ্বালাহ বর্ণনা করেছেন, ফাদ্বালাহ আমাকে বর্ণনা করেছেন, আইয়াশ ইবন আব্বাস আমাকে বর্ণনা করেছেন, ইমরান ইবন আব্দুর রহমান আল-কুরাশী থেকে, আবু খিরাশ [পৃ: ৩৫৫] আল-হুযালী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আমি ফাদ্বালাহ ইবন উবাইদ আল-আনসারীকে বলতে শুনেছি: "যাকে তার কুলক্ষণ (ত্বায়রাহ) কোনো কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে, সে শিরকের (ইশরাক) সাথে জড়িত হয়ে গেল।"

763 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ بِلَالٍ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكْلٍ، وَعَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرٍ، وَعَنْ سُلَيْكِ بْنِ مِسْحَلٍ، قَالُوا: خَرَجَ عَلَيْنَا حَذِيفَةُ وَنَحْنُ

نَتَحَدَّثُ [ص: 356] فَقَالَ: «إِنَّكُمْ لَتَتَكَلَّمُونَ كَلَامًا إِنَّ كُنَّا لَنَعُدُّهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّفَاقَ»

763 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইসমাইল ইবনে ইবরাহীম থেকে, তিনি লাইস থেকে, তিনি বিলাল থেকে, তিনি শুতাইর ইবনে শাকাল থেকে, এবং সিলাহ ইবনে যুফার থেকে, এবং সুলাইক ইবনে মিসহাল থেকে (বর্ণনা করেছেন)। তাঁরা বলেছেন: হুযাইফা আমাদের কাছে এলেন যখন আমরা কথাবার্তা বলছিলাম [পৃষ্ঠা: ৩৫৬] তখন তিনি বললেন: «তোমরা এমন কথা বলছো যা আমরা আল্লাহর রাসূল (তাঁর উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক)-এর যুগে মুনাফেকী বলে গণ্য করতাম।»

(ص: 356) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

764 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ حَبِيبٍ، حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَتُنْقَضَنَّ عَرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةٌ عُرْوَةٌ فَكَلْبًا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِأَلْتِي تَلِيهَا فَأُولَٰئِهِنَّ نَقْضُ الْحُكْمِ، وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ»

৭৬৪ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন,) ওয়ালীদ ইবনে মুসলিম আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন,) আব্দুল আযীয ইবনে ইসমাইল ইবনে উবাইদুল্লাহ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, সুলাইমান ইবনে হাবীব তাঁদের কাছে আবু উমামা আল-বাহিলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু উমামা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: “অবশ্যই ইসলামের বন্ধনসমূহ একটার পর একটা খুলে যাবে। যখনই একটি বন্ধন খুলে যাবে, মানুষ তার পরেরটিকে আঁকড়ে ধরবে। সেগুলোর মধ্যে প্রথম যা খুলে যাবে, তা হলো শাসন (ব্যবস্থা), আর সর্বশেষ হলো সালাত (নামাজ)।”

(ص: 356) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

765 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ يَعْنِي [ص: 357] ابْنَ خُثَيْمٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ سَرَجٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَقَ»

৭৬৫ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন, বিশর ইবনুল মুফাদ্দাল আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনে উসমান থেকে অর্থাৎ [পৃষ্ঠা: ৩৫৭] ইবনে খুসায়ম থেকে, নাফি ইবনে সারজিস থেকে, উবায়দ ইবনে উমাইর থেকে। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে (মাথা) মুগুন করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।"

(ص: 357) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

766 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَلَاةَ الْأَمْرِ بَعْدَهُ سُنَنًا الْأَخْذُ بِهَا تَصْدِيقٌ لِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاسْتِكْمَالٌ لِبُطْنَةِ اللَّهِ وَقُوَّةٌ عَلَى دِينِ اللَّهِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مُهْتَدِيًّا بِهَا هُدًى وَمَنْ اسْتَنْصَرَ بِهَا مَنُصُورٌ وَمَنْ خَالَفَهَا اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَلَاةُ اللَّهِ مَا تَوَلَّى»

৭৬৬ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী থেকে। তিনি বলেন: আমি মালিক ইবনে আনাসকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন যে, উমার ইবনে আব্দুল আযীয (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁর পরবর্তী শাসকরা কিছু সুন্নাহ (ঐতিহ্য ও পদ্ধতি) প্রতিষ্ঠা করেছেন। এগুলো গ্রহণ করা (অনুসরণ করা) আল্লাহ তাআলার কিতাবের সত্যায়ন, আল্লাহর আনুগত্যকে পূর্ণতা দান এবং আল্লাহর দীনের জন্য শক্তি। যে ব্যক্তি এগুলো দ্বারা পথনির্দেশিত হয়ে এগুলো অনুযায়ী আমল করে, সে সঠিক হেদায়েত লাভ করে। আর যে ব্যক্তি এগুলোর মাধ্যমে সাহায্য চায়, সে সাহায্যপ্রাপ্ত হয়। আর যে ব্যক্তি এগুলোর বিরোধিতা করে, সে মুমিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে। আল্লাহ তাকে সেদিকেই সোপর্দ করেন, যা সে (নিজের জন্য) গ্রহণ করেছে।"

767 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ، نَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ [ص: 358]، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ»

৭৬৭ - আমার পিতা (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত করুন) আমাকে বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে আবদুল্লাহ ইবনুল ওয়ালিদ আল-আদানি বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে সুফিয়ান বর্ণনা করেছেন, তিনি আল-আমাশ থেকে **পৃষ্ঠা: ৩৫৮**, তিনি আবু সুফিয়ান থেকে, তিনি জাবির (আল্লাহ তাঁর উপর সম্ভ্রষ্ট হোন) থেকে, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (তাঁর উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) বলেছেন: "বান্দা ও কুফরের মাঝে সালাত (নামাজ) ত্যাগ ছাড়া আর কোনো পার্থক্য নেই।"

768 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، نَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ»

৭৬৮ - আমার পিতা (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) আমাকে বর্ণনা করেছেন। ওয়াকী' সুফিয়ান থেকে, তিনি আবুয যুবাইর থেকে, তিনি জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: “বান্দা এবং কুফরের (অবিশ্বাসের) মধ্যে পার্থক্য হলো সালাত (নামাজ) পরিত্যাগ করা।”

769 - حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ وَقْدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ تَرْكُ الصَّلَاةِ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ»

৭৬৯ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেছেন) যায়দ ইবনুল হুবাব আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, হুসাইন ইবনু ওয়াকিদ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনু বুরাইদাহ তাঁর পিতা (বুরাইদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (বুরাইদাহ) বলেছেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "আমাদের এবং তাদের (কাফিরদের) মাঝে সালাত (নামাজ) পরিত্যাগ করাই (পার্থক্যকারী বিষয়)। অতএব, যে ব্যক্তি তা (সালাত) পরিত্যাগ করলো, সে নিশ্চয় কুফরি করলো।"

(ص: 358) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

770 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، نَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، نَا شَيْبَانُ، عَنْ كَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ أَنْ يَتْرَكَ الصَّلَاةَ وَبَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ أَنْ يَتْرَكَ الصَّلَاةَ»

৭৭০ - আমার পিতা (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত করুন) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, হাশিম ইবনুল কাসিম আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, শায়বান আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, লায়স থেকে, আতা থেকে, জাবির থেকে, তিনি নবী (তাঁর প্রতি আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: "মানুষ এবং শিরকের (আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন) মধ্যে পার্থক্য হলো সালাত ত্যাগ করা। আর মানুষ এবং কুফরের (অবিশ্বাস) মধ্যে পার্থক্য হলো সালাত ত্যাগ করা।"

(ص: 359) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

771 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، قَالَ: «أَضَاعُوا الْمَوَاقِيتَ وَلَمْ يَتْرُكُوهَا وَلَوْ تَرَكُوهَا صَارُوا بِتَرْكِهَا كُفَّارًا»

৭৭১ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আল-ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম বর্ণনা করেছেন, তিনি (আল-ওয়ালীদ) আল-আওয়াঈকে বলতে শুনেছেন, তিনি (আল-আওয়াঈ) আল-কাসিম ইবনু মুখায়মিরাহ থেকে (বর্ণনা করেছেন), আল-কাসিম বলেছেন: «তারা ইবাদতের নির্দিষ্ট সময়সমূহকে (মওয়াকীত) নষ্ট করেছে, কিন্তু সেগুলোকে (একবারে) পরিত্যাগ করেনি। আর

যদি তারা সেগুলোকে পরিত্যাগ করত, তাহলে সেগুলোকে পরিত্যাগ করার কারণে তারা কাফির হয়ে যেত।»

(ص: 359) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

772 - حَدَّثَنَا أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، نَا وَكَيْعٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زُرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَلَا دِينَ لَهُ»

৭৭২ - আমাদের কাছে আমার পিতা (রহ.) বর্ণনা করেছেন। তাঁর কাছে ওয়াকী ও আবদুর-রাহমান বর্ণনা করেছেন, তাঁরা সুফিয়ান থেকে, তিনি আসিম থেকে, তিনি যিরর থেকে, আর তিনি আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেছেন: “যে সালাত আদায় করে না, তার কোনো দীন নেই।”

(ص: 359) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

773 - حَدَّثَنَا أَبِي، نَا وَكَيْعٌ، نَا الْمُسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ، وَالْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَا: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «تَزَكُّهَا كُفْرًا»

773 - আমাদের নিকট আমার পিতা বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন) ওয়াকী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন) মাসউদী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, (তিনি) কাসিম এবং হাসান ইবনে সাদ থেকে। তারা উভয়ে বলেছেন: আবদুল্লাহ বলেছেন: «এটা পরিত্যাগ করা কুফর»।

(ص: 360) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

774 - حَدَّثَنَا أَبِي، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، نَا حَيْوَةُ، نَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ الْقُرَشِيُّ، عَنْ عَرَكَ بْنِ مَالِكٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تَزْعَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَإِنَّهُ كَفَرَ»

774 - আমাদের নিকট আমার পিতা বর্ণনা করেছেন, তাঁকে আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ বর্ণনা করেছেন, তাঁকে হায়ওয়াহ বর্ণনা করেছেন, তাঁকে জাফর ইবনে রাবিয়াহ আল-কুরাশী বর্ণনা করেছেন, ইরাক ইবনে মালিক থেকে। তিনি তাকে জানিয়েছেন যে, তিনি আবু হুরায়রাহ (রাঃ) কে বলতে শুনেছেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি: "তোমরা তোমাদের পিতাদের অস্বীকার করো না। কারণ, যে ব্যক্তি তার পিতাকে অস্বীকার করল, সে কুফরী করল।"

(ص: 360) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

775 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ، عَنْ عِيسَى الْأَسَدِيِّ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الطَّيْرَةُ مِنَ الشَّرِّكَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ»

৭৭৫ - আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: মুহাম্মাদ ইবনে জাফর আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: শুবা সালামাহ ইবনে কুহাইলের সূত্রে, তিনি ইসা আল-আসাদীর সূত্রে, তিনি যিররের সূত্রে, তিনি আব্দুল্লাহর সূত্রে, তাঁর (আব্দুল্লাহর) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক) বলেছেন: "কুলক্ষণ গ্রহণ করা (তীয়ারা) শিরকের অন্তর্ভুক্ত। তবে মহান আল্লাহ তাঁর উপর ভরসা (তাওয়াঙ্কুল) দ্বারা তা দূর করে দেন।"

(ص: 361) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

776 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ، عَنْ ضَرَّارٍ وَهُوَ أَبُو سِنَانٍ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «التَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ جِمَاعُ الْإِيمَانِ»

৭৭৬ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মাদ ইবনে ফুদায়েল আমাদের কাছে যিরার থেকে বর্ণনা করেছেন – আর তিনি হলেন আবু সিনান আশ-শায়বানি – তিনি সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: “আল্লাহর উপর ভরসা হলো ঈমানের সারবস্তু।”

777 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلَاثَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: خَرَجَ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى جَيْشٍ مِنْ جُيُوشِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِذَا ظَبْيٌ قَدْ سَخَتْ فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُ: ارْجِعْ إِلَيْهَا الْأَمِيرُ، فَقَالَ سَعْدٌ: «مِنْ أَيِّ شَيْءٍ تَطَيَّرْتَ أَمِنْ قُرُونِهَا حِينَ أَقْبَلْتَ أَمْ مِنْ أَذْنَابِهَا حِينَ أَدْبَرْتَ امْضُ فَإِنَّ الطَّيْرَةَ شَرُّكَ»

777 -

আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, ওয়াকী আমাদেরকে বলেছেন, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উলাথা আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি আব্দুল কারীম আল-জাজারী থেকে, তিনি যিয়াদ ইবনে আবি মারইয়াম থেকে বর্ণনা করেছেন। যিয়াদ ইবনে আবি মারইয়াম বলেছেন: সাদ ইবনে মালিক মুসলিমদের একটি সেনাবাহিনীর সাথে বের হলেন। হঠাৎ একটি হরিণ (তাদের) পথ অতিক্রম করে গেল। তখন তার সঙ্গীদের মধ্য থেকে একজন লোক তার কাছে এসে বলল: "হে আমির, ফিরে আসুন!" সাদ বললেন: "তুমি কোন জিনিস থেকে কুলক্ষণ ধরলে? যখন তা সামনের দিকে আসছিল, তখন তার শিং থেকে, নাকি যখন তা পেছনের দিকে যাচ্ছিল, তখন তার লেজ থেকে? এগিয়ে চলো, কারণ কুলক্ষণ গ্রহণ করা (আত-তাইয়্যারা) শিরক।"

778 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَعْظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ: «الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ»

৭৭৮ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না থেকে, তিনি যুহরী থেকে, তিনি সালিম থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন একজন ব্যক্তিকে দেখেছিলেন যিনি তার ভাইকে লজ্জা (হায়া) সম্পর্কে উপদেশ দিচ্ছিলেন। তখন তিনি (নবী) বললেন: "লজ্জা (হায়া) ঈমানের অংশ।"

779 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، نَا مَالِكٌ، نَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: "أَنَّ رَجُلًا، مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعُهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ»

৭৭৯ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আমাদের নিকট ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ বর্ণনা করেছেন, আমাদের নিকট মালিক বর্ণনা করেছেন, আমাদের নিকট যুহরী বর্ণনা করেছেন, সালিম থেকে, তাঁর পিতা থেকে: "আনসারদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি তার ভাইকে লজ্জাশীলতা (হায়া) প্রসঙ্গে উপদেশ দিচ্ছিলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তাকে ছেড়ে দাও, কারণ লজ্জাশীলতা (হায়া) ঈমানের অংশ।"

780 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، نَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحٍ يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُمَامَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْبَذَاذَةُ مِنَ الْإِيمَانِ، الْبَذَاذَةُ مِنَ الْإِيمَانِ، الْبَذَاذَةُ مِنَ الْإِيمَانِ»

৭৮০ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আব্দুর রহমান ইবন মাহদী আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, যুহায়র ইবন মুহাম্মাদ আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, তিনি সালিহ—অর্থাৎ ইবন কায়সান থেকে— [বর্ণনা করেছেন], যে আব্দুল্লাহ ইবন আবী উমামাহ তাঁকে খবর দিয়েছেন যে, আবু উমামাহ তাঁকে খবর দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: «সাদাসিধা জীবনযাপন ঈমানের অংশ। সাদাসিধা জীবনযাপন ঈমানের অংশ। সাদাসিধা জীবনযাপন ঈমানের অংশ»

781 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا خَالِدُ الْحَدَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَكْمَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِبْرَاهِيمًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَالْطَفُّهُمْ بِأَهْلَةً»

৭৮১ - আমার পিতা আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, ইসমাইল ইবন ইব্রাহিম আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, খালিদ আল-হাদ্দা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আবু কিলাবাহ থেকে, আয়িশাহ থেকে, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন। তিনি বলেছেন: আল্লাহর রাসূল, তাঁর উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক, বলেছেন: "নিশ্চয় মুমিনদের মধ্যে ঈমানে সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ হলো তারা, যাদের চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর এবং যারা তাদের স্ত্রী-পরিবারের প্রতি সবচেয়ে কোমল।"

(ص: 363) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

782 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، مِنْ كِتَابِهِ، نَا سَعِيدُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عُلْقَمَةَ، عَنْ عَيْسَى بْنِ هِلَالٍ الصَّدْفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا، فَقَالَ: «مَنْ حَافِظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاةٌ وَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأَيُّوبَ بْنِ خَلْفٍ»

৭৮২ - আমাকে আমার পিতা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযিদ আল-মুকরি তাঁর কিতাব থেকে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: সাঈদ, অর্থাৎ ইবন আবী আইয়ুব, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: কাব ইবন আলকামা আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: ঈসা ইবন হিলাল আস-সাদাফী থেকে, তিনি (বর্ণনা করেন) আবদুল্লাহ ইবন আমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে, তিনি (বর্ণনা করেন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যে, তিনি একদিন সালাত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বললেন: "যে এর (সালাতের) সংরক্ষণ করবে, কিয়ামতের দিন তা তার জন্য আলো, প্রমাণ এবং মুক্তি হবে। আর যে এর সংরক্ষণ করবে না, তার জন্য তা আলো হবে না, প্রমাণও হবে না, মুক্তিও

হবে না। আর সে কিয়ামতের দিন কারুন, ফিরআউন, হামান এবং উবাই ইবন খালাফের সাথে উঠবে।"

(ص: 363) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

783 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكِيعٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ»

৭৮৩ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, ওয়াকী ও আবদুর রহমান আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তাঁরা সুফিয়ান থেকে, তিনি যুবাইদ থেকে, তিনি আবু ওয়াইল থেকে, তিনি আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবদুল্লাহ) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: “মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসেকী (পাপাচার) এবং তার সাথে যুদ্ধ করা কুফরি।”

(ص: 363) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

784 - حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، عَنِ [ص: 364] أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «سَبَابُ الْمُسْلِمِ أَوْ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ أَوْ فِسْقٌ، وَقِتَالُهُ أَوْ قَتْلُهُ كُفْرٌ»

৭৮৪ - আমার পিতা আমাকে হাদিস শুনিয়েছেন, ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আমাদের হাদিস শুনিয়েছেন, হাবীব ইবনু শহীদ থেকে, আল-হাসান আমাদের হাদিস শুনিয়েছেন, পৃষ্ঠা: ৩৬৪ আবুল আহওয়াস থেকে, আবদুল্লাহ থেকে, তিনি বলেছেন: "কোনো মুসলিম বা মুমিনকে গালি দেওয়া পাপাচরণ, আর তার সাথে যুদ্ধ করা বা তাকে হত্যা করা অবিশ্বাস।"

(ص: 364) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

785 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الثَّيْبِيِّ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «سَبُّ أَوْ سِبَابُ الْمُسْلِمِ أَوْ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ أَوْ فُسُوقٌ، وَقِتْلُهُ أَوْ قَتْلُهُ كُفْرٌ»

৭৮৫ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ তাইমী থেকে, তিনি আবু আমর আশ-শাইবানী থেকে, তিনি আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: "কোনো মুসলিম বা মুমিনকে গালি দেওয়া অথবা গালাগাল করা হলো ফিসক (আল্লাহর অবাধ্যতা) অথবা ফুসুক (মহাপাপ)। আর তার সাথে যুদ্ধ করা অথবা তাকে হত্যা করা হলো কুফর (অবিশ্বাস)।"

(ص: 364) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

786 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا أَبُو كَامِلٍ، نَا زُهَيْرٌ، نَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: «اتَّقُوا الْكُذِبَ فَإِنَّ الْكُذِبَ مُجَانِبٌ لِلْإِيمَانِ»

৭৮৬ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আবু কামিল বর্ণনা করেছেন, যুহাইর বর্ণনা করেছেন, আবু ইসহাক বর্ণনা করেছেন, কাইস ইবনে আবি হাযিম থেকে, তিনি বলেছেন: আমি আবু বকর আস-সিদ্দিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলতে শুনেছি: "তোমরা মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকো, কেননা মিথ্যা ঈমানের পরিপন্থী।"

(ص: 364) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

787 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، نَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «إِذَا جَاءَ الرَّجُلَانِ دَخَلَا فِي الْإِسْلَامِ ثُمَّ اهْتَجَرَا فَأَحَدُهُمَا خَارِجٌ حَتَّى يَزْجَعَ»، يَعْنِي الظَّالِمَ

[ص: 365]

788 - قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، بِمِثْلِهِ

৭৮৭ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, শুবা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, সুলাইমান আমাকে সংবাদ দিয়েছেন, যায়দ ইবনু ওয়াহব থেকে, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (ইবনু মাসউদ) বলেছেন: "যখন দুজন লোক ইসলামে প্রবেশ করে, অতঃপর তারা একে অপরের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তখন তাদের একজন ততক্ষণ পর্যন্ত (ইসলামের পথ থেকে) বাইরে থাকে, যতক্ষণ না সে (সঠিক পথে) ফিরে আসে।" এর অর্থ হলো জালিম (অত্যাচারী ব্যক্তি)।

[পৃষ্ঠা: ৩৬৫]

৭৮৮ - তিনি (অর্থাৎ পূর্বোক্ত বর্ণনাকারী) বলেন, এবং আমাকে মুহাম্মাদ ইবনু জুহাদা বর্ণনা করেছেন, তালহা ইবনু মুসাররিফ থেকে, যায়দ ইবনু ওয়াহব থেকে, আবদুল্লাহ (ইবনু মাসউদ) থেকে, একইরকম (বর্ণনা)।

(ص: 365) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

789 - حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بِمَكَّةَ، نَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى يَعْنِي السِّينَانِيَّ، أَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مَيْمُونِ أَبِي حَمْرَةَ، قَالَ: قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: «لَا تَدْعُوا هَذَا الْمَلْعُونَ يَدْخُلْ عَلَيَّ بَعْدَ مَا تَكَلَّمَ فِي الْإِرْجَاءِ يَعْنِي حَمَادًا»

৭৮৯ - আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবু সালিহ হাদিয়া ইবন আব্দুল ওয়াহাব মক্কায়। আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন ফাদল ইবন মুসা, অর্থাৎ আস-সিনানীকে বোঝানো হয়েছে। আমাদেরকে শারীক খবর দিয়েছেন, তিনি মায়মুন আবু হামযা থেকে (বর্ণনা করেছেন)। তিনি বলেন: ইব্রাহিম আন-নাখায়ী আমাকে বলেছেন: "তোমরা এই অভিশপ্ত ব্যক্তিটিকে আমার কাছে প্রবেশ করতে দিও না, কারণ সে ইরজা (الإرجاء) সম্পর্কে কথা বলেছে – অর্থাৎ হাম্মাদকে বোঝানো হয়েছে।"

(ص: 365) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

790 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا أَبُو كَامِلٍ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْإِنْهَالِ، عَنْ سَيْرِ بْنِ أُمِّ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «التَّمَائِمُ وَالرُّقَى وَالتَّوَلَّةُ شُرُكٌ»

790 - আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আবু কামিল আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি যুহাইর থেকে, তিনি আমর ইবন কায়স থেকে, তিনি মিনহাল থেকে, তিনি সাইর ইবন উম্ম আবী উবাইদাহ থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ থেকে, তিনি বলেছেন: «তাবিজ, ঝাড়ফুক (রুকইয়া) এবং ভালোবাসার মন্ত্র (তিওয়ালা) হলো শিরক»

(ص: 366) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «الرَّبَا بِضْعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا وَالشِّرْكُ نَحْوُ ذَلِكَ»

আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন; আব্দুর রহমান আমাদেরকে সুফিয়ান থেকে, তিনি সালামাহ ইবনে কুহাইল থেকে, তিনি আবু আদ-দুহা থেকে, তিনি মাসরুক থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। এবং যুবাইদ থেকে, তিনি ইবরাহীম থেকে, তিনি মাসরুক থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। এবং আল-আমাশ থেকে, তিনি উমারা থেকে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াযিদ থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আব্দুল্লাহ) বলেছেন: সুদ (রিবা)-এর সত্তরোর্ধ্ব সংখ্যক শাখা (দরজা) রয়েছে এবং শিরকও প্রায় তেমনই।

(ص: 366) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

792 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَارِ، عَنِ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ عَنْ زَيْنَبَ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الرُّقَى وَالتَّمَائِمُ وَالتَّوَلَةُ شُرُكٌ»

792 - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আবু মুআবিয়া আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আমাশ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি আমর ইবন মুররাহ থেকে, তিনি ইয়াহইয়া ইবনুল জায়্যার থেকে, তিনি যায়নাবের ভাইপো থেকে, তিনি যায়নাব থেকে— যায়নাব আব্দুল্লাহর স্ত্রী ছিলেন। তিনি আব্দুল্লাহ (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি আল্লাহর রাসূলকে (তাঁর উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক) বলতে শুনেছি: «ঝাড়ফুক (রুকইয়াহ), তাবিজ (তামাঈম) এবং বশীকরণ (তিওয়ালাহ) শিরক»।

(ص: 367) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

793 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَهْمِ بْنِ مُنْجَابٍ، عَنِ الْقُرْظَعِ، قَالَ: لَمَّا ثَقُلَ أَبُو مُوسَى صَاحَتِ امْرَأَتُهُ فَقَالَ لَهَا: أَمَا عَلِمْتَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: بَلَى، ثُمَّ سَكَتَتْ، فَلَمَّا مَاتَ قِيلَ لَهَا: أَيُّ شَيْءٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَعْنٌ مَنْ حَلَقَ أَوْ خَرَقَ أَوْ سَلَقَ»

৭৯৩ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আবু মুআওয়িয়া বর্ণনা করেছেন, আল-আমাশ বর্ণনা করেছেন, ইবরাহীম থেকে, সাহম ইবনু মিনজাব থেকে, আল-কার্থা থেকে, তিনি বলেন: যখন আবু মূসার অবস্থা গুরুতর হলো, তখন তাঁর স্ত্রী চিৎকার করে উঠলেন। তখন তিনি তাঁকে বললেন: তুমি কি জানো না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী বলেছেন? তিনি বললেন: হ্যাঁ। তারপর তিনি চুপ হয়ে গেলেন। যখন তিনি মারা গেলেন, তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী বলেছিলেন? তিনি বললেন: নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে (শোকে) মাথা মুগুন করে, অথবা (কাপড়) ছিঁড়ে ফেলে, অথবা উচ্চস্বরে বিলাপ করে, সে অভিশপ্ত।"

794 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ [ص: 368] الْإِيمَانِ» قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَمَنْ شَكَّ فَلْيَقْرَأْ {إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ} [النساء: 40] الْآيَةَ

৭৯৪ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আব্দুর রাজ্জাক আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, মামার যায়িদ ইবনু আসলাম থেকে, তিনি আতা ইবনু ইয়াসার থেকে, তিনি আবু সাঈদ আল-খুদরি থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (আল্লাহ তাঁর উপর শান্তি বর্ষণ করুন) বলেছেন: «যার অন্তরে ক্ষুদ্রতম কণার পরিমাণ ঈমান থাকবে, সে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসবে।» আবু সাঈদ বলেছেন, "যে ব্যক্তি সন্দেহ করে, সে যেন (কুরআনের) এই আয়াতটি পাঠ করে: [পৃষ্ঠা: ৩৬৮] {নিশ্চয় আল্লাহ অণু পরিমাণও জুলুম করেন না।} [সূরা নিসা: ৪০]।"

795 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكِيعٌ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: «مَا نَقَصْتُ أَمَانَةً عَبْدٍ قَطُّ إِلَّا نَقَصَ إِيْمَانُهُ»

795 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, ওয়াকী' বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান বর্ণনা করেছেন, তিনি হিশাম ইবনে উরওয়াহ থেকে, যিনি বলেছেন: 'যখনই কোনো বান্দার আমানত কমে, তখনই তার ঈমানও কমে।'

796 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكِيعٌ، نَا الْأَعْمَشُ، وَمِسْعَرٌ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ، قَالَ: قَالَ مُعَاذٌ: «اجْلِسْ بِنَا نُؤْمِنُ سَاعَةً»

796 - আমার পিতা আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, ওয়াকী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, আমাশ এবং মিসআর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, জামি ইবনে শাদাদের সূত্রে, আসওয়াদ ইবনে হিলালের

সূত্রে, তিনি বলেন: মুআয (রাঃ) বলেছেন: "আমাদের সাথে বসুন, আমরা কিছুক্ষণ ঈমান সতেজ করি।"

(ص: 368) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

797 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ هِلَالِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ [ص: 369]، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: «اللَّهُمَّ زِدْنَا إِيْمَانًا وَيَقِينًا وَفِقْهًا»

৭৯৭ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, ওয়াকী আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, শারীক থেকে, হিলাল ইবনে হুমাইদ থেকে, আব্দুল্লাহ ইবনে উকাইম থেকে [পৃষ্ঠা: ৩৬৯], তিনি বলেছেন: আমি ইবনে মাসউদকে (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন) তাঁর দুআয় বলতে শুনেছি: «হে আল্লাহ, আমাদের ঈমান, ইয়াকিন এবং ফিকহ বৃদ্ধি করুন।"

(ص: 369) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

798 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكِيعٌ، نَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: "وَلَكِنْ لِيُطَمِّنَنَّ قَلْبِي" [البقرة: 260] قَالَ: لِيَزِدَادَ إِيْمَانِي "

৭৯৮ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, ওয়াকী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, ইসরাঈল আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আবু আল-হাইসাম থেকে, তিনি সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: "কিন্তু যাতে আমার হৃদয় শান্ত হয়" [সূরা আল-বাক্বারাহ: ২৬০]। (এর ব্যাখ্যায়) তিনি বলেন: "যাতে আমার ঈমান বৃদ্ধি পায়।"

(ص: 369) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

799 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ نَجِيحٍ، نَا أَبُو عَمْرٍاءَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ جُنْدُبٍ، قَالَ: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنَّا فِتْيَانًا حَزَاوِرَةً فَتَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فَازْدَدْنَا بِهِ إِيمَانًا»

৭৯৯ - আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, ওয়াকী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, হাম্মাদ ইবনু নাজীহ হতে, আবু ইমরান আল-জাওনী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, জুনদুব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: "আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে ছিলাম, তখন আমরা বলিষ্ঠ যুবক ছিলাম। অতঃপর আমরা ঈমান শিখেছিলাম, তারপর আমরা কুরআন শিখেছিলাম, ফলে এর দ্বারা আমাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল।"

(ص: 369) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

800 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي لَيْلَى [ص: 370] الْكِنْدِيِّ، قَالَ: رَأَى حُجْرُ بْنُ عَدِيٍّ ابْنًا لَهُ يَتَهَاوَنُ بِالْوُضُوءِ، فَقَالَ: هَاتِ الصَّحِيفَةَ، هَذَا مَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ رِضَى اللَّهِ عَنْهُ: «أَنَّ الْوُضُوءَ نِصْفُ الْإِيمَانِ»

800 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন) আমাদেরকে ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ বর্ণনা করেছেন, তিনি সুফিয়ান থেকে বর্ণনা করেছেন, (সুফিয়ান বলেন) আমাকে আবু ইসহাক বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু লায়লা [পৃষ্ঠা: ৩৭০] আল-কিন্দির সূত্রে (বর্ণনা করেছেন)। আবু লায়লা আল-কিন্দি বললেন: হুজর ইবনু আদী তাঁর এক পুত্রকে ওয়ুর ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করতে দেখলেন। তখন তিনি বললেন: "দলিলটি আনো। এটা তাই যা আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন: নিশ্চয়ই ওয়ু ঈমানের অর্ধেক।"

(ص: 370) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

801 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكِيعٌ، نَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ نُصَيْرٍ، عَنْ غُلَامٍ لِحُجْرِ الْكِنْدِيِّ أَنَّ حُجْرًا، رَأَى ابْنًا لَهُ خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، فَقَالَ: يَا غُلَامُ

نَاوِلْنِي الصَّحِيفَةَ مِنَ الْكُوَّةِ سَبَعْتُ عَلَيَّ بَنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: «الطُّهُورُ
نِصْفُ الْإِيمَانِ»

801 - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। ওয়াকী' আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। ইউনুস ইবনু আবী ইসহাক আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি উমাইর ইবনু নুমাইর থেকে, তিনি হুজর আল-কিন্দীর এক বালক থেকে (বর্ণনা করেছেন)। যে, হুজর তাঁর এক পুত্রকে শৌচাগার থেকে বের হতে দেখলেন অথচ সে ওয়ু করেনি। তখন তিনি বললেন: "হে বালক, আমাকে জানালা থেকে পুঁথিটি দাও।" "আমি আলী ইবনু আবী তালিব (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) কে বলতে শুনেছি: ওয়ু ঈমানের অর্ধেক।"

(ص: 370) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

802 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ، عَنْ حُجْرِ بْنِ عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ الطُّهُورَ، شَطْرُ الْإِيمَانِ»

৮০২ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, (তিনি) আব্দুর রহমান থেকে, (তিনি) সুফিয়ান থেকে, (তিনি) আবু ইসহাক থেকে, (তিনি) আবু লায়লা আল-কিন্দী থেকে, (এবং তিনি) হুজর ইবনে আদী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে (বর্ণনা করেছেন)। হুজর ইবনে আদী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন: “নিশ্চয়ই পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।”

(ص: 370) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

803 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكَيْعٌ، نَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ أَبِي مُيَكَّةَ: «إِنَّ [ص:
371] فَهَذَا يَزْعُمُ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَيَزْعُمُونَ أَنَّ إِيْمَانَهُ كَأَيِّمَانِ جَبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ»

৮০৩ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন। ওয়াকী নাফি ইবনু উমার থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (নাফি ইবনু উমার) বলেছেন: ইবনু আবী মুলাইকাহ আমাকে বলেছেন: "নিশ্চয়

(পৃ: ৩৭১) ফাহদান দাবি করে যে, সে মদ পান করে এবং তারা দাবি করে যে, তার ঈমান জিবরীল (আ.) ও মিকাইল (আ.)-এর ঈমানের মতো।"

(ص: 371) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

804 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَلْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجِدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ فَلْيُحِبِّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ»

৮০৪ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (বলেন) মুহাম্মদ ইবন জাফর আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি (বলেন) শুবাহ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু বালজ থেকে, তিনি আমর ইবন মাইমুন থেকে, তিনি আবু হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (নবী) বলেছেন: “যে ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পেতে ভালোবাসে, সে যেন এমন একজন ব্যক্তিকে ভালোবাসে যাকে সে কেবল আল্লাহর জন্যই ভালোবাসে।”

(ص: 371) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

805 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الصَّمدِ، نَا أَبُو هِلَالٍ، نَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَا خُطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَالَ: «لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ»

৮০৫ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আব্দুল সামাদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আবু হিলাল আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, কাতাদাহ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আনাস (আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকুন) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক) আমাদের সামনে যখনই ভাষণ দিয়েছেন, তখনই বলেছেন: "যার আমানত (أمانة) নেই, তার ঈমান নেই; এবং যার অঙ্গীকার (عهد) নেই, তার দীন (ধর্ম) নেই।"

(ص: 371) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

806 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكِيعٌ، نَا الْأَعْمَشُ، وَسُفْيَانُ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ هُرْمُزٍ أَبِي الْمِقْدَامِ، عَنْ [ص: 372] أَبِي يَحْيَى، قَالَ: " سُئِلَ حُذَيْفَةُ مَا الْمُنَافِقُ؟ قَالَ: «الَّذِي يَصِفُ الْإِيمَانَ وَلَا يَعْمَلُ بِهِ»

৮০৬ - আমার পিতা আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, ওয়াকী আমাদের বলেছেন, আমাশ আমাদের বলেছেন, এবং সুফিয়ান, ছাবিত ইবন হুরমুয আবুল মিকদাম থেকে, পৃষ্ঠা: ৩৭২ আবু ইয়াহইয়া থেকে, তিনি বলেন: "হুযাইফাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কপট ব্যক্তি কে?" তিনি বললেন: "যে বিশ্বাসের গুণাবলী বর্ণনা করে কিন্তু তদনুযায়ী কর্ম করে না।"

(ص: 372) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

807 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُمَيْرٍ، يَقُولُ: كَانَ حُذَيْفَةُ يُوَيِّسُ الْمُنَافِقَ "

৮০৭ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, মুতামির ইবনে সুলায়মান থেকে, তিনি আব্বাদ ইবনে আব্বাদ থেকে, তিনি বলেছেন: আমি আবু উসমানকে বলতে শুনেছি যে, হুযাইফা (রাঃ) মুনাফিককে নিরাশ করতেন।

(ص: 372) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

808 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: «أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ»

808 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, বিশর ইবনুল মুফাদ্দাল আমাদেরকে মনসুর ইবনে আব্দুর রহমান থেকে, তিনি শা'বী থেকে, তিনি জারীর থেকে বর্ণনা করেছেন। জারীর বলেছেন: «যে কোনো দাস তার মনিবদের থেকে পলায়ন করে, সে কুফরি করেছে (অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে/মারাত্মক পাপ করেছে)।»

809 - حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا فَسَأَلَهُ: «كَيْفَ تَبِيعُ؟» فَأَخْبَرَهُ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ أَدْخُلْ يَدَكَ فِيهِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ، فَإِذَا هُوَ مَبْدُولٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ»

809 - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান ইবনু উয়াইনাহ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি আলা হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবু হুরায়রা (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (তাঁর উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক) একজন খাদ্য বিক্রেতার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: "কীভাবে বিক্রয় করছো?" সে তাঁকে জানাল। তখন আল্লাহ তাঁকে ওহী করলেন যে, তিনি যেন তাতে (খাদ্যবস্তুর ভেতরে) হাত প্রবেশ করান। তিনি হাত প্রবেশ করালেন, তখন তিনি দেখতে পেলেন যে, খাদ্যবস্তু ভেজা। তখন রাসূলুল্লাহ (তাঁর উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক) বললেন: "যে প্রতারণা করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।"

810 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، نَا وَكِيعٌ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ»

811 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، مِثْلَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْنَادِهِ

৮১০ - আমার পিতা (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। ওয়াকী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। সুফিয়ান আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি যুবাইদ থেকে, তিনি ইবরাহীম থেকে, তিনি মাসরুক থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)

থেকে বর্ণনা করেছেন। আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে গালে আঘাত করে, (বুকের) কাপড় ছিঁড়ে ফেলে এবং জাহেলিয়াতের (অজ্ঞতা যুগের) প্রথায় (বিলাপ করে) আহ্বান করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।"

৮১১ - আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। আব্দুর রহমান ইবনু মাহদী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি সুফিয়ান থেকে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে তাঁর সনদসহ অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

(ص: 373) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

812 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، نَا وَكِيعٌ، نَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «مَا تَارَكَ الرَّكَاةَ بِمُسْلِمٍ»

812 - আমার পিতা (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। ওয়াকী' আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। হাসান ইবনু সালিহ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন মুতাররিফ থেকে, তিনি আবু ইসহাক থেকে, তিনি আবু আল-আহওয়াস থেকে। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রা.) বলেছেন: "যাকাত ত্যাগকারী মুসলিম নয়।"

(ص: 373) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

813 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكِيعٌ، نَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «مَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُؤَدِّ الرَّكَاةَ فَلَا صَلَاةَ لَهُ»

৮১৩ - আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। ওয়াকী ইসরাঈল থেকে, তিনি আবু ইসহাক থেকে, তিনি আবু আল-আহওয়াস থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবু আল-আহওয়াস) বলেছেন, আবদুল্লাহ বলেছেন: "যে ব্যক্তি সালাত (নামায) প্রতিষ্ঠা করেছে কিন্তু যাকাত আদায় করেনি, তার জন্য কোনো সালাত নেই।"

(ص: 373) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

814 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهِيلٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ.

[ص: 374]

815 - وَعَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ.

816 - وَعَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «الرَّبَّاءُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا وَالشَّرْكُ نَحْوُ ذَلِكَ»

৳১৪ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আবদুর রহমান ইবনে মাহদী আমাদের কাছে সুফিয়ান থেকে, তিনি সালামাহ ইবনে কুহাইল থেকে, তিনি আবুদ দুহা থেকে, তিনি মাসরুক থেকে, তিনি আবদুল্লাহ থেকে (বর্ণনা করেছেন)।

পৃষ্ঠা: ৩৭৪

৳১৫ - এবং জুবাইদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি মাসরুক থেকে, তিনি আবদুল্লাহ থেকে (বর্ণনা করেছেন)।

৳১৬ - এবং আল-আমাশ থেকে, তিনি উমারাহ থেকে, তিনি আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ থেকে, তিনি আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: "সুদের (রিবা) সত্তরটিরও বেশি শাখা রয়েছে এবং শিরকও (আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন) তেমনই।"

(ص: 374) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

817 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «الصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ، وَالْيَقِينُ الْإِيمَانُ كُلُّهُ»

৮১৭ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আব্দুর রহমান ইবনে মাহদি থেকে, তিনি সুফিয়ান থেকে, তিনি আল-আমাশ থেকে, তিনি আবু জাবইয়ান থেকে, তিনি আলকামাহ থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: «ধৈর্য হলো ঈমানের অর্ধেক, আর দৃঢ় বিশ্বাস (ইয়াকিন) হলো পূর্ণ ঈমান।»

(ص: 374) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

818 - قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، قَالَ: أَخْبَرْتُ أَنَّ فَضِيلَ بْنَ عِيَاضٍ: قَرَأَ أَوَّلَ الْأَنْفَالِ حَتَّى بَلَغَ {أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ} [الأنفال: 4] ثُمَّ قَالَ حِينَ فَرَغَ: «إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ تُخْبِرُكَ أَنَّ الْإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ، وَأَنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ مُؤْمِنًا حَقًّا فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَمَنْ لَمْ يَشْهَدْ أَنَّ الْمُؤْمِنَ حَقًّا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَهُوَ شَاكٌّ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مُكَذِّبٌ بِهِ أَوْ جَاهِلٌ لَا يَعْلَمُ، فَمَنْ كَانَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ حَقًّا مُسْتَكْمِلُ الْإِيمَانِ وَلَا يُسْتَكْمِلُ الْإِيمَانَ إِلَّا بِالْعَمَلِ وَلَنْ يَسْتَكْمِلَ عَبْدٌ [ص: 375] الْإِيمَانَ وَلَا يَكُونَ مُؤْمِنًا حَقًّا حَتَّى يُؤْثِرَ دِينَهُ عَلَى شَهْوَتِهِ، وَلَنْ يَهْلِكَ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْثِرَ شَهْوَتَهُ عَلَى دِينِهِ، يَا سَفِيهَ مَا أَجْهَلَكَ لَا تَرْضَى أَنْ تَقُولَ أَنَا مُؤْمِنٌ حَتَّى تَقُولَ أَنَا مُؤْمِنٌ حَقًّا مُسْتَكْمِلُ الْإِيمَانِ، وَاللَّهِ لَا تَكُونُ مُؤْمِنًا حَقًّا مُسْتَكْمِلُ الْإِيمَانِ حَتَّى تُؤَدِّيَ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكَ وَتَجْتَنِبَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَتَرْضَى بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، ثُمَّ تَخَافُ مَعَ هَذَا أَنْ لَا يَقْبَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْكَ» وَوَصَفَ فَضِيلُ الْإِيمَانَ بِأَنَّهُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَقَرَأَ {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} [البينة: 5] فَقَدْ سَأَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ دِينًا قَيِّمَةً بِالْقَوْلِ وَالْعَمَلِ، فَالْقَوْلُ: الْإِقْرَارُ بِالتَّوْحِيدِ وَالشَّهَادَةِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَلَاغِ، وَالْعَمَلُ: أَدَاءُ الْفَرَائِضِ وَاجْتِنَابُ الْمَحَارِمِ، وَقَرَأَ {وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا} [مريم: 55] وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا

وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا
الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ { [الشورى: 13] فَالَّذِينَ التَّصَدَّقُوا بِالْعَمَلِ كَمَا وَصَّاهُ اللَّهُ عَزَّ
وَجَلَّ وَكَمَا أَمَرَ أَنْبِيَاءُهُ وَرُسُلُهُ بِإِقَامَتِهِ: وَالتَّفَرُّقُ فِيهِ تَرْكُ الْعَمَلِ، وَالتَّفَرُّقُ بَيْنَ
الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي
الدِّينِ} [التوبة: 11] فَالتَّوْبَةُ مِنَ الشِّرْكِ جَعَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَوْلًا وَعَمَلًا بِإِقَامَةِ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَيْسَ الصَّلَاةُ وَلَا الزَّكَاةُ وَلَا شَيْءٌ مِنَ
الْفَرَائِضِ مِنَ الْإِيمَانِ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَخِلَافًا لِكِتَابِهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ كَانَ الْقَوْلُ كَمَا يَقُولُونَ لَمْ يُقَاتِلْ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَهْلَ الرِّدَّةِ
"، وَقَالَ الْفُضَيْلُ رَحِمَهُ اللَّهُ: " يَقُولُ أَهْلُ الْبِدْعِ: الْإِيمَانُ الْإِقْرَارُ بِلَا عَمَلٍ وَالْإِيمَانُ
وَاحِدٌ، وَإِنَّمَا يَتَفَاوَضُ النَّاسُ بِالْأَعْمَالِ، وَلَا يَتَفَاوَضُونَ بِالْإِيمَانِ، وَمَنْ قَالَ ذَلِكَ فَقَدْ
خَالَفَ الْأَثَرُ وَرَدَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلَهُ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: «الْإِيمَانُ بَضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً أَفْضَلُهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى
[ص: 376] عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ» وَتَفْسِيرُ مَنْ يَقُولُ الْإِيمَانُ لَا
يَتَفَاوَضُ يَقُولُ: إِنَّ الْفَرَائِضَ لَيْسَتْ مِنَ الْإِيمَانِ، فَمَيَّزَ أَهْلُ الْبِدْعِ الْعَمَلَ مِنَ الْإِيمَانِ،
وَقَالُوا: إِنَّ فَرَائِضَ اللَّهِ لَيْسَ مِنَ الْإِيمَانِ وَمَنْ قَالَ ذَلِكَ فَقَدْ أَعْظَمَ الْفُرْيَةَ، أَخَافُ أَنْ
يَكُونَ جَاحِدًا لِلْفَرَائِضِ، رَادًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَمْرَهُ، وَيَقُولُ أَهْلُ السُّنَّةِ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ
وَجَلَّ قَرَنَ الْعَمَلَ بِالْإِيمَانِ وَأَنَّ فَرَائِضَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْإِيمَانِ، قَالُوا {وَالَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} [محمد: 2] فَهَذَا مَوْصُولُ الْعَمَلِ بِالْإِيمَانِ وَيَقُولُ أَهْلُ
الْإِرْجَاءِ: إِنَّهُ مَقْطُوعٌ غَيْرُ مَوْصُولٍ، وَقَالَ أَهْلُ السُّنَّةِ: {وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ
ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ} [النساء: 124] فَهَذَا مَوْصُولٌ وَأَهْلُ الْإِرْجَاءِ يَقُولُونَ بَلْ هُوَ
مَقْطُوعٌ، وَقَالَ أَهْلُ السُّنَّةِ {وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ} [الإسراء: 19]
فَهَذَا مَوْصُولٌ وَكُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَشْبَاهِ ذَلِكَ، فَأَهْلُ السُّنَّةِ يَقُولُونَ: هُوَ
مَوْصُولٌ مُجْتَمِعٌ، وَأَهْلُ الْإِرْجَاءِ يَقُولُونَ هُوَ مَقْطُوعٌ مُتَفَرِّقٌ، وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ

لَكَانَ مَنْ عَصَى وَارْتَكَبَ الْمَعَاصِيَ وَالْمَحَارِمَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَبِيلٌ وَكَانَ إِقْرَارُهُ يَكْفِيهِ
مِنَ الْعَمَلِ، فَمَا أَسْوَأَ هَذَا مِنْ قَوْلٍ وَأَقْبَحَهُ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ " وَقَالَ فَضِيلٌ:
«أَصْلُ الْإِيمَانِ عِنْدَنَا وَفَرَعُهُ بَعْدَ الشَّهَادَةِ وَالتَّوْحِيدِ وَبَعْدَ الشَّهَادَةِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَلَاغِ وَبَعْدَ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ صِدْقُ الْحَدِيثِ، وَحِفْظُ الْأَمَانَةِ، وَتَرْكُ
الْخِيَانَةِ، وَالْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ، وَالنَّصِيحَةُ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ، وَالرَّحْمَةُ لِلنَّاسِ
عَامَّةً»، قِيلَ لَهُ يَعْني فَضِيلًا هَذَا مِنْ رَأْيِكَ تَقُولُهُ أَوْ سَمِعْتَهُ؟ قَالَ: بَلْ سَمِعْتُهُ
وَتَعَلَّمْتَاهُ، وَلَوْ لَمْ أَخْذْهُ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالْفُضْلِ لَمْ أَتَكَلَّمْ بِهِ "، وَقَالَ فَضِيلٌ: " يَقُولُ
أَهْلُ الْإِرْجَاءِ: الْإِيمَانُ قَوْلٌ بِلَا عَمَلٍ وَيَقُولُ الْجَهْمِيَّةُ: الْإِيمَانُ الْمَعْرِفَةُ بِلَا قَوْلٍ وَلَا
عَمَلٍ، وَيَقُولُ أَهْلُ السُّنَّةِ: الْإِيمَانُ الْمَعْرِفَةُ وَالْقَوْلُ وَالْعَمَلُ، فَمَنْ قَالَ: الْإِيمَانُ قَوْلٌ
وَعَمَلٌ فَقَدْ أَخَذَ بِالْوَثِيقَةِ، وَمَنْ قَالَ: الْإِيمَانُ قَوْلٌ بِلَا عَمَلٍ فَقَدْ خَاطَرَ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي
أَيُّقْبَلُ إِقْرَارُهُ أَوْ يَرُدُّ عَلَيْهِ بِذُنُوبِهِ "، وَقَالَ يَعْني فَضِيلًا: قَدْ بَيَّنْتُ لَكَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
أَعْمَى "، وَقَالَ فَضِيلٌ: " لَوْ قَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ أَنْتَ؟ مَا كَلَّمْتُهُ مَا عِشْتُ، وَقَالَ: إِذَا قُلْتَ
آمَنْتُ [ص: 377] بِاللَّهِ فَهُوَ يَجْزِيكَ مِنْ أَنْ تَقُولَ أَنَا مُؤْمِنٌ، وَإِذَا قُلْتَ: أَنَا مُؤْمِنٌ لَا
يَجْزِيكَ مِنْ أَنْ تَقُولَ آمَنْتُ بِاللَّهِ، لِأَنَّ آمَنْتُ بِاللَّهِ أَمْرٌ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {قُولُوا آمَنَّا
بِاللَّهِ} [البقرة: 136] الْآيَةِ، وَقَوْلُكَ أَنَا مُؤْمِنٌ تَكَلَّفٌ لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَقُولَهُ وَلَا بِأَسْ
إِنْ قُلْتَهُ عَلَى وَجْهِ الْإِقْرَارِ وَأَكْرَهُهُ عَلَى وَجْهِ التَّزْكِيَةِ "، وَقَالَ فَضِيلٌ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ
الثَّوْرِيَّ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى إِلَى هَذِهِ الْقِبْلَةِ فَهُوَ عِنْدَنَا مُؤْمِنٌ وَالنَّاسُ عِنْدَنَا مُؤْمِنُونَ
بِالْإِقْرَارِ وَالْمَوَارِيثِ وَالْمَنَاحَةِ وَالْحُدُودِ وَالذَّبَائِحِ وَالنُّسُكِ وَلَهُمْ ذُنُوبٌ وَخَطَايَا اللَّهُ
حَسِيبُهُمْ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ، وَلَا نُدْرِي مَا هُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ،
وَقَالَ فَضِيلٌ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ الضَّبِّيَّ يَقُولُ: مَنْ شَكَّ فِي دِينِهِ فَهُوَ كَافِرٌ وَأَنَا مُؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ
اللَّهُ، قَالَ فَضِيلٌ: «الْإِسْتِثْنَاءُ لَيْسَ بِشَيْءٍ» وَقَالَ فَضِيلٌ: " الْمُرْجئةُ كُلُّهَا سَمِعُوا حَدِيثًا
فِيهِ تَخْوِيفٌ، قَالُوا: هَذَا تَهْدِيدٌ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَخَافُ تَهْدِيدَ اللَّهِ وَتَحْذِيرَهُ وَتَخْوِيفَهُ
وَوَعِيدَهُ وَيَرْجُو وَعْدَهُ، وَإِنَّ الْمُنَافِقَ لَا يَخَافُ تَهْدِيدَ اللَّهِ وَلَا تَحْذِيرَهُ وَلَا تَخْوِيفَهُ وَلَا

وَعِيدُهُ وَلَا يَزُجُّ وَعْدُهُ"، وَقَالَ فَضِيلٌ: «الْأَعْمَالُ تُحِيطُ الْأَعْمَالُ، وَالْأَعْمَالُ تُحَوِّلُ دُونَ الْأَعْمَالِ»

৮১৮ - তিনি (বর্ণনাকারী) বললেন: আমি আমার পিতার কিতাবে পেয়েছি—আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন—তিনি বললেন: আমাকে জানানো হয়েছে যে, ফুযায়ল ইবনে ইয়াদ: আনফাল সূরার শুরু থেকে তিলাওয়াত করলেন যতক্ষণ না তিনি পৌঁছলেন: {তারাই প্রকৃত মুমিন; তাদের জন্য তাদের রবের নিকট রয়েছে উচ্চ মর্যাদা, ক্ষমা এবং

সম্মানজনক রিযিক।} [আনফাল: ৪] অতঃপর তিনি যখন শেষ করলেন, তখন বললেন: "নিশ্চয় এই আয়াতটি তোমাকে জানাচ্ছে যে, ইমান হলো কথা ও কাজ উভয়ই। আর মুমিন যদি প্রকৃত মুমিন হয়, তবে সে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় না যে, প্রকৃত মুমিন জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত, সে আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে সন্দিহান, এর অস্বীকারকারী অথবা অজ্ঞ যে জানে না। আর যে এই গুণাবলীতে (বর্ণনায়) থাকে, সে প্রকৃত মুমিন, যার ইমান পূর্ণাঙ্গ। ইমান কাজ ব্যতীত পূর্ণাঙ্গ হয় না। কোনো বান্দা ইমান পূর্ণাঙ্গ করতে পারবে না [পৃ: ৩৭৫] এবং প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার প্রবৃত্তির (শাহওয়াত) উপর তার দীনকে অগ্রাধিকার দেয়। আর কোনো বান্দা ধ্বংস হবে না, যতক্ষণ না সে তার দীনের উপর তার প্রবৃত্তিকে অগ্রাধিকার দেয়। হে নির্বোধ! তুমি কতই না অজ্ঞ! তুমি আমি মুমিন বলতে রাজি নও, যতক্ষণ না তুমি বলো আমি প্রকৃত মুমিন, যার ইমান পূর্ণাঙ্গ। আল্লাহর শপথ, তুমি প্রকৃত মুমিন এবং পূর্ণাঙ্গ ইমানের অধিকারী হতে পারবে না, যতক্ষণ না আল্লাহ তোমার উপর যা ফরজ করেছেন তা আদায় করো, আর আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা বর্জন করো এবং আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকো। এরপরও এর সাথে ভয় করো যে আল্লাহ তোমার থেকে (তোমার আমল) গ্রহণ নাও করতে পারেন।" ফুযায়ল ইমানকে কথা ও কাজ হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং তিলাওয়াত করেছেন: {তাদেরকে এ ছাড়া আর কোনো নির্দেশ দেওয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর প্রতি দীনকে একনিষ্ঠভাবে নিবেদন করবে, একমুখী (হান ইফ) হয়ে, সালাত কায়েম করবে এবং যাকাত আদায় করবে। এটাই প্রতিষ্ঠিত দীন।}

[বাইয়িনাহ: ৫] সুতরাং আল্লাহ তাআলা কথা ও কাজের মাধ্যমে দীনকে সুপ্রতিষ্ঠিত দীন (দীনুল ক্বাইয়িমাহ) বলেছেন। কথা হলো: তাওহীদের স্বীকৃতি এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম-এর রিসালাতের সাক্ষ্য। আর কাজ হলো: ফরজসমূহ আদায় করা এবং হারামসমূহ বর্জন করা। এবং তিনি তিলাওয়াত করলেন: {আর কিতাবে ইসমাইলের কথা উল্লেখ করুন; নিশ্চয়ই তিনি ওয়াদার ব্যাপারে সত্যবাদী ছিলেন এবং তিনি ছিলেন একজন রাসূল ও নবী। তিনি তার পরিবারবর্গকে সালাত ও যাকাতের নির্দেশ দিতেন এবং তিনি তার রবের নিকট ছিলেন সন্তোষভাজন।} [মারিয়াম: ৫৫] আর মহান আল্লাহ বলেছেন: {তিনি তোমাদের জন্য দীনের সেই বিধান দিয়েছেন, যার দ্বারা তিনি নূহকে ওসিয়ত করেছিলেন, আর যা আমরা তোমার প্রতি ওহী করেছি, আর যার দ্বারা আমরা ইব্রাহিম, মুসা ও ঈসাকে ওসিয়ত করেছিলাম — যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং তাতে বিভেদ করো না।} [শূরা: ১৩] সুতরাং দীন হলো কাজের মাধ্যমে সত্যায়ন, যেমন আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেছেন এবং যেমন তিনি তাঁর নবী ও রাসূলদেরকে তা প্রতিষ্ঠিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর তাতে বিভেদ হলো আমল ত্যাগ করা এবং কথা ও কাজের মধ্যে পার্থক্য করা। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {তবে যদি তারা তাওবা করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে, তবে তারা দীনে তোমাদের ভাই।} [তাওবাহ: ১১] সুতরাং শিরক থেকে তাওবাকে আল্লাহ তাআলা কথা ও কাজ উভয়ই নির্ধারণ করেছেন সালাত কায়েম করা ও যাকাত আদায় করার মাধ্যমে। আর আসহাবুর রায় (মতপন্থীরা) বলেছেন: সালাত, যাকাত বা কোনো ফরজই ইমানের অংশ নয়। এটি আল্লাহ তাআলার উপর মিথ্যা অপবাদ এবং তাঁর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্যাহর পরিপন্থী। "আর তাদের কথা যদি সত্য হতো, তাহলে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন না।" ফুযায়ল (রহ.) বললেন: "বিদআতের অনুসারীরা বলে: ইমান হলো আমলবিহীন স্বীকৃতি এবং ইমান একটিই। মানুষ কেবল আমলের মাধ্যমেই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে, ইমানের মাধ্যমে নয়। আর যে ব্যক্তি এমন কথা বলে, সে আছারের (পূর্ববর্তী প্রজন্মের ঐতিহ্যবাহী বর্ণনা) বিরোধিতা করল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীকে প্রত্যাখ্যান করল। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ইমানের সত্তরটিরও বেশি শাখা রয়েছে, তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা,

আর সর্বনিম্ন হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেওয়া [পৃ: ৩৭৬] এবং লজ্জা ইমানের একটি শাখা। যারা বলে ইমানের মধ্যে তারতম্য হয় না, তাদের ব্যাখ্যা হলো: ফরজসমূহ ইমানের অংশ নয়। সুতরাং বিদআতীরা আমলকে ইমান থেকে পৃথক করেছে এবং তারা বলেছে যে, আল্লাহর ফরজসমূহ ইমানের অংশ নয়। আর যে ব্যক্তি এমন কথা বলে, সে জঘন্য অপবাদ দিয়েছে। আমি আশঙ্কা করি যে, সে ফরজসমূহকে অস্বীকারকারী, আল্লাহর নির্দেশের প্রত্যাখ্যানকারী। আর আহলে সুন্নাহ (সুন্নতের অনুসারীরা) বলেন: নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আমলকে ইমানের সাথে সংযুক্ত করেছেন এবং আল্লাহর ফরজসমূহ ইমানের অংশ। তারা বললেন: **{আর যারা ইমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে}** [মুহাম্মদ: ২]। এটি আমলকে ইমানের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। আর আহলে ইরজা (মুরজিয়া সম্প্রদায়) বলে: এটি বিচ্ছিন্ন, সংযুক্ত নয়। আহলে সুন্নাহ বলেছেন: **{আর যে ব্যক্তি কোনো সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, এবং সে মুমিন}** [নিসা: ১২৪]। এটি সংযুক্ত। আর আহলে ইরজা বলে: বরং এটি বিচ্ছিন্ন। আহলে সুন্নাহ বলেছেন: **{আর যে আখেরাত কামনা করে এবং তার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে, আর সে মুমিন}** [ইসরা: ১৯]। এটি সংযুক্ত। আর কুরআনের এই ধরনের সকল বিষয়, আহলে সুন্নাহ বলেন: এটি সংযুক্ত ও একত্রিত। আর আহলে ইরজা বলে: এটি বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত। আর তাদের কথা যদি সত্য হতো, তাহলে যে ব্যক্তি অবাধ্য হয়েছে এবং পাপ ও হারাম কাজ করেছে, তার বিরুদ্ধে কোনো পথ থাকত না এবং আমলের বদলে তার স্বীকৃতিই তার জন্য যথেষ্ট হতো। এটি কতই না খারাপ ও জঘন্য কথা! নিশ্চয় আমরা আল্লাহর এবং আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।" ফুযায়ল বললেন: "আমাদের মতে ইমানের মূল এবং এর শাখা হলো শাহাদা ও তাওহীদের পর, এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রিসালাতের শাহাদার পর, আর ফরজসমূহ আদায়ের পর – সত্য কথা বলা, আমানত রক্ষা করা, খিয়ানত পরিত্যাগ করা, অঙ্গীকার পূর্ণ করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, সকল মুসলমানের জন্য কল্যাণ কামনা করা এবং সাধারণ মানুষের প্রতি দয়া করা।" তাকে (অর্থাৎ ফুযায়লকে) জিজ্ঞাসা করা হলো: "এটি কি আপনার নিজস্ব মতামত যা আপনি বলছেন, নাকি আপনি এটি শুনেছেন?" তিনি বললেন: "বরং আমরা এটি শুনেছি এবং শিখেছি। যদি আমি এটি ফিকহ ও ফযীলতের জ্ঞানীদের থেকে গ্রহণ না করতাম, তবে আমি এটি বলতাম না।" ফুযায়ল বললেন: "আহলে ইরজা (মুরজিয়া সম্প্রদায়) বলে: ইমান হলো আমলবিহীন কথা। আর জাহমিয়াহ (জাহমিয়া সম্প্রদায়) বলে:

ইমান হলো কথা ও আমলবিহীন জ্ঞান। আর আহলে সুন্নাহ বলে: ইমান হলো জ্ঞান, কথা ও আমল। সুতরাং যে ব্যক্তি বলে: ইমান হলো কথা ও কাজ, সে সুদৃঢ় অবলম্বন গ্রহণ করেছে। আর যে ব্যক্তি বলে: ইমান হলো আমলবিহীন কথা, সে ঝুঁকি নিয়েছে। কারণ সে জানে না যে তার স্বীকৃতি গ্রহণ করা হবে নাকি তার পাপের কারণে প্রত্যাখ্যান করা হবে।" তিনি (অর্থাৎ ফুযায়ল) বললেন: "আমি তোমাকে স্পষ্ট করে দিয়েছি, যদি না তুমি অন্ধ হও।" ফুযায়ল বললেন: "যদি কোনো ব্যক্তি তোমাকে জিজ্ঞেস করে, তুমি কি মুমিন? আমি বেঁচে থাকতে তার সাথে কথা বলতাম না।" আর তিনি বললেন: "যখন তুমি বলো আমি আল্লাহতে ইমান এনেছি, তখন এটিই তোমার জন্য যথেষ্ট যে, তুমি আমি মুমিন বলবে না। [পৃ: ৩৭৭] আর যখন তুমি বলো: আমি মুমিন, তখন এটি তোমার জন্য যথেষ্ট হবে না যে তুমি আমি আল্লাহতে ইমান এনেছি বলবে না। কারণ আমি আল্লাহতে ইমান এনেছি একটি আদেশ। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {তোমরা বলো, আমরা আল্লাহতে ইমান এনেছি} [বাকারা: ১৩৬] আয়াতটি। আর তোমার আমি মুমিন বলাটা একটি বাড়তি কথা। এটি না বললে তোমার কোনো ক্ষতি হবে না। আর যদি তুমি স্বীকৃতির উদ্দেশ্যে বলো, তবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু আত্মপ্রশংসার উদ্দেশ্যে বললে আমি তা অপছন্দ করি।" ফুযায়ল বললেন: "আমি সুফিয়ান সাওরিকে বলতে শুনেছি: যে এই ক্বিবলার দিকে সালাত আদায় করে, সে আমাদের নিকট মুমিন। আর মানুষ আমাদের নিকট তাদের স্বীকৃতির ভিত্তিতে, উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে, বিবাহ-শাদীর ক্ষেত্রে, শরীয়তের দণ্ডের (হুদুদ) ক্ষেত্রে, জবেহকৃত পশুর (যাবাইহ) ক্ষেত্রে এবং ইবাদত-বন্দেগীর (নুসুক) ক্ষেত্রে মুমিন। তাদের পাপ ও ভুলভ্রান্তি আছে। আল্লাহই তাদের হিসাব গ্রহণকারী। যদি তিনি চান, তবে তাদের আযাব দেবেন, আর যদি চান, তবে তাদের ক্ষমা করবেন। আমরা জানি না যে, আল্লাহর নিকট তাদের অবস্থা কী।" ফুযায়ল বললেন: "আমি মুগীরাহ আদ-দাব্বিকে বলতে শুনেছি: যে ব্যক্তি তার দীন সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে, সে কাফির। আর আমি মুমিন, ইনশাআল্লাহ (যদি আল্লাহ চান)। ফুযায়ল বললেন: এই ব্যতিক্রম (ইনশাআল্লাহ বলা) সন্দেহ নয়।" ফুযায়ল বললেন: "মুরজিয়ারা যখনই কোনো হাদিস শোনে যাতে ভীতিপ্রদর্শন (তাখউইফ) থাকে, তারা বলে: এটি শুধু হুমকি। অথচ মুমিন আল্লাহর হুমকি, সতর্কবাণী, ভীতিপ্রদর্শন এবং শাস্তির ভয় করে এবং তাঁর প্রতিশ্রুতির আশা রাখে। কিন্তু মুনাফিক আল্লাহর হুমকি, সতর্কবাণী, ভীতিপ্রদর্শন এবং শাস্তির ভয় করে না এবং তাঁর প্রতিশ্রুতির আশা রাখে না।" ফুযায়ল বললেন: "আমলসমূহ (কিছু) অন্য আমলকে নিষ্ফল করে দেয়, এবং আমলসমূহ (অন্য) আমল থেকে প্রতিবন্ধক হয়।"

819 - قَالَ أَبِي: أُخْبِرْتُ عَنْ فَضِيلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا} [البقرة: 269] قَالَ: «الْفَقْهُ وَالْعِلْمُ»

৮১৯ - আমার বাবা বললেন: আমাকে ফুযায়লের সূত্রে, তিনি লাইসের সূত্রে, তিনি মুজাহিদের সূত্রে অবহিত করা হয়েছে। মহামহিম আল্লাহ তাআলার এই উক্তি প্রসঙ্গে, {আর যাকে হিকমত (প্রজ্ঞা) দেওয়া হয়েছে, তাকে প্রচুর কল্যাণ দেওয়া হয়েছে} [সূরা বাকারা: ২৬৯] তিনি (মুজাহিদ) বললেন: (তা হলো) ফিকহ (ধর্মীয় আইনশাস্ত্রের জ্ঞান) এবং (সাধারণ) জ্ঞান।

820 - وَوَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ فَضِيلٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي الْأَعْمَشَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِي، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "الْقُلُوبُ أَرْبَعَةٌ: قَلْبٌ أَجْرَدٌ كَأَنَّهَا فِيهِ سِرَاجٌ يَزْهَرُ فَذَلِكَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ، وَقَلْبٌ أَغْلَفُ فَذَلِكَ قَلْبُ الْكَافِرِ، وَقَلْبٌ مُصَفَّحٌ فَذَلِكَ قَلْبُ الْمُنَافِقِ، وَقَلْبٌ فِيهِ إِيْمَانٌ وَنِفَاقٌ، وَمَثَلُ الْإِيْمَانِ فِيهِ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ يَسْقِيهَا مَاءٌ طَيِّبٌ، وَمَثَلُ النِّفَاقِ فِيهِ كَمَثَلِ قَرْحَةٍ يَبْدُهَا قَيْحٌ وَدَمٌ، فَأَيُّمَا غَلَبَ عَلَيْهِ غَلَبَهُ"

৮২০ - এবং আমি আমার পিতার কিতাবে পেয়েছি, আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন। তিনি বলেন: আমাকে ফুদাইল থেকে, তিনি সুলাইমান থেকে, অর্থাৎ আল-আমাশ থেকে, তিনি আমর ইবনে মুররাহ থেকে, তিনি আবু আল-বাখতারি আত-তাই থেকে, তিনি হুযাইফাহ ইবনে আল-ইয়ামান থেকে অবহিত করেছেন। [পৃষ্ঠা: ৩৭৮] আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন। তিনি বলেন: "হৃদয় চার প্রকার: একটি নির্মল হৃদয়, যেন তাতে একটি উজ্জ্বল প্রদীপ জ্বলছে – আর তা হলো মুমিনের হৃদয়। এবং একটি আবৃত হৃদয় – আর তা হলো কাফিরের হৃদয়। এবং একটি দ্বিচারী হৃদয় – আর তা হলো মুনাফিকের হৃদয়। এবং এমন একটি হৃদয়, যাতে ঈমান ও নিফাক উভয়ই বিদ্যমান। আর তাতে ঈমানের দৃষ্টান্ত হলো এমন একটি গাছের মতো, যাকে সুমিষ্ট পানি দ্বারা সেচ করা হয়। এবং তাতে নিফাকের দৃষ্টান্ত হলো এমন একটি ক্ষতের মতো, যা পুঁজ

ও রক্ত দ্বারা পরিপুষ্ট হয়। অতএব, এর মধ্যে যেটিই প্রাধান্য লাভ করে, সেটিই তার উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে।"

(ص: 378) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

821 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، غَيْرَ مَرَّةٍ، نَا ضَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ، عَنِ الْهَزِيلِ بْنِ شَرَحْبِيلٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «لَوْ وُزِنَ إِيْمَانُ أَبِي بَكْرٍ بِإِيْمَانِ أَهْلِ الْأَرْضِ لَرَجَحَ بِهِ»

822 - سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ هَارُونَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ

821 - হারুন ইবনে মারুফ একাধিকবার আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। (তিনি বলেছেন,) দমরা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন ইবনে শওয়াব থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবনে জুহাদা থেকে, তিনি সালামাহ ইবনে কুহাইল থেকে, তিনি হুযাইল ইবনে শুরাহবিল থেকে। হুযাইল বলেছেন: উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন: "যদি আবু বকরের ঈমানকে পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসীর ঈমানের সাথে পরিমাপ করা হতো, তবে তাঁর (আবু বকরের) ঈমানই অধিক ভারী হতো।"

822 - আমি আমার পিতাকে শুনেছি হারুনের সূত্রে বর্ণনা করতে, অতঃপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।

(ص: 378) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

823 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ [ص: 379] الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ، قَالَ: خَرَجَ مُعَاذٌ فِي نَاسٍ فَقَالَ: «اجْلِسُوا نَوْمِنْ سَاعَةً نَذْكُرُ اللَّهَ»

৮২৩ - আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান থেকে। সুফিয়ান বলেন, আমার নিকট জামে ইবন শাদাদ বর্ণনা করেছেন, [পৃষ্ঠা: ৩৭৯] আসওয়াদ ইবন হিলাল থেকে। আসওয়াদ ইবন হিলাল বলেন, মুআয (রাঃ) কিছু লোকের সাথে বের হলেন। অতঃপর তিনি বললেন: "বসুন, আমরা কিছুক্ষণ ঈমান তাজা করি (বা ঈমানের চর্চা করি)। আমরা আল্লাহর স্মরণ করি।"

(ص: 379) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

824 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ الطَّائِيِّ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ أَيُّوبُ بْنُ عَائِذٍ الْبَخْتَرِيُّ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: "يَأْتِي الرَّجُلُ الرَّجُلَ لَا يَمْلِكُ لَهُ وَلَا لِنَفْسِهِ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا فَيَحْلِفُ لَهُ أَنَّكَ كَيْتَ وَلَعَلَّهُ لَا يَتَحَلَّى مِنْهُ بِشَيْءٍ فَيَزْجَعُ وَمَا فِيهِ مِنْ دِينِهِ شَيْءٌ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ {الْمُ تَرِ إِلَى الَّذِينَ يُزْكَونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا} [النساء: 50]"

৮২৪ - আমার পিতা আমাকে হাদিস শুনিয়েছেন। (তিনি বলেন) সুফিয়ান ইবনু উয়াইনাহ, আইয়ুব আল-তায়ী থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু আবদুর রহমান বলেছেন, এবং তিনি হলেন আইয়ুব ইবনু আযিয় আল-বাখতারি। তিনি কায়স ইবনু মুসলিম থেকে, তিনি তারিক ইবনু শিহাব থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন: "একজন মানুষ এমন আরেকজন মানুষের কাছে আসে, যার নিজের বা অন্যের ক্ষতি বা উপকার করার কোনো ক্ষমতা নেই। তখন সে তার কাছে কসম করে বলে যে, আপনি তো এমন (ক্ষমতাবান/গুণী) ব্যক্তি, অথচ সম্ভবত সে (প্রশংসিত ব্যক্তি) এর কোনো গুণের অধিকারীই নয়। তখন সে (প্রশংসাকারী) ফিরে যায়, আর তার দ্বীনের (ধর্মীয় মূল্যবোধ) কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।" অতঃপর আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তিলাওয়াত করলেন: {তুমি কি তাদেরকে দেখনি যারা নিজেদের পবিত্র বলে দাবি করে? বরং আল্লাহ যাকে চান পবিত্র করেন এবং তাদের প্রতি সুতোর সমানও জুলুম করা হবে না। দেখো, তারা আল্লাহর উপর কীভাবে মিথ্যা আরোপ করে! আর প্রকাশ্য গুনাহ হিসেবে এটাই যথেষ্ট।} [সূরা নিসা: ৫০]

825 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، نَا وَكَيْعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ نَجِيحٍ، نَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فَتَيَانٌ حَزَاوِرَةٌ فَتَعَلَّمْنَا الْإِسْلَامَ، ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فَازْدَدْنَا بِهِ إِيمَانًا»

825 - আমাকে আমার পিতা (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) বর্ণনা করেছেন। ওয়াকী' আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, হাম্মাদ ইবনু নাজীহ থেকে, আবু ইমরান আল-জাওনী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, জুনদুব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: «আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম, যখন আমরা তরুণ, সবল যুবক ছিলাম। তখন আমরা ঈমান শিক্ষা করলাম, অতঃপর আমরা কুরআন শিক্ষা করলাম, ফলে এর দ্বারা আমাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পেলো।»

826 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكَيْعٌ، نَا الْأَعْمَشُ، وَسُفْيَانُ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ هُرْمُزٍ أَبِي [ص: 380] الْبِقْدَامِ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، قَالَ: سُئِلَ حَذِيفَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا الْمُنَافِقُ؟ قَالَ: الَّذِي يَصِفُ الْإِسْلَامَ وَلَا يَعْمَلُ بِهِ "

৮২৬ - আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, ওয়াকী' আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আ'মশ ও সুফিয়ান (উভয়ে) সাবেত ইবনে হুরমুয আবু আল-মিকদাম থেকে, পৃ. ৩৮০ তিনি আবু ইয়াহইয়া থেকে (বর্ণনা করেছেন)। তিনি বলেছেন: হুযাইফা (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: মুনাফিক কে? তিনি বললেন: সে হল যে মুখে ইসলামের বর্ণনা দেয় কিন্তু তদনুযায়ী আমল করে না।

827 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَهُوَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، نَا عِمْرَانُ يَعْنِي الْقَطَّانَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَكُونُ النَّاسُ مُجَدِّبِينَ فَيُنْزِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ رِزْقًا مِنْ رِزْقِهِ فَيُضْبِحُونَ مُشْرِكِينَ» فَقِيلَ لَهُ: وَكَيْفَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «يَقُولُونَ مُطْرُنًا بَنُوءَ كَذَا وَكَذَا»

৮২৭ - আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন; সুলায়মান ইবনে দাউদ, যিনি আবু দাউদ আত-তায়ালিসি, বর্ণনা করেছেন; ইমরান, অর্থাৎ আল-কাত্তান, বর্ণনা করেছেন কাতাদা থেকে; তিনি নাসর ইবনে আসিম আল-লায়সি থেকে; তিনি মুআবিয়া আল-লায়সি থেকে। তিনি (মুআবিয়া) বলেছেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: «মানুষ দুর্ভিক্ষপীড়িত অবস্থায় থাকবে, অতঃপর আল্লাহ তাদের উপর তাঁর রিয়ক (জীবিকা) থেকে রিয়ক নাযিল করবেন, তখন তারা মুশরিক (আল্লাহর সাথে শিরককারী) হয়ে যাবে।» তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো: «ইয়া রাসূলুল্লাহ, তা কেমন করে হবে?» তিনি বললেন: «তারা বলবে, অমুক অমুক নও’ (নক্ষত্র/তারা)-এর প্রভাবে আমাদের বৃষ্টি হয়েছে।»

(ص: 380) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

828 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا بِهِرٌ، نَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «آيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ وَآيَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ»

828 - আমাকে আমার পিতা বর্ণনা করেছেন, বাহয আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, শুবা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে জাবর আল-আনসারী আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি আনাস ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে বলতে শুনেছি: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "মুনাফিকের নিদর্শন হলো আনসারদের প্রতি ঘৃণা এবং ঈমানের নিদর্শন হলো আনসারদের প্রতি ভালোবাসা।"

(ص: 381) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

829 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ نُبَيْطِ بْنِ شَرِيْطٍ، عَنْ جَابَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ وَلَا عَاقٍ وَلَا مُدْمِنٌ خَمْرٍ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: نُبَيْطُ بْنُ شَرِيْطٍ هُوَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ نُبَيْطٍ وَكَانَ شُعْبَةُ الْأَشْعَثُ فَكَانَ يَقُولُ شُبَيْطُ بْنُ شَرِيْطٍ

৮২৯ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন। মুহাম্মদ ইবনে জাফর আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, শুবা থেকে, তিনি মানসুর থেকে, তিনি সালিম ইবনে আবিল জাদ থেকে, তিনি নুবাইত ইবনে শারীত থেকে, তিনি জাবান থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর থেকে, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন, তিনি নবী থেকে, আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক, যে তিনি বলেছেন: "জান্নাতে প্রবেশ করবে না সেই ব্যক্তি যে খোটা দেয় (উপকার করে খোটা দেয়), আর না যে পিতা-মাতার অবাধ্য এবং না যে মদ্যপানে আসক্ত।" আবু আব্দুর রহমান বলেছেন: নুবাইত ইবনে শারীত হলেন আবু সালামা ইবনে নুবাইত। আর শুবা তোতলা ছিলেন, তাই তিনি (নুবাইত ইবনে শারীতের পরিবর্তে) শুবাইত ইবনে শুরাইত বলতেন।

(ص: 381) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

830 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، نَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: "كُنَّا جُلُوسًا فِي مَسْجِدِ بَنِي عَدِيٍّ قَالَ وَفِينَا أَبُو السَّوَّارِ الْعَدَوِيُّ فَدَخَلَ عَلَيْهِ مَعْبُدُ الْجَهْمِيِّ مِنْ بَعْضِ الْأَبْوَابِ، فَقَالَ أَبُو السَّوَّارِ: مَا أَدْخَلَ هَذَا مَسْجِدَنَا؟ لَا تَدْعُوهُ يُجَالِسُنَا، لَا تَدْعُوهُ يَجْلِسُ إِلَيْنَا، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: إِنَّمَا جَاءَ إِلَى قَرِيبَةٍ لَهُ مُعْتَكِفَةً فِي هَذِهِ الْقُبَّةِ، قَالَ: فَجَاءَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا ثُمَّ خَرَجَ فَذَهَبَ "

৮৩০ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, মুআয ইবনু মুআয আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, ইবনু আওন আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি (ইবনু আওন) বলেন: "আমরা বনু আদিয় গোত্রের মসজিদে উপবিষ্ট ছিলাম।" তিনি (ইবনু আওন) আরও বলেন, "আমাদের মাঝে আবু আস-সাওয়ার আল-আদাওয়ীও ছিলেন।" তখন মাবাদ আল-জাহমী কয়েকটি দরজা

দিয়ে তাঁর (আবু আস-সাওয়ারের) কাছে প্রবেশ করলেন। আবু আস-সাওয়ার (তাঁকে দেখে) বললেন: "এ আমাদের মসজিদে কেন প্রবেশ করেছে? তাকে আমাদের সাথে বসতে দিও না, তাকে আমাদের পাশে বসতে দিও না!" তখন উপবিষ্ট লোকদের মধ্যে কেউ কেউ বললেন: "সে তো তার এক আত্মীয়র কাছে এসেছে, যিনি এই কক্ষটিতে ইতিকাফে আছেন।" ইবনু আওন বলেন: "অতঃপর সে আসল এবং তার (আত্মীয়র) কাছে প্রবেশ করল, তারপর বেরিয়ে গেল এবং চলে গেল।"

(ص: 382) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

831 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ أَبُو يَزِيدَ الرَّقِّيُّ، نَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعُبَيْسِيُّ، قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا سَالِمُ الْأَفْطُسُ بِالْإِرْجَاءِ فَعَرَضَهُ، قَالَ: فَتَفَرَّ مِنْهُ أَصْحَابُنَا نَفَارًا شَدِيدًا وَكَانَ أَشَدَّهُمْ مَيُّونُ بْنُ مِهْرَانَ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مَالِكٍ، فَأَمَّا عَبْدُ الْكَرِيمِ فَإِنَّهُ عَاهَدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَلَّا يَأُوِيَهُ وَإِيَّاهُ سَقْفُ بَيْتٍ إِلَّا الْمَسْجِدَ، قَالَ مَعْقِلٌ فَحَجَجْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِي قَالَ: فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ يُوسُفَ قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ هَذَا الْحَرْفَ { حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا } [يوسف: 110] مُخَفَّفَةً، قَالَ: قُلْتُ إِنَّ لَنَا إِلَيْكَ حَاجَةً فَاخْلُ لَنَا فَفَعَلَ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ قَوْمًا قَبْلَنَا قَدْ أَحْدَثُوا وَتَكَلَّمُوا وَقَالُوا: إِنَّ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ لَيْسَتَا مِنَ الدِّينِ، قَالَ: فَقَالَ: أَوَلَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ } [البينة: 5] فَالصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ مِنَ الدِّينِ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: لَيْسَ فِي الْإِيمَانِ زِيَادَةٌ، قَالَ: أَوَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا أَنْزَلَ { فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا } [التوبة: 124] فَمَا هَذَا الْإِيمَانُ الَّذِي زَادَهُمْ، قَالَ: قُلْتُ فَإِنَّهُمْ قَدْ انْتَحَلُوا وَبَلَغْنِي أَنْ ذَرًّا دَخَلَ عَلَيْكَ فِي أَصْحَابٍ لَهُ فَعَرَضُوا عَلَيْكَ قَوْلَهُمْ فَقَبِلْتَهُ وَقُلْتَ هَذَا الْأَمْرَ [ص: 383] فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا كَانَ هَذَا - مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا - قَالَ: ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَجَلَسْتُ إِلَى نَافِعٍ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، قَالَ: أَسِرُّ أَمْ عَلَانِيَةً؟ فَقُلْتُ: لَا، بَلْ سِرًّا، قَالَ: رَبِّ سِرِّ لَا

خَيْرٍ فِيهِ، فَقُلْتُ لَهُ: لَيْسَ مِنْ ذَاكَ، فَلَمَّا صَلَّيْنَا الْعَصْرَ قَامَ وَأَخَذَ بِيَدِي وَخَرَجَ مِنَ الْخَوْخَةِ وَلَمْ يَنْتَظِرِ الْقَاصَّ، فَقَالَ: مَا حَاجَّتُكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَخْلِينِي مِنْ هَذَا، قَالَ: تَتَحَّ يَا عَمْرُو، فَذَكَرْتُ لَهُ بُدْوَ قَوْلِهِمْ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَضْرِبَهُمْ بِالسَّيْفِ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَبُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ» قَالَ: قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: نَحْنُ نُقَرُّ بِأَنَّ الصَّلَاةَ فَرِيضَةٌ وَلَا نُصَلِّي، وَأَنَّ الْخَمْرَ حَرَامٌ وَنَحْنُ نَشْرِبُهَا، وَأَنَّ نِكَاحَ الْأَمَّهَاتِ حَرَامٌ وَنَحْنُ نَفْعَلُ، قَالَ: فَتَرَّ يَدَهُ مِنْ يَدَيَّ ثُمَّ قَالَ: «مَنْ فَعَلَ هَذَا فَهُوَ كَافِرٌ»، قَالَ مَعْقِلٌ: ثُمَّ لَقِيتُ الرَّهْرِيَّ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِهِمْ فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ أَوْقَدْ أَخَذَ النَّاسُ فِي هَذِهِ الْخُصُومَاتِ؟» قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرِبُ الشَّارِبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ» قَالَ مَعْقِلٌ: ثُمَّ لَقِيتُ الْحَكَمَ بْنَ عَتِيبَةَ، قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّ مَيْمُونًا وَعَبْدَ الْكَرِيمِ بَلَغَهُمَا أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْكَ نَاسٌ مِنَ الْمُرَجَّةِ فَعَرَضُوا عَلَيْكَ قَوْلَهُمْ فَقَبِلْتَ قَوْلَهُمْ، قَالَ: «فَقَبِلَ ذَلِكَ عَلَيَّ مَيْمُونٌ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ؟» قُلْتُ: لَا، قَالَ: " فَدَخَلَ عَلَيَّ مِنْهُمْ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا وَأَنَا مَرِيضٌ، فَقَالُوا: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ بَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ رَجُلٌ بِأَمَةٍ سَوْدَاءَ أَوْ حَبَشِيَّةٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلَيَّ [ص: 384] رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَفْتَرَى هَذِهِ مُؤْمِنَةً؟ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «وَتَشْهَدِينَ أَنَّي رَسُولُ اللَّهِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «وَتَشْهَدِينَ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «أَتَشْهَدِينَ أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُكَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ» قَالَ: فَخَرَجُوا وَهُمْ يَنْتَحِلُونِي " قَالَ مَعْقِلٌ: ثُمَّ جَلَسْتُ إِلَى مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا أَيُّوبَ لَوْ قَرَأْتَ لَنَا سُورَةً فَفَسَّرْتَهَا، قَالَ: فَقَرَأْتُ أَوْ قَرِئْتُ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ حَتَّى إِذَا بَلَغَ {مُطَاعٌ} ثُمَّ أَمِينٌ } [التكوير: 21] قَالَ: «ذَاكَ جَبْرِيلُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْخَيْبَةُ لِسَنِّ يَقُولُ إِبْرَاهِيمُ كَلِيمَانِ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ»

৮৩১ - আমার পিতা আমাকে হাদিস শুনিয়েছেন, তিনি বলেছেন: খালিদ ইবনু হাইয়ান আবু ইয়াযীদ আর-রাঈ আমাদেরকে হাদিস শুনিয়েছেন, তিনি বলেছেন: মাকিল ইবনু উবাইদুল্লাহ আল-আবসী বলেছেন: সালিম আল-আফতাস ইরজা (কর্মকে ঈমানের অংশ না গণনাকারী মতবাদ) নিয়ে আমাদের কাছে এসেছিলেন এবং এটি পেশ করেছিলেন। তিনি বলেন: আমাদের সাথীরা তা থেকে তীব্রভাবে বিতাড়িত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে সবচেয়ে কঠোর ছিলেন মায়মুন ইবনু মিহরান এবং আব্দুল কারীম ইবনু মালিক। আব্দুল কারীম তো আল্লাহ তাআলার সাথে এই মর্মে অঙ্গীকার করেছিলেন যে, মসজিদ ব্যতীত অন্য কোনো ঘরের ছাদ তাকে ও তাকে (সালিমকে) একত্রিত করবে না। মাকিল বলেন: এরপর আমি হজ্জ করলাম এবং আমার কয়েকজন সাথীর সাথে আতা ইবনু আবি রাবাহের কাছে গেলাম। তিনি বলেন: তখন তিনি সূরা ইউসুফ পড়ছিলেন। তিনি বলেন: আমি তাকে এই শব্দবন্ধটি পড়তে শুনলাম: ‘{অবশেষে যখন রাসূলগণ নিরাশ হলেন এবং তারা ধারণা করলেন যে, তাদেরকে মিথ্যা বলা হয়েছে}’ [ইউসুফ: ১১০] – এটা তিনি হালকা (তাখফীফ) করে পড়ছিলেন। তিনি বলেন: আমি বললাম, আমাদের আপনার কাছে একটি প্রয়োজন আছে, তাই আমাদের জন্য নির্জনতা অবলম্বন করুন। তিনি তা করলেন। আমি তাকে জানালাম যে, আমাদের পূর্বের কিছু লোক নতুন মতবাদ তৈরি করেছে এবং কথা বলছে, তারা বলে যে, সালাত (নামাজ) ও যাকাত দ্বীনের অংশ নয়। তিনি বলেন: তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা কি বলেননি: ‘{তাদেরকে তো কেবল এই আদেশ করা হয়েছিল যে, তারা যেন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করে, তাঁর জন্য দ্বীনকে (জীবনব্যবস্থাকে) বিশুদ্ধ করে এবং সালাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে?}’ [আল-বায়্যিনাহ: ৫]। সুতরাং, সালাত ও যাকাত দ্বীনের অংশ। তিনি বলেন: আমি তাকে বললাম, তারা বলে যে, ঈমানে কোনো বৃদ্ধি নেই। তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা কি তাঁর নাযিলকৃত কিতাবে বলেননি: ‘{ফলে তা তাদের ঈমানকে বাড়িয়ে দিয়েছে}’ [আত-তাওবা: ১২৪]? তাহলে এই ঈমান কী যা তাদের বৃদ্ধি করে দিয়েছে? তিনি বলেন: আমি বললাম, তারা আপনার মতাদর্শের দাবি করে এবং আমি শুনেছি যে, যার তার সাথীদের নিয়ে আপনার কাছে এসেছিল এবং তাদের বক্তব্য আপনার কাছে পেশ করেছিল, আর আপনি তা গ্রহণ করে এই বিষয়ে বলেছেন...**[পৃ: ৩৮৩]** তিনি বললেন: আল্লাহর কসম, যিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, এমনটি ঘটেনি – দুবার অথবা তিনবার। তিনি বলেন: এরপর আমি মদীনায় আসলাম এবং নাফি-এর কাছে বসলাম। আমি তাকে বললাম, হে আবু আব্দুল্লাহ, আমার আপনার কাছে একটি প্রয়োজন আছে। তিনি বললেন: এটা কি গোপনীয় নাকি প্রকাশ্য? আমি বললাম: না, বরং

গোপনীয়। তিনি বললেন: অনেক গোপন বিষয় আছে যার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। আমি তাকে বললাম: এটি সেরকম নয়। যখন আমরা আসরের সালাত আদায় করলাম, তখন তিনি উঠলেন, আমার হাত ধরলেন এবং ছোট দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন, গল্পকথকের জন্য অপেক্ষা করলেন না। তিনি বললেন: তোমার প্রয়োজন কী? তিনি বলেন: আমি বললাম: এখান থেকে আমাকে নির্জন করে দিন। তিনি বললেন: হে আমার, সরে যাও। তখন আমি তাকে তাদের মতবাদের সূচনা সম্পর্কে জানালাম। তিনি বললেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: «আমাকে আদেশ করা হয়েছে যে, আমি যেন তাদের বিরুদ্ধে তরবারি চালাই যতক্ষণ না তারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই) বলে। যখন তারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে, তখন তারা আমার থেকে তাদের রক্ত ও সম্পদকে রক্ষা করবে, তবে তার (দ্বীনের) অধিকার ব্যতীত। আর তাদের হিসাব আল্লাহর কাছে।» তিনি বলেন: আমি বললাম, তারা বলে: আমরা স্বীকার করি যে সালাত ফরয, কিন্তু আমরা সালাত আদায় করি না। এবং আমরা স্বীকার করি যে মদ হারাম, কিন্তু আমরা তা পান করি। এবং আমরা স্বীকার করি যে মায়েদের সাথে বিবাহ করা হারাম, কিন্তু আমরা তা করি। তিনি বলেন: তখন তিনি আমার হাত থেকে তার হাত ছিনিয়ে নিলেন এবং বললেন: «যে এটি করবে, সে কাফির (অবিশ্বাসী)।» মাকিল বলেন: এরপর আমি যুহরি-এর সাথে দেখা করলাম এবং তাকে তাদের বক্তব্য সম্পর্কে জানালাম। তিনি বললেন: «সুবহানাল্লাহ! মানুষ কি এই বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছে?» রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: «ব্যভিচারী যখন ব্যভিচার করে, তখন সে মুমিন (বিশ্বাসী) অবস্থায় ব্যভিচার করে না। চোর যখন চুরি করে, তখন সে মুমিন অবস্থায় চুরি করে না। আর মদ্যপ যখন মদ পান করে, তখন সে মুমিন অবস্থায় মদ পান করে না।» মাকিল বলেন: এরপর আমি হাকাম ইবনু উতাইবাহ-এর সাথে দেখা করলাম। তিনি বলেন: আমি বললাম: মায়মুন ও আব্দুল কারীম-এর কাছে এই খবর পৌঁছেছে যে, মুরজিয়া (আল-মুরজিয়া) সম্প্রদায়ের কিছু লোক আপনার কাছে এসেছিল এবং তাদের মতবাদ পেশ করেছিল, আর আপনি তাদের বক্তব্য গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বললেন: «মায়মুন ও আব্দুল কারীম কি এই বিষয়ে আমাকে অভিযুক্ত করেছেন?» আমি বললাম: না। তিনি বললেন: "আমার কাছে তাদের মধ্য থেকে বারো জন লোক এসেছিল, তখন আমি অসুস্থ ছিলাম। তারা বলল: হে আবু মুহাম্মাদ, আপনার কাছে কি এই খবর পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক ব্যক্তি একটি কালো অথবা হাবশী দাসী নিয়ে এসেছিল এবং বলেছিল: হে আল্লাহর রাসূল, আমার উপর একজন মুমিন দাসী মুক্ত করার দায়িত্ব আছে,

আপনি কি মনে করেন এটি মুমিন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (দাসীটিকে) জিজ্ঞাসা করলেন: «তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই?» সে বলল: হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: «আর তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর রাসূল?» সে বলল: হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: «আর তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, জান্নাত সত্য এবং জাহান্নাম সত্য?» সে বলল: হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: «তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ তোমাকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করবেন?» সে বলল: হ্যাঁ। তিনি বললেন: «তবে তাকে মুক্ত করে দাও, কারণ সে মুমিন।» তিনি বলেন: এরপর তারা বেরিয়ে গেল এবং আমার মতাদর্শের দাবি করতে লাগল।" মাকিল বলেন: এরপর আমি মায়মুন ইবনু মিহরান-এর কাছে বসলাম। তাকে বলা হলো: হে আবু আইয়ুব, যদি আপনি আমাদের জন্য একটি সূরা তিলাওয়াত করতেন এবং তার ব্যাখ্যা করতেন। তিনি বলেন: তখন তিনি অথবা (অন্য কেউ) তিলাওয়াত করলেন সূরা ইয়াশ শামসু কুউয়ীরাত (আল-তাকবীর), যখন তিনি '{সেখানে মান্যবর ও বিশ্বস্ত}' [আত-তাকবীর: ২১] এই আয়াতে পৌঁছালেন, তখন তিনি বললেন: «তিনি হলেন জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম)। আর তার জন্য ধ্বংস যে বলে তার ঈমান জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম)-এর ঈমানের মতো!»

(ص: 384) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

832 - سَبَعْتُ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، يَقُولُ: كَانَ أَسْوَدُ بْنُ سَالِمٍ يَقُولُ: " لَا أُرَوِّي عَنْ عُلُقَمَةَ، شَيْئًا لِأَنَّهُ قَالَ: أُرْجُو أَنْ أَكُونَ مُؤْمِنًا "، خَاصَمَهُ صَدَقَةُ الْمُرُوزِيِّ عَلَى بَابِ ابْنِ عُلَيَّةٍ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: أَنَا مُؤْمِنٌ حَقًّا أَنْكَرَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، وَكُنَّا أَنْكَرْنَا عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَكَانَ الْأَسْوَدُ يَقُولُ: أَنَا مُؤْمِنٌ حَقًّا، وَتَأَوَّلَ هَذِهِ الْآيَةَ {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا} [الأنفال: 74] فَقَالَ أَبِي: إِنَّمَا هَذِهِ لِمَنْ آوَى وَنَصَرَ هَذَا شَيْءٌ قَدْ مَضَى وَانْقَطَعَ هَذَا لَهُؤُلَاءِ خَاصَّةً

৮৩২ - আমি আমার পিতাকে, আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন, বলতে শুনেছি: আসওয়াদ ইবন সালিম বলতেন, "আমি আলকামার থেকে কোনো বর্ণনা গ্রহণ করি না, কারণ তিনি বলেছিলেন: আমি আশা করি যে আমি মুমিন হব।" ইবন উলাইয়ার দরজায় সাদাক্বাহ আল-মারওয়াযী তাঁর সাথে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন যে বলে: আমি প্রকৃতই মুমিন। সাদাক্বাহ

তাঁর এই উক্তিকে অস্বীকার করেছিলেন, এবং আমরা সবাই তা অস্বীকার করেছিলাম। অথচ আসওয়াদ বলতেন: আমি প্রকৃতই মুমিন, এবং তিনি এই আয়াত দ্বারা এর ব্যাখ্যা দিতেন: {যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে এবং যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে, তারাই প্রকৃত মুমিন।} [আনফাল: ৭৪]। তখন আমার পিতা বললেন: "এই আয়াত তো কেবল তাদের জন্য, যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে। এটি এমন একটি বিষয় যা অতীত হয়ে গেছে এবং এর সূত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এটি কেবল তাদেরই জন্য নির্দিষ্ট ছিল।"

(ص: 384) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 1

سُئِلَ عَنِ الْقَدَرِيَّةِ وَالصَّلَاةِ خَلْفَهُمْ وَمَا جَاءَ فِيهِمْ

833 - سَمِعْتُ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ: «لَا يُصَلِّي خَلْفَ الْقَدَرِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ»

834 - سَأَلْتُ أَبِي مَرَّةً أُخْرَى عَنِ الصَّلَاةِ، خَلْفَ الْقَدَرِيِّ فَقَالَ: «إِنْ كَانَ مِمَّنْ يُخَاصِمُ فِيهِ وَيَدْعُو إِلَيْهِ فَلَا نُصَلِّي خَلْفَهُ»

কাদারিয়া সম্প্রদায়, তাদের পিছনে সালাত এবং তাদের সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে, সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল।

833 - আমি আমার পিতাকে (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) বলতে শুনেছি: "কাদারিয়া, মুতাযিলা এবং জাহমিয়াদের পিছনে সালাত আদায় করা যাবে না।"

834 - আমি আমার পিতাকে আরেকবার একজন কাদারী ব্যক্তির পিছনে সালাত আদায় করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তখন তিনি বললেন: "যদি সে এমন ব্যক্তি হয় যে এই বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করে এবং এর দিকে অন্যদের আহ্বান করে, তাহলে আমরা তার পিছনে সালাত আদায় করব না।"

السنة لعبد الله بن أحمد (عبد الله بن أحمد)

القسم: العقيدة

الكتاب: السنة

المؤلف: أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي
(ت 290هـ)

المحقق: د. محمد بن سعيد بن سالم القحطاني

الناشر: دار ابن القيم - الدمام

الطبعة: الأولى، 1406 هـ - 1986 م

عدد الأجزاء: 2

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

تاريخ النشر بالشاملة: 8 صفر 1433

আল-সুন্নাহ লি আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ (আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ)

বিভাগ: আকীদা

গ্রন্থ: আল-সুন্নাহ

লেখক: আবু আবদুর রহমান আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল আশ-

শাইবানি আল-বাগদাদী (মৃ. ২৯০ হি.)

সম্পাদনা: ড. মুহাম্মদ ইবনে সাঈদ ইবনে সালিম আল-কাহতানি

প্রকাশক: দার ইবনুল কাইয়িম - দাম্মাম

সংস্করণ: প্রথম, ১৪০৬ হি. - ১৯৮৬ খ্রি.

খণ্ডের সংখ্যা: ২

[গ্রন্থের পৃষ্ঠাঙ্কন মুদ্রিত সংস্করণের অনুরূপ]

শামেলাতে প্রকাশের তারিখ: ৮ সফর ১৪৩৩

835 - سَمِعْتُ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، وَسَأَلَهُ عَلِيُّ بْنُ الْجَهْمِ عَنْ مَنْ قَالَ: بِالْقَدَرِ يَكُونُ كَافِرًا؟ قَالَ: " إِذَا جَحَدَ الْعِلْمَ، إِذَا قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا حَتَّى خَلَقَ عِلْمًا فَعَلِمَ فَجَحَدَ عِلْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ كَافِرٌ "

৮৩৫ - আমি আমার পিতাকে (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) বলতে শুনেছি, এবং আলী ইবনুল জাহম তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, যে ব্যক্তি ক্বদর (তাকদীর) নিয়ে কথা বলে, সে কি কাফের হয়ে যায়? তিনি বললেন: "যদি সে (আল্লাহর) জ্ঞানকে অস্বীকার করে — অর্থাৎ, যদি সে বলে: নিশ্চয়ই আল্লাহ, পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত, জ্ঞানী ছিলেন না যতক্ষণ না তিনি জ্ঞান সৃষ্টি করলেন এবং তারপর জানলেন — তাহলে সে আল্লাহ, পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিতের জ্ঞানকে অস্বীকার করেছে; সুতরাং সে কাফের।"

836 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، نَا أَبُو رَجَاءٍ الْكَلْبِيُّ وَاسْنُهُ رَوْحُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلَيْنِ يَتَكَلَّمَانِ فِي الْمَرْبَدِ فِي الْقَدَرِ، فَقَالَ فَضْلُ الرَّقَاشِيِّ لِصَاحِبِهِ: «لَا تُقَرِّ لَهُ بِالْعِلْمِ، إِنَّ أَفْرَرْتَ لَهُ بِالْعِلْمِ فَأَمْكِنَهُ مِنْ رَجْلَيْكَ يَسْحَبَكَ عَرْضَ الْمَرْبَدِ»

৮৩৬ - আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইবনু আবী বকর আল-মুকাদ্দামী। আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন আবু রাজা আল-কালবী, এবং তার নাম ছিল রওহ ইবনুল মুসাইয়াব। তিনি বললেন: "আমি আল-মিরবাদে দুইজন লোককে তাকদীর (ভাগ্যলিপি) নিয়ে কথা বলতে দেখলাম। তখন ফাদল আর-রাকশী তার সঙ্গীকে বললেন: তাকে জ্ঞানের অধিকারী স্বীকার করো না। যদি তুমি তাকে জ্ঞানের অধিকারী বলে স্বীকার করো, তবে সে তোমার পায়ের ওপর কর্তৃত্ব পেয়ে যাবে এবং তোমাকে আল-মিরবাদের এপার থেকে ওপার পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবে।"

837 - حَدَّثْتُ، عَنْ حَوْثَرَةَ بْنِ أَشْرَسَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَلَامًا أَبَا الْمُنْذِرِ، غَيْرَ مَرَّةٍ [ص: 386]، وَهُوَ يَقُولُ: "سَلُوهُمْ عَنِ الْعِلْمِ، هَلْ عَلِمَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، فَإِنْ قَالُوا: قَدْ عَلِمَ، فَلَيْسَ فِي أَيْدِيهِمْ شَيْءٌ، وَإِنْ قَالُوا: لَمْ يَعْلَمْ، فَقَدْ حَلَّتْ دِمَاؤُهُمْ"

৮৩৭ - আমাকে হাওছারা ইবন আশরাস থেকে জানানো হয়েছে, তিনি বলেন: আমি সালাম আবু আল-মুনযিরকে একাধিকবার বলতে শুনেছি পৃষ্ঠা: ৩৮৬ যে, তিনি বলছিলেন: "তাদেরকে জ্ঞান সম্পর্কে প্রশ্ন করো: তিনি কি জানতেন নাকি জানতেন না? যদি তারা বলে: তিনি জানতেন, তাহলে তাদের নিকট (প্রমাণের জন্য) কিছুই নেই। আর যদি তারা বলে: তিনি জানতেন না, তাহলে তাদের রক্ত বৈধ হয়ে গেল।"

(ص: 386) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

838 - قَالَ حَوْثَرَةُ: وَحَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطَّيِّ، قَالَ: قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، رَحِمَهُ اللَّهُ: إِنَّ غَيْلَانَ يَقُولُ فِي الْقَدَرِ كَذَا وَكَذَا، فَمَرَّ بِهِ فَقَالَ: «أَخْبِرْنِي عَنِ الْعِلْمِ؟» فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ فَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا هِيَ عَامِلَةٌ وَإِلَى مَا هِيَ صَائِرَةٌ» فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ قُلْتُ غَيْرَ هَذَا لَضَرَبْتُ عُقْقَكَ، اذْهَبِ الْآنَ فَاجْهَدْ جَهْدَكَ»

৮৩৮ - হাওসারা বলেছেন: হাম্মাদ ইবনু সালামা আবু জাফর আল-খাতমী সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: উমার ইবনু আব্দুল আযীয (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন)-কে বলা হয়েছিল: "গাইলান তাকদীর (ভাগ্যলিপি) সম্পর্কে এই এই কথা বলেন।" অতঃপর (উমার) তার (গাইলানের) পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাকে বললেন: "আমাকে জ্ঞান (ইলম) সম্পর্কে অবহিত করুন।" তখন তিনি (গাইলান) বললেন: "আল্লাহ পবিত্র! নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিটি আত্মা যা করবে এবং কোন পরিণতির দিকে যাবে, তা অবগত আছেন।" অতঃপর উমার ইবনু আব্দুল আযীয বললেন: "যার হাতে আমার প্রাণ, আমি শপথ করে বলছি, যদি তুমি এর ব্যতিক্রম কিছু বলতে, তবে আমি তোমার গর্দান উড়িয়ে দিতাম। এখন যাও এবং তোমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করো।"

839 - حَدَّثَنِي سَوَّارٌ، أَوْ حَدَّثْتُ عَنْهُ، حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَعْدٍ، ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَدَرِيٌّ، فَأَعَدْتُ الصَّلَاةَ بَعْدَ أَرْبَعِينَ سَنَةً، أَوْ ثَلَاثِينَ سَنَةً» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَكْبَرُ عَلَيَّ أَنِّي سَمِعْتُ مِنْ سَوَّارٍ أَوْ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْهُ

৮৩৯ - সাওয়ার আমাকে বর্ণনা করেছেন, অথবা তাঁর সূত্রে আমাকে বর্ণনা করা হয়েছে। মুআয ইবনে মুআয আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: "আমি বনু সাদ গোত্রের এক ব্যক্তির পেছনে সালাত (নামায) আদায় করেছিলাম। অতঃপর আমার কাছে খবর পৌঁছাল যে, সে একজন কাদারী (তকদীর অস্বীকারকারী)। তাই আমি চল্লিশ বছর, অথবা ত্রিশ বছর পর সালাতটি পুনরায় আদায় করেছি।" আবদুল্লাহ বলেছেন: আমার সর্বাধিক জ্ঞান এই যে, আমি সাওয়ারের নিকট থেকে শুনেছি, অথবা আমাদের কতিপয় সাথী তাঁর সূত্রে আমাকে বর্ণনা করেছেন।

840 - حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنِي حَبَّادُ بْنُ قِيْرَاطٍ [ص: 387]، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ طَهْمَانَ، يَقُولُ: «الْجَهْمِيَّةُ كُفَّارٌ وَالْقَدَرِيَّةُ كُفَّارٌ»

৮৪০ - আমাকে বর্ণনা করেছেন আল-হাসান ইবনে ইসা, যিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের মাওলা; আমাকে বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ ইবনে কীরাত পৃ: ৩৮৭, তিনি (হাম্মাদ) বললেন: আমি ইবরাহীম ইবনে তাহমানকে বলতে শুনেছি: "জাহমিয়াহগণ কাফির এবং কাদারিয়াহগণ কাফির।"

841 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، نَا عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ شَرِيكَ الْهُذَلِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَيْمُونٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ،

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبِي وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَرَّةً أُخْرَى: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تُجَالِسُوا أَهْلَ الْقَدَرِ وَلَا تُفَاتِحُوهُمْ»

৮৪১ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়াযিদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। সাঈদ ইবনু আবি আইয়ুব আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। আতা ইবনু দীনার আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি হাকীম ইবনু শারিক আল-হুযালী থেকে, তিনি ইয়াহইয়া ইবনু মাইমুন আল-হাদরামি থেকে, তিনি রাবী'আহ আল-জুরশী থেকে, তিনি আবু হুরায়রাহ (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে, তিনি উমার ইবনু আল-খাত্তাব (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে, তিনি নাবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন। আমার পিতা বলেছেন, এবং আবু আব্দুর রহমান অন্য একবার বলেছেন: “আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি:” “তোমরা কদরপন্থীগণের সাথে উঠাবসা করো না এবং তাদের সাথে কথা বলা শুরু করো না।”

(ص: 387) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

842 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّلِقَانِيُّ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، نَا حَيَّوَةُ بْنُ [ص: 388] شَرِيحٍ، أَنَا أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبْلِيَّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «قَدَّرَ اللَّهُ الْمَقَادِيرَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ»

৮৪২ - সাঈদ ইবন ইয়াকুব আত-তালকানি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন) আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন) হায়ওয়াহ ইবন **পৃষ্ঠা:** **৩৮৮** শুরাইহ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন) আবু হানি আল-খাওলানি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আবু আব্দুর রহমান আল-হুযলি-কে বলতে শুনেছেন, যে তিনি আব্দুল্লাহ ইবন আমর (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন)-কে বলতে শুনেছেন, যে তিনি নবী (তাঁর উপর আল্লাহর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক)-কে বলতে শুনেছেন যে, তিনি বলেছেন: «আল্লাহ তায়ালা আসমান ও যমীন সৃষ্টির পূর্বেই সবকিছুর পরিমাপ নির্ধারণ করে রেখেছেন।»

843 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، سَمِعْتُ أَبَا سِنَانَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ خَالِدٍ الْجَمِصِيِّ، عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ، قَالَ: وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنْ هَذَا الْقَدَرِ فَأَتَيْتُ أَبِي بَنَ كَعْبٍ، فَقُلْتُ: أَبَا الْمُنْدِرِ وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنْ هَذَا الْقَدَرِ، فَخَشِيتُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ هَلَاكٌ دِينِي وَأَمْرِي، حَدَّثَنِي عَنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ لَعَلَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْفَعُنِي بِهِ، فَقَالَ: لَوْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ، وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ، وَلَوْ كَانَ لَكَ جَبَلٌ أَحَدٍ أَوْ مِثْلُ جَبَلٍ أَحَدٍ ذَهَبًا أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَأَنَّ مَا أَخْطَاكَ [ص: 389] لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَإِنَّكَ إِنْ مِتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا دَخَلْتَ النَّارَ، وَلَا عَلَيْكَ أَنْ تَأْتِيَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَتَسْأَلَهُ، فَأَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، كَانَ أَبُو سِنَانَ يَقْتَضُ الْحَدِيثَ قَالَ: وَلَا عَلَيْكَ أَنْ تَأْتِيَ أَخِي حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانَ فَتَسْأَلَهُ، فَأَتَيْتُ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: فَأَتِ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَسَلِّهِ، فَأَتَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَوْ أَنَّ اللَّهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ، وَلَوْ كَانَ لَكَ جَبَلٌ أَحَدٍ ذَهَبًا أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَإِنَّ مَا أَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَأَنَّكَ إِنْ مِتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا دَخَلْتَ النَّارَ»

844 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، نَا سُفْيَانُ، نَا أَبُو سِنَانَ سَعِيدُ بْنُ سِنَانَ، نَا وَهْبُ بْنُ خَالِدٍ الْجَمِصِيِّ، عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ، قَالَ: لَقِيتُ أَبِي بَنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ إِسْحَاقَ الرَّازِيِّ، وَحَدِيثِ إِسْحَاقَ بْنِ سُلَيْمَانَ أَيْ كَلَامًا وَأَكْثَرَ

৮৪৩ - আমাকে আমার পিতা বর্ণনা করেছেন। তাঁকে ইসহাক ইবনু সুলায়মান আর-রাযী বর্ণনা করেছেন, (যিনি বলেছেন) আমি আবু সিনানকে ওয়াহব ইবনু খালিদ আল-হিমসী থেকে, তিনি ইবনু দাইলামী থেকে (বর্ণনা করতে) শুনেছি। ইবনু দাইলামী বলেন: এই তাকদীর (ভাগ্য) সম্পর্কে আমার মনে কিছু সংশয় দেখা দিয়েছিল। অতঃপর আমি উবাই ইবনু কাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট গেলাম এবং বললাম: হে আবুল মুনযির, এই তাকদীর (ভাগ্য) সম্পর্কে আমার মনে কিছু সংশয় দেখা দিয়েছে। আমি ভয় পাচ্ছি যে, এতে আমার দ্বীন ও আমার বিষয় ধ্বংস হয়ে যাবে। আপনি আমাকে এ সম্পর্কে এমন কিছু বলুন যার দ্বারা মহান আল্লাহ আমাকে উপকৃত করতে পারেন। তিনি বললেন: যদি আল্লাহ তায়ালা আসমান ও যমীনের অধিবাসীদেরকে শাস্তি দেন, তবে তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন এমন অবস্থায় যে তিনি তাদের প্রতি যালিম (অত্যাচারী) নন। আর যদি তিনি তাদের প্রতি রহম করেন, তবে তাঁর রহমত তাদের আমল (কর্ম)-এর চেয়ে তাদের জন্য উত্তম হবে। যদি তোমার উহুদ পাহাড় অথবা উহুদ পাহাড়ের সমান স্বর্ণ থাকে এবং তুমি তা আল্লাহর পথে ব্যয় করো, তবে আল্লাহ তা তোমার নিকট থেকে গ্রহণ করবেন না, যতক্ষণ না তুমি তাকদীর (ভাগ্য)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো এবং তুমি জানো যে, যা তোমার উপর আপতিত হওয়ার ছিল, তা কখনো তোমাকে এড়িয়ে যেত না এবং যা তোমাকে এড়িয়ে গেছে (পৃষ্ঠা: ৩৮৯) তা কখনো তোমার উপর আপতিত হতো না। আর যদি তুমি এর ব্যতিক্রম (অর্থাৎ তাকদীরে বিশ্বাস না করে) মারা যাও, তবে তুমি জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আর তোমার উচিত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করা। অতঃপর আমি আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট গেলাম এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনিও অনুরূপ কথা বললেন। আবু সিনান হাদীস বর্ণনা করার সময় বললেন: তোমার উচিত আমার ভাই হুযাইফাহ ইবনু আল-ইয়ামান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করা। অতঃপর আমি হুযাইফাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট গেলাম এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনিও অনুরূপ কথা বললেন। তিনি বললেন: এরপর য়ায়েদ ইবনু সাবিত (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে যাও এবং তাকে জিজ্ঞাসা করো। অতঃপর আমি য়ায়েদ ইবনু সাবিত (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট গেলাম এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: "যদি আল্লাহ আসমান ও যমীনের অধিবাসীদেরকে শাস্তি দেন, তবে তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন এমন অবস্থায় যে তিনি তাদের প্রতি যালিম (অত্যাচারী) নন। আর যদি তিনি তাদের প্রতি রহম করেন, তবে তাঁর রহমত তাদের আমল (কর্ম)-এর চেয়ে

তাদের জন্য উত্তম হবে। যদি তোমার উল্লেখ পাহাড়ের সমান স্বর্ণ থাকে এবং তুমি তা আল্লাহর পথে ব্যয় করো, তবে আল্লাহ তা তোমার নিকট থেকে গ্রহণ করবেন না, যতক্ষণ না তুমি তাকদীর (ভাগ্য)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো এবং তুমি জানো যে, যা তোমার উপর আপতিত হওয়ার ছিল, তা কখনো তোমাকে এড়িয়ে যেত না এবং যা তোমাকে এড়িয়ে গেছে, তা কখনো তোমার উপর আপতিত হতো না। আর যদি তুমি এর ব্যতিক্রম (অর্থাৎ তাকদীরে বিশ্বাস না করে) মারা যাও, তবে তুমি জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"

৮৪৪ - আমাকে আমার পিতা (রহিমাল্লাহ) বর্ণনা করেছেন। তাঁকে ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ বর্ণনা করেছেন, তাঁকে সুফইয়ান বর্ণনা করেছেন, তাঁকে আবু সিনান সাঈদ ইবনু সিনান বর্ণনা করেছেন, তাঁকে ওয়াহব ইবনু খালিদ আল-হিমসী ইবনু দাইলামী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (ইবনু দাইলামী) বলেন: আমি উবাই ইবনু কাব (রাতিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। অতঃপর তিনি ইসহাক আর-রাযী-এর হাদীসের অনুরূপ অর্থ বর্ণনা করলেন। তবে ইসহাক ইবনু সুলায়মান-এর হাদীসটি অধিক বিস্তারিত ও ব্যাপক ছিল।

(ص: 390) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

845 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعٍ: حَتَّى يَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ بَعَثَنِي بِالْحَقِّ، وَحَتَّى يُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَحَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ "

846 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكِيعٌ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيِّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ: «خَيْرُهُ وَشَرُّهُ»

৮৪৫ - আমাকে আমার পিতা বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মাদ ইবনে জাফর আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, শুবা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, মানসুর থেকে, রিবঈ ইবনে হিরাশ থেকে,

আলী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে, নবী (আল্লাহ তাঁর উপর শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "কোনো বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারে না, যতক্ষণ না সে চারটি বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে: যতক্ষণ না সে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল, তিনি আমাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, এবং যতক্ষণ না সে মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে বিশ্বাস স্থাপন করে, এবং যতক্ষণ না সে তাকদীরে বিশ্বাস স্থাপন করে।"

৮৪৬ - আমাকে আমার পিতা বর্ণনা করেছেন, ওয়াকী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, মানসূর থেকে, রিবঈ ইবনে হিরশ থেকে, একজন ব্যক্তি থেকে, আলী (আল্লাহ তাঁর মুখমণ্ডলকে সম্মানিত করুন) থেকে, নবী (আল্লাহ তাঁর উপর শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন) থেকে অনুরূপভাবে বর্ণিত এবং এতে যোগ করা হয়েছে: "এর ভালো ও মন্দকে।"

(ص: 390) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو: قَالَ لَنَا طَاوُسٌ: «أَحْزُوا مَعْبَدًا الْجُهَنِيَّ فَإِنَّهُ قَدَرِي»

আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান বলেছেন যে, আমার বলেছেন: তাউস আমাদের কাছে বলেছেন: 'মাবাদ আল-জুহানিকে অপদস্থ করো, কারণ সে একজন কাদারী।'

(ص: 391) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

حَدَّثَنِي أَبِي، نَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، أَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ: «لَا تُجَالِسُوا أَهْلَ الْقَدَرِ»

আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, মুআয ইবনু মুআয আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি আল-আমাশ থেকে, তিনি আবুদ দোহা থেকে বর্ণনা করেছেন। আবুদ দোহা বলেন: আল-হাসান ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আলী বলেছেন: "তোমরা কাদারিয়াগণের (যারা তাকদীর বা আল্লাহর পূর্বজ্ঞান অস্বীকার করে) সাথে বসো না।"

(ص: 391) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

848 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا بِهِزٌ، نَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ «يُلَعْنَانِ الْقَدَرِيَّةَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِقَدَرِ اللَّهِ عِزَّ وَجَلَّ حَتَّى يُؤْمِنُوا بِخَيْرِهِ وَشَرِّهِ»

৮৪৮ - আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, বাহয আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, ইকরিমা ইবনে আম্মার আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ এবং সালিম ইবনে আবদুল্লাহকে বলতে শুনেছি যে, তারা উভয়ে কাদারিয়াহ (قدر)-দেরকে অভিশাপ দিচ্ছিলেন, যারা মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর তাকদীর (قدر)-কে অস্বীকার করে, যতক্ষণ না তারা এর ভালো ও মন্দ উভয় প্রকারের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে।

(ص: 391) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

849 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَطَّارُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي وَعَمِّي يَقُولَانِ: سَمِعْنَا الْحَسَنَ وَهُوَ يَنْهَى عَنْ مُجَالَسَةِ مَعْبِدِ الْجَهَنِّيِّ، يَقُولُ: لَا تُجَالِسُوهُ فَإِنَّهُ ضَالٌّ مُضِلٌّ " قَالَ مَرْحُومٌ: قَالَ أَبِي: " وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَوْمِئِذٍ يَتَكَلَّمُ فِي الْقَدَرِ غَيْرَ مَعْبِدٍ وَرَجُلٍ مِنَ الْأَسَاوِرَةِ يُقَالُ لَهُ سَسْوِيهِ

৮৪৯ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, মারহুম ইবন আব্দুল আযীয আল-আত্তার থেকে। তিনি (মারহুম) বলেন: আমি আমার পিতা ও চাচাকে বলতে শুনেছি: আমরা হাসানকে

(আল-বাসরী) মাবাদ আল-জুহানির সাথে মেলামেশা করতে নিষেধ করতে শুনেছি। তিনি বলতেন: "তোমরা তার সাথে বসো না, কেননা সে নিজেই পথভ্রষ্ট এবং অপরকে পথভ্রষ্টকারী।" মারহুম বলেন: আমার পিতা বলেছেন: "সে সময়ে আমি মাবাদ এবং আসাওয়িরাহদের মধ্য থেকে সাসাওয়াইহ নামক একজন ব্যক্তি ছাড়া আর কাউকে তাকদীর (আল্লাহর পূর্বনির্ধারিত বিধান) সম্পর্কে কথা বলতে জানতাম না।"

(ص: 392) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

850 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الصَّيْدِ، نَا عِكْرِمَةُ، قَالَ: سَأَلْنَا يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ عَنِ الْقَدَرِيَّةِ، فَقَالَ: «هُمْ الَّذِينَ يَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُقَدِّرِ الشَّرَّ»

৮৫০ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আব্দুল সামাদ আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, ইকরিমা আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন। ইকরিমা বললেন: আমরা ইয়াহইয়া ইবনু আবি কাসীরকে কাদারিয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তখন তিনি বললেন: "তারা হলো তারাই যারা বলে যে, আল্লাহ অকল্যাণ নির্ধারণ করেননি।"

(ص: 392) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

851 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الصَّيْدِ، نَا عِكْرِمَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِيًّا، وَالْقَاسِمَ يَلْعَنَانِ الْقَدَرِيَّةِ

৮৫১ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন; আব্দুস সামাদ থেকে; ইকরিমা থেকে। তিনি (ইকরিমা) বলেছেন: আমি সালিম ও কাসিমকে কাদারিয়াদের অভিশাপ দিতে শুনেছি।

(ص: 392) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

852 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا أَبُو سَعِيدٍ، ثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ كَثُومٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ أَصْحَابُ مُسْلِمٍ بْنُ يَسَارٍ: كَانَ مُسْلِمٌ يَقْعُدُ إِلَى هَذِهِ السَّارِيَةِ، فَقَالَ: «إِنَّ مَعْبَدًا يَقُولُ بِقَوْلِ النَّصَّارَى»

৮৫২ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন। আবু সাঈদ আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন। রাবিআ ইবন কুলসুম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর পিতা বলেছেন: মুসলিম ইবন ইয়াসারের সাথীরা বলেছেন যে, মুসলিম এই স্তম্ভের কাছে বসতেন। অতঃপর তিনি বললেন: "নিশ্চয়ই মাবাদ খ্রিস্টানদের মত পোষণ করে।"

(ص: 392) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

853 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالْقَانِيُّ، نَا الْمُؤَمَّلُ بْنُ إِسْبَاعِيلَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ زَادَانَ يَقُولُ: "بَلَّغْنِي أَنَّ الْقَدَرِيَّةَ يُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ [ص: 393]، فَيَقُولُونَ: وَاللَّهِ مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ، فَيُقَالُ لَهُمْ: إِنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ مِنْ حَيْثُ لَا تَعْلَمُونَ، قَالَ: وَبَلَّغْنِي أَنَّهُ يُقَالُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَنْتُمْ خُصَاءُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ"

৮৫৩ - আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন আবু বকর সাঈদ ইবনু ইয়া'কুব আত-ত্বাল্কানী, [তিনি বলেছেন] আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন মুয়াম্মাল ইবনু ইসমাঈল, তিনি বলেছেন: আমি উমারাহ ইবনু যাহানকে বলতে শুনেছি: "আমার কাছে খবর পৌঁছেছে যে, ভাগ্য-নিয়তির অস্বীকারকারীগণ (ক্বাদরিয়াহ) কিয়ামতের দিন মুশরিকদের সাথে একত্রিত হবে [পৃ: ৩৯৩], তখন তারা বলবে: আল্লাহর কসম, আমরা মুশরিক ছিলাম না। তখন তাদের বলা হবে: তোমরা এমনভাবে শির্ক করেছে যা তোমরা জানতে না। তিনি বললেন: এবং আমার কাছে খবর পৌঁছেছে যে, কিয়ামতের দিন তাদের বলা হবে: তোমরা আল্লাহ্, যিনি পরাক্রমশালী ও সুমহান, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী।"

(ص: 393) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

854 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَبِيبٍ مِنْ أَهْلِ مَرَوْ، أَنَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا رَبَاحُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَتْ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ عِزَّ وَجَلَ الْقَلَمِ فَأَمَرَهُ، فَكَتَبَ كُلَّ شَيْءٍ يَكُونُ»

৮৫৪ - মার্ভের অধিবাসী আহমাদ ইবনে জামিল আমাদের অবহিত করেছেন। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারাক আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাবাহ ইবনে যায়দ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি উমার ইবনে হাবিব থেকে, তিনি আল-কাসিম ইবনে আবি বাযযাহ থেকে, তিনি সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন) বলেছেন: «নিশ্চয়ই মহাপরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত আল্লাহ সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি সেটিকে (লিখার জন্য) নির্দেশ দিলেন। তখন সেটি সেই সবকিছু লিখে ফেলল যা ঘটবে।»

(ص: 394) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

855 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَا نَعْمَلُ فِيهِ أَفِي أَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ، أَوْ أَمْرٍ مُبْتَدَأٍ أَوْ مُبْتَدِعٍ؟ قَالَ: «فِيمَا قَدْ فُرِغَ مِنْهُ، فَاعْمَلْ يَا ابْنَ الْخَطَابِ فَإِنَّ كُلَّ مُيَسَّرٍ، أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلْسَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلشَّقَاءِ»

৮৫৫ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আব্দুর রহমান ইবনু মাহদি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, শুবা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আসিম ইবনু উবাইদুল্লাহ থেকে, তিনি বলেছেন: আমি সালিম ইবনু আবদুল্লাহকে ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি (ইবনু উমার) বলেছেন: উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যে কাজ করি, তা কি এমন কোনো বিষয় যা ইতিপূর্বে শেষ হয়ে গেছে (অর্থাৎ যার সিদ্ধান্ত পূর্বেই নেওয়া হয়েছে), নাকি এমন কোনো বিষয় যা নতুনভাবে শুরু করা হচ্ছে অথবা উদ্ভাবিত? তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "যা ইতিপূর্বে শেষ হয়ে গেছে

(অর্থাৎ যার সিদ্ধান্ত পূর্বেই নেওয়া হয়েছে) সে বিষয়ে। সুতরাং হে খাতাবের পুত্র, (সে অনুযায়ী) আমল করো। কেননা প্রত্যেকের জন্য তা সহজ করে দেওয়া হয়েছে (যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে)। আর যে ব্যক্তি সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হবে, সে সৌভাগ্যের জন্য কাজ করবে। আর যে ব্যক্তি দুর্ভাগাদের অন্তর্ভুক্ত হবে, সে দুর্ভাগ্যের জন্য কাজ করবে।"

(ص: 394) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

856 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، نَا حَيْوَةُ، وَابْنُ لَهَيْعَةَ قَالَا: نَا أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبْلِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «قَدَّرَ اللَّهُ الْمَقَادِيرَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ»

856 - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ আল-মুক্রি বর্ণনা করেছেন, হাইওয়াহ এবং ইবনু লাহিয়াহ উভয়েই বলেছেন: আবু হানি আল-খাওলানি বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আবু আব্দুর রহমান আল-হুবলি-কে বলতে শুনেছেন: আমি আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলতে শুনেছি: আমি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: "আল্লাহ তায়ালা আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে সকল কিছুর তাকদীর (ভাগ্য) নির্ধারণ করেছেন।"

(ص: 394) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

857 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا هُشَيْمٌ، نَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فِيمَ الْعَمَلُ؟ أَفِي شَيْءٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ أَوْ فِي [ص: 395] شَيْءٍ نَسْتَأْنِفُهُ؟ قَالَ: «بَلْ فِي شَيْءٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ» قَالَ: فَفِيمَ الْعَمَلُ إِذْنُ؟ قَالَ: «اعْمَلُوا فِكُلِّ مَيْسَرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ»

৮৫৭ - আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, হুশাইম আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আলী ইবনে যায়দ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি মুহাম্মাদ ইবনে মুনকাদির থেকে,

তিনি জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সুরাকাহ ইবনে মালিক (রা) বলেছেন: "হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের আমল (কর্ম) কিসের উপর নির্ভরশীল? এটি কি এমন কিছু জন্য যা ইতিমধ্যেই নির্ধারিত হয়ে গেছে, নাকি [পৃষ্ঠা: ৩৯৫] এমন কিছু জন্য যা আমরা নতুন করে শুরু করব?" তিনি বললেন: "বরং এমন এক বিষয়ের জন্য যা ইতিমধ্যেই নির্ধারিত হয়ে গেছে।" তিনি (সুরাকাহ) বললেন: "তাহলে আমল (কর্ম) কিসের জন্য?" তিনি বললেন: "তোমরা আমল করতে থাকো! কারণ যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য তা সহজ করে দেওয়া হয়েছে।"

(ص: 395) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

858 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا يَزِيدُ يَعْنِي الرَّشَكَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ الشَّخِيرِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعْلَمَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: فَفِيمَ يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ؟ قَالَ: «اعْمَلُوا فِكُلِّ مَيْسَرٍ» أَوْ كَمَا قَالَ

৮৫৮ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, ইসমাইল ইবন ইবরাহীম বর্ণনা করেছেন, ইয়াযিদ - অর্থাৎ আর-রাশক - বর্ণনা করেছেন, তিনি মুতাত্তরিফ ইবন আশ-শিখখীর থেকে, তিনি ইমরান ইবন হুসায়ন (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: এক ব্যক্তি বললো: হে আল্লাহর রাসূল, জান্নাতবাসীদের কি জাহান্নামবাসীদের থেকে (পৃথকভাবে) জানা হয়েছে? তিনি বললেন: «হ্যাঁ» সে বললো: তাহলে কর্মশীলগণ কীসের জন্য আমল করবে? তিনি বললেন: «তোমরা আমল করো, কারণ প্রত্যেকের জন্য (তার গন্তব্যের পথ) সহজ করে দেওয়া হয়েছে» অথবা তিনি যেমনটি বলেছেন।

(ص: 395) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

859 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى الدِّمَشْقِيُّ، نَا خَالِدُ بْنُ صُبَيْحٍ الْمُرِّي، نَا [ص: 396] إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ الدَّرْدَاءِ، تُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ

عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " فَرَعَ اللَّهُ عِزَّ وَجَلَّ إِلَى كُلِّ عَبْدٍ مِنْ خَمْسٍ: مِنْ أَجَلِهِ وَرِزْقِهِ وَأَثَرِهِ وَمَضْجَعِهِ وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ "

৮৫৯ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, যায়দ ইবনু ইয়াহইয়া আদ-দিমাশকী (তাঁর কাছে) বর্ণনা করেছেন, খালিদ ইবনু সুবাইহ আল-মুররী (তাঁর কাছে) বর্ণনা করেছেন, [প: ৩৯৬] ইসমাইল ইবনু উবাইদুল্লাহ (তাঁর কাছে) বর্ণনা করেছেন, যে তিনি উমুদ দারদা-কে আবুদ দারদা (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছেন। তিনি বলেছেন: "আমি রাসূলুল্লাহ (আল্লাহর রহমত ও শান্তি তাঁর উপর বর্ষিত হোক)-কে বলতে শুনেছি: মহিমাম্বিত ও গৌরবাম্বিত আল্লাহ প্রত্যেক বান্দার জন্য পাঁচটি বিষয় সম্পন্ন করে রেখেছেন: তার জীবনকাল, তার জীবিকা, তার কর্মফল, তার শেষ শয়নস্থল এবং তার দুর্ভাগা হওয়া অথবা সৌভাগ্যবান হওয়া।"

(ص: 396) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

860 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنِي عُبيدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ وَكَلَّ بِالرَّحِمِ مَلَكًا فَقَالَ: أَيُّ رَبِّ نُظْفَةٌ، أَيُّ رَبِّ عِلْقَةٌ، أَيُّ رَبِّ مُضْغَةٌ، فَإِذَا قَضَى اللَّهُ عِزَّ وَجَلَّ خَلْقَهَا قَالَ: أَيُّ رَبِّ شَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى فَمَا الرِّزْقُ وَمَا الْأَجَلُ؟ قَالَ: فَيُكْتَبُ ذَلِكَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ "

[ص: 397]

861 - حَدَّثَنِي أَبُو زَكْرِيَّا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْعَابِدِ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، نَا أَبُو مُعَاذٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

৮৬০ - আমার পিতা আমাকে শুনিয়েছেন, ইয়াহইয়া আল-কাত্তান আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, হাম্মাদ ইবনু যায়দ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, উবাইদুল্লাহ ইবনু আবী বকর আমাকে শুনিয়েছেন, আনাস (রা.) হতে, নাবী কারীম (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা জরায়ুর জন্য একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। অতঃপর তিনি (ফেরেশতা) বলেন: হে আমার প্রতিপালক, (এটা কি) শুক্রবিন্দু? হে আমার প্রতিপালক, (এটা কি) রক্তপিণ্ড?

হে আমার প্রতিপালক, (এটা কি) মাংসপিণ্ড? অতঃপর মহিমাম্বিত ও গৌরবাম্বিত আল্লাহ যখন তার সৃষ্টি সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন (ফেরেশতা) বলেন: হে আমার প্রতিপালক, (সে কি) হতভাগ্য হবে নাকি সৌভাগ্যবান? পুরুষ হবে নাকি নারী? তার রিয়ক (জীবিকা) কী হবে এবং তার জীবনকাল কত হবে? তিনি (আল্লাহ) বলেন: অতঃপর তা তার মায়ের গর্ভেই লিখে দেওয়া হয়।"

[পৃষ্ঠা: ৩৯৭]

৮৬১ - আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনু আইয়ুব আল-আবিদ আমাকে শুনিয়েছেন, হাম্মাদ ইবনু যায়িদ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আবু মুআয উবাইদুল্লাহ ইবনু আবী বকর আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আনাস (রা.) হতে, নাবী কারীম (সা.) হতে বর্ণিত, অতঃপর তিনি হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

(ص: 397) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

862 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَمَّا فَرَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْخَلْقِ كَتَبَ عَلَى عَرْشِهِ: رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي"

৮৬২ - আমার পিতা ওয়াকী‘ থেকে, তিনি সুফিয়ান থেকে, তিনি আ‘মাশ থেকে, তিনি আবু সালিহ থেকে, তিনি আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "যখন মহান আল্লাহ সৃষ্টি সম্পন্ন করলেন, তখন তিনি তাঁর আরশের উপর লিখলেন: আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর অগ্রবর্তী হয়েছে।"

(ص: 397) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

863 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا هُشَيْمٌ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يُحَدِّثُ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ النُّطْفَةَ تَكُونُ فِي الرَّحِمِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا عَلَى حَالِهَا لَا تَغْيَرُ، فَإِذَا مَضَتْ الْأَرْبَعُونَ صَارَتْ

عَلَقَةً، ثُمَّ مُضْغَةً كَذَلِكَ، ثُمَّ عِظَامًا كَذَلِكَ، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُسَوِّيَ خَلْقَهُ
بَعَثَ إِلَيْهَا مَلَكًا، فَيَقُولُ الْمَلِكُ الَّذِي يَلِيهِ: أَيُّ رَبِّ أَذْكَرُ أَمْ أُثْنَى؟ أَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ؟
أَقْصِيدُ أَمْ طَوِيلُ، أُنَاقِصُ أَمْ زَائِدُ قُوَّتُهُ وَأَجَلُهُ؟ أَصَحِيحٌ أَمْ سَقِيمٌ، قَالَ: فَيُكْتَبُ ذَلِكَ
كُلُّهُ"، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: فَفَيْمَ الْعَمَلِ إِذَنْ وَقَدْ فَرِغَ مِنْ هَذَا كُلِّهِ؟ فَقَالَ: «اعْمَلُوا
فَكُلُّ سَيَّوَجَةٍ لَنَا خُلِقَ لَهُ»

৮৬৩ - আমার পিতা আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন। হুশাইম আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন।
আলী ইবনে যায়েদ আমাদেরকে বলেছেন। আমি আবু উবাইদা ইবনে আবদুল্লাহকে হাদীস
বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন: আবদুল্লাহ (আল্লাহ তাঁর উপর সমুদ্র হোন) বলেছেন যে,
রাসূলুল্লাহ (আল্লাহ তাঁর উপর শান্তি ও বরকত বর্ষণ করুন) বলেছেন: "নিশ্চয়ই শুক্রবিন্দু
(নুতফা) জরায়ুতে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার অবস্থায় থাকে, তাতে কোনো পরিবর্তন হয় না।
অতঃপর যখন চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়, তখন তা জমাট রক্তপিণ্ডে (আলাকা) পরিণত হয়।
এরপর অনুরূপভাবে গোশতের টুকরায় (মুদগা) পরিণত হয়। এরপর অনুরূপভাবে অস্থিতে
পরিণত হয়। অতঃপর যখন আল্লাহ (যিনি মহান ও পরাক্রমশালী) তাঁর সৃষ্টিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ
দিতে চান, তখন তিনি তার (জ্ঞানের) কাছে একজন ফেরেশতা পাঠান। তখন তার সাথে নিযুক্ত
ফেরেশতা বলেন: হে আমার রব! (এই শিশুটি কি) পুরুষ না নারী? সে কি দুর্ভাগ্যবান নাকি
ভাগ্যবান? খাটো না লম্বা? তার রিয়িক ও আয়ুষ্কাল কি কম হবে না বেশি হবে? সুস্থ না অসুস্থ?
তিনি বললেন: অতঃপর এই সবকিছুই লিখে দেওয়া হয়।" এরপর উপস্থিত লোকদের মধ্য
থেকে একজন ব্যক্তি বললেন: তাহলে আমল (কাজ) কিসের জন্য, যখন এসব কিছু চূড়ান্ত
হয়েই গেছে? তিনি বললেন: "তোমরা আমল করো, কারণ প্রত্যেকেই তাকে যার জন্য সৃষ্টি
করা হয়েছে, সে দিকেই পরিচালিত হবে।"

(ص: 398) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

864 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، نَا مَنْصُورُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ مَيْسَرَةَ الْفَجْرِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى كُتِبَتْ نَبِيًّا؟
قَالَ: «وَأَدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ»

৮৬৪ - আমার পিতা আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, আব্দুর রহমান ইবনে মাহদি আমাদেরকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, মানসুর ইবনে সাদ আমাদেরকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, বুদাইল থেকে, আব্দুল্লাহ ইবনে শাকীক থেকে, মাইসারা আল-ফাজর থেকে, তিনি (মাইসারা) বলেন: আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল (সা.), আপনি কখন নবী হিসেবে লিখিত (বা নির্ধারিত) হয়েছিলেন? তিনি বললেন: "যখন আদম (আ.) রুহ ও দেহের মাঝে ছিলেন (অর্থাৎ, যখন তাঁর সৃষ্টি সম্পন্ন হয়নি)।"

(ص: 398) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

865 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، نَا مُعَاوِيَةَ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ الْكَلْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ هِلَالٍ السُّلَمِيِّ، كَذَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعُرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي عِنْدَ اللَّهِ لَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وَإِنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ لَمُنْجِدٌ فِي طِينَتِهِ، وَسَأُنَبِّئُكُمْ بِأَوَّلِ ذَلِكَ دَعْوَةَ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَبِشَارَةِ عِيسَى بِي»

৮৬৫ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আবদুর রহমান ইবনে মাহদী বর্ণনা করেছেন, মুআবিয়া ইবনে সালিহ বর্ণনা করেছেন, তিনি সাঈদ ইবনে সুওয়াইদ আল-কালবী থেকে, তিনি আবদুল আলা ইবনে হিলাল আস-সুলামী থেকে (আবদুর রহমান এভাবেই ইরবাদ ইবনে সারিয়া থেকে বর্ণনা করেছেন)। তিনি (ইরবাদ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর নিকট নবীদের সর্বশেষ; যখন আদম আলাইহিস সালাম তখনও তাঁর মাটির মধ্যে পড়ে ছিলেন। আর আমি তোমাদেরকে সেটির প্রথম অংশ সম্পর্কে অবহিত করব: আমার পিতা ইব্রাহীমের দুআ এবং ঈসার আমার সম্পর্কে সুসংবাদ।"

(ص: 399) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

866 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ بَهْرَامٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ»

866 - আমার পিতা আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, ওয়াকী আমাদেরকে জানিয়েছেন, তিনি আবদুল হামীদ ইবনু বাহরাম হতে, তিনি শাহর ইবনু হাওশাব হতে, তিনি উম্মু সালামাহ হতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন: «হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী, আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের উপর অটল রাখুন!»

(ص: 399) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

867 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّعْرَاءِ، سَمِعَ أَبَا الْأَحْوَصِ عَنْهُ، سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: «الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، وَالسَّعِيدُ مَنْ وَعَظَ بِغَيْرِهِ»

867 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা থেকে, আবুয-যারা থেকে, তিনি তার চাচা আবুল আহওয়াসকে বলতে শুনেছেন, আমি ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলতে শুনেছি: "দুর্ভাগা সেই ব্যক্তি যে তার মায়ের গর্ভেই দুর্ভাগা সাব্যস্ত হয়েছে; আর সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যে অন্যের দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করে।"

(ص: 399) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

868 - حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، نَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَقِيَ آدَمَ مُوسَىٰ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، فَقَالَ: أَنْتَ آدَمُ الَّذِي خَلَقَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِبَيْدِهِ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتُهُ وَأَسْكَنَكَ الْجَنَّةَ، ثُمَّ [ص: 400] فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ؟ قَالَ: أَنْتَ مُوسَىٰ الَّذِي كَلَّمَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَاصْطَفَاكَ بِرِسَالَتِهِ وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ التَّوْرَةَ أَنَا أَقْدَمُ أَمِ الدِّكْرُ؟ قَالَ: بَلِ الدِّكْرُ، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَىٰ، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَىٰ"

868 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আব্দুর রহমান ইবন মাহদী আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, হাম্মাদ – অর্থাৎ ইবন সালামাহ – আমার থেকে, আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে, তিনি নবী (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: "আদম ও মূসা (আলাইহিমাস সালাম) পরস্পর সাক্ষাৎ করলেন। অতঃপর (মূসা) বললেন: আপনিই সেই আদম যাকে আল্লাহ তাআলা নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন, আপনার জন্য তাঁর ফেরেশতাদের দ্বারা সিজদা করিয়েছেন এবং আপনাকে জান্নাতে স্থান দিয়েছেন, এরপর **পৃষ্ঠা: ৪০০** আপনি সেই কাজটি করলেন যা করেছিলেন? (আদম) বললেন: আপনিই সেই মূসা যাকে আল্লাহ তাআলা কথা বলেছেন, তাঁর রিসালাতের জন্য আপনাকে মনোনীত করেছেন এবং আপনার উপর তাওরাত নাযিল করেছেন। আমি কি (সৃষ্টিতে) প্রাচীন, নাকি তাকদীর (ঐশী বিধান)? (মূসা) বললেন: বরং তাকদীরই (প্রাচীন)। ফলে আদম মূসার উপর বিজয়ী হলেন, আদম মূসার উপর বিজয়ী হলেন।"

(ص: 400) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

869 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا إِسْمَاعِيلُ، نَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كُنْتُ أَقُولُ فِي أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ هُمْ مِنْهُمْ فَحَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِيْتُهُ، فَحَدَّثَنِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ هُوَ خَلَقَهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، وَمَا كَانُوا عَامِلِينَ»

৮৬৯ - আমার পিতা আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন, ইসমাঈল আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, খালিদ আল-হাযযা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি আমার ইবন আবি আমার থেকে, তিনি ইবন আব্বাস থেকে (আল্লাহ তাদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হোন) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: "আমি মুশরিকদের (আল্লাহর সাথে শিরককারীদের) সন্তানদের সম্পর্কে বলতাম যে, তারা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর নবী (তাঁর উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক)-এর সাহাবীগণের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন। আমি তাঁর সাথে দেখা করলাম, অতঃপর তিনি নবী (তাঁর উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) থেকে আমাকে বর্ণনা করলেন যে, তিনি বলেছেন: «তাদের প্রতিপালক তাদের সম্পর্কে অধিক অবগত। তিনিই

তাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই তাদের সম্পর্কে অধিক অবগত, আর তারা কী আমলকারী (কর্ম সম্পাদনকারী) হবে সে সম্পর্কেও»"

(ص: 400) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

870 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، سَمِعَهُ مِنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنِ ابْنِ [ص: 401] عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «لَا يَزَالُ أَمْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوَامًا أَوْ مُقَارِبًا مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا فِي الْوِلْدَانِ وَالْقَدَرِ»

৮৭০ - আমার পিতা আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, ওয়াকী আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, জারীর ইবন হাযিম আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু রাজার নিকট থেকে শুনেছেন, ইবন [পৃষ্ঠা: ৪০১] আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "এই উম্মাহর কাজ-কর্ম ততদিন পর্যন্ত সুদৃঢ় বা এর কাছাকাছি থাকবে, যতক্ষণ না তারা শিশুদের (পরকালীন পরিণতি) এবং তাকদীর নিয়ে আলোচনা করে।"

(ص: 401) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

871 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ، ثُمَّ قَالَ: لَهُ اكْتُبْ، قَالَ: مَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبْ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ"

871 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, জারির, আতা থেকে, তিনি আবুদ দোহা থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: "আল্লাহ সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি তাকে বললেন: লেখো! সে বলল: আমি কী লিখব? তিনি বললেন: কিয়ামত দিবস পর্যন্ত যা কিছু অস্তিত্বে আসবে, তা লেখো।"

(ص: 401) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

872 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا هُشَيْمٌ، أَنَا مَنْصُورٌ، يَعْنِي ابْنَ زَادَانَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْقَلَمَ، قَالَ: وَأَمَرَهُ فَكَتَبَ مَا هُوَ كَائِنٌ، قَالَ: فَكَتَبَ فِيهَا كَتَبَ { تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ } [المسد: 1] "

৮৭২ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে হুশাইম বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে মানসুর (অর্থাৎ ইবনে যাদান) জানিয়েছেন, তিনি আল-হাকাম ইবনে উতাইবা থেকে, তিনি আবু যাবিয়ান থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (ইবনে আব্বাস) বলেছেন: "নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ তায়লা প্রথম যা সৃষ্টি করেছেন, তা হলো কলম।" তিনি (ইবনে আব্বাস) আরও বলেছেন: "এবং তিনি (আল্লাহ) তাকে (কলমকে) আদেশ করলেন, ফলস্বরূপ তা (কলম) যা কিছু ঘটবে, তা লিখে ফেলল।" তিনি (ইবনে আব্বাস) আরও বলেছেন: "সুতরাং তা (কলম) যা কিছু লিখেছিল, তার মধ্যে লিখেছিল: আবু লাহাবের দুটি হাত ধ্বংস হোক! [আল-মাসাদ: ১]"

(ص: 402) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

873 - حَدَّثَنِي أَبِي، قَرَأْتُ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَا: لَقِينَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ، فَذَكَرْنَا الْقَدَرَ وَمَا يَقُولُونَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُمْ بَيْنَا هُمْ جُلُوسٌ أَوْ قُعُودٌ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَاءَهُ رَجُلٌ يَبْشِي حَسَنُ الْوَجْهِ حَسَنُ الشَّعْرِ عَلَيْهِ ثِيَابٌ بَيْضٌ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ جُهَيْنَةَ أَوْ مُزَيْنَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فِيمَ الْعَمَلُ أَنِّي شَيْءٌ قَدْ خَلَا أَوْ مَضَى؟ قَالَ رَجُلٌ أَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فِيمَ نَعْمَلُ؟ قَالَ: «أَهْلُ الْجَنَّةِ يُسَرُّوا لِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَأَهْلُ النَّارِ يُسَرُّوا لِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ» فَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: هُوَ كَذَا، يَعْنِي عَلَى مَا قَرَأْتُ عَلَى

৮৭৩ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আমি ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ-এর নিকট পাঠ করেছি। উসমান ইবনু গিয়াছ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ ইবনু বুরাইদা আমাকে বর্ণনা করেছেন, ইয়াহইয়া ইবনু ইয়ামার ও হুমায়দ ইবনু আব্দুর রহমান থেকে, তাঁরা উভয়ে বলেছেন: আমরা আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছি। তারপর

আমরা তাকদীর (ভাগ্যলিপি) এবং এ সম্পর্কে লোকেরা যা বলে, তা নিয়ে আলোচনা করেছি। তারপর তিনি বললেন: আমাকে উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা যখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট বসেছিলেন, তখন একজন লোক তাঁর কাছে হেঁটে আসলেন, তাঁর চেহারা সুন্দর ছিল, চুলও সুন্দর ছিল এবং তিনি সাদা পোশাক পরিহিত ছিলেন। তারপর তিনি (পূর্ণ) হাদীসটি উল্লেখ করলেন। (বর্ণনাকারী) বললেন: জুহায়না অথবা মুযায়না গোত্রের একজন লোক তাঁকে (নাবী-কে) প্রশ্ন করলো, তারপর সে বললো: হে আল্লাহর রাসূল! আমল (কাজ) কিসের উপর ভিত্তি করে হয়? এমন কিছু উপর কি যা ইতিমধ্যেই নির্ধারিত হয়ে গেছে অথবা যা ঘটে গেছে? একজন লোক অথবা কওমের কিছু লোক বললো: হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কিসের জন্য কাজ করবো? তিনি বললেন: «জান্নাতবাসীদের জন্য জান্নাতবাসীদের আমল সহজ করে দেওয়া হয়, আর জাহান্নামবাসীদের জন্য জাহান্নামবাসীদের আমল সহজ করে দেওয়া হয়»। তখন ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ বললেন: এটি এমনই, অর্থাৎ যেমন তুমি আমার নিকট পাঠ করেছ।

(ص: 402) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

874 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الصَّمَدِ، نَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، نَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «مَا مِنْ آدَمِيٍّ إِلَّا وَمَعَهُ مَلَكٌ يَّقِيهِ مَا لَمْ يُقَدَّرْ لَهُ فَإِذَا جَاءَ الْقَدَرُ خَلَّاهُ وَإِيَّاهُ»

৮৭৪ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আব্দুস সামাদ আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, হাম্মাদ —অর্থাৎ ইবনে সালামাহ— আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, দাউদ —অর্থাৎ ইবনে আবী হিন্দ— আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, আবু নাদরাহ থেকে, উসাইর ইবনে জাবির থেকে, যে আলী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) বলেছেন: “এমন কোনো মানব সন্তান নেই যার সাথে একজন ফেরেশতা থাকে না, যে তাকে রক্ষা করে যতক্ষণ না তার জন্য (কোনো বিপদ) নির্ধারিত হয়। কিন্তু যখন সেই নির্ধারিত বিপদ এসে যায়, তখন সে (ফেরেশতা) তাকে ছেড়ে দেয়।”

(ص: 403) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

875 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي السَّوَّارِ الْعَدَوِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «رُفِعَ الْكِتَابُ وَجَفَّ الْقَلَمُ، وَأُمُورٌ تُقْضَى فِي كِتَابٍ قَدْ خَلَا»

৮৭৫ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, ওয়াকী সুফিয়ান থেকে, তিনি মুহাম্মাদ ইবন জুহাদা থেকে, তিনি কাতাদাহ থেকে, তিনি আবুস সাওয়ার আল-আদাবী থেকে, তিনি হাসান ইবন আলী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: "লিখনি উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং কলম শুকিয়ে গেছে; আর সকল বিষয়াদি পূর্বেই এক লিপিবদ্ধ কিতাবে মীমাংসিত হয়ে আছে।"

(ص: 403) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

876 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا ابْنُ نُمَيْرٍ، نَا الْأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ [ص: 404] جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " أَخْرَجَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ ذُرِّيَّةَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ ظَهْرِهِ مِثْلَ الذَّرِّ فَسَبَّاهُمْ، قَالَ: " هَذَا فَلَانٌ وَهَذَا فَلَانٌ، ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَتَيْنِ، فَقَالَ لِلَّتِي فِي يَمِينِهِ: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ، وَقَالَ لِلَّتِي فِي يَدِهِ الْأُخْرَى: ادْخُلُوا النَّارَ، وَلَا أَبَالِي "

৮৭৬ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, ইবনু নুমাইর আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আমাশ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, হাবীব ইবনু আবি সাবিত থেকে, তিনি সাঈদ ইবনু [পৃ: ৪০৪] জুবাইর থেকে, তিনি ইবনু আব্বাস (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: "আল্লাহ তাআলা (তাঁর মহিমা সমুজ্জ্বল হোক) আদম (তাঁর প্রতি শাস্তি বর্ষিত হোক)-এর বংশধরদের তাঁর পিঠ থেকে ক্ষুদ্র বালুকণার ন্যায় বের করেছেন এবং তাদের নাম রেখেছেন। তিনি বলেছেন: এ অমুক আর এ অমুক। অতঃপর তিনি দুটি মুঠি পাকড়াও করেছেন, অতঃপর তাঁর ডান হাতের (মুঠির) লোকেদের বলেছেন: তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো। আর তিনি তাঁর অপর হাতের (মুঠির) লোকেদের বলেছেন: তোমরা জাহান্নামে প্রবেশ করো, এবং আমি পরোয়া করি না।"

877 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا بِهِزُ بْنُ أُسْدٍ، نَا بِشْرِ بْنُ الْمُفَضَّلِ، نَا دَاوُدُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: طَلَبْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي مَنْزِلِهِ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَتَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ كَأَنَّهُ خَوْفُهُ، قَالَ: فَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ إِلَّا وَمَعَهُ مَلَكٌ يَدْفَعُ عَنْهُ مَا لَمْ يُنْزَلِ الْقَدَرُ، فَإِذَا نَزَلَ الْقَدَرُ لَمْ يُغْنِ شَيْئًا»

৮৭৭ - আমার পিতা বর্ণনা করেছেন যে, বাহয ইবন আসাদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, বিশর ইবনুল মুফাদদাল দাউদ থেকে, তিনি আবু নাদরা থেকে, তিনি উসায়র ইবন জাবির থেকে বর্ণনা করেছেন, যিনি বলেছেন: আমি আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে তাঁর ঘরে খুঁজলাম, কিন্তু তাঁকে পেলাম না। অতঃপর আমি তাকিয়ে দেখলাম যে, তিনি মসজিদের এক কোণে ছিলেন। উসায়র বলেন: আমি তাঁকে (আলীকে) বললাম, যেন তিনি (আলী) কিছুটা ভীত হয়েছিলেন। তিনি (আলী) বললেন: "নিশ্চয়ই এমন কোনো ব্যক্তি নেই যার সাথে একজন ফেরেশতা নেই, যে তাকে রক্ষা করে, যতক্ষণ না তাকদীর (কাদার) অবতীর্ণ হয়। আর যখন তাকদীর অবতীর্ণ হয়, তখন কোনো কিছুই আর কাজে আসে না।"

حَدَّثَنِي أَبِي، نَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، نَا ابْنُ لَهْيَعَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ. قَالَ أَبِي: وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ، نَا ابْنُ لَهْيَعَةَ، نَا بَكْرُ بْنُ سَوَادَةَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ غَرِيبٍ [ص: 405] الْخَوْلَانِيُّ، عَنْ كُرَيْبِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «مَضَتْ الْكُتُبُ وَجَفَّتِ الْأَقْلَامُ» قَالَ حَسَنٌ فِي حَدِيثِهِ: فَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ "

আমার পিতা আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, ইয়াহিয়া ইবনে ইসহাক আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, ইবন লাহিয়াহ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, বাকর ইবনে সাওয়াদাহ থেকে। আমার পিতা বলেছেন: এবং হাসান আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, ইবন লাহিয়াহ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, বাকর ইবনে সাওয়াদাহ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, কাসির ইবনে গারিব **পৃষ্ঠা: ৪০৫** আল-খাওলানি, কুরাইব আল-হাদরামি থেকে, আবু হুরায়রাহ (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: "সকল বিষয় লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে এবং কলম

শুকিয়ে গেছে।" হাসান তাঁর হাদীসে বলেছেন: "অতএব, সে হয় দুর্ভাগা নয়তো ভাগ্যবান; একদল জান্নাতে এবং একদল প্রজ্জ্বলিত আগুনে (জাহান্নামে)।"

(ص: 405) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

879 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: «إِنَّكُمْ مَكْتُوبُونَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِأَسْمَائِكُمْ وَسِيَّيَاكُمْ وَفَحْوَاكُمْ وَحُلَاكُمْ وَمَجَالِسِكُمْ»

৮৭৯ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আমাশ থেকে, মুজাহিদ থেকে, উবাইদ ইবনে উমাইর থেকে, তিনি বলেন: "নিশ্চয় তোমরা মহিমাম্বিত ও গৌরবাম্বিত আল্লাহর কাছে তোমাদের নাম, তোমাদের আকৃতি ও বৈশিষ্ট্য, তোমাদের বক্তব্যের মূলভাব, তোমাদের বেশভূষা এবং তোমাদের মজলিসসমূহ (বৈঠক) সহকারে লিখিত আছে।"

(ص: 405) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

880 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكِيعٌ، نَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، {يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ} [الأنفال: 24] قَالَ: «يَحُولُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ وَبَيْنَ الْإِيمَانِ»

৮৮০ - আমাকে আমার পিতা বর্ণনা করেছেন, ওয়াকী' বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান বর্ণনা করেছেন, আ'মাশ থেকে, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ আর-রাযী থেকে, সাঈদ ইবনে জুবাইর (রহ.) থেকে (বর্ণিত), তিনি বলেন: "{আল্লাহ তা'আলা ব্যক্তি ও তার হৃদয়ের মাঝে প্রতিবন্ধক হন}" [সূরা আল-আনফাল: ২৪] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি (সাঈদ ইবনে জুবাইর) বলেছেন: "তিনি (আল্লাহ) মুমিন (বিশ্বাসী)-এর মাঝে ও কুফর (অবিশ্বাস)-এর মাঝে এবং কাফের (অবিশ্বাসী)-এর মাঝে ও ঈমান (বিশ্বাস)-এর মাঝে প্রতিবন্ধক হন।"

(ص: 405) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

881 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الصَّمدِ، نَا حَمَّادٌ، عَنْ حُصَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ: وَلَا أَعْلَمُنِي إِلَّا قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ ثَابِتٍ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «قُضِيَ الْقَضَاءُ وَجَفَّ الْقَلَمُ وَأُمُورٌ تَكْفِي فِي كِتَابٍ قَدْ خَلَا»

881 - আমার পিতা আমাকে হাদিস শুনিয়েছেন, তিনি আব্দুস সামাদ থেকে, তিনি হাম্মাদ থেকে, তিনি হুমাইদ থেকে, তিনি সাবেত থেকে বর্ণনা করেন। সাবেত বলেন: "আমার জানা নেই (অন্য কোনো উৎস), তবে আমি নিশ্চিতভাবে এটি সাবেতের নিকট থেকেই শুনেছি।" তিনি (সাবেত) আল-হাসান ইবনে আলী (রাতিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (আল-হাসান) বলেছেন: «বিধান চূড়ান্ত হয়েছে, কলম শুকিয়ে গেছে, আর এমন সব বিষয় যা পূর্বে লিপিবদ্ধ কিতাবেই যথেষ্ট রয়েছে»

(ص: 405) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

882 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا حَجَّاجٌ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ [ص: 406] سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ، " فَذَكَرَ قِصَّةَ بُخْتَنَصَرَ وَمُلْكِ ابْنِهِ فَرَأَى كَفًّا فُرِّجَتْ بَيْنَ لَوْحَيْنِ ثُمَّ كَتَبَتْ سَطْرَيْنِ، فَدَعَا الْكُهَّانَ وَالْعُلَمَاءَ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُمْ مِنْهُ عِلْمًا، فَقَالَتْ لَهُ أُمُّهُ: إِنَّكَ لَوْ أَعَدْتَ لِدَانِيَّالَ مَنْزِلَتَهُ الَّتِي كَانَتْ لَهُ مِنْ أَبِيكَ، وَكَانَ قَدْ جَفَاهُ، أَخْبَرَكَ، فَدَعَاهُ فَقَالَ: إِنِّي مُعِيدٌ لَكَ مَنْزِلَتَكَ مِنْ أَبِي، فَأَخْبِرْنِي مَا هَذَانِ السَّطْرَانِ؟ قَالَ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَهُ أَنَّكَ مُعِيدٌ لِي مَنْزِلَتِي مِنْ أَبِيكَ، فَلَا حَاجَةَ لِي بِذَاكَ، وَأَمَّا هَذَانِ السَّطْرَانِ فَإِنَّكَ تُقْتَلُ اللَّيْلَةَ، فَأَخْرَجَ مَنْ فِي الْقَصْرِ أَجْمَعِينَ وَأَمَرَ بِقَفْلَةٍ جَلَادٍ فَأُقْفِلَتْ بِهَا الْأَبْوَابُ عَلَيْهِ، وَأُدْخِلَ مَعَهُ آمَنَ أَهْلِ الْقَرْيَةِ فِي نَفْسِهِ مَعَهُ سَيْفٌ، وَقَالَ لَهُ: مَنْ جَاءَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فَأَقْتُلْهُ وَإِنْ قَالَ: أَنَا فَلَانٌ، وَبَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْبَطْنَ فَجَعَلَ يَسْشِي وَالْآخَرُ مُسْتَيْقِظٌ حَتَّى إِذَا كَانَ عَلَى شَطْرِ اللَّيْلِ رَقَدَ وَرَقَدَ صَاحِبُهُ، ثُمَّ نَبَّهَهُ الْبَطْنُ فَذَهَبَ يَسْشِي وَالْآخَرُ رَاقِدٌ، فَرَجَعَ فَاسْتَيْقِظَ فَقَالَ: أَنَا فَلَانٌ فَضْرَبَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ "

৮৮২ - আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। হাজ্জাজ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। ইবনু জুরাইজ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। ইয়ালা ইবনু মুসলিম আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি সাঈদ ইবনু জুবাইরকে বলতে শুনেছেন: [পৃষ্ঠা: ৪০৬] "তিনি বখতনাস্সার এবং তাঁর পুত্রের রাজত্বের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। যখন (তাঁর পুত্র) দেখলেন যে, একটি হাতের তালু দুটি ফলকের মধ্য থেকে উন্মুক্ত হয়ে দুটি পংক্তি লিখলো। তখন তিনি জ্যোতিষী ও জ্ঞানীগণকে ডাকলেন, কিন্তু তাদের নিকট এ বিষয়ে কোনো জ্ঞান পেলেন না। তখন তাঁর মা তাঁকে বললেন: যদি আপনি দানিয়ালকে তাঁর পূর্বের মর্যাদা ফিরিয়ে দেন, যা তাঁর পিতার নিকট ছিল (কারণ তিনি তাঁকে পরিত্যাগ করেছিলেন), তবে তিনি আপনাকে অবগত করবেন। অতএব তিনি দানিয়ালকে ডাকলেন এবং বললেন: আমি আপনাকে আপনার পিতার নিকট আপনার পূর্বের মর্যাদা ফিরিয়ে দিচ্ছি। সুতরাং আমাকে বলুন, এই দুটি পংক্তি কী? তিনি (দানিয়াল) বললেন: আপনি যা উল্লেখ করেছেন যে, আপনি আমাকে আপনার পিতার নিকট আমার পূর্বের মর্যাদা ফিরিয়ে দেবেন, আমার তাতে কোনো প্রয়োজন নেই। আর এই দুটি পংক্তি হলো, আপনি আজ রাতেই নিহত হবেন। অতঃপর তিনি প্রাসাদের সকলকে বের করে দিলেন এবং মজবুত তালা লাগানোর নির্দেশ দিলেন। ফলে তাঁর ওপর দরজাগুলো তালাবদ্ধ করা হলো। এবং তিনি নিজের সঙ্গে গ্রামের সবচেয়ে বিশ্বস্ত একজন ব্যক্তিকে প্রবেশ করালেন, তার সাথে একটি তলোয়ার ছিল। এবং তাঁকে (বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে) বললেন: আল্লাহর সৃষ্টির মধ্য থেকে যেই আসুক না কেন, তুমি তাকে হত্যা করবে, এমনকি যদি সে বলে: আমি অমুক ব্যক্তি, তবুও। এবং আল্লাহ তাঁর (বখতনাস্সারের পুত্রের) ওপর পেটের পীড়া পাঠালেন। ফলে তিনি (অস্বস্তিতে) হাঁটতে লাগলেন এবং অন্যজন (বিশ্বস্ত রক্ষী) জাগ্রত ছিল। অবশেষে যখন মধ্যরাত হলো, তখন তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন এবং তাঁর সঙ্গীও ঘুমিয়ে পড়ল। এরপর সেই পেটের পীড়া তাঁকে আবার জাগ্রত করলো। তখন তিনি আবার হাঁটতে লাগলেন, আর অন্যজন (রক্ষী) তখনও ঘুমন্ত ছিল। ফিরে আসার পর যখন রক্ষী জেগে উঠল, তখন (রাজা) বললেন: আমি অমুক (ব্যক্তি)। তখন সে (রক্ষী) তলোয়ার দিয়ে তাঁকে (রাজাকে) আঘাত করে হত্যা করলো।"

(ص: 406) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

883 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْقَدَرِ، فَقَالَ: «مَا قَدَّرَ اللَّهُ فَهُوَ قَدَرٌ»

৮৮৩ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আব্দুর রাজ্জাক আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, মামার আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, কাতাদাহ থেকে, তিনি বলেছেন: আমি ইবনুল মুসায়্যিবকে তাকদীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন: "আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন, সেটাই তাকদীর।"

(ص: 406) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

884 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنِي رَبَاحٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: كَانَ إِيَّاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ: "أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْقَدَرِ ضَعْفَاؤُهُمْ، يَقُولُ: إِنَّ كُلَّ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ فِي خُصُومَةِ الْقَدَرِ كَانَ مِنْ قَوْلِهِ: كَانَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ كَذَا وَكَذَا"

৮৮৪ - আমাকে বর্ণনা করেছেন আমার পিতা, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন ইবরাহীম ইবনু খালিদ, আমাকে বর্ণনা করেছেন রাবাহ, মামার থেকে। তিনি (মামার) বলেন: ইয়াস ইবনু মুআবিয়া বলতেন: "মানুষের মধ্যে ঐশ্বরিক বিধান (কাদার) সম্পর্কে সবচেয়ে জ্ঞানী হলো তাদের দুর্বলরা।" তিনি আরও বলতেন: "নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি ঐশ্বরিক বিধান নিয়ে বিতর্কে প্রবেশ করে না, তার বক্তব্য ছিল: এই ও এই বিষয় আল্লাহর ঐশ্বরিক বিধান অনুযায়ীই ছিল।"

(ص: 407) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

885 - حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا رَبَاحٌ، أَنَا مَعْمَرٌ، أَنَّ ابْنَ شُبْرُمَةَ، كَانَ يَغْضَبُ إِذَا قِيلَ لَهُ: مَدَّ اللَّهُ فِي عُمُرِكَ، يَقُولُ: «إِنَّ الْعُمُرَ لَا يُزَادُ فِيهِ وَلَا يُنْقُصُ مِنْهُ»

৮৮৫ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, ইব্রাহিম ইবনে খালিদ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, রাবাহ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, মা‘মার অবহিত করেছেন যে, ইবনে শুবরুমা যখন তাকে বলা হতো: "আল্লাহ আপনার আয়ু দীর্ঘ করুন," তখন তিনি রাগান্বিত হতেন। তিনি বলতেন: "নিশ্চয়ই আয়ু বৃদ্ধি করা হয় না এবং তা থেকে কমানোও হয় না।"

(ص: 407) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

886 - حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُلاَثَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَزِيمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ} [الدخان: 4] قَالَ: «أَمْرُ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ إِلَّا الْمَوْتُ وَالْحَيَاةُ وَالشَّقَاءُ وَالسَّعَادَةُ»

886 - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মদ ইবনে সালামাহ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইবনে উলাছাহ থেকে, তিনি আলী ইবনে বাযীমাহ থেকে, তিনি সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তাআলার বাণী {সেই রাতে প্রতিটি প্রজ্ঞাময় বিষয় নির্ধারণ করা হয়} [সূরা দুখান: ৪] সম্পর্কে তিনি বলেছেন: “এক বছর থেকে পরবর্তী বছর পর্যন্ত সংঘটিত সকল বিষয় (সে রাতে) নির্ধারণ করা হয়, মৃত্যু, জীবন, দুর্ভাগ্য এবং সৌভাগ্য ব্যতীত।”

(ص: 407) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

887 - حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، وَإِنَّ اسْمَهُ لَفِي الْمَوْتَى»

৮৮৭ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আব্দুর রহমান ইবনু মাহদি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, হুশাইম আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি উসমান ইবনু হাকিম থেকে, তিনি সাঈদ ইবনু জুবাইর থেকে, তিনি ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: "নিশ্চয়ই একজন ব্যক্তি বাজারগুলোতে হেঁটে বেড়াচ্ছে, অথচ তার নাম মৃতদের তালিকায় (ইতিমধ্যেই) অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।"

(ص: 408) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

888 - حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ} [الأنفال: 24] قَالَ:

«يَحُولُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ وَمَعَاصِي اللَّهِ، وَيَحُولُ بَيْنَ الْكَافِرِ وَبَيْنَ الْإِيمَانِ وَطَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»

888 - আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, ইবনু ফুদাইল আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আল-আমাশ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুল্লাহ থেকে, তিনি সাঈদ ইবনু জুবাইর থেকে, মহিমাম্বিত ও সমুনত আল্লাহর এই বাণী সম্পর্কে: {তিনি ব্যক্তি ও তার হৃদয়ের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করেন} [আল-আনফাল: ২৪] – তিনি বলেছেন: “তিনি মুমিন এবং সত্যপ্রত্যাখ্যান ও আল্লাহর অবাধ্যতার মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করেন; এবং তিনি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী এবং বিশ্বাস ও আল্লাহর আনুগত্যের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করেন, যিনি মহিমাম্বিত ও সমুনত।”

(ص: 408) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

889 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، نَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَ رَجُلٌ، مُحَمَّدًا عَنْ رَجُلَيْنِ، اخْتَصَمَا فِي الْقَدَرِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَرَأَيْتَ الزَّنَا بِقَدَرٍ هُوَ؟ قَالَ الْآخَرُ: نَعَمْ، فَقَالَ مُحَمَّدٌ: أَيْ وَافَقَ رَجُلٌ حَيًّا "

889 - আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, মুআয ইবনু মুআয আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, ইবনু আউন আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি (ইবনু আউন) বললেন: একজন ব্যক্তি মুহাম্মাদকে দুজন ব্যক্তি সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, যারা তাকদীর (আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্য) সম্পর্কে বিতর্ক করছিল। তাদের একজন তার সাথীকে বলল: "আপনি কি মনে করেন যে ব্যভিচার তাকদীর অনুযায়ী হয়?" অপরজন বলল: "হ্যাঁ।" তখন মুহাম্মাদ বললেন: "অর্থাৎ, একজন ব্যক্তি একজন জীবিত ব্যক্তির সাথে একমত হয়েছিল।"

(ص: 408) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

890 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ، يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عز وجل {فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا} [الشمس: 8] قَالَ: «الْفَاجِرَةُ أَلْهَمَهَا اللَّهُ تَعَالَى الْفُجُورَ، وَالتَّقِيَّةُ أَلْهَمَهَا اللَّهُ عز وجل التَّقْوَى»

৮৯০ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (বললেন) আনাস ইবন ইয়াদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আমি আবু হাযিমকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "অতঃপর তিনি তাকে তার মন্দকর্মের ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন।" [শামস: ৮] তিনি (আবু হাযিম) বলেছেন: "পাপী আত্মাকে আল্লাহ তাআলা পাপের অনুপ্রেরণা দান করেছেন এবং মুত্তাকী আত্মাকে মহান আল্লাহ তাকওয়ার (খোদাভীতির) অনুপ্রেরণা দান করেছেন।"

(ص: 408) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

891 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ، نَا شَيْبُلُ بْنُ عَبَّادٍ مَوْلَى لِعَبْدِ [ص: 409] اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَوْلَ اللَّهِ عز وجل {إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [البقرة: 30] قَالَ: «عَلِمَ مِنْ إِبْلِيسَ الْمَعْصِيَةَ وَخَلَقَهُ لَهَا»

৮৯১ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, (বলেন) আব্দুল্লাহ ইবনুল হারিস আল-মাখযুমী (তাকে) বর্ণনা করেছেন, (বলেন) শিবল ইবনু আব্বাদ, আব্দুল্লাহ ইবন আমির-এর মুত্তাদাস, (তাকে) বর্ণনা করেছেন। [পৃষ্ঠা: ৪০৯] তিনি (শিবল) ইবনু আবি নাজীহ থেকে, তিনি (ইবনু আবি নাজীহ) মুজাহিদ থেকে (বর্ণনা করেছেন), মহাপরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত আল্লাহর বাণী প্রসঙ্গে: {আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না।} [সূরা আল-বাকার: ৩০]। তিনি (মুজাহিদ) বলেছেন: "আল্লাহ তা'আলা ইবলীসের অবাধ্যতা সম্পর্কে অবগত ছিলেন এবং তাকে (ইবলীসকে) এর জন্যই সৃষ্টি করেছেন।"

(ص: 409) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

892 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، أَنَّ أَبَا عَوَانَةَ، عَنْ رَقَبَةَ، عَنْ أَبِي صَخْرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ حِينَ طُعِنَ {وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا} [الأحزاب: 38]

892 - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন; ইয়াহইয়া ইবনু হাম্মাদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন; আবু আওয়ানাহ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন; তিনি রাকাবা থেকে, তিনি আবু সাখরা থেকে, তিনি আমার ইবনু মায়মুন সূত্রে (বর্ণনা করেছেন)। তিনি বলেছেন: আমি উমার ইবনুল খাত্তাব, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন, কে যখন তাঁকে ছুরিকাঘাত করা হয়েছিল, তখন বলতে শুনেছি: "{আর আল্লাহর নির্দেশ ছিল এক সুনির্দিষ্ট বিধান।}" [সূরা আল-আহযাব: ৩৮]

(ص: 409) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

893 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا حَجَّاجٌ، أَنَا لَيْثٌ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ، قَالَ: وَقَفَ رَجَاءُ بْنُ حَيَوَةَ عَلَى مَكْحُولٍ وَأَنَا مَعَهُ، فَقَالَ: يَا مَكْحُولُ، بَلَّغْنِي أَنَّكَ تَكَلَّمْتَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقَدَرِ [ص: 410]، وَاللَّهِ لَوْ أَعْلَمُ ذَلِكَ لَكُنْتُ صَاحِبَكَ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ، فَقَالَ مَكْحُولٌ: لَا وَاللَّهِ، أَصْلَحَكَ اللَّهُ، مَا ذَاكَ مِنْ شَأْنِي وَلَا قَوْلِي أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، قَالَ لَيْثٌ: وَكَانَ مَكْحُولٌ يُعْجِبُهُ كَلَامَ غَيْلَانَ، فَكَانَ إِذَا ذَكَرَهُ قَالَ: كُلَّ كَلِيلَةٍ يُرِيدُ قَلَّ قَدِيلُهُ، وَكَانَتْ فِيهِ لُكْنَةٌ يَغْنِي مَكْحُولًا "

893 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, হাজ্জাজ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, লাইস আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, ইব্রাহিম ইবনু আবি আবলা আমাকে খবর দিয়েছেন, তিনি (ইব্রাহিম) বলেছেন: রাজা ইবনু হায়ওয়া মাকহুলের কাছে দাঁড়িয়েছিলেন, এবং আমি তার (মাকহুলের) সাথে ছিলাম। অতঃপর তিনি বললেন: হে মাকহুল, আমার কাছে খবর পৌঁছেছে যে আপনি তাকদীর (ঐশ্বরিক বিধান) সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেছেন **পৃষ্ঠা: 410**। আল্লাহর কসম, যদি আমি তা (সত্যি) জানতাম, তবে আমিই হতাম সব মানুষের মধ্যে আপনার সঙ্গী। তখন মাকহুল বললেন: না, আল্লাহর কসম, আল্লাহ আপনাকে সঠিক পথে রাখুন, এটি আমার কাজ নয় এবং আমার উক্তিও নয়, অথবা এ ধরনের কিছু নয়। লাইস বলেছেন: মাকহুল

গাইলানের কথা পছন্দ করতেন। তিনি যখন তাকে (গাইলানকে) উল্লেখ করতেন, তখন বলতেন: কাল্লা কালীলুতু, আর তিনি বোঝাতে চাইতেন কাল্লা কালীলুহু (অর্থাৎ তার স্বল্পতা কমে গেছে)। এবং তার (মাকহুলের) মধ্যে একটি বাচনিক ত্রুটি ছিল।

(ص: 410) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

894 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: "أَوَّلُ مَا خَلَقَ رَبِّي الْقَلَمَ قَالَ: لَهُ اكْتُبْ قَالَ: مَا اكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبْ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ"

৮৯৪ - আমার পিতা আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, জারীর থেকে, তিনি আতা ইবন আস-সাইব থেকে, তিনি আবুল দুহা থেকে, তিনি ইবন আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তাদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। তিনি (ইবন আব্বাস) বলেছেন: "আমার প্রতিপালক সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেন। তিনি (আল্লাহ) কলমকে বললেন: লেখো! কলম বললো: আমি কী লিখব? তিনি (আল্লাহ) বললেন: যা কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিত হবে, তা লেখো।"

(ص: 410) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

895 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، نَا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: "إِنَّ آفَةَ كُلِّ دِينٍ كَانَتْ قَبْلَكُمْ أَوْ قَالَ: آفَةُ كُلِّ دِينٍ الْقَدَرُ"

895 - আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, ইয়াহইয়া ইবন আদম আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, ইয়ালা ইবন আল-হারিস আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, ওয়াইল ইবন দাউদ থেকে, তিনি ইবরাহীম থেকে (বর্ণনা করেছেন), ইবরাহীম বলেছেন: "নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্বের প্রতিটি ধর্মের দুর্বলতা ছিল, অথবা তিনি বলেছেন: প্রতিটি ধর্মের দুর্বলতা হলো আল্লাহর পূর্বনির্ধারিত বিধান (আল-কাদার)।"

(ص: 410) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

896 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عِصَامُ بْنُ خَالِدٍ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنِي الْعَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ شَيْخٍ، مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ [ص: 411] جَدِّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَعْمَلُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ أَوْ عَلَى أَمْرٍ مُؤْتَنَفٍ؟ قَالَ: «بَلْ عَلَى أَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَفِيمَ الْعَمَلِ؟ قَالَ: «إِنَّ كَلَّا مَيَسَّرَ لِمَا خُلِقَ لَهُ»

৮৯৬ - আমার নিকট আমার পিতা বর্ণনা করেছেন, আমাদের নিকট ইসাম ইবনু খালিদ আল-হাদরামি বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমার নিকট আল-আত্তাফ ইবনু খালিদ বর্ণনা করেছেন, তিনি বাসরাহবাসীদের একজন শায়খ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমার নিকট তালহা ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু আবি বকর বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমার নিকট আমার পিতা বর্ণনা করেছেন, তিনি [পৃষ্ঠা: ৪১১] আমার দাদা (আবু বকর), আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন, থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলেছিলেন: হে আল্লাহর রাসুল! আমরা কি এমন কোনো বিষয়ে কর্ম করছি যা পূর্বেই চূড়ান্ত হয়ে গেছে, নাকি এমন কোনো বিষয়ে যা নতুন করে শুরু হবে? তিনি (রাসুলুল্লাহ) বললেন: "বরং এমন বিষয়ে যা পূর্বেই চূড়ান্ত হয়ে গেছে।" তাঁরা বললেন: হে আল্লাহর রাসুল, তাহলে কর্মের কী প্রয়োজন? তিনি বললেন: "নিশ্চয়ই প্রত্যেককে তার জন্য সহজ করে দেওয়া হয়েছে যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।"

(ص: 411) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

897 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكِيعٌ، نَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ قَالَ: «إِلَّا الشَّقَاءَ وَالسَّعَادَةَ وَالْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ»

৮৯৭ - আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি ওয়াকী হতে, তিনি ইবনু আবী লায়লা হতে, তিনি মিনহাল ইবনু আমর হতে, তিনি সাঈদ ইবনু জুবাইর হতে, তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন: "আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা মুছে দেন এবং যা ইচ্ছা করেন তা

প্রতিষ্ঠিত রাখেন।" তিনি (ইবনু আব্বাস) বলেছেন: "তবে দুর্ভাগ্য (শাকা), সৌভাগ্য (সাআদা), জীবন ও মৃত্যু ব্যতীত।"

(ص: 411) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

898 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ يَعْنِي الدَّسْتَوَائِيَّ، حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي بَرَّةَ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: "إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْقَلَمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَكْتُبَ مَا يُرِيدُ أَنْ يَخْلُقَ، فَالْكِتَابُ عِنْدَهُ، ثُمَّ قَرَأَ {وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيَّ حَكِيمٌ} [الزخرف: 4]"

৮৯৮ - আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ বর্ণনা করেছেন, হিশাম, অর্থাৎ দাস্তওয়াইয়ের সূত্রে, আমাকে কাসিম ইবনু আবী বাযযাহ বর্ণনা করেছেন, আমাকে উরওয়াহ ইবনু আমির বর্ণনা করেছেন, তিনি (উরওয়াহ ইবনু আমির) বলেছেন: আমি ইবনু আব্বাস (আল্লাহ তাঁদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন) কে বলতে শুনেছি যে, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা (যিনি মহিমাম্বিত ও পরাক্রমশালী) সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি (আল্লাহ) তাকে (কলমকে) নির্দেশ দিলেন যে, তিনি যা কিছু সৃষ্টি করতে চান তা যেন সে লেখে। সুতরাং সেই লিখন তাঁরই (আল্লাহর) নিকট বিদ্যমান। অতঃপর তিনি (ইবনু আব্বাস) পাঠ করলেন: {আর নিশ্চয়ই তা (এই কুরআন) আমাদের কাছে মূল কিতাবে আছে, যা সুউচ্চ, প্রজ্ঞাময়।} [সূরা আয-যুখরুফ: ৪]"

(ص: 412) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

899 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا هُشَيْمٌ، أَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ، قَالَ: «لَمْ نُؤْكَلْ فِي الْقُرْآنِ إِلَى الْقَدَرِ، وَقَدْ أَخْبَرَنَا فِي الْقُرْآنِ أَنَّا إِلَيْهِ نَصِيرُ»

৮৯৯ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, হুশাইম আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, দাউদ ইবনু আবী হিন্দ আমাদেরকে জানিয়েছেন, তিনি মুতাররিফ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু আশ-শিখখীর থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: “কুরআনে আমাদেরকে তাকদীরের (ঐশ্বরিক

বিধান) উপর সোপর্দ করা হয়নি। বরং কুরআন আমাদেরকে জানিয়েছে যে, আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করব।”

(ص: 412) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

900 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكَيْعٌ، نَا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، كَيْفَ تَفَقَّدَ سُلَيْمَانَ الْهُدُودَ مِنْ بَيْنِ الطَّيْرِ؟ قَالَ: " إِنَّ سُلَيْمَانَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ، نَزَلَ مَنْزِلًا فَلَمْ يَدْرِ مَا بَعْدَ الْبَاءِ، وَكَانَ الْهُدُودُ مُهَنْدِسًا، قَالَ: فَأَرَادَ أَنْ يَسْأَلَهُ عَنِ الْبَاءِ فَفَقَدَهُ، قُلْتُ: وَكَيْفَ يَكُونُ مُهَنْدِسًا وَالصَّبِيُّ يَنْصُبُ لَهُ الْحِبَالَ فَيَصِيدُهُ، قَالَ: إِذَا جَاءَ الْقَدَرُ حَالَ دُونَ الْبَصَرِ "

৯০০ - আমার পিতা আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন। ওয়াকী' বর্ণনা করেছেন, তিনি উসামাহ ইবনু যায়দ থেকে, তিনি ইকরিমা থেকে বর্ণনা করেছেন। ইকরিমা বলেছেন: ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: "সুলাইমান (আঃ) পাখিদের মধ্য থেকে কিভাবে হুদহুদকে খোঁজ করলেন?" তিনি (ইবনু আব্বাস) বললেন: "সুলাইমান (আঃ) এক স্থানে অবতরণ করলেন এবং তিনি জানতেন না যে পানি কত দূরে ছিল। আর হুদহুদ ছিল একজন প্রকৌশলী। অতঃপর তিনি (সুলাইমান) তাকে (হুদহুদকে) পানি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে চাইলেন, কিন্তু তাকে পেলেন না।" আমি (ইকরিমা) বললাম: "সে (হুদহুদ) কিভাবে প্রকৌশলী হতে পারে, যখন একটি শিশু তার জন্য জাল পেতে তাকে শিকার করে নেয়?" তিনি (ইবনু আব্বাস) বললেন: "যখন আল্লাহর ফয়সালা (তকদীর) এসে যায়, তখন তা দৃষ্টিশক্তিকে আড়াল করে দেয়।"

(ص: 412) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

901 - حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ فَضِيلُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ كَامِلٍ أُمْلَى عَلَيَّ مِنْ كِتَابِهِ، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ بْنُ حَسَابٍ أُمْلَاهُ عَلَيَّ مِنْ كِتَابِهِ إِمْلَاءً، يَتَقَارَبَانِ فِيهِ، وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي كَامِلٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، نَا مَطَرُ الْوَرَّاقُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ قَالَ: لَبَّا تَكَلَّمَ مَعْبُدٌ بِمَا تَكَلَّمَ بِهِ فِي شَأْنِ الْقَدَرِ أَنْكَرْنَا

ذَلِكَ، قَالَ: فَحَجَجْتُ [ص: 413] أَنَا وَحَمِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَمِيرِيُّ حَجَّةً، فَلَمَّا قَضَيْنَا نُسُكَنَا، قَالَ: لَوْ مِلْتُ بِنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، فَلَقَيْنَا بِهَا مَنْ بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ مَا جَاءَ بِهِ مَعْبُدٌ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَدَخَلْنَا الْمَسْجِدَ نَوْمُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَاعِدٌ فَكَتَنَفْنَاهُ، وَقَدَّمَنِي حَمِيدٌ لِلْمَنْطِقِ، وَكُنْتُ أَجْرَأُ عَلَى الْمَنْطِقِ مِنْهُ، فَقُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ قَوْمًا نَشَأُوا بِالْعِرَاقِ قَرَأُوا الْقُرْآنَ وَفَقَهُوا فِي الْإِسْلَامِ، يَقُولُونَ: لَا قَدَرَ، قَالَ: فَإِذَا أَنْتَ لَقَيْتَهُمْ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ مِنْكُمْ بَرِيءٌ وَأَنْتُمْ مِنْهُ بَرَاءٌ، وَاللَّهُ لَوْ أَنْفَقُوا جِبَالَ الْأَرْضِ ذَهَبًا مَا قَبِلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُمْ حَتَّى يُؤْمِنُوا بِالْقَدَرِ، قَالَ: وَحَدَّثَنِيهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " أَنَّ آدَمَ وَمُوسَى، صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا، اخْتَصَمَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: أَنْتَ آدَمُ الَّذِي أَشَقَيْتَ النَّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: فَقَالَ لَهُ آدَمُ: أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ تَعَالَى بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ، وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ التَّوْرَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَوَجَدْتَهُ قَدْ قَدَّرَهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى ثَلَاثًا، وَحَدَّثَنِي عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ هَيْئَتُهُ مَسَافِرٍ، وَثِيَابُهُ ثِيَابُ مُقِيمٍ أَوْ قَالَ: هَيْئَتُهُ هَيْئَةُ مُقِيمٍ وَثِيَابُهُ ثِيَابُ مُسَافِرٍ، فَقَالَ [ص: 414]: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدْنُو مِنِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ» فَدَنَا مِنْهُ حَتَّى وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: «الْإِسْلَامُ أَنْ تُسَلِمَ وَجْهَكَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ» قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَا مُسْلِمٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَقُلْنَا انْظُرُوا كَيْفَ يَسْأَلُهُ وَكَيْفَ يُصَدِّقُهُ قَالَ: وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ: " أَنْ تَخْشَى اللَّهَ أَوْ قَالَ: تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّكَ إِلَّا تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ " قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: قُلْنَا انْظُرُوا كَيْفَ يَسْأَلُهُ وَكَيْفَ يُصَدِّقُهُ قَالَ: فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: «الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَبِالْأَمُوتِ وَبِالْبَعْثِ وَبِالْجَنَّةِ وَبِالنَّارِ وَبِالْقَدَرِ كُلِّهِ» قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ آمَنْتُ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ:

صَدَقْتُ، قَالَ: قُلْنَا انْظُرُوا كَيْفَ يَسْأَلُهُ وَكَيْفَ يُصَدِّقُهُ قَالَ حَمَّادٌ: قَالَ مَطَرٌ وَقَالَ شَهْرُ
 بَنُ حَوْشِبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَالَ «وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ» ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى
 السَّاعَةُ؟ قَالَ: «مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ» قَالَ: صَدَقْتُ، قَالَ: قُلْنَا انْظُرُوا
 كَيْفَ يَسْأَلُهُ وَكَيْفَ يُصَدِّقُهُ قَالَ: ثُمَّ وَلَّى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيَّ
 بِالرَّجُلِ» فَطَلَبَ فَمَا وَجَدُوهُ، فَقَالَ: «إِنَّهُ جَبْرِيْلُ جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ أَوْ جَاءَ
 لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِينَهُمْ»

902 - قَالَ مَطَرٌ "

৯০১ - আবু কামিল জাহদারি ফুদায়েল ইবনুল হুসাইন ইবনু কামিল আমাকে তার কিতাব থেকে বর্ণনা করিয়েছেন, এবং মুহাম্মাদ ইবনু উবাইদ ইবনু হিসাবও আমাকে তার কিতাব থেকে শ্রুতিলিখন (ইমলা) করিয়েছেন, যার মর্মার্থ প্রায় একই। আর এটি আবু কামিলের হাদীসের শব্দ। তারা উভয়েই বলেছেন, আমাদের কাছে হাম্মাদ ইবনু যায়দ বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে মাত্বার আল-ওয়াররাক বর্ণনা করেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনু বুরাইদাহ থেকে, তিনি ইয়াহইয়া ইবনু ইয়ামার থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন: যখন মাবাদ তাকদীর (ভাগ্য) সম্পর্কে তার বক্তব্য পেশ করলেন, তখন আমরা তা অস্বীকার করলাম। তিনি বলেন: অতঃপর আমি [পৃষ্ঠা: ৪১৩] ও হুমাইদ ইবনু আব্দুর রাহমান আল-হিমইয়ারী একটি হজ্জ করলাম। যখন আমরা আমাদের হজ্জের কার্যাবলী সম্পন্ন করলাম, তখন তিনি (হুমাইদ) বললেন: "যদি আমরা মাদীনার দিকে যাই, তাহলে সেখানে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অবশিষ্ট সাহাবীদের (রাদিআল্লাহু আনহুম) সাথে দেখা করতে পারব এবং মাবাদ যা নিয়ে এসেছেন, সে সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞেস করতে পারব।" অতঃপর আমরা মাদীনায় আগমন করলাম এবং মাসজিদে প্রবেশ করলাম, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাদিআল্লাহু আনহুমা) ও আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাদিআল্লাহু আনহু)-কে লক্ষ্য করে। হঠাৎ দেখলাম আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাদিআল্লাহু আনহুমা) বসে আছেন। আমরা তাকে ঘিরে বসলাম। হুমাইদ আমাকে কথা বলার জন্য এগিয়ে দিলেন, কারণ আমি তার চেয়ে বেশি সাহসিকতার সাথে কথা বলতে পারতাম। আমি বললাম: "হে আবু আব্দুর রাহমান! ইরাকে কিছু লোক বেড়ে উঠেছে, তারা কুরআন অধ্যয়ন করেছে এবং ইসলাম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লাভ করেছে, কিন্তু তারা বলে: তাকদীর (ভাগ্য) বলে কিছু নেই।"

তিনি (আব্দুল্লাহ ইবনু উমার) বললেন: "যদি তুমি তাদের সাথে দেখা করো, তবে তাদের জানিয়ে দেবে যে, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার তোমাদের থেকে মুক্ত এবং তোমরাও তার থেকে মুক্ত। আল্লাহর শপথ! যদি তারা পৃথিবীর সকল পর্বত পরিমাণ সোনাও ব্যয় করে, আল্লাহ তাআলা তাদের থেকে তা কবুল করবেন না, যতক্ষণ না তারা তাকদীরের উপর ঈমান আনে।" তিনি (আব্দুল্লাহ ইবনু উমার) বলেন, উমার (রাদিআল্লাহু আনহু) আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, আদম ও মূসা (আলাইহিস সালাম) এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে তর্ক করেছিলেন। মূসা (আলাইহিস সালাম) তাকে (আদমকে) বলেছিলেন: "আপনিই সেই আদম, যিনি মানুষকে দুর্দশাগ্রস্ত করেছেন এবং জান্নাত থেকে বের করে এনেছেন?" তিনি (আদম) তাকে (মূসাকে) বললেন: "আপনিই কি সেই মূসা, যাকে আল্লাহ তাআলা তার রিসালাত ও কালামের জন্য মনোনীত করেছেন এবং আপনার উপর তাওরাত নাযিল করেছেন?" তিনি (মূসা) বললেন: "হ্যাঁ।" তিনি (আদম) বললেন: "তাহলে কি আপনি দেখেছেন যে, আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করার আগেই আমার জন্য তা (আমার এই কাজ) নির্ধারণ করে রেখেছিলেন?" তিনি (মূসা) বললেন: "হ্যাঁ।" তিনি (আব্দুল্লাহ ইবনু উমার) বলেন: "তখন আদম (আলাইহিস সালাম) মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে তিনবার তর্কের দ্বারা পরাস্ত করলেন (বা, প্রমাণ করলেন)।" উমার (রাদিআল্লাহু আনহু) আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: "একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে ছিলাম, এমন সময় একজন ব্যক্তি তার কাছে এলেন, যার বেশভূষা ছিল মুসাফিরের মতো, আর পোশাক ছিল স্থানীয় লোকের মতো; অথবা তিনি বললেন: তার বেশভূষা ছিল স্থানীয় লোকের মতো, আর পোশাক ছিল মুসাফিরের মতো।" তিনি বললেন: [পৃষ্ঠা: ৪১৪] "হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি আপনার কাছে আসব?" তিনি বললেন: "হ্যাঁ।" অতঃপর তিনি তাঁর এত কাছে এলেন যে, নিজের হাত দুটো তাঁর হাঁটুর উপর রাখলেন। তিনি বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল! ইসলাম কী?" তিনি বললেন: "ইসলাম হলো এই যে, তুমি আল্লাহ তাআলার প্রতি নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করবে, সালাত (নামাজ) প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত প্রদান করবে, রমযানের সিয়াম (রোজা) পালন করবে এবং বাইতুল্লাহর হজ্জ করবে।" তিনি বললেন: "যদি আমি তা করি, তাহলে কি আমি মুসলিম?" তিনি বললেন: "হ্যাঁ।" লোকটি বললেন: "আপনি সত্য বলেছেন।" (উমার) বলেন: আমরা বললাম: "দেখো, সে কীভাবে তাকে প্রশ্ন করছে এবং কীভাবে তার সত্যায়ন করছে!" তিনি (আগন্তুক) বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল! ইহসান (পরম গুণ) কী?" তিনি বললেন: "আল্লাহকে ভয় করা (বা, আল্লাহকে এমনভাবে ইবাদত করা যেন তুমি তাঁকে দেখছো, যদিও তুমি তাঁকে না দেখো, তবে

তিনি তোমাকে দেখছেন)।" লোকটি বললেন: "আপনি সত্য বলেছেন।" (উমার) বলেন: আমরা বললাম: "দেখো, সে কীভাবে তাকে প্রশ্ন করছে এবং কীভাবে তার সত্যায়ন করছে!" তিনি (আগন্তুক) বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল! ঈমান (বিশ্বাস) কী?" তিনি বললেন: "ঈমান হলো এই যে, তুমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, মৃত্যু, পুনরুত্থান, জান্নাত, জাহান্নাম এবং সমস্ত তাকদীরের উপর ঈমান আনবে।" তিনি বললেন: "যদি আমি তা করি, তাহলে কি আমি ঈমান আনলাম?" তিনি বললেন: "হ্যাঁ।" লোকটি বললেন: "আপনি সত্য বলেছেন।" (উমার) বলেন: আমরা বললাম: "দেখো, সে কীভাবে তাকে প্রশ্ন করছে এবং কীভাবে তার সত্যায়ন করছে!" হাম্মাদ বলেন: মাত্বার বলেছেন, এবং শাহর ইবনু হাওশাব আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (রাসূলুল্লাহ) বলেছেন: "এবং তাকদীরের ভালো-মন্দ সবকিছুর উপর (ঈমান আনবে)।" অতঃপর তিনি বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামত কখন হবে?" তিনি বললেন: "যাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, সে প্রশ্নকারীর চেয়ে বেশি জানে না।" লোকটি বললেন: "আপনি সত্য বলেছেন।" (উমার) বলেন: আমরা বললাম: "দেখো, সে কীভাবে তাকে প্রশ্ন করছে এবং কীভাবে তার সত্যায়ন করছে!" (উমার) বলেন: অতঃপর তিনি (আগন্তুক) ফিরে চলে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "লোকটিকে আমার কাছে নিয়ে এসো।" তাকে খোঁজা হলো কিন্তু তারা তাকে পেলেন না। তখন তিনি বললেন: "তিনি (আগন্তুক) জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) ছিলেন, তিনি মানুষকে তাদের দীন শিক্ষা দিতে এসেছিলেন (অথবা, তিনি মানুষকে তাদের দীন শেখাতে এসেছিলেন)।"

৯০২ - মাত্বার বলেছেন: "

(ص: 414) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: "وَيَلَهُمْ، يَعْنِي الْقَدَرِيَّةَ، أَمَا يَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآيَاتِ { مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ } [الصافات: 163] " وَيَلَهُمْ أَمَا يَقْرَءُونَ، وَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ { وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ } [الصافات: 171] "

উমার ইবন আব্দুল আযীয (রহ.) বললেন: "তাদের সর্বনাশ হোক! – অর্থাৎ, কাদারিয়াদের (ভাগ্য অস্বীকারকারী সম্প্রদায়) উদ্দেশ্য করে। তারা কি এই আয়াতগুলো পাঠ করে না? তোমরা কাউকে পথভ্রষ্ট করতে পারবে না, তবে যে জাহান্নামে প্রবেশ করবে তাকে ব্যতীত। [আস-সাফফাত: ১৬৩] তাদের সর্বনাশ হোক! তারা কি পাঠ করে না?" এবং তিনি (উমার) পাঠ করলেন, এমনকি এই পর্যন্ত পৌঁছলেন: "আর নিশ্চয়ই আমাদের প্রেরিত বান্দাদের প্রতি আমাদের কথা পূর্বেই স্থির হয়েছে যে, নিশ্চয়ই তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। এবং নিশ্চয়ই আমাদের বাহিনীই বিজয়ী হবে।" [আস-সাফফাত: ১৭১]

(ص: 414) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

903 - حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ، نَا حَمَّادٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: «مَا يُنْكِرُ قَوْمٌ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلِمَ كُلَّ شَيْءٍ فَكَتَبَهُ»

903 - আবু কামিল আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, হাম্মাদ ইবন আওন থেকে, তিনি মুহাম্মদ থেকে বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ বলেছেন: “কোনো সম্প্রদায়ই এটা অস্বীকার করতে পারে না যে, আল্লাহ, যিনি পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত, সবকিছু জানেন এবং তা লিপিবদ্ধ করেছেন।”

(ص: 414) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

904 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ، نَا كَهْمَسٌ، نَا ابْنُ بُرَيْدَةَ [ص: 415]

905 - قَالَ أَبِي: نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نَا كَهْمَسٌ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ.

906 - قَالَ أَبِي: وَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، نَا كَهْمَسٌ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ.

907 - قَالَ أَبِي: نَا وَكِيعٌ، نَا كَهْمَسٌ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ.

908 - قَالَ أَبِي: وَقَرَأْتُ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، نَا عُثْمَانَ بْنَ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَمِيرِيِّ، قَالَا: لَقِينَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ كُهِمَّسٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ ذَاتَ يَوْمٍ عِنْدَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا نَعْرِفُهُ مَعَنَا، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، فَذَكَرَ حَدِيثَ الْقَدَرِ بِطَوِيلِهِ إِلَى آخِرِهِ

৯০০ - আমার পিতা আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মাদ ইবন জাফর গুন্দার আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, কাহমাস আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, ইবন বুরাইদা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন।

[পৃষ্ঠা: ৪১৫]

৯০৫ - আমার পিতা বলেছেন: ইয়াজিদ ইবন হারুন আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, কাহমাস আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, ইবন বুরাইদা থেকে।

৯০৬ - আমার পিতা বলেছেন: এবং আবদুল্লাহ ইবন ইয়াজিদ আল-মুক্রি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, কাহমাস আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, ইবন বুরাইদা থেকে।

৯০৭ - আমার পিতা বলেছেন: ওয়াকি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, কাহমাস আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, ইবন বুরাইদা থেকে।

৯০৮ - আমার পিতা বলেছেন: এবং আমি ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ-এর কাছে পড়েছি, উসমান ইবন গিয়াস আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ ইবন বুরাইদা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, ইয়াহইয়া ইবন ইয়ামার এবং হুমাইদ ইবন আবদুর রহমান আল-হিমইয়ারি থেকে, তাঁরা দুজন বলেছেন: আমরা আবদুল্লাহ ইবন উমরের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম। এবং এটি

কাহমাসের হাদিসের শব্দক্রম, যা ইবন বুরাইদা থেকে, তিনি ইয়াহইয়া ইবন ইয়ামার থেকে, তিনি ইবন উমরকে বলতে শুনেছেন যে তিনি বলেছেন: উমর ইবন আল-খাত্তাব (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) আমাকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেছেন: একদা আমরা আল্লাহর নবী (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক)-এর কাছে ছিলাম, এমন সময় আমাদের সামনে এক ব্যক্তি আবির্ভূত হলেন যার পোশাক ছিল অত্যন্ত সাদা এবং চুল ছিল অত্যন্ত কালো, তাঁর উপর সফরের কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল না, আর আমরা তাঁকে আমাদের মধ্যে চিনতামও না, যতক্ষণ না তিনি নবী (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক)-এর কাছে বসলেন, এবং তাঁর হাঁটু নবীর হাঁটুর সাথে মিশিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি ভাগ্যলিপি (তাকদীর) সম্পর্কিত হাদিসটি সম্পূর্ণ শেষ পর্যন্ত উল্লেখ করলেন।

(ص: 415) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

909 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، نَا جَعْفَرٌ، نَا مَوْلَى لِابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، قَالَ: كَانَ طَاوُسٌ بِكَتَّةٍ يُصَلِّي وَرَجُلَانِ خَلْفَهُ يَتَجَادَلَانِ فِي الْقَدَرِ، فَأَنْصَرَفَ إِلَيْهِمَا، فَقَالَ: «يَرْحَمُكُمَا اللَّهُ، تُجَادِلَانِ فِي حُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟»

909 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, কাছির ইবনে হিশাম আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, জাফর আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, ইবনে আবী রাওয়াদের একজন মাওলা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: তাউস মক্কায় সালাত আদায় করছিলেন এবং তার পেছনে দুজন ব্যক্তি কদর নিয়ে বাদানুবাদ করছিলেন। অতঃপর তিনি তাদের দিকে ফিরলেন এবং বললেন: "আল্লাহ তোমাদের দুজনের প্রতি রহম করুন, তোমরা কি মহা পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত আল্লাহর বিধান নিয়ে বাদানুবাদ করছো?"

(ص: 416) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

910 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا كَثِيرٌ، عَنْ فُرَاتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُونًا، يَقُولُ: «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَلَا تَعْلَمُوا النُّجُومَ، وَلَا تُجَالِسُوا أَوْ تُجَادِلُوا أَهْلَ الْقَدَرِ»

৯১০ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে কাসীর বর্ণনা করেছেন ফুরাত থেকে, তিনি বলেছেন: আমি মাইমুনকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: «তোমরা নবীর সাহাবীগণকে (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) গালি দিও না, এবং তোমরা জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষা করো না, এবং তোমরা কদরপঙ্খীগণের সাথে উঠাবসা করো না অথবা তর্ক করো না।»

(ص: 416) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

911 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، كَانَ يَطُوفُ مَعَ طَاوُسٍ بِالْبَيْتِ، فَمَرَّ بِمَعْبِدِ الْجُهَنِيِّ، فَقَالَ قَائِلٌ لِّطَاوُسٍ: هَذَا مَعْبِدُ الْجُهَنِيِّ الَّذِي يَقُولُ فِي الْقَدْرِ، فَعَدَلَ إِلَيْهِ طَاوُسٌ حَتَّى وَقَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَنْتَ الْمُفْتَرِي عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْقَائِلُ مَا لَا تَعْلَمُ؟ قَالَ مَعْبِدٌ: يُكَذِّبُ عَلَيَّ، قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: فَعَدَلْتُ مَعَ طَاوُسٍ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ لَهُ طَاوُسٌ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، الَّذِينَ يَقُولُونَ فِي الْقَدْرِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "أُرُونِي بَعْضَهُمْ، قَالَ: قُلْنَا صَانِعٌ مَاذَا؟ قَالَ: إِذَا أَجْعَلَ يَدَيَّ فِي رَأْسِهِ ثُمَّ أَدُقُّ عُنُقَهُ"

৯১১ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, ইয়াযিদ ইবনু হারুন আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আবুয যুবাইর তাকে খবর দিয়েছেন যে, তিনি তাউসের সাথে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করছিলেন। তখন তিনি মাবাদ আল-জুহানীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন একজন তাউসকে বললেন: "ইনিই মাবাদ আল-জুহানী, যিনি তাকদীর (ভাগ্য) সম্পর্কে কথা বলেন।" তখন তাউস তার দিকে ফিরলেন এবং তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। তখন তিনি (তাউস) বললেন: "তুমিই কি সেই ব্যক্তি যে মহান আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপকারী এবং এমন কথা বলো যা তুমি জানো না?" মাবাদ বললেন: "আমার উপর মিথ্যা আরোপ করা হচ্ছে।" আবুয যুবাইর বললেন: "তখন আমি তাউসের সাথে চললাম, এমনকি আমরা ইবনু আব্বাসের কাছে প্রবেশ করলাম।" তখন তাউস তাকে বললেন: "হে ইবনু আব্বাস, যারা তাকদীর (ভাগ্য) সম্পর্কে কথা বলে (তাদের ব্যাপারে আপনার কী মত)?" তখন ইবনু আব্বাস বললেন: "তাদের কাউকে আমার কাছে নিয়ে এসো।" (আবুয যুবাইর বললেন:) আমরা (তাকে) জিজ্ঞাসা করলাম, "তিনি কী করবেন?" তিনি (ইবনু আব্বাস) বললেন: "তাহলে আমি তার মাথায় আমার হাত রাখব, তারপর তার ঘাড় ভেঙে দেব।"

912 - حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، نَا قُتَيْبَةُ، نَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ [ص: 417] سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: "لَيْسَ قَوْمٌ أَبْغَضَ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْقَدَرِيَّةِ، إِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُدْرَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ} [الأنبياء: 23]"

৯১২ - আমার নিকট বর্ণনা করেছেন আবুল রাবী' আয-যাহরানী, তিনি কুতাইবা থেকে, তিনি আবু আওয়ানা থেকে, তিনি আতা ইবনুস সা-ইব থেকে, তিনি [পৃষ্ঠা: ৪১৭] সাঈদ ইবনু জুবাইর থেকে, তিনি ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে, তিনি বলেন: "কাদারিয়াদের (তাকদীর অস্বীকারকারীদের) চেয়ে আল্লাহ তাআলার নিকট অধিক অপছন্দনীয় কোনো সম্প্রদায় নেই। নিশ্চয়ই তারা আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার ক্ষমতা (তাকদীর) সম্পর্কে জানে না। আল্লাহ তাআলা বলেন: {তিনি যা করেন সে বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হবে না, বরং তাদেরকেই (মানুষকে) প্রশ্ন করা হবে।} [সূরা আল-আম্বিয়া: ২৩]"

913 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسِ بْنِ الْيَمَانِيِّ، قَالَ: أَدْرَكْتُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُونَ: كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ، قَالَ: وَسِعْتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ» حَدَّثَنِي مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيْرِيِّ، نَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، ح، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ [ص: 418] وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَادٍ النَّزْسِيُّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، مِثْلَهُ

৯১৩ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, ইসহাক ইবনু ইসা আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, মালিক আমাকে খবর দিয়েছেন, তিনি যিয়াদ ইবনু সা'দ থেকে, তিনি আমর ইবনু মুসলিম থেকে, তিনি তাউস আল-ইয়ামানি থেকে, তিনি বলেছেন: আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এমন অনেক সাহাবীকে পেয়েছি যারা বলতেন: সকল কিছুই তাকদীর অনুযায়ী

হয়। তিনি (তাউস) বলেছেন: আমি আবদুল্লাহ ইবনু উমারকে বলতে শুনেছি: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “সকল কিছুই তকদীর অনুযায়ী হয়, এমনকি অপারগতা ও চতুরতাও।” মুসআব আয-যুবারী আমাকে বর্ণনা করেছেন, মালিক ইবনু আনাস আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, তিনি যিয়াদ ইবনু সা‘দ থেকে। [অন্য সূত্রে]। আবদুল্লাহ (রহ.) বলেছেন: **[পৃষ্ঠা: ৪১৮]** এবং আবদ আল-আলা ইবনু হাম্মাদ আন-নারসী আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি মালিকের নিকট পাঠ করেছি, যিনি যিয়াদ ইবনু সা‘দ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

(ص: 418) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

915 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، مَوْلَى غُفْرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوسٌ وَمَجُوسُ أُمَّتِي الَّذِينَ يَقُولُونَ: لَا قَدَرَ، إِنْ مَرَضُوا فَلَا تَعُودُهُمْ، وَإِنْ مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُهُمْ "

৯১৫ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আনাছ ইবনু ইয়াদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, উমার ইবনু আব্দুল্লাহ — যিনি গুফরাহর আযাদকৃত গোলাম ছিলেন — তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "প্রত্যেক উম্মতেরই নিজস্ব মাজুস (অগ্নিউপাসক) আছে। আর আমার উম্মতের মাজুস হলো তারা, যারা বলে: কোনো রুদর (ভাগ্য) নেই। যদি তারা অসুস্থ হয়, তাহলে তাদের দেখতে যেও না। আর যদি তারা মারা যায়, তাহলে তাদের জানাজায় (দাফনকার্যে) উপস্থিত থেকো না।"

(ص: 418) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

916 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُؤْمِنُ الْمَرْءُ حَتَّى يُؤْمِنَ

بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ» وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ: لَعَنَ اللَّهُ دِينًا أَنَا أَكْبَرُ مِنْهُ، يَعْنِي التَّكْذِيبَ بِالْقَدَرِ

916 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন) আনাস ইবনে ইয়াদ আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন) আবু হাযিম আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি আমার ইবনে শুয়াইব থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারে না, যতক্ষণ না সে তাকদীরের ভালো ও মন্দ উভয়টির উপর ঈমান আনে।" আর আবু হাযিম বলেছেন: "আল্লাহ সেই মতবাদকে লানত করুন, যার চেয়ে আমি শ্রেষ্ঠ।" এর দ্বারা তিনি তাকদীরকে অস্বীকার করাকে বোঝাতে চেয়েছেন।

(ص: 418) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

917 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، نَا سَعِيدٌ، حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ [ص: 419]: كَانَ لِابْنِ عُمَرَ صَدِيقٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُكَاتِبُهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، بَلَغَنِي أَنَّكَ تَكَلَّمْتَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقَدَرِ، فَإِيَّاكَ أَنْ تَكْتُبَ إِلَيَّ، فَإِنِّي سَبَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يُكْذِبُونَ بِالْقَدَرِ»

৯১৭ - আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আব্দুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, সাঈদ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আবু সাখর আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, নafi' থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন পৃ: ৪১৯: ইবন উমারের শামের অধিবাসীদের মধ্যে একজন বন্ধু ছিলেন, যার সাথে তিনি চিঠিপত্র আদান-প্রদান করতেন। অতঃপর তিনি (ইবন উমার) তাকে লিখলেন: আব্দুল্লাহ ইবন উমার থেকে (চিঠি), আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, আপনি তাকদীর (আল্লাহর পূর্বনির্ধারণ) সম্পর্কে কিছু কথা বলেছেন। অতএব, আপনি আমার নিকট চিঠি লেখা থেকে বিরত থাকুন, কারণ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: "আমার উম্মাতের মধ্যে এমন কিছু লোক আসবে যারা তাকদীর (আল্লাহর পূর্বনির্ধারণ) অস্বীকার করবে।"

(ص: 419) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

918 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكَيْعٌ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ مُشْرِكُو قُرَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَاصِمُونَهُ فِي الْقَدَرِ، فَنَزَلَتْ {يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُقُوا مَسَّ سَقَرٍ إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} [القمر: 49] «فِي أَهْلِ الْقَدَرِ»

৯১৮ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন; ওয়াকি বর্ণনা করেছেন; সুফিয়ান বর্ণনা করেছেন যিয়াদ ইবনে ইসমাইল আল-মাখযুমী থেকে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনে আব্বাদ ইবনে জাফর থেকে, তিনি আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: কুরাইশের মুশরিকরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এসে তাকদীর (আল্লাহর পূর্বনির্ধারিত ভাগ্য) নিয়ে তাঁর সাথে বিতর্ক করছিল। তখন এই আয়াতটি নাযিল হলো: {যেদিন তাদেরকে তাদের মুখের উপর ভর করে জাহান্নামে টেনে নেওয়া হবে (এবং বলা হবে): ‘তোমরা সাকার (জাহান্নাম)-এর স্পর্শ আশ্বাদন করো।’ নিশ্চয় আমি প্রত্যেক জিনিস একটি নির্দিষ্ট পরিমাপ (বা তাকদীর) অনুযায়ী সৃষ্টি করেছি।} [সূরা আল-কামার: ৪৯]। (এটি) তাকদীর (আল্লাহর পূর্বনির্ধারণ) নিয়ে বিতর্ককারীদের সম্পর্কে (নাযিল হয়েছে)।

(ص: 419) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

919 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُقُوا مَسَّ سَقَرٍ إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} [القمر: 49] «فِي أَهْلِ الْقَدَرِ»

৯১৯ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মাদ ইবনু সালামা খুসাইফ থেকে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু কাব থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে: {যেদিন তাদেরকে তাদের মুখের উপর টেনে হিঁচড়ে জাহান্নামে নেওয়া হবে (এবং বলা হবে), সাকারের (জাহান্নামের) স্পর্শ আশ্বাদন করো। নিশ্চয় আমরা প্রতিটি জিনিস একটি নির্দিষ্ট পরিমাপ (তাকদীর) অনুযায়ী সৃষ্টি করেছি।} [আল-কামার: ৪৯] এটি কাদরিয়া সম্প্রদায়ের ব্যাপারে (অবতীর্ণ হয়েছিল)।

920 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، نَا عِيَّاشُ يَعْنِي ابْنَ عُقْبَةَ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «سَيَكُونُ نَاسٌ يُصَدِّقُونَ بِقَدَرٍ وَيُكَذِّبُونَ بِقَدَرٍ» قَالَ مُوسَى: فَلَعَنَهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عِنْدَ قَوْلِهِ هَذَا

920 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মদ ইবনে সালামাহ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ থেকে, আইয়াশ — অর্থাৎ ইবনে উকবাহ — আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, মুসা ইবনে ওয়ারদান আমাকে বর্ণনা করেছেন, আবু হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: “এমন কিছু লোক আসবে যারা তাকদীরের (কিছু অংশকে) বিশ্বাস করবে এবং (কিছু অংশকে) অস্বীকার করবে।” মুসা বলেন: যখন আবু হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এই কথা বলছিলেন, তখন তিনি তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছিলেন।

921 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُلُقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ، أَوْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّا نُسَافِرُ فَتَلْقَى قَوْمًا يَقُولُونَ لَا قَدَرَ، قَالَ: «إِذَا لَقِيتَ أَوْلِيكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ مِنْهُمْ بَرِيءٌ وَهُمْ مِنْهُ بَرَاءٌ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ»

৯২১ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী থেকে, তিনি সুফিয়ান থেকে, তিনি আলকামা ইবনে মারসাদ থেকে, তিনি সুলাইমান ইবনে বুরাইদা থেকে, তিনি ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ামার থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (ইয়াহইয়া) বলেন: আমি ইবনে উমারকে জিজ্ঞাসা করলাম, অথবা একজন ব্যক্তি তাঁকে (ইবনে উমারকে) বললেন: আমরা সফরে বের হই এবং এমন কিছু লোকের সাথে আমাদের দেখা হয় যারা বলে, ‘কোনো তাকদীর (কদর) নেই।’ তিনি (ইবনে উমার) বললেন: “যখন তুমি তাদের সাথে দেখা করবে,

তখন তাদের জানিয়ে দেবে যে ইবনে উমার তাদের থেকে মুক্ত, আর তারাও তাঁর থেকে মুক্ত।”
তিনি (এ কথা) তিনবার বললেন।

(ص: 420) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

922 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي حَلَقَةٍ، فَذَكَرَ أَهْلُ الْقَدَرِ، فَقَالَ: أَفِي الْحَلَقَةِ [ص: 421] مِنْهُمْ أَحَدٌ فَأَخَذُ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَقْرَأُ عَلَيْهِ {وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوقًا كَبِيرًا} [الإسراء: 4] وَأَقْرَأُ عَلَيْهِ آيَةَ كَذَا وَآيَةَ كَذَا "

৯২২ - আমাকে আমার পিতা বর্ণনা করেছেন, আবু মুআবিয়া আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আ'মশ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি আব্দুল মালিক ইবনে মাইসারা থেকে, তিনি তাউস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (তাউস) বলেছেন: আমি ইবন আব্বাস (আল্লাহ তাদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হোন)-এর সাথে একটি মজলিসে ছিলাম। তখন কাদারিয়া সম্প্রদায় (যারা তাকদির অস্বীকার করে) সম্পর্কে আলোচনা হলো। তখন তিনি (ইবন আব্বাস) বললেন: এই মজলিসে পৃষ্ঠা: ৪২১ তাদের কেউ কি আছে? যদি থাকে, তবে আমি তার মাথা ধরে তারপর তাকে {আমরা বনী ইসরাঈলকে কিতাবে এই মর্মে জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, তোমরা পৃথিবীতে দুবার মহা বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং মহাগর্বে স্ফীত হবে} [সূরা ইসরা: ৪] এই আয়াতটি পাঠ করে শোনাবো এবং তাকে অমুক অমুক আয়াত পাঠ করে শোনাবো।

(ص: 421) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

923 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَجَّاجٍ الْأَزْدِيِّ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: لَقِيتُهُ بِمَاءِ سَبْذَانَ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: أَخْبِرْنِي كَيْفَ الْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ؟ قَالَ: " أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَلَا تَقُلْ: لَوْلَا كَذَا لَكَانَ كَذَا، وَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا لَكَانَ كَذَا "

923 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আবু মুআবিয়া আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, তিনি আমাশ থেকে, তিনি আবু ইসহাক থেকে, তিনি আবু হাজ্জাজ আল-আযদী থেকে, তিনি সালমান (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (সালমান রা.) বলেন: আমি তার সাথে সাবায়ান নামক জলভূমিতে সাক্ষাৎ করেছিলাম। বর্ণনাকারী বললেন: আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তাকদীরের প্রতি ঈমান কেমন হওয়া উচিত?" তিনি (সালমান রা.) বললেন: "তুমি যেন জানো যে, যা তোমার উপর আপতিত হয়েছে, তা তোমাকে কখনোই এড়াতে পারতো না। আর যা তোমাকে এড়িয়ে গেছে, তা কখনোই তোমার উপর আপতিত হতে পারতো না। আর তুমি কখনো বলো না যে, যদি এমনটি না হতো, তাহলে এমনটি হতো অথবা যদি সে এমনটি না করতো, তাহলে এমনটি হতো।"

(ص: 421) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

حَدَّثَنِي أَبِي، نَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ذَكَرَ عِنْدَهُ أَهْلُ الْقَدَرِ، فَقَالَ: «لَوْ رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ لَعَضَّضْتُ أَنْفَهُ»

আমার পিতা আমাকে শুনিয়েছেন। হুশাইম আমাদের নিকট শুনিয়েছেন। আবু হাশিম আমাদের নিকট শুনিয়েছেন, তিনি মুজাহিদ থেকে, তিনি ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি (ইবনু আব্বাস) বলেন: তাঁর নিকট আহলুল কদর (তাকদীর অস্বীকারকারী সম্প্রদায়) এর কথা উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন, "যদি আমি তাদের কাউকে দেখতাম, তবে আমি তার নাক কামড়ে দিতাম।"

(ص: 421) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

قَالَ مُجَاهِدٌ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ أَحَدًا مِنْهُمْ فَلْيَقُلْ لَهُ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ مِنْكُمْ بَرِيءٌ»

মুজাহিদ (রহ.) বলেছেন: ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যে তাদের কাউকে দেখবে, সে যেন তাকে বলে দেয় যে, ইবনু উমার তোমাদের থেকে মুক্ত।"

(ص: 422) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

925 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: «الْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ نِظَامُ التَّوْحِيدِ فَمَنْ آمَنَ وَكَذَّبَ بِالْقَدَرِ فَهُوَ نَقُضٌ لِلتَّوْحِيدِ»

৯২৫ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আব্দুর রহমান আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, উমার ইবনে মুহাম্মাদ থেকে, একজন ব্যক্তি থেকে, ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে, তিনি বলেছেন: “তাকদীরের (আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্যের) প্রতি বিশ্বাস হলো তাওহীদের (আল্লাহর একত্বের) মূলনীতি। সুতরাং যে ব্যক্তি বিশ্বাস (ঈমান) স্থাপন করল কিন্তু তাকদীরকে অস্বীকার করল, তবে তা তাওহীদকে (আল্লাহর একত্বকে) বিনষ্টকারী।”

(ص: 422) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

926 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، رحمه الله، نَا مَعْمَرٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: إِنَّ نَاسًا عِنْدَنَا يَقُولُونَ: الْخَيْرُ وَالشَّرُّ بِقَدَرٍ، وَنَاسًا يَقُولُونَ: الْخَيْرُ بِقَدَرٍ وَالشَّرُّ لَيْسَ بِقَدَرٍ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِذَا رَجَعْتَ إِلَيْهِمْ فَقُلْ لَهُمْ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «إِنَّهُ مِنْكُمْ بَرِيءٌ، وَأَنْتُمْ مِنْهُ بَرَاءٌ»

৯২৬ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আব্দুর রাযযাক আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত করুন, মামার আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, সাঈদ ইবন হাইয়ান সূত্রে, ইয়াহইয়া ইবন ইয়ামার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি ইবন উমার (আল্লাহ তাঁদের উভয়ের উপর সন্তুষ্ট হোন)-কে জিজ্ঞাসা করলাম: "আমাদের কিছু লোক বলে: ভালো ও মন্দ

উভয়ই তাকদীর (কদর) অনুযায়ী হয়। আর কিছু লোক বলে: ভালো তাকদীর অনুযায়ী হয়, কিন্তু মন্দ তাকদীর অনুযায়ী হয় না।" তখন ইবন উমার (আল্লাহ তাঁদের উভয়ের উপর সন্তুষ্ট হোন) বললেন: "যখন আপনি তাঁদের কাছে ফিরবেন, তখন তাঁদের বলবেন: ইবন উমার বলেন, নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের থেকে মুক্ত এবং তোমরা তাঁর থেকে মুক্ত।"

(ص: 422) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

927 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لِأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: "وَدِدْتُ أَنِّي أَجِدُ مَنْ أُخَاصِمُ إِلَيْهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَنَا، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: أَيُقَدَّرُ عَلَيَّ شَيْئًا يُعَذِّبُنِي عَلَيْهِ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: نَعَمْ، قَالَ: لِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّهُ لَا يَظْلِمُكَ، فَقَالَ عَمْرُو: صَدَقْتَ "

927 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন; আব্দুর রায়যাক মামার থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (মামার) বলেন: আমার ইবনুল আস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আবু মুসা আশআরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বললেন: "আমি যদি এমন কাউকে পেতাম যার কাছে আমি আমার রবের (আল্লাহ) সাথে (আমার অবস্থা সম্পর্কে) আলোচনা করতে পারতাম – মহিমাম্বিত ও গৌরবাম্বিত তিনি (আল্লাহ)।" তখন আবু মুসা বললেন: "আমি (আছি)।" তখন আমার ইবনুল আস বললেন: "তিনি (আল্লাহ) কি আমার উপর এমন কিছু ক্ষমতা রাখেন যার জন্য তিনি আমাকে শাস্তি দেবেন?" তখন আবু মুসা বললেন: "হ্যাঁ।" (আমর) বললেন: "কেন?" (আবু মুসা) বললেন: "কারণ তিনি আপনার প্রতি কোনো অবিচার করেন না।" তখন আমার বললেন: "আপনি সত্য বলেছেন।"

(ص: 422) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

928 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكِيعٌ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «الْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ نِظَامُ التَّوْحِيدِ، فَمَنْ وَحَدَّ وَكَذَّبَ بِالْقَدَرِ فَقَدْ نَقَضَ التَّوْحِيدَ»

৯২৮ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, ওয়াকী আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, তিনি উমার ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে যায়দ থেকে, তিনি একজন ব্যক্তি থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (আল্লাহ তাদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: "তাকদীরের প্রতি ঈমান হলো তাওহীদের মূল ভিত্তি। সুতরাং যে ব্যক্তি তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করলো (আল্লাহর একত্ববাদ স্বীকার করলো) কিন্তু তাকদীরকে অস্বীকার করলো, সে প্রকৃতপক্ষে তাওহীদকে বাতিল করে দিল।"

(ص: 423) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

929 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا إِسْمَاعِيلُ، أَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ الْقُرَشِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الْهَاشِمِيِّ، قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالْجَابِيَةِ - وَقَدْ قَالَ خَالِدٌ مَرَّةً أُخْرَى: بِالشَّامِ - وَالْجَاثِلِيُّقُ مَاثِلٌ، فَتَشَهَّدَ فَقَالَ: «مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضِلُّ فَلَا هَادِيَ لَهُ»، فَقَالَ الْجَاثِلِيُّقُ: لَا، فَقَالَ عُمَرُ: مَا قَالَ؟ فَقَالُوا: مَا قَالَ، فَأَعَادَ: «مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضِلُّ فَلَا هَادِيَ لَهُ» فَقَالَ الْجَاثِلِيُّقُ بِقَبِيصِهِ هَكَذَا، وَنَفَضَ إِسْمَاعِيلُ ثُوبَهُ وَأَخَذَهُ مِنْ صَدْرِهِ فَنَفَضَهُ، وَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِلُّ أَحَدًا، فَقَالَ: مَا يَقُولُ؟ فَقَالُوا: مَا قَالَ، فَقَالَ: كَذَبْتَ عَدُوَّ اللَّهِ، اللَّهُ خَلَقَكَ، وَاللَّهُ أَضَلَّكَ، ثُمَّ يُبَيِّتُكَ فَيُدْخِلُكَ النَّارَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَاللَّهُ لَوْلَا وَلْتُ عَقْدٍ لَكَ لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَنَشَرَ ذُرِّيَّتَهُ فِي يَدَيْهِ، ثُمَّ كَتَبَ أَهْلَ الْجَنَّةِ وَمَا هُمْ عَامِلُونَ، وَكَتَبَ أَهْلَ النَّارِ وَمَا هُمْ عَامِلُونَ، ثُمَّ قَالَ: هَؤُلَاءِ لِهَذِهِ وَهَؤُلَاءِ لِهَذِهِ، قَالَ: فَتَصَدَّعَ النَّاسُ وَمَا يُتَنَاعُ فِي الْقَدَرِ

"

৯২৯ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। ইসমাইল আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। খালিদ আল-হাদ্দা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আব্দুল আলা ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আমির আল-কুরাশি থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনুল হারিস আল-হাশিমী থেকে। তিনি বলেন: উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আল-জাবিয়াতে ভাষণ দিচ্ছিলেন – খালিদ একবার বলেছিলেন: শামে – এবং জাখালিক (খ্রিস্টান বিশপ) উপস্থিত ছিলেন। তখন তিনি শাহাদাহ পাঠ করলেন এবং

বললেন: «আল্লাহ যাকে হেদায়েত করেন, তাকে পথভ্রষ্ট করার কেউ নেই; আর যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে হেদায়েত করার কেউ নেই।» তখন জাথালিক বললেন: না! উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) জিজ্ঞেস করলেন: সে কী বলল? তারা (উপস্থিত জনতা) বলল: সে (পূর্বের আপত্তিটিই) বলেছে। অতঃপর তিনি আবার বললেন: «আল্লাহ যাকে হেদায়েত করেন, তাকে পথভ্রষ্ট করার কেউ নেই; আর যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে হেদায়েত করার কেউ নেই।» তখন জাথালিক তার পোশাক দিয়ে ইশারা করে এভাবে করলেন। (বর্ণনাকারী) ইসমাইল তার পোশাক ধরে নিজের বুক থেকে ঝাঁকুনি দিয়ে (জাথালিকের অঙ্গভঙ্গি) দেখালেন। এবং জাথালিক বললেন: নিশ্চয় আল্লাহ কাউকে পথভ্রষ্ট করেন না। তখন (উমার) বললেন: সে কী বলছে? তারা বলল: সে (পূর্বের আপত্তিটিই) বলেছে। তখন (উমার) বললেন: তুমি মিথ্যাবাদী, হে আল্লাহর শত্রু! আল্লাহ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, আর আল্লাহই তোমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, অতঃপর তিনি তোমাকে মৃত্যু দেবেন এবং যদি তিনি চান, তবে তোমাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। আল্লাহর কসম, তোমার জন্য (মুসলিমদের সাথে) চুক্তিজনিত নিরাপত্তা না থাকলে, আমি তোমার গর্দান উড়িয়ে দিতাম। অতঃপর তিনি বললেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আদম (আলাইহিস সালাম)-কে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাঁর বংশধরদের তাঁর হাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। অতঃপর তিনি জান্নাতবাসীদের এবং তারা কী আমল করবে, তা লিপিবদ্ধ করেছেন, আর জাহান্নামবাসীদের এবং তারা কী আমল করবে, তা লিপিবদ্ধ করেছেন। অতঃপর তিনি বললেন: এরা এর জন্য (জান্নাতের জন্য) এবং এরা এর জন্য (জাহান্নামের জন্য)। তিনি বলেন: ফলে লোকেরা (তকদীর বিষয়ে) বিভক্ত হয়ে পড়ল এবং তকদীর (ভাগ্যলিপি) নিয়ে আর কোনো বিবাদ থাকল না।

(ص: 423) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

930 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، نَا مَنْصُورُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمَّارٍ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ الْقَدَرِ، فَقَالَ: «اُكْتَفِيَ مِنْهُ بِأَخْرِ سُورَةِ الْفَتْحِ»

৯৩০ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, আমাদেরকে আবদুর রহমান ইবনে মাহদী বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে মানসুর ইবনে সাদ বর্ণনা করেছেন, আমার থেকে, যিনি বনী হাশিমের মাওলা ছিলেন। তিনি বলেন: আমি আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে তাকদীর (ভাগ্যলিপি)

সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন: "এ বিষয়ে সূরা আল-ফাতহ এর শেষাংশই তোমার জন্য যথেষ্ট।"

(ص: 424) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

931 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، نَا وَكِيعٌ، نَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَيْفَ تَفَقَّدَ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْهُدُودَ مِنْ بَيْنِ الطَّيْرِ؟ فَقَالَ: "إِنَّ سُلَيْمَانَ نَزَلَ مَنْزِلًا فَلَمْ يَدِرْ مَا بَعْدَ الْبَاءِ، وَكَانَ الْهُدُودُ مُهَنْدِسًا، قَالَ: فَأَرَادَ أَنْ يَسْأَلَهُ عَنِ الْبَاءِ فَفَقَدَهُ" قَالَ: وَكَيْفَ يَكُونُ مُهَنْدِسًا وَالصَّيِّ يُنْصَبُ لَهُ الْحِبَالَةُ فَيَصِيدُهُ؟ قَالَ: «إِذَا جَاءَ الْقَدَرُ حَالَ دُونَ الْبَصَرِ»

931 - আমার পিতা (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, ওয়াকি থেকে, তিনি উসামা ইবনে যায়েদ থেকে, তিনি ইকরামা থেকে। ইকরামা বলেন:

ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, সুলায়মান (আলাইহিস সালাম) পাখিদের মধ্যে থেকে কীভাবে হুদহুদকে খুঁজছিলেন?

তিনি (ইবনে আব্বাস) বললেন: "সুলায়মান (আলাইহিস সালাম) একটি স্থানে অবতরণ করেছিলেন এবং তিনি জানতেন না যে পানি কতটা দূরে। আর হুদহুদ ছিল একজন প্রকৌশলী (মুহান্দিস)। তিনি (ইবনে আব্বাস) বলেন: সুতরাং তিনি তাকে পানি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে চাইলেন, কিন্তু তাকে পেলেন না।"

বলা হলো: "কিন্তু সে কীভাবে প্রকৌশলী হতে পারে, যখন একটি শিশু তার জন্য ফাঁদ পাতে এবং তাকে ধরে ফেলে?"

তিনি (ইবনে আব্বাস) বললেন: «যখন তাকদীর (ভাগ্য) আসে, তখন তা দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।»

(ص: 424) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

932 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكِيعٌ، نَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ جَفِّ الْقَلَمِ، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حِينَ خَلَقَ الْخُلُقَ أَلْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ، فَمَنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْهُ اهْتَدَى»

932 - আমার পিতা আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, ওয়াকী আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, সাঈদ ইবনে আব্দুল আযীয আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, রাবিআ ইবনে ইয়াযীদ থেকে, তিনি ইবন আদ-দাইলামী থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবন আদ-দাইলামী বলেছেন: আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন)-কে কলমের সিদ্ধান্ত (তাকদীর) চূড়ান্ত হওয়া প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তখন তিনি বললেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ (পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত) যখন সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করলেন, তখন তাদের উপর তাঁর নূরের (আলোর) কিছু অংশ বর্ষণ করলেন। সুতরাং যার উপর এর কিছু অংশ পতিত হলো, সে হেদায়েত (সঠিক পথ) প্রাপ্ত হলো।"

(ص: 424) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

933 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: الزَّيُّ بِقَدَرٍ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: كَتَبَهُ عَلَيَّ وَيُعَذِّبُنِي عَلَيْهِ؟ قَالَ: «فَأَخَذَ لَهُ الْحَصَا»

933 - আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আব্দুর রহমান ইবন মাহদী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আমর ইবন মুহাম্মাদ থেকে, তিনি বলেন: আমি সালিম ইবন আব্দুল্লাহর নিকট ছিলাম, তখন একজন ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল: ব্যভিচার কি তাকদীর (আল্লাহর পূর্বনির্ধারণ) দ্বারা ঘটে? তিনি বললেন: “হ্যাঁ।” লোকটি বলল: তিনি (আল্লাহ) আমার জন্য তা লিখে রেখেছেন, আর তিনি কি এর জন্য আমাকে শাস্তি দেবেন? তিনি (সালিম) বললেন: “অতঃপর তিনি তার উদ্দেশ্যে পাথর তুলে নিলেন।”

(ص: 425) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

934 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «مَنْ كَذَّبَ بِالْقَدَرِ فَقَدْ كَذَّبَ بِالْقُرْآنِ»

৯৩৪ - আমার পিতা আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, আবদুর রায়যাক আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, মামার আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, ক্বাতাদাহ থেকে, তিনি হাসান (আল-বাসরী) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: "যে ব্যক্তি তাকদীর (আল্লাহর পূর্বনির্ধারণ) অস্বীকার করলো, সে অবশ্যই কুরআনকেও অস্বীকার করলো।"

(ص: 425) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

935 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَا مَعْمَرٌ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيٍّ بْنِ أَرْطَاةَ: أَمَّا بَعْدُ: «فَإِنَّ اسْتِعْمَالَكَ سَعْدَ بْنَ مَسْعُودٍ عَلَى عُثْمَانَ مِنَ الْخَطَايَا الَّتِي قَدَّرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكَ وَقَدَّرَ أَنْ تُبْتَلَى بِهَا»

৯৩৫ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আব্দুল রায়যাক আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, মামার বলেছেন: উমার ইবনে আব্দুল আযীয, আদী ইবনে আরতাতাকে লিখেছিলেন: অতঃপর, নিঃসন্দেহে ওমানের উপর সাদ ইবনে মাসউদকে তোমার নিযুক্ত করা সেই ভুলসমূহের একটি, যা আল্লাহ তায়ালা তোমার জন্য নির্ধারণ করেছেন এবং যা দ্বারা তুমি পরীক্ষিত হবে বলেও নির্ধারণ করেছেন।

(ص: 425) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

936 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكِيعٌ، نَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ، سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، يَقُولُ: لَوْ أَنَّ اللَّهَ، «عَزَّ وَجَلَّ» أَرَادَ أَنْ لَا يُعْصَى لَمْ يَخْلُقْ إِبْلِيسَ» ثُمَّ قَرَأَ {مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ} [الصفات: 163]

৯৩৬ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে ওয়াকী বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে উমার ইবন যার বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি উমার ইবন আবদুল আযীযকে বলতে শুনেছি: "যদি আল্লাহ, মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত, এ ইচ্ছা করতেন যে তাঁর

না-ফরমানি করা না হোক, তাহলে তিনি ইবলিসকে সৃষ্টি করতেন না।" এরপর তিনি পাঠ করলেন: {তোমরা কাউকে পথভ্রষ্ট করতে পারবে না, কেবল তাকে ব্যতীত যে জাহান্নামের অগ্নিতে দগ্ধ হবে।} [সূরা আস-সাফফাত: ১৬৩]

(ص: 425) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

937 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، نَا إِسْمَاعِيلُ، نَا أَبُو هَارُونَ الْغَنَوِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو سُلَيْمَانَ الْأَزْدِيُّ، عَنْ أَبِي يَحْيَى مَوْلَى ابْنِ عَفْرَاءَ، قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَمَعِيَ رَجُلَانِ [ص: 426] مِنَ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ الْقَدَرَ أَوْ يُنْكِرُونَهُ، فَقُلْتُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، مَا تَقُولُ فِي الْقَدَرِ لَوْ أَنَّ هَؤُلَاءِ أَتَوْكَ يَسْأَلُونَكَ؟ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ مَرَّةً يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَدَرِ إِنْ زَنَّا وَإِنْ سَرَقَ أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَحَسَرَ قَبِيصَهُ حَتَّى أَخْرَجَ مِنْكَ، وَقَالَ: «يَا أَبَا يَحْيَى لَعَلَّكَ مِنَ الَّذِينَ يُنْكِرُونَ الْقَدَرَ وَيُكْذِبُونَ بِهِ، وَاللَّهِ لَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ مِنْهُمْ أَوْ هَذَيْنِ مَعَكَ لَجَاهَدْتُكُمُ، إِنْ زَنَّا فَبِقَدَرٍ، وَإِنْ سَرَقَ فَبِقَدَرٍ، وَإِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَبِقَدَرٍ»

৯৩৭ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তাঁর উপর রহমত করুন। ইসমাইল আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আবু হারুন আল-গানাবী আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। আবু সুলায়মান আল-আজাদি আমাকে বর্ণনা করেছেন আবু ইয়াহইয়া, ইবনে আফ্ফার মুক্ত দাস (মাওলা), থেকে। তিনি বলেন: আমি ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর কাছে আসলাম, এবং আমার সাথে ছিল দুজন লোক **পৃষ্ঠা: ৪২৬** যারা তাকদীর (কদর) নিয়ে কথা বলে অথবা তা অস্বীকার করে তাদের মধ্য থেকে। আমি বললাম: হে ইবনে আব্বাস, আপনি তাকদীর (কদর) সম্পর্কে কী বলেন, যদি এই লোকেরা আপনার কাছে এসে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে? আর ইসমাইল একবার বলেছেন: তারা আপনাকে তাকদীর (কদর) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে যে, যদি কেউ ব্যভিচার করে, চুরি করে অথবা মদ পান করে (তবে কী হবে)? তখন তিনি তাঁর জামা নামিয়ে ফেললেন, এমনকি তাঁর কাঁধ উন্মুক্ত হয়ে গেল, এবং বললেন: «হে আবু ইয়াহইয়া, সম্ভবত তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা তাকদীর (কদর) অস্বীকার করে এবং তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আল্লাহর কসম, যদি আমি জানতাম যে তুমি তাদের একজন অথবা তোমার

সাথে এই দুজনও (তাদের একজন), তবে আমি তোমাদের বিরুদ্ধে জিহাদ (সংগ্রাম) করতাম। যদি কেউ ব্যভিচার করে, তবে তা তাকদীর (কদর) অনুসারেই হয়; আর যদি কেউ চুরি করে, তবে তা তাকদীর (কদর) অনুসারেই হয়; আর যদি কেউ মদ পান করে, তবে তা তাকদীর (কদর) অনুসারেই হয়।»

(ص: 426) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

938 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكَيْعٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ، قَالَا: نَا سُفْيَانُ، قَالَ وَكَيْعٌ: عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَقَالَ ابْنُ بَشْرٍ: عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَزِيمَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [البقرة: 30] قَالَ: «عَلِمَ مِنْ إِبْلِيسَ الْغُصِيَّةَ، وَخَلَقَهُ لَهَا»

৯৩৮ - আমার পিতা আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন। ওয়াকী এবং মুহাম্মাদ ইবন বিশর আমাদের নিকট হাদীস শুনিয়েছেন। তাঁরা উভয়ে বলেছেন, সুফিয়ান আমাদের নিকট হাদীস শুনিয়েছেন। ওয়াকী বলেছেন: জনৈক ব্যক্তির সূত্রে, তিনি মুজাহিদ থেকে। আর ইবন বিশর বলেছেন: আলী ইবন বাযীমার সূত্রে, তিনি মুজাহিদ থেকে, মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর এই বাণী প্রসঙ্গে: "নিশ্চয়ই আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না" [সূরা আল-বাকার: ৩০]। তিনি বলেছেন: "আল্লাহ তাআলা ইবলিসের কাছ থেকে অবাধ্যতার জ্ঞান রাখতেন এবং তাকে এর জন্যই সৃষ্টি করেছেন।"

(ص: 426) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

939 - حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ، سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يَقُولُ: {لَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ} [المؤمنون: 63] قَالَ: «أَعْمَالٌ لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْ أَنْ يَعْمَلُوهَا»

৯৩৯ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, ওয়াকী' আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আলা' ইবনু আব্দুল কারীম আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আলা') বলেন, আমি মুজাহিদকে বলতে শুনেছি: “তাদের জন্য এর বাইরেও অনেক কাজ রয়েছে, যা তারা সম্পাদন

করে।" [সূরা আল-মু'মিনুন: ৬৩] তিনি (মুজাহিদ) বললেন: "এমন কাজসমূহ যা তাদের অবশ্যই সম্পাদন করতে হবে।"

(ص: 426) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

940 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكِيعٌ، وَابْنُ بَشْرٍ قَالَا: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي [ص: 427] صَالِحٍ، " { مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ } [النساء: 79] وَأَنَا قَدَرْتُهَا عَلَيْكَ "

৯৪০ - আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, ওয়াকী এবং ইবনু বিশর উভয়ে বলেছেন যে, ইসমাঈল ইবনু আবী খালিদ আবু সালিহ থেকে বর্ণনা করেছেন। [পৃষ্ঠা: ৪২৭] (তিনি বলেছেন) "তোমার যে কল্যাণ হয়, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় এবং তোমার যে অকল্যাণ হয়, তা তোমার নিজের কারণে হয়।" [সূরা নিসা: ৭৯] এবং (আল্লাহ বলেন) "আমিই তা তোমার উপর নির্ধারিত করেছি।"

(ص: 427) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

941 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكِيعٌ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرْظِيِّ، قَالَ: «نَزَلَتْ تَعْيِيرًا لِأَهْلِ الْقَدَرِ» { إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ } [القمر: 49]

৯৪১ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, ওয়াকী আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, সালিম ইবনু আবী হাফসাহ থেকে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু কাব আল-কুরযী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: এটি ক্বাদারপন্থীদের (যারা তাকদীর অস্বীকার করে) তিরস্কারস্বরূপ নাযিল হয়েছিল: "নিশ্চয় আমরা প্রতিটি জিনিসকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাপ (বা বিধান) অনুসারে সৃষ্টি করেছি।" [সূরা আল-ক্বামার: ৪৯]

(ص: 427) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

942 - حَدَّثَنَا أَبِي، نَا عَبْدُ الصَّمَدِ، نَا حَمَّادٌ، نَا حُبَيْدٌ، قَالَ: قَدِمَ الْحَسَنُ مَكَّةَ، فَقَالَ لِي فَقَهَاءُ مَكَّةَ، الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبِيدٍ: لَوْ كَلَّمْتُ الْحَسَنَ فَأَخْلَانَا يَوْمًا، فَكَلَّمْتُ الْحَسَنَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، إِخْوَانُكَ يُحِبُّونَ أَنْ تَجْلِسَ لَهُمْ يَوْمًا، قَالَ: «نَعَمْ، وَنِعِمَّتْ عَيْنٌ» فَوَعَدَهُمْ يَوْمًا فَجَاءُوا وَاجْتَمَعُوا، وَتَكَلَّمَ الْحَسَنُ وَمَا رَأَيْتُهُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَا بَعْدَ أَبْلَغَ مِنْهُ ذَلِكَ الْيَوْمِ، فَسَأَلُوهُ عَنْ صَحِيفَةٍ طَوِيلَةٍ فَلَمْ يُخْطِئْ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا فِي مَسْأَلَةٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا سَعِيدٍ مَنْ خَلَقَ الشَّيْطَانَ؟ فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ، وَهَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ؟» ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ الشَّيْطَانَ وَخَلَقَ الشَّرَّ وَخَلَقَ الْخَيْرَ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: قَاتَلَهُمُ اللَّهُ يَكْذِبُونَ عَلَى الشَّيْخِ

৯৪২ - আমাদের কাছে আমার পিতা হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাকে বর্ণনা করেছেন আব্দুস সামাদ, তাকে বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ, তাকে বর্ণনা করেছেন হুমাইদ। তিনি বলেন: আল-হাসান মক্কায় আগমন করলেন। তখন মক্কার ফকীহগণ — আল-হাসান ইবনে মুসলিম ও আব্দুল্লাহ ইবনে উবায়দ — আমাকে বললেন: "যদি আপনি আল-হাসানের সাথে কথা বলেন, তাহলে তিনি আমাদের জন্য একদিন নির্দিষ্ট করতেন।" অতঃপর আমি আল-হাসানের সাথে কথা বললাম এবং বললাম: "হে আবু সাঈদ, আপনার ভাইয়েরা চান যে আপনি একদিন তাদের সাথে বসুন।" তিনি বললেন: "হ্যাঁ, খুব আনন্দের সাথে।" অতঃপর তিনি তাদের সাথে একদিনের জন্য ওয়াদা করলেন। তখন তারা আসল এবং একত্রিত হল। আল-হাসান কথা বললেন, এবং সেই দিনের আগে বা পরে আমি তাকে এমন বাগ্মী দেখিনি যেমনটি সেদিন তাকে দেখেছি। তখন তারা তাকে একটি দীর্ঘ পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল, তিনি তাতে একটি প্রশ্ন ব্যতীত কোনো ভুল করেননি। তখন এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞাসা করল: "হে আবু সাঈদ, শয়তানকে কে সৃষ্টি করেছেন?" তিনি বললেন: "আল্লাহ পবিত্র! আল্লাহ পবিত্র! আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন সৃষ্টিকর্তা আছে কি?" এরপর তিনি বললেন: "নিশ্চয়ই মহাপ্রতাপশালী ও মহিমাম্বিত আল্লাহ শয়তানকে সৃষ্টি করেছেন এবং মন্দকে সৃষ্টি করেছেন, আর ভালোকেও সৃষ্টি করেছেন।" তখন তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলল: "আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন! তারা শাইখের উপর মিথ্যা আরোপ করছে।"

943 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا إِبرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنِي رَبَاحٌ، قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ حَبِيبٍ [ص: 428] عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ} [الكهف: 29] قَالَ: حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ رَافِعٍ أَنَّ مُجَاهِدًا كَانَ يَقُولُ: «مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ، يَقُولُ وَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»

৯৪৩ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, ইব্রাহিম ইবনু খালিদ বর্ণনা করেছেন, রাবাহ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি (রাবাহ) বলেন: আমি উমার ইবনু হাবীবকে পৃষ্ঠা: ৪২৮ মহিমাম্বিত ও গৌরবাম্বিত আল্লাহর এই বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম: {অতএব যে ইচ্ছা করে, সে যেন ঈমান আনে এবং যে ইচ্ছা করে, সে যেন কুফরি করে।} [আল-কাহফ: ২৯]। তিনি (উমার ইবনু হাবীব) বলেন: দাউদ ইবনু রাফি‘ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, মুজাহিদ বলেন: "যে ইচ্ছা করে, সে যেন ঈমান আনে এবং যে ইচ্ছা করে, সে যেন কুফরি করে" – এ দ্বারা আমাকে (আল্লাহকে) অক্ষম করা যায় না। তিনি (মুজাহিদ) বলেন, এটা মহিমাম্বিত ও গৌরবাম্বিত আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি হুঁশিয়ারি।

944 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الصَّمَدِ، نَا حَبَّادٌ، نَا حُمَيْدٌ، قَالَ: «قَرَأْتُ عَلَى الْحَسَنِ فِي بَيْتِ أَبِي خَلِيفَةَ الْقُرْآنِ أَجْمَعَ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ، فَكَانَ يُفَسِّرُهُ عَلَى الْإِثْبَاتِ»

944 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আব্দুর সামাদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, হাম্মাদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, হুমাইদ বলেছেন: "আমি আবু খালিফার বাড়িতে হাসানের (কাছে) পুরো কুরআন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করেছি। অতঃপর তিনি (হাসান) এর ব্যাখ্যা করতেন সুস্পষ্ট অর্থ প্রতিষ্ঠার ভিত্তিতে।"

945 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُثَيْبَةَ، نَا خَالِدُ الْحَدَّاءُ، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: "أَرَأَيْتَ آدَمَ الْجَنَّةَ خُلِقَ أَمْ لِلْأَرْضِ؟ قَالَ: لِلْأَرْضِ؟ قَالَ: قُلْتُ أَرَأَيْتَ لَوْ اعْتَصَمَ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ عَلَى الْخَطِيئَةِ"

৯৪৫ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, ইসমাইল - অর্থাৎ ইবনু উলাইয়াহ - আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, খালিদ আল-হাদ্দা' আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি (খালিদ) বলেছেন: আমি হাসানকে বললাম: “আপনার কী মত, আদমকে কি জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল নাকি পৃথিবীর জন্য?” তিনি (হাসান) বললেন: “পৃথিবীর জন্য।” তিনি (খালিদ) বললেন: আমি (হাসানকে) বললাম: “আপনার কী মত, যদি তিনি (আদম) বিরত থাকতেন (গুনাহ থেকে)?” তিনি (হাসান) বললেন: “পাপ সংঘটিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল।”

(ص: 428) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

946 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ يَعْنِي الْمُقْرِئَ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُعَاوِيَةَ، يَقُولُ: "مَا كَلِّبْتُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ بِعَقْلِي كُلِّهِ إِلَّا الْقَدَرِيَّةَ فَإِنِّي قُلْتُ لَهُمْ: مَا الظُّلْمُ فِيكُمْ؟ فَقَالُوا: أَنْ يَأْخُذَ الْإِنْسَانُ مَا لَيْسَ لَهُ، فَقُلْتُ لَهُمْ: فَإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ"

৯৪৬ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ (যিনি আল-মুক্রি' নামে পরিচিত) আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, হাম্মাদ ইবনে যায়েদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, হাবীব ইবনে আশ-শাহীদ আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি ইয়াস ইবনে মু'আবিয়াহকে বলতে শুনেছি: "আমি ক্বাদারিয়াহ ব্যতীত অন্য কোনো মতবাদীর সাথে আমার সমগ্র বুদ্ধি খাটিয়ে আলোচনা করিনি। কারণ আমি তাদের বলেছিলাম: তোমাদের মতে যুলুম কী? তারা উত্তর দিল: মানুষের জন্য এমন কিছু গ্রহণ করা যা তার নয়। তখন আমি তাদের বললাম: অতএব, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।"

(ص: 428) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

947 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنبَأَنَا خُصَيْفٌ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ [ص: 429] عَنْهُ، لَغَيْلَانَ: أَلَسْتَ تُقَرُّ بِالْعِلْمِ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَمَا تُرِيدُ مَعَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: {فَأَنذَرْتُكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ} [الصفات: 162]

৯৪৭ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মদ ইবনে সালামাহ আমাদেরকে জানিয়েছেন, খুসাইফ আমাদেরকে অবহিত করেছেন। তিনি বলেছেন: উমার (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট [পৃষ্ঠা: ৪২৯] হোন) গাইলানকে বলেছেন: তুমি কি জ্ঞানের স্বীকৃতি দাও না? তিনি বললেন: হ্যাঁ, অবশ্যই। তিনি বললেন: তাহলে তুমি কী চাও, অথচ আল্লাহ, পরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত, বলেছেন: {সুতরাং তোমরা এবং তোমরা যার ইবাদত করো, তোমরা কাউকে পথভ্রষ্ট করতে সক্ষম নও, তবে সে ব্যতীত যে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশকারী হবে।} [আস-সাফাত: ১৬২]

(ص: 429) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

948 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا مُؤَمَّلٌ، نَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْخَطْبِيُّ، قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَقَدْ دَعَا غَيْلَانَ لِشَيْءٍ بَلَغَهُ فِي الْقَدَرِ، فَقَالَ لَهُ: " وَيْحَكَ يَا غَيْلَانُ، مَا هَذَا الَّذِي بَلَغَنِي عَنْكَ؟ قَالَ: يُكْذِبُ عَلَيَّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَيُقَالُ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ؟ قَالَ: مَا تَقُولُ فِي الْعِلْمِ؟ قَالَ: قَدْ نَفَدَ الْعِلْمُ. قَالَ: فَأَنْتَ مَخْصُومٌ، اذْهَبِ الْآنَ فَقُلْ مَا شِئْتَ، وَيْحَكَ يَا غَيْلَانُ، إِنَّكَ إِنْ أَقْرَرْتَ بِالْعِلْمِ خُصِمْتَ وَإِنْ جَحَدْتَهُ كَفَرْتَ، وَإِنَّكَ إِنْ تَقَرَّرَ بِهِ فَتُخْصَمَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجْحَدَهُ فَتُكْفَرَ، ثُمَّ قَالَ: تَقْرَأُ يَاسِينَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: اقْرَأْ {يَس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ} {يس: 2} فَقَرَأَ {يَس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ} {يس: 1} إِلَى قَوْلِهِ {لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ} [يس: 7] قَالَ: قِفْ، كَيْفَ تَرَى؟ قَالَ: كَأَنِّي لَمْ أَقْرَأْ هَذِهِ الْآيَةَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: زِدْ، فَقَرَأَ {إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ} {يس: 8} قَالَ:

قَالَ عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: قُلْ: {فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ} [يس: 9] قَالَ: كَيْفَ تَرَى؟ " قَالَ: كَأَنِّي لَمْ أَقْرَأْ هَذِهِ الْآيَاتِ قَطُّ، وَإِنِّي لَأُعَاهِدُ اللَّهَ أَنْ لَا أَتَكَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِمَّا كُنْتُ أَتَكَلَّمُ فِيهِ أَبَدًا، قَالَ: " اذْهَبْ، فَلَمَّا وَلَّى، قَالَ: اللَّهُمَّ إِن كَانَ كَاذِبًا فِيمَا قَالَ فَأَذِقْهُ حَرَّ السِّلَاحِ، قَالَ: فَلَمْ يَتَكَلَّمْ زَمَنَ عُمَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ، فَلَمَّا كَانَ زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ جَاءَ رَجُلٌ لَا يَهْتَمُّ لِهَذَا وَلَا يَنْظُرُ فِيهِ، فَتَكَلَّمَ غَيْلَانُ، فَلَمَّا وَلَّى هِشَامُ، أُرْسِلَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ عَاهَدْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لِعُمَرَ أَنْ لَا تَتَكَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ أَبَدًا؟ قَالَ: أَقْلِنِي فَوَاللَّهِ لَا أَعُودُ، قَالَ: لَا أَقَالُنِي اللَّهُ إِنْ أَقْلَيْتُكَ، هَلْ تَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَاقْرَأْ، فَقَرَأَ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ [ص: 430] نَسْتَعِينُ} قَالَ: قِفْ عَلَامَ اسْتَعْنَتَهُ عَلَى أَمْرٍ بِيَدِهِ لَا تَسْتَطِيعُهُ إِلَّا بِهِ، أَوْ عَلَى أَمْرٍ فِي يَدِكَ أَوْ بِيَدِكَ؟ اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوا يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، وَاضْرِبُوا عُنُقَهُ، وَاصْلُبُوهُ "

৯৪৮ - আমার পিতা আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, মুআম্মাল আমাদের কাছে হাদিস বর্ণনা করেছেন, হাম্মাদ – অর্থাৎ ইবনু সালামাহ – আমাদের কাছে হাদিস বর্ণনা করেছেন, আবু জা'ফার আল-খাতমি আমাদের কাছে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি উমার ইবন আব্দুল আযীযকে দেখেছি যখন তিনি গায়লানকে ডেকেছিলেন তার কাছে তাকদীর (আল্লাহর পূর্বনির্ধারণ) সম্পর্কে পৌঁছানো একটি বিষয় নিয়ে। তিনি তাকে বললেন: "তোমার জন্য দুর্ভোগ হে গায়লান! তোমার সম্পর্কে আমার কাছে কী এমন কথা পৌঁছেছে?" সে বলল: "হে আমীরুল মুমিনীন, আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা বলা হচ্ছে এবং আমার নামে এমন কথা বলা হচ্ছে যা আমি বলিনি?" উমার (রহিমাহুল্লাহ) বললেন: "জ্ঞান (ইলম) সম্পর্কে তোমার কী মত?" সে বলল: "জ্ঞান ফুরিয়ে গেছে।" উমার (রহিমাহুল্লাহ) বললেন: "তাহলে তুমি বিতর্কে পরাজিত। এখন তুমি যা চাও বলো। তোমার জন্য দুর্ভোগ হে গায়লান! যদি তুমি জ্ঞানকে (আল্লাহর অসীম জ্ঞানকে) স্বীকার করো, তবে তুমি বিতর্কে পরাজিত হবে, আর যদি তা অস্বীকার করো, তবে তুমি কুফরি করবে। তোমার জন্য এটাই উত্তম যে, তুমি তা স্বীকার করে বিতর্কে পরাজিত হও, কুফরি করে অস্বীকার করার চেয়ে।" অতঃপর তিনি বললেন: "তুমি কি সূরা ইয়াসিন পড়ো?" সে বলল: "হ্যাঁ।" তখন তিনি বললেন: "{ইয়াসিন, শপথ প্রজ্ঞাময় কুরআনের} (ইয়াসিন: ২) পড়ো।" তখন সে {ইয়াসিন, শপথ প্রজ্ঞাময় কুরআনের} (ইয়াসিন: ১) থেকে শুরু করে তাঁর

উক্তি {তাদের অধিকাংশের উপর বাক্য (আল্লাহর সিদ্ধান্ত) সাব্যস্ত হয়ে গেছে, ফলে তারা বিশ্বাস করবে না} (ইয়াসিন: ৭) পর্যন্ত পড়ল। তিনি বললেন: "থামো। তোমার কী মনে হয়?" সে বলল: "হে আমীরুল মুমিনীন, আমার মনে হচ্ছে আমি যেন এই আয়াতটি কখনও পড়িনি।" তিনি বললেন: "আরো পড়ো।" তখন সে পড়ল: "{নিশ্চয়ই আমি তাদের গলদেশে শিকল পরিয়েছি, আর তা চিবুক পর্যন্ত বিস্তৃত, ফলে তাদের মাথা উপরে ওঠে থাকে। আর আমি তাদের সামনে থেকে এক প্রাচীর ও তাদের পেছন থেকে এক প্রাচীর তৈরি করেছি, অতঃপর আমি তাদের আবৃত করে দিয়েছি, ফলে তারা দেখতে পায় না} (ইয়াসিন: ৮)।" উমার (রহিমাহুল্লাহ) বললেন: "বলো: {অতঃপর আমি তাদের আবৃত করে দিয়েছি, ফলে তারা দেখতে পায় না। আর তুমি তাদের সতর্ক করো বা না করো, তাদের জন্য উভয়ই সমান, তারা ঈমান আনবে না} (ইয়াসিন: ৯)।" তিনি বললেন: "তোমার কী মনে হয়?" সে বলল: "আমার মনে হচ্ছে আমি যেন এই আয়াতগুলো কখনও পড়িনি। এবং আমি আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করছি যে, আমি এখন থেকে আর এমন কোনো বিষয়ে কথা বলব না যা নিয়ে আমি পূর্বে কথা বলতাম।" তিনি বললেন: "যাও।" যখন সে ফিরে গেল, তখন উমার (রহিমাহুল্লাহ) বললেন: "হে আল্লাহ! যদি সে তার বলা কথায় মিথ্যাবাদী হয়, তাহলে তাকে অস্ত্রের স্বাদ গ্রহণ করাও।" রাবী বলেন: উমার (রহিমাহুল্লাহ)-এর শাসনামলে সে আর কথা বলেনি। যখন ইয়াযীদ ইবন আব্দুল মালিকের সময়কাল আসল, (এবং যখন এমন এক ব্যক্তি দায়িত্বে এলো) যে এই বিষয়ে গুরুত্ব দিত না এবং এটি নিয়ে পর্যবেক্ষণও করত না, তখন গায়লান আবার কথা বলতে শুরু করল। যখন হিশাম খলিফা হলেন, তিনি তাকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন: "তুমি কি উমারের কাছে আল্লাহ তায়ালার সাথে এই অঙ্গীকার করোনি যে, তুমি এই বিষয়ে আর কখনও কথা বলবে না?" সে বলল: "আমাকে ক্ষমা করুন, আল্লাহর কসম, আমি আর ফিরব না (একথা আর বলব না)।" হিশাম বললেন: "যদি আমি তোমাকে ক্ষমা করি, তবে আল্লাহ যেন আমাকে ক্ষমা না করেন। তুমি কি কিতাবের ফাতিহা (সূরা ফাতিহা) পড়ো?" সে বলল: "হ্যাঁ।" তিনি বললেন: "তাহলে পড়ো।" তখন সে পড়ল: "{সকল প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক। পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু। বিচার দিবসের মালিক। আমরা কেবল আপনারই ইবাদত করি এবং কেবল আপনারই সাহায্য চাই} (পৃষ্ঠা: ৪৩০) (সূরা ফাতিহা: ১-৫)।" তিনি বললেন: "থামো। তুমি কার সাহায্য চেয়েছ – এমন কোনো বিষয়ে যা কেবল তাঁরই হাতে এবং তাঁর সাহায্য ছাড়া তুমি তা করতে পারবে না, নাকি এমন কোনো বিষয়ে যা তোমার নিজের হাতে বা

তোমার ক্ষমতার অধীন?" (অতঃপর নির্দেশ দিলেন:) "তাকে নিয়ে যাও এবং তার হাত ও পা কেটে ফেলো, তার গর্দান উড়িয়ে দাও এবং তাকে শূলে চড়াও।"

(ص: 430) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

949 - حَدَّثَنِي سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: «أَنَا رَأَيْتُ غَيْلَانَ مَصْلُوبًا عَلَى بَابِ دِمَشْقَ»

৯৪৯ - সাওয়ার ইবনে আব্দুল্লাহ আমাকে বর্ণনা করেছেন, মুআয ইবনে মুআয আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, ইবনে আউন থেকে, তিনি বলেছেন: "আমি গাইলানকে দামেস্কের দরজায় শূলবিদ্ধ অবস্থায় দেখেছি।"

(ص: 430) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

950 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا إِسْمَاعِيلُ، أَنَا مَنصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ قَوْلِهِ {وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَجِمَ رَبُّكَ} [هود: 119] فَقَالَ: "النَّاسُ مُخْتَلِفُونَ عَلَى أَدْيَانٍ شَتَّى إِلَّا مَنْ رَجِمَ رَبُّكَ، وَمَنْ رَجِمَ غَيْرُ مُخْتَلِفٍ، قُلْتُ: وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، خَلَقَ هَؤُلَاءِ لِحَبَّتِهِ، وَخَلَقَ هَؤُلَاءِ لِنَارِهِ، وَخَلَقَ هَؤُلَاءِ لِرَحْمَتِهِ، وَخَلَقَ هَؤُلَاءِ لِعَذَابِهِ"

950 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, ইসমাইল আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, মনসুর ইবনে আবদুর রহমান আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। ? তিনি বলেছেন: আমি হাসানকে তাঁর এই বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম: "আর তারা মতভেদ করতেই থাকবে, তবে যাদের প্রতি আপনার প্রতিপালক দয়া করেছেন তারা ব্যতীত।" [হুদ: ১১৯] অতঃপর তিনি বললেন: "মানুষ বিভিন্ন ধর্মে ভিন্নমত পোষণকারী হবে, তবে যাদের প্রতি আপনার প্রতিপালক দয়া করেছেন তারা ব্যতীত। আর যাদের প্রতি দয়া করা হয়েছে তারা মতভেদকারী নয়।" আমি বললাম: "আর এ জন্যই কি তিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন?" তিনি বললেন: "হ্যাঁ, তিনি এদেরকে তাঁর জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন, আর এদেরকে তাঁর জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছেন, আর

এদেরকে তাঁর রহমতের জন্য সৃষ্টি করেছেন, আর এদেরকে তাঁর আযাবের জন্য সৃষ্টি করেছেন।"

(ص: 430) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

951 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي أَبُو مَحْزُومٍ، عَنْ سَيَّارٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ، رَحِمَهُ اللَّهُ، فِي أَصْحَابِ الْقَدَرِ: «فَإِنْ تَابُوا وَإِلَّا نَفُوا مِنْ دِيَارِ الْمُسْلِمِينَ»

951 - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে ইসমাইল বর্ণনা করেছেন, আবু মাহযুম আমার কাছে বর্ণনা করেছেন সাইয়ার থেকে। তিনি বলেছেন: উমার (রাঃ), আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন, কদরপন্থীগণ (তাকদীর সম্পর্কিত বিতর্কিত মত পোষণকারীগণ) সম্পর্কে বলেছেন: “যদি তারা তওবা করে, অন্যথায় তাদেরকে মুসলিম ভূখণ্ড থেকে নির্বাসিত করা হবে।”

(ص: 430) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

952 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سَهْلٍ [ص: 431]، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، رَحِمَهُ اللَّهُ، فَقَالَ لِي: مَا تَرَى فِي هَؤُلَاءِ الْقَدَرِيَّةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: «أَرَى أَنْ تَسْتَتِيبَهُمْ، فَإِنْ قَبِلُوا ذَلِكَ وَإِلَّا عَرَضْتَهُمْ عَلَى السَّيْفِ»، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: ذَلِكَ هُوَ الرَّأْيُ، قُلْتُ لِمَالِكٍ: فَمَا رَأَيْكَ أَنْتَ؟ قَالَ: «هُوَ رَأْيِي»

৯৫২ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, ইসহাক ইবনে ইসা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, মালিক আমাকে সংবাদ দিয়েছেন, তাঁর চাচা আবু সাহল থেকে। [পৃষ্ঠা: ৪৩১] তিনি (আবু সাহল) বলেন: আমি উমার ইবনে আব্দুল আযীয (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন)-এর সাথে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন: এই ক্বাদারীয়াদের ব্যাপারে আপনার কী মতামত? তিনি (আবু সাহল) বলেন: আমি বললাম: "আমার মতামত হলো আপনি তাদের তওবা করার জন্য আহ্বান করুন। যদি তারা তা গ্রহণ করে, অন্যথায় তাদেরকে তরবারির সামনে পেশ করুন।" তখন উমার ইবনে আব্দুল আযীয বললেন: "এটাই সঠিক মতামত।" (ইসহাক ইবনে

ঈসা) আমি মালিককে বললাম: তাহলে আপনার মতামত কী? তিনি (মালিক) বললেন: "এটাই আমার মতামত।"

(ص: 431) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

953 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، حَدَّثَنِي نَافِعُ بْنُ مَالِكٍ أَبُو سَهْلٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ لَهُ: «مَا تَرَى فِي الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا قَدَرَ؟» قَالَ: أَرَى أَنَّ يُسْتَتَابُوا، فَإِنْ تَابُوا وَإِلَّا ضَرَبْتُ أَعْنَاقَهُمْ، قَالَ عُمَرُ: ذَلِكَ هُوَ الرَّأْيُ فِيهِمْ، لَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْوَاحِدَةُ كَفَى بِهَا {فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ} [الصفات: 162]

৯৪৩ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আনাস ইবনে আইয়াদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, নাসি' ইবনে মালিক আবু সাহল আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, উমার ইবনে আব্দুল আযীয তাকে বললেন: "যারা তাকদীর নেই বলে, তাদের ব্যাপারে আপনার কী মত?" তিনি বললেন: আমার মত হলো, তাদের তওবা করতে বলা হোক। যদি তারা তওবা করে (তবে ভালো), অন্যথায় তাদের গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হোক। উমার বললেন: তাদের ব্যাপারে এটাই সঠিক মত। যদি কেবল এই একটি আয়াতও না থাকত, তবে এটাই যথেষ্ট হতো: {নিশ্চয় তোমরা এবং তোমরা যা উপাসনা করো, তোমরা তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারবে না, তবে কেবল সেই ব্যক্তি ছাড়া, যে জাহান্নামে প্রবেশকারী।} [সূরা আস-সাফফাত: ১৬২]

(ص: 431) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

954 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا أَبُو سَعِيدٍ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ نَافِعًا، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ لِأَمِيرٍ كَانَ عَلَى الْمَدِينَةِ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ تَعَالَى، أَضْرِبْ أَعْنَاقَهُمْ؟ يَعْني الْقَدَرِيَّةَ، قَالَ: وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدَرِيٌّ، قَالَ: حَتَّى رَأَيْتُ [ص: 432] فِي الْمَنَامِ كَأَنِّي أَخْصِمُ إِنْسَانًا، قَالَ: فَتَلَوْتُ آيَةً، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ جَاءَنِي

أَصْحَابِي، فَقُلْتُ: يَا هَؤُلَاءِ إِنِّي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَأَخْبَرْتُهُمْ بِمَا رَأَيْتُ، قَالَ: فَرَجَعَ بَعْضُهُمْ وَأَبَى بَعْضُهُمْ أَنْ يَرْجَعَ "

৯৫৪ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আবু সাঈদ, বনু হাশিমের আযাদকৃত গোলাম, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: আমি আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবী সালামাকে বলতে শুনেছি: আমি ইবনে উমরের আযাদকৃত গোলাম নাফিকে শুনতে পেয়েছি, তিনি মদীনার তৎকালীন আমীরকে (শাসককে) বলছিলেন: আল্লাহ তায়ালা আপনার কল্যাণ করুন, আমি কি তাদের (শিরচ্ছেদ) করব? অর্থাৎ কাদারিয়াদের। তিনি (নাফি) বললেন: সেদিন আমি নিজেও একজন কাদারী ছিলাম। তিনি (নাফি) বললেন: অতঃপর আমি স্বপ্নে দেখলাম, **পৃষ্ঠা: ৪৩২** যেন আমি এক ব্যক্তির সাথে বিতর্কে লিপ্ত। তিনি (নাফি) বললেন: অতঃপর আমি একটি আয়াত তিলাওয়াত করলাম। যখন সকাল হলো, আমার সঙ্গীরা আমার কাছে এলো। আমি বললাম: হে লোকেরা! আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁর দিকেই তাওবা করছি। অতঃপর আমি তাদের কাছে আমার দেখা স্বপ্নের কথা বললাম। তিনি (নাফি) বললেন: তাদের মধ্যে কেউ কেউ ফিরে এলো (অর্থাৎ মত পরিবর্তন করলো), আর কেউ কেউ ফিরে আসতে (অর্থাৎ মত পরিবর্তন করতে) অস্বীকার করলো।

(ص: 432) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

955 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ذَكَرَ عِنْدَهُ الْقَدَرُ يَوْمًا، فَأَدْخَلَ أَصْبَعِيهِ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى فِي فِيهِ فَرَقَمَ بِهِمَا بَاطِنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: «أَشْهَدُ أَنَّ هَاتَيْنِ الرَّقْمَتَيْنِ كَانَتَا فِي أَمْرِ الْكِتَابِ»

৯৫৫ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। হাশিম ইবনু আল-কাসিম আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। আব্দুল আযীয, অর্থাৎ ইবনু আবী সালামাহ, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রাহমান ইবনু কাব ইবনু মালিকের সূত্রে, তিনি আলী ইবনু আবী তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: একদিন তাঁর নিকট তাকদীর (আল্লাহর পূর্বনির্ধারণ) সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। তখন তিনি তাঁর শাহাদাত আঙ্গুল ও মধ্যমা মুখে প্রবেশ করিয়ে সে দুটি দিয়ে তাঁর দুই হাতের তালুতে দাগ কাটলেন।

অতঃপর তিনি বললেন: "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এই দুটি চিহ্ন উম্মুল কিতাব (মূল গ্রন্থ বা লওহে মাহফুজ)-এ ছিল।"

(ص: 432) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

956 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «إِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُ الْقَدَرِ مِنَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ عز وجل فَلَا أَدْرِي مَا هُمْ»

৯৫৬ - আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনুল ওয়ালিদ আল-আদানি আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, দাউদ থেকে, ইবন সীরীন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "যদি ক্বাদারপন্থীগণ (আহলুল ক্বাদার) সেইসব লোকের অন্তর্ভুক্ত না হয়, যারা পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত আল্লাহর নিদর্শনাবলী (আয়াত) নিয়ে অযাচিত চর্চা করে, তাহলে আমি জানি না তারা কারা।"

(ص: 432) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

957 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا مُؤَمَّلٌ، نَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا، يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ، عز وجل بَارِيًّا أَوْ قَاضِيًّا أَوْ رَازِقًا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ ضَرًّا أَوْ نَفْعًا أَوْ مَوْتًا أَوْ حَيَاةً أَوْ نُشُورًا، بَعَثَهُ اللَّهُ عز وجل يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَخْرَسَ لِسَانَهُ، وَأَعَمَّى بَصَرَهُ، وَجَعَلَ عَمَلُهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، وَقَطَعَ بِهِ الْأَسْبَابَ، وَكَبَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ»

৯৫৭ - আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, মুআম্মাল আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, উমার ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু যায়দ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু উমার আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: আমি সালিমকে বলতে শুনেছি যে, ইবনু উমার (রাঃ) বলেছেন: "যে ব্যক্তি দাবি করে যে, আল্লাহ, মহাপরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত-এর সাথে এমন কোনো সৃষ্টিকর্তা (বারী), বা বিচারক (ক্বাদী), বা রিযিকদাতা (রাযিক) আছে, যে নিজের জন্য ক্ষতি বা উপকার, বা মৃত্যু, বা

জীবন, বা পুনরুত্থান (নুশুর) ধারণ করে (মালিকানা রাখে), তাকে আল্লাহ, মহাপরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত, কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উঠাবেন যে, তার জিহ্বাকে বোবা করে দেবেন, তার দৃষ্টিশক্তিকে অন্ধ করে দেবেন, তার আমলকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করবেন (অর্থাৎ সম্পূর্ণ নিষ্ফল করে দেবেন), তার সমস্ত উপায়-উপকরণ বিচ্ছিন্ন করে দেবেন এবং তাকে উপুড় করে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন।"

(ص: 433) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

958 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا مُؤَمَّلٌ، نَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا نَافِعٌ، قَالَ: قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّ قَوْمًا يَقُولُونَ لَا قَدَرَ، قَالَ: فَقَالَ: «أُولَئِكَ الْقَدَرِيُّونَ أُولَئِكَ مَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ»

958 - আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, মুআম্মাল আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, উমার ইবন মুহাম্মাদ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, নাফি আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। নাফি বলেছেন: ইবন উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে জিজ্ঞেস করা হলো: "কিছু লোক বলে যে, তাকদীর (আল্লাহর পূর্বনির্ধারণ) বলে কিছু নেই।" তিনি বললেন: "ওরা হলো ক্বাদারিয়া। ওরা এই উম্মাহর মাজুস (অগ্নিপূজক)।"

(ص: 433) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

959 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا مُؤَمَّلٌ، نَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى غُفْرَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَقُولُونَ لَا قَدَرَ، أُولَئِكَ الْقَدَرِيُّونَ، وَأُولَئِكَ سَيَصِيرُونَ إِلَى أَنْ يَكُونُوا مَجُوسَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، فَمَنْ مَرِضَ مِنْهُمْ فَلَا تَعُدُّوهُ، وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَلَا تَشْهَدُوهُ، أُولَئِكَ شِيعَةُ الدَّجَالِ، وَحَقُّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُلْحِقَهُمُ بِالْدَّجَالِ»

৯৫৯ - আমার পিতা আমার নিকট হাদিস বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন) আমাদের কাছে মুয়াম্মাল বর্ণনা করেছেন, তিনি উমার ইবনু মুহাম্মাদ থেকে, তিনি উমার ইবনু আব্দুল্লাহ,

গুফরাহর মাওলা, থেকে, তিনি আনসারদের একজন ব্যক্তি থেকে, তিনি হুযায়ফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন। হুযায়ফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "এই উম্মতের মধ্যে এমন এক সম্প্রদায় আত্মপ্রকাশ করবে যারা বলবে, কোনো তাকদীর (ভাগ্য) নেই। তারাই হলো কাদারিয়্যাহ (ভাগ্য অস্বীকারকারী) সম্প্রদায়। আর তারা অচিরেই এই উম্মতের অগ্নি-উপাসকে পরিণত হবে। সুতরাং তাদের মধ্যে যে অসুস্থ হয়, তোমরা তাদের দেখতে যেয়ো না। আর তাদের মধ্যে যে মারা যায়, তার জানাযায় উপস্থিত হয়ো না। তারাই হলো দাজ্জালের অনুসারী। আর আল্লাহর উপর অবশ্য কর্তব্য যে, তিনি তাদেরকে দাজ্জালের সাথে যুক্ত করে দেবেন।"

(ص: 433) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

960 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، نَا جَعْفَرُ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: «لَا تَكُونُ مَجُوسِيَّةً حَتَّى تَكُونَ قَدْرِيَّةً، ثُمَّ يَتَرَنَّدَقُوا، ثُمَّ يَتَمَجَّسُوا»

960 - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন ইয়াহইয়া ইবনু আবি বুকাইর, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন জা'ফর, অর্থাৎ ইবনু যিয়াদ, উবাদাহ ইবনু মুসলিম থেকে। তিনি বলেন: মুজাহিদ বলেছেন: "মাজুসবাদ (অগ্নিউপাসনা) ততক্ষণ পর্যন্ত হয় না, যতক্ষণ না কাদারিয়া (মতবাদ) হয়। অতঃপর তারা ধর্মদ্রোহী (যিন্দিক) হয়ে যায়, অতঃপর তারা মাজুসি (অগ্নিউপাসক) হয়ে যায়।"

(ص: 433) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

961 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْغَدَانِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: قَوْلُهُ: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ [ص: 434] نَبْرَأَهَا} [الحديد: 22] قَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ، وَمَنْ يَشْكُ فِي هَذَا، كُلُّ مُصِيبَةٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَفِي كِتَابِ اللَّهِ قَبْلَ أَنْ يَبْرَأَ النَّسَمَةَ»

৯৬১ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইসমাইল থেকে, তিনি মনসুর ইবন আবদুর রহমান আল-গুদানী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: আমি হাসানকে বললাম: তাঁর (আল্লাহর) বাণী: "{পৃথিবীতে বা তোমাদের নিজেদের উপর যে কোনো বিপদ আসে, তা কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে, আমরা তা সৃষ্টির পূর্বে।}" **পৃষ্ঠা: ৪৩৪** [সূরা আল-হাদীদ: ২২]। তিনি বললেন: "সুবহানাল্লাহ! কে এতে সন্দেহ করতে পারে? আসমান ও যমিনের মাঝে প্রতিটি বিপদ আল্লাহর কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে প্রাণ সৃষ্টির পূর্বেই।"

(ص: 434) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

962 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَفَّانُ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْخَطِيبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرْظِيِّ، أَنَّ الْفَضْلَ الرَّقَاشِيَّ، قَعَدَ إِلَيْهِ فَذَاكَرَهُ شَيْئًا مِنَ الْقَدَرِ فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدٌ: «تَشْهَدُ» فَلَمَّا بَلَغَ مَنْ يَهْدِيهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلُّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، رَفَعَ مُحَمَّدٌ عَصًا مَعَهُ فَضْرَبَ بِهَا رَأْسَهُ، وَقَالَ: «قُمْ» فَلَمَّا قَامَ فَذَهَبَ، قَالَ: «لَا يَزُجُّ هَذَا عَنْ رَأْيِهِ أَبَدًا»

৯৬২ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আফফান আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, হাম্মাদ ইবনু যাহিদ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আবু জাফার আল-খাতমি আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন, মুহাম্মাদ ইবনু কাব আল-কুরায়ী থেকে বর্ণিত যে, আল-ফাদল আর-রাফাশী তাঁর (মুহাম্মাদের) কাছে এসে বসলেন এবং তাঁর সাথে তারদীর (আল্লাহর পূর্বনির্ধারণ) বিষয়ে কিছু আলোচনা করলেন। তখন মুহাম্মাদ তাকে বললেন: "শাহাদা পাঠ করো।" যখন তিনি এই কথায় পৌঁছালেন: "যাকে আল্লাহ হেদায়েত করেন, তাকে পথভ্রষ্ট করার কেউ নেই; আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, তাকে হেদায়েত করার কেউ নেই," তখন মুহাম্মাদ তার সাথে থাকা একটি লাঠি তুলে নিলেন এবং তা দিয়ে তার মাথায় আঘাত করলেন, আর বললেন: "ওঠো!" যখন সে (আল-ফাদল) উঠে চলে গেল, তিনি (মুহাম্মাদ) বললেন: "এই ব্যক্তি তার মত থেকে কখনোই ফিরে আসবে না।"

(ص: 434) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

(ص: 434) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

963 - حَدَّثَنِي أَبِي نَا عَفَّانُ حَدَّثَنِي هَبَّامٌ، نَا مَطَرٌ، قَالَ: لَقِيَنِي عَمْرُو بْنُ عَبِيدٍ، فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي وَإِيَّاكَ لَعَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ، قَالَ: «وَكَذَبَ وَاللَّهِ، إِنَّمَا عَنَى عَلَى الْأَرْضِ»، قَالَ: فَقَالَ مَطَرٌ: «وَاللَّهِ مَا أَصَدَّقُهُ فِي شَيْءٍ»

৯৬৩ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন; আফফানের সূত্রে; হাম্মাম আমার কাছে বর্ণনা করেছেন; মাতারের সূত্রে। মাতার বললেন: আমর ইবনে উবায়দ আমার সাথে দেখা করলেন, অতঃপর তিনি (আমর) বললেন: "আল্লাহর কসম, নিশ্চয়ই আমি এবং আপনি একই মতাদর্শে আছি।" (মাতার) বললেন: "আল্লাহর কসম, সে মিথ্যা বলেছে। সে তো কেবল বুঝিয়েছিল (যে আমরা) একই পৃথিবীর উপর (আছি)।" মাতার বললেন: "আল্লাহর কসম, আমি তাকে কোনো কিছুতেই বিশ্বাস করি না।"

(ص: 434) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

964 - حَدَّثَنِي عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ [ص: 435] بْنِ الْعُزَيَّانِ الْحَارِثِيُّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، قَالَ: "رَأَيْتُ عَمْرُو بْنَ عَبِيدٍ وَهُوَ يَحْكُ الْمُصْحَفَ، فَقُلْتُ: مَا تَصْنَعُ؟ قَالَ: أَتُبُّتُ مَكَانَهُ خَيْرًا مِنْهُ"

৯৬৪ - উবাইদুল্লাহ ইবন উমার আল-কাওয়ারিরী আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন, তিনি বলেন: হাসান ইবন আবদুর রহমান **পৃষ্ঠা: ৪৩৫** ইবনুল উরইয়ান আল-হারিসী আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন, তিনি ইবন আওন থেকে, তিনি সাবিত আল-বুনানী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: "আমি আমর ইবন উবাইদকে দেখেছি যখন সে মাসহাফ (কুরআন) ঘষছিল। তখন আমি বললাম: আপনি কী করছেন? তিনি বললেন: আমি এর স্থানে এর চেয়ে উত্তম কিছু স্থাপন করছি।"

965 - حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ، نَا الْهَيْثَمُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: «كُنْتُ مَعَ أَيُّوبَ وَيُونُسَ وَابْنَ عَوْنٍ وَغَيْرِهِمْ، فَمَرَّ بِهِمْ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَوَقَفَ وَقُفَّةً، فَمَا رَدُّوا عَلَيْهِ السَّلَامَ، ثُمَّ جَاَزَ فَمَا ذَكَرُوهُ»

৯৬৫ - আবু সাঈদ আল-আশাজ্জ আমাকে বর্ণনা করেছেন, আল-হাইসাম আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, উবাইদুল্লাহ থেকে, হাম্মাদ ইবনু যায়েদ আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: “আমি আইয়ুব, ইউনুস, ইবনু আউন এবং অন্যান্যদের সাথে ছিলাম। তখন আমার ইবনু উবাইদ তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাদেরকে সালাম দিলেন এবং কিছুক্ষণ থামলেন। কিন্তু তারা তাঁর সালামের জবাব দিলেন না। এরপর তিনি চলে গেলেন এবং তারা তাঁর কথা আর উল্লেখ করেননি।”

966 - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ يَعْزِي ابْنَ الْبُبَارِكِ، سَبَعْتَ مِنْ عَمْرٍو بْنِ عُبَيْدٍ؟ قَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ، أَيْ كَثِيرًا، قُلْتُ: فَلِمَ لَا تُسَمِّيهِ وَأَنْتَ تُسَمِّي غَيْرَهُ مِنَ الْقَدَرِيَّةِ؟ قَالَ: «لِأَنَّ هَذَا كَانَ رَأْسًا»

৯৬৬ - আমাদের কাছে আল-ওয়ালিদ ইবনু শুজা বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে আলী ইবনুল হাসান ইবনু শাকীক বর্ণনা করেছেন। তিনি (আলী) বললেন: আমি আব্দুল্লাহকে, অর্থাৎ ইবনুল মুবারককে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কি আমার ইবনু উবাইদের নিকট থেকে (হাদীস) শুনেছেন?" তিনি (ইবনুল মুবারক) তাঁর হাত দিয়ে এভাবে ইশারা করে বললেন, অর্থাৎ "অনেক (শুনেছি)।" আমি বললাম: "তাহলে আপনি তার নাম কেন উল্লেখ করেন না, অথচ আপনি কাদরিয়্যাহ (ভাগ্য অস্বীকারকারী) সম্প্রদায়ের অন্যদের নাম উল্লেখ করেন?" তিনি (ইবনুল মুবারক) বললেন: “কারণ এই ব্যক্তিটি ছিল (তাদের) নেতা।”

967 - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ الْبَاهِلِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَبَّاسِ، نَا الْأَصْبَعِيُّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُكْرَمٍ، قَالَ: " رَأَيْتُ ابْنَ عَوْنٍ مَعَ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ فِي السُّوقِ، فَأَعْرَضَ عَنِّي، قَالَ: فَاعْتَذَرْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَمَا إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكَ فَمَا زَادَنِي "

৯৬৭ - আবু বকর আল-বাহিলী, মুহাম্মাদ ইবন আমর ইবন আল-আব্বাস আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি আল-আসমাঈ থেকে, তিনি মুআয ইবন মুকরিম থেকে (বর্ণনা করেছেন)। মুআয ইবন মুকরিম বললেন: "ইবন আওন আমাকে আমর ইবন উবাইদের সাথে বাজারে দেখেছিলেন, তখন তিনি আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। (মুআয) বললেন: আমি তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলে তিনি (ইবন আওন) বললেন: আমি তোমাকে দেখেছি বটে, কিন্তু এর ফলে আমার (শুভ ধারণা) বিন্দুমাত্র বৃদ্ধি পায়নি।"

(ص: 436) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

968 - حَدَّثَنِي أَبِي نَا عَفَّانُ، نَا حَبَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: " كَانَ حُيَيْدٌ مِنْ أَكْفِهِمْ عَنْهُ، قَالَ: فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ إِلَى حُيَيْدٍ قَالَ: فَحَدَّثَنَا حُيَيْدٌ بِحَدِيثٍ قَالَ عَمْرُو: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُهُ، فَقَالَ حُيَيْدٌ: لَا تَأْخُذْ عَنْ هَذَا شَيْئًا فَإِنَّهُ يَكْذِبُ عَلَى الْحَسَنِ، كَانَ يَأْتِي الْحَسَنَ بَعْدَ مَا أَسَنَّ فَيَقُولُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، أَلَيْسَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا؟ لِلشَّيْءِ الَّذِي لَيْسَ هُوَ مِنْ قَوْلِهِ، قَالَ: فَيَقُولُ الشَّيْخُ بِرَأْسِهِ هَكَذَا "

৯৬৮ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে আফফান বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে হাম্মাদ ইবনু সালামাহ বর্ণনা করেছেন। তিনি (হাম্মাদ) বলেছেন: "হুমায়েদ তাদের মধ্যে (বর্ণনার ক্ষেত্রে) তাঁর (অর্থাৎ হাসান আল-বাসরী) থেকে সবচেয়ে সতর্ক ছিলেন। তিনি (হাম্মাদ) বলেছেন: অতঃপর একদিন (এক ব্যক্তি) হুমায়েদের কাছে এলো। অতঃপর হুমায়েদ আমাদের কাছে একটি হাদীস বর্ণনা করলেন। আমরা বলেছেন: হাসান (আল-বাসরী) তা বলতেন। তখন হুমায়েদ বললেন: এই ব্যক্তি থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করো না, কারণ সে হাসানের উপর মিথ্যাচার করে। সে হাসানের কাছে আসতো যখন তিনি বৃদ্ধ হয়ে যেতেন, অতঃপর বলতো: হে আবু সাঈদ, আপনি কি এমন এমন বলেন না? (এ ছিল) এমন বিষয়

সম্পর্কে যা তাঁর (অর্থাৎ হাসানের) উক্তি ছিল না। (হাম্মাদ/বর্ণনাকারী) বললেন: তখন শাইখ (অর্থাৎ হাসান) তাঁর মাথা দিয়ে এভাবে (সম্মতিসূচক) ইঙ্গিত করতেন।"

(ص: 436) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

969 - حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ: أَلَيْسَ قَدْ نَهَاكَ أَبُوكَ أَنْ تُجَالِسَنِي؟ قُلْتُ: «بَلَى»

969 - আবু মামার আমাকে বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা আমাদের বলেছেন যে, তিনি বলেছেন: আমর ইবনে উবায়দ বলেছেন: "তোমার বাবা কি তোমাকে আমার সাথে বসা থেকে নিষেধ করেননি?" আমি বললাম: "হ্যাঁ, অবশ্যই (নিষেধ করেছেন)।"

(ص: 436) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

970 - حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا الْأَصْعَغِيُّ، نَا أَبُو عَوَانَةَ، قَالَ: "مَا رَأَيْتُ عَمْرُو بْنَ عُبَيْدٍ، وَلَا جَالِسْتُهُ قَطُّ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، قَالَ: فَتَكَلَّمَ وَطَوَّلَ، ثُمَّ قَالَ حِينَ فَرَغَ: لَوْ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكٌ مَا زَادَكُمْ عَلَى هَذَا"

৯৭০ - নাসর ইবন আলী আমাকে শুনিয়েছেন, তিনি বলেছেন: আল-আসমাঈ আমাদের শুনিয়েছেন, তিনি বলেছেন: আবু আওয়ানাহ আমাদের শুনিয়েছেন, তিনি বলেছেন: "আমি আমর ইবন উবাইদকে কখনো দেখিনি, আর মাত্র একবার ছাড়া তার সাথে কখনো বসিনি।" তিনি (আবু আওয়ানাহ) বলেন, তখন তিনি (আমর ইবন উবাইদ) কথা বললেন এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে বললেন। তারপর যখন তিনি শেষ করলেন, তখন বললেন: "যদি আসমান থেকে কোনো ফেরেশতাও নেমে আসত, সেও তোমাদেরকে এর চেয়ে বেশি কিছু দিতে পারত না।"

(ص: 436) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

971 - حَدَّثَنِي رَوْحُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْمُقَرِّيُّ، حَدَّثَنِي حَرْبُ بْنُ مَيْمُونٍ، صَاحِبُ [ص: 437] الْأُغْمِيَّةِ، قَالَ: "رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ يُصَلِّي بِقَوْمٍ وَهُوَ مَعَهُمْ فِي الصَّفِّ، فَسَأَلْتُ ابْنَ فَضَاءٍ، فَقَالَ: هَذَا رَجُلٌ صَاحِبٌ بِدْعَةٍ"

৯৭১ - রওহ ইবনে আব্দুল মুমিন আল-মুক্রি আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন; হার্ব ইবনে মাইমুন, আল-আগমিয়ার সঙ্গী, তাকে বর্ণনা করেছেন। [পৃষ্ঠা: ৪৩৭] তিনি (হার্ব ইবনে মাইমুন) বলেছেন: "আমি আমার ইবনে উবায়দকে একদল লোকের সাথে সালাত আদায় করতে দেখেছি, অথচ তিনি তাদের সাথে একই কাতারে ছিলেন। অতঃপর আমি ইবনে ফাদ্বাকে (এ বিষয়ে) জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন: এ ব্যক্তি একজন বিদআতপন্থী।"

(ص: 437) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

972 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرَّمِيُّ، نَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَائِذٍ يَغْنِي الطُّوسِيِّ، قَالَ: "قُلْتُ لِعَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ: بَلَّغْنِي أَنَّكَ تَقُولُ مِنْ قَوْلِ الْحَسَنِ، قَالَ: فَسَكَتَ، قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: فَلَقِيتُ عَائِذَا فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ لَقِيتُهُ، يَغْنِي عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: «مَا أَفْعَلُ»

৯৭২ - মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-মুখাররামী আমাকে বর্ণনা করেছেন, যাকারিয়া ইবনে আদী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, ইবনুল মুবারক আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, হাম্মাদ ইবনে যায়দ থেকে, আয়েদ থেকে, অর্থাৎ আত-তুসী থেকে। তিনি বলেন: "আমি আমার ইবনে উবাইদকে বলেছিলাম: আমার নিকট খবর পৌঁছেছে যে, আপনি হাসানের উক্তিগুলোর মধ্য থেকে একটি বলেন। তিনি (আমর) নীরব থাকলেন।" ইবনুল মুবারক বলেন: "আমি আয়েদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম।" তিনি (আয়েদ) বললেন: "আমি তার (অর্থাৎ আমার ইবনে উবাইদের) সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম এবং তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তখন তিনি (আমর) বললেন: আমি কী করব?"

(ص: 437) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

973 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: «مَا عَدَدْتُ عَمْرًا عَاقِلًا قَطُّ»

৯৭৩ - আমাকে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আমাদেরকে যাকারিয়া ইবনে আদী হাদীস বর্ণনা করেছেন। আমাদেরকে ইবনুল মুবারক হাদীস বর্ণনা করেছেন, মামার থেকে, তিনি আইয়ুব থেকে। আইয়ুব বলেছেন: “আমি আমারকে কখনোই বুদ্ধিমান বলে গণ্য করিনি।”

(ص: 437) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

974 - حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ أَبُو هَاشِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عَامِرٍ، وَذَكَرَ رَجُلٌ عَمْرَو بْنَ عَبِيدٍ فَأُطْرَاهُ، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ: "رَأَيْتُهُ، يَغْنِي عَمْرًا وَهُوَ يَخْرُجُ مِنْ دَارِ الطَّيَالِسَةِ، وَهُوَ يَقُولُ: مَا طَاقُ بِأَجْوَدَ مِنْهُ، قَالَ سَعِيدٌ: وَلَيْسَ هَكَذَا يَقُولُ يُونُسُ وَابْنُ عَوْنٍ"

974 - আমাকে যিয়াদ ইবনু আইয়ুব আবু হাশিম বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি সাঈদ ইবনু আমিরকে বলতে শুনেছি, এবং একজন লোক আমর ইবনু উবাইদের কথা উল্লেখ করে তার ভূয়সী প্রশংসা করল। তখন সাঈদ ইবনু আমির বললেন: "আমি তাকে দেখেছি, অর্থাৎ আমারকে, যখন সে তায়ালিসার ঘর থেকে বের হচ্ছিল, আর সে বলছিল: এর চেয়ে উৎকৃষ্ট কোনো পোশাক নেই। সাঈদ বললেন: তবে ইউনুস এবং ইবনু আউন এমনটি বলেন না।"

(ص: 437) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

975 - حَدَّثَنِي أَبُو هَاشِمٍ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، نَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، نَا أَبُو بَحْرٍ الْبَكْرَاوِيُّ [ص: 438]، قَالَ: " قَالَ رَجُلٌ لِعَمْرُو يَعْنِي ابْنَ عَبِيدٍ، وَقَرَأَ عِنْدَهُ هَذِهِ الْآيَةَ {بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ} [البروج: 22] فَقَالَ لَهُ: أَخْبِرْنِي عَنْ {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ} [المسد: 1] كَانَتْ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ؟ قَالَ: لَيْسَتْ هَكَذَا كَانَتْ، قَالَ: وَكَيْفَ كَانَتْ تَبَّتْ يَدَا مَنْ عَمِلَ بِمِثْلِ مَا عَمِلَ أَبُو لَهَبٍ؟ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: هَكَذَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ

نَقَرًا إِذَا قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ، فَغَضِبَ عَمْرُو، فَتَرَكَهُ حَتَّى سَكَنَ ثُمَّ قَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَثْمَانَ
أَخْبِرْنِي عَنْ {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ} [السد: 1] كَانَتْ فِي اللَّوْحِ الْمُحْفُوظِ؟ فَقَالَ لَيْسَ
هَكَذَا كَانَتْ قَالَ: فَكَيْفَ كَانَتْ؟ قَالَ: تَبَّتْ يَدَا مَنْ عَمِلَ بِمِثْلِ عَمَلِ أَبِي لَهَبٍ قَالَ:
فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ قَالَ عَمْرُو: إِنَّ عِلْمَ اللَّهِ لَيْسَ بِسُلْطَانٍ إِنَّ عِلْمَ اللَّهِ لَا يَضُرُّ وَلَا يَنْفَعُ

৯৭৫ - আমাকে আবু হাশিম যিয়াদ ইবন আইয়ুব বর্ণনা করেছেন, [তিনি বর্ণনা করেছেন]
সাদ্দ ইবন আমির থেকে, [যিনি বর্ণনা করেছেন] আবু বাহর আল-বাকরাবী থেকে [পৃষ্ঠা:
৪৩৮]। তিনি (আবু বাহর) বললেন: "একজন লোক আমরকে—অর্থাৎ ইবন উবাইদকে—
বলল এবং তার কাছে এই আয়াতটি পাঠ করল: {বরং এটি এক মহিমাম্বিত কুরআন, সংরক্ষিত
ফলকে রয়েছে।} [সূরা বুরূজ: ২২] অতঃপর লোকটি তাকে বলল: আমাকে বলুন তো, {আবু
লাহাবের দুহাত ধ্বংস হোক} [সূরা মাসাদ: ১] এই আয়াতটি কি সংরক্ষিত ফলকে ছিল? আমর
বলল: এটি এভাবে ছিল না। লোকটি বলল: তাহলে কেমন ছিল? ধ্বংস হোক তাদের হাত যারা
আবু লাহাবের মতো কাজ করেছে? অতঃপর লোকটি তাকে বলল: যখন আমরা সালাতের জন্য
দাঁড়াই, তখন কি আমাদের এভাবেই পড়া উচিত? এতে আমর ক্রুদ্ধ হলেন। অতঃপর তাকে
(লোকটিকে) ছেড়ে দিলেন যতক্ষণ না তিনি (আমর) শান্ত হলেন। তারপর তাকে বললেন: হে
আবু উসমান, আমাকে বলুন, {আবু লাহাবের দুহাত ধ্বংস হোক} [সূরা মাসাদ: ১] এই
আয়াতটি কি সংরক্ষিত ফলকে ছিল? লোকটি বলল: এটি এভাবে ছিল না। আমর বললেন:
তাহলে কেমন ছিল? লোকটি বলল: ধ্বংস হোক তাদের হাত যারা আবু লাহাবের কাজের মতো
কাজ করেছে। আবু বাহর আল-বাকরাবী (বর্ণনাকারী) বললেন: অতঃপর আমি তার (লোকটির)
কথার প্রতিবাদ করলাম। আমর বললেন: নিশ্চয় আল্লাহর জ্ঞান কোনো ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব নয়।
নিশ্চয় আল্লাহর জ্ঞান ক্ষতি করে না এবং উপকারও করে না।"

(ص: 438) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

976 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا سَلَامُ بْنُ أَبِي
مُطِيعٍ، قَالَ: قَالَ: سَعِيدٌ لِأَيُّوبَ يَا أَبَا بَكْرٍ: "إِنَّ عَمْرَو بْنَ عَبِيدٍ، قَدْ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ
قَالَ سَلَامٌ: وَكَانَ النَّاسُ قَدْ قَالُوا ذَلِكَ تِلْكَ الْيَّامَ أَنَّهُ قَدْ رَجَعَ فَقَالَ أَيُّوبُ: إِنَّهُ لَمْ

يَرْجِعُ، قَالَ: لَهُ بَلَى إِنَّهُ قَدْ رَجَعَ، قَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ، قَالَهَا غَيْرَ مَرَّةٍ، ثُمَّ قَالَ أَيُّوبُ:
أَمَّا سَمِعْتَ إِلَى قَوْلِهِ، يَغْنِي فِي الْحَدِيثِ يَمُرُّونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمُرُّ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ
ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ السَّهْمُ عَلَى فَوْقِهِ إِنَّهُ لَا يَرْجِعُ أَبَدًا "

৯৭৬ - আহমাদ ইবন ইবরাহীম আমাকে বর্ণনা করেছেন, সাঈদ ইবন আমির আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, সাল্লাম ইবন আবি মুতি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি (সাল্লাম) বলেন: সাঈদ আইয়ুবকে বললেন, "হে আবু বাকর, আমার ইবন উবাইদ তার মতাদর্শ থেকে ফিরে এসেছেন।" সাল্লাম বলেন: ঐ দিনগুলোতে লোকেরা বলছিল যে, তিনি (আমর) ফিরে এসেছেন। তখন আইয়ুব বললেন: "তিনি ফিরে আসেননি।" তিনি (সাঈদ) তাকে (আইয়ুবকে) বললেন: "হ্যাঁ, তিনি ফিরে এসেছেন।" তিনি (আইয়ুব) বললেন: "তিনি ফিরে আসেননি।" তিনি (আইয়ুব) তা একাধিকবার বললেন। এরপর আইয়ুব বললেন: "আপনি কি তার (নবীজীর) বাণী শোনেননি, অর্থাৎ হাদীসে (বলা হয়েছে): তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, যেমন তীর শিকার থেকে বেরিয়ে যায়; অতঃপর তারা তাতে (দ্বীনে) আর ফিরে আসবে না, যতক্ষণ না তীর তার নিষ্ক্ষেপণ স্থানে ফিরে আসে। নিশ্চয়ই সে (ঐ ব্যক্তি) কখনোই ফিরে আসবে না।"

(ص: 438) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

977 - حَدَّثَنِي أَبِي نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: " قَالَ رَجُلٌ لِأَيُّوبَ:
إِنَّ عَمْرَو بْنَ عَبِيدٍ رَوَى عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا
رَأَيْتُمْ مُعَاوِيَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَاقْتُلُوهُ» فَقَالَ: كَذَبَ عَمْرُو "

৯৭৭ - আমার পিতা আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। সুলায়মান ইবন হারব আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। হাম্মাদ ইবন যায়দ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। হাম্মাদ ইবন যায়দ বলেছেন: "একজন লোক আইয়ুবকে বলল: নিশ্চয়ই আমার ইবন উবায়দ হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল (তাঁর উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক) বলেছেন: «যখন তোমরা মুয়াবিয়াকে মিন্বরে দেখবে, তখন তাকে হত্যা করবে।» তখন (আইয়ুব) বললেন: "আমর মিথ্যা বলেছে।"

978 - حَدَّثَنِي أَبِي نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: قِيلَ لِأَيُّوبَ: إِنَّ عَمْرًا رَوَى عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: لَا يُجَلَدُ السَّكَرَانُ مِنَ النَّبِيِّذِ، قَالَ: «كَذَبَ» أَنَا سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: «يُجَلَدُ السَّكَرَانُ مِنَ النَّبِيِّذِ»

৯৭৮ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, সুলাইমান ইবনু হারব আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, হাম্মাদ ইবনু যায়দ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি (হাম্মাদ ইবনু যায়দ) বলেছেন: আইয়ুবকে বলা হলো: "নিশ্চয়ই আমরা, হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (হাসান) বলেছেন: নবীয পান করে মাতাল হলে তাকে বেত্রাঘাত করা হবে না।" তিনি (আইয়ুব) বললেন: "সে মিথ্যা বলেছে! আমি হাসানকে বলতে শুনেছি: নবীয পান করে মাতাল হলে তাকে বেত্রাঘাত করা হবে।"

979 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيِّ، نَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ سَلَامٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي مُطَيْعٍ، قَالَ: "كُنْتُ أَمْشِي مَعَ أَيُّوبَ فِي جَنَازَةٍ وَبَيْنَ أَيْدِينَا ثَلَاثَةُ رَهْطٍ قَدْ كَانُوا مَعَ عَمْرِو بْنِ عَبِيدٍ فِي الْإِعْتِزَالِ، ثُمَّ تَرَكُوا رَأْيَهُ ذَلِكَ وَفَارَقُوهُ، قَالَ: فَقَالَ لِي أَيُّوبُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ: لَا تَرْجِعْ قُلُوبُهُمْ إِلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ "

৯৭৯ - আহমাদ ইবন ইবরাহীম আদ-দাওরাগী আমাকে বর্ণনা করেছেন, সাঈদ ইবন আমির আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, সালাম হতে, অর্থাৎ ইবন আবী মুত্তী হতে, তিনি বলেছেন: "আমি আইয়ুবের সাথে একটি জানাযায় যাচ্ছিলাম, আর আমাদের সামনে ছিল তিনজন ব্যক্তি যারা পূর্বে আমরা ইবন উবাইদের সাথে ইতিযাল মতবাদে ছিল, তারপর তারা তার সেই মতবাদ ত্যাগ করে এবং তাকে পরিত্যাগ করে।" তিনি (সালাম) বলেন: তখন আইয়ুব আমাকে বললেন, আমার প্রশ্ন করা ছাড়াই: "তাদের অন্তর আর কখনো তাদের পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসবে না।"

980 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، نَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ، يَقُولُ: «مَا كَانَ بِهَذَا الْفَتَى بَأْسًا حَتَّى أَفْسَدَهُ عَمْرُو بْنُ عَبِيدٍ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَجِيحٍ»

৯৮০ - আমাকে আহমাদ ইবন ইবরাহীম আদ-দাওরাকী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আবু দাউদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি হাম্মাদ থেকে বর্ণনা করেছেন। হাম্মাদ বলেছেন: আমি আইয়ুবকে বলতে শুনেছি: "এই যুবকের কোনো ত্রুটি ছিল না, যতক্ষণ না আমার ইবন উবাইদ তাকে কলুষিত করেছে।" অর্থাৎ তিনি ইবন আবী নাজীহকে উদ্দেশ্য করেছেন।

(ص: 439) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

981 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ الدَّوْرَقِيُّ، نَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: "كُنَّا نَذْكُرُ عَمْرًا عِنْدَ أَيُّوبَ وَمَا يَزُوي عَنِ الْحَسَنِ فَيَقُولُ: كَذَبَ"

981 - আহমদ আদ-দাওরাকী আমাকে বর্ণনা করেছেন, আবু দাউদ আমাদের কাছে হাম্মাদ ইবনু যায়দ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যিনি বলেছেন: "আমরা আইয়ুবের নিকট আমার এবং হাসান থেকে তার বর্ণিত বিষয়াবলী আলোচনা করতাম। তখন (আইয়ুব) বলতেন: সে মিথ্যা বলেছে।"

(ص: 439) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

982 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ، حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ، وَكَانَ عِنْدَنَا مِنْ خِيَارِ النَّاسِ، قَالَ: "مَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ عَمْرٍو، وَكُنَّا نَحِبُّ أَنْ نَتَشَبَّهَ [ص: 440] بِهِ فِي حَيَاةِ الْحَسَنِ، قَالَ: فَإِنِّي لَأَذْكُرُ أَوَّلَ يَوْمٍ تَكَلَّمْتُ فِيهِ فَتَفَرَّقْنَا عَنْهُ، قَالَ: فَمَا كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَكَلِّمَهُ، قَالَ: فَلَقِينِي يَوْمًا فِي زُقَاتِي، فَلَمْ أَقْدِرْ أَنْ أَتَوَارَى مِنْهُ، قَالَ: فَقُبْتُ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيَّ قَالَ: لَا تَخَفْ لَيْسَ هَاهُنَا أَيُّوبُ وَلَا يُؤْنَسُ"

982 - আমাকে আহমদ বর্ণনা করেছেন, আমাকে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে আবদুল্লাহ ইবনু বাকর ইবনু আবদুল্লাহ আল-মুযানী বর্ণনা করেছেন, আর তিনি আমাদের কাছে

শ্রেষ্ঠ লোকদের একজন ছিলেন। তিনি বললেন: "আমর (ইবনু উবাইদ)-এর চেয়ে আমার কাছে প্রিয় আর কেউ ছিল না। আর আমরা হাসান (আল-বাসরি)-এর জীবদ্দশায় তার অনুকরণ করতে ভালোবাসতাম [পৃষ্ঠা: ৪৪০]। তিনি বললেন: আমি তার প্রথম সেই দিনের কথা স্মরণ করি, যেদিন তিনি (মতবিরোধমূলক) কথা বলেছিলেন এবং আমরা তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলাম। তিনি বললেন: এরপর আমি তার সাথে কথা বলতে পছন্দ করতাম না। তিনি বললেন: একদিন তিনি আমাকে একটি গলিপথে পেয়ে গেলেন, আমি তার কাছ থেকে লুকিয়ে থাকতে পারলাম না। তিনি বললেন: আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। যখন তিনি আমার দিকে তাকালেন, তখন বললেন: ভয় করো না, এখানে আইয়ুব (আস-সাখতিয়ানি) বা ইউনুস (ইবনু উবাইদ) নেই।"

(ص: 440) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

983 - حَدَّثَنِي أَبُو يَحْيَى الْبَصْرِيُّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ الْفَضْلِ، قَالَ: كَلَّمْتُ يُونُسَ بْنَ عُبَيْدٍ فِي عَبْدِ الْوَارِثِ، فَقَالَ: «رَأَيْتُهُ عَلَى بَابِ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ جَالِسًا، لَا تَذْكُرُهُ لِي»

৯৮৩ - আবু ইয়াহিয়া আল-বসরি আমার কাছে আদি ইবনুল ফাদল থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (আদি) বলেন: আমি ইউনুস ইবনে উবাইদের সাথে আব্দুল ওয়ারিছের বিষয়ে কথা বলেছিলাম। তখন তিনি (ইউনুস) বললেন: "আমি তাকে আমর ইবনে উবাইদের দরজার কাছে বসে থাকতে দেখেছি, আমার কাছে তার উল্লেখ করো না।"

(ص: 440) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

984 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، نَا سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ، قَالَ: قَالَ لِي سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: «إِذْ هَبَ بِي إِلَى عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ»، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَعْرِفَهُ، فَذَهَبْتُ بِهِ إِلَيْهِ فَكَلَّمَهُ أَوْ جَعَلَ يَسْأَلُهُ، فَكَأَنَّ عَمْرًا اتَّقَاهُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ، قَالَ لِي: مَنْ ذَاكَ الَّذِي جِئْتَنِي بِهِ؟ فَقُلْتُ: سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، قَالَ: لَوْ عَلِمْتُ لَأَخَذْتُهُ، إِنَّمَا ظَنَنْتُ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ الَّذِينَ يَأْخُذُونَ النَّاسَ مِنْ فَوْقِ

৯৮৪ - আমাকে মুহাম্মাদ ইবনে আব্বাদ বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না থেকে। তিনি (সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না) বলেন: সুফিয়ান সাওরি আমাকে বলেছিলেন: "আমাকে আমার ইবনে উবায়দেদের কাছে নিয়ে যাও।" আর এটা ছিল তাকে (আমরকে) চেনার পূর্বে। তখন আমি তাকে তার কাছে নিয়ে গেলাম। অতঃপর তিনি (সাওরি) তার (আমর) সাথে কথা বললেন অথবা তাকে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। ফলে আমর যেন সতর্ক হয়ে উঠলেন। কিছু সময় পর তিনি (আমর) আমাকে (সুফিয়ান ইবনে উয়ায়নাকে) বললেন: "তুমি আমার কাছে যাকে নিয়ে এসেছিলে, সে লোকটি কে ছিল?" আমি (সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না) বললাম: "সুফিয়ান সাওরি।" তিনি (আমর ইবনে উবায়দ) বললেন: "যদি আমি জানতাম, তাহলে আমি তাকে ছেড়ে দিতাম না। আমি তো ভেবেছিলাম সে মদিনার সেই লোকেদের একজন, যারা মানুষকে উপর থেকে বিচার করে (বা ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করে)।"

(ص: 440) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

985 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ الْبَصْرِيُّ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ الْهَاشِمِيُّ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، قَالَ: "سَمِعْتُ أَبَا وَعْظٍ وَعَبْرُو بْنُ عُبَيْدٍ، مِنَ الْحَسَنِ تَفْسِيرَ هُودٍ وَالرَّعْدِ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِذَا هُوَ قَدْ أَخْرَجَهَا أَكْثَرَ مِمَّا سَمِعْنَا، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عُثْمَانَ سَمِعْتُ أَبَا وَأَنْتَ مِنَ الْحَسَنِ فَمَا هَذِهِ الزِّيَادَةُ؟ قَالَ: هَذَا كَلَامٌ قَدْ زِدْتُهُ أَرْقِقُ بِهِ قُلُوبَهُمْ "

৯৮৫ - আমাকে বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইবনু সালিহ, বনু হাশিমের মাওলা, আল-বসরি; তাকে বর্ণনা করেছেন ইসমাইল ইবনু জাফর আল-হাশিমী; তাকে বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ ইবনু যায়দ; তিনি আইয়ুবের সূত্রে, তিনি আব্বাদ ইবনু মানসুরের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বললেন: "আমি এবং আমার ইবনু উবাইদ, আল-হাসান থেকে (সূরা) হূদ ও (সূরা) আর-রাদ-এর তাফসীর শুনেছিলাম। তারপর যখন (কিছু সময়) অতিক্রান্ত হলো, তখন দেখলাম যে তিনি তা (ঐ তাফসীর) আমাদের শোনা কথার চেয়েও বেশি বর্ণনা করেছেন। আমি তাকে (আল-হাসানকে) বললাম: হে আবু উসমান, আমি এবং আপনি আল-হাসান থেকে (পূর্বের তাফসীর) শুনেছিলাম। তাহলে এই বাড়তি অংশটুকু কী? তিনি বললেন: এটা এমন কিছু কথা যা আমি যোগ করেছি, যা দিয়ে আমি তাদের অন্তরকে নরম করতে চাই।"

986 - حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْنَا [ص: 441] أَيُّوبَ، يَقُولُ: «مَا عَدَدْتُ عَمْرُو بْنُ عَبِيدٍ عَاقِلًا قَطُّ»

৯৮৬ - উসমান ইবনু আবী শায়বা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আবু উসামা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, হাম্মাদ ইবনু যায়দ থেকে, তিনি বলেছেন: আমরা (পৃষ্ঠা: ৪৪১) আইয়ুবকে বলতে শুনেছি: "আমি আমার ইবনু উবাইদকে কখনোই বুদ্ধিমান গণ্য করিনি।"

987 - حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرِو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، أَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ بِمَكَّةَ وَابْنَيْهِ مُحَمَّدًا وَإِبْرَاهِيمَ: أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ، وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِهِ وَالشَّيْخُ يَخْفِقُ، فَقُلْتُ: الْوُضُوءَ أَيُّهَا الشَّيْخُ، فَقَالَ: عَنْ مَنْ؟ قُلْتُ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عَبِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا نَامَ وَهُوَ جَالِسٌ يَتَوَضَّأُ، فَقَالَ ابْنُهُ: أَحَالَكَ عَلَى نَبِيلٍ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَنْتَ نَبِيلٌ وَلَا عَمْرُو بْنُ عَبِيدٍ نَبِيلٌ «أَخْبَرْتَنِي أُمِّي أَنَّهَا» رَأَتْ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حَبَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامَانِ وَهُمَا جَالِسَانِ ثُمَّ يَقُومَانِ فَيُصَلِّيَانِ وَلَا يَتَوَضَّأَانِ

৯৮৭ - আবু আমর মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল আযীয ইবনু আবী রিয়মাহ আমাকে বর্ণনা করেছেন; (তিনি বলেন) যায়দ ইবনু হুবাব (তাকে) বর্ণনা করেছেন; (তিনি বলেন) ইয়াহইয়া ইবনু যাকারিয়া আল-বাহিলী আমাকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: আমি আবদুল্লাহ ইবনু হাসানকে মক্কায় দেখেছি, তাঁর দুই পুত্র মুহাম্মাদ ও ইবরাহীমও তাঁর সাথে ছিলেন: তাঁদের একজন তাঁর ডান পাশে এবং অন্যজন তাঁর বাম পাশে ছিলেন। শায়খ (আবদুল্লাহ ইবনু হাসান) তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে বিমুচ্ছিলেন। তখন আমি বললাম: হে শায়খ! ওযু করুন। তখন তিনি বললেন: কার সূত্রে (এই বিধান)? আমি বললাম: আমার ইবনু উবাইদ আমাকে হাসান (বসরী)-এর সূত্রে খবর দিয়েছেন যে, তিনি বলেছেন: যদি বসা অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়ে, তাহলে সে ওযু করবে।

তখন তাঁর পুত্র বললেন: আপনি একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির সূত্রে খবর দিয়েছেন। তখন তিনি (আবদুল্লাহ ইবনু হাসান) বললেন: আল্লাহর কসম! তুমিও নির্ভরযোগ্য নও এবং আমার ইবনু উবাইদও নির্ভরযোগ্য নয়। আমার মা আমাকে খবর দিয়েছেন যে, তিনি হাসান ইবনু আলী ইবনু আবী তালিব এবং উসামা ইবনু যায়দ, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রিয়পাত্র ছিলেন, তাঁদেরকে বসা অবস্থায় ঘুমিয়ে থাকতে দেখেছেন। অতঃপর তাঁরা উঠে সালাত আদায় করেছেন এবং ওযু করেননি।

(ص: 441) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

988 - حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَبِيبٍ بْنِ الشَّهِيدِ، قَالَ: قَالَ لِي أَبِي: «يَا بُنَيَّ لَا تَسْمَعْ مِنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، وَاسْمَعْ مِنْ عَمْرِو بْنِ قَهْرَمَانَ آلِ الزُّبَيْرِ»

৯৮৮ - হারুন ইবনে সুফিয়ান আমাকে বর্ণনা করেছেন, ইবরাহিম ইবনে হাবিব ইবনে আশ-শাহিদ আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (ইবরাহিম) বলেন: আমার পিতা আমাকে বলেছিলেন: "হে আমার বৎস, তুমি আমার ইবনে উবাইদেদের কাছ থেকে (কিছু) শুনো না, বরং জুবাইর পরিবারের (মুক্ত দাস) কাহরামান আমার ইবনে কাহরামানের কাছ থেকে শুনো।"

(ص: 441) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

989 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ، نَا خَالِدُ بْنُ خَدَّاشٍ، نَا بَكْرُ بْنُ حُمرَانَ، قَالَ: "كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَوْنٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مَا تَقُولُ فِي كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: لَا أُدْرِي قَالَ: كَانَ عَمْرُو [ص: 442] بْنُ عُبَيْدٍ يَقُولُ عَنِ الْحَسَنِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: مَا لَنَا وَلِعَمْرِو عَمْرُو يَكْذِبُ عَلَى الْحَسَنِ"

৯৮৯ - মুহাম্মাদ ইবন আলী আল-ওয়াররাক আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি খালিদ ইবন খিদাশ থেকে, তিনি বাকর ইবন হুমরান থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: "আমরা ইবন আউনের নিকট ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি অমুক অমুক বিষয়ে কী বলেন? তিনি (ইবন আউন) বললেন, আমি জানি না। লোকটি বলল, আমার (পৃষ্ঠা:

88২) ইবন উবাইদ হাসান থেকে অমুক অমুক কথা বলতেন। তিনি (ইবন আউন) বললেন, আমার সাথে আমাদের কী কাজ? আমার হাসানের উপর মিথ্যা আরোপ করে।"

(ص: 442) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

990 - حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ الْكَرِيزِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو يَعْقُوبَ الْمَدِينِيُّ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَاشِمِيِّ، نَا عُثْمَانَ بْنَ عُثْمَانَ، قَالَ: «كُنَّا عِنْدَ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ فَذَكَرَ عَمْرُو بْنُ عَبِيدٍ، قَالَ: ذَكَرَ حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عِنْدَ عَمْرُو بْنِ عَبِيدٍ فَقَالَ: لَوْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ مَا صَدَّقْتُهُ، وَلَوْ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اجْتَبَيْتُهُ، وَإِذَا لَقِيتُ اللَّهَ قُلْتُ عَلَى ذَا فَطَرْتَنَاهُ؟»

৯৯০ - আমাকে বর্ণনা করেছেন আবু আব্দুল্লাহ আল-বসরি আল-কুরাইযি, আমাকে বর্ণনা করেছেন আবু ইয়াকুব আল-মাদিনি, আব্দুর রহিম ইবন জাফর আল-হাশিমি-এর মওলা (আশ্রিত ব্যক্তি)। আমাদেরকে উছমান ইবন উছমান বর্ণনা করেছেন, তিনি বললেন: "আমরা মুআয ইবন মুআযের নিকট ছিলাম, তখন আমার ইবন উবাইদের কথা উল্লেখ করা হলো।" তিনি (উছমান) বললেন: আমার ইবন উবাইদের নিকট আবু বকর আস-সিদ্বীক (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর একটি হাদীস উল্লেখ করা হলো, তখন সে (আমর ইবন উবাইদ) বলল: "যদি আমি এটি আবু বকরের নিকট থেকে শুনতাম, তবে আমি তাকে বিশ্বাস করতাম না। আর যদি আমি এটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট থেকে শুনতাম, তবে আমি তা গ্রহণ করতাম না। আর যখন আমি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করব, তখন বলব: আপনি কি আমাদেরকে এর উপরই সৃষ্টি করেছেন?"

(ص: 442) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

991 - حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ قُرَيْبٍ الْأَصْعَمِيُّ، نَا سُلَيْمَانَ بْنَ الْمُغِيرَةِ، عَنْ يَحْيَى الْبَكَّاءِ، قَالَ: «كَانَتْ رِقَاعٌ تَأْتِي الْحَسَنَ مِنْ قِبَلِ عَمْرُو بْنِ عَبِيدٍ فِيهَا مَسَائِلُ، فَإِذَا عَلِمَ أَنَّهَا مِنْ قِبَلِهِ لَمْ يُجِبْ فِيهَا» انْقَضَى ذِكْرُ عَمْرُو بْنِ عَبِيدٍ

৯৯১ - হারুন ইবনে সুফিয়ান আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেছেন যে) আব্দুল মালিক ইবনে কুরায়ব আল-আসমাঈ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেছেন যে) সুলাইমান ইবনে আল-মুগীরাহ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, ইয়াহইয়া আল-বাক্বা থেকে। তিনি (ইয়াহইয়া) বলেছেন: "আমর ইবনে উবাইদ-এর পক্ষ থেকে হাসান (আল-বাসরী)-এর কাছে যেসব চিঠিপত্র আসত, সেগুলোতে বিভিন্ন প্রশ্ন থাকত। যখন তিনি জানতে পারতেন যে, সেগুলো তার পক্ষ থেকে এসেছে, তখন তিনি সেগুলোর জবাব দিতেন না।" আমর ইবনে উবাইদ-এর আলোচনা এখানেই শেষ হলো।

(ص: 442) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

992 - حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ السُّلَمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ [ص: 443] وَهُوَ فِي السِّجْنِ فِي دَارِ عُمَارَةَ بْنِ حَمْرَةَ، وَأُخْرِجُوا الْقَيْدَ مِنْ رِجْلِهِ، وَكَانَ حَلَقَ الْقَيْدِ وَاسِعًا: لَوْ تَرَكُونَا بِلَا قَيْدٍ مَا خَرَجْنَا إِلَّا بِأَمْرِهِمْ، وَكَانُوا شَفَعُوا لَهُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ أَنْ يُخْرَجَ الْقَيْدُ مِنْ رِجْلِهِ، فَأَرَادُوا أَنْ يَأْتُوهُ بِحَدَّادٍ، فَأُخْرِجُوا رِجْلِيهِ مِنَ الْقَيْدِ بِغَيْرِ حَدَّادٍ وَذَلِكَ مِنْ سَعَةِ الْحَلَقِ "

৯৯২ - আবু আব্দুল্লাহ আস-সুলামী আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বললেন: আমি আহমদ ইবন হাম্বলকে (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) **পৃষ্ঠা: ৪৪৩** উমারা ইবন হামযার বাড়িতে কারারুদ্ধ অবস্থায় শুনেছি। তখন তাঁর পা থেকে বেড়ি খুলে নেওয়া হয়েছিল এবং বেড়ির কড়াগুলো ছিল প্রশস্ত। (তিনি বলেছিলেন:) "যদি তারা আমাদেরকে বেড়ি ছাড়া ছেড়ে দিত, তবুও আমরা তাদের আদেশ ব্যতীত বের হতাম না।" সেই রাতে তাঁর পা থেকে বেড়ি খুলে দেওয়ার জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল। ফলে তারা তাঁর কাছে একজন কামার আনতে চেয়েছিল, কিন্তু কামার ছাড়াই তাঁর উভয় পা বেড়ি থেকে বের করে ফেলল। আর তা ছিল বেড়ির কড়াগুলোর প্রশস্ততার কারণেই।

993 - حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ الْجَعْدِ فِي حَدِيثِ أَبِي رِيحَانَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ جَبِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ» فَأَبَى أَنْ يَقُولَ: اللَّهُ جَبِيلٌ، وَقَالَ: إِنَّهُ يُحِبُّ الْجَمَالَ، قُلْتُ لَهُ: إِنِّي أَفْعُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَبِيلٌ، قَالَ: اسْكُتْ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ مِرَارًا فَأَبَى أَنْ يَقُولَهُ وَكَانَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ بَهْرَامٍ "

৯৯৩ - আবু আব্দুল্লাহ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বললেন: আমি আলী ইবনুল জাদকে আবু রায়হানাহ কর্তৃক নবী (তাঁর উপর আল্লাহর শক্তি ও রহমত বর্ষিত হোক) থেকে বর্ণিত হাদিস সম্পর্কে বললাম: "নিশ্চয়ই আল্লাহ সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্য ভালোবাসেন।" কিন্তু তিনি আল্লাহ সুন্দর বলতে অস্বীকার করলেন, এবং বললেন: "নিশ্চয়ই তিনি সৌন্দর্য ভালোবাসেন।" আমি তাকে বললাম: "আমি ভীত যে আমি আল্লাহ, যিনি মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত, সুন্দর – এই বিষয়টি অস্বীকার করতে পারি।" তিনি বললেন: "চুপ থাকো!" আমি তাকে বারংবার জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু তিনি তা বলতে অস্বীকার করলেন। অথচ তিনি আব্দুল হামেদ ইবন বাহরাম থেকে এই হাদিস বর্ণনা করতেন।

994 - حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، نَا بَقِيَّةً، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ كُغْبِ أَنَّهُ «كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُجَامَعَ الرَّجُلُ جَارِيَّتَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ فِي السَّفِينَةِ، وَيَقُولُ إِنَّهَا تَجْرِي عَلَى كَفِّ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ»

৯৯৪ - আবু আবদুল্লাহ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, বাকিয়্যা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, সাফওয়ান ইবনে আমর থেকে, তিনি শুরাইহ ইবনে উবাইদ থেকে, তিনি কাব থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি অপছন্দ করতেন যে, কোনো পুরুষ তার দাসী অথবা স্ত্রীর সাথে জাহাজে (সঙ্গম) করবে। আর তিনি বলতেন, 'নিশ্চয়ই তা (জাহাজ) পরম দয়ালু আল্লাহ তাআলার হাতের উপর দিয়ে চলে।'

مَا وَرَدَ فِي ذِكْرِ الدَّجَالِ وَصِفَتِهِ

দাজ্জালের উল্লেখ ও তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত বর্ণনা

995 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ،
ح قَالَ أَبِي وَحَجَّاجٌ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ، قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى حُذَيْفَةَ
بْنِ [ص: 444] أُسَيْدٍ، فَقُلْتُ: مَا يُفْعِدُكَ وَقَدْ خَرَجَ الدَّجَالُ؟ قَالَ: أَفْعُدُ فَذَكَرَ
الْحَدِيثَ، قَالَ: وَفِيهِ ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ أَعْوَرُ وَرَبُّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرُ، وَلَا يُسَخَّرُ لَهُ مِنَ الدَّوَابِّ
إِلَّا حِمَارٌ رَجَسٌ عَلَى رِجْسٍ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ يَقْرَأُ كُلُّ مُؤْمِنٍ كَاتِبٌ أَوْ غَيْرُ كَاتِبٍ

৯৯৫ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে মুহাম্মাদ ইবনু জাফার বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে শুবাহ বর্ণনা করেছেন, ক্বাতাদাহ থেকে, তিনি বলেছেন: আমি আবুল তুফাইলকে শুনতে পেয়েছি। (অন্য সনদ) আমার পিতা ও হাজ্জাজ বলেছেন: আমাদেরকে শুবাহ বর্ণনা করেছেন, ক্বাতাদাহ থেকে, (তিনি বলেছেন:) আমি আবুল তুফাইলকে শুনতে পেয়েছি, তিনি বললেন: আমি হুযাইফাহ ইবনু উসাইদের (পৃষ্ঠা: ৪৪৪) পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, অতঃপর আমি বললাম: দাজ্জাল তো বের হয়ে গেছে, আপনি কেন বসে আছেন? তিনি (হুযাইফাহ) বললেন: আমি বসে আছি। অতঃপর তিনি হাদীসটি উল্লেখ করলেন। তিনি (বর্ণনাকারী) বললেন: এবং এতে (দাজ্জালের বিষয়ে) তিনটি আলামত আছে: সে এক চোখ অন্ধ, অথচ তোমাদের প্রতিপালক এক চোখ অন্ধ নন; এবং তার জন্য পশুপাল থেকে একটি অত্যন্ত অপবিত্র গাধা ব্যতীত অন্য কিছুকে বশীভূত করা হবে না; তার দুই চোখের মাঝখানে কাফির লেখা থাকবে, যা প্রতিটি মুমিন পড়তে পারবে, সে লিখতে সক্ষম হোক বা না হোক।"

996 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ، نَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ يَعْنِي الْعَطَّارَ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ الْحَضْرَمِيَّ بْنَ لَاحِقٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا صَالِحٍ السَّمَّانَ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَ: «مَا يُبْكِيكِ؟» قَالَتْ: ذَكَرْتُ الدَّجَالَ فَبَكَيْتُ، قَالَ: «فَلَا تَبْكِي فَإِنَّهُ إِنْ يَخْرُجُ وَأَنَا حَيٌّ أَكْفِيكُمْوَهُ، وَإِنْ مِتُّ فَإِنَّ رَبِّي لَيَسَّ بِأَعْوَرَ»

৯৯৬ - আবু খালিদ হুদবাহ ইবনে খালিদ আল-আযদি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তাঁকে আবান ইবনে ইয়াযিদ, অর্থাৎ আল-আত্তার বর্ণনা করেছেন, তাঁকে ইয়াহইয়া ইবনে আবি কাসির বর্ণনা করেছেন, যে, আল-হাদরামি ইবনে লাহিফ তাঁকে বর্ণনা করেছেন, যে, আবু সালিহ আস-সাম্মান তাঁকে আইশা (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর নবী (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক) তাঁর নিকট প্রবেশ করলেন যখন তিনি কাঁদছিলেন। অতঃপর তিনি (নবী) বললেন: "তোমার কান্নার কারণ কী?" তিনি (আইশা) বললেন: "আমি দাজ্জালের কথা স্মরণ করেছিলাম, তাই কেঁদেছিলাম।" তিনি (নবী) বললেন: "সুতরাং কেঁদো না। কারণ, যদি সে (দাজ্জাল) আমার জীবদ্দশায় আবির্ভূত হয়, তবে আমিই তোমাদের জন্য তাকে যথেষ্ট হবো (অর্থাৎ তার মোকাবিলা করব)। আর যদি আমি মারা যাই, তবে আমার প্রতিপালক (আল্লাহ) একচোখা নন।"

(ص: 445) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

997 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَامِرٍ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا صِفَنَ الدَّجَالَ صِفَةً لَمْ يَصِفْهَا مَنْ كَانَ قَبْلِي إِنَّهُ أَعْوَرُ وَلَيْسَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِأَعْوَرَ»

৯৯৭ - আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি (বলেন) ইয়াযীদ ইবনু হারুন আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি (বলেন) মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি দাউদ ইবনু আমির ইবনু সাদ ইবনু মালিক থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: «আমি অবশ্যই দাজ্জালের এমন বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করব যা আমার পূর্বে কেউ বর্ণনা করেননি। নিশ্চয়ই সে কানা, আর আল্লাহ তাআলা কানা নন»

(ص: 445) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

998 - حَدَّثَنِي مَنْ، سَمِعَ أَبَا أُمَيَّةَ بْنَ يَعْلَى، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا إِنَّ اللَّهَ لَيُسِّ بِأَعْوَرَ، إِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ أَعْوَرُ، عَيْنُهُ الْيُمْنَى كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ»

998 - আমাকে এমন একজন বর্ণনা করেছেন যিনি আবু উমাইয়া ইবনু ইয়ালা থেকে শুনেছেন, নাসি আমাকে ইবনু উমার (রাঃ) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "জেনে রাখো, আল্লাহ একচোখা নন। নিশ্চয়ই মাসীহ দাজ্জাল একচোখা। তার ডান চোখ যেন একটি ভেসে ওঠা আঙুর।"

(ص: 445) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

999 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَالَ، فَقَالَ: «إِنِّي لَأُنْذِرُكُمْ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا قَدْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ، لَقَدْ أَنْذَرَ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَوْمَهُ، وَلَكِنْ سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ، تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ وَأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيُسِّ بِأَعْوَرَ»

৯৯৯ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন; আব্দুর রায়যাক আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন; মামার আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন; তিনি যুহরি থেকে, তিনি সালিম থেকে, তিনি ইবন উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মানুষের মাঝে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহ (মহাপ্রতাপশালী ও মহিমাম্বিত)-এর সেই প্রশংসা করলেন যা তাঁর জন্য উপযুক্ত। তারপর তিনি দাজ্জালের কথা বললেন, অতঃপর বললেন: “নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে তার সম্পর্কে সতর্ক করছি। এমন কোনো নবী

নেই যিনি তাঁর জাতিকে সতর্ক করেননি। নিশ্চয়ই নূহ (আলাইহিস সালাম) তাঁর জাতিকে সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু আমি তোমাদেরকে তার সম্পর্কে এমন একটি কথা বলব যা কোনো নবী তাঁর জাতিকে বলেননি। তোমরা জানো যে, সে কানা (একচোখা), এবং আল্লাহ (মহাপ্রতাপশালী ও মহিমাম্বিত) কানা নন।”

(ص: 445) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1000 - حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أَسَمَةَ أَبُو أَسَمَةَ، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ [ص: 446] عُمَرَ، قَالَ أَبِي، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ: نَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ، وَقَالَ ابْنُ بَشِيرٍ: ذَكَرَ الدَّجَالَ بَيْنَ ظَهْرَانِي النَّاسِ، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ بِأَعْوَرَ أَلَا وَإِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيَمْنَى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ»

১০০০ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আমাদের নিকট হাম্মাদ ইবন উসামা আবু উসামা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: উবায়দুল্লাহ বলেছেন, অর্থাৎ ইবন পৃষ্ঠা: ৪৪৬ উমার। আমার পিতা এবং মুহাম্মাদ ইবন বিশর বলেছেন: উবায়দুল্লাহ আমাদের নিকট নাবি থেকে, তিনি ইবন উমার থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসিহ আদ-দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, এবং ইবন বিশর বলেছেন: তিনি লোকদের মাঝে দাজ্জালের আলোচনা করেছেন, অতঃপর তিনি বলেছেন: “নিশ্চয় আল্লাহ, মহিমাম্বিত ও গৌরবাম্বিত, এক চোখ কানা নন। সাবধান! আর নিশ্চয় মাসিহ আদ-দাজ্জাল এক চোখ কানা, তার ডান চোখ, যেন তার চোখ একটি ফোলা আঙুর।”

(ص: 446) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1001 - حَدَّثَنِي أَبِي وَأَبُو خَيْثَمَةَ قَالَا: نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَيْرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الدَّجَالَ أَعْوَرُ وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ يَقْرَأُ كُلُّ مُؤْمِنٍ كَاتِبٌ وَغَيْرُ كَاتِبٍ»

1001 - আমার পিতা ও আবু খাইছামা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা বলেছেন: আমাদের কাছে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বর্ণনা করেছেন, আমর ইবনে দিনার থেকে, তিনি উবাইদ থেকে, অর্থাৎ ইবনে উমাইর থেকে, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "নিশ্চয় দাজ্জাল একচোখা হবে, আর নিশ্চয় আল্লাহ একচোখা নন। তার দুই চোখের মাঝখানে কাফির লেখা থাকবে। প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তি, সে শিক্ষিত হোক বা অশিক্ষিত হোক, তা পড়তে পারবে।"

(ص: 446) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1002 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرَّمِيُّ، نَا يُونسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، وَشُعَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الدَّجَالُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ يَقْرَأُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ كَاتِبٌ وَغَيْرُ كَاتِبٍ»

1002 - আমাকে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ আল-মুখাররামী বর্ণনা করেছেন, তাঁকে ইউনুস ইবনু মুহাম্মাদ বর্ণনা করেছেন, তাঁকে হাম্মাদ ইবনু সালামাহ বর্ণনা করেছেন, তিনি হুমাইদ ও শুআইব থেকে, তাঁরা আনাস ইবনু মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "দাজ্জাল একচোখা। আর তোমাদের প্রতিপালক একচোখা নন। তার দুই চোখের মাঝখানে কাফির লেখা থাকবে, যা প্রত্যেক মুমিন, সে লেখক হোক বা অলেখক হোক, পড়তে পারবে।"

(ص: 446) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1003 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ سِبَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ [ص: 447]، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الدَّجَالُ أَعْوَرُ هِجَانٌ أَزْهَرُ كَأَنَّ رَأْسَهُ أَصْلَةٌ، أَشَبَّهُ النَّاسِ بِعَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَنِ رَجُلٍ

مِنْ خُرَاعَةٍ، فَأَمَّا هَلَكُ الْهَلَكُ فَإِنَّ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ بِأَعْوَرَ» قَالَ شُعْبَةُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ قَتَادَةَ فَحَدَّثَنِي بِنَحْوِ مِنْ هَذَا

১০০৩ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মাদ ইবন জাফার আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, শু'বা আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, সিদ্দীক ইবন হারব থেকে, ইকরিমা থেকে (পৃষ্ঠা: ৪৪৭), ইবন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেছেন: “দাজ্জাল এক চোখ কানা, শ্বেতশুভ্র, উজ্জ্বল বর্ণের। তার মাথা যেন একটি বিশাল সাপ। মানুষের মধ্যে সে খুযাআহ গোত্রের আব্দুল উযযা ইবন কুতন নামের এক ব্যক্তির সাথে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ। ধ্বংস হোক ধ্বংসকারীরা! তোমাদের প্রতিপালক (আযযা ওয়া জাল্লা) তো এক চোখ কানা নন।” শু'বা বলেছেন: আমি এ বিষয়টি কাতাদাহকে বর্ণনা করলে তিনিও আমাকে এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

(ص: 447) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1004 - حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، نَا الْوَلِيدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الدَّجَالُ أَجْعَدُ هِجَانٍ أَقْمَرُ كَأَنَّ رَأْسَهُ عِضَةٌ شَجَرَةٍ، أَشَبَّهُ النَّاسَ بِهِ عَبْدُ الْعُزَّى بْنُ قَطَنِ رَجُلٌ مِنْ خُرَاعَةٍ، فَأَهْلِكَ الْهَالِكُ، إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ بِأَعْوَرَ»

1004 - আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু বাক্কার আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি ওয়ালিদ ইবনু সাওরের সূত্রে, তিনি সিমাক ইবনু হারবের সূত্রে, তিনি ইকরিমা থেকে, তিনি ইবনু আব্বাস (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে, তিনি নবী (আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর উপর) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: “দাজ্জাল হলো আঁটসাঁট কোঁকড়ানো চুলবিশিষ্ট, উজ্জ্বল বর্ণের, চাঁদের মতো উজ্জ্বল মুখাবয়ব বিশিষ্ট। তার মাথা যেন গাছের গিঁট। মানুষের মধ্যে তার সাথে সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ হলো খুযাআ গোত্রের এক ব্যক্তি, আব্দুল উযযা ইবনু কাতান। সুতরাং যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার যোগ্য, সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হোক। নিশ্চয়ই সে কানা, আর আল্লাহ (যিনি পরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত) কানা নন।”

(ص: 448) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1005 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، نَا زُهَيْرُ بْنُ يَعْنِي ابْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ يَعْنِي ابْنِ أَسْلَمَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَشْرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَلَاقٍ مِنَ أَفْلاقِ الْحَرَّةِ، وَنَحْنُ مَعَهُ فَقَالَ: «نِعْمَتِ الْأَرْضُ الْمَدِينَةُ إِذَا خَرَجَ الدَّجَالُ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا كَانَتْ فِتْنَةٌ وَلَا تَكُونُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ أَكْبَرُ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا قَدْ حَذَّرَ أُمَّتَهُ، لَا تُخْبِرُنَّكُمْ بِشَيْءٍ مَا أَخْبَرَهُ نَبِيُّ أُمَّتِهِ قَبْلِي» ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى عَيْنِهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ بِأَعْوَرَ»

১০০৫ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আবু আমির আব্দুল মালিক ইবন আমর আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, যুহাইর —অর্থাৎ ইবন মুহাম্মাদ— আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, যায়দ —অর্থাৎ ইবন আসলাম— থেকে, তিনি জাবির ইবন আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল-হাররাহর (মদিনার পাথুরে ভূমি) কিছু গিরিপথ বা উঁচু স্থানের উপর দিয়ে তাকাচ্ছিলেন, আর আমরা তাঁর সাথে ছিলাম। অতঃপর তিনি বললেন: «দাজ্জাল যখন বের হবে, তখন মদিনা কতই না উত্তম ভূমি!» অতঃপর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: «কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত দাজ্জালের ফেতনা (বিপর্যয়) অপেক্ষা বড় কোনো ফেতনা ছিল না এবং হবেও না। কোনো নবী এমন ছিলেন না, যিনি তাঁর উম্মাতকে সতর্ক করেননি। আমি তোমাদেরকে এমন একটি বিষয় সম্পর্কে অবহিত করব, যা আমার পূর্বে কোনো নবী তাঁর উম্মাতকে অবহিত করেননি।» অতঃপর তিনি তাঁর হাত তাঁর চোখের উপর রাখলেন, অতঃপর বললেন: «আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ, পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত (আযযা ওয়া জাল্লা), একচক্ষুবিশিষ্ট (আওয়ার) নন।»

1006 - حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ أَبُو مَعْمَرٍ، نَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُجَالِيدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الدَّجَالَ فَقَالَ: «إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ بِأَعْوَرَ»

1006 - ইসমাইল আবু মামার আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি (বর্ণনা করেছেন) আবু উসামা থেকে, তিনি মুজালিদ থেকে, তিনি শাবী থেকে, তিনি জাবির (রাঃ) থেকে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন এবং বললেন: "নিশ্চয় সে একচোখা হবে, আর তোমাদের প্রতিপালক, যিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত, তিনি একচোখা নন।"

(ص: 448) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1007 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا حَبِوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ [ص: 449]، حَدَّثَنِي بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنِّي قَدْ حَدَّثْتُكُمْ عَنِ الدَّجَالِ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ لَا تَعْقِلُوا، جَعُدْ أَعْوَرُ، فَأَعْلَمُوا أَنَّ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، وَأَنَّكُمْ لَنْ تَرَوْا رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا»

১০০৭ - আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: হাইওয়াহ ইবনু শুরাইহ ও ইয়াযীদ ইবনু আব্দির-রাব্বি আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তাঁরা উভয়ে বলেছেন: আমাদের নিকট বাকিয়্যাহ বর্ণনা করেছেন। পৃষ্ঠা: ৪৪৯ [বাকিয়্যাহ বলেছেন,] আমার নিকট বাহীর ইবনু সাদ বর্ণনা করেছেন, তিনি খালিদ ইবনু মাদান থেকে, তিনি আমর ইবনুল আসওয়াদ থেকে, তিনি জুনাদাহ ইবনু আবি উমাইয়্যাহ থেকে, যিনি উবাদাহ ইবনু স সামিত (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (উবাদাহ) বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক) বলেছেন: আমি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে এত বেশি বলেছি যে, আমি আশঙ্কা করছি তোমরা সম্ভবত বুঝতে পারবে না। সে কোঁকড়াচুলো, কানা। সুতরাং তোমরা জেনে রাখো যে, তোমাদের প্রতিপালক, যিনি মহান

ও পরাক্রমশালী, তিনি কানা নন। আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ততক্ষণ পর্যন্ত দেখতে পাবে না, যতক্ষণ না তোমরা মৃত্যুবরণ করো।"

(ص: 449) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1008 - حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ السَّكُونِيُّ الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ قَيْسٍ، نَا ضُرَّةُ بْنُ رَبِيعَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ السَّيْبَانِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خُطِبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ أَكْثَرَ خُطْبَتِهِ مَا يُحَدِّثُنَا الدَّجَالَ، قَالَ: إِنَّهُ يَبْدَأُ فَيَقُولُ: أَنَا نَبِيٌّ، ثُمَّ يُثَنِّي فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، وَلَنْ تَرَوْا رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى تَمُوتُوا، وَإِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، مَنْ لَقِيَهُ فَلْيَتَفَلَّ فِي وَجْهِهِ "

১০০৮ - আবু হাম্মাম আস-সাকুনি আল-ওয়ালিদ ইবনে শুজা ইবনে আল-ওয়ালিদ ইবনে কায়স আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। দামরা ইবনে রাবিয়াহ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি (দামরা) বলেছেন: আমি সায়বানিকে আমার ইবনে আবদুল্লাহ আল-হাদরামি থেকে, তিনি আবু উমামা আল-বাহিলি (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি। আবু উমামা বলেছেন: আল্লাহর রাসূল (আল্লাহ তাঁর প্রতি শান্তি ও বরকত বর্ষণ করুন) আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তাঁর ভাষণের অধিকাংশই ছিল আমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করা। তিনি (রাসূলুল্লাহ) বললেন: সে (দাজ্জাল) প্রথমে বলবে, আমি একজন নবী। অতঃপর সে দ্বিতীয়বার বলবে, আমি তোমাদের প্রভু। আর তোমরা তোমাদের মহিমাম্বিত ও গৌরবাম্বিত প্রভুকে দেখতে পাবে না, যতক্ষণ না তোমরা মৃত্যুবরণ করো। আর সে (দাজ্জাল) একচোখা (কানা), অথচ তোমাদের প্রভু একচোখা নন। যে তার সাক্ষাৎ পাবে, সে যেন তার মুখের ওপর থুথু নিক্ষেপ করে।

(ص: 450) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1009 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا شُعْبَةُ، وَحَجَّاجٌ، حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يُحَدِّثُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أُنْذِرَ أُمَّتَهُ الْأَعْوَرُ الْكَذَّابُ، إِلَّا إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ»

1009 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মদ ইবনে জাফর আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, শুবা এবং হাজ্জাজ (উভয়ই বর্ণনা করেছেন)। শুবা কাতাদাহ থেকে আমাকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (কাতাদাহ) বলেছেন: আমি আনাস ইবনে মালিককে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "এমন কোনো নবী নেই যিনি তাঁর উম্মতকে সেই একচোখা মিথ্যাবাদী সম্পর্কে সতর্ক করেননি। সাবধান! নিশ্চয়ই সে একচোখা, আর নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক, যিনি সম্মানিত ও মহিমাম্বিত, তিনি একচোখা নন। তার দুই চোখের মাঝখানে কাফের লেখা থাকবে।"

(ص: 450) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1010 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، نَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامٍ، نَا شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ مَجْلِسًا مَرَّةً يُحَدِّثُهُمْ عَنِ الْأَعْوَرِ الدَّجَالِ، فَقَالَ: «وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ صَحِيحٌ لَيْسَ بِأَعْوَرَ وَأَنَّ الدَّجَالَ أَعْوَرُ مَسْحُوحُ الْعَيْنِ، بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ يَقْرَأُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ كَاتِبٌ وَغَيْرُ كَاتِبٍ»

1010 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, হাশিম ইবনু কাসিম বর্ণনা করেছেন, আব্দুল হামিদ ইবনু বাহরাম বর্ণনা করেছেন, শাহর ইবনু হাওশাব বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আসমা বিনতে ইয়াযিদ আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) একবার একটি মজলিসে বসে তাদের সাথে কানা দাজ্জাল সম্পর্কে কথা বলছিলেন। তখন তিনি বললেন: "আর তোমরা জেনে রাখো যে, মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ ত্রুটিমুক্ত ও সুস্থ, তিনি কানা নন। আর দাজ্জাল কানা, তার একটি চোখ নিশ্চিহ্ন। তার দুই চোখের মাঝখানে অবিশ্বাসী লেখা থাকবে, যা প্রতিটি মুমিন পড়তে পারবে, সে লিখতে সক্ষম হোক বা অক্ষম।"

1011 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحِ يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ، نَا نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، إِلَّا إِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ»

1011 - আমার পিতা আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, ইয়াকুব ইবনু ইব্রাহিম ইবনু সাদ থেকে। তিনি (ইয়াকুব) বলেন, আমার পিতা (ইব্রাহিম ইবনু সাদ) আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, সালেহ—অর্থাৎ ইবনু কাইসান—থেকে। তিনি (সালেহ) বলেন, নাবি থেকে বর্ণিত যে, আব্দুল্লাহ—অর্থাৎ ইবনু উমার (রাঃ)—বলেছেন: রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দাঁড়ালেন এবং মাসীহ আদ-দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। অতঃপর তিনি বললেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা একচোখা নন। জেনে রেখো, মাসীহ আদ-দাজ্জাল ডান চোখের দিক থেকে একচোখা; যেন তার চোখটি একটি ফোলা আগুর।

1012 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَخِيهِ، عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، أَنَّ أَبَا عُمَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كُنَّا نُحَدِّثُ بِحَجَّةِ الْوُدَاعِ وَلَا نَدْرِي أَنَّهُ الْوُدَاعُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا كَانَ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ، فَأُظْنِبَ فِي ذِكْرِهِ، ثُمَّ قَالَ «مَا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أُنْذِرُهُ أُمَّتَهُ، لَقَدْ أُنْذِرَهُ نُوحٌ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ بَعْدِهِ إِلَّا مَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ، فَلَا يَخْفَيْنَ عَلَيْكُمْ، إِنَّ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ بِأَعْوَرَ إِلَّا مَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ»

1012 - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, ইয়াকুব ইবন ইব্রাহীম আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আসিম ইবন মুহাম্মাদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তার ভাই উমর ইবন মুহাম্মাদ, অর্থাৎ যায়িদ-পুত্র থেকে, যে আবু উমর ইবন মুহাম্মাদ বলেছেন: আব্দুল্লাহ ইবন উমর

(রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন: আমরা বিদায় হজ্জ প্রসঙ্গে আলোচনা করতাম, অথচ আমরা জানতাম না যে এটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিদায়ী হজ্জ। অতঃপর যখন বিদায় হজ্জ এলো, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খুতবা দিলেন এবং মাসীহ আদ-দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন; তার বিষয়ে তিনি বিস্তারিত বর্ণনা দিলেন। এরপর তিনি বললেন: "আল্লাহ তাআলা এমন কোনো নবী প্রেরণ করেননি, যিনি তাঁর উম্মাতকে সতর্ক করেননি। নূহ (আলাইহিস সালাম) এবং তাঁর পরবর্তী নবীরাও তাঁকে (দাজ্জালকে) সতর্ক করেছিলেন, তবে তার (দাজ্জালের) বিষয়ে তোমাদের কাছে যা গোপন রাখা হয়েছিল তা ব্যতীত। সুতরাং তোমাদের কাছে যেন তার (দাজ্জালের) বিষয়টি গোপন না থাকে। নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক, মহান ও পরাক্রমশালী, একচোখা (আওয়ার) নন, তবে তোমাদের কাছে যা গোপন রাখা হয়েছে তা ব্যতীত।"

(ص: 451) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1013 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ سَيِّدِكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّجَالَ، فَقَالَ: «أَعْوُرُ هِجَانٌ كَانَ رَأْسُهُ أَصْلَةً، أَشْبَهُهُ رَجَالِكُمْ بِهِ عَبْدُ الْعُزَّى بْنُ قَطَنِ، فَأَمَّا هَلَاكَ الْهَلَّاكُ فَإِنَّ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ بِأَعْوَرَ»

1013 - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, ওয়াহব ইবনে জারীর আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, শুবা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি সিমা ইবনে হারব থেকে, তিনি ইকরিমা থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দাজ্জালের কথা উল্লেখ করে বলেছেন: "সে একচোখা, ফর্সা ও লম্বা, যেন তার মাথা একটি বিষধর সাপের মাথার মতো। তোমাদের পুরুষদের মধ্যে আবদ আল-উজ্জা ইবনে ক্বাতান তার সাথে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ। তবে যারা (সত্য থেকে) বিচ্যুত হবে, তারা ধ্বংস হোক; কারণ তোমাদের প্রতিপালক (আযযা ওয়া জাল্লা) একচোখা নন।"

(ص: 452) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1014 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا وَصَفُهُ لِأُمَّتِهِ، يَغْنِي الدَّجَالَ وَلَا صِفَتُهُ صِفَةً لَمْ يَصِفْهَا مَنْ كَانَ قَبْلِي إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، عَيْنُهُ الْيُمْنَى كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ»

1014 - আমার পিতা আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। ইয়াযীদ ইবনু হারুন আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক আমাকে অবহিত করেছেন। তিনি নারফি' হতে, তিনি ইবনু উমার (আল্লাহ তাদের উভয়ের উপর সন্তুষ্ট হোন) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (ইবনু উমার) বলেছেন: রাসূলুল্লাহ (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক) বলেছেন: "আমার পূর্বে এমন কোনো নবী আসেননি, যিনি তাঁর উম্মতের কাছে তাকে (অর্থাৎ দাজ্জালকে) বর্ণনা করেননি। আর আমি অবশ্যই তার এমন এক বর্ণনা দেব, যা আমার পূর্বে আর কেউ দেননি। নিশ্চয় সে কানা, কিন্তু আল্লাহ (মহান ও পরাক্রমশালী) কানা নন। তার ডান চোখ যেন একটি ফোলা আঙুর।"

(ص: 452) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1015 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ، أَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كَانَ جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ أَمِيرًا عَلَيْنَا فِي الْبَحْرِ سَنَةَ سِتِّينَ، فَخَطَبَنَا ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: دَخَلْنَا عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْنَا: حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أُنْذِرْكُمْ الْمَسِيحَ أُنْذِرْكُمْ الْمَسِيحَ، هُوَ رَجُلٌ مَسْسُوحٌ، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، لَيْسَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِأَعْوَرَ، لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْوَرَ»

১০১৫ - আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, ইসমাইল ইবনে ইবরাহিম আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, ইবনে আউন আমাদের অবহিত করেছেন, মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: জুনাদা ইবনে আবী উমাইয়া হিজরি ষাট (৬০) সনে সমুদ্রপথে আমাদের আমির (নেতা/কমান্ডার) ছিলেন। একদিন তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন এবং বললেন:

আমরা নবীজির (তাঁর উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক) সাহাবিগণের (সহচরগণের) এক ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হলাম। অতঃপর আমরা বললাম: আল্লাহর রাসূলের (তাঁর উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক) কাছ থেকে আপনি যা শুনেছেন, তা আমাদের নিকট বর্ণনা করুন। তখন তিনি বললেন: আল্লাহর রাসূল (তাঁর উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক) আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন: "আমি তোমাদেরকে মসীহ (দাজ্জাল) সম্পর্কে সতর্ক করছি! আমি তোমাদেরকে মসীহ (দাজ্জাল) সম্পর্কে সতর্ক করছি! সে এমন এক ব্যক্তি যার এক চোখ অপূর্ণ (অর্থাৎ এক চোখ ত্রুটিপূর্ণ)। সুতরাং তোমরা জেনে রাখো যে, আল্লাহ, যিনি মহিমান্বিত ও প্রতাপশালী, তিনি একচোখা নন। আল্লাহ, যিনি মহিমান্বিত ও প্রতাপশালী, তিনি একচোখা নন। আল্লাহ একচোখা নন।"

(ص: 452) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1016 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ الْأُرْدِيِّ، قَالَ: ذَهَبْتُ أَنَا وَرَجُلٌ، مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْنَا: حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ فِي الدَّجَالِ، وَلَا تُحَدِّثْنَا عَنْ غَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَكَ مُصَدَّقًا، قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "أُنذِرُكُمُ الدَّجَالَ - ثَلَاثًا - فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا قَدْ أُنْذِرَ أُمَّتُهُ، وَإِنَّهُ فِيكُمْ أَيْتُهَا الْأُمَّةُ، وَإِنَّهُ جَعَدُ آدَمَ مَسْئُوحُ الْعَيْنِ الْيُسْرَى، مَعَهُ جَنَّةٌ وَنَارٌ فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ، وَمَعَهُ جَبَلٌ مِنْ خُبْزٍ وَنَهْرٌ مِنْ مَاءٍ، وَإِنَّهُ يُمِطُّرُ الْمَطَرَ وَلَا يُنْبِتُ الشَّجَرَ، وَإِنَّهُ يُسَلِّطُ عَلَى نَفْسٍ فَيَتْلِفُهَا لَا يُسَلِّطُ عَلَى غَيْرِهَا، وَإِنَّهُ يَمُكُّثُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا يَبْلُغُ فِيهَا كُلَّ مَنْهَلٍ وَلَا يَقْرُبُ أَرْبَعَةَ مَسَاجِدَ: مَسْجِدَ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدَ الْمَدِينَةِ، وَمَسْجِدَ الطُّورِ، وَالْمَسْجِدَ الْأَقْصَى، وَمَا يُشَبِّهُ عَلَيْكُمْ، فَإِنَّ رَبُّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ"

1016 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আব্দুল রাজ্জাক আমাদের বলেছেন, সুফিয়ান আমাদের বলেছেন, আমাশ থেকে, এবং মানসুর, মুজাহিদ থেকে, তিনি জুনাদা ইবনে আবি উমাইয়া আল-আযদী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি এবং একজন আনসারী

ব্যক্তি নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর একজন সাহাবীর কাছে গেলাম। আমরা বললাম: আপনি দাজ্জাল সম্পর্কে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা বলতে শুনেছেন, তা আমাদের বলুন। অন্য কারো (কথা) আমাদের বলবেন না, যদিও আপনার কাছে তা সত্য বলে বিবেচিত হয়। তিনি বললেন: নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন এবং বললেন: "আমি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করছি" - (এই কথা) তিনবার বললেন - "কারণ আমার পূর্বে এমন কোনো নবী আসেননি যিনি তাঁর উম্মতকে তার সম্পর্কে সতর্ক করেননি। আর সে তোমাদের মধ্যেই থাকবে হে উম্মতগণ! এবং সে হবে খুব কোঁকড়া চুলযুক্ত এবং গোধূম বর্ণবিশিষ্ট, তার বাম চোখটি বিলুপ্ত। তার সাথে একটি জান্নাত ও একটি জাহান্নাম থাকবে; কিন্তু তার জাহান্নামই হবে (প্রকৃত) জান্নাত এবং তার জান্নাতই হবে (প্রকৃত) জাহান্নাম। এবং তার সাথে রুটির একটি পাহাড় এবং পানির একটি নদী থাকবে। আর সে বৃষ্টি বর্ষণ করবে কিন্তু গাছপালা উৎপাদন করবে না। এবং সে কেবল একটি নির্দিষ্ট প্রাণের উপর কর্তৃত্ব পাবে এবং সেটিকে ধ্বংস করবে, অন্য কারো উপর সে ক্ষমতা পাবে না। এবং সে পৃথিবীতে চল্লিশ দিন অবস্থান করবে, এই সময়ে সে প্রতিটি জলাশয়ে পৌঁছাবে, তবে চারটি মসজিদের কাছে যেতে পারবে না: মাসজিদুল হারাম, মাসজিদে নববী, মাসজিদুত তুর এবং মাসজিদুল আকসা। এবং যদি তোমাদের কাছে কোনো বিষয় অস্পষ্ট লাগে (বা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়), তবে (মনে রেখো) তোমাদের প্রতিপালক একচোখা নন।"

(ص: 453) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1017 - حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ نَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ زَكَرِيَّا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَذِّرُ أَصْحَابَهُ الدَّجَالَ، فَقَالَ: "أَحْذَرُكُمْ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ، وَأَنَّهُ كُلُّ نَبِيٍّ قَدْ أُنْذِرَ قَوْمَهُ، وَهُوَ فِيكُمْ أَيُّهَا الْأُمَّةُ، وَسَاحِكِي لَكُمْ مِنْ نَعْتِهِ مَا لَمْ تَحْكِي الْأَنْبِيَاءُ قَبْلِي لِقَوْمِهِمْ، يَكُونُ قَبْلَ خُرُوجِهِ سِنِينَ جَدْبٍ حَتَّى يَهْلِكَ كُلُّ ذِي حَافِرٍ، فَنَادَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِمَ يَعْيشُ الْمُؤْمِنُونَ؟ قَالَ: «مِمَّا يَعْيشُ بِهِ الْمَلَائِكَةُ، ثُمَّ يَخْرُجُ وَهُوَ أَعْوَرُ، وَلَيْسَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِأَعْوَرَ، بَيْنَ

عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ يَفْرَأُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ أُمِّيٍّ وَكَاتِبٍ، أَكْثَرُ مَنْ يَتَّبَعُهُ الْيَهُودُ وَالنِّسَاءُ
وَالْأَعْرَابُ، يَرَوْنَ السَّمَاءَ تُنْطَرُ وَهِيَ لَا تُنْطَرُ، وَالْأَرْضَ تُنْبِتُ وَهِيَ لَا تُنْبِتُ» فَذَكَرَ
الْحَدِيثَ بِطَوْلِهِ إِلَى آخِرِهِ

1017 - আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে আস-সাব্বাহ আল-বাজ্জাজ আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন।
তিনি বলেন, ইসমাইল – অর্থাৎ ইবনে জাকারিয়া – আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আব্দুল্লাহ
ইবনে উসমান ইবনে খুথাইম থেকে, তিনি শাহর ইবনে হাওশাব থেকে, তিনি আসমা বিনতে
ইয়াযিদ থেকে। আসমা বিনতে ইয়াযিদ বলেছেন: আমি রাসূলুল্লাহ (তাঁর উপর আল্লাহর শান্তি
ও রহমত বর্ষিত হোক)-কে তাঁর সাহাবীগণকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করতে শুনেছি। অতঃপর
তিনি বললেন: "আমি তোমাদের মাসীহ আদ-দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করছি, এবং নিশ্চয়ই
প্রতিটি নবী তাঁর কওমকে (জাতিকে) তার সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। হে উম্মাত! সে তোমাদের
মাঝেই আসবে। আমি তোমাদের কাছে তার এমন কিছু বিবরণ দেব যা আমার পূর্ববর্তী কোনো
নবী তাঁর জাতির কাছে বর্ণনা করেননি। তার আবির্ভাবের আগে দুর্ভিক্ষপীড়িত কিছু বছর
আসবে, এমনকি সকল খুরওয়ালা প্রাণী ধ্বংস হয়ে যাবে।" তখন একজন লোক তাঁকে ডেকে
বলল: "হে আল্লাহর রাসূল! মুমিনগণ কিভাবে বেঁচে থাকবেন?" তিনি বললেন: "যা দিয়ে
ফেরেশতারা জীবিত থাকেন।" "তারপর সে একচোখা অবস্থায় বের হবে, অথচ আল্লাহ
মহিমাম্বিত ও পরাক্রমশালী একচোখা নন। তার দুই চোখের মাঝখানে কাফির (অবিশ্বাসী)
লেখা থাকবে, যা প্রতিটি নিরক্ষর ও শিক্ষিত মুমিন ব্যক্তি পড়তে পারবে। তাকে অধিকাংশই
অনুসরণ করবে ইহুদি, নারী ও বেদুঈনরা। তারা দেখবে আকাশ রুষ্টি বর্ষণ করছে, অথচ তা
রুষ্টি বর্ষণ করবে না, এবং ভূমি ফসল উৎপন্ন করছে, অথচ তা ফসল উৎপন্ন করবে না।"
অতঃপর তিনি হাদীসটি সম্পূর্ণভাবে শেষ পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন।

(ص: 453) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1018 - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَلَمَةَ بْنِ كَهِيلِ بْنِ حُصَيْنِ بْنِ
تَمَارَحَ، نَا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعَدَ الْمِنْبَرَ عِنْدَ الظُّهْرِ، فَحَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَثْنَى عَلَيْهِ،
ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ تَبِيئًا الدَّارِيَّ جَاءَنِي فَحَدَّثَنِي أَنَّ قَوْمًا رَكِبُوا فِي سَفِينَةٍ فِي الْبَحْرِ

فَعَصَفَتْ بِهِمُ الرِّيحُ فَأَلْقَتْهُمْ إِلَى جَزِيرَةٍ فِي الْبَحْرِ، فَخَرَجُوا إِلَيْهَا، فَإِذَا هُمْ بِدَابَّةٍ أَشْعَرَ، فَقَالُوا لَهَا: مَا أَنْتِ؟ فَقَالَتْ: أَنَا الْجَسَّاسَةُ «، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ»، ثُمَّ [ص: 454] قَالَتْ لَهُمْ: لَوْ خَرَجْتُ مَا تَرَكْتُ أَرْضًا إِلَّا وَطَأْتُهَا رِجْلِي غَيْرَ طَيْبَةٍ «، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَدِينَةِ «هَذِهِ طَيْبَةٌ، وَإِنَّهُ خَارِجٌ فِيكُمْ فَمَا شُبِّهَ عَلَيْكُمْ، فَأَعْلَمُوا أَنَّ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ بِأَعْوَرَ "

১০১৮ - আমাকে বর্ণনা করেছেন ইবরাহীম ইবনু ইসমাঈল ইবনু ইয়াহইয়া ইবনু সালামা ইবনু কুহাইল ইবনু হুসাইন ইবনু তিমায়াহ, আমার পিতা, তাঁর পিতা থেকে, তিনি সালামা থেকে, তিনি আমির আশ-শাবী থেকে, তিনি ফাতেমা বিনতে কায়স থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যুহরের সময় মিসরে আরোহণ করলেন, এবং আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার প্রশংসা করলেন ও তাঁর গুণগান গাইলেন, তারপর বললেন: "তামিম আদ-দারী আমার কাছে এসেছিলেন এবং আমাকে বলেছিলেন যে, কিছু লোক সমুদ্রে একটি জাহাজে যাত্রা করছিল, তখন বাতাস তাদের উপর প্রচণ্ডভাবে আঘাত হানলো এবং তাদের সমুদ্রের একটি দ্বীপে নিক্ষেপ করলো, তারা সেখানে অবতরণ করলো, অতঃপর তারা একটি লোমশ জন্তু দেখতে পেলো, তারা তাকে বললো: তুমি কে? সে বললো: আমি আল-জাসাসা (অনুসন্ধানকারী)। এবং সে হাদীসের বাকি অংশ বর্ণনা করলো। তারপর পৃষ্ঠা: ৪৫৪ সে তাদেরকে বললো: যদি আমি বের হই, তাহলে তায়বাহ (মদিনা) ছাড়া এমন কোনো ভূমি আমি ছাড়বো না যেখানে আমার পা পড়েনি। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদিনার প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন: "এটাই তায়বাহ (মদিনা)। আর সে (দাজ্জাল) তোমাদের মধ্যে বের হবে। সুতরাং তোমাদের কাছে কোনো বিষয় অস্পষ্ট মনে হলে, তোমরা জেনে রাখো যে, তোমাদের প্রতিপালক আযযা ওয়া জাল্লা একচোখা নন।"

(ص: 454) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

الرَّدُّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ

জহমিয়াদের খণ্ডন

(ص: 454) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1019 - حَدَّثَنِي أَبِي وَعَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَادٍ النَّرْسِيُّ، قَالَا: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ،
 نَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
 «إِذَا جَلَسَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى الْكُرْسِيِّ سَمِعَ لَهُ أَطِيطٌ كَأَطِيطِ الرَّحْلِ الْجَدِيدِ»

1019 - আমার পিতা এবং আব্দুল আলা ইবনু হাম্মাদ আন-নারসী আমাকে বর্ণনা করেছেন।
 তাঁরা উভয়েই বলেছেন যে, আব্দুর রহমান ইবনু মাহদী আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি
 বলেছেন যে, সুফিয়ান আবু ইসহাক থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু খলিফা থেকে, তিনি উমার
 (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন। উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন: “যখন
 বরকতময় ও সুমহান সত্তা কুরসীর উপর বসবেন, তখন তা থেকে নতুন উটের গদির ক্যাঁচক্যাঁচ
 শব্দের মতো একটি শব্দ শোনা যাবে।”

(ص: 454) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1020 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
 جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «الْكُرْسِيُّ مَوْضِعُ الْقَدَمَيْنِ وَالْعَرْشُ لَا
 يَقْدُرُ أَحَدٌ قَدْرَهُ»

1020 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, ইবনু মাহদী তাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি
 সুফিয়ান থেকে, তিনি আমার আদ-দুহনী থেকে, তিনি সাদ্দ ইবনু জুবাইর থেকে, তিনি ইবনু
 আব্বাস (আল্লাহ তাদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন:
 «কুরসী হলো দু’পায়ের রাখার স্থান এবং আরশের পরিমাণ কেউ অনুমান করতে পারে না»

(ص: 454) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1021 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيِّ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ، عَنْ
 سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «الْكُرْسِيُّ مَوْضِعُ قَدَمَيْهِ،
 وَالْعَرْشُ لَا يَقْدُرُ أَحَدٌ قَدْرَهُ»

1021 - আমার পিতা ওয়াকী থেকে, তিনি সুফিয়ান থেকে, তিনি আম্মার আদ-দুহনী থেকে, তিনি মুসলিম আল-বাতীন থেকে, তিনি সাঈদ ইবন জুবাইর থেকে, তিনি ইবন আব্বাস (আল্লাহ তায়ালা তাদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (ইবন আব্বাস) বলেন: «কুরসী হলো তাঁর (আল্লাহর) পদযুগলের স্থান, আর আরশ - কেউই তার পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারে না।»

(ص: 454) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1022 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَحَادَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: «الْكُرْسِيُّ مَوْضِعُ الْقَدَمَيْنِ وَلَهُ أَطِيطٌ كَأَطِيطِ الرَّحْلِ»

1022 - আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আব্দুল সামাদ ইবন আব্দুল ওয়ারিস আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, [তাঁর (আব্দুল সামাদের)] পিতা [আব্দুল ওয়ারিস] আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মাদ ইবন জুহাদাহ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, সালামাহ ইবন কুহাইল থেকে, তিনি উমারাহ ইবন উমাইর থেকে, তিনি আবু মূসা আল-আশআরী (রাঃ) থেকে। তিনি বলেছেন: “কুরসী হলো দুই পায়ের রাখার স্থান, এবং এর কড়কড় শব্দ এমন, যেমন উটের হাওদার কড়কড় শব্দ হয়।”

(ص: 454) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1023 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا رَجُلٌ، نَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، فِي قَوْلِهِ، عَزَّ وَجَلَّ: {وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ} قَالَ: " إِنَّ الصَّخْرَةَ الَّتِي تَحْتَ الْأَرْضِ السَّابِغَةُ وَمُنْتَهَى الْخَلْقِ عَلَى أَرْجَائِهَا أَرْبَعَةٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، لِكُلِّ مَلَكٍ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ وَجُوهٌ، وَجْهٌ رَجُلٍ، وَوَجْهٌ أَسَدٍ [ص: 455]، وَوَجْهٌ نَسْرٍ، وَوَجْهٌ ثَوْرٍ، فَهُمْ قِيَامٌ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطُوا بِالْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ وَرُءُوسُهُمْ تَحْتَ الْكُرْسِيِّ، وَالْكُرْسِيُّ عِنْدَ الْعَرْشِ، قَالَ: وَهُوَ وَاضِعٌ رِجْلَيْهِ عَلَى الْكُرْسِيِّ "

১০২৩ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, একজন ব্যক্তি [থেকে], [তিনি] ইসরাঈল [থেকে], তিনি সুদী থেকে, তিনি আবু মালিক থেকে (বর্ণনা করেছেন)। মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর এই বাণী প্রসঙ্গে: {তাঁর কুরসি আসমানসমূহ ও পৃথিবীকে বেঁধে ধরে আছে।} তিনি বললেন: "নিশ্চয়ই সপ্তম পৃথিবীর নিচে যে শিলা আছে, এবং সৃষ্টির শেষসীমা তার প্রান্তে অবস্থিত, সেখানে চারজন ফেরেশতা আছেন। তাদের প্রত্যেকের চারটি করে মুখমণ্ডল রয়েছে: একজন মানুষের মুখ, একটি সিংহের মুখ [পৃষ্ঠা: ৪৫৫], একটি ঈগলের মুখ এবং একটি গরুর মুখ। তারা তার উপর দণ্ডায়মান এবং পৃথিবী ও আসমানসমূহকে বেঁধে ধরে আছেন। তাদের মাথা কুরসির নিচে, এবং কুরসি আরশের কাছে। তিনি বললেন: আর তিনি (আল্লাহ) তাঁর পদযুগল কুরসির উপর স্থাপনকারী।"

(ص: 455) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1024 - حَدَّثَنِي أَبُو خَيْثَمَةَ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، نَا ابْنُ عَجَلَانَ، نَا سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوُجْهَ، وَلَا يَقُولُ: قَبَّحَ اللَّهُ وَجْهَكَ وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَهَ وَجْهَكَ"

১০২৪ - আবু খায়সামা আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, তাঁকে ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদ বর্ণনা করেছেন, তাঁকে ইবনে আজলান বর্ণনা করেছেন, তাঁকে সাঈদ বর্ণনা করেছেন, আবু হুরায়রাহ (রাযিআল্লাহু আনহু) থেকে, তিনি নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: "যখন তোমাদের কেউ (কাউকে) প্রহার করে, তখন সে যেন মুখমণ্ডল পরিহার করে। আর যেন না বলে: আল্লাহ তোমার চেহারাকে কুৎসিত করুন এবং যে তোমার চেহারার অনুরূপ, তার চেহারাকেও কুৎসিত করুন।"

(ص: 455) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1025 - حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، نَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَطِيَّةِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ فَلْيَتَّقِ الْوُجْهَ»

১০২৫ - যুহায়র ইবনু হারব আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। জারীর আ'মাশ থেকে, আতিয়াহ ইবনু সা'দ থেকে, আবু সাঈদ থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু সাঈদ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: “যখন তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের সাথে লড়াই করে, তখন সে যেন মুখমণ্ডল এড়িয়ে চলে।”

(ص: 455) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1026 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ خَالِدٍ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِيهِمَا خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِنَّ الرَّحْمَنَ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِيُثَقِّلَ عَلَى حَمَلَةِ الْعَرْشِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إِذَا قَامَ الْمُشْرِكُونَ حَتَّى إِذَا قَامَ الْمُسَبِّحُونَ خَفَّفَ عَنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ»

1026 - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। আবু আল-মুগীরা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। আবদাহ বিনত খালিদ ইবন মাদান তাঁর পিতা খালিদ ইবন মাদান থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলতেন: "নিশ্চয়ই পরম দয়ালু (আল্লাহ), যিনি মহিমাম্বিত ও সুউচ্চ, দিনের শুরুতেই আরশের বহনকারীদের উপর ভার বাড়িয়ে দেন যখন মুশরিকরা (আল্লাহর সাথে শিরককারীরা) জাগ্রত হয়। অতঃপর যখন তাসবীহ পাঠকারীরা (আল্লাহর গুণগানকারীরা) জাগ্রত হয়, তখন তিনি আরশের বহনকারীদের থেকে সেই ভার লাঘব করেন।"

(ص: 455) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1027 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَالْحَسَنِ، فِي قَوْلِهِ، عَزَّ وَجَلَّ: {لَا تَأْخُذْهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ} [البقرة: 255] قَالَ: «السِّنَةُ النَّعْسَةُ»

1027 - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আব্দুর রায়যাক আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, মামার আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, কাতাদা ও আল-হাসান থেকে। আল্লাহ তাআলার এই বাণী প্রসঙ্গে, যিনি মহিমাম্বিত ও গৌরবাম্বিত: "তাকে (আল্লাহকে) তন্দ্রা বা ঘুম স্পর্শ করে না" (সূরা বাক্বারাহ: ২৫৫)। তিনি বলেছেন: "সিনা (سنة) অর্থ তন্দ্রা।"

1028 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا يَحْيَى بْنُ يَمَانَ، نَا أَشْعَثُ، عَنْ جَعْفَرٍ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ، عَنْ سَعِيدٍ يَعْنِي ابْنَ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَالَتْ: بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَيَنَامُ رَبُّكَ؟ قَالَ: فَقَالَ يَا [ص: 456] مُوسَى خُذْ قَدَحَيْنِ زُجَاجَتَيْنِ فَاْمْلَأْهُمَا مَاءً فَصَلِّ، وَهَبَا فِي يَدَيْكَ فَانْظُرْ هَلْ يَثْبُتَانِ، فَقَامَ يُصَلِّي فَنَعَسَ فَأُكْسِرَتَا، فَقَالَ: يَا مُوسَى لَوْ نَبَتْ لَضَاعَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ "

১০২৮ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, ইয়াহইয়া ইবনু ইয়ামান আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আশআস আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি জাফর থেকে, অর্থাৎ ইবনুল মুগীরা থেকে, তিনি সাঈদ থেকে, অর্থাৎ ইবনু জুবাইর থেকে বর্ণনা করেছেন। সাঈদ বললেন: বনী ইসরাঈল মুসা (আলাইহিস সালাম)-কে বলল, "আপনার প্রতিপালক কি ঘুমান?" তখন (আল্লাহ) বললেন: হে [পৃষ্ঠা: ৪৫৬] মুসা, দুটি কাঁচের পেয়ালা নাও এবং সেদুটি পানি দ্বারা পূর্ণ করো। অতঃপর তোমার হাতে সেদুটি নিয়ে সালাত আদায় করো। এরপর দেখো, সেদুটি কি স্থির থাকে? মুসা সালাত আদায় করতে দাঁড়ালেন। অতঃপর তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হলে সেদুটি ভেঙে গেল। তখন (আল্লাহ) বললেন: হে মুসা, যদি আমি ঘুমাতে, তবে আসমানসমূহ ও জমিন অবশ্যই বিনষ্ট হয়ে যেত।

1029 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا هُشَيْمٌ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، فِي قَوْلِهِ، عَزَّ وَجَلَّ: {وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ} [القيامة: 23] قَالَ: "نَاضِرَةٌ: بِهَجَةٍ بِمَاءٍ هِيَ فِيهِ مِنَ النِّعَةِ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ "

1029 - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন; হুশাইম আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন; ইসমাইল ইবনে সালিম আবু সালিহ থেকে আমাদের জানিয়েছেন, মহাপরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত আল্লাহর এই বাণী প্রসঙ্গে: {সেদিন অনেক মুখমণ্ডল হবে উজ্জ্বল ও সতেজ। তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে।} [সূরা আল-কিয়ামাহ: ২৩] তিনি বলেছেন:

নাদিরাহ (نَاضِرَةٌ) অর্থ হলো, তারা যে নিয়ামতের মধ্যে আছে, তাতে আনন্দিত ও প্রফুল্ল। [আর তারা] তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে।

(ص: 456) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1030 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ الْأَكْبَرُ، نَا سَلَامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، فِي قَوْلِ اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ: { لَا تَأْخُذْهُ سِنَّةٌ } [البقرة: 255] قَالَ: «نُعَاسٌ»

1030 - আব্দুল্লাহ ইবনে আবু বকর ইবনে আলী আল-মুকাদ্দামী আল-আকবার আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি (আব্দুল্লাহ) বলেন, সালাম ইবনে আবু মুতী আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (সালাম) বলেন: আমি ক্বাতাদাহকে আল্লাহ তাআলার (মহিমাম্বিত ও গৌরবাম্বিত তিনি) বাণী {তাকে তন্দ্রা স্পর্শ করে না} [সূরা আল-বাক্বারাহ: ২৫৫] সম্পর্কে বলতে শুনেছি। তিনি (ক্বাতাদাহ) বলেন: তন্দ্রা।

(ص: 456) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1031 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، فِي قَوْلِهِ، عَزَّ وَجَلَّ: { وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاضِرَةٌ } [القيامة: 23] قَالَ: «نَاضِرَةٌ أَيُّ حَسَنَةٍ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاضِرَةٌ»

1031 - আমার পিতা আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, আবু মুআবিয়া আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, ইসমাঈল আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আবু সালেহ থেকে, তাঁর (আল্লাহর), পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত, এই উক্তি সম্পর্কে: {সেদিন কিছু মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে, তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে।} [সূরা আল-ক্বিয়ামাহ: ২৩]। তিনি (আবু সালেহ) বললেন: "উজ্জ্বলতা (বা সতেজতা) অর্থ হলো সৌন্দর্য (বা প্রফুল্লতা); তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে।"

(ص: 456) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1032 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا خَلْفُ بْنُ الْوَلِيدِ، نَا الْمُبَارَكُ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي قَوْلِهِ، عَزَّ وَجَلَّ: {وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاضِرَةٌ} [القيامة: 23] قَالَ: «النَّاضِرَةُ الْحَسَنَةُ حَسَنَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالنَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهَا عَزَّ وَجَلَّ وَحَقَّ لَهَا أَنْ تُنْضَرَ وَهِيَ تَنْظُرُ إِلَىٰ رَبِّهَا وَمَوْلَاهَا»

1032 - আমার পিতা আমাকে শুনিয়েছেন, খলফ ইবনুল ওয়ালিদ আমাদেরকে শুনিয়েছেন, মুবারক আমাদেরকে শুনিয়েছেন, তিনি আল-হাসান থেকে (বর্ণনা করেছেন)। মহিমাম্বিত ও পরাক্রমশালী আল্লাহর এই বাণী প্রসঙ্গে: {সেদিন কিছু মুখমণ্ডল হবে উজ্জ্বল, তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে।} [আল-কিয়ামাহ: ২৩] তিনি (আল-হাসান) বলেছেন: "নাদিরাহ (نَّاضِرَةٌ) অর্থ হলো সুন্দর; আল্লাহ, মহিমাম্বিত ও পরাক্রমশালী সত্তা, তাঁর প্রতিপালকের (আল্লাহর) দিকে তাকানোর মাধ্যমে সেগুলোকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন। আর তাদের জন্য এটাই উপযুক্ত যে তারা উজ্জ্বল হবে, যখন তারা তাদের প্রতিপালক ও মালিকের দিকে তাকাবে।"

(ص: 457) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1033 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكَيْعٌ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا {السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ} [الزمل: 18] قَالَ: «مُنْتَلِيٌّ بِهِ»

1033 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, ওয়াকী আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি জাবির থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াহইয়া থেকে, তিনি ইকরিমা থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (আল্লাহ তাআলা তাঁদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন) থেকে (বর্ণনা করেছেন)। তিনি (ইবনে আব্বাস) {আকাশমণ্ডল এর দ্বারা বিদীর্ণ হবে} [সূরা আল-মুযযামিল: ১৮] সম্পর্কে বলেছেন: "এর দ্বারা পূর্ণ হবে।"

(ص: 457) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

- أَحَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَعْمَرٍ، نَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، {السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ} [المزمل: 18] قَالَ: «مُثَقَّلَةٌ بِهِ»

আবু মামার ইসমাইল ইবন ইবরাহীম ইবন মামার আমাকে বর্ণনা করেছেন, ওয়াকী সুফইয়ানের সূত্রে খুসাইফের সূত্রে ইকরিমা থেকে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি "আকাশ এর দ্বারা বিদীর্ণ হবে" (সূরা আল-মুযযামিল: ১৮) আয়াত প্রসঙ্গে বলেছেন: "এটি এর দ্বারা ভারাক্রান্ত হবে।"

(ص: 457) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

- ب حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: أَمَلَى عَلَيْنَا وَكَيْعٌ بِبَغْدَادَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، {السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ} [المزمل: 18] قَالَ: «مُتَلَيٌّ بِهِ»

আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: বাগদাদে ওয়াকী আমাদের নিকট সুফিয়ান সূত্রে, তিনি ইকরিমা সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তাআলার বাণী {আকাশ বিদীর্ণ হবে এর কারণে} (সূরা আল-মুযযামিল: ১৮) সম্পর্কে তিনি (ইকরিমা) বলেছেন: এর দ্বারা পরিপূর্ণ হবে।

(ص: 457) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1035 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، {السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ} [المزمل: 18] قَالَ: «مُثَقَّلٌ بِهِ»

1035 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আব্দুল ওয়াহাব থেকে, তিনি সাঈদ থেকে, তিনি ক্বাতাদাহ থেকে (বর্ণনা করেছেন)। (ক্বাতাদাহ) বলেছেন: {আকাশ তার কারণে বিদীর্ণ হবে} [সূরা আল-মুযযামিল: ১৮] এর অর্থ হলো «(আকাশ) তার দ্বারা ভারাক্রান্ত হবে»।

(ص: 458) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1036 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، نَا أَبُو رَجَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، {السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ} [المزمّل: 18] قَالَ: «مُثْقَلَةٌ بِهِ مُوقَرَّةٌ»

1036 - আমাকে উবাইদুল্লাহ ইবন উমার আল-কাওয়ারীরী বর্ণনা করেছেন, ইয়াযীদ ইবন যুরাই-এর সূত্রে, তিনি আবু রাজা থেকে। আবু রাজা বলেন: আমি আল-হাসান (আল-বসরি)-কে বলতে শুনেছি, (আল্লাহর বাণী) {আকাশ তার (ভয়াবহতার) কারণে বিদীর্ণ হবে।} [সূরা আল-মুযযামিল: ১৮]। তিনি (আল-হাসান) বলেন: «এর দ্বারা ভারাক্রান্ত হয়ে যাবে, বোঝাই হয়ে যাবে»

(ص: 458) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1037 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا أَبُو رَجَاءٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي قَوْلِهِ، عَزَّ وَجَلَّ {السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ} [المزمّل: 18] قَالَ: «مُثْقَلَةٌ بِهِ مُوقَرَّةٌ»

1037 - আমার পিতা আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। ইসমাইল ইবনে ইবরাহীম আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আবু রাজা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি আল-হাসান থেকে (বর্ণনা করেছেন)। আল্লাহ তাআলার এই বাণী প্রসঙ্গে: {আকাশ বিদীর্ণ হবে তার কারণে} [সূরা আল-মুজ্জামিল: ১৮] তিনি (আল-হাসান) বলেছেন: "তার দ্বারা ভারাক্রান্ত, বোঝাইকৃত।"

(ص: 458) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1038 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ، يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ، {السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ} [المزمّل: 18] قَالَ: «مُثْقَلٌ بِهِ»

১০৩৮ - আমার পিতা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি (বর্ণনা করেছেন) মুহাম্মদ ইবনে জাফর থেকে, তিনি (বর্ণনা করেছেন) শুবা থেকে। শুবা বলেন: আমি আবু রাজাকে হাসান (আল-বাসরী) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি, (আল্লাহর বাণী): " {আকাশ তার কারণে বিদীর্ণ হবে} " [সূরা মুযযামিল: ১৮]। তিনি (হাসান) বলেন: (এর অর্থ হলো) "তার দ্বারা ভরাক্রান্ত হবে।"

(ص: 458) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1039 - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْأُبُلِّيُّ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، نَا أَبُو جَمْرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَتَيْتُ بِالْبُرَاقِ فَرَكِبْتُ خَلْفَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَسَارَ بِنَا فَأَتَيْتُ عَلَى رَجُلٍ قَائِمٍ يُصَلِّي، فَقَالَ مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا أَخُوكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ، فَقَالَ: سَلْ لِأُمَّتِكَ الْيُسْرَ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا أَخُوكَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: ثُمَّ سِرْنَا فَسَمِعْتُ صَوْتًا " وَفُرِيَ عَلَى شَيْبَانَ قَالَ: وَتَذَمَّرًا؟ قَالَ: نَعَمْ إِلَى هَا هُنَا قُرِئَ عَلَى شَيْبَانَ، ثُمَّ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بِبَقِيَّةِ [ص: 459] الْحَدِيثِ قَالَ: " فَأَتَيْتُ عَلَى رَجُلٍ، قَالَ: مَنْ هَذَا مَعَكَ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا أَخُوكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ، وَقَالَ سَلْ لِأُمَّتِكَ الْيُسْرَ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ فَقَالَ: هَذَا أَخُوكَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ " ثُمَّ قُرِئَ عَلَى شَيْبَانَ فَقُلْتُ: عَلَى مَنْ كَانَ صَوْتُهُ وَتَذَمَّرُهُ؟ فَقَالَ: عَلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَتَذَمَّرُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّهُ يُعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ، إِلَى هُنَا قُرِئَ عَلَى شَيْبَانَ، وَقَالَ شَيْبَانُ: كَذَا سَمِعْتُهُ

1039 - শায়বান আবু মুহাম্মাদ আল-আবুল্লী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, হাম্মাদ ইবনু সালামাহ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আবু জামরাহ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি ইবরাহীম থেকে, তিনি আলকামা ইবনু কায়স থেকে, তিনি ইবনু মাসউদ থেকে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আমাকে বুরাক এনে দেওয়া হলো। অতঃপর আমি জিবরীল আলাইহিস সালাম-এর পিছনে আরোহণ করলাম। সে আমাদের নিয়ে চলল। এরপর আমি এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম, যিনি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। আমি

বললাম: হে জিবরীল, ইনি কে? তিনি বললেন: ইনি আপনার ভাই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি আমাকে স্বাগত জানালেন এবং আমার জন্য বরকতের দুআ করলেন।

অতঃপর তিনি বললেন: আপনার উম্মাতের জন্য সহজতা প্রার্থনা করুন। আমি বললাম: হে জিবরীল, ইনি কে? তিনি বললেন: ইনি আপনার ভাই ঈসা আলাইহিস সালাম।"

(বর্ণনাকারী) বলেন: এরপর আমরা চলতে লাগলাম। অতঃপর আমি একটি শব্দ শুনে পেলাম। শায়বানের কাছে পড়া হলো, তিনি বললেন: "এবং অভিযোগের শব্দ?" তিনি বললেন:

হ্যাঁ। এতটুকু পর্যন্ত শায়বানের কাছে পড়া হয়েছে। এরপর শায়বান হাদীসের বাকি অংশ আমাদের নিকট বর্ণনা করলেন **পৃষ্ঠা: 459**, তিনি বললেন: "এরপর আমি এক ব্যক্তির কাছে পৌঁছলাম, তিনি বললেন: হে জিবরীল, আপনার সাথে ইনি কে? তিনি বললেন: ইনি আপনার ভাই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি আমাকে স্বাগত জানালেন এবং আমার জন্য বরকতের দুআ করলেন এবং বললেন: আপনার উম্মাতের জন্য সহজতা প্রার্থনা করুন। আমি বললাম: হে জিবরীল, ইনি কে? তিনি বললেন: ইনি আপনার ভাই মূসা আলাইহিস সালাম।"

এরপর শায়বানের কাছে পড়া হলো, আমি (বর্ণনাকারী) বললাম: তার (মূসার) শব্দ ও অভিযোগ কার উপর ছিল? তিনি (শায়বান) বললেন: তার রবের (আল্লাহ) উপর, আযযা ওয়া জাল্লা (তিনি পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত), তিনি অভিযোগ করছিলেন? তিনি বললেন: হ্যাঁ, তা তাঁর থেকে জানা যায়। এতটুকু পর্যন্ত শায়বানের কাছে পড়া হয়েছে। এবং শায়বান বললেন: আমি এভাবেই শুনেছি।

(ص: 459) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1040 - حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ أَبُو أَحْمَدَ، نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْمُقْبِرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «ثَلَاثٌ أَعْلَمُ أَنََّّهُنَّ حَقٌّ مَا عَفَا أَمْرُو عَنْ مَظْلَمَةٍ يَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا [ص: 460] زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا وَجَلَّ بِهَا عِزًّا، وَلَا يَفْتَحُ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا كَثْرَةً»

1040 - আমাদেরকে আল-হাইসাম ইবনু খারিজা আবু আহমাদ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে আল-ওয়ালিদ ইবনু মুসলিম বর্ণনা করেছেন, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আজলান থেকে, তিনি আল-মাকবুরি থেকে, তিনি আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) আবু বকর (রা.) কে বলেন: "আমি এমন তিনটি বিষয় জানি যা নিশ্চিত সত্য: যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে কোনো অন্যায়ের (যুলুমের) জন্য ক্ষমা করে, আল্লাহ তায়ালা এর বিনিময়ে তার সম্মান ও মর্যাদা কেবল আরও বাড়িয়ে দেন। [পৃষ্ঠা: 460] আর যে ব্যক্তি নিজের জন্য মানুষের কাছে চাওয়ার (মাসআলার) দ্বার উন্মুক্ত করে, আল্লাহ তায়ালা তাকে কেবল দারিদ্র্যেই আরও নিমজ্জিত করেন। আর যে ব্যক্তি নিজের জন্য সদকার (দানের) দ্বার উন্মুক্ত করে এবং এর মাধ্যমে প্রাচুর্য অন্বেষণ করে, আল্লাহ তায়ালা এর বিনিময়ে তাকে কেবল প্রাচুর্যই বাড়িয়ে দেন।"

(ص: 460) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1041 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ سَبْلَانَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، نَا يَزِيدُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «الْخُلَّةُ لِإِبْرَاهِيمَ، وَالْكَلَامُ لِمُوسَى، وَالرُّؤْيَا لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

1041 - আবু ইসহাক ইব্রাহিম ইবনে যিয়াদ সাবলান আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আব্বাদ ইবনে আব্বাদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, ইয়াযিদ ইবনে হাযিম আমাদের জানিয়েছেন, তিনি ইকরিমা থেকে, ইকরিমা ইবনে আব্বাস (আল্লাহ তাআলা তাদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (ইবনে আব্বাস) বলেছেন: "ইব্রাহিমের জন্য অন্তরঙ্গতম বন্ধুত্ব (খুল্লা), মুসার জন্য আল্লাহর সাথে কথোপকথন (কালাম), এবং মুহাম্মাদ (তাঁর প্রতি আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) এর জন্য আল্লাহকে দর্শন (রুইয়াত)।"

(ص: 460) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1042 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْوُرْكَانِيُّ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، قَالَا: نَا إِسْبَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَّا، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اصْطَفَىٰ إِبْرَاهِيمَ بِالْخُلَّةِ، وَاصْطَفَىٰ مُوسَىٰ بِالْكَلامِ، وَاصْطَفَىٰ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرُّؤْيَا "

1042 - আমাদের নিকট মুহাম্মদ ইবনু জাফর আল-ওয়ারকানী বর্ণনা করেছেন এবং আমাদের নিকট মুহাম্মদ ইবনু বাক্কার, বনী হাশিমের একজন আশ্রিত ব্যক্তি, বর্ণনা করেছেন। তাঁরা উভয়ে বলেছেন: আমাদের নিকট ইসমাইল ইবনু যাকারিয়া বর্ণনা করেছেন, তিনি আছিম আল-আহওয়াল হতে, তিনি ইকরিমা হতে, তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন: "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, যিনি মহিমাম্বিত ও পরাক্রমশালী, ইব্রাহীমকে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের কারণে মনোনীত করেছেন, মূসাকে (তাঁর সাথে) কথা বলার মাধ্যমে মনোনীত করেছেন, এবং মুহাম্মাদকে (সাঃ) (তাঁর) দর্শনের মাধ্যমে মনোনীত করেছেন।"

(ص: 460) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1043 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «أَتَعْجَبُونَ أَنْ تَكُونَ الْخُلَّةُ لِإِبْرَاهِيمَ، وَالْكَلامُ لِمُوسَى، وَالرُّؤْيَا لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

1043 - উবাইদুল্লাহ ইবনু উমার আল-কাওয়ারীরী আমাকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, মুআয ইবনু হিশাম আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি (মুআয) বলেন, আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, কাতাদা থেকে, তিনি ইকরিমা থেকে, তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন: “তোমরা কি আশ্চর্য হও যে, ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর জন্য ছিল গভীরতম বন্ধুত্ব (খুল্লাহ), মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর জন্য ছিল (আল্লাহর সাথে) কথোপকথন, আর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য ছিল (আল্লাহর) দর্শন?”

(ص: 460) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1044 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، وَعِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «رَأَى مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ، عَزَّ وَجَلَّ»

১০৪৪ - মুহাম্মদ ইবনে বাক্কার আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, ইসমাইল ইবনে যাকারিয়া তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন, আসিম আল-আহওয়াল থেকে, তিনি আশ-শাবী ও ইকরিমা থেকে, তাঁরা ইবনে আব্বাস (আল্লাহ তাআলা তাঁদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (ইবনে আব্বাস) বলেছেন: "মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর রবকে (প্রভুকে) দেখেছেন, মহিমাম্বিত ও গৌরবাম্বিত।"

(ص: 461) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1045 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْوُرْكَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ»

1045 - মুহাম্মদ ইবনে জাফর আল-ওয়ারকানী আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। (তিনি বলেন,) ইসমাইল আমাদেরকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি আসেম থেকে, তিনি শাবী থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: «মুহাম্মদ (সা.) তাঁর প্রতিপালককে দেখেছেন।»

(ص: 461) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1046 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي عَطَا، قَالَ: «كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ التَّوْرَةَ لِمُوسَى بِيَدِهِ وَهُوَ مُسْنَدٌ ظَهَرَهُ إِلَى الصَّخْرَةِ، فِي أَلْوَحٍ مِنْ دُرٍّ يَسْمَعُ صَرِيْفَ الْقَلَمِ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ إِلَّا الْحِجَابُ»

1046 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, ইয়াযীদ ইবনু হারুন আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, আল-জুরিরী আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, আবু আত্বাফ থেকে, তিনি বলেছেন: "আল্লাহ তাআলা (পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত) নিজ হাতে মূসার জন্য তাওরাত লিখেছেন,

যখন তিনি পাথরের উপর তাঁর পিঠ হেলান দিয়েছিলেন, মুক্তা নির্মিত ফলকসমূহে। [মূসা]
কলমের ঘর্ষণের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলেন। তাঁর (আল্লাহ) ও তাঁর (মূসা) মাঝে পর্দা ব্যতীত অন্য
কিছু ছিল না।"

(ص: 461) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1047 - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ الْبَصْرِيُّ، نَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَطَاءٍ يَغْنِي
ابْنَ السَّائِبِ، عَنِ الْأَعْرَجِ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: «الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالْعِظْمَةُ إِزَارِي، فَمَنْ
نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا أَلْقَيْتُهُ فِي النَّارِ»

1047 - আমাকে বর্ণনা করেছেন ইব্রাহিম ইবনুল হাসান আল-মুকরী আল-বসরী, আমাদের
কাছে খবর দিয়েছেন আবু আওয়ানা, তিনি আতা থেকে, অর্থাৎ ইবনুস সাইব থেকে, তিনি
আল-আগার আবু মুসলিম থেকে, তিনি আবু হুরায়রা থেকে, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন, তিনি
বলেছেন: আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ তাঁর উপর শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন, বলেছেন: আল্লাহ,
তিনি পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত, বলেন: “শ্রেষ্ঠত্ব আমার চাদর এবং মহানত্ব আমার নিচের
বস্ত্র। যে ব্যক্তি এ দুটির কোনো একটি নিয়ে আমার সাথে বিবাদ করবে, আমি তাকে জাহান্নামে
নিষ্ক্ষেপ করব।”

(ص: 461) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1048 - حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ أَبُو خَيْثَمَةَ، نَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
مُرَّةَ [ص: 462]، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، يَخْفِضُ
الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ اللَّيْلِ، وَعَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ النَّهَارِ، حِجَابُهُ
النَّارُ لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ كُلَّ شَيْءٍ أَدْرَكَهُ بَصَرُهُ»

১০৪৮ - যুহায়র ইবনু হারব আবু খাইছামা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: জারীর আমাদের কাছে আমাশ থেকে, তিনি আমর ইবনু মুররাহ থেকে **পৃষ্ঠা: ৪৬২**, তিনি আবু উবায়দাহ থেকে, তিনি আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু মূসা (রাঃ) বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে চারটি কথা নিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন:

«নিশ্চয় আল্লাহ ঘুমান না এবং তাঁর জন্য ঘুমানো উচিতও নয়। তিনি ন্যায়ানুগ পরিমাপকে হ্রাস করেন এবং তা বৃদ্ধি করেন। দিনের আমল রাতের পূর্বে তাঁর কাছে উঠানো হয় এবং রাতের আমল দিনের পূর্বে। তাঁর পর্দা হলো আগুন। যদি তিনি তা উন্মোচন করতেন, তাহলে তাঁর চেহারার জ্যোতির্ময় মহিমা সবকিছুকে জ্বালিয়ে দিত, যা তাঁর দৃষ্টিগোচর হতো।»

(ص: 462) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1049 - حَدَّثَنِي أَبُو الْجَهْمِ الْأَزْرَقِيُّ بْنُ عَلِيٍّ، نَا حَسَّانُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْمَانِيَّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ يَعْنِي ابْنَ كَهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، أَنَّ مُحَدَّثًا، حَدَّثَهُ عَنْ عَمْرِو الْجَمَلِيِّ [ص: 463]، بِأَثَرِهِ عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنَبْغِي لَهُ، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ، وَيُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ، حِجَابُهُ النَّارُ، بِيَدِهِ الْقِسْطُ يَخْفِضُهُ وَيَرْفَعُهُ، لَوْ كُشِفَ الْحِجَابُ أُحْرِقَتْ سُبْحَةُ وَجْهِهِ مَا أَدْرَكَ بَصَرُهُ»

১০৪৯ - আবু জাহম আল-আযরাক ইবনে আলী আমাকে বর্ণনা করেছেন। তিনি হাসান অর্থাৎ ইবরাহীম আল-কিরমানী-এর পুত্র থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি মুহাম্মাদ ইবনে সালামাহ অর্থাৎ কুহাইলের পুত্র থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি আবু ইয়াহইয়া থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একজন বর্ণনাকারী তাঁকে আমর আল-জামালী থেকে বর্ণনা করেছেন। **[পৃ: ৪৬৩]** তাঁর সূত্রে মুররাহ আল-হামদানী থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে কায়স আল-আশআরী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ ঘুমান না এবং তাঁর জন্য এটা সমীচীন নয়। রাতের আমল দিনের বেলায় তাঁর কাছে উঠানো হয় এবং দিনের আমল রাতের বেলায় তাঁর কাছে উঠানো হয়। তাঁর পর্দা হলো আগুন। তাঁর হাতে রয়েছে

ন্যায়দণ্ড, তিনি তা নামান ও উঠান। যদি সেই পর্দা উন্মোচন করা হয়, তবে তাঁর চেহারার
ওজ্জ্বল্য তাঁর দৃষ্টির সীমানায় যা কিছু পড়বে তা জ্বালিয়ে দেবে।"

(ص: 463) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1050 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيُضْحِكُ مِنَ
الرَّجُلَيْنِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ جَمِيعًا، يَقُولُ: كَانَ كَافِرًا فَقَتَلَ مُسْلِمًا، ثُمَّ
إِنَّ الْكَافِرَ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ فَأَدْخَلَهُمَا اللَّهُ الْجَنَّةَ "

1050 - আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ আবুয যিনাদ
থেকে, তিনি আল-আরাজ থেকে, তিনি আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন
যে, তিনি এর সূত্রে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পর্যন্ত পৌঁছেছেন। নবী (সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ (আযযা ওয়া জাল্লা) এমন দুজন ব্যক্তিকে
দেখে হাসেন যাদের একজন অপরজনকে হত্যা করেছে, অথচ তারা উভয়ই জান্নাতে প্রবেশ
করেছে।" তিনি (নবী) বলেন: "এক ব্যক্তি কাফির ছিল এবং একজন মুসলিমকে হত্যা
করেছিল। এরপর সেই কাফির ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করলো। ফলে আল্লাহ তাদের
উভয়কেই জান্নাতে প্রবেশ করালেন।"

(ص: 463) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1051 - حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ أَبُو مَعْمَرٍ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ أَبُو
الزِّنَادِ: «ضَحِكَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ثُمَّ يَصِيرَانِ إِلَى
الْجَنَّةِ»

1051 - আমার কাছে ইসমাইল আবু মামার বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, সুফিয়ান আমাদের
কাছে বর্ণনা করেছেন, আবুয যিনাদ থেকে, তিনি আল-আরাজ থেকে, তিনি আবু হুরায়রা

(আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে। আবু হুরায়রা বলেছেন: রাসূলুল্লাহ (আল্লাহ তাঁর প্রতি শান্তি ও কল্যাণ বর্ষণ করুন) বলেছেন। সুফিয়ান বলেছেন, আবুয যিনাদ বলেছেন: "আমাদের প্রতিপালক, যিনি মহিমাম্বিত ও মহান, এমন দুজন ব্যক্তিকে দেখে হেসেছেন যে, তাদের একজন তার সঙ্গীকে হত্যা করে, অতঃপর তারা দুজনেই জান্নাতে প্রবেশ করে।"

(ص: 463) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1052 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ، فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ»

[ص: 464]

1053 - حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ الْحُمَيْدِيَّ، وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الْحَدِيثِ يَقُولُ: هَذَا الْحَقُّ وَهَذَا الْحَقُّ وَيَتَكَلَّمُ بِهِ وَابْنُ عُيَيْنَةَ سَاكِتٌ، قَالَ أَبِي: مَا يُنْكِرُ قَوْلَهُ كَأَنَّهُ أُعْجِبَهُ

"

1052 - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান আবুয যিনাদ থেকে, তিনি আল-আরাজ থেকে, তিনি আবু হুরায়রা (রা.) থেকে, তিনি নবী কারীম (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: "তোমাদের কেউ যখন আঘাত করে, সে যেন মুখমণ্ডল পরিহার করে। কেননা আল্লাহ তায়ালা আদমকে তাঁর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন।"

পৃষ্ঠা: ৪৬৪

1053 - আমার পিতা বলেছেন: আমি আল-হুমাইদিকে বলতে শুনেছি, আর সুফিয়ান এই হাদীসটি আমাদের কাছে বর্ণনা করছিলেন এবং বলছিলেন: "এটিই সত্য এবং এটিই সত্য।" আর তিনি এ বিষয়ে কথা বলছিলেন, অথচ ইবনু উয়াইনাহ নীরব ছিলেন। আমার পিতা বলেছেন: তিনি (ইবনু উয়াইনাহ) তাঁর (আল-হুমাইদির) কথাকে অস্বীকার করেননি, যেন এটি তাঁর কাছে পছন্দনীয় ছিল।

1054 - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ، نَا عُثْمَانُ بْنُ حِصْنٍ بْنِ عَلَاقِ الْقُرَشِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ رُوَيْمٍ، يَقُولُ: إِنَّ رَجُلًا لَقِيَ كَعْبَ الْأَحْبَارِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَحَيَّاهُ، وَدَعَا لَهُ حَتَّى أَرْضَاهُ، فَسَأَلَهُ كَعْبٌ «مَنْ هُوَ؟» قَالَ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، قَالَ: «فَلَعَلَّكَ مِنَ الْجُنْدِ الَّذِينَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ»، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هُمْ؟ قَالَ: «أَهْلُ حِمَصَ»، قَالَ: لَسْتُ مِنْهُمْ، قَالَ: «فَلَعَلَّكَ مِنَ الْجُنْدِ الَّذِينَ يُعْرِفُونَ فِي الْجَنَّةِ بِثِيَابٍ خُضْرٍ»، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هُمْ؟ قَالَ: «أَهْلُ دِمَشْقَ»، قَالَ: قُلْتُ لَسْتُ مِنْهُمْ، قَالَ: «فَلَعَلَّكَ مِنَ الْجُنْدِ الَّذِينَ هُمْ فِي ظِلِّ عَرْشِ الرَّحْمَنِ جَلَّ وَعَزَّ»، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هُمْ؟ قَالَ: «هُمْ أَهْلُ الْأُرْدُنِّ»، قَالَ: قُلْتُ: لَسْتُ مِنْهُمْ، قَالَ: «فَلَعَلَّكَ مِنَ الْجُنْدِ الَّذِينَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ عَزَّ وَجَلَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ»، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هُمْ؟ قَالَ: «أَهْلُ فَلَسْطِينَ»، قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، أَنَا مِنْهُمْ

১০৫৪ - আমাদেরকে আবু আহমদ আল-হাইসাম ইবনু খারিজাহ হাদীস শুনিয়েছেন, আমাদেরকে উসমান ইবনু হিসন ইবনু আল্লাক আল-কুরাশী বলেছেন: আমি উরওয়াহ ইবনু রুওয়াইমকে বলতে শুনেছি: এক ব্যক্তি কাব আল-আহবার-এর সাথে সাক্ষাৎ করলো এবং তাকে সালাম দিল ও শুভেচ্ছা জানালো এবং তার জন্য দোয়া করলো, যতক্ষণ না তিনি সন্তুষ্ট হলেন। তখন কাব তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "সে কোথাকার?" লোকটি বললো, "সে শামের (বৃহত্তর সিরিয়ার) অধিবাসী।" কাব বললেন, "হতে পারে তুমি সেই সৈন্যদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের মধ্যে সত্তর হাজার ব্যক্তি বিনা হিসাব ও আযাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" লোকটি বললো, "আমি বললাম, তারা কারা?" কাব বললেন, "হিমসের অধিবাসীরা।" লোকটি বললো, "আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।" কাব বললেন, "তাহলে হতে পারে তুমি সেই সৈন্যদের অন্তর্ভুক্ত, যারা জান্নাতে সবুজ পোশাক দ্বারা পরিচিত হবে।" লোকটি বললো, "আমি বললাম, তারা কারা?" কাব বললেন, "দামেস্কের অধিবাসীরা।" লোকটি বললো, "আমি বললাম, আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।" কাব বললেন, "তাহলে হতে পারে তুমি সেই সৈন্যদের অন্তর্ভুক্ত, যারা পরম করুণাময় আল্লাহর আরাশের (সিংহাসনের) ছায়ায় থাকবে, যিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত।" লোকটি বললো, "আমি বললাম, তারা কারা?" কাব বললেন, "তারা জর্ডানের

অধিবাসী।" লোকটি বললো, "আমি বললাম, আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।" কাব বললেন, "তাহলে হতে পারে তুমি সেই সৈন্যদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের দিকে আল্লাহ তায়ালা প্রতিদিন দুইবার দৃষ্টিপাত করেন।" লোকটি বললো, "আমি বললাম, তারা কারা?" কাব বললেন, "ফিলিস্তিনের অধিবাসীরা।" লোকটি বললো, "হ্যাঁ, আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত।"

(ص: 464) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1055 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ بْنِ سَكْنٍ، قَالَتْ: لَمَّا تَوَفَّي سَعْدُ بْنُ [ص: 465] مُعَاذٍ صَاحَتْ أُمُّهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمِّ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ: «لِيَزَقَا دَمْعُكَ، وَيَذْهَبَ حُزْنُكَ فَإِنَّ ابْنَكَ أَوَّلُ مَنْ ضَحِكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ وَاهْتَزَّ لَهُ الْعَرْشُ»

১০৫৫ - আমাকে আমার পিতা বর্ণনা করেছেন, তাঁকে ইয়াযীদ ইবনে হারুন বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে ইসমাইল ইবনে আবী খালিদ জানিয়েছেন, তিনি ইসহাক ইবনে রাশিদ থেকে, তিনি আনসারদের একজন মহিলা থেকে যার নাম আসমা বিনতে ইয়াযীদ ইবনে সাকান। তিনি বলেন: যখন সাদ ইবনে মুআয ইন্তেকাল করলেন, তার মা চিৎকার করে উঠলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদ ইবনে মুআযের মাকে বললেন: [পৃষ্ঠা: ৪৬৫] "তোমার অশ্রু থামুক এবং তোমার দুঃখ দূর হোক। কেননা তোমার পুত্রই প্রথম ব্যক্তি যার প্রতি মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ হাসি দিয়েছেন এবং যার জন্য আরশ কেঁপে উঠেছে।"

(ص: 465) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1056 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ سُلَيْمَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " مَا نَظَرَ اللَّهُ إِلَى شَيْءٍ إِلَّا رَحِمَهُ، قَالَ: وَكَانَ يَحْلِفُ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَوْ نَظَرَ اللَّهُ إِلَى أَهْلِ النَّارِ لَرَحِمَهُمْ، وَلَكِنَّهُ قَضَى أَنَّهُ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ "

1056 - আমার পিতা আমাকে আব্দুর রাযযাক থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আব্দুর রাযযাক) বলেন: আমি জাফর ইবনে সুলাইমানকে আবু ইমরান থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি (জাফর) বলেন: আমি তাকে (আবু ইমরানকে) বলতে শুনেছি: "আল্লাহ কোনো কিছুর প্রতি দৃষ্টি দিলে তাকে দয়া না করে থাকেন না।" তিনি (আবু ইমরান) আরও বলেন, আর তিনি (আবু ইমরান) কসম করে বলতেন: "আল্লাহর কসম, আল্লাহ যদি জাহান্নামবাসীদের প্রতি দৃষ্টি দিতেন, তবে অবশ্যই তাদের প্রতি দয়া করতেন। কিন্তু তিনি এই ফয়সালা করেছেন যে, তিনি তাদের প্রতি দৃষ্টি দেবেন না।"

(ص: 465) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1057 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ، نَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، أَنَّ أَبَا مُوسَى، وَجَدَ كِتَابًا فَقَالَ: «لَوْلَا أَنِّي أَخَشَى أَنْ يَكُونَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَأَحْرَقْتُهُ»

1057 - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, উমাইয়া ইবনু খালিদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান ইবনু সাঈদ আস-সাওরী আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তালহা ইবনু ইয়াহইয়া থেকে, তিনি আবু বুরদাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবু মূসা একটি কিতাব পেয়েছিলেন, অতঃপর তিনি বললেন: "যদি আমার ভয় না থাকতো যে, এর মধ্যে আল্লাহর কিতাবের (কুরআনের) কিছু অংশ থাকতে পারে, তাহলে আমি অবশ্যই তা পুড়িয়ে ফেলতাম।"

(ص: 466) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1058 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، نَا مُعْتَبِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: "لَقَدْ اهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحْمَنِ جَلًّا وَعَزَّ بِجَنَازَةِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَفَسَّرَهُ الْحَسَنُ: فَرَحًا يُرَوِّحُهُ"

১০৫৮ - আমাকে মুহাম্মাদ ইবনু আবী বকর আল-মুকাদ্দামী বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন,) মুতামির তাঁর পিতা থেকে, তিনি হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন, যিনি বলেন: "নিশ্চয়ই পরম দয়াময় (আল্লাহ), যিনি মহিমাম্বিত ও পরাক্রমশালী, তাঁর আরশ সাদ-এর জানাজায় কেঁপে

উঠেছিল, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন।" অতঃপর হাসান এর ব্যাখ্যা করেছেন: "(এটি ছিল) আনন্দস্বরূপ, যা তাঁকে স্বস্তি দেয়।"

(ص: 466) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1059 - حَدَّثَنِي أَبُو أَحْمَدَ الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ، أَنَا أَبُو الرَّبِيعِ يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ عُثْبَةَ السَّلَمِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ خَلَقَهُ فَضَرَبَ كَتِفَهُ الْيُمْنَى، فَأَخْرَجَ [ص: 467] ذُرِّيَّتَهُ سَوْدَاءَ كَانَتْهُمْ الْحُمُ، فَقَالَ لِلَّذِي فِي يَمِينِهِ: إِلَى الْجَنَّةِ وَلَا أَبَايَ، وَقَالَ لِلَّذِي فِي يَسَارِهِ: إِلَى النَّارِ وَلَا أَبَايَ "

1059 - আবু আহমাদ আল-হাইসাম ইবনু খারিজাহ আমাকে বর্ণনা করেছেন, তাঁকে আবু আর-রাবী (অর্থাৎ সুলাইমান ইবনু 'উতবাহ আস-সুলামী) বর্ণনা করেছেন, তিনি ইউনুস ইবনু মাইসারাহ ইবনু হালবাস থেকে, তিনি আবু ইদরীস থেকে, তিনি আবুদ-দারদা থেকে, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: "আল্লাহ তা'আলা যখন আদম (আলাইহিস সালাম)-কে সৃষ্টি করলেন, তখন তাঁর ডান কাঁধে আঘাত করলেন, অতঃপর [পৃষ্ঠা: ৪৬৭] সেখান থেকে তাঁর বংশধরদেরকে বের করে আনলেন, যারা লাভার মতো কালো ছিল। তখন তিনি তাঁর ডানের দিকের (বংশধরদের) উদ্দেশ্যে বললেন: 'তোমরা জান্নাতে যাও, আমি পরোয়া করি না।' আর তাঁর বামের দিকের (বংশধরদের) উদ্দেশ্যে বললেন: 'তোমরা জাহান্নামে যাও, আমি পরোয়া করি না।'"

(ص: 467) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1060 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَرَوِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُعْتَبِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، {وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي} [طه: 39] قَالَ: «يُرَبَّى بِعَيْنِ اللَّهِ»

১০৬০ - আমাকে মুহাম্মাদ ইবন আবী বাকর ইবন আলী আল-মুরাদামী ও সুওয়াইদ ইবন সাজিদ আল-হারাভী বর্ণনা করেছেন। তারা উভয়েই বলেছেন: আমাদেরকে মুতামির ইবন সুলাইমান তাঁর পিতা সূত্রে, তিনি আবু ইমরান আল-জাওনী সূত্রে বর্ণনা করেছেন। {আর যেন তুমি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হও।} [সূরা ত্বাহা: ৩৯] তিনি (আবু ইমরান আল-জাওনী) বলেছেন: «তাকে আল্লাহর তত্ত্বাবধানে লালন-পালন করা হবে।»

(ص: 467) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1061 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا أَبُو الْمُغِيرَةِ الْخَوْلَانِيُّ، نَا صَفْوَانُ، سَبِعْتُ أَيْفَعَ بْنَ عَبْدِ الْكَلَّاعِيِّ، وَهُوَ يَعِظُ النَّاسَ، وَيَقُولُ: "إِنَّ الرَّحِمَ رِذْفُ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ مُتَدَلِّيَةٌ إِلَى الْهَوَاءِ فِي جَهَنَّمَ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ مَنْ وَصَلَنِي فَصِلْهُ وَمَنْ قَطَعَنِي فَاقْطَعْهُ"

1061 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আবুল মুগীরা আল-খাওলানী আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, সাফওয়ান আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আমি আইফা ইবনে আবদ আল-কালাসীকে শুনেছি, যখন তিনি লোকেদের উপদেশ দিচ্ছিলেন এবং বলছিলেন: "নিশ্চয়ই আত্মীয়তা (রাহেম) মহামহিম প্রতিপালকের সহগামী (رِذْفُ), যা জাহান্নামে শূন্যে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। সে বলে: হে আল্লাহ, যে আমার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে, আপনি তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখুন; আর যে আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, আপনি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করুন।"

(ص: 467) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1062 - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ الْكَرْخِيُّ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، نَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ [ص: 468] السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، {مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى} [النجم: 11] قَالَ: «رَأَاهُ بِفُؤَادِهِ مَرَّتَيْنِ»

১০৬২ - আমাকে ইব্রাহিম ইবনু দীনার আল-কারখি বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে উবাইদুল্লাহ ইবনু মুসা বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে ইসরাঈল বর্ণনা করেছেন, সুদী থেকে, [পৃষ্ঠা: ৪৬৮] আবু সালিহ থেকে (বর্ণিত), "{হৃদয় যা দেখেছে, তা মিথ্যা বলেনি।}" [সূরা আন-নাজম: ১১] তিনি বলেছেন: "তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) তা তাঁর হৃদয় দিয়ে দুইবার দেখেছিলেন।"

1063 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ عَجَلَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْإِمَامُ الْكَذَّابُ، وَالشَّيْخُ الرَّآئِي، وَالْعَائِلُ الْبَزْهُوُّ"

১০৬৩ - আমার পিতা, আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন, আমাকে বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান বর্ণনা করেছেন, ইবনে আজলান থেকে, তিনি (ইবনে আজলান) বলেন: আমি আমার পিতাকে শুনেছি, আবু হুরায়রা থেকে, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন, তিনি (আবু হুরায়রা) বলছিলেন: আমি নাবী (তাঁর উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক)-কে বলতে শুনেছি: "তিন শ্রেণীর মানুষ রয়েছে যাদের প্রতি আল্লাহ, পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত সত্তা, পুনরুত্থান দিবসে (রহমতের) দৃষ্টি দেবেন না: মিথ্যাবাদী শাসক, ব্যভিচারী বৃদ্ধ, এবং অহংকারী দরিদ্র।"

1064 - كَتَبَ إِلَيَّ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كَتَبْتُ إِلَيْكَ بِخَطِّ يَدِي وَخَتَمْتُ الْكِتَابَ بِخَاتَمِي، وَنَقَشَهُ اللَّهُ وَلِيُّ سَعِيدٍ وَهُوَ خَاتَمُ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، فَذَكَرَ أَنَّ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ [ص: 469] حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي الْهَادِ عَنِ الْحَارِثِ الزُّرْقِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَجُلٍ يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبْرِهَا»

১০৬৪ - কুতায়বা ইবনে সাঈদ আমাকে লিখেছেন, আমি আপনাকে আমার নিজ হাতে লিখেছি এবং আমার মোহর দিয়ে চিঠিটি সীল করেছি। এর উপর খোদাই করা আছে "আল্লাহ সাঈদের অভিভাবক" (الله ولي سعيد), আর এটি আমার পিতার মোহর ছিল, আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন। অতঃপর তিনি উল্লেখ করেছেন যে, লায়স ইবনে সাদ (পৃষ্ঠা: ৪৬৯) তাঁদেরকে আবু আল-হাদ থেকে, তিনি আল-হারিস আল-যুরাকি থেকে, তিনি আবু হুরায়রাহ (আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (তাঁর উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত

হোক) বলেছেন: "মহিমাম্বিত ও গৌরবাম্বিত আল্লাহ এমন ব্যক্তির দিকে তাকান না যে তার স্ত্রীর সাথে তার পায়খানার পথে সহবাস করে।"

(ص: 469) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1065 - حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ، نَا عُثْمَانُ بْنُ عَلَاقٍ وَهُوَ عُثْمَانُ بْنُ حِصْنِ بْنِ عَلَاقٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ رُوَيْمٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَنَّ الْمَلَائِكَةَ قَالُوا: رَبَّنَا خَلَقْتَنَا وَخَلَقْتَ بَنِي آدَمَ فَجَعَلْتَهُمْ يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَشْرَبُونَ الشَّرَابَ وَيَلْبَسُونَ الثِّيَابَ وَيَأْتُونَ النِّسَاءَ وَيَرْكَبُونَ الدَّوَابَّ وَيَنَامُونَ وَيَسْتَرِيحُونَ، وَلَمْ تَجْعَلْ لَنَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَاجْعَلْ لَهُمُ الدُّنْيَا، وَاجْعَلْ لَنَا الْآخِرَةَ، فَقَالَ اللَّهُ، عز وجل: لَا، فَأَعَادُوا الْقَوْلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: لَا أَجْعَلْ صَالِحَ ذُرِّيَّةٍ مَنْ خَلَقْتَ بِيَدَيَّ وَنَفَخْتَ فِيهِ مِنْ رُوحِي كُنْ قُلْتُ لَهُ كُنْ فَكَانَ "

1065 - আল-হাইসাম ইবনু খারিজাহ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তাকে উসমান ইবনু আল্লাক (যিনি উসমান ইবনু হিসন ইবনু আল্লাক) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: আমি উরওয়াহ ইবনু রুওয়াইমকে বলতে শুনেছি: আনসারী আমাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অবহিত করেছেন যে, ফেরেশতাগণ বললেন: "হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং আদম সন্তানদেরও সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আপনি তাদেরকে খাদ্য ভক্ষণকারী, পানীয় পানকারী, বস্ত্র পরিধানকারী, নারীদের নিকট গমনকারী, বাহনে আরোহণকারী, নিদ্রা যাপনকারী এবং বিশ্রাম গ্রহণকারী বানিয়েছেন। অথচ আপনি এর কোন কিছুই আমাদের জন্য রাখেননি। অতএব, তাদের জন্য পার্থিব জীবন নির্ধারিত করুন, আর আমাদের জন্য পরকাল নির্ধারিত করুন।" তখন আল্লাহ, মহান ও মহিমাম্বিত, বললেন: "না।" অতঃপর তারা তিনবার এই কথাটি পুনরাবৃত্তি করলো। প্রতিবারই তিনি (আল্লাহ) বলছিলেন: "যাকে আমি নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি এবং যার মধ্যে আমার রূহ ফুঁকে দিয়েছি, তার সৎ বংশধরকে এমন কারো মতো করব না, যাকে আমি হও বলতেই হয়ে গেল।"

(ص: 469) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1066 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، نَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ نَوْفٍ، قَالَ: "أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى الْجِبَالِ أَنِّي نَازِلٌ عَلَى جَبَلٍ مِنْكَ، قَالَ: فَتَطَاوَلَتِ الْجِبَالُ وَتَوَاضَعَ طُورُ سَيْنَاءَ، وَقَالَ: إِنَّ قُدِّرَ لِي شَيْءٌ فَسَيَأْتِيَنِي، فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ أَنِّي نَازِلٌ عَلَيْكَ لِتَوَاضِعِكَ وَرِضَاكَ بِقُدْرِي "

1067 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ نَوْفٍ، بِمِثْلِهِ

১০৬৬ - মুহাম্মাদ ইবনু আবী বকর আল-মুকাদামী আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: মুতামির আমাদের কাছে তার পিতা থেকে, তিনি আবু ইমরান আল-জাওনী থেকে, তিনি নাওফ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন: "আল্লাহ তাআলা পাহাড়সমূহের প্রতি প্রত্যাদেশ পাঠালেন যে, আমি তোমাদের মধ্য থেকে একটি পাহাড়ে অবতরণ করব। নাওফ বলেন: তখন পাহাড়গুলো নিজেদেরকে দীর্ঘায়িত করল, আর তুর সিনাই বিনয়ানত হলো এবং বলল: যদি আমার জন্য কিছু নির্ধারিত থাকে, তবে তা আমার কাছে আসবেই। তখন আল্লাহ তাআলা তার প্রতি প্রত্যাদেশ পাঠালেন যে, আমি তোমার বিনয় এবং আমার নির্ধারণের প্রতি তোমার সন্তুষ্টির কারণে তোমার উপরই অবতরণ করব।"

১০৬৭ - মুহাম্মাদ ইবনু আবী বকর আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: মুআয ইবনু হিশাম আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমার পিতা আমাকে আবু ইমরান আল-জাওনী থেকে, তিনি নাওফ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

(ص: 470) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1068 - كَتَبَ إِلَيَّ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ يَذْكُرُ أَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُمْ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ قُبَّحَ اللَّهِ وَجْهَكَ وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَهَ وَجْهَكَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى صُورَتِهِ»

১০৬৮ - কুতাইবাহ ইবনু সাঈদ আমাকে লিখেছেন যে, তিনি উল্লেখ করেছেন আল-লাইস তাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, ইবনু আজলান থেকে, তিনি সাঈদ আল-মাকবুরী থেকে, তিনি আবু হুরায়রা (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন) থেকে, যে নাবী (তাঁর উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক) বলেছেন: "তোমাদের কেউ যেন না বলে: আল্লাহ তোমার চেহারাকে বিকৃত করুন এবং যে তোমার চেহারার মতো তার চেহারাকেও। কারণ মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ আদমকে (তাঁর উপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক) তাঁর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন।"

(ص: 470) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1069 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا أَبُو الْمُغِيرَةِ الْخَوْلَانِيُّ، نَا الْأَوْزَاعِيُّ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُخَوِّفَ عِبَادَهُ أَبْدَى عَنْ بَعْضِهِ إِلَى الْأَرْضِ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَزَلُّزُ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ تُدْمَدَمَ عَلَى قَوْمٍ تَجَلَّى لَهَا»

1069 - আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আবু আল-মুগীরাহ আল-খাওলানি আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আল-আওয়ায়ী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, ইয়াহিয়া ইবনে আবি কাসির আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, ইকরামাহ থেকে, তিনি বললেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা যখন তাঁর বান্দাদের ভয় দেখাতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি পৃথিবীর প্রতি তাঁর (কুদরতের) কিছু প্রকাশ ঘটান। ফলে তখন তা (পৃথিবী) প্রকম্পিত হয়। আর যখন তিনি কোনো জাতিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি তাদের উপর সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হন।"

(ص: 470) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1070 - حَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ سُرَيْجٌ فِي حَدِيثِهِ: أَنَا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاءِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، يَرْفَعُ الْحَدِيثَ، قَالَ: "ثَلَاثٌ يَضْحَكُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِمْ: الرَّجُلُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي، وَالْقَوْمُ إِذَا صَفُّوا فِي الصَّلَاةِ، وَالْقَوْمُ إِذَا صَفُّوا لِقِتَالِ الْعَدُوِّ"

1070 - সুরাইজ ইবন ইউনুস এবং আহমদ ইবন মানী আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁরা উভয়ে বলেছেন: আমাদের কাছে হুশাইম হাদিস বর্ণনা করেছেন। সুরাইজ তাঁর হাদিসে বলেছেন: আমাকে মুজালিদ ইবন সাঈদ, তিনি আবু আল-ওয়াদাক থেকে, তিনি আবু সাঈদ আল-খুদরি থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবু সাঈদ আল-খুদরি) হাদিসটিকে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে সম্পর্কিত করেছেন। তিনি (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তিন শ্রেণির লোক আছেন, যাঁদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা প্রসন্ন হন: সেই ব্যক্তি যখন রাতের বেলায় সালাত আদায়ের জন্য দাঁড়ায়; সেই সম্প্রদায় যখন সালাতের জন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ায়; এবং সেই সম্প্রদায় যখন শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সারিবদ্ধ হয়।"

(ص: 471) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1071 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، نَا ابْنُ عَجَلَانَ، حَدَّثَنِي سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوُجْهَ، وَلَا يَقُلْ: قَبَّحَ اللَّهُ وَجْهَكَ وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَهَ وَجْهَكَ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ"

1071 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, ইবনু আজলান আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, সাঈদ আমাকে বর্ণনা করেছেন, আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যখন তোমাদের কেউ (কাউকে) প্রহার করে, তখন সে যেন মুখমণ্ডল পরিহার করে। আর সে যেন না বলে: আল্লাহ তোমার মুখমণ্ডলকে এবং তোমার মুখমণ্ডলের সদৃশ মুখমণ্ডলকে কুৎসিত করুন। কেননা আল্লাহ তাআলা আদমকে তাঁর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন।"

(ص: 471) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1072 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، نَا مُضَرُّ الْقَارِيُّ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يَقُولُ: «لَوْ عَلِمَ الْعَابِدُونَ فِي الدُّنْيَا أَنَّهُمْ لَا يَرَوْنَ رَبَّهُمْ جَلَّ وَعَزَّ فِي الْآخِرَةِ لَذَابَتْ أَنْفُسُهُمْ فِي الدُّنْيَا»

১০৭২ - উবাইদুল্লাহ ইবন উমার আল-কাওয়ারিরী আমাকে বর্ণনা করেছেন, মুদার আল-কারি বর্ণনা করেছেন, আব্দুল ওয়াহিদ ইবন যায়দ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: আমি হাসানকে (আল-বাসরি) বলতে শুনেছি: "যদি দুনিয়াতে ইবাদতকারীরা জানত যে, তারা আখিরাতে তাদের মহিমাম্বিত ও পরাক্রমশালী প্রতিপালককে দেখতে পাবে না, তবে তাদের আত্মা দুনিয়াতেই বিগলিত হয়ে যেত।"

(ص: 471) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1073 - حَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، نَا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ يَغْنِي الْعَبَّيَّ، نَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ كُلَّ عَشِيَّةٍ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى صَلَاةِ الْمَغْرِبِ يَنْظُرُ إِلَى أَعْمَالِ بَنِي آدَمَ»

1073 - আমাকে সুরাইজ ইবনে ইউনুস বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে আবু আব্দুল সামাদ – অর্থাৎ আল-আম্মি – বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে আবু ইমরান আল-জাওনি আব্দুল মালিক ইবনে হাবিব বর্ণনা করেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনে রাবাহ আল-আনসারী থেকে, কাব থেকে, তিনি বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক সন্ধ্যায় আসরের সালাত থেকে মাগরিবের সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে অবতরণ করেন, আদম সন্তানের আমলসমূহ দেখার জন্য।"

(ص: 471) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1074 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الصُّخَيْ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا {الر} [القدر: 4]: أَنَا اللَّهُ أَرَى

1074 - আমাকে আমার পিতা বর্ণনা করেছেন, ওয়াকী শারীক থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি আত্বা ইবন আস-সায়িব থেকে, তিনি আবুদ-দুহা থেকে, তিনি ইবন আব্বাস (আল্লাহ তাঁদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণনা করেছেন যে: "{আলিফ-লাম-রা}" [সূরা আল-রুদ: 8] এর ব্যাখ্যা হলো: "আমিই আল্লাহ, আমি দেখি।"

(ص: 472) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1075 - حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، نَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: فِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ «بَلْ يَدَاهُ بُسْطَانٌ»

1075 - আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আবু দাউদ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, শুবাহ আল-হাকাম থেকে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: ইবনে মাসউদের কিরাআতে আছে, "বরং তাঁর উভয় হস্ত প্রশস্ত।"

(ص: 472) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1076 - حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ، نَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُقَبِّحُوا الْوَجْهَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَةِ الرَّحْمَنِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى»

1076 - আবু মামার আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি জারীর থেকে, তিনি আল-আমাশ থেকে, তিনি হাবীব ইবনে আবি ছাবিত থেকে, তিনি আতা থেকে, তিনি ইবনে উমার, আল্লাহ তাআলা তাঁদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হোন, থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ, আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর উপর, বলেছেন: “তোমরা চেহারার কুৎসা করো না, কারণ আল্লাহ তাআলা আদমকে দয়াময় (রহমান)-এর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বরকতময় ও সুউচ্চ।”

(ص: 472) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1077 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الصَّمدِ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي الْأَعْمَشَ، عَنْ شَمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «يُجَاءُ بِالنَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الْبِيزَانِ فَيُجَادِلُونَ عِنْدَهُ أَشَدَّ الْجِدَالِ»

1077 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন; আবদুস সামাদ আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন; শুবা আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন; তিনি সুলাইমান অর্থাৎ আল-আমাশ থেকে; তিনি শিমর ইবনে আতিয়া থেকে; তিনি আবু আল-আহওয়াস থেকে; তিনি আবদুল্লাহ (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে। আবদুল্লাহ বলেছেন: "কিয়ামতের দিন মানুষদেরকে ওজন মাপার পাল্লার কাছে আনা হবে। অতঃপর তারা তার কাছে কঠিনতম বিতর্কে লিপ্ত হবে।"

(ص: 472) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1078 - حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ أَبُو مَعْمَرٍ، نَا الْمُفَضَّلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نَا عُمَرُ بْنُ عَامِرٍ [ص: 473]، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ الْهَلَالِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا تَجَلَّى لَشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ خَشَعَ لَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَصَلُّوا رُكْعَتَيْنِ»

১০৭৮ - আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইসমাইল আবু মামার, আমাদেরকে [হাদীস বর্ণনা করেছেন] মুফাদ্দাল ইবন উবায়দিলাহ, আমাদেরকে [হাদীস বর্ণনা করেছেন] উমার ইবন আমির **পৃষ্ঠা: ৪৭৩**, কাতাদাহ থেকে, আবু কিলাবাহ থেকে, কাবীসাহ আল-হিলালী থেকে, যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: «নিশ্চয় সূর্য ও চন্দ্র কারো মৃত্যুর কারণে গ্রহণ লাগে না, বরং আল্লাহ তাআলা যখন তাঁর সৃষ্টির কোনো কিছুর প্রতি তাজাল্লী (প্রকাশিত) হন, তখন তা তাঁর প্রতি বিনম্র হয়। সুতরাং যখন তোমরা এমন কিছু দেখ, তখন দুই রাকাত সালাত আদায় করো।»

(ص: 473) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1079 - حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ مُحَمَّدٍ ابْنِ أُخْتِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ يَعْنِي ابْنَ السَّائِبِ، عَنِ الْأَعْرَجِ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: «الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعِظْمَةُ إِزَارِي فَتَنْ نَازَعَنِي شَيْئًا مِنْهُمَا أَلْقَيْتُهُ فِي جَهَنَّمَ»

1079 - আমার বাবা আমাকে বলেছেন, আমাদেরকে আমার ইবনু মুহাম্মাদ, যিনি সুফিয়ান আস-সাওরীর বোনের ছেলে, আতা থেকে, অর্থাৎ ইবনুস সা-ইব থেকে, আল-আগার আবু মুসলিম থেকে, আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত বলেন: “শ্রেষ্ঠত্ব আমার চাদর এবং মহত্ত্ব আমার লুঙ্গি। যে ব্যক্তি এই দুটির কোনো একটি নিয়ে আমার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব।”

(ص: 473) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1080 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا أَبُو الْبُغَيْرَةِ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ أَبِيهَا خَالِدٍ يَعْنِي ابْنَ مَعْدَانَ، قَالَ: «عَيْنُ اللَّهِ تَعَالَى فَوْقَ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ، وَفَوْقَ سَبْعِ أَرْضِينَ وَالْأُخْرَى فَضْلٌ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ»

1080 - আমার পিতা আমাকে শুনিয়েছেন, আবু আল-মুগীরা আমাদের শুনিয়েছেন, আবদা আমাদের শুনিয়েছেন, তার পিতা খালিদ থেকে, অর্থাৎ ইবনে মাদান থেকে, তিনি বলেছেন: "আল্লাহ তাআলার চোখ সাত আসমানের উপরে, এবং সাত জমিনের উপরে, আর অপরটি সবকিছু থেকে শ্রেষ্ঠ।"

(ص: 474) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1081 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، بِمَكَّةَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «إِنَّ الْعَرْشَ لَمَطُوقٌ بِحَيَّةٍ، وَإِنَّ الْوَحْيَ لَيَنْزِلُ فِي السَّلَاسِلِ»

1081 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, মুআয ইবনু হিশাম মক্কায় আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি (মুআয) বলেন, আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, কাতাদাহ থেকে, তিনি কাছীর ইবনু আবী কাছীর থেকে, তিনি আবু ইয়ায থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: "নিশ্চয়ই আরশ একটি সাপ দ্বারা বেষ্টিত এবং নিশ্চয়ই ওহী শিকলসমূহের ন্যায় নাযিল হয়।"

(ص: 474) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1082 - حَدَّثَنِي أَبِي نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي صَفْوَانَ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: «مَا أَلْتَقَى صَفَّانٌ إِلَّا وَبَيْنَهُمَا يَدُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا أَمَالَهَا عَلَى هَؤُلَاءِ انْهَزَمُوا، وَإِذَا أَمَالَهَا عَلَى هَؤُلَاءِ انْهَزَمُوا» قَالَ أَبِي: سَبْعَتُهُ مِنْ مُعَاذٍ بِأَلْيَمَنِ فِي قَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا: الْكَدْرَاءُ

১০৮২ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, মুআয ইবনু হিশাম আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি (মুআয) বলেছেন যে, তাঁর পিতা তাঁকে আলী ইবনুল হাকামের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যিনি আবু সাফওয়ান মুজাহিদের সূত্রে, যিনি আবদুল্লাহ ইবনু আমর থেকে বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনু আমর বলেছেন: «যখনই দুটি সারি (সেনাবাহিনী) মুখোমুখি হয়, তখন তাদের মাঝে মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর হাত থাকে। সুতরাং, যখন তিনি (আল্লাহ) সেটিকে (তাঁর হাত) একদলের দিকে ঘুরিয়ে দেন, তখন তারা পরাজিত হয়, আর যখন তিনি সেটিকে অন্যদের দিকে ঘুরিয়ে দেন, তখন তারা পরাজিত হয়।» আমার পিতা বলেছেন: আমি এটি মুআযের কাছ থেকে ইয়েমেনের আল-কাদরা নামক একটি গ্রামে শুনেছি।

(ص: 474) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1083 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورِ الْعِزَّةِ، وَخُلِقَ إِبْلِيسُ مِنْ نَارِ الْعِزَّةِ»

1083 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, ইয়াহইয়া ইবনু আদম আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, ইবনুল মুবারক আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, ইসমাইল থেকে, আবু সালিহ

থেকে, ইকরিমা থেকে, তিনি বলেছেন: «ফেরেশতাদেরকে মাহাত্ম্যের নূর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং ইবলিসকে মাহাত্ম্যের আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।»

(ص: 475) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1084 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا أَبُو أُسَامَةَ، نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَلَائِكَةَ مِنْ نُورِ الذِّرَاعَيْنِ وَالصَّدْرِ»

১০৮৪ - আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আবু উসামা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, হিশাম ইবন উরওয়াহ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তাঁর পিতা থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: «আল্লাহ পরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত, ফেরেশতাদেরকে দুই বাহু ও বক্ষের আলো থেকে সৃষ্টি করেছেন»

(ص: 475) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1085 - حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ يَعْنِي الْأَعْرَجَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، {وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى} [ص: 25] قَالَ: «يَقُولُ أَذْنُهُ أَذْنُهُ إِلَى مَوْضِعِ اللَّهِ أَعْلَمُ بِهِ»

1086 - حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ، نَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: «حَتَّى يَضَعَ بَعْضُهُ عَلَيْهِ»

1087 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، نَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «حَتَّى يَأْخُذَ بِقَدَمِهِ»

১০৮৫ - আমাকে আবু মামার বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে সুফিয়ান বর্ণনা করেছেন, তিনি হুমায়দ থেকে, অর্থাৎ আল-আরাজ থেকে, তিনি মুজাহিদ থেকে, তিনি উবায়দ ইবনে উমাইর থেকে, [আল্লাহর বাণী] "নিশ্চয়ই তার জন্য আমাদের কাছে রয়েছে নৈকট্য।" [সূরা সাদ: ২৫]

সম্পর্কে তিনি বললেন: "বলা হবে, কাছে এসো, কাছে এসো — এমন এক স্থানে যার সম্পর্কে আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।"

১০৮৬ - আমাকে আবু মামার বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে ওয়াকী বর্ণনা করেছেন, তিনি সুফিয়ান থেকে, তিনি মানসূর থেকে, তিনি মুজাহিদ থেকে, তিনি উবায়দ ইবনে উমাইর থেকে। তিনি বললেন: "যতক্ষণ না তার কিছু অংশ তার উপরে রাখা হয়।"

১০৮৭ - আমাদের কাছে আবু মামার বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে ইবনে ইদরীস বর্ণনা করেছেন, তিনি লাইস থেকে, তিনি মুজাহিদ থেকে। তিনি বললেন: "যতক্ষণ না সে তার পা ধরে।"

(ص: 476) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1088 - كَتَبَ إِلَيَّ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ كَتَبْتُ إِلَيْكَ بِخَطِّي، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ، وَنِعَمَ الزَّيْدُ، مَا عَلِمْتُ كَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: «كَلَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي أَلْفِ مَقَامٍ وَكَانَ إِذَا كَلَّمَهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ رُؤْيَى النُّورِ فِي وَجْهِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَمْ يَكُنْ يَتَعَرَّضُ لِلنِّسَاءِ مُنْذُ كَلَّمَهُ رَبُّهُ، عَزَّ وَجَلَّ»

১০৮৮ - আব্বাস ইবনে আব্দুল আযীম আল-আনবারী আমাকে লিখে পাঠিয়েছেন (যে), তিনি বলেছেন, ‘আমি তোমাকে আমার হস্তাক্ষরে লিখেছি।’ য়ায়েদ ইবনে মুবারক আস-সানআনী আমার কাছে বর্ণনা করেছেন – কী চমৎকার মানুষ ছিলেন য়ায়েদ, আমার জানামতে (এমনই) ছিলেন – আমাদের কাছে মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে মিকসাম বর্ণনা করেছেন, তিনি আতা ইবনে মুসলিম থেকে, তিনি ওয়াহব ইবনে মুনাঐহ থেকে। ওয়াহব ইবনে মুনাঐহ বলেছেন: "আল্লাহ তাআলা (পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত) মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর সাথে এক হাজার স্থানে কথা বলেছেন। যখন তাঁর রব (পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত) তাঁর সাথে কথা বলতেন, তখন তিন দিন পর্যন্ত তাঁর চেহারা নূর (জ্যোতি) দেখা যেত। এবং তাঁর রব

(পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত) তাঁর সাথে কথা বলার পর থেকে তিনি নারীদের (অর্থাৎ স্ত্রীদের) সাথে (সহবাসের উদ্দেশ্যে) মিলিত হননি।"

(ص: 476) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1089 - حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ، نَا أَبُو أَحْمَدَ الرَّبِيعِيُّ، نَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ ثَوِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ أَبُو الْخَطَّابِ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَثْرِ فَقَالَ: "أُحِبُّ أَنْ أَوْتَرَ نِصْفَ اللَّيْلِ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَهْبِطُ مِنَ السَّمَاءِ الْعُلْيَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ مُذْنِبٍ، هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ، هَلْ مِنْ دَاعٍ، حَتَّى إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ ارْتَفَعَ"

1089 - হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ আমাকে বর্ণনা করেছেন। আবু আহমাদ আল-যুবাইরি ইসরাঈল থেকে, ইসরাঈল সুওয়াইর থেকে, সুওয়াইর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের মধ্য থেকে একজন ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন, যাকে আবু আল-খাত্তাব বলা হয়। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিতর (সালাত) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তখন তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "আমি মধ্যরাতে বিতর আদায় করা পছন্দ করি। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা উচ্চাকাশ থেকে সর্বনিম্ন আকাশে অবতরণ করেন এবং বলেন: কোনো গুনাহগার আছে কি? কোনো ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি? কোনো আহ্বানকারী আছে কি? যতক্ষণ না ফজর উদিত হয়, তিনি (তাঁর মহিমা নিয়ে) উপরে উঠে যান।"

(ص: 476) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1090 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الْجَوَّاءِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «مَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ السَّبْعُ وَمَا فِيهِمَا فِي يَدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا كَخَزْدَلَةٍ فِي يَدِ أَحَدِكُمْ»

১০৯০ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেছেন) মুআয ইবনু হিশাম আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেছেন) তাঁর (মুআযের) পিতা তাঁকে বর্ণনা করেছেন, (তিনি) আমার ইবনু মালিক থেকে, তিনি আবুল জাওয়া থেকে, তিনি ইবনু আব্বাস (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: "সপ্ত আকাশ ও সপ্ত পৃথিবী এবং তাদের মধ্যে যা কিছু আছে, তা পরাক্রমশালী ও মহান আল্লাহর হাতে তোমাদের কারো হাতের একটি সরিষার দানার মতো ছাড়া আর কিছুই নয়।"

(ص: 476) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1091 - كَتَبَ إِلَيَّ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ، كَتَبْتُ [ص: 477] إِلَيْكَ بِخَطِّي، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَبُو عُثْمَانَ السَّلَوِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيِّ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «إِنَّ الْكُرْسِيَّ الَّذِي وَسِعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَمْ يَضَعْ قَدَمَيْهِ، وَمَا يَقْدُرُ قَدَرُ الْعَرْشِ إِلَّا الَّذِي خَلَقَهُ، وَإِنَّ السَّمَاوَاتِ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ مِثْلُ قُبَّةٍ فِي صَحْرَاءَ»

1091 - আব্বাস ইবন আব্দুল আযীম ইবন ইসমাইল ইবন তাওবাহ আল-আম্বারী আমার নিকট লিখেছেন, (তিনি বলেছেন,) "আমি তোমাকে আমার নিজ হস্তাক্ষরে লিখেছি।" [পৃষ্ঠা: ৪৭৭] ইসহাক ইবন মানসূর আবু উসমান আস-সালুলী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, ইবরাহীম ইবন ইউসুফ ইবন আবী ইসহাক আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তার পিতা থেকে, তিনি আমাদের আদ-দূহনী থেকে, তিনি মুসলিম আল-বাত্বীন থেকে, তিনি সাঈদ ইবন জুবাইর থেকে, তিনি ইবন আব্বাস (আল্লাহ তাঁদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: «নিশ্চয়ই যে কুরসী (আসাসন) আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টন করে আছে, তা তাঁর (আল্লাহর) উভয় পায়ের রাখার স্থান। আর আরশের মর্যাদা তিনিই জানেন যিনি তা সৃষ্টি করেছেন। আর আসমানসমূহ পরম দয়ালু মহান আল্লাহর (যার মাহাত্ম্য সুউচ্চ ও যিনি মহিমান্বিত) সৃষ্টিতে যেন মরুভূমিতে স্থাপিত একটি গম্বুজ সদৃশ।»

(ص: 477) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1092 - كَتَبَ إِلَيَّ عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيِّ، كَتَبْتُ إِلَيْكَ بِخَطِّي، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُنَبِّهِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ مَعْقِلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبًا يَقُولُ، وَذَكَرَ مِنْ عَظَمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ: «إِنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ، وَالْبَحَارَ لَفِي الْهَيْكَلِ وَأَنَّ الْهَيْكَلَ لَفِي الْكُرْسِيِّ، وَإِنَّ قَدَمَيْهِ لَعَلَى الْكُرْسِيِّ، وَهُوَ يَحْمِلُ الْكُرْسِيَّ، وَقَدْ عَادَ الْكُرْسِيُّ كَالنَّعْلِ فِي قَدَمَيْهِ»

1093 - وَسُئِلَ وَهْبٌ: مَا الْهَيْكَلُ؟ فَقَالَ: شَيْءٌ مِنْ أَطْرَافِ السَّمَاءِ مُحَدَّقٌ بِالأَرْضِينَ، وَالْبَحَارُ كَأُظْنَابِ الْفُسْطَاطِ وَسُئِلَ وَهْبٌ عَنِ الأَرْضِينَ كَيْفَ هِيَ؟ قَالَ: «هِيَ سَبْعُ أَرْضِينَ مُبَهَّدَةٌ بَيْنَ كُلِّ أَرْضِينَ بَحْرٌ وَالْبَحْرُ الْأَخْضَرُ مُحِيطٌ بِذَلِكَ، وَالْهَيْكَلُ مِنْ وَرَاءِ الْبَحْرِ»

১০৯২ - আব্বাস আল-আম্বারী আমাকে লিখেছেন। (তিনি বলেছেন,) আমি তোমাকে আমার নিজ হস্তাক্ষরে লিখেছি। ইসমাঈল ইবনে আব্দুল করীম ইবনে মাকিল ইবনে মুনাবিহ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। আব্দুল সামাদ ইবনে মাকিল আমাকে বলেছেন: আমি ওয়াহবকে বলতে শুনেছি। এবং তিনি (ওয়াহব) মহান আল্লাহর মহিমা বর্ণনা করে বলেছেন: "নিশ্চয়ই সাত আসমান ও সমুদ্রসমূহ হেইকালের মধ্যে রয়েছে। আর হেইকাল কুরসীর মধ্যে রয়েছে। আর তাঁর (আল্লাহর) দুটি পা কুরসীর উপরে রয়েছে। এবং তিনি (আল্লাহ) কুরসীকে ধারণ করে আছেন। আর কুরসী তাঁর (আল্লাহর) দুই পায়ের কাছে জুতার মতো হয়ে আছে।"

১০৯৩ - এবং ওয়াহবকে জিজ্ঞাসা করা হলো: হেইকাল কী? তিনি (ওয়াহব) বললেন: এটি আসমানের প্রান্তসীমার একটি জিনিস যা পৃথিবীসমূহকে বেষ্টিত করে আছে, আর সমুদ্রসমূহ তাঁবুর রশির মতো। এবং ওয়াহবকে জিজ্ঞাসা করা হলো পৃথিবীসমূহ কেমন? তিনি বললেন: "এগুলো সাতটি সুবিন্যস্ত পৃথিবী, প্রতিটি পৃথিবীর মাঝে একটি সমুদ্র রয়েছে। আর সবুজ সমুদ্র সেগুলোকে বেষ্টিত করে আছে। এবং হেইকাল সেই সমুদ্রের বাইরে অবস্থিত।"

1094 - حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَبِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي عَبْدِي شَبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا، وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بُوعًا، وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي بُوعًا أَتَيْتُهُ أَهْرُولٌ»

১০৯৪ - আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ আর-রাযী আমাকে বর্ণনা করেছেন। মুতামির আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি আনাসকে আবু হুরাইরাহ (আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি (আবু হুরাইরাহ) নবী করীম (আল্লাহ তাঁর উপর শান্তি ও কল্যাণ বর্ষণ করুন) থেকে বর্ণনা করেছেন, যিনি তাঁর রব মহান ও মহিমাম্বিত আল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: "যখন আমার বান্দা আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই। যখন সে আমার দিকে এক হাত এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে এক বু (দুই হাত প্রসারিত করলে যে দূরত্ব হয়) এগিয়ে যাই। আর যখন সে আমার দিকে এক বু এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে দ্রুত পায়ে হেঁটে যাই।"

(ص: 478) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1095 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيُّ، نَا مُعْتَبِرٌ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَسْلَمَ الْعَجَلِيِّ، عَنْ أَبِي مَرْيَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، وَكَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنْ سَنَتِهِمْ، قَالَ: فَبَيْنَا يُحَدِّثُهُمْ إِذْ شَخَصَتْ أَبْصَارُهُمْ، قَالَ: مَا أَشْخَصَ أَبْصَارُكُمْ عَنِّي؟ قَالُوا: الْقَبْرُ، قَالَ: «فَكَيْفَ إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَهْرَةً»

1095 - মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আর-রাযী আমাকে বর্ণনা করেছেন, মুতামির (আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন), আমার পিতা আমাকে আসলাম আল-ইজলী থেকে, তিনি আবু মিরয়াহ থেকে, তিনি আবু মূসা থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু মূসা তাদের জীবনপদ্ধতি শিক্ষা দিতেন। তিনি বললেন: যখন তিনি তাদের সাথে কথা বলছিলেন, হঠাৎ তাদের দৃষ্টি উপরের দিকে স্থির হয়ে গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: কী তোমাদের দৃষ্টিকে আমার দিক থেকে সরিয়ে দিল? তারা বলল: চাঁদ। তিনি বললেন: তাহলে কেমন হবে যখন তোমরা পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত আল্লাহকে প্রকাশ্যে দেখবে?

1096 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، نَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ أَبِي الْحَوَيْرِثِ، قَالَ: «إِنَّمَا كَلَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُوسَى بِقَدْرِ مَا يُطِيقُ مُوسَى مِنْ كَلَامِهِ، وَلَوْ تَكَلَّمَ بِكَلَامِهِ كُلِّهِ لَمْ يُطِقْهُ شَيْءٌ»

1096 - মুহাম্মাদ ইবনু বাক্কার, বনু হাশিমের মাওলা আবু আব্দুল্লাহ আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি আবু মাশার থেকে, তিনি আবু আল-হুওয়াইরিস থেকে (বর্ণনা করেছেন), তিনি বলেছেন: "পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত আল্লাহ মূসার সাথে তাঁর কথার সেই পরিমাণেই কথা বলেছিলেন, যতটুকু মূসা তাঁর (আল্লাহর) কথা থেকে সহ্য করার ক্ষমতা রাখতেন। আর যদি তিনি তাঁর সব কথা বলতেন, তবে কোনো কিছুই তা সহ্য করতে পারত না।"

1097 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، نَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ أَبِي الْحَوَيْرِثِ، قَالَ: «مَكَثَ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لَا يَرَاهُ أَحَدٌ إِلَّا مَاتَ مِنْ نُورِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جَلَّ وَعَزَّ»

১০৯৭ - মুহাম্মাদ ইবনে বাক্কার আমাকে বর্ণনা করেছেন, আবু মাশার থেকে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনে মুআবিয়া আবিল হুওয়াইরিস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: "মূসা (আলাইহিস সালাম) চল্লিশ রাত এমন অবস্থায় অবস্থান করেছিলেন যে, মহান ও পরাক্রমশালী সৃষ্টিকুলের প্রতিপালকের জ্যোতি থেকে (নিঃসৃত নূরের কারণে) কেউ তাঁকে দেখলে মারা যেত।"

1098 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، نَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ: بِمَ شَبَّهْتَ صَوْتَ رَبِّكَ حِينَ كَلَّمَكَ مِنْ هَذَا الْخَلْقِ؟ قَالَ: «شَبَّهْتُ صَوْتَهُ بِصَوْتِ الرَّعْدِ حِينَ لَا يَتَرَجَّعُ»

১০৯৮ - মুহাম্মাদ ইবনে বাক্কার আমাকে বর্ণনা করেছেন, আবু মাশার আমাদেরকে মুহাম্মাদ ইবনে কাব থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: বনী ইসরাঈল মূসা, তাঁর উপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক, তাঁকে বললো: "আপনি আপনার রবের কণ্ঠস্বরকে এই সৃষ্টির কোন কিছুর সাথে তুলনা করেছেন, যখন তিনি আপনার সাথে কথা বলেছিলেন?" তিনি বললেন: "আমি তাঁর কণ্ঠস্বরকে এমন বজ্রপাতের শব্দের সাথে তুলনা করেছি যা প্রতিধ্বনিত হয় না।"

(ص: 479) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1099 - حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ سَجَادَةُ أَبُو عَلِيٍّ الْحَضْرَمِيُّ الْفَقِيهُ، قَالَ: ثنا أَبُو مَالِكٍ الْجَنْبِيُّ عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ عَنْ جُوَيْرٍ، عَنِ الصَّحَّاحِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَاجَى مُوسَى صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ أَلْفٍ وَأَرْبَعِينَ أَلْفَ كَلِمَةٍ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَصَايَا كُلًّا، فَلَمَّا سَمِعَ مُوسَى كَلَامَ الْأَدَمِيِّينَ مَقْتَهُمْ لِمَا وَقَعَ فِي مَسَامِعِهِ مِنْ كَلَامِ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ وَكَانَ فِيهَا نَاجَاهُ أَنْ قَالَ لَهُ: يَا مُوسَى إِنَّهُ لَمْ يَتَصَنَّعْ لِي الْتَصَنُّعُونَ بِمِثْلِ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا، وَلَمْ يَتَقَرَّبْ إِلَيَّ الْتَقَرُّبُونَ بِمِثْلِ الْوَرَعِ عَمَّا حَرَّمْتُ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَتَعَبَّدْ إِلَيَّ الْمُتَعَبِّدُونَ بِمِثْلِ الْبُكَاءِ مِنْ خِيفَتِي، قَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَا إِلَهَ الْبَرِيَّةِ كُلِّهَا، وَيَا مَالِكَ يَوْمِ الدِّينِ، وَيَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، مَاذَا أَعَدَدْتَ لَهُمْ؟ وَمَاذَا جَزَيْتَهُمْ؟ قَالَ: أَمَّا الزَّاهِدُونَ فِي الدُّنْيَا فَأُبِيحُهُمْ دَارِي حَتَّى يَتَبَوَّعُونَ مِنْهَا حَيْثُ شَاءُوا، وَأَمَّا الْوَرِعُونَ عَمَّا حَرَّمْتُ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ لَمْ يَبْقَ عَبْدٌ إِلَّا نَاقَشْتُهُ الْحِسَابَ وَفَتَّشْتُهُ عَمَّا فِي يَدَيْهِ إِلَّا الْوَرِعِينَ فَإِنِّي أُجْلُهُمْ وَأُكْرِمُهُمْ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، وَأَمَّا الْبُكَاءُونَ مِنْ خِيفَتِي فَأُولَئِكَ لَهُمُ الرَّفِيعُ الْأَعْلَى لَا يُشَارَكُونَ فِيهِ "

১০৯৯ - আমাকে বর্ণনা করেছেন আল-হাসান ইবনে হাম্মাদ সাজ্জাদাহ আবু আলী আল-হাদরামি আল-ফাক্বীহ। তিনি বলেছেন: আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন আবু মালিক আল-জানবি আমর ইবনে হিশাম, জুওয়াইবির থেকে, তিনি আদ-দাহহাক থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে। ইবনে আব্বাস বলেছেন যে, আল্লাহর রাসূল (আল্লাহর

শান্তি ও রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক) বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত মূসা (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) এর সাথে তিন দিনে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার বাক্য দ্বারা একান্তে কথা বলেছিলেন, যার সবগুলোই ছিল উপদেশ। অতঃপর যখন মূসা মানবজাতির কথা শুনলেন, তখন তিনি তাদের প্রতি ঘৃণা বোধ করলেন, কারণ তাঁর কানে আল্লাহ পরাক্রমশালী ও মহিমান্বিতের কালামের পরে মানবজাতির কথা বেমানান মনে হয়েছিল। আর তিনি যা একান্তে বলেছিলেন তার মধ্যে ছিল এই কথা যে: হে মূসা, যারা আমার জন্য সাধনা করে, তারা দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি (যুহদ)-এর মতো কিছু দ্বারা আমার জন্য এমন সাধনা করেনি। আর যারা আমার নৈকট্য লাভ করতে চায়, তারা আমার নৈকট্য লাভ করেনি এমন কিছু দ্বারা, যেমন আমি যা হারাম করেছি তা থেকে বিরত থাকা (ওয়াযা)। আর যারা আমার ইবাদত করে, তারা আমার ইবাদত করেনি আমার ভয়ে কাঁদার মতো কিছু দ্বারা। মূসা (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) বললেন: হে সমগ্র সৃষ্টির উপাস্য, হে বিচার দিবসের অধিপতি, হে মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী! আপনি তাদের জন্য কী প্রস্তুত রেখেছেন? আর আপনি তাদের কী প্রতিদান দেবেন? তিনি বললেন: যারা দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত, আমি তাদের জন্য আমার বাসস্থান উন্মুক্ত করে দেবো, যেন তারা সেখানে তাদের ইচ্ছামতো স্থান করে নিতে পারে। আর যারা আমি যা হারাম করেছি তা থেকে বিরত থাকে (ওয়াযাকারী), কিয়ামতের দিনে এমন কোনো বান্দা থাকবে না যাকে আমি হিসাবের জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করবো না এবং তার কৃতকর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ নেবো না, কিন্তু ওযাকারীদের বেলায় আমি তাদের প্রতি সম্মান দেখাবো এবং তাদের মর্যাদা দেবো আর তাদের বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। আর যারা আমার ভয়ে কাঁদে, তাদের জন্য রয়েছে সর্বোচ্চ মর্যাদার স্থান, যেখানে তাদের সাথে কেউ অংশীদার হবে না।"

(ص: 479) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1100 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ، فِي سَنَةِ إِحْدَى وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ، مِنْ كِتَابِهِ، نَا أَبِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي [ص: 480] هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ وَطَوَّلَهُ سِتُونَ ذِرَاعًا»

1100 - আমাকে মুহাম্মাদ ইবনু খালিদ ইবনু আব্দুল্লাহ আল-ওয়াসিতী, হিজরি ২৩১ সনে তার কিতাব থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু ইসহাক থেকে, তিনি আবুল যিনাদ থেকে, তিনি আল-আরাজ থেকে, তিনি আবু [পৃ: 480] হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু হুরায়রা (রা.) বলেছেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “আল্লাহ তাআলা আদমকে তাঁরই আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন এবং তার উচ্চতা ছিল ষাট হাত।”

(ص: 480) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1101 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ الْأَسَدِيُّ لَوْيْنٌ، نَا إِبرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَنْزِلُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَلِذَلِكَ كَانُوا يَسْتَجِبُونَ آخِرَ اللَّيْلِ عَلَى أَوَّلِهِ"

1101 - মুহাম্মাদ ইবনু সুলায়মান ইবনু হাবীব আল-আসাদী লুওয়ায়ন আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন) ইব্রাহিম ইবনু সাদ, ইবনু শিহাব থেকে, তিনি আবু সালামা থেকে, তিনি আবু হুরায়রাহ (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল (আল্লাহর শান্তি ও বরকত তাঁর উপর বর্ষিত হোক) বলেছেন: "আমাদের প্রতিপালক, যিনি মহান ও মহিমান্বিত, প্রতি রাতে (পৃথিবীর নিকটবর্তী) আসমানে অবতীর্ণ হন, যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে। তখন তিনি বলেন: কে আমাকে ডাকে যে, আমি তার ডাকে সাড়া দেবো? কে আমার কাছে ক্ষমা চায় যে, আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো? (এই আহ্বান চলতে থাকে) ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত। এজন্য তাঁরা (পূর্বসূরীগণ) রাতের প্রথম ভাগের চেয়ে শেষ ভাগকে অধিক পছন্দ করতেন।"

(ص: 480) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1102 - حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُصْعَبٍ بْنِ ثَابِتٍ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَبِيِّ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ

اللَّهُ [ص: 481] عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَنْزِلُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ "

১১০২ - আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন মুসআব ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুসআব ইবনে সাবিত আয-যুবাইরী, তিনি (বলেছেন) আমাকে বর্ণনা করেছেন মালিক ইবনে আনাস, ইবনে শিহাব থেকে, তিনি আবু আবদুল্লাহ আল-আগার থেকে, এবং তিনি আবু সালামা থেকে, তিনি আবু হুরায়রা (রাঃ) [পৃষ্ঠা: ৪৮১] থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "আমাদের প্রতিপালক, যিনি মহা সম্মানিত ও প্রতাপশালী, প্রতি রাতে দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন যখন রাতের শেষ তৃতীয় অংশ বাকি থাকে। অতঃপর তিনি বলেন: কে আছে যে আমাকে ডাকবে, আর আমি তার ডাকে সাড়া দেবো? কে আছে যে আমার কাছে কিছু চাইবে, আর আমি তাকে দেবো? কে আছে যে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আর আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো?"

(ص: 481) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1103 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، نَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ كُلَّ لَيْلَةٍ إِذَا بَقِيَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: «مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟»

1103 - আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইবনু আলী ইবনুল হাসান ইবনু শাক্কীক, তিনি বলেছেন আমাদেরকে আন-নাদর ইবনু শুমাইল, তিনি সালিহ ইবনু আবিল আখদার থেকে, তিনি ইবনু শিহাব থেকে, তিনি আতা ইবনু ইয়াযীদ আল-লাইসী এবং আবু আব্দুল্লাহ আল-আগরের সূত্রে, তাঁরা আবু হুরাইরাহ (আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন) থেকে, তিনি আল্লাহর রাসূল (আল্লাহ তাঁর উপর শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত, তিনি প্রতি রাতে দুনিয়ার আসমানে অবতরণ

করেন যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে। অতঃপর তিনি বলেন: কে আছে যে আমাকে ডাকবে আর আমি তার ডাকে সাড়া দেবো? কে আছে যে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে আর আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো?"

(ص: 481) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1104 - نَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ حَرْبٍ، يَقُولُ: «الْقُرْآنُ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ» قُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ كُنْتَ لَا تَقُولُ هَذَا، فَمَا بَدَا لَكَ؟ قَالَ: "اسْتَخْرَجْتُهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ اللَّهُ، عَزَّ وَجَلَّ: {وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ} [آل عمران: 77] «فَالْكَلَامُ وَالنَّظَرُ وَاحِدٌ»

১১০৪ - আমাদেরকে আল-আব্বাস ইবনু আদিল আযীম আল-আনবারী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি সুলাইমান ইবনু হারবকে বলতে শুনেছি যে, “কুরআন সৃষ্ট নয়।” আমি তাকে বললাম: আপনি তো এমন বলতেন না, আপনার কাছে কী নতুন বিষয় প্রতিভাত হলো? তিনি বললেন: “আমি এটি মহাপ্রতাপশালী ও মহিমাম্বিত আল্লাহর কিতাব থেকে নিষ্কর্ষিত করেছি। মহাপ্রতাপশালী ও মহিমাম্বিত আল্লাহ বলেছেন: {আর আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না} [সূরা আলে ইমরান: ৭৭]। সুতরাং (আল্লাহর) কথা বলা এবং (তাদের প্রতি) দৃষ্টিপাত করা একই বিষয়।”

(ص: 481) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1105 - حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي شَاذُّ بْنُ يَحْيَى، سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ، يَقُولُ: "مَنْ قَالَ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ فَهُوَ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ زُنْدِيقٌ"

1105 - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, শাযয ইবনু ইয়াহইয়া আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আমি ইয়াযীদ ইবনু হারুনকে বলতে শুনেছি: "যে বলবে, কুরআন সৃষ্ট, তাহলে আল্লাহর শপথ, যিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই, সে একজন যিন্দিক।"

(ص: 481) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1106 - حَدَّثَنِي عَبَّاسٌ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حُمَيْدٍ يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ الْأَسْوَدَ [ص: 482]، سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ، يَقُولُ لِيُحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَهُوَ عَلَى سَطْحِهِ: «يَا أَبَا سَعِيدٍ لَوْ أَنَّ رَجُلًا جَهْمِيًّا مَاتَ وَأَنَا وَارِثُهُ مَا اسْتَحْلَلْتُ أَنْ أَخْذَ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْئًا»

1106 - আব্বাস আমাকে শুনিয়েছেন, আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন হুমাইদ অর্থাৎ আবু বকর আল-আসওয়াদ আমাকে শুনিয়েছেন **পৃষ্ঠা: ৪৮২**, আমি আব্দুর রহমান-কে ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ-কে বলতে শুনেছি, যখন তিনি তাঁর ছাদে ছিলেন: "হে আবু সাঈদ! যদি একজন জাহমী ব্যক্তি মারা যায় এবং আমি তার উত্তরাধিকারী হই, তাহলে তার উত্তরাধিকার (মীরাস) থেকে কোনো কিছু নেওয়া আমি হালাল মনে করতাম না।"

(ص: 482) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1107 - حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامٌ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: قَالَ لِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: كَيْفَ يَصْنَعُونَ بِقُلِّ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ كَيْفَ يَصْنَعُونَ بِهَذِهِ الْآيَةِ؟ {إِنِّي أَنَا اللَّهُ} [القصص: 30] يَكُونُ مَخْلُوقًا؟

১১০৭ - আমাকে আব্বাস আল-আনবারী বর্ণনা করেছেন, আমাকে আবু আল-ওয়ালিদ হিশাম বর্ণনা করেছেন, আর তিনি ইবনে আব্দুল মালিক। তিনি বললেন: ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আমাকে বললেন: তারা বলুন, তিনিই আল্লাহ, একক এর সাথে কী করে? তারা এই আয়াতটির সাথে কী করে? {আমিই আল্লাহ} [সূরা কাসাস: ৩০] এটা কি সৃষ্ট?

(ص: 482) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1108 - حَدَّثَنِي عَبَّاسٌ، نَا رُوَيْمُ بْنُ يَزِيدَ الْمُقَرِّيُّ، نَا مَعْبُدُ بْنُ رَاشِدٍ الْكُوفِيُّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، قَالَ: سُئِلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقُرْآنِ فَقَالَ: لَيْسَ بِخَالِقٍ وَلَا مَخْلُوقٍ، وَلَكِنْ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " قَالَ أَبِي: وَقَدْ رَأَيْتُ مَعْبُدًا هَذَا، وَكَانَ يُفْتِي بِقَوْلِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَحَدَّثَنِي عَنْهُ مُوسَى بْنُ دَاوُدَ بِهَذَا الْحَدِيثِ

1108 - আব্বাস আমাকে বর্ণনা করেছেন, রুইম ইবন ইয়াযিদ আল-মুক্রি থেকে, তিনি মাবাদ ইবন রাশিদ আল-কুফি থেকে, তিনি মুআবিয়া ইবন আম্মার আদ-দুহনি থেকে। তিনি (মুআবিয়া) বলেছেন: জাফর ইবন মুহাম্মাদকে কুরআন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তখন তিনি (জাফর) বললেন: এটি স্রষ্টা নয় এবং সৃষ্টিও নয়, বরং এটি আল্লাহ্ মহিমাম্বিত ও গৌরবাম্বিতের বাণী। আমার পিতা বলেছেন: আমি এই মাবাদকে দেখেছি এবং তিনি ইবন আবি লায়লার মতানুসারে ফতওয়া দিতেন। মূসা ইবন দাউদ তার (মাবাদের) পক্ষ থেকে এই হাদীসটি আমাকে বর্ণনা করেছেন।

(ص: 482) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1109 - حَدَّثَنِي عَبَّاسٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْوَلِيدِ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنَ عَزْرَةَ، وَعَلِيَّ قَاعِدٌ يَقُولُ: «الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ» فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ: إِنَّمَا نَتَعَلَّمُ مِنْكَ كَيْفَ نَقُولُ

১১০৯ - আব্বাস আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি আবুল ওয়ালীদ এবং ইসমাইল ইবনে আরআরার কথা শুনেছি, যখন আলী বসে ছিলেন, তিনি বলছিলেন: "কুরআন আল্লাহর বাণী (কালামুল্লাহ), যিনি পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত, এটি সৃষ্ট নয়।" তখন আলী তাকে বললেন: "আমরা তো আপনার কাছ থেকেই শিখছি কীভাবে বলতে হয়।"

(ص: 482) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1110 - حَدَّثَنِي عَبَّاسٌ، نَا شَاذُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ وَقِيلَ لَهُ: "مَنِ الْجَهْمِيَّةُ؟" قَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ الرَّحْمَنَ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى عَلَى خِلَافٍ مَا تَقَرَّرَ فِي قُلُوبِ الْعَامَّةِ، فَهُوَ جَهْمِيٌّ"

১১১০ - আব্বাস আমাকে বর্ণনা করেছেন, শায় ইবনে ইয়াহইয়া আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি ইয়াযীদ ইবনে হারুনকে বলতে শুনেছি যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: "জাহমিয়াহ কারা?" তিনি বললেন: "যে ব্যক্তি দাবি করে যে, আর-রহমান

আরশের উপর ইসতিওয়া করেছেন এমনভাবে যা সাধারণ মানুষের হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত ধারণার পরিপন্থী, সেই ব্যক্তি জাহমী।"

(ص: 482) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1111 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، يَقُولُ: سَمِعْتُ بِشَرَ بْنَ الْفَضْلِ، وَذَكَرَ ابْنُ خُلُوبًا، فَقَالَ: «هُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ»

1111 - আব্বাস আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি আলীকে বলতে শুনেছি: আমি বিশর ইবনুল মুফাদ্দালকে বলতে শুনেছি, যখন ইবনু খালুবার কথা উল্লেখ করা হলো, তখন তিনি বললেন: «সে মহান আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসী (কাফির)»

(ص: 482) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1112 - حَدَّثَنِي عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ - صَاحِبُ لَنَا - عَطَّارُ بْنُ أَخِي [ص: 483] حَجَّاجٌ يَعْنِي الْأَنْبَاطِيَّ قَالَ: قُلْتُ لِعَبِّي حَجَّاجٍ: مَا تَقُولُ فِي الْقُرْآنِ؟ قَالَ: «الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ وَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ شَيْءٌ مَخْلُوقٌ»

১১১২ - আব্বাস আল-আনবারী আমাকে বর্ণনা করেছেন, এবং আবু সাঈদ —আমাদের একজন সাথী— আতার, হাজ্জাজের ভাইপো, অর্থাৎ আনমাতি, তিনিও আমাকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবু সাঈদ) বললেন: আমি আমার চাচা হাজ্জাজকে বললাম: কুরআন সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? **পৃষ্ঠা: ৪৮৩** তিনি (হাজ্জাজ) বললেন: "কুরআন আল্লাহর কালাম (বাণী), আর মহিমাবিত ও গৌরবাবিত আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো কিছুই সৃষ্ট নয়।"

(ص: 483) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1113 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا حُسَيْنُ بْنُ حَسَنِ الْأَشَقَرِ، نَا أَبُو كُدَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: مَرَّ يَهُودِيٌّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ، قَالَ: كَيْفَ تَقُولُ يَا أَبَا الْقَاسِمِ يَوْمَ يَجْعَلُ اللَّهُ عِزَّ وَجَلَّ السَّمَاءِ عَلَى ذِهِ؟ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ، وَالْأَرْضِيَيْنِ عَلَى ذِهِ؟ وَالْمَاءَ عَلَى ذِهِ؟ وَالْجِبَالَ عَلَى ذِهِ؟ وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى ذِهِ؟ كُلُّ ذَلِكَ يُشِيرُ بِأَصَابِعِهِ، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ، عِزَّ وَجَلَّ {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ} [الأنعام: 91] الآية

1113 - আমার পিতা আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন হুসাইন ইবনে হাসান আল-আশকার, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন আবু কুদাইনা, তিনি আতা থেকে, তিনি আবু আদ-দুহা থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (আল্লাহ তাঁদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে, তিনি বলেছেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন বসেছিলেন, তখন একজন ইহুদি তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে বলল: হে আবুল কাসিম! আপনি কী বলেন সেদিন সম্পর্কে, যেদিন আল্লাহ, পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত, আকাশকে এর উপর রাখবেন? - এবং সে তর্জনী দিয়ে ইশারা করল - আর যমীনসমূহকে এর উপর? আর পানিকে এর উপর? আর পর্বতমালাকে এর উপর? আর অন্যান্য সৃষ্টিকে এর উপর? এসব বিষয়েই সে তার আঙুল দ্বারা ইশারা করছিল। তিনি বললেন: অতঃপর আল্লাহ, পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত, নাযিল করলেন: "আর তারা আল্লাহকে যথার্থভাবে মূল্যায়ন করেনি..." [সূরা আল-আনআম: ৯১] আয়াতটি।

(ص: 483) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1114 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا سُرَيْجُ بْنُ التُّعْمَانِ، نَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ، إِنَّ اللَّهَ عِزَّ وَجَلَّ أَخْبَرَ مُوسَى بِمَا صَنَعَ قَوْمُهُ فِي الْعَجَلِ فَلَمْ يُلْقِ الْأَلْوَاخَ، فَلَمَّا عَايَنَ مَا صَنَعُوا أَلْقَى الْأَلْوَاخَ، فَانْكَسَرَتْ»

1115 - قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَحَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، نَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ

1114 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, সুরাইজ ইবনুন নুমান আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, হুশাইম আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু বিশর থেকে, তিনি সাঈদ ইবন জুবাইর থেকে, তিনি ইবন আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি (ইবন আব্বাস) বলেছেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "সংবাদ চাক্ষুষ দেখার মতো নয়। নিশ্চয়ই মহিমাম্বিত ও পরাক্রমশালী আল্লাহ মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে তার কওম বাছুর নিয়ে কী করেছে সে বিষয়ে অবহিত করেছিলেন, তখন তিনি ফলকগুলো ফেলে দেননি। কিন্তু যখন তিনি চাক্ষুষ দেখলেন তারা কী করেছে, তখন তিনি ফলকগুলো ফেলে দিলেন, ফলে তা ভেঙে গেল।"

1115 - আবু আব্দুর রহমান বলেন: এবং সুরাইজ ইবন ইউনুস আমাকে বর্ণনা করেছেন, হুশাইম আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু বিশর থেকে, তিনি সাঈদ ইবন জুবাইর থেকে, তিনি ইবন আব্বাস থেকে, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

(ص: 484) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1116 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَأَيْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ»

1116 - আমার পিতা আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন; আসওয়াদ ইবনে আমির, তিনি হাম্মাদ ইবনে সালামা থেকে, তিনি কাতাদা থেকে, তিনি ইকরিমা থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (ইবনে আব্বাস) বলেন: রাসূলুল্লাহ (তাঁর উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক) বলেছেন: "আমি আমার মহিমাম্বিত ও পরাক্রমশালী প্রতিপালককে দেখেছি।"

(ص: 484) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1117 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَفَّانُ، نَا عَبْدُ الصَّمدِ بْنُ كَيْسَانَ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَأَيْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ»

১১১৭ - আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি আফ্ফান থেকে, তিনি আব্দুস সামাদ ইবনে কায়সান থেকে, তিনি হাম্মাদ ইবনে সালামাহ থেকে, তিনি কাতাদাহ থেকে, তিনি ইকরিমা থেকে, ইবনে আব্বাস (আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকুন) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: আল্লাহর রাসূল (তাঁর উপর আল্লাহর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক) বলেছেন: "আমি আমার রবকে দেখেছি, যিনি পরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত।"

(ص: 484) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1118 - حَدَّثَنِي أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، نَا أَبُو قُتَيْبَةَ، نَا حَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ [ص: 485] وَجَلَّ أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ بِيَدِهِ، وَسَائِرُ ذَلِكَ قَالَ: لَهُ كُنْ فَكَانَ، خَلَقَ الْقَلَمَ بِيَدِهِ، وَأَدَمَ بِيَدِهِ، وَالتَّوْرَةَ كَتَبَهَا بِيَدِهِ، وَجَنَّتِ عَدْنُ بِيَدِهِ "

১১১৮ - আবু হাফস আমর ইবন আলী আমার নিকট বর্ণনা করেছেন; তিনি আবু কুতায়বাহ থেকে, তিনি হাসান ইবন আবি জাফর থেকে, তিনি আলী ইবন যায়দ থেকে, তিনি ইউসুফ ইবন মিহরান থেকে, তিনি ইবন আব্বাস (আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: "আল্লাহ, মহাপ্রতাপশালী ও মহিমান্বিত, তাঁর নিজ হাতে চারটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন। পৃষ্ঠা: ৪৮৫ আর সে ব্যতীত বাকি সবকিছুকে তিনি বলেছেন: হও, ফলে তা হয়ে গেছে। তিনি কলমকে তাঁর নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন, আদমকে তাঁর নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন, তাওরাতকে তাঁর নিজ হাতে লিখেছেন এবং আদন জান্নাতসমূহকে তাঁর নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন।"

(ص: 485) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1119 - أُخْبِرْتُ عَنْ عَامِرِ أَبِي النُّعْمَانِ، قَالَ: سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ، يَقُولُ: «الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ نَزَلَ بِهِ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ عِنْدِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جَلَّ وَعَزَّ»

1119 - আমাকে ‘আরিম আবু নু‘মান সূত্রে জানানো হয়েছে, তিনি বলেছেন: আমি হাম্মাদ ইবনু যায়দকে বলতে শুনেছি: “কুরআন আল্লাহর কালাম, যিনি পরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত। জিব্রাইল (আলাইহিস সালাম) তা বিশ্বজগতের প্রতিপালক, যিনি মহিমান্বিত ও পরাক্রমশালী, তাঁর নিকট থেকে অবতীর্ণ করেছেন।”

(ص: 485) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

كَتَبَ إِلَيَّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ الرُّبَيْرِيُّ، كَتَبْتُ إِلَيْكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَقَدْ عَرَفْتُهُ وَسَمِعْتُهُ عَلَى مَا كَتَبْتُ بِهِ إِلَيْكَ، فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ عَنِّي، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْحِزَامِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عِيَّاشٍ السَّعِيُّ الْأَنْصَارِيُّ الْقُبَائِيُّ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ دَلْهِمِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَاجِبِ بْنِ عَامِرِ بْنِ الْمُتَنَفِّقِ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمِّهِ لَقِيطِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ دَلْهِمٌ: وَحَدَّثَنِيهِ ابْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطٍ، أَنَّ لَقِيطًا خَرَجَ وَافِدًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ نُهَيْلُ بْنُ عَاصِمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْمُتَنَفِّقِ قَالَ لَقِيطٌ: فَخَرَجْتُ وَصَاحِبِي حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ انْسِلَاخَ رَجَبٍ، فَاتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، فَقَامَ فِي النَّاسِ خَطِيبًا، فَقَالَ: " أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكُمْ صَوْتِي مُنْذُ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، أَلَا لَأَسْبِعَكُمُ أَلَا فَهَلْ مِنْ أَمْرٍ بَعَثَهُ قَوْمُهُ فَقَالُوا: ااعلم لنا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا ثم لعله أن يُلْهِيه حَدِيثُ نَفْسِهِ أَوْ حَدِيثُ صَاحِبِهِ أَوْ يُلْهِيه الضَّلَالُ، «أَلَا إِنِّي مَسْئُولٌ هَلْ بَلَغْتُ، أَلَا اسْمَعُوا تَعِيشُوا، أَلَا اجْلِسُوا أَلَا اجْلِسُوا» قَالَ: فَجَلَسَ النَّاسُ وَقُبْتُ أَنَا وَصَاحِبِي حَتَّى إِذَا فَرَّغَ لَنَا فَوَادَهُ وَبَصَرَهُ [ص: 486]، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَكَ مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ؟ فَضَحِكَ لَعَمْرُ اللَّهِ وَهَزَّ رَأْسَهُ، وَعَلِمَ أَنِّي أَبْتَغِي لِسْقَطِهِ، فَقَالَ: «صَنِّ رَبُّكَ عَزَّ

وَجَلَّ بِمَفَاتِيحِ خَمْسٍ مِنَ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ، عَزَّ وَجَلَّ» وَأَشَارَ بِيَدِهِ، فَقُلْتُ: وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «عِلْمُ الْبَيِّنَةِ قَدْ عَلِمَ مَتَى مَزِيَّةُ أَحَدِكُمْ وَلَا تَعْلَمُونَهُ، وَعِلْمُ مَا فِي عَدٍ قَدْ عَلِمَ مَا أَنْتَ طَاعِمٌ غَدًا وَلَا تَعْلَمُهُ، وَعِلْمُ يَوْمِ الْغَيْثِ يُشْرِفُ عَلَيْكُمْ آزِلِينَ مُشْفِقِينَ فَيَظِلُّ يَضْحَكُ قَدْ عَلِمَ أَنَّ غَيْرَكُمْ يَبُوتُ إِلَى قَرِيبٍ» قَالَ لَقِيْطٌ: قُلْتُ: لَنْ نَعْدَمَ مِنْ رَبِّ يَضْحَكُ خَيْرًا، «وَعِلْمُ يَوْمِ السَّاعَةِ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِمْنَا مَا تَعْلَمُ النَّاسُ وَمَا تَعْلَمُ، فَأَنَا مِنْ قَبِيلٍ لَا يُصَدِّقُونَ تَصَدِّيقَنَا أَحَدٌ مِنْ مَذْهَبِ الْيَتِي تَزُبُو عَلَيْنَا، وَخُشَعَمِ الْيَتِي تَوَالِينَا، وَعَشِيرَتَنَا الَّتِي نَحْنُ مِنْهَا، قَالَ: تَلَبُّثُونَ فِيهَا مَا لَبِثْتُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّى نَبِيِّكُمْ، ثُمَّ تَلَبُّثُونَ مَا لَبِثْتُمْ، ثُمَّ تُبْعَثُ الصَّيْحَةُ فَلَعَمْرُؤِ إِلَهَكَ مَا تَدْعُ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا مَاتَ، وَالْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ مَعَ رَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ فَأَصْبَحَ رَبُّكَ يَطُوفُ فِي الْأَرْضِ وَخَلَّتْ عَلَيْهِ الْبِلَادُ، فَأَرْسَلَ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ السَّمَاءَ بِهَضْبٍ مِنْ عِنْدِ الْعَرْشِ، فَلَعَمْرُؤِ إِلَهَكَ مَا يَدْعُ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ مَضْرَعٍ قَتِيلٍ وَلَا مَدْفِنٍ مَيِّتٍ إِلَّا شَقَّتِ الْقُبُورُ عَنْهُ حَتَّى يَخْلُقَهُ مِنْ عِنْدِ رَأْسِهِ فَيَسْتَوِي جَالِسًا، فَيَقُولُ رَبُّكَ جَلَّ وَعَزَّ مَهْيَمٌ؟ لِمَا كَانَ مِنْهُ، يَقُولُ: يَا رَبِّ أَمْتَنِي الْيَوْمَ، لِعَهْدِهِ بِالْحَيَاةِ يَحْسِبُهُ حَدِيثًا بِأَهْلِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَجْمَعُنَا بَعْدَ مَا تُمَزِّقُنَا [ص: 487] الرِّيحُ وَالْبَلَى وَالسَّبَاعُ؟ قَالَ: أُنَبِّئُكَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي آلَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْأَرْضُ أَشْرَفَتْ عَلَيْهَا وَهِيَ مَدْرَةٌ بَالِيَةٌ فَقُلْتُ: لَا تَحْيَا أَبَدًا، ثُمَّ أَرْسَلَ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهَا السَّمَاءَ فَلَمْ تَلَبَثْ عَلَيْكَ إِلَّا أَيَّامًا حَتَّى أَشْرَفَتْ عَلَيْهَا وَهِيَ شَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَعَمْرُؤِ إِلَهَكَ لَهُوَ أَقْدَرُ عَلَى أَنْ يَجْمَعَكُمْ مِنَ الْمَاءِ عَلَى أَنْ يَجْمَعَ نَبَاتِ الْأَرْضِ فَتَخْرُجُونَ مِنَ الْأَصْوَاءِ أَوْ مِنْ مَصَارِعِكُمْ، فَتَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَيَنْظُرُ إِلَيْكُمْ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ وَنَحْنُ مِلءُ الْأَرْضِ وَهُوَ شَخْصٌ وَاحِدٌ يَنْظُرُ إِلَيْنَا وَنَنْظُرُ إِلَيْهِ؟ قَالَ: «أُنَبِّئُكَ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي آلَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ آيَةٌ مِنْهُ صَغِيرَةٌ وَتَرَوْنَهَا سَاعَةً وَاحِدَةً وَيَرِيَانِكُمْ وَلَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَيْتِهَا، وَلَعَمْرُؤِ إِلَهَكَ لَهُوَ أَقْدَرُ عَلَى أَنْ يَرَاكُمْ وَتَرَوْنَهُ مِنْ أَنْ تَرَوْنَهَا وَيَرِيَانِكُمْ وَلَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَيْتِهَا» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا يَعْمَلُ بِنَا رَبُّنَا جَلَّ وَعَزَّ إِذَا لَقِينَاهُ؟ قَالَ: " تُعَرِّضُونَ عَلَيْهِ بَادِيَةً لَهُ

صَفَحَاتُكُمْ، لَا تَخْفَى عَلَيْهِ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ، فَيَأْخُذُ رَبُّكَ عِزَّ وَجَلَّ بِيَدِهِ غَرْفَةً مِنَ الْمَاءِ
فَيَنْضَحُ قِبَلَكُمْ بِهَا فَلَعَبُرُ إِلَهَكَ مَا يُخْطِئُ وَجْهَ أَحَدِكُمْ مِنْهَا قَطْرَةٌ، فَأَمَّا الْمُسْلِمُ فَتَدَعُ
وَجْهَهُ مِثْلَ الرِّيطَةِ الْبَيْضَاءِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَتَطْمَحُهُ بِمِثْلِ الْحَمِ الْأَسْوَدِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ
نَبِيِّكُمْ وَيُفَرِّقُ عَلَى أَثَرِهِ الصَّالِحُونَ، فَيَسْلُكُونَ جَسْرًا مِنَ النَّارِ وَيَطُأُ أَحَدُكُمْ الْجَبْرَةَ،
يَقُولُ: حَسَنٌ، يَقُولُ رَبُّكَ، عِزَّ وَجَلَّ: أَوَانُهُ فَيَطْلُبُونَ عَلَى حَوْضِ الرَّسُولِ عَلَى أَظْهَرِ وَاللَّهِ
نَاهِلَةٍ قَطْرَ رَأْيَتِهَا، فَلَعَبُرُ إِلَهَكَ مَا يَبْسُطُ وَاحِدٌ مِنْكُمْ يَدَهُ إِلَّا وَقَعَ عَلَيْهَا قَدَحٌ يُطَهِّرُهُ
مِنَ الطَّوْفِ وَالْبَوْلِ وَالْأَذَى، وَتُخْنَسُ [ص: 488] الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ فَلَا تَرَوَا مِنْهُمَا
وَاحِدًا " قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فِيمَ نُبْصِرُ؟ قَالَ: «بِمِثْلِ بَصَرِكَ سَاعَتِكَ هَذِهِ، وَذَلِكَ
مَعَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فِي يَوْمٍ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَوَجَّهَتْهُ الْجِبَالُ» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ
فِيمَ نُجْزَى مِنْ سَيِّئَاتِنَا وَحَسَنَاتِنَا؟ قَالَ: «الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا
أَنْ يَغْفُو» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا الْجَنَّةُ وَمَا النَّارُ؟ قَالَ: «لَعَبُرُ إِلَهَكَ إِنَّ النَّارَ
لَسَبْعَةُ أَبْوَابٍ مِمَّنْ بَابَانِ إِلَّا يَسِيرُ الرَّابِ بَيْنَهُمَا سَبْعِينَ عَامًا، وَإِنَّ الْجَنَّةَ
لَثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ مِمَّنْ بَابَانِ إِلَّا يَسِيرُ الرَّابِ بَيْنَهُمَا سَبْعِينَ عَامًا» قُلْتُ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ فَعَلَامَ نَطْلُعُ مِنَ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: «عَلَى أَنْهَارٍ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، وَأَنْهَارٍ مِنْ كَأْسٍ مَا بِهَا
مِنْ صَدَاحٍ وَلَا نَدَامَةٍ، وَأَنْهَارٍ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، وَمَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ، وَبِفَاكِهَةٍ،
لَعَبُرُ إِلَهَكَ مَا تَعْلَمُونَ، وَخَيْرٌ مِنْ مِثْلِهِ مَعَهُ، وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ» قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
أَلَنَا فِيهَا أَزْوَاجٌ أَوْ مِنْهُنَّ مُصَدِّحَاتٌ؟ قَالَ: «الصَّالِحَاتُ لِلصَّالِحِينَ تَكْدُونَهُنَّ مِثْلَ
لَذَاتِكُمْ فِي الدُّنْيَا وَيَكْدُونَكُمْ غَيْرَ أَنَّ لَا تَوَالِدَ» قَالَ لَقِيْتُ: فَقُلْتُ: أَقْصَى مَا نَحْنُ
بَالِغُونَ وَمُنْتَهَوْنَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: فَلَمْ يُجِبْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ
عَلَامَ أَبَايَعُكَ؟ قَالَ: فَبَسَطَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ وَقَالَ: «عَلَى إِقَامَةِ الصَّلَاةِ،
وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَزِيَالِ الشِّرْكِ، وَأَنْ لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ إِلَهًا غَيْرُهُ» قَالَ: قُلْتُ وَإِنَّ لَنَا بَيْنَ
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ؟ فَقَبَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ وَبَسَطَ أَصَابِعَهُ، وَظَنَّ أَنِّي
مُشْتَرِطٌ شَيْئًا لَا يُعْطِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: مَا تَحِلُّ مِنْهَا حَيْثُ شِئْنَا وَلَا يَجْنِي عَلَى أَمْرِي إِلَّا

عَلَى نَفْسِهِ، فَبَسَطَ يَدَهُ وَقَالَ: «ذَلِكَ لَكَ تَحِلُّ حَيْثُ شِئْتَ وَلَا يَجْنِي عَلَيْكَ إِلَّا نَفْسُكَ» قَالَ: فَأَنْصَرَفْنَا عَنْهُ، وَقَالَ: «إِنَّ هَذَيْنِ لَعَمْرُ إِلَهَكَ إِنْ حَدَّثْتَ لِأَنَّهُمَا مِنْ أَتَقَى النَّاسِ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ» فَقَالَ لَهُ كَعْبُ بْنُ الْحَدَادِيَةِ أَحَدُ بَنِي بَكْرِ بْنِ كَلَابٍ: مَنْ هُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: بَنُو الْمُتَنَفِّقِ أَهْلُ ذَلِكَ مِنْهُمْ، قَالَ: فَأَنْصَرَفْنَا وَأَقْبَلْتُ عَلَيْهِ؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: هَلْ لِأَحَدٍ مِمَّنْ مَضَى مِنْ [ص: 489] خَيْرٍ فِي جَاهِلِيَّتِهِمْ؟ قَالَ: " قَالَ رَجُلٌ مِنْ عَرَضِ قُرَيْشٍ: وَاللَّهِ إِنَّ أَبَاكَ الْمُتَنَفِّقَ لَفِي النَّارِ " قَالَ: فَلَكَاثَةُ وَقَعَ حَرٌّ بَيْنَ جُلْدِي وَجْهِي وَلَحْصِي مِمَّا قَالَ لِأَيِّ عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ فَهَمَّتُ أَنْ أَقُولَ: وَأَبُوكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثُمَّ إِذَا الْآخَرَى أَجْمَلُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: وَأَهْلُكَ؟ قَالَ: «وَأَهْلِي لَعَمْرُ اللَّهِ، مَا أَتَيْتُ عَلَيْهِ مِنْ قَبْرِ عَامِرِي أَوْ قُرَشِيٍّ مِنْ مُشْرِكٍ، فَقُلْتُ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُبَشِّرُ بِمَا يَسُوءُكَ، تُجَرُّ عَلَى وَجْهِكَ وَبَطْنِكَ فِي النَّارِ» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا فَعَلَ بِهِمْ ذَلِكَ وَكَانُوا عَلَى عَمَلٍ لَا يُحْسِنُونَ إِلَّا إِلَهًا، وَكَانُوا يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُصْلِحُونَ؟ قَالَ: «ذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ فِي آخِرِ كُلِّ سَبْعِ أُمَمٍ نَبِيًّا فَمَنْ عَصَى نَبِيَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، وَمَنْ أَطَاعَ نَبِيَّهُ كَانَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ»

ইবরাহীম ইবন হামযা আয-যুবায়রী আমার কাছে লিখে পাঠিয়েছেন, "আমি এই হাদীসটি আপনাকে লিখে পাঠাচ্ছি। আমি এটি জেনেছি এবং যেমনটি লিখেছি, তেমনই শুনেছি। সুতরাং আপনি আমার পক্ষ থেকে এটি বর্ণনা করুন।" আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবদুর রহমান ইবনুল মুগীরা আল-হিজামী, তিনি বর্ণনা করেছেন আবদুর রহমান ইবন আইয়াশ আস-সামা'ঈ আল-আনসারী আল-কুবায়ী, বানু আমর ইবন আওফ গোত্রের, তিনি বর্ণনা করেছেন দালহাম ইবনুল আসওয়াদ ইবন আবদিল্লাহ ইবন হাজিব ইবন আমির ইবনুল মুনতাজিক আল-উকায়লী থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর চাচা লাকীত ইবন আমির থেকে। দালহাম বলেছেন: ইবন আবিল আসওয়াদ আমার কাছে এটি বর্ণনা করেছেন আসিম ইবন লাকীত থেকে যে, লাকীত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে প্রতিনিধি (ওয়াফিদ) হয়ে এসেছিলেন। তাঁর সাথে তাঁর এক সঙ্গী ছিলেন, যার নাম ছিল নুহাইল ইবন আসিম ইবন মালিক ইবনুল মুনতাজিক। লাকীত বলেছেন: আমি এবং আমার সঙ্গী বের হলাম, অবশেষে আমরা রজব মাসের শেষ দিকে মদীনায় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পৌঁছলাম। আমরা তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম যখন তিনি ফজর (গাদাত) সালাত শেষ করে ফিরেছেন। তিনি লোকদের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিলেন এবং বললেন: "হে লোক সকল! শোনো, আমি চার দিন ধরে তোমাদের জন্য আমার কণ্ঠস্বর সংরক্ষিত রেখেছি। শোনো, আমি তোমাদেরকে শোনাতে চাই। শোনো, এমন কি কোনো ব্যক্তি আছে যাকে তার সম্প্রদায় পাঠিয়ে বলেছে: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী বলেন, তা আমাদের জন্য জেনে এসো? শোনো, কিন্তু হয়তো তাকে তার নিজের কথা বা তার সঙ্গীর কথা অথবা পথভ্রষ্টরা ভুলিয়ে দেবে। শোনো, আমাকে জিজ্ঞেস করা হবে আমি কি পৌঁছিয়েছি? শোনো, তোমরা শুনলে বাঁচবে। শোনো, বসো! শোনো, বসো!" বর্ণনাকারী বলেন: তখন লোকেরা বসে পড়ল, আর আমি ও আমার সঙ্গী দাঁড়িয়ে রইলাম। যখন তাঁর হৃদয় ও দৃষ্টি আমাদের জন্য (অন্য সব থেকে) মুক্ত হলো, [পৃষ্ঠা: ৪৮৬] আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কাছে অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কে কী আছে? আল্লাহর কসম! তিনি হাসলেন এবং মাথা নাড়লেন, আর বুঝলেন যে আমি তাঁর (জ্ঞানের) অবশিষ্ট অংশ জানতে চাচ্ছি। তখন তিনি বললেন: "তোমার প্রতিপালক, মহান ও মহিমাম্বিত আল্লাহ, অদৃশ্য জ্ঞানের পাঁচটি চাবি নিজের কাছে রেখেছেন, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তা জানে না।" তিনি তাঁর হাত দিয়ে ইশারা করলেন। আমি বললাম: সেগুলো কী? তিনি বললেন: "মৃত্যুর জ্ঞান – তিনি জানেন তোমাদের কারো মৃত্যু কখন হবে, আর তোমরা তা জানো না; আগামীকালের জ্ঞান – তিনি জানেন তোমরা আগামীকাল কী খাবে, আর তোমরা তা জানো না; বৃষ্টির দিনের জ্ঞান – তিনি তোমাদের প্রতি এমন অবস্থায় উঁকি দেন যখন তোমরা হতাশ ও ভীত থাকো, আর তিনি হাসতে থাকেন, কারণ তিনি জানেন যে তোমাদের অনেকেই খুব শীঘ্রই মারা যাবে।" লাকীত বলেন: আমি বললাম: যে প্রতিপালক হাসেন, তাঁর থেকে কল্যাণের অভাব আমাদের হবে না। "(পঞ্চমটি হলো) কিয়ামত দিবসের জ্ঞান।" আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমরা সেটুকু জেনেছি যা সাধারণ মানুষ জানে এবং যা আপনি জানেন। আমরা এমন এক সম্প্রদায়ভুক্ত, যারা মদহিজ এবং খাছ'আম (যারা আমাদের মিত্র) এবং আমাদের নিজেদের গোত্রের কেউই আমাদের মতো (দৃঢ়ভাবে) বিশ্বাস করে না। তিনি বললেন: তোমরা যত দিন থাকবে, তত দিনই থাকবে। অতঃপর তোমাদের নবীর ইস্তিকাল হবে। এরপর তোমরা যত দিন থাকবে, তত দিনই থাকবে। এরপর বিকট আওয়াজ হবে। তোমার রবের কসম! পৃথিবীর বুকে তিনি এমন কোনো কিছুকে ছেড়ে দেবেন না, যা মারা যাবে না। আর ফেরেশতাগণ যারা তোমার মহান ও মহিমাম্বিত রবের সাথে আছেন (তারাও মারা যাবেন)। এরপর তোমার রব পৃথিবীতে বিচরণ করবেন, আর সমস্ত

দেশ তাঁর জন্য খালি হয়ে যাবে। এরপর তোমার মহান ও মহিমাম্বিত রব আরশের নিকট থেকে বৃষ্টির ধারার মতো কিছু আকাশ থেকে বর্ষণ করবেন। তোমার রবের কসম! পৃথিবীর বুকে তিনি কোনো নিহত ব্যক্তির রণাঙ্গন বা কোনো মৃত ব্যক্তির সমাধিস্থল এমনভাবে ছেড়ে দেবেন না, যেখানে কবর ফেটে যাবে না, এমনকি তার মাথা থেকে তাকে সৃষ্টি করবেন এবং সে সোজা হয়ে বসে যাবে। তখন তোমার মহিমাম্বিত ও পরাক্রমশালী রব বলবেন: "কী অবস্থা?" যা ঘটেছিল, তার সম্পর্কে। সে বলবে: "হে আমার রব! আমাকে আজই মেরে ফেলুন।" কারণ সে জীবনের সাথে এমনভাবে পরিচিত যে, সে এটিকে তার পরিবারের সাথে একটি সাম্প্রতিক ঘটনা মনে করবে। তখন আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! বাতাস, পচন ও হিংস্র জন্তুরা যখন আমাদেরকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে, তখন তিনি কীভাবে আমাদেরকে একত্রিত করবেন? [পৃষ্ঠা: ৪৮-৭] তিনি বললেন: "আল্লাহর মহান নিদর্শনাবলীতে এর একটি দৃষ্টান্ত আমি তোমাকে বলছি। তুমি যখন পৃথিবীর দিকে তাকাও, তখন তা শুকনো মাটি ও জীর্ণ অবস্থায় থাকে, আর তুমি বলো: এটি আর কখনোই সজীব হবে না। এরপর তোমার মহান ও মহিমাম্বিত রব তার উপর আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। কয়েক দিন না যেতেই তুমি তার দিকে তাকাও, আর তা একটি একক পানীয়ের মতো সতেজ হয়ে ওঠে। তোমার রবের কসম! তিনি তোমাদেরকে একত্রিত করতে, পৃথিবীর গাছপালা একত্রিত করার চেয়েও বেশি সক্ষম। তখন তোমরা তোমাদের কবর থেকে অথবা তোমাদের মৃত্যুর স্থান থেকে বের হয়ে আসবে, তোমরা তাঁর দিকে তাকাবে এবং তিনিও তোমাদের দিকে তাকাবেন।" আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কীভাবে এত বড় পৃথিবীতে থাকব, আর তিনি একাই আমাদের সকলের দিকে দেখবেন এবং আমরা তাঁর দিকে দেখব? তিনি বললেন: "আল্লাহর মহান নিদর্শনাবলীতে এর একটি দৃষ্টান্ত আমি তোমাকে বলছি। সূর্য ও চন্দ্র তাঁর ক্ষুদ্র নিদর্শনগুলোর মধ্যে থেকে দুটি। তোমরা তাদের উভয়কে একই সময়ে দেখো এবং তারা তোমাদেরকে দেখে, আর তাদের দেখতে তোমাদের কোনো অসুবিধা হয় না। তোমার রবের কসম! তিনি তোমাদেরকে দেখতে এবং তোমরা তাঁকে দেখতে সক্ষমতার দিক থেকে, তোমাদের সূর্য-চন্দ্রকে দেখা ও তাদের তোমাদেরকে দেখা এবং তাদের দেখতে তোমাদের কোনো অসুবিধা না হওয়ার চেয়েও বেশি সক্ষম।" আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! যখন আমরা আমাদের মহিমাম্বিত ও পরাক্রমশালী রবের সাথে মিলিত হব, তখন তিনি আমাদের সাথে কেমন ব্যবহার করবেন? তিনি বললেন: "তোমাদের কর্মের বিবরণী তাঁর সামনে উন্মোচন করা হবে, তোমাদের কোনো কিছুই তাঁর কাছে গোপন থাকবে না। তখন তোমার মহান ও মহিমাম্বিত রব তাঁর হাত দিয়ে এক আঁজলা

পানি নেবেন এবং তোমাদের দিকে তা ছিটিয়ে দেবেন। তোমার রবের কসম! তার এক ফোঁটাও তোমাদের কারো মুখমণ্ডল থেকে বিচ্যুত হবে না। মুসলিম ব্যক্তির মুখমণ্ডল তাতে সাদা রেশমী বস্ত্রের মতো হয়ে যাবে, আর কাফির ব্যক্তির মুখমণ্ডল কালো লাভা (বা আলকাতরার) মতো হয়ে যাবে। এরপর তোমাদের নবী ফিরে যাবেন এবং তাঁর অনুসরণ করে নেককার লোকেরা বিভক্ত হয়ে যাবে। তারা আগুনের উপর দিয়ে তৈরি একটি সেতুর উপর দিয়ে যাবে এবং তোমাদের কেউ কেউ জ্বলন্ত কয়লার উপর দিয়ে হাঁটবে, সে বলবে: ভালই তো লাগছে! তোমার মহান ও মহিমাম্বিত রব বলবেন: এই তার সময়! তখন তারা রাসূলের হাউজের (কাউসারের) উপর উপস্থিত হবে, আল্লাহর কসম! আমি এর চেয়ে তৃষ্ণার্ত কোনো পানীয় গ্রহণকারী দেখিনি। তোমার রবের কসম! তোমাদের কেউ হাত বাড়ালে তার হাতে একটি পেয়ালা এসে পড়বে, যা তাকে ময়লা, পেশাব ও সমস্ত কষ্ট থেকে পবিত্র করবে। আর সূর্য ও চন্দ্র নিস্তেজ হয়ে যাবে, তোমরা তাদের একটিকেও দেখতে পাবে না।" [পৃষ্ঠা: ৪৮৮]

আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! তখন আমরা কী দ্বারা দেখব? তিনি বললেন: "তোমার এই মুহূর্তের দৃষ্টির মতোই (দেখবে), এবং তা এমন এক দিনে হবে যখন সূর্য উদিত হবে, পৃথিবী উজ্জ্বল হবে এবং পাহাড়গুলো তার মুখোমুখি হবে।" আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মন্দ ও ভাল কাজের প্রতিদান কীভাবে দেওয়া হবে? তিনি বললেন: "একটি ভাল কাজের প্রতিদান তার দশ গুণ, আর একটি মন্দ কাজের প্রতিদান তার সমতুল্য, যদি না (আল্লাহ) ক্ষমা করেন।" আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাত কী এবং জাহান্নাম কী? তিনি বললেন: "তোমার রবের কসম! জাহান্নামের সাতটি দরজা রয়েছে, তাদের দুটি দরজার মাঝে একজন আরোহী সত্তর বছর পথ চলতে পারবে। আর জান্নাতের আটটি দরজা রয়েছে, তাদের দুটি দরজার মাঝে একজন আরোহী সত্তর বছর পথ চলতে পারবে।" আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাতে আমরা কী দেখতে পাব? তিনি বললেন: "পরিষ্কার মধুর নদী, এমন মদের (কা'স) নদী যাতে মাথাব্যথা বা অনুশোচনা নেই, এমন দুধের নদী যার স্বাদ পরিবর্তিত হয়নি, এবং স্বচ্ছ পানির নদী; আর ফলমূল, তোমার রবের কসম! যা তোমরা জানো না এবং তার সাথে তার চেয়েও উত্তম অনেক কিছু; আর পবিত্র স্ত্রীগণ।" আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কি সেখানে স্ত্রী থাকবে? নাকি তাদের মধ্যে সৎকর্মশীলা থাকবে? তিনি বললেন: "সৎকর্মশীলাগণ সৎকর্মশীলদের জন্য। তোমরা দুনিয়ার আনন্দের মতোই তাদের সাথে আনন্দ উপভোগ করবে এবং তারাও তোমাদের সাথে আনন্দ উপভোগ করবে, তবে সেখানে কোনো সন্তান জন্মাবে না।" লাকীত বলেন: আমি বললাম: আমরা যা অর্জন করতে

পারব এবং যেখানে শেষ পর্যন্ত পৌঁছাব, তার সর্বোচ্চ সীমা কী? তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উত্তর দিলেন না। আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! কিসের উপর আমি আপনার কাছে বাইআত (আনুগত্যের শপথ) করব? তিনি বলেন: তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত প্রসারিত করলেন এবং বললেন: "সালাত (নামাজ) কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, শির্ক (আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন) পরিত্যাগ করা, এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ইলাহ না মানা।" আমি বললাম: আমাদের কি পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী স্থান (অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবী) থাকবে? তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত গুটিয়ে নিলেন এবং তাঁর আঙ্গুলগুলো প্রসারিত করলেন, আর ভাবলেন যে আমি এমন কিছু শর্ত করছি যা তিনি আমাকে দেবেন না। আমি বললাম: আমরা যেখানে ইচ্ছা সেখানেই নামতে পারব এবং কোনো ব্যক্তির উপর তার নিজের ছাড়া আর কারো অপরাধ চাপানো হবে না। তখন তিনি তাঁর হাত প্রসারিত করলেন এবং বললেন: "এটা তোমার জন্য (অনুমোদিত), তুমি যেখানে ইচ্ছা সেখানেই নামতে পারবে এবং তোমার নিজের ছাড়া তোমার উপর আর কারো অপরাধ চাপানো হবে না।" লাকীত বলেন: অতঃপর আমরা তাঁর কাছ থেকে ফিরে এলাম। তিনি (নবী) বললেন: "আল্লাহর কসম! যদি তোমাদেরকে এই দু'জন সম্পর্কে জানানো হয়, তবে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহভীরু।" তখন বনু বকর ইবন কিলাব গোত্রের কা'ব ইবনুল হুদাদিয়া তাঁকে (নবীকে) বললেন: তারা কারা, হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন: "বনু মুনতাজিক গোত্রের লোকেরাই তাদের অন্তর্ভুক্ত।" লাকীত বলেন: তখন আমরা ফিরে এলাম এবং আমি তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! অতীত হয়ে যাওয়া কোনো ব্যক্তির কি [পৃষ্ঠা: ৪৮৯] তাদের জাহিলিয়াতের যুগে কোনো কল্যাণ আছে কি? তিনি বললেন: "কুরাইশের একজন লোক (আমার দিকে) মুখ ফিরিয়ে বলল: আল্লাহর কসম! তোমার পিতা মুনতাজিক জাহান্নামে।" লাকীত বলেন: তার কথা শুনে আমার মুখমণ্ডল ও চামড়ার মাঝে যেন আগুনের তাপ অনুভব করলাম, কারণ সে মানুষের সামনে আমার পিতার সম্পর্কে এমন কথা বলেছে। আমি বলতে চেয়েছিলাম: আর আপনার পিতাও, হে আল্লাহর রাসূল! কিন্তু পরে মনে হলো, অন্যভাবে বলাটা ভালো হবে। তাই আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আর আপনার পরিবার? তিনি বললেন: "আমার পরিবারও, আল্লাহর কসম! যখনই আমি কোনো মুশরিক (অংশীবাদী) আমিরা বা কুরাইশী গোত্রের কারো কবরের পাশ দিয়ে যাই, তখন বলো: মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন, সুতরাং এমন সুসংবাদ গ্রহণ করো যা তোমাকে দুঃখিত করবে: তোমাকে তোমার মুখ ও পেট দিয়ে

জাহান্নামের আগুনে টেনে হিঁচড়ে নেওয়া হবে!" লাকীত বলেন: আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! তাদের সাথে এমন আচরণ কেন করা হলো, অথচ তারা এমন কাজ করত যা তারা ভাল ছাড়া অন্য কিছু মনে করত না এবং তারা মনে করত যে তারা সৎকর্মশীল? তিনি বললেন: "এটা এই কারণে যে, মহান ও মহিমাম্বিত আল্লাহ প্রতিটি সাত উম্মতের শেষে একজন নবী পাঠিয়েছেন। সুতরাং যে তার নবীর অবাধ্য হয়েছে, সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে; আর যে তার নবীর আনুগত্য করেছে, সে হেদায়েতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।"

(ص: 489) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1121 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا أَبُو عَامِرٍ يَعْنِي عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عَمْرِو، نَا زُهَيْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ جَابِرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الدَّجَلِجِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِشٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ ذَاتَ غَدَاةٍ وَهُوَ طَيِّبُ النَّفْسِ مُسْفِرُ الْوَجْهِ أَوْ مُشْرِقُ الْوَجْهِ، فَقُلْنَا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا نَرَاكَ طَيِّبَ النَّفْسِ مُسْفِرَ الْوَجْهِ أَوْ [ص: 490] مُشْرِقَ الْوَجْهِ، فَقَالَ: " وَمَا يَمْنَعُنِي وَأَتَانِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ اللَّيْلَةَ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَبِّي وَسَعْدَيْكَ فَقَالَ: فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي أَيُّ رَبِّ، قَالَ ذَاكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ: فَوَضَعَ كَفَّيْهِ بَيْنَ كَتِفَيْ، فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيْ حَتَّى تَجَلَّى لِي مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ {وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [الأنعام: 75] ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ قَالَ: قُلْتُ: فِي الْكَفَّارَاتِ، قَالَ: وَمَا الْكَفَّارَاتُ؟ قُلْتُ: الْمَشْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْجُمُعَاتِ، وَالْجُلُوسُ فِي الْمَسَاجِدِ خِلَافَ الصَّلَوَاتِ، وَإِبْلَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ، قَالَ: فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ، وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيْوَمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، وَمِنْ الدَّرَجَاتِ طَيِّبُ الْكَلَامِ، وَبَذْلُ السَّلَامِ، وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ نِيَامًا، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِذَا صَلَّيْتَ

فَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الطَّيِّبَاتِ، وَتَرَكْتُ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبِّ الْمَسَاكِينِ، وَأَنْ تَتُوبَ عَلَيَّ،
وَإِذَا أَرَدْتُ فِتْنَةً فِي النَّاسِ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ "

1121 - আমাকে আমার পিতা বর্ণনা করেছেন, আবু আমির —অর্থাৎ আব্দুল মালিক ইবনু আমর— আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, যুহাইর —অর্থাৎ ইবনু মুহাম্মাদ— আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, ইয়াযীদ —অর্থাৎ ইবনু জাবির— থেকে, তিনি খালিদ ইবনু আল-লাজলাজ থেকে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু আয়িশ থেকে, তিনি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন ভোরে তাদের সামনে এলেন এমতাবস্থায় যে, তিনি ছিলেন উৎফুল্লচিত্ত, উজ্জ্বল মুখাবয়ব অথবা দীপ্তিময় মুখাবয়ব। তখন আমরা বললাম: "হে আল্লাহর নবী, আমরা আপনাকে উৎফুল্লচিত্ত, উজ্জ্বল মুখাবয়ব অথবা [পৃ: 490] দীপ্তিময় মুখাবয়ব দেখছি।" তিনি বললেন: "কী আমাকে বাধা দেবে? আমার প্রতিপালক (আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা) এই রাতে আমার নিকট সবচেয়ে সুন্দর রূপে এসেছিলেন এবং বললেন: হে মুহাম্মাদ! আমি বললাম: আমি আপনার সেবায় হাজির, আমার প্রতিপালক, এবং আমি আপনার খুশির জন্য প্রস্তুত। তখন তিনি বললেন: "উর্ধ্বজগতের ফেরেশতারা কিসে বিতর্ক করছে?" আমি বললাম: "আমি জানি না, হে আমার প্রতিপালক।" তিনি একথা দুবার অথবা তিনবার বললেন। তিনি বললেন: "অতঃপর তিনি তাঁর দুহাত আমার উভয় কাঁধের মধ্যখানে রাখলেন। আমি তাঁর শীতলতা আমার বুকের মধ্যখানে অনুভব করলাম, এমনকি আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সব আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো।" অতঃপর তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন: {আর এভাবেই আমি ইবরাহীমকে আসমান ও যমিনের রাজত্ব দেখিয়েছিলাম।} [সূরা আল-আনআম: আয়াত ৭৫] অতঃপর তিনি বললেন: "হে মুহাম্মাদ! উর্ধ্বজগতের ফেরেশতারা কিসে বিতর্ক করছে?" তিনি (রাসূল) বললেন: "আমি বললাম: কাফ্ফারাসমূহ (পাপ মোচনকারী আমল)-এর বিষয়ে।" তিনি (আল্লাহ) বললেন: "কাফ্ফারাসমূহ কী?" আমি বললাম: "জুমুআর (সালাতের) উদ্দেশ্যে পদব্রজে যাওয়া, সালাতের পর মসজিদে বসে থাকা এবং কষ্টকর অবস্থায় পূর্ণরূপে ওয়ু (স্নান) করা।" তিনি বললেন: "সুতরাং যে ব্যক্তি এগুলো করবে, সে কল্যাণময় জীবন যাপন করবে এবং কল্যাণময় মৃত্যু বরণ করবে। আর সে তার পাপ থেকে এমন হয়ে যাবে, যেমন যেদিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিল। এবং উচ্চ মর্যাদাসমূহের মধ্যে রয়েছে: উত্তম কথা বলা, সালাম (শান্তি ও কল্যাণ) প্রচার করা, খাদ্য খাওয়ানো এবং রাতে সালাত (নামাজ) আদায় করা যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে।" এবং তিনি বললেন: "হে মুহাম্মাদ! যখন তুমি সালাত (নামাজ)

আদায় করবে, তখন বলো: হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে উত্তম বিষয়সমূহ চাই, এবং মন্দ কাজ পরিত্যাগ করা, এবং অভাবীদের প্রতি ভালোবাসা, আর আমার তাওবা (অনুশোচনা) কবুল করুন। আর যখন আপনি মানুষের মধ্যে কোনো ফিতনা (পরীক্ষা/বিশৃঙ্খলা) সৃষ্টি করতে চান, তখন আমাকে ঐতিনায় পতিত না করেই মৃত্যু দিন।"

(ص: 490) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1122 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ»

1122 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আব্দুল রায়যাক, মামার থেকে, তিনি কাতাদাহ থেকে, যা তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন যে: "আল্লাহ তাআলা আদমকে তাঁরই আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন।"

(ص: 490) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1123 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، { فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ } [التين: 4] قَالَ: «فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ»

1123 - আমার পিতা আমাকে হাদিস শুনিয়েছেন। তিনি আব্দুল রায়যাক থেকে, তিনি মামার থেকে, তিনি কাতাদাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। "সুন্দরতম আকৃতিতে" (ফী আহসানি তাক্বীম) [সূরা ত্বীন: 8] সম্পর্কে তিনি (কাতাদাহ) বলেছেন: "সর্বোত্তম রূপে।"

(ص: 491) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1124 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، نَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَبِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ»

১১২৪ - আমাদের কাছে ইব্রাহিম ইবনুল হাজ্জাজ বর্ণনা করেছেন, হাম্মাদ—অর্থাৎ ইবনু সালামাহ—আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি আলী ইবনু যায়দ থেকে, তিনি সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন।"

(ص: 491) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1125 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ، نَا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، وَيَبْغُضُ الْبُؤْسَ وَالتَّبَاؤُسَ»

1125 - আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইবনু আলী আল-ওয়াররাক, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন খালিদ ইবনু খিদাশ, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ ইবনু যায়দ, হাসান ইবনু যাকওয়ান থেকে, তাউস থেকে, তিনি বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা, যিনি পরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত, সুন্দর; তিনি সৌন্দর্য ভালোবাসেন এবং তিনি দারিদ্র্য ও দৈন্যতা প্রদর্শনকে ঘৃণা করেন।"

(ص: 491) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1126 - حَدَّثَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ صُبَيْحٍ زَحْوَيْهِ، نَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ الْبَجَلِيِّ، قَالَ: قَرَأَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْ قَرِئَتْ عِنْدَهُ {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ} [يونس: 26] قَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَا الرِّيَادَةُ؟ النَّظَرُ إِلَى رَبِّنَا جَلَّ ثَنَاؤُهُ»

১১২৬ - যাকারিয়া ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে সুবায়্যেহ যাহমাওয়াইহ আমাকে বর্ণনা করেছেন, ইবনে আবি জায়েদাহ বর্ণনা করেছেন, তাঁর পিতা আমাকে আবু ইসহাক থেকে, তিনি আমির ইবনে সাদ আল-বাজালি থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আমির ইবনে সাদ) বলেছেন: আবু বকর (রাঃ) তেলাওয়াত করেছেন অথবা তাঁর কাছে তেলাওয়াত করা হয়েছিল: "যারা ভালো কাজ করেছে তাদের জন্য আছে উত্তম প্রতিদান এবং অতিরিক্ত।" [ইউনুস: ২৬] তিনি বললেন:

"তোমরা কি জানো এই অতিরিক্ত কী? এটা হলো আমাদের প্রতিপালকের দিকে তাকানো, যাঁর মহিমা সুউচ্চ।"

(ص: 491) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1127 - حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، نَا شَهَابُ بْنُ خِرَاشٍ، حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ أَبِي النَّجُودِ، حَدَّثَنِي زُرُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ عِلْمٌ لِلْهَوَامِّ جَلْبَةَ بَيْنَ [ص: 492] أَطْبَاقِ جِلْدِ الْكَافِرِ كَمَا يُسْعَعُ جَلْبَةُ الْوَحُوشِ فِي الْبَرِّ، وَإِنَّ جِلْدَهُ لَأَرْبَعُونَ ذِرَاعًا بِذِرَاعِ الْجَبَّارِ»

1127 - আমাকে আল-হাকাম ইবন মুসা হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি শিহাব ইবন খিরাশ থেকে, তিনি আসিম ইবন আবি আন-নুজুদ থেকে, তিনি যির থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: "নিশ্চয়ই পোকামাকড়দের কোলাহল শোনা যাবে (পৃষ্ঠা: 492) অবিশ্বাসী ব্যক্তির চামড়ার স্তরের মধ্যে, যেমন ভূমিতে বন্য জন্তুদের কোলাহল শোনা যায়। আর নিশ্চয়ই তার চামড়া মহাশক্তিধর সত্তার পরিমাপ অনুসারে চল্লিশ বাহু দীর্ঘ হবে।"

(ص: 492) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1128 - حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بِمَكَّةَ، نَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى وَهُوَ السَّيْنَانِيُّ أَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «لَمَّا انْتَهَيْتُ إِلَى مَدْيَنَ سَأَلْتُ عَنِ الشَّجَرَةِ الَّتِي كَلَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُوسَى مِنْهَا، فَدَلَلْتُ عَلَيْهَا، فَأَتَيْتُهَا، فَإِذَا هِيَ شَجَرَةٌ خَضْرَاءُ تَرِفُ، فَتَنَاوَلْتُ نَاقَتِي مِنْ وَرَقِهَا فَلَاكَّتُهُ، فَلَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَبْتَلِعَهُ، فَطَرَحْتُهُ، فَصَلَّيْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَعْتُ»

1128 - আবু সালিহ হাদিয়া ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব মক্কা থেকে আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাদের কাছে ফাদল ইবনে মুসা, যিনি আস-সীনানী, বর্ণনা করেছেন; তিনি

বলেন: আমাদের কাছে আমাশ বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু ইসহাক থেকে, তিনি আমর ইবনে মায়মুন থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: «যখন আমি মাদইয়ানে পৌঁছালাম, তখন আমি সেই গাছটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম যেখান থেকে পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত আল্লাহ মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর সাথে কথা বলেছিলেন। আমাকে সেটির পথ দেখানো হলো। অতঃপর আমি সেটির কাছে গেলাম, আর দেখলাম সেটি একটি সবুজ, সতেজ ও প্রাণবন্ত গাছ। আমার উটনী তার পাতা থেকে ধরলো এবং চিবালা, কিন্তু সেটি গিলতে পারলো না, সুতরাং সে ফেলে দিলো। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর দরুদ পাঠ করলাম এবং ফিরে আসলাম।»

(ص: 492) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1129 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْمُبَارَكِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ جَارُ خَلْفِ بْنِ هِشَامٍ الْبَزَّارِ، نَا أَبُو شَهَابٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ، عَزَّ وَجَلَّ: {يَبْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} [الرعد: 39] قَالَ: «يَنْزِلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي رَمَضَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَبْحُو وَيُثْبِتُ إِلَّا الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ وَالشَّقَاءَ وَالسَّعَادَةَ»

১১২৯ - আমাদেরকে আবু দাউদ আল-মুবারাকি সুলাইমান ইবন মুহাম্মাদ, যিনি খালাফ ইবন হিশাম আল-বাজ্জারের প্রতিবেশী ছিলেন, বর্ণনা করেছেন; তিনি আবু শিহাব থেকে, তিনি ইবন আবি লায়লা থেকে, তিনি মিনহাল ইবন আমর থেকে, তিনি সাঈদ ইবন জুবাইর থেকে, তিনি ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকে আল্লাহ তাআলার এই বাণী প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন: {আল্লাহ যা ইচ্ছা মুছে দেন এবং যা ইচ্ছা প্রতিষ্ঠিত রাখেন। আর তাঁর কাছেই রয়েছে উম্মুল কিতাব (মূল কিতাব)} [সূরা আর-রাদ: ৩৯] তিনি বলেছেন: "আল্লাহ তাআলা রমজান মাসে সর্বনিম্ন আকাশে (দুনিয়ার আকাশে) অবতীর্ণ হন, এরপর তিনি (তাতে) মুছে দেন এবং প্রতিষ্ঠিত রাখেন, তবে মৃত্যু, জীবন, দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্য ব্যতীত।"

(ص: 492) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1130 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ الدَّجَالَ، فَقَالَ: «أَعُوْرُ هَجَانٌ، كَانَ رَأْسُهُ أَصْلَةً، أَشْبَهُهُ [ص: 493] رَجَالُكُمْ بِهِ عَبْدُ الْعُزَّى بْنِ قَطْنٍ، فَأَمَّا هَلَكُ الْهَلَكُ، فَإِنَّ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ بِأَعُوْرَ»

১১৩০ - আমার পিতা আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন, ওয়াহব ইবনে জারীর আমাদের হাদীস শুনিয়েছেন, শুবাহ আমাদের জানিয়েছেন, সিমাক ইবনে হারব থেকে, তিনি ইকরিমা থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন: «সে একচোখা, উজ্জ্বল ফর্সা। তার মাথা যেন একটি বিরাট সাপ। তোমাদের পুরুষদের মধ্যে তার সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ হলো আব্দুল উযযা ইবনে কাতান। [পৃষ্ঠা: ৪৯৩] আর যদি ধ্বংসকারীরা ধ্বংস হয়, (তবে জেনে রেখো) তোমাদের মহা মহিমাময় প্রতিপালক একচোখা নন।"»

(ص: 493) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1131 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْرِيُّ، بِالْمَدِينَةِ، نَا عَمِّي سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ شُعْبَةَ بْنِ قَيْسٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ مَرْجَاهَ، كَذَا قَالَ الزُّبَيْرِيُّ، وَإِنَّمَا هُوَ ابْنُ مَرْجَانَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفُ اللَّيْلِ، فَيَقُولُ: «مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ مَنْ يَدْعُونِي فَأُجِيبَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟» ثُمَّ يَبْسُطُ يَدَهُ، فَيَقُولُ: «مَنْ يُقْرِضْ غَيْرَ ظُلْمٍ وَلَا عَدْوٍ»

১১৩১ - আমাকে মুহাম্মদ ইবনুল ওয়ালীদ আয-যুবাইরী মদীনায বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেছেন) আমার চাচা সাঈদ ইবন আমর সূত্রে, তিনি সুলাইমান ইবন বিলালের সূত্রে, তিনি সাদ ইবন সাঈদ ইবন শুবাহ ইবন কায়েসের সূত্রে, তিনি সাঈদ ইবন মুরজাহ থেকে আমাকে খবর দিয়েছেন — যুবাইরী এভাবেই বলেছেন, কিন্তু তিনি আসলে ইবন মারজানাহ — (আর এই সূত্রে) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: "নিশ্চয়ই সম্মানিত

ও মহিমান্বিত আল্লাহ তাআলা নীচের আসমানে নেমে আসেন যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ অথবা অর্ধেক বাকি থাকে। অতঃপর তিনি বলেন: কে আমার কাছে ক্ষমা চায় যে, আমি তাকে ক্ষমা করব? কে আমাকে ডাকে যে, আমি তার ডাকে সাড়া দেবো? কে আমার কাছে চায় যে, আমি তাকে দেবো? অতঃপর তিনি তাঁর হাত প্রসারিত করেন এবং বলেন: কে এমন সত্তাকে ঋণ দেবে যিনি যালিমও নন এবং অভাবীও নন?"

(ص: 493) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1132 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْبِيِّ، نَا أَبُو هِلَالٍ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمٍ الرَّاسِبِيُّ، نَا رَجُلٌ، أَنَّ ابْنَ رَوَاحَةَ، قَالَ لِلْحَسَنِ: "هَلْ تَصِفُ رَبَّكَ، عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَصِفُهُ بِغَيْرِ مِثَالٍ"

১১৩২ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, হাসান ইবনু মূসা আল-আশয়াব আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু হিলাল মুহাম্মাদ ইবনু সুলাইম আর-রাসিবি থেকে, তিনি একজন ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইবনু রাওয়াহা আল-হাসানকে জিজ্ঞেস করলেন: "আপনি কি আপনার প্রতিপালকের (আল্লাহর) বর্ণনা দেন, যিনি পরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত?" তিনি বললেন: "হ্যাঁ, আমি তাঁর বর্ণনা দিই, তবে কোনো দৃষ্টান্ত ব্যতীত।"

(ص: 493) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1133 - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، نَا مُضَرُّ الْقَارِئِيُّ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ [ص: 494] زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يَقُولُ: «لَوْ عَلِمَ الْعَابِدُونَ فِي الدُّنْيَا أَنَّهُمْ لَا يَرَوْنَ رَبَّهُمْ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْآخِرَةِ لَذَابَتْ أَنْفُسُهُمْ فِي الدُّنْيَا»

1133 - আমাকে উবাইদুল্লাহ ইবনে উমার আল-কাওয়ারিরি বর্ণনা করেছেন, তিনি মুদার আল-কারি থেকে, তিনি আব্দুল ওয়াহিদ ইবনে [পৃষ্ঠা: ৪৯৪] য়েদ থেকে। তিনি বলেন: আমি আল-হাসানকে বলতে শুনেছি: «যদি দুনিয়ার ইবাদতকারীরা জানতো যে, তারা পরকালে তাদের মহিমান্বিত ও সুমহান প্রতিপালককে দেখতে পাবে না, তাহলে তাদের আত্মা দুনিয়াতেই গলে যেত।»

1134 - حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ، نَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُؤْمِنُ يَغَارُ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَغَارُ وَمِنْ غَيْرَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ»

১১৩৪ - আমাদের কাছে হুদবাহ ইবন খালিদ আল-আযদী বর্ণনা করেছেন, তিনি আবান ইবন ইয়াযীদ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইয়াহইয়া ইবন আবি কাসীর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবু সালামাহ তাকে বর্ণনা করেছেন, যে আবু হুরায়রা তাকে বর্ণনা করেছেন, যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “মুমিন আত্মমর্যাদাবোধ (গায়রা) রাখে। আর মহান আল্লাহ তা’আলাও আত্মমর্যাদাবোধ (গায়রা) রাখেন। আর আল্লাহর আত্মমর্যাদাবোধ (গায়রা)-এর অন্যতম বিষয় হলো, যখন কোনো মুমিন এমন কাজ করে যা আল্লাহ তা’আলা তার জন্য হারাম করেছেন।”

1135 - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَا: نَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ وَرَّادٍ، كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصَفِّحٍ عَنْهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «اتَّعَجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ، فَوَاللَّهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْ سَعْدٍ، وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَغْيَرُ مِنِّي، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا شَخْصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَعَاذِيرُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ اللَّهُ الْمُرْسَلِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ، وَلَا شَخْصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْجَنَّةَ»

1136 - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ يَعْنِي ابْنَ عُمَيْرٍ، عَنْ وَرَّادٍ، كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: بَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ يَقُولُ: «لَوْ وَجَدْتُ مَعَهَا رَجُلًا لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفِحٍ» فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

১১৩৫ - আমাকে উবাইদুল্লাহ ইবনু উমার আল-কাওয়ারীরী ও মুহাম্মাদ ইবনু আবী বাকর ইবনু আলী আল-মুকাদামী বর্ণনা করেছেন। তারা বলেন: আমাদেরকে আবু আওয়ানাহ বর্ণনা করেছেন, তিনি আব্দুল মালিক ইবনু উমায়ের থেকে, তিনি মুগীরাহ ইবনু শুবার লেখক (সচিব) ওয়াররাদ থেকে, তিনি মুগীরাহ ইবনু শুবাহ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: সাদ ইবনু উবাদাহ (রাঃ) বলেন: "যদি আমি আমার স্ত্রীর সাথে কোনো পুরুষকে দেখতাম, তাহলে তাকে তরবারি দিয়ে আঘাত করতাম এবং তাকে রেহাই দিতাম না।" এই সংবাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পৌঁছালে তিনি বললেন: "তোমরা কি সাদের এই আত্মমর্যাদাবোধে বিস্মিত হচ্ছে? আল্লাহর কসম, আমি সাদের চেয়েও বেশি আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন। আর আল্লাহ মহিমাম্বিত ও গৌরবাম্বিত, তিনি আমার চেয়েও বেশি আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন। আর এ কারণেই তিনি প্রকাশ্য ও গোপন সকল অশ্লীল কর্ম হারাম করেছেন। আল্লাহ তাআলার চেয়ে অধিক আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন আর কেউ নেই। আর আল্লাহ মহিমাম্বিত ও গৌরবাম্বিত, তাঁর চেয়ে ওজর-আপত্তি পছন্দকারী আর কেউ নেই। এ কারণেই আল্লাহ রাসূলগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আর আল্লাহ মহিমাম্বিত ও গৌরবাম্বিত, তাঁর চেয়ে প্রশংসা পছন্দকারী আর কেউ নেই। এ কারণেই আল্লাহ জান্নাতের ওয়াদা করেছেন।"

[পৃষ্ঠা: ৪৯৫]

১১৩৬ - আমাকে আবু বাকর ইবনু আবী শায়বাহ আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ বর্ণনা করেছেন। আমাদেরকে হুসাইন ইবনু আলী আল-জুফী বর্ণনা করেছেন, তিনি যায়িদাহ থেকে, তিনি আব্দুল মালিক (অর্থাৎ ইবনু উমায়ের) থেকে, তিনি মুগীরাহর লেখক (সচিব) ওয়াররাদ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এই সংবাদ পৌঁছালো যে,

সাদ ইবনু উবাদাহ (রাঃ) বলেন: "যদি আমি তার (স্ত্রীর) সাথে কোনো পুরুষকে পেতাম, তাহলে তাকে তরবারি দিয়ে আঘাত করতাম এবং তাকে রেহাই দিতাম না।" এরপর তিনি (পুরো) হাদীসটি উল্লেখ করেন।

(ص: 495) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1137 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَضْلُ الْقُرْآنِ عَلَى الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عِبَادِهِ»

১১৩৭ - আমাকে আমার পিতা বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে আসওয়াদ ইবনে আমির বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে আবু বকর ইবনে আইয়াশ বর্ণনা করেছেন, আল-আমাশ থেকে, আল-হাসান থেকে, তিনি বলেছেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব অন্যান্য কথার উপর এমন, যেমন আল্লাহ (যিনি পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত) তাঁর বান্দাদের উপর শ্রেষ্ঠ।”

(ص: 495) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1138 - قَرَأْتُ عَلَى أَبِي، نَا أَبُو قُرَّةَ الزُّبَيْدِيُّ مَوْسَى بْنُ طَارِقٍ، قَاضٍ لَهُمْ بِالْيَمَنِ، وَذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: «رَأَى مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَرَّتَيْنِ»

১১৩৮ - আমি আমার পিতার নিকট পাঠ করেছি, তিনি আমাদের জানিয়েছেন আবু কুররাহ আয-যুবাইদি মূসা ইবনে তারিক, যিনি ইয়ামানে তাদের বিচারক ছিলেন। এবং ইবনে জুরাইজ উল্লেখ করেছেন যে, আতা আমাকে জানিয়েছেন, আতা ইবনে আব্বাসকে বলতে শুনেছেন যে, তিনি বলেছেন: "মুহাম্মাদ (তাঁর উপর আল্লাহর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক) তাঁর রবকে (মহিমাম্বিত ও পরাক্রমশালী) দুইবার দেখেছেন।"

(ص: 495) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1139 - حَدَّثَنِي أَبُو الْأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْقِدَامِ بِالبَصْرَةِ، سَنَةَ إِحْدَى وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ [ص: 496] نَا مُعْتَبِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنْظُرُ إِلَى الَّذِي يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الْخِيَلَاءِ»

১১৩৯ - আমার নিকট আবু আল-আশআছ আহমদ ইবনুল মিকদাম বসরা নগরীতে হিজরী ২৩১ সনে বর্ণনা করেছেন। পৃষ্ঠা: ৪৯৬ আমাদের নিকট মুতামির বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি আমার পিতাকে কাতাদাহ থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, সালিম ইবন আবদুল্লাহ তাঁর পিতা থেকে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা এমন ব্যক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করেন না, যে অহংকারবশত তার পোশাক টেনে চলে।"

(ص: 496) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1140 - حَدَّثَنِي أَبُو هَاشِمٍ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ، عَزَّ وَجَلَّ: {وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُمَا} قَالَ: «لَا يُكْرِثُهُ»

1141 - حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ عَيْسَى بْنُ سَالِمٍ الشَّاشِيُّ، نَا أَبُو الْمَلِيحِ، عَنْ فُرَاتِ بْنِ سَلْمَانَ، قَالَ: قَدِمَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي حَوَائِجٍ، فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا جَمَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، قَالَ: يُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ " ثُمَّ قَصَّ الْحَدِيثَ قَالَ: «فَيَتَجَلَّى لَهُمْ» فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، أَسَمِعْتَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِيكَ يَذْكُرُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: أَيْ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، لَقَدْ سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ

مَرَّةً وَلَا مَرَّتَيْنِ وَلَا ثَلَاثَةً، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللَّهُ: مَا سَبَعْتُ فِي
الْإِسْلَامِ حَدِيثًا هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ

1140 - আবু হাশিম যিয়াদ ইবন আইয়ুব আমাকে বর্ণনা করেছেন, উবাইদুল্লাহ ইবন মুসা আমাদেরকে জানিয়েছেন, ইবন জুরাইজ আমাদেরকে জানিয়েছেন, মুজাহিদ (রহ.) থেকে, মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর এই বাণী প্রসঙ্গে: {আর এ দুটোর সংরক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না}, তিনি বলেছেন: "তাঁকে ভারাক্রান্ত করে না।"

1141 - আবু সাঈদ ঈসা ইবন সালিম আশ-শাশী আমাকে বর্ণনা করেছেন, আবুল মালীহ আমাদেরকে জানিয়েছেন, ফুরাত ইবন সালমান থেকে, তিনি বলেছেন: আবু বুরদাহ ইবন আবি মুসা কিছু প্রয়োজনে সুলাইমান ইবন আব্দুল মালিকের কাছে এলেন, তখন তিনি (আবু বুরদাহ) বললেন: আমি আমার পিতাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: "যখন মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ প্রথম ও শেষ সকল মানুষকে এক ময়দানে একত্রিত করবেন, তখন তিনি (আল্লাহ) বলবেন: আকাশ থেকে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দেবেন,..." তারপর তিনি (আবু বুরদাহ) হাদিসটি বর্ণনা করলেন, (তাতে) আছে: "তখন তিনি (আল্লাহ) তাদের সামনে প্রকাশিত হবেন।" তখন উমার ইবন আব্দুল আযীয তাকে বললেন: "সেই আল্লাহর শপথ, যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, আপনি কি আপনার পিতাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করতে শুনেছেন?" তিনি বললেন: "হ্যাঁ, সেই আল্লাহর শপথ, যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, আমি আমার পিতাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একবারও নয়, দুবারও নয়, তিনবারও নয়, বহুবার বর্ণনা করতে শুনেছি।" তখন উমার ইবন আব্দুল আযীয (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) তাকে বললেন: "আমি ইসলামে এর চেয়ে প্রিয় কোনো হাদিস শুনিনি।"

(ص: 496) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1142 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، نَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ
[ص: 497] قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَهْيَكٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: «مَنْ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعِيدُوهُ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِوَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَعْطُوهُ»

১১৪২ - আমাকে উবাইদুল্লাহ ইবন উমার আল-কাওয়ারীরী বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে খালিদ ইবনুল হারিস বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে শুবাহ বর্ণনা করেছেন, [পৃষ্ঠা: ৪৯৭] কাতাদাহ থেকে, আবু নাহীক থেকে, ইবন আব্বাস থেকে, যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি তোমাদের কাছে আল্লাহর দোহাই দিয়ে আশ্রয় চায়, তাকে আশ্রয় দাও। আর যে ব্যক্তি তোমাদের কাছে আল্লাহর (আযযা ওয়া জাল) ওয়াস্তে কিছু চায়, তাকে দাও।"

(ص: 497) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1143 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكُمْ لَنْ تَرْجِعُوا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنَّا خَرَجَ مِنْهُ» يَعْنِي الْقُرْآنَ " قَالَ أَبِي: كَذَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ

1143 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী, মুআবিয়া অর্থাৎ ইবনে সালিহ থেকে, তিনি আল-আলা ইবনে আল-হারিস থেকে, তিনি য়ায়েদ ইবনে আরতাআ থেকে, তিনি জুবাইর ইবনে নুফাইর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয় তোমরা আল্লাহ, পরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত সত্তার কাছে এমন কিছু নিয়ে ফিরে যাবে না, যা তাঁর কাছ থেকে এসেছে তার চেয়ে উত্তম।" অর্থাৎ কুরআন। আমার পিতা বলেছেন: আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী এভাবেই বলেছেন।

(ص: 497) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1144 - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، نَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، نَا ثَابِتٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ} [يونس: 26] قَالَ: «الْحُسْنَى الْجَنَّةُ وَالزِّيَادَةُ نَظَرُهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهُهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ بَعْدَ نَظَرِهِمْ إِلَى رَبِّهِمْ، عَزَّ وَجَلَّ»

1144 - আমার কাছে উবাইদুল্লাহ ইবনু উমার আল-কাওয়ারীরী বর্ণনা করেছেন, তাঁকে হাম্মাদ, অর্থাৎ ইবনু যায়দ, বর্ণনা করেছেন, তাঁকে সাবেত বর্ণনা করেছেন, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু আবী লায়লা থেকে বর্ণনা করেন। আব্দুর রহমান ইবনু আবী লায়লা বলেছেন: {যারা সৎকর্মশীল, তাদের জন্য রয়েছে সর্বোত্তম প্রতিদান এবং অতিরিক্ত কিছু।} [ইউনুস: ২৬] তিনি (আব্দুর রহমান ইবনু আবী লায়লা) বলেন: এই সর্বোত্তম প্রতিদান হলো জান্নাত, আর অতিরিক্ত কিছু হলো তাদের প্রতিপালক, যিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত, তাঁর প্রতি তাদের দৃষ্টিপাত করা। তাদের প্রতিপালকের প্রতি দৃষ্টিপাতের পর তাদের মুখমণ্ডলকে কোনো কালিমা বা অপমান আচ্ছন্ন করবে না।

(ص: 497) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1145 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، فِي هَذِهِ الْآيَةِ {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ} [يونس: 26] قَالَ: «الرَّيَادَةُ النَّظَرُ إِلَىٰ وَجْهِ الرَّحْمَنِ جَلَّ وَعَزَّ»

1145 - আমার পিতা আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, আমাদের নিকট মুহাম্মাদ ইবন জা'ফর বর্ণনা করেছেন, আমাদের নিকট শু'বাহ বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু ইসহাক থেকে, তিনি 'আমির ইবন সা'দ থেকে, এই আয়াত সম্পর্কে: {যারা সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং অতিরিক্ত} [ইউনুস: ২৬]। তিনি বলেছেন: "অতিরিক্ত হলো পরম দয়াময় (আল্লাহ)-এর মুখমণ্ডল দর্শন, তিনি মহিমান্বিত ও অতীব সম্মানিত।"

(ص: 497) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1146 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، وَحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: نَا الْبُبَارُكُ، عَنْ الْحَسَنِ، فِي قَوْلِهِ، عَزَّ وَجَلَّ: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ} [القيامة: 23] قَالَ: «النَّاضِرَةُ الْحَسَنَةُ حَسَنَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالنَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهَا عَزَّ وَجَلَّ وَحُقَّ لَهَا أَنْ تُنْصَرَ وَهِيَ تَنْظُرُ إِلَىٰ رَبِّهَا، عَزَّ وَجَلَّ»

1146 - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে হাশিম ইবনুল কাসিম ও হুসাইন ইবনু মুহাম্মাদ বর্ণনা করেছেন। তাঁরা উভয়েই বলেছেন, আমাদের কাছে মুবারাক আল-হাসান থেকে পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত আল্লাহর বাণী প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন: "সেদিন কিছু মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে, তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।" [আল-কিয়ামাহ: ২৩] তিনি (আল-হাসান) বলেছেন: "আল-নাদিরা (نَادِرَة) অর্থ সুন্দর। পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত আল্লাহ তাদের রবের দিকে তাকানোর মাধ্যমে সেগুলোকে সুন্দর করেছেন। তাদের জন্য এটিই উপযুক্ত যে তারা উজ্জ্বল হবে, যখন তারা পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।"

(ص: 497) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1147 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ، نَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ [ص: 498] عُمَيْرٍ، عَنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فَقَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُعَرَّضُ عَلَى اللَّهِ عِزُّ وَجَلُّ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ يَلْتَفِتُ يَمِينًا وَشِمَالًا لَا يَرَى إِلَّا النَّارَ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَقِيَ وَجْهَهُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَبْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ»

১১৪৭ - আমাকে মুহাম্মাদ ইবনু আবী বকর ইবনু আলী আল-মুকাদামী (রহ.) হাদিস বর্ণনা করেছেন, আমাদের আবু আ'ওয়ানা (রহ.) হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি আব্দুল মালিক ইবনু [পৃ: ৪৯৮] উমায়র (রহ.) থেকে, তিনি একাধিক ব্যক্তি থেকে, তিনি আদী ইবনু হাতিম (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে থাকা অবস্থায় বললেন: "তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার প্রতিপালক মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর সামনে তাকে উপস্থিত করা হবে না, তার ও তাঁর (আল্লাহর) মাঝে কোনো দোভাষী থাকবে না। সে ডানে ও বামে তাকাবে এবং আগুন ছাড়া আর কিছুই দেখবে না। অতএব, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার মুখমণ্ডলকে আগুন থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়, যদিও তা এক টুকরা খেজুরের বিনিময়ে হয়, সে যেন তাই করে।"

(ص: 498) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1148 - حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ، نَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ
الْحَضْرَمِيَّ بْنَ لَاحِقٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا صَالِحٍ السَّمَّانَ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ
نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَ: «مَا يُبْكِيكِ؟» قَالَتْ:
ذَكَرْتُ الدَّجَالَ فَبَكَيْتُ، فَقَالَ: «لَا تَبْكِي فَإِنَّهُ إِنْ يَخْرُجُ وَأَنَا حَيٌّ أَكْفِيكُمُوهُ، وَإِنْ مِتُّ
فَإِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ لَيُسَّ بِأَعْوَرَ»

1148 - আমাদের নিকট হুদবাহ ইবন খালিদ আল-আযদি বর্ণনা করেছেন, তাকে আবান ইবন ইয়াযিদ বর্ণনা করেছেন, তাকে ইয়াহইয়া ইবন আবি কাসির বর্ণনা করেছেন যে, আল-হাদরামি ইবন লাহিক তাকে বর্ণনা করেছেন যে, আবু সালিহ আস-সাম্মান তাকে আয়িশাহ (আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর নবী (আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর উপর) তাঁর (আয়িশাহের) নিকট প্রবেশ করলেন যখন তিনি কাঁদছিলেন। তখন তিনি বললেন: "তোমাকে কী কাঁদাচ্ছে?" তিনি বললেন: "আমি দাজ্জালের কথা স্মরণ করলাম, ফলে কেঁদে ফেললাম।" তখন তিনি বললেন: "কেঁদো না। কারণ, যদি সে আমার জীবদ্দশায় আত্মপ্রকাশ করে, তবে আমিই তোমাদের পক্ষ থেকে তার মুকাবিলা করব। আর যদি আমি মারা যাই, তবে আমার প্রতিপালক, যিনি অত্যন্ত পরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত, তিনি কানা নন।"

(ص: 498) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1149 - حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ أَبُو مَعْمَرٍ، نَا عَمْرُو الْعَنْقَرِيُّ، نَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرِ، عَنِ
السُّدِّيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "تَجَلَّى مِثْلَ الْخُنْصَرِ، وَأَشَارَ
أَبُو مَعْمَرٍ بِأُصْبُعِهِ، قَوْلُهُ، عَزَّ وَجَلَّ: {فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ} [الأعراف: 143]

1149 - আমাকে ইসমাইল আবু মামার হাদীস বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে আমর আল-আনকাযী বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে আসবাত ইবন নাসর বর্ণনা করেছেন, সুদী হতে, ইকরিমা হতে, ইবন আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি (ইবন আব্বাস) বললেন: "তিনি (আল্লাহ তাআলা) কনিষ্ঠা আঙুলের ন্যায় প্রকাশিত হলেন।" আবু মামার (বর্ণনাকারী) তাঁর আঙুল দ্বারা ইশারা করলেন। আল্লাহ তাআলার বাণী, মহিমান্বিত ও সুমহান: {অতঃপর যখন তাঁর প্রতিপালক পাহাড়ের উপর প্রকাশিত হলেন} [আল-আরাফ: ১৪৩]।"

1150 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ، بَدَأَ بِالْيَمِينِ قَبْلَ الْكَلَامِ " مَا مِنْكُمْ إِلَّا سَيَخْلُو بِهِ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا يَخْلُو بِالْقَبْرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، فَيَقُولُ: ابْنُ آدَمَ مَا غَرَّكَ بِي؟ ابْنُ آدَمَ، مَا غَرَّكَ بِي؟ مَاذَا أَجَبْتَ الْمُرْسَلِينَ؟ مَاذَا عَمِلْتَ فِيهَا عَمِلْتَ؟ "

1150 - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, ওয়াকী' আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি শারীক থেকে, তিনি হিলাল ইবনে হুমাইদ থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে উকাইম থেকে বর্ণনা করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উকাইম বলেছেন: আমি আব্দুল্লাহকে বলতে শুনেছি – তিনি (কথা বলার আগে) কসম করে বলেছিলেন – "তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার সাথে তার প্রতিপালক – মহিমান্বিত ও পরাক্রমশালী – একান্তে কথা বলবেন না, যেমন পূর্ণিমা রাতে চাঁদের সাথে একান্তে কথা বলেন। অতঃপর তিনি বলবেন: হে বনী আদম, কিসে তোমাকে আমার ব্যাপারে ধোঁকায় ফেলল? হে বনী আদম, কিসে তোমাকে আমার ব্যাপারে ধোঁকায় ফেলল? রাসূলদের কী জবাব দিয়েছিলে? যা জ্ঞান লাভ করেছিলে, সে অনুযায়ী কী আমল করেছো?"

1151 - وَأَمَلَى عَلَيْنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِبَغْدَادَ، نَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَبْدَأُ بِالْيَمِينِ قَبْلَ الْحَدِيثِ، قَالَ: وَاللَّهِ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيَخْلُو بِهِ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا يَخْلُو أَحَدُكُمْ بِفُلُوهِ، يَقُولُ: ابْنُ آدَمَ مَا غَرَّكَ بِي؟ ابْنُ آدَمَ مَا عَمِلْتَ فِيهَا عَمِلْتَ؟ ابْنُ آدَمَ مَاذَا أَجَبْتَ الْمُرْسَلِينَ؟ "

১১৫১ - উসমান ইবনু আবি শাইবাহ বাগদাদে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, ওয়াকী আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, শারীক আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি হিলাল ইবনু আবি হুমাইদ থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনু উকাইম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি ইবনু মাসউদ (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন)-কে হাদিস বলার আগে

কসম দিয়ে শুরু করতে শুনেছি। তিনি (ইবনু মাসউদ) বলেছেন: আল্লাহর শপথ, তোমাদের মধ্যে এমন একজনও নেই যার সাথে তার রব (প্রতিপালক), মহান ও পরাক্রমশালী, কেয়ামতের দিন একান্তে কথা বলবেন না, যেমন তোমাদের কেউ তার নিজস্ব সঙ্গীর সাথে একান্তে থাকে। তিনি (আল্লাহ) বলবেন: হে আদম সন্তান, কিসে তোমাকে আমার ব্যাপারে ধোঁকায় ফেলেছিল? হে আদম সন্তান, যা জানতে সে অনুযায়ী কী আমল করেছে? হে আদম সন্তান, রাসূলগণকে (বার্তাবাহকদেরকে) কী উত্তর দিয়েছিলে?

(ص: 498) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1152 - حَدَّثَنِي أَبُو عَبَّادٍ الْبَصْرِيُّ قَطْنُ بْنُ نَسِيرٍ الذَّرَّاعُ، أَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا [ص: 499] عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، حَلَفَ «مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا سَيَخْلُو بِهِ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا يَخْلُو أَحَدُكُمْ بِالْقَبْرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ» فَيَقُولُ: يَا عَبْدِي مَا غَرَّكَ مِنِّي؟ يَا عَبْدِي مَا غَرَّكَ مِنِّي؟ مَاذَا عَلِمْتَ فِيمَا عَلِمْتُ، وَمَاذَا أَجَبْتَ الْمُرْسَلِينَ؟

1152 - আমাকে আবু আব্বাদ আল-বাসরি ক্বাত্বান ইবনে নুসাইর আয-যিরা বর্ণনা করেছেন, তিনি জাফর ইবনে সুলাইমান থেকে, তিনি [পৃ: ৪৯৯] আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক থেকে, তিনি শারিক থেকে, তিনি হিলাল থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উকাইম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ইবনে মাসউদ যখন এই হাদীসটি বর্ণনা করতেন, তখন শপথ করে বলতেন:

"তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার সাথে তার প্রতিপালক, মহিমাম্বিত ও সুমহান, একান্তে কথা বলবেন না, যেমন তোমাদের কেউ পূর্ণিমার রাতে চাঁদের সাথে একান্তে কথা বলে।"

অতঃপর তিনি বলবেন: "হে আমার বান্দা, কিসে তোমাকে আমার সম্পর্কে ধোঁকায় ফেলেছে? হে আমার বান্দা, কিসে তোমাকে আমার সম্পর্কে ধোঁকায় ফেলেছে? যা কিছু তুমি জানতে তা দিয়ে কী কাজ করেছে? এবং রাসূলদের কী জবাব দিয়েছে?"

(ص: 499) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1153 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي سُوَيْدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، رَحِمَهُ اللَّهُ، قَالَ: زَعَمَتِ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ خَوْلَةَ بِنْتُ حَكِيمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مُحْتَضِنًا أَحَدَ ابْنَيْ ابْنَتِهِ وَهُوَ يَقُولُ: «وَاللَّهِ إِنَّكُمْ لَتُجَبِّنُونَ وَتُبَخِّلُونَ وَإِنَّكُمْ لَبِئْسَ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنَّ آخِرَ وَطْأَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَبِئْسَ» وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: «إِنَّكُمْ لَتُبَخِّلُونَ وَإِنَّكُمْ»

১১৫৩ - আমার পিতা আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন), ইবরাহীম ইবনে মায়সারা থেকে, আবু সুওয়াইদ থেকে, উমার ইবনে আব্দুল আযীয (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) থেকে, তিনি বলেছেন: পুণ্যবতী মহিলা খাওলা বিনতে হাকীম (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক) তাঁর মেয়ের দুই ছেলের একজনকে বুকে নিয়ে বের হলেন, আর তিনি বলছিলেন: "আল্লাহর কসম! তোমরা (সন্তানেরা) অবশ্যই (মানুষকে) ভীর্ণ করে তোলো এবং কৃপণ করে তোলো। আর তোমরা তো আল্লাহ পরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত-এর সুগন্ধি। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত-এর চূড়ান্ত অভিযান অবশ্যই ওয়াজ্জে হবে।" আর সুফিয়ান একদা বলেছেন: "তোমরা অবশ্যই (মানুষকে) কৃপণ করে তোলো এবং তোমরা..."

(ص: 499) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1154 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ آخِرَ، وَطْأَةِ اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ لَبِئْسَ، قِيلَ لِسُفْيَانَ ذَكَرَهُ عَمْرُو عَنْ أَحَدٍ، قَالَ: لَا، قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ [ص: 500] يَأْتِي أُخْتَهُ أَوْ أَهْلَهُ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ، يَقُولُ: "يَصِلُ بِذَلِكَ عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ، قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: تَسْأَلُونِي وَفِيكُمْ عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ؟"

১১৫৪ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান থেকে বর্ণিত, আমর ইবন আওস থেকে বর্ণিত, যে আল্লাহ তাআলার চূড়ান্ত আঘাত, মহান ও পরাক্রমশালী, বিওয়াজের উপর হবে। সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসা করা হলো, "আমর কি এটি কারো থেকে উল্লেখ করেছেন?" তিনি বললেন: "না।" সুফিয়ান বললেন: এবং সাঈদ ইবন জুবাইর **পৃষ্ঠা: ৫০০** তার বোন বা তার

পরিবারের কাছে যেতেন এবং তাদের সালাম দিতেন, বলতেন: "এভাবে তিনি আমার ইবন আওসের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতেন।" সুফিয়ান বললেন: আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেছেন: "তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করছো, অথচ তোমাদের মাঝে আমার ইবন আওস রয়েছেন?"

(ص: 500) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1155 - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنِي حُزْمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، نَا شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يُلْقَى فِي النَّارِ وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ، حَتَّى يَضَعَ قَدَمَهُ أَوْ رِجْلَهُ عَلَيْهَا، فَتَقُولُ: قَطَّ قَطَّ"

1155 - উবাইদুল্লাহ ইবনে উমার আল-কাওয়ারীরী আমাকে বর্ণনা করেছেন, হিরমী ইবনে উমারা আমাকে বর্ণনা করেছেন, শূ'বা আমাদের জানিয়েছেন, কাতাদা থেকে, আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন, তিনি বলেছেন: আল্লাহর রাসূল (তাঁর উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক) বলেছেন: "জাহান্নামে (আগুন) নিক্ষেপ করা হবে এবং তা বলবে: 'আরও কিছু আছে কি?' যতক্ষণ না তিনি (আল্লাহ) তার উপর তাঁর পা অথবা পদ রাখেন, তখন তা বলবে: 'যথেষ্ট, যথেষ্ট!'"

(ص: 500) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1156 - حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَادٍ النَّرْسِيُّ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي الْقُبِّيَّ [ص: 501]، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ: {وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ} [البقرة: 255] قَالَ: «عِلْمُهُ وَسِعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ»

১১৫৬ - আব্দুল আলা ইবনু হাম্মাদ আন-নারসী আমাকে বর্ণনা করেছেন। তাকে ইয়াকুব ইবনু আব্দুল্লাহ, অর্থাৎ আল-কুম্মী বর্ণনা করেছেন। **পৃষ্ঠা: ৫০১** তিনি সাঈদ ইবনু জুবাইর থেকে, তিনি ইবনু আব্বাস থেকে (বর্ণনা করেছেন), আল্লাহর এই বাণী সম্পর্কে: {তাঁর কুরসী আসমান ও যমীনকে পরিব্যাপ্ত করে আছে} [সূরা আল-বাক্বারাহ: ২৫৫], তিনি (ইবনু আব্বাস) বলেছেন: «তাঁর জ্ঞান আসমান ও যমীনকে পরিব্যাপ্ত করে আছে»

1157 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، إِمْلَاءً، نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، نَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، نَا النَّضْرُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ، فِي قَوْلِ اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ: {وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ} [الزمر: 67] قَالَ: «وَيَدُهُ الْاُخْرَى خَلُو لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ»

১১৫৭ - আমাকে উবায়দুল্লাহ ইবনু উমার আল-কাওয়ারিরি শ্রুতি লিখন (ইমলা) দ্বারা বর্ণনা করেছেন; আমাদেরকে মুআয ইবনু হিশাম বর্ণনা করেছেন; আমাদেরকে আমার পিতা বর্ণনা করেছেন; তিনি কাতাদাহ থেকে; আমাদেরকে আন-নাদর ইবনু আনাস বর্ণনা করেছেন; তিনি রাবীআহ আল-জুরাশী থেকে (বর্ণনা করেছেন) আল্লাহর এই বাণী সম্পর্কে, সুমহান ও মহিমাম্বিত তিনি: {আর কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোয় এবং আকাশমণ্ডলী থাকবে তাঁর ডান হাতে গুটিয়ে রাখা।} [আয-যুমার: ৬৭]। তিনি (রাবীআহ আল-জুরাশী) বললেন: "আর তাঁর অন্য হাত শূন্য থাকবে, তাতে কিছু থাকবে না।"

1158 - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَعُثْمَانُ، ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ الْعُبَيْدَانِ، قَالَا: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا، عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: «أَتَضَارُونَ فِي رُؤْيَا الشَّمْسِ فِي الظَّهِيرَةِ فِي غَيْرِ سَحَابٍ؟» قُلْنَا: لَا، قَالَ: «أَتَضَارُونَ فِي رُؤْيَا الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فِي غَيْرِ سَحَابٍ؟» قَالَ: قُلْنَا: لَا، قَالَ: «فَإِنَّكُمْ لَا تَضَارُونَ فِي رُؤْيَاهِ إِلَّا كَمَا لَا تَضَارُونَ فِي رُؤْيَايَتِهِمَا»

1158 - আবু বকর ও উসমান, আবু শাইবা আল-আবসী-এর দুই পুত্র, তাঁরা আমাকে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা উভয়ে বলেছেন: আব্দুল্লাহ ইবনু ইদ্রীস আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আল-আমাশ থেকে, তিনি আবু সালিহ থেকে, তিনি আবু সাঈদ আল-খুদরী থেকে। আবু সাঈদ আল-খুদরী বলেছেন: আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবো, যিনি পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত? তিনি বললেন: "মেঘমুক্ত দুপুরে সূর্য দেখতে তোমাদের কি কোনো অসুবিধা হয়?" আমরা বললাম: না। তিনি বললেন: "মেঘমুক্ত পূর্ণিমার

রাতে চাঁদ দেখতে তোমাদের কি কোনো অসুবিধা হয়?" তিনি বললেন: আমরা বললাম: না। তিনি বললেন: "তবে তোমরা তাঁকে দেখতে গিয়ে কোনো অসুবিধা বোধ করবে না, যেমন তোমরা ঐ দুটিকে দেখতে গিয়ে কোনো অসুবিধা বোধ করো না।"

(ص: 501) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1159 - حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ، نَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى الرَّمْلِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ تَضَارُّونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟» قَالُوا: لَا، قَالَ [ص: 502]: «فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَا تَضَارُّونَ فِي رُؤْيَيْهِ»

১১৫৯ - আবু মামার (রহঃ) আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেছেন) ইয়াহইয়া ইবনু ঈসা আর-রামলী (রহঃ) আমাদের কাছে আল-আমাশ (রহঃ) থেকে, তিনি আবু সালিহ (রহঃ) থেকে, তিনি আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবু হুরায়রা) বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন: "তোমরা কি পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখতে অসুবিধা অনুভব করো?" সাহাবীগণ বললেন: "না।" তিনি (নবী সাঃ) বললেন: [পৃষ্ঠা: ৫০২] "অতএব, তোমরা তোমাদের রব (প্রভু) মহিমাম্বিত ও পরাক্রমশালীকে সেভাবেই দেখবে যেভাবে তোমরা পূর্ণিমার রাতে চাঁদকে দেখো; তাঁর দর্শনলাভে তোমরা কোনো অসুবিধা অনুভব করবে না।"

(ص: 502) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1160 - حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنِ الْحَرِّ بْنِ جُرْمُوزٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ، يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا رَضِيَ عَنْ قَوْمٍ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ»

1160 - উসমান ইবনে আবি শাইবা আমাকে শুনিয়েছেন। আবু আল-আহওয়াস আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন আল-হুরর ইবনে জারমূz থেকে। তিনি (আল-হুরর) বলেছেন, আমি আদ-দাহহাক ইবনে কায়সকে বলতে শুনেছি: «নিশ্চয়ই আল্লাহ, পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত,

যখন তিনি কোনো জাতির প্রতি সন্তুষ্ট হন, তখন তিনি তাদের প্রতি তাঁর পূর্ণ অনুগ্রহ নিয়ে মনোনিবেশ করেন।»

(ص: 502) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1161 - حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ، نَا شَرِيكَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ،
عَزَّ وَجَلَّ: {وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ} [القيامة: 22] قَالَ: " ضَا حَكَّةٌ {إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ}
[القيامة: 23] "

১১৬১ - আবু আর-রাবী‘ আয-যাহরানী আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, শারীক মানসূর থেকে, তিনি মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন। মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ তা‘আলার এই বাণী সম্পর্কে: {সেই দিন কিছু মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে} (সূরা আল-কিয়ামাহ: ২২) - তিনি বলেছেন: “হাস্যোজ্জ্বল হবে”। {তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে} (সূরা আল-কিয়ামাহ: ২৩)।”

(ص: 502) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1162 - حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ يَعْنِي الْأَعْرَجَ،
عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عُبَيْدٍ يَعْنِي ابْنَ عُمَيْرٍ، قَالَ: " مَا يَأْمَنُ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَالَ لَهُ: اذْنُهُ، فَيَقُولُ ذَنْبِي ذَنْبِي، حَتَّى بَلَغَ فَيُقَالَ: اذْنُهُ، فَيَقُولُ: ذَنْبِي
ذَنْبِي، فَيُقَالَ لَهُ: اذْنُهُ، فَيَقُولُ ذَنْبِي ذَنْبِي، حَتَّى بَلَغَ مَكَانًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ " قَالَ سُفْيَانُ:
كَأَنَّهُ يُسَسِّكُ شَيْئًا

1163 - حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، نَا الْأَقْرَعُ، أَنَّ سُفْيَانَ، زَادَهُ «حَتَّى يَضَعَ يَدَهُ فِي
يَدِهِ»

1164 - سَأَلْتُ أَبِي عَنِ الْأَقْرَعِ، فَقَالَ: كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، وَذَكَرَ أَنَّهُ سَأَلَهُ [ص: 503] عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْحَدِيثِ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَالْأَقْرَعُ يُقَالُ لَهُ: أَبُو إِسْحَاقَ الْأَقْرَعُ بَصْرِيُّ كَانَ مُقِيمًا بِكَلَّةَ كَانَ عَالِمًا بِسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَحَدَّثَنَا عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْبَلْخِيُّ

1162 - হারুন ইবনু মারুফ আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন, সুফিয়ান ইবনু উয়ায়না আমাদের শুনিয়েছেন, হুমাইদ থেকে, অর্থাৎ আল-আরাজ থেকে, মুজাহিদ থেকে, উবাইদ থেকে, অর্থাৎ ইবনু উমাইর থেকে, তিনি বলেছেন: "দাউদ (আলাইহিস সালাম) কিয়ামতের দিন নিরাপদ বোধ করবেন না, যতক্ষণ না তাঁকে বলা হবে: কাছে আসুন। তখন তিনি বলবেন: আমার পাপ, আমার পাপ। এমনকি (এক অবস্থায়) পৌঁছলে তাঁকে বলা হবে: কাছে আসুন। তখন তিনি বলবেন: আমার পাপ, আমার পাপ। এরপর তাঁকে বলা হবে: কাছে আসুন। তখন তিনি বলবেন: আমার পাপ, আমার পাপ। এমনকি এমন এক স্থানে পৌঁছবেন যা আল্লাহই ভালো জানেন।" সুফিয়ান বলেছেন: "যেন তিনি কিছু ধরে আছেন।"

1163 - হারুন ইবনু মারুফ আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন, আল-আকুরা আমাদের শুনিয়েছেন যে, সুফিয়ান এতে যোগ করেছেন: "এমনকি তিনি (আল্লাহ) তাঁর হাত তাঁর (দাউদের) হাতে রাখবেন।"

1164 - আমি আমার পিতাকে আল-আকুরা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তখন তিনি বললেন: তিনি ছিলেন হাদীসবিদদের একজন। এবং তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তিনি (আল-আকুরা) তাঁকে (আমার পিতাকে) হাদীস সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করেছিলেন। (পৃ. ৫০৩) আবু আবদুর রহমান বলেছেন: আল-আকুরাকে আবু ইসহাক আল-আকুরা বলা হয়। তিনি বাসরার অধিবাসী ছিলেন, মক্কায় বসবাস করতেন। তিনি সুফিয়ান ইবনু উয়ায়না সম্পর্কে জ্ঞানী ছিলেন। এবং মুহাম্মদ ইবনু আবান আল-বালখী তাঁর থেকে আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন।

1165 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، نَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، {وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى} [ص: 25] قَالَ: «ذَكَرَ الدُّنُو مِنْهُ حَتَّى ذَكَرَ أَنَّهُ يَبْسُ بَعْضُهُ»

১১৬৫ - আমাকে আবদুল্লাহ ইবন উমার আবু আবদুর রহমান বর্ণনা করেছেন, ওয়াকী‘ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান থেকে, মানসূর থেকে, মুজাহিদ থেকে, উবাইদ ইবন উমায়ের থেকে, (আল্লাহর বাণী) {আর অবশ্যই আমাদের নিকট তার জন্য রয়েছে নৈকট্য (যুলফা) এবং শুভ পরিণতি।} [সূরা সাদ: ২৫] তিনি বলেছেন: «তিনি তাঁর (আল্লাহর) নৈকট্যের কথা উল্লেখ করেছেন, এমনকি একথাও উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তাঁর কোনো কোনো অংশ স্পর্শ করবেন»।

(ص: 503) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1166 - حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، نَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُكَيْيَانَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: " إِنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خَطِيئَتُهُ مَكْتُوبَةٌ فِي كَفِّهِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ خَطِيئَتِي مُهْلِكَتِي، فَيَقُولُ لَهُ: كُنْ بَيْنَ يَدَيَّ، فَيَنْظُرُ إِلَى كَفِّهِ فَيَرَاهَا، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ خَطِيئَتِي مُهْلِكَتِي، فَيَقُولُ: خُذْ بِحَقْوِي، فَذَلِكَ قَوْلُهُ، عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ} [ص: 25] سَأَلْتُ أَبِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ؟ فَقَالَ: اسْمُهُ سُلَيْمٌ مَوْلَى أُمِّ عَلِيٍّ رَوَى عَنْهُ ابْنُ جُرَيْجٍ

1166 - হারুন ইবনু মারুফ আমাকে বর্ণনা করেছেন। জারীর আব্দুল মালিক ইবনু আবি সুলাইমান হতে, তিনি আবু আব্দুল্লাহ হতে, তিনি মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন। মুজাহিদ বলেছেন: "নিশ্চয় দাউদ (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় আসবেন যে, তাঁর হাতের তালুতে তাঁর পাপ লেখা থাকবে। অতঃপর তিনি বলবেন: হে আমার প্রতিপালক, আমার পাপ আমাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। তখন আল্লাহ তাঁকে বলবেন: আমার সামনে উপস্থিত হও। অতঃপর তিনি তাঁর হাতের তালুর দিকে তাকাবেন এবং সেটি দেখতে পাবেন। অতঃপর তিনি বলবেন: হে আমার প্রতিপালক, আমার পাপ আমাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। তখন আল্লাহ বলবেন: আমার কোমর ধরো। আর এটাই হলো তাঁর (আল্লাহর) বাণী,

(যিনি সম্মানিত ও মহিমাম্বিত): {এবং নিশ্চয়ই তাঁর জন্য আমাদের নিকট রয়েছে নৈকট্য ও উত্তম প্রত্যাবর্তন।} [সূরা সাদ: ২৫] আমি আমার পিতাকে আবু আব্দুল্লাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম? তিনি বললেন: তাঁর নাম সুলাইম, উম্মে আলীর আযাদকৃত গোলাম। তাঁর থেকে ইবনু জুরেইজ বর্ণনা করেছেন।

(ص: 503) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1167 - حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ كَيْسَانَ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَأَيْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ»

১১৬৭ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে আফফান বর্ণনা করেছেন, আমাকে আবদুস সামাদ ইবন কাইসান বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে হাম্মাদ ইবন সালামাহ বর্ণনা করেছেন, তিনি কাতাদাহ থেকে, তিনি ইকরিমাহ থেকে, তিনি ইবন আব্বাস (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: «আমি আমার রবকে দেখেছি, তিনি পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত»

(ص: 503) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1168 - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ [ص: 504] يَعْقُوبَ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1169 - وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي اللَّيْثِ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْشَدَ قَوْلَ أُمِّيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ:

[البحر الطويل]

رَجُلٌ وَثُورٌ تَحْتَ رِجْلِ يَبِينِهِ ... وَالنَّسْرُ لِلْأُخْرَى وَلَيْثٌ مُرْصِدٌ
 فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَدَقَ صَدَقَ» وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي حَدِيثِهِ
 أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ أُمَيَّةٌ فِي شَيْءٍ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ فَأُنْشِدَ مِنْ شَعْرِهِ. قَالَ
 رَجُلٌ وَثُورٌ تَحْتَ رِجْلِ يَبِينِهِ ... وَالنَّسْرُ لِلْأُخْرَى وَلَيْثٌ مُرْصِدٌ
 فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَدَقَ» قَالَ:
 وَالشَّمْسُ تَطْلُعُ كُلَّ آخِرٍ لَيْلَةٍ ... حَمْرَاءَ يُصْبِحُ لَوْنُهَا يَتَوَرَّدُ
 تَأْبَى فَمَا تَطْلُعُ لَنَا فِي رِسْلِهَا ... إِلَّا مُعَذِّبَةً وَإِلَّا تُجْلَدُ
 فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَدَقَ»

1168 - আমাকে আবু বকর ইবনু আবী শায়বাহ বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে আবদা ইবনু সুলায়মান বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক থেকে, [পৃষ্ঠা: ৫০৪] ইয়াকুব ইবনু উতবাহ ইবনুল মুগীরাহ থেকে, ইকরিমা থেকে, ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

1169 - আর আমাদেরকে ইব্রাহিম ইবনু আবিল লাইস বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে ইব্রাহিম ইবনু সাদ বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক থেকে, ইয়াকুব ইবনু উতবাহ ইবনুল মুগীরাহ ইবনুল আখনাস থেকে, ইকরিমা থেকে, ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে উমাইয়া ইবনু আবীস সালত-এর এই উক্তি আবৃত্তি করে শোনানো হয়েছিল:

[দীর্ঘ ছন্দ]

একজন মানুষ ও একটি ষাঁড় তার ডান পায়ের নিচে ... এবং ঈগল অন্যটির জন্য, আর একটি সিংহ ওঁত পেতে আছে।

তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "সে সত্য বলেছে, সে সত্য বলেছে।" আর ইবনু আবী শায়বাহ তার হাদীসে বলেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উমাইয়াকে তার কবিতার কোনো অংশে সত্যায়ন করেছেন অথবা তার কবিতা থেকে আবৃত্তি করা হয়েছিল, তিনি বললেন

একজন মানুষ ও একটি ষাঁড় তার ডান পায়ের নিচে ... এবং ঈগল অন্যটির জন্য, আর একটি সিংহ ওঁত পেতে আছে।

তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "সে সত্য বলেছে।" তিনি বললেন: আর সূর্য উদিত হয় প্রতি রাতের শেষে ... রক্তিম হয়ে, যার রং সকালে গোলাপি বর্ণ ধারণ করে।

সে (উদিত হতে) অস্বীকার করে, আর তাই সে আমাদের জন্য সহজে উদিত হয় না ... নির্যাতিত না হয়ে এবং প্রহারিত না হয়ে।

তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "সে সত্য বলেছে।"

(ص: 504) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1170 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي قَوْلِهِ، عَزَّ وَجَلَّ: {هَلْ
[ص: 505] يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ} [البقرة:
210] قَالَ: «يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَتَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ الْمَوْتِ»

১১৭০ - আমার পিতা আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, এবং আব্দুর রায়যাক আমাদের কাছে মামার থেকে, তিনি কাতাদাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ, পরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত, তাঁর এই বাণী সম্পর্কে বলেছেন: {তারা কি শুধু এর অপেক্ষায় আছে যে, আল্লাহ মেঘের ছায়ায় ফেরেশতাদের সাথে তাদের কাছে আসবেন?} [পৃ: ৫০৫] [সূরা বাকারা: ২১০]। তিনি (কাতাদাহ) বলেছেন: "আল্লাহ, পরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত, মেঘের ছায়ায় তাদের কাছে আসবেন এবং ফেরেশতারা তাদের কাছে মৃত্যুর সময় আসবেন।"

(ص: 505) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1171 - حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَبَّادٍ النَّرْسِيُّ، نَا يَعْقُوبُ يَعْنِي الْقُشَيْرِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
دِينَارٍ، وَهُوَ ثِقَّةٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، {وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ}
[الحاقة: 17] قَالَ: «ثَمَانِيَةٌ صُفُوفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ»

1171 - আব্দুল আলা ইবনু হাম্মাদ আন-নারসী আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ইয়াকুব (অর্থাৎ আল-কুম্মী) থেকে, তিনি জাফর ইবনু দীনার থেকে (আর তিনি নির্ভরযোগ্য ছিলেন), তিনি সাঈদ ইবনু জুবাইর থেকে বর্ণনা করেছেন। (সাঈদ ইবনু জুবাইর) আল্লাহ তাআলার এই বাণী সম্পর্কে বলেন: "{আর সেদিন আটজন আপনার রবের আরশ তাদের উপরে বহন করবে।}" (সূরা আল-হাক্কাহ: ১৭) তিনি (সাঈদ ইবনু জুবাইর) বললেন: "ফেরেশতাদের আটটি সারি।"

(ص: 505) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1172 - وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَمِيلٍ أَبُو يُونُسَ، مِنْ أَهْلِ مَرْوَ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «جَفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ»

1172 - আর আমাদেরকে খবর দিয়েছেন আহমদ ইবনে জামিল আবু ইউসুফ, মারভের অধিবাসী। তিনি বলেন, আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক। আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আল-আওয়াজী, রাবীআ ইবনে ইয়াযীদ থেকে। তিনি বলেন: আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) বলেছেন: "আল্লাহর জ্ঞান অনুসারে কলম শুকিয়ে গেছে, তিনি পরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত।"

(ص: 505) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1173 - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، نَا الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَغَارُ، وَغَيْرُ الْمُؤْمِنِ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ»

1173 - উবাইদুল্লাহ ইবন উমার আল-কাওয়ারীরী আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ইয়াযীদ ইবন যুরাই থেকে, তিনি আল-হাজ্জাজ আস-সাওয়াফ থেকে, তিনি ইয়াহইয়া ইবন আবী কাসীর থেকে, তিনি আবু সালামাহ থেকে, তিনি আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন

যে, তিনি তাঁকে (আবু হুরায়রাহকে) বলতে শুনেছেন: নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা (পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত) গায়রা (আত্মমর্যাদাবোধ) করেন। আর মুমিনের গায়রা (আত্মমর্যাদাবোধ) হলো সেই বিষয়ে যা তার উপর হারাম করা হয়েছে।"

(ص: 506) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1174 - حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ أَبُو مَعْمَرٍ، نَا ابْنُ عُثَيْمٍ، نَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ أَسْمَاءَ، حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ»

1174 - ইসমাইল আবু মামার আমাকে বর্ণনা করেছেন, ইবন উলাইয়া আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, হাজ্জাজ ইবন আবি উসমান আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, ইয়াহইয়া ইবন আবি কাসীর আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, আবু সালামা আমাকে বর্ণনা করেছেন, উরওয়াহ ইবন আয-যুবাইর আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, আসমা তাঁকে (উরওয়াহকে) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (আসমা) আল্লাহর রাসূলকে (আল্লাহ তাঁর উপর শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন) বলতে শুনেছেন: «আল্লাহ, যিনি পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত, তাঁর চেয়ে অধিক আত্মমর্যাদাসম্পন্ন আর কেউ নেই।»

(ص: 506) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1175 - حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ، نَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَمَّا كَلَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ عَلَيْهِ جُبَّةٌ صُوفٍ، وَعِمَامَةٌ صُوفٍ، وَنَعْلَانِ مِنْ جِلْدٍ حِمَارٍ غَيْرِ زَكَاةٍ»

১১৭৫ - আবু মামার আমার কাছে বর্ণনা করেছেন; তিনি খলফ ইবনে খলিফা থেকে; তিনি হুমাইদ আল-আরাজ থেকে; তিনি আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস থেকে; তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে; তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি

বলেছেন: "যখন আল্লাহ আযযা ওয়া জাল (মহিমাম্বিত ও পরাক্রমশালী) মূসা আলাইহিস সালামের সাথে কথা বলেছিলেন, তখন তাঁর পরিধানে ছিল একটি পশমের জুব্বা, একটি পশমের পাগড়ি এবং (হালাল উপায়ে যবেহ না করার কারণে) অস্বচ্ছ (غیر زکی) গাধার চামড়ার দুটি জুতো।"

(ص: 506) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1176 - حَدَّثَنِي مُحَرَّرُ بْنُ عَوْنٍ بْنُ أَبِي عَوْنٍ أَبُو الْفَضْلِ، نَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ، فِي قَوْلِ اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ: {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} [النساء: 164] قَالَ: «مَرَّارًا»

১১৭৬ - আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন মুহরিজ ইবনে আওন ইবনে আবি আওন আবুল ফাদল, তাকে খবর দিয়েছেন খালাফ ইবনে খলিফা, তিনি ওয়াইল ইবনে দাউদ থেকে (বর্ণনা করেন), মহাপরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত আল্লাহর এই বাণী সম্পর্কে: "{আর আল্লাহ মূসার সাথে সরাসরি কথা বলেছিলেন}" [সূরা আন-নিসা: ১৬৪], তিনি বলেছেন: "কয়েকবার।"

(ص: 506) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1177 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَ طَاوُسًا، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اِحْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَىٰ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، فَقَالَ لَهُ مُوسَىٰ: يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُوْنَا خَيْبَتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ، قَالَ: لَهُ آدَمُ يَا مُوسَىٰ أَنْتَ اصْطَفَاكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِكَلَامِهِ وَقَالَ مَرَّةً بِرِسَالَتِهِ، وَخَطَّ لَكَ التَّوْرَةَ بِيَدِهِ، يَغْنِي كِتَابَ لَهُ التَّوْرَةَ، أَتَلُوْمَنِي عَلَى أَمْرِ قَدَّرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً؟ قَالَ: فَحَجَّ آدَمُ مُوسَىٰ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَىٰ " ثَلَاثًا

১১৭৭ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বর্ণনা করেছেন, তিনি আমর থেকে, অর্থাৎ ইবনে দিনার থেকে শুনেছেন, তিনি তাউসকে শুনেছেন, তিনি আবু হুরায়রা (রাঃ) কে বলতে শুনেছেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

বলেছেন: "আদম ও মূসা (আলাইহিমা সালাম) পরস্পরের সাথে যুক্তি তর্ক করেছিলেন। তখন মূসা (আঃ) তাকে বললেন: হে আদম! আপনি আমাদের পিতা, আপনিই তো আমাদের হতাশ করেছেন এবং জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছেন। আদম (আঃ) তাকে বললেন: হে মূসা! আল্লাহ তাআলা তাঁর (নিজস্ব) কালাম (কথোপকথন) দ্বারা আপনাকে মনোনীত করেছেন (এবং [বর্ণনাকারী] একবার বলেছেন: তাঁর রিসালাত বা বার্তাবাহকতা দ্বারা), এবং আপনার জন্য তাওরাত নিজ হাতে লিপিবদ্ধ করেছেন (অর্থাৎ আপনার জন্য তাওরাত লিখেছেন)। আপনি কি এমন একটি বিষয়ে আমাকে তিরস্কার করছেন যা আল্লাহ তাআলা আমাকে সৃষ্টি করার চল্লিশ বছর আগেই আমার জন্য নির্ধারিত করে রেখেছিলেন? তিনি (রাসুলুল্লাহ) বললেন: অতএব আদম মূসাকে যুক্তি দিয়ে পরাস্ত করলেন, আদম মূসাকে যুক্তি দিয়ে পরাস্ত করলেন।" (এই বাক্যটি) তিনবার।

(ص: 507) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1178 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَبُو مَعْبَرٍ الْهُذَلِيُّ، نَا إِبرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، نَا ابْنُ شَهَابٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اَحْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى، قَالَ لَهُ آدَمُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ: يَا مُوسَى أَنْتَ الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلَامِهِ، تَلُوْمُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدَّرَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ؟ قَالَ: فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى "

1179 - حَدَّثَنِي أَبُو مَعْبَرٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ الْمَعْمَرِيِّ، عَنْ مَعْبَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

1178 - ইসমাঈল আবু মামার আল-হুযালী আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইবরাহীম ইবনু সাদ থেকে, তিনি ইবনু শিহাব থেকে, তিনি হুমাইদ ইবনু আবদির রহমান থেকে, তিনি আবু হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "আদম (আলাইহিস সালাম) ও মূসা (আলাইহিস সালাম) পরস্পর বিতর্ক করেছিলেন। আদম (আলাইহিস সালাম) মূসাকে বললেন: হে মূসা! তুমি সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তাঁর বাণী দ্বারা মনোনীত করেছেন। তুমি কি আমাকে এমন এক কাজের জন্য তিরস্কার করছ যা আমার সৃষ্টির পূর্বেই আমার উপর নির্ধারিত হয়েছিল?"

বর্ণনাকারী বলেন: "তখন আদম (আলাইহিস সালাম) মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে যুক্তিতে পরাস্ত করলেন।"

1179 - আবু মামার আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু সুফিয়ান আল-মামারী থেকে, তিনি মামার থেকে, তিনি আইয়ুব থেকে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন থেকে, তিনি আবু হুরাইরাহ থেকে, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

(ص: 507) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1180 - وَحَدَّثَنِي أَبُو مَعْبَرٍ، نَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، {وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى} [ص: 25] قَالَ: "يَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ لِدَاوُدَ: أَذُنُهُ حَتَّى يَضَعَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضِهِ"

১১৮০ - আবু মামার আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি ওয়াকী থেকে, তিনি সুফিয়ান থেকে, তিনি মানসূর থেকে, তিনি মুজাহিদ থেকে, তিনি উবাইদ ইবনে উমাইর থেকে (এই বর্ণনা করেন)। (আল্লাহ তাআলার বাণী:) "আর অবশ্যই তার জন্য আমাদের নিকট রয়েছে সান্নিধ্য" [সূরা সাদ: ২৫] (উবাইদ ইবনে উমাইর) বললেন: "পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত রব দাউদকে (আ.) বলবেন: তুমি নিকটবর্তী হও। এমনকি তিনি (আল্লাহ) তাকে এতোটা কাছে টেনে আনবেন যে, তার এক অংশকে অন্য অংশের উপর স্থাপন করবেন (অর্থাৎ তাকে পরম সান্নিধ্য ও ঘনিষ্ঠতা দান করবেন)।"

(ص: 507) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1181 - حَدَّثَنِي أَبُو مَعْبَرٍ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ حُصَيْنٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، {وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ} [ص: 25] قَالَ: "يَقُولُ الرَّبُّ، عَزَّ وَجَلَّ: أَذُنُهُ أَذُنُهُ، حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى مَوْضِعِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ بِهِ»

1182 - حَدَّثَنِي أَبُو مَعْبَرٍ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، «حَتَّى يَأْخُذَ بِقَدَمِهِ» وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ

1183 - حَدَّثَنِي أَبُو مَعْبَرٍ، نَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ اللَّهِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «حَتَّى يَأْخُذَ بِحَقْوِهِ»

1181 - আবু মামার আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি সুফিয়ান থেকে, তিনি হুমাইদ আল-আরাজ থেকে, তিনি মুজাহিদ থেকে, তিনি উবাইদ ইবনে উমাইর থেকে (বর্ণনা করেছেন)। (আল্লাহ তায়ালা বলেন): "আর নিশ্চয়ই তার জন্য আমাদের কাছে রয়েছে নৈকট্য ও উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল।" [সূরা সাদ: ২৫]। তিনি (উবাইদ ইবনে উমাইর) বলেন: মহিমান্বিত ও পরাক্রমশালী প্রতিপালক বলেন: "নিকটে এসো, নিকটে এসো," যতক্ষণ না সে এমন এক স্থানে পৌঁছায় যা মহিমান্বিত ও পরাক্রমশালী আল্লাহই ভালো জানেন।

1182 - আবু মামার আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে ইদ্রিস থেকে, তিনি লাইস থেকে, তিনি মুজাহিদ থেকে (বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন): "যতক্ষণ না সে তাঁর পা ধরে ফেলে।" এবং তিনি (এই বর্ণনায়) উবাইদ ইবনে উমাইরের নাম উল্লেখ করেননি।

1183 - আবু মামার আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি জারির থেকে, তিনি আব্দুল মালিক ইবনে আবি সুলাইমান থেকে, তিনি আবু উবাইদুল্লাহ থেকে, তিনি মুজাহিদ থেকে (বর্ণনা করেছেন)। তিনি (মুজাহিদ) বলেন: "যতক্ষণ না সে তাঁর কোমর ধরে ফেলে।"

(ص: 507) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1184 - حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الزَّهْرَانِيُّ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ الْقُبَيْيِّ، نَا جَعْفَرُ بْنُ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ، عَزَّ وَجَلَّ: {وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ} [البقرة: 255] قَالَ: «وَسِعَ عِلْمُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ»

১১৮৪ - আবু রাবি আল-আতাকী সুলায়মান ইবন দাউদ আয-যাহরানী আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি ইয়াকুব ইবন আব্দুল্লাহ ইবন সাদ আল-কুমী থেকে বর্ণনা করেছেন, [পৃ: ৫০৮] তিনি জাফর ইবন আবী আল-মুগীরা থেকে, তিনি সাঈদ ইবন জুবাইর থেকে, তিনি ইবন আব্বাস থেকে (বর্ণনা করেছেন) আল্লাহ তাআলার এই উক্তি সম্পর্কে: {আর তাঁর আসন আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টন করে আছে} [সূরা আল-বাকারাহ: ২৫৫]। তিনি (ইবন আব্বাস) বলেছেন: 'তাঁর জ্ঞান আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টন করে আছে।'

(ص: 508) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1185 - حَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُجَالِدٍ، نَا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَنْسُبْ لَنَا رَبَّكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ» عَزَّ وَجَلَّ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ إِلَى آخِرِهَا "

১১৮৫ - আমাকে সুরাইজ ইবন ইউনুস বর্ণনা করেছেন, তিনি ইসমাইল ইবন মুজালিদ থেকে, তিনি মুজালিদ থেকে, তিনি শাবী থেকে, তিনি জাবির ইবন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বললেন: একজন বেদুঈন নবী (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক)-এর কাছে এসে বললেন: "আমাদের প্রতিপালকের পরিচয় দিন।" তখন আল্লাহ তাআলা (মহিমাম্বিত ও পরাক্রমশালী) নাযিল করলেন: "বলুন: তিনিই আল্লাহ, এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ স্বয়ংসম্পূর্ণ।" এর শেষ পর্যন্ত।

(ص: 508) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1186 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنِي أَبُو مَعْشَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، فِي قَوْلِ اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ} [الإخلاص: 2] قَالَ: «الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ»

1186 - আমার নিকট মুহাম্মাদ ইবনে বাক্বার বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমার নিকট আবু মাশার বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মাদ ইবনে মুনকাদির (রহঃ) থেকে, আল্লাহ তাআলার এই বাণী প্রসঙ্গে: {বলো, তিনিই আল্লাহ, একক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী।} [সূরা ইখলাস: ২]। তিনি

(মুহাম্মাদ ইবনে মুনকাদির) বলেছেন: "আসমাদ (الصَّمد) তিনিই, যিনি জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি, আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।"

(ص: 508) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1187 - حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ، نَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ صَاحِبِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَنْزِلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: مَنْ يَسْأَلُنِي أُعْطِيَهُ، وَمَنْ يَدْعُونِي أُسْتَجِبْ لَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ فَبِذَلِكَ كَانُوا يُفْضَلُونَ آخِرَ اللَّيْلِ عَلَى أَوَّلِهِ"

1187 - আবু রবী আয-যাহরানিয়্য আমাকে বর্ণনা করেছেন, ফুলইহ ইবনু সুলাইমান যুহরী থেকে, তিনি আবু সালামা এবং আবু হুরায়রার সঙ্গী আবু আব্দুল্লাহ আল-আগারী থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা উভয়ে আবু হুরায়রা—আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন—কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ—আল্লাহর রহমত ও শান্তি তাঁর উপর বর্ষিত হোক—বলেছেন: "আল্লাহ মহিমাম্বিত ও গৌরবাম্বিত রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকার সময় পৃথিবীর নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেন: কে আছে যে আমার কাছে চাইবে, আমি তাকে দেব? কে আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দেব? কে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব? এ কারণেই তারা রাতের প্রথম অংশের চেয়ে শেষ অংশকে প্রাধান্য দিত।"

(ص: 509) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1188 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، قَالَ: كَانَ يَعْنِي عَمَّارًا يَقُولُ: «أَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ»

1188 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি আমর ইবনে দিনার থেকে, তিনি ইয়াহইয়া ইবনে জাদা থেকে বর্ণনা করেছেন।

ইয়াহইয়া ইবনে জাদা বলেছেন যে, তিনি (অর্থাৎ আমার) বলতেন: "আমি আপনার কাছে অদৃশ্য (গায়েব) ও দৃশ্যমান (শাহাদা) উভয় অবস্থায় আপনার ভয় এবং আপনার পবিত্র সত্তার (চেহারা মোবারকের) প্রতি দৃষ্টিপাতের আনন্দ প্রার্থনা করি।"

(ص: 509) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1189 - حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ، نَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: نَا عَطَاءُ يَعْنِي ابْنَ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: صَلَّى بِنَا عَمَّارٍ صَلَاةً فَأَوْجَزَ فِيهَا، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ: لَقَدْ خَفَّفْتَ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا، فَقَالَ: لَقَدْ دَعَوْتُ فِيهَا بِدَعَوَاتٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَلَمَّا انْطَلَقَ عَمَّارٌ تَبِعَهُ رَجُلٌ، وَهُوَ أَبِي يَعْنِي عَطَاءُ الْقَائِلَ ذَلِكَ، وَهُوَ أَبِي فَسَأَلَهُ عَنِ الدُّعَاءِ، ثُمَّ جَاءَ فَأَخْبَرَ بِهِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ بَعْلِيبِكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيَيْنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي مَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي، وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ، وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ»

1189 - আবু রাবীআ আয-যাহরানী আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: হাম্মাদ ইবনু যায়দ আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আতা – অর্থাৎ ইবনুস সাইব – তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমার (রাঃ) আমাদের নিয়ে এক সালাত আদায় করলেন এবং তাতে তিনি সংক্ষিপ্ত করলেন। তখন কওমের কেউ কেউ তাঁকে বললেন: আপনি তো সালাত হালকা করেছেন (বা এ ধরনের কোনো কথা)। তিনি বললেন: আমি এতে এমন কিছু দুআ পড়েছি যা আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট থেকে শুনেছি। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেছেন: যখন আমার (রাঃ) চলে গেলেন, একজন ব্যক্তি তাঁর পিছু নিলেন। আর তিনি ছিলেন আমার পিতা – অর্থাৎ এই বর্ণনার বক্তা আতা (ইবনুস সাইব), তিনিই ছিলেন আমার পিতা। অতঃপর তিনি তাঁকে দুআটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তারপর তিনি এসে তা সম্পর্কে অবহিত করলেন, অতঃপর বললেন: «হে আল্লাহ! আপনার অদৃশ্য জ্ঞান এবং সৃষ্টির উপর আপনার ক্ষমতা দ্বারা, আমাকে ততদিন জীবিত রাখুন যতদিন জীবন আমার জন্য কল্যাণকর হয়, আর আমাকে মৃত্যু দিন যখন মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর হয়। আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি মৃত্যুর পর শান্তিময় জীবন, আর আপনার চেহারার প্রতি দৃষ্টিপাতের স্বাদ, এবং আপনার সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা।»

1190 - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَعُثْمَانُ، أَبْنَاءُ أَبِي شَيْبَةَ الْعُبَيْدِيِّ، قَالَا: نَا مُعَاوِيَةَ بْنَ هِشَامٍ، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي مَجَلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادَةَ، قَالَ: صَلَّى عَمَّا صَلَاةً كَانَتْهُمْ أَنْكُرُوهَا، فَقَالَ: أَمَا إِنِّي دَعَوْتُ دُعَاءً سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيَيْنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي، وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، وَقُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقُطُ، وَلَذَّةَ الْحَيَاةِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ، وَشَوْقًا إِلَى لِقَائِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَرَاءٍ مُضِرَّةٍ وَفِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ»

1190 - আমাকে বর্ণনা করেছেন আবু বকর ও উসমান, আবু শাইবাহ আল-আবসি-এর দুই পুত্র। তারা উভয়ে বলেছেন, আমাদেরকে মুআবিয়াহ ইবনু হিশাম বর্ণনা করেছেন, তিনি শারীক থেকে, তিনি আবু হাশিম থেকে, তিনি আবু মিজলায থেকে, তিনি কায়স ইবনু উবাদাহ থেকে। কায়স ইবনু উবাদাহ বলেছেন: আমাদের একটি নামাজ আদায় করলেন যা দেখে তারা যেন কিছুটা অস্বাভাবিক মনে করলেন। তখন তিনি বললেন, শোনো, আমি এমন একটি প্রার্থনা করেছি যা আমি আল্লাহর রাসূলের কাছ থেকে শুনেছি, আল্লাহ তাঁর প্রতি শান্তি ও আশীর্বাদ বর্ষণ করুন: "হে আল্লাহ! আপনার অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞান এবং সৃষ্টির উপর আপনার ক্ষমতা দিয়ে আমাকে ততদিন জীবিত রাখুন, যতদিন আপনি আমার জন্য জীবনকে কল্যাণকর মনে করেন। আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি, অদৃশ্য ও প্রকাশ্য উভয় অবস্থায় আপনার ভয়। আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি, রাগ ও সন্তুষ্টি উভয় অবস্থায় সত্য কথা বলার ক্ষমতা। আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি, দারিদ্র্য ও স্বচ্ছলতা উভয় অবস্থায় মধ্যপন্থা। আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি, এমন অনুগ্রহ যা কখনো শেষ হবে না। এবং এমন চোখের প্রশান্তি যা কখনো বিচ্ছিন্ন হবে না। এবং মৃত্যুর পর জীবনের আনন্দ। এবং আপনার (মহান) সত্তার প্রতি দৃষ্টিপাতের আনন্দ। এবং আপনার সাক্ষাতের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। আর আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই ক্ষতিকর বিপদ এবং পথভ্রষ্টকারী বিপর্যয় থেকে।"

1191 - حَدَّثَنِيهِ أَبُو مَعْمَرٍ، نَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقِيُّ، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي مَجَلَزٍ، عَنْ عَمَّارٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ قَيْسُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو: «اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَحَدِيثُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَتَمُّ كَلَامًا

1191 - আবু মামার আমাকে এটি বর্ণনা করেছেন, ইসহাক আল-আজরাক আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, শারিক থেকে, তিনি আবু হাশিম থেকে, তিনি আবু মিজলাজ থেকে, তিনি আম্মার থেকে (এবং এতে কায়স ইবন উবাদাহর উল্লেখ করেননি)। তিনি বললেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করতেন: «হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে অদৃশ্য অবস্থায় আপনার ভয় প্রার্থনা করি।» তিনি হাদীসটি উল্লেখ করলেন। আর ইবন আবী শায়বার হাদীসটি বক্তব্যে অধিক পূর্ণাঙ্গ।

(ص: 509) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1192 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، وَأَبُو مَعْمَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ [ص: 510] أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، - قَالَ هَارُونُ فِي حَدِيثِهِ - قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: قَالَ أَبُو مَعْمَرٍ فِي حَدِيثِهِ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ «أَتَدْرِي كَمْ عَرُضَ جِلْدِ الْكَافِرِ؟» قَالَ: قُلْتُ لَا أَدْرِي، قَالَ: «أَرُبْعُونَ ذِرَاعًا بِذِرَاعِ الْجَبَّارِ»

১১৯২ - আমাদের কাছে হাদিস বর্ণনা করেছেন হারুন ইবনে মারুফ এবং আবু মামার। তাঁরা উভয়ে বলেছেন: আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন জারীর, আমাশ থেকে, তিনি পৃষ্ঠা: ৫১০ আবু সালিহ থেকে, তিনি আবু হুরায়রা থেকে। (হারুন তাঁর বর্ণনায় বলেছেন): (আবু হুরায়রা বলেন) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ আমাকে বলেছেন। (আবু মামার তাঁর বর্ণনায় বলেছেন): আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ আমাকে বলেছেন, হে আবু হুরায়রা! "তুমি কি জানো কাফিরের (অবিশ্বাসী ব্যক্তির) চামড়ার প্রস্থ কত?" (আবু হুরায়রা) বলেন: আমি বললাম, আমি জানি না। (আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ) বললেন: "জাব্বারের (মহাপরাক্রমশালীর) হাতের মাপে চল্লিশ হাত।"

1193 - حَدَّثَنِي أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، نَا شَيْبَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ غَلْظَ جِلْدِ الْكَافِرِ اثْنَانِ وَارْبَعُونَ ذِرَاعًا بِذِرَاعِ الْجَبَّارِ، وَضَرْسُهُ مِثْلُ أُحُدٍ»

1193 - আবু খাইসামা যুহাইর ইবনু হারব আমাকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাদের নিকট উবাইদুল্লাহ ইবনু মুসা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, শাইবান আমাদের অবহিত করেছেন আ‘মশ থেকে, তিনি আবু সালিহ থেকে, তিনি আবু হুরায়রাহ থেকে, তিনি নবী (তাঁর প্রতি আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) থেকে। তিনি (নবী) বলেছেন: “নিশ্চয়ই কাফিরের চামড়ার পুরুত্ব মহাশক্তিধরের (আল-জাব্বার) হাত অনুসারে বিয়াল্লিশ হাত হবে এবং তার একটি দাঁত উহুদ পাহাড়ের মতো হবে।”

1194 - حَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: «لَيْسَ شَيْءٌ أَكْثَرَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ الْمَلَائِكَةَ مِنْ نُورٍ» فَذَكَرَهُ وَأَشَارَ سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ بِيَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ، قَالَ: وَأَشَارَ أَبُو خَالِدٍ إِلَى صَدْرِهِ، فَيَقُولُ: «كُنْ أَلْفُ أَلْفَيْنِ فَيَكُونُونَ»

1194 - সুরাইজ ইবনু ইউনুস আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি সুলাইমান ইবনু হাইয়ান আবু খালিদ আল-আহমার থেকে, তিনি হিশাম ইবনু উরওয়াহ থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আব্দুল্লাহ) বলেছেন: "ফেরেশতাগণ অপেক্ষা অধিক কোনো সৃষ্টি নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ, যিনি মহিমাম্বিত ও প্রতাপশালী, ফেরেশতাগণকে নূর (আলো) থেকে সৃষ্টি করেছেন।" অতঃপর তিনি (সুরাইজ) এ কথা উল্লেখ করেন এবং নিজের হাত দ্বারা বুকের দিকে ইশারা করেন। (বর্ণনাকারী) বলেন, আবু খালিদও নিজের বুকের দিকে ইশারা করেন। তখন তিনি (আল্লাহ) বলেন, "হও এক মিলিয়ন (দশ লক্ষ) ও দুই হাজার," আর তখনই তারা হয়ে যায়।

1195 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا أَبُو أُسَامَةَ حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: «خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورِ الذَّرَّاعَيْنِ وَالصَّدْرِ»

1195 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আবু উসামাহ হাম্মাদ ইবনু উসামাহ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, হিশাম থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: "ফেরেশতাদের সৃষ্টি করা হয়েছে দুটি বাহু এবং বুকের আলো থেকে।"

1196 - حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ، نَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ، قَالَ: «لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ فَإِنَّهَا مِنْ نَفْسِ الرَّحْمَنِ»

1196 - আবু মামার আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, জারীর বর্ণনা করেছেন, আল-আমাশ থেকে, তিনি হাবীব ইবন আবী ছাবিত থেকে, তিনি যার থেকে, তিনি সাঈদ ইবন আব্দুর রহমান ইবন আবযা থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি উবাই ইবন কাব থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: «তোমরা বাতাসকে গালি দিও না। কারণ তা রহমানের নিঃশ্বাস থেকে আগত।»

1197 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا ذَهَبَ، وَقَالَ مَرَّةً إِذَا مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ نَزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا يَفْتَحُ بَابَهَا، يَقُولُ: مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهِ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ "

১১৯৭ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান ইবন উয়াইনাহ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আমর থেকে — অর্থাৎ ইবন দীনার থেকে — নাবি ইবন জুবাইর থেকে, নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের মধ্যে একজন ব্যক্তি থেকে। তিনি বলেন: "যখন রাতের প্রথম অর্ধাংশ অতিবাহিত হয় (এবং একবার বলেছেন: যখন রাতের প্রথম প্রহর অতিবাহিত হয়ে যায়), মহাপরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত আল্লাহ নিম্নতম আসমানে (দুনিয়ার আসমানে) অবতরণ করেন। তিনি এর দরজা খুলে দেন এবং বলেন: কে এমন আছে যে আমার কাছে চাইবে, আর আমি তাকে দান করব? কে এমন আছে যে আমাকে ডাকবে, আর আমি তার ডাকে সাড়া দেব? ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত (এই আহ্বান চলতে থাকে)।"

(ص: 511) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1198 - حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ أَبُو الْفَضْلِ النَّرْسِيُّ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَ شَطْرُ اللَّيْلِ نَزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: «هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟»

1198 - আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন আল-আব্বাস ইবনুল ওয়ালিদ আবুল ফাদল আন-নারসী, তিনি বলেছেন: আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ ইবনু সালামাহ, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আমর ইবনু আলকামা থেকে, তিনি আবু সালামাহ থেকে, তিনি আবু হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যখন রাতের অর্ধেক অতিবাহিত হয়, তখন আল্লাহ, পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত, দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেন: কে আছে এমন কিছু যাত্রাকারী, যাকে আমি দেব? কে আছে এমন প্রার্থনাকারী, যার ডাকে আমি সাড়া দেব? কে আছে এমন ক্ষমাপ্রার্থী, যাকে আমি ক্ষমা করব?"

(ص: 512) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1199 - حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ أَبُو الْفَضْلِ النَّرْسِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَنْزِلُ اللَّهُ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: مَنْ سَأَلَ فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ مُسْتَغْفِرٌ فَأُغْفِرَ لَهُ؟"

1199 - আব্বাস ইবনুল ওয়ালীদ আবুল ফাদল আন-নারসী আমাকে বর্ণনা করেছেন। তিনি হাম্মাদ ইবনু সালামা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি আমর ইবনু দীনার থেকে, তিনি নাফি ইবনু জুবাইর থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, যে, আল্লাহর রাসূল (তাঁর উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক) বলেছেন: "প্রতি রাতে আল্লাহ সর্বনিম্ন আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেন: কে আছে প্রার্থনাকারী, যাকে আমি দান করব? কে আছে ক্ষমা প্রার্থনাকারী, যাকে আমি ক্ষমা করে দেব?"

(ص: 512) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1200 - حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، نَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَنْزِلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا لِيَنْصِفَ اللَّيْلَ الْآخِرَ أَوْ ثُلُثَ اللَّيْلِ الْآخِرِ، فَيَقُولُ: مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَاسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأُغْفِرَ لَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ أَوْ يَنْصَرِفَ الْقَارِئُ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ"

1200 - আমাকে আল-আব্বাস ইবনুল ওয়ালীদ আন-নারসী বর্ণনা করেছেন, তাকে ইয়াযিদ ইবনু যুরাই' বর্ণনা করেছেন, তাকে মুহাম্মাদ ইবনু আমর বর্ণনা করেছেন, তাকে আবু সালামাহ বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আল্লাহ পরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত শেষ রাতের অর্ধেক অথবা শেষ রাতের এক-তৃতীয়াংশে নিকটবর্তী আসমানে (প্রথম আসমানে) অবতরণ করেন। অতঃপর তিনি বলেন: কে আছে যে আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দেবো? কে আছে যে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো? কে

আছে যে আমার কাছে চাইবে, আমি তাকে দান করবো? ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত অথবা ফজরের সালাত (নামাজ) থেকে কেউ অবসর না হওয়া পর্যন্ত।”

(ص: 512) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1201 - حَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، نَا يَحْيَى بْنُ يَمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ إِسْحَاقَ الْقُبَيْيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْبُغَيْرَةِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً مَنْ لَهُ قَصْرٌ فِيهِ سَبْعُونَ أَلْفَ خَادِمٍ، فِي يَدِ كُلِّ خَادِمٍ صَحْفَةٌ سِوَى مَا فِي يَدِ صَاحِبِهِ، وَلَا يَفْتَحُ بَابُهُ لَشَيْءٍ يُرِيدُهُ، لَوْ ضَافَهُ أَهْلُ الدُّنْيَا لَوَسَّعَهُمْ، وَأَفْضَلُهُمْ مَنْزِلَةً الَّذِي يَنْظُرُ فِي وَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ غُدُوَّةً وَعَشِيَّةً»

1201 -

সুরয়জ ইবন ইউনুস আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইয়াহইয়া ইবন ইয়ামান থেকে, তিনি আশআছ ইবন ইসহাক আল-কুম্মি থেকে, তিনি জাফর ইবনুল মুগীরাহ থেকে, তিনি সাঈদ ইবন জুবাইর থেকে বর্ণনা করেছেন। সাঈদ ইবন জুবাইর বলেছেন: «নিশ্চয় জান্নাতবাসীদের মধ্যে সর্বনিম্ন মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হলেন তিনি, যার একটি প্রাসাদ থাকবে এবং তাতে সত্তর হাজার খাদেম থাকবে। প্রত্যেক খাদেমের হাতে একটি করে থালা থাকবে, যা তার (মালিকের) হাতে থাকা থালা ব্যতীত। তিনি যা কিছু চাইবেন, তার জন্য তার দ্বার উন্মোচন করা হবে না (অর্থাৎ, যা কিছু প্রয়োজন তা তার কাছে আপনাআপনিই চলে আসবে)। যদি দুনিয়ার সমস্ত মানুষ তার মেহমান হয়, তবে তাদের সকলের জন্য যথেষ্ট হবে। আর তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হলেন তিনি, যিনি সকাল-সন্ধ্যা মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর চেহারার দিকে তাকাবেন।»

(ص: 512) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

الآيَاتُ الَّتِي يُحْتَجُّ بِهَا عَلَى الْجَهَنِّيَّةِ مِنَ الْقُرْآنِ

1202 - وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِحْطِ يَدِهِ مِمَّا يُحْتَجُّ بِهِ عَلَى الْجَهَنِّيَّةِ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ [ص: 513] فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ { إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتُرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } [البقرة: 174] وَقَالَ فِي يَس: { إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ } [يس: 83] وَقَالَ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ أَيْضًا: { بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ } [البقرة: 117] وَقَالَ اللَّهُ فِي سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ: { إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ } [آل عمران: 45] وَقَالَ: { إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } [آل عمران: 77] وَقَالَ، عَزَّ وَجَلَّ: { وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ } [القيامة: 22] وَقَالَ: { يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ } [النساء: 171] وَقَالَ فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ: { وَتَبَتَّ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ } وَقَالَ فِي سُورَةِ التَّوْبَةِ: { فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَأَلْتِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ } [النمل: 8] وَقَالَ فِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ: { وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مَسْخَرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ } [الأعراف: 54] وَقَالَ فِي الْقَصَصِ: { كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحَكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ } [القصاص: 88] وَقَالَ فِي الرَّحْمَنِ: { كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُهُ

رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ { [الرحمن: 26] وَقَالَ فِي طه: { وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي إِذْ تَمْشِي
أُخْتُكَ { [طه: 39] وَقَالَ فِي الْبَقَرَةِ: { مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ { [البقرة: 174] وَقَالَ فِي آلِ عِمْرَانَ: { أُنَّ
اللَّهُ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا { [آل عمران: 39] وَقَالَ فِي
سُورَةِ النَّسَاءِ: { وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا { [النساء: 164] وَقَالَ: { إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى
ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلَّمْتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ { [النساء: 171] وَقَالَ فِي
الْأَنْعَامِ: { حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ { [الأنعام: 34] { وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ
صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ { وَقَالَ فِي طه: { فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا
مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي { وَقَالَ فِي الْكَهْفِ: { وَاتْلُ
مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا { [الكهف:
27] وَقَالَ: { قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي
وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا { [الكهف: 109] وَقَالَ فِي التَّوْبَةِ: { وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ { [التوبة: 6] وَقَالَ فِي حم
عسق: { وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ { [الشورى: 51]
وَقَالَ فِي سُورَةِ لُقْمَانَ: { وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ
سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ { وَفِي الْقَصَصِ: { فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ
مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ
الْعَالَمِينَ { وَفِي الْأَعْرَافِ: { وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ
قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ
لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ
الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ
وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ { [الأعراف: 143] وَفِي الْفَتْحِ: { يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ { [الفتح:

[10] وَفِي الْبَقَرَةِ: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ [ص: 515] عَلِيمٌ} [البقرة: 115] وَفِي الْكَهْفِ: {وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ} [الكهف: 28] وَفِي الْأَعْرَافِ: {وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا} {وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ} [الأعراف: 143] وَفِي الْأَنْفَالِ: {وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحَقِّقَ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ} [الأنفال: 7] وَفِي التَّوْبَةِ: {وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 40] وَفِي يُونُسَ: {وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ} [يونس: 19] وَفِي يُونُسَ: {كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ} {لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ} [يونس: 64] وَقَالَ: {وَيُحَقِّقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ} [يونس: 82] وَقَالَ: {إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ} وَفِي فُصِّلَتْ: {وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ} [هود: 110] وَفِي هُودٍ: {وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ} [هود: 119] وَفِي الْكَهْفِ: {وَاثْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ} [الكهف: 27] وَفِي طه: {وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا} [طه: 129] وَفِي الصَّافَّاتِ: {وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ} [الصافات: 171] وَفِي الْبُؤْمِنُونَ: {وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا} وَقَالَ: {وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ} [هود: 110] وَفِي حم عسق: {وَيُحَقِّقُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ} [الشورى: 24] {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} [الشورى: 51] وَفِي الْفَتْحِ: {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا} [الفتح: 15] وَفِي التَّحْرِيمِ: {وَصَدَقْتَ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ} [التحريم: 12] وَفِي الْبُؤْمِنُونَ: {رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ} [غافر: 15] {قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ

الَّذِينَ آمَنُوا { [النحل: 102] {يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ [ص: 516] عَلَى مَنْ
يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ { [النحل: 2] وَفِي الْإِسْرَاءِ: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ
أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا { [الإسراء: 85] وَفِي حم عسق: {وَكَذَلِكَ
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا { [الشورى: 52] وَفِي الشعراء: {نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ
عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ { [الشعراء: 193] وَقَالَ فِي عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ: {يَوْمَ
يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ { [النبأ: 38] وَفِي
الواقعة: {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ
حُطًا مَّا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ { وَقَالَ: {أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا
تَشْكُرُونَ { [الواقعة: 69] وَقَالَ: {أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ
أَنْكُمْ تُكَذِّبُونَ { [الواقعة: 81] وَفِي الرُّومِ: {اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا
فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا { [الرُّوم: 48] وَفِي ن وَالْقَلَمِ: {أَفَنْجَعَلُ
الْمُسْلِمِينَ كَالْجُنَّارِ { [القلم: 35] وَفِي الْمُرْسَلَاتِ: {الَّذِي نَخْلُقُكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَهِينٍ
فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ { [المرسلات: 20] وَفِي
الأنعام: {مَنْ يَشَاءِ اللَّهُ يُضِلِّهِ وَمَنْ يَشَاءُ يُجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ { [الأنعام: 39]
{وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا { [الأنعام: 136] {وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ
الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ { [الأنعام: 100] وَفِي الْأَعْرَافِ:
{وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ {
[الأعراف: 47] {وَإِذَا كُورُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ { [الأعراف: 74] {وَإِذَا كُورُوا
إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ { [الأعراف: 69] {يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا
لَهُمْ آلِهَةٌ { [الأعراف: 138] {فَلَا تُشْهِتْ بِي الْأَعْدَاءُ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ {
[الأعراف: 150] وَفِي الرَّعْدِ {أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخُلُقِهِ فَمِثَالَهُ الْخُلُقِ
عَلَيْهِمْ { [الرعد: 16] {وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سُبُّهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي
الْأَرْضِ { [الرعد: 33] وَفِي هُودٍ {فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا { [هود: 82]

وَقَالَ فِي الشُّعْرَاءِ {لَئِنْ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لِأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ} [الشعراء: 29] {وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ} [الشعراء: 84] وَفِي فُصِّلَتْ {قُلْ أَتَيْنَكُمُ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ} [ص: 517] الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أُنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ} [فصلت: 9] وَفِي النَّملِ {وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلْكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ} [النمل: 62] {إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً} [النمل: 34] وَفِي الْقَصَصِ {إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا} [القصص: 4] وَفِي الذَّارِيَاتِ {وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْنَاهُ كَالرَّمِيمِ} [الذاريات: 41] وَقَالَ {وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمُ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ} [الذاريات: 51] وَفِي الْقَصَصِ {وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ} [القصص: 5] وَقَالَ {إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ} [القصص: 7] وَقَالَ {فَأَوْقَدْ لِي يَا هَامَانَ عَلَى الطِّينِ فَأَجْعَلْ لِي صَرْحًا} [القصص: 38] {وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ} [القصص: 41] وَقَالَ {قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ} [القصص: 71] وَقَالَ {تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ} [القصص: 83] {قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا} [القصص: 72] وَفِي إِبْرَاهِيمَ {رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا} [إبراهيم: 35] {فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ} [إبراهيم: 37] {رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي} [إبراهيم: 40] {وَجَعَلُوا لِلَّهِ أُنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ} [إبراهيم: 30] وَفِي الْحَجَرِ {الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ} [الحجر: 91] {الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ} [الحجر: 96] {فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ} [الحجر: 73] {فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمَا سَافِلَهَا} [الحجر: 74] وَفِي النَّحْلِ {وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ} [النحل: 56] {وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ} [النحل: 57] {وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ} [النحل: 62] {وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ

جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا} [النحل: 80] {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْهَا خَلْقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ
الْجِبَالِ أَكْنَانًا} [النحل: 81] {وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ
عَلَيْكُمْ كَفِيلًا} [النحل: 91] {وَفِي الْإِسْرَاءِ {وَأَمَدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ
أَكْثَرَ نَفِيرًا} [الإسراء: 6] {لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ} [الإسراء: 22] {وَفِي الْفُرْقَانِ
{وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ **[ص: 518]** فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا} [الفرقان: 23]
{وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَا هُمْ لِلنَّاسِ آيَةً} [الفرقان: 37]
{وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا} [الفرقان: 54]
{وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا} [الفرقان: 35] {وَفِي
الْعَنَكُوتِ {فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ} [العنكبوت: 15]
{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ}
[العنكبوت: 10] {وَفِي سَبَأٍ {وَوَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ} [سبأ: 19] {وَجَعَلْنَا
الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا} [سبأ: 33] {وَفِي إِبْرَاهِيمَ {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ
اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا} [إبراهيم: 35] {وَفِي الْمَائِدَةِ {مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا
سَائِبَةٍ} [المائدة: 103] {وَفِي التَّوْبَةِ {أَجْعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
[التوبة: 19] {وَفِي يُونُسَ {فَكَذَّبُوهُ فَجَعَلْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ
وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا} [يونس: 73] {عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً
لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} [يونس: 85] {وَفِي الزُّحْرِ {فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ}
[الزخرف: 56] {وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ} [الزخرف: 60]
{وَفِي الْفِيلِ {فَجَعَلْنَاهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ} [الفيل: 5] {وَفِي سُورَةِ الْأَنْبِيَاءِ {وَتَاللَّهِ
لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ} [الأنبياء: 57]
{وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ} [الأنبياء: 70] {وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ
وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا} {وَقَالَ {فَمَا زَالَتْ
تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ} [الأنبياء: 15] {وَفِي الصَّافَّاتِ {فَالْقُوَّةُ

فِي الْجَحِيمِ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأُسْفَلِينَ { [الصافات: 97] { وَجَعَلُوا بَيْنَهُ
 وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا } [الصافات: 158] { وَفِي ص { أَمْرٌ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ } [ص: 28] { وَفِي الزُّمَرِ
 { ثُمَّ يَهَيِّجُ فَتْرَاهُ مُصَفَّرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا } [الزمر: 21] { وَفِي يُوسُفَ { اجْعَلْنِي عَلَى
 خَزَائِنِ الْأَرْضِ } [يوسف: 55] { وَقَالَ { فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رِجْلِ
 أَخِيهِ } [يوسف: 70] { اجْعَلُوا [ص: 519] بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ } [يوسف: 62] { وَفِي
 الْأَعْرَافِ { وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ
 مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } [الأعراف: 180] { وَفِي الْإِسْرَاءِ { قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا
 مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى } وَفِي النَّسَاءِ { وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا } [النساء:
 174] { وَفِي الْوَاقِعَةِ { إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ } [الواقعة: 77] { وَفِي الْبُرُوجِ { بَلْ هُوَ قُرْآنٌ
 مَجِيدٌ } [البروج: 21] { وَفِي الزُّخُرِفِ { وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِّي حَكِيمٌ }
 [الزخرف: 4] { وَفِي فَصَّلَتْ { وَإِنَّهُ لِكِتَابٌ عَزِيزٌ } [فصلت: 41] { حم وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ }
 [الزخرف: 1] { يَس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ } [يس: 1] { وَفِي الْفُرْقَانِ { الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ
 وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا }
 [الفرقان: 59] { الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ } [الحجر: 1] { وَفِي فَصَّلَتْ
 { لِكِتَابٍ عَزِيزٍ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ }
 [فصلت: 41] { قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى
 وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ } [النحل: 102] { وَفِي الْأَنْعَامِ { وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ
 وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } [الأنعام: 155] { وَفِي فَصَّلَتْ { وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَبِيَّا لَقَالُوا
 لَوْ لَا فَصَّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَبِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
 فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى } [فصلت: 44] { وَفِي حم عسق { وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
 قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا } [الشورى: 7] { حم وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا
 جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ } [الزخرف: 1] { وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِّي

حَكِيمٌ} [الزخرف: 4] وَفِي سُورَةِ الْعَلَقِ {أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ كُلَّ لَئِنٍ لَّمْ يَنْتَهُ
 لَنْسَفَعًا بِالنَّاصِيَةِ} [العلق: 14] وَفِي الْمَائِدَةِ {تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي
 نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ} [المائدة: 116] وَفِي الْأَنْعَامِ {قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ
 الرَّحْمَةُ لِيَجْمَعَ كُفُّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ} [الأنعام: 12] {سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ
 نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ} [الأنعام: 54] وَفِي الطُّورِ {وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ
 بِحَمْدِ رَبِّكَ} [الطور: 48] وَفِي الْبَقَرَةِ {فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ} [البقرة:
 37] {يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ} [البقرة: 75] وَفِي طه {إِنِّي مَعَكُمْ أُسْمِعُ
 وَأَرَىٰ} [طه: 46] وَفِي مَرْيَمَ **[ص: 520]** {يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا
 يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا} [مريم: 42] {وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي} [طه:
 39] وَفِي لُقْمَانَ {مَا خَلَقُكُمْ وَلَا بَعَثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةً} [لقمان: 28] وَفِي النِّسَاءِ
 {مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَبِيغًا بَصِيرًا}
 [النساء: 134] وَفِي الزُّمَرِ {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ} [الزمر: 67] وَفِي
 الْمَائِدَةِ {وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ
 مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ} [المائدة: 64] وَفِي الْفَتْحِ {إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا
 يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ} [الفتح: 10]
 وَفِي طه {قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَىٰ قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمْ
 أُسْمِعُ وَأَرَىٰ فَاتَّبَعَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تَعَذِّبْهُمْ قَدْ
 جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ} [طه: 45] وَفِي الْقِيَامَةِ {كَلَّا بَلْ
 تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ} [القيامة: 20]
 وَفِي الْمُطَفِّفِينَ {كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ}
 [المطففين: 15] {إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ} [المطففين: 22] وَفِي
 الْهُلُوكِ {قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ

الَّذِينَ كَفَرُوا} [المك: 26] وَفِي النّٰجِمِ {فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَّبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفْتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ} [النجم: 10]

কুরআন থেকে সেই আয়াতসমূহ যা দ্বারা জহমিয়াদের বিরুদ্ধে দলিল পেশ করা হয়

১২০২ - আমি আমার পিতার কিতাবে তাঁর নিজ হাতের লেখায় পেয়েছি, যা দ্বারা কুরআনুল কারীম থেকে জহমিয়াদের বিরুদ্ধে দলিল পেশ করা হয়:

সূরা আল-বাকারায়: {নিশ্চয় যারা আল্লাহ কিতাব থেকে যা নাযিল করেছেন তা গোপন করে এবং তার বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ করে, তারা কেবল তাদের পেটে আগুনই ভক্ষণ করে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না; আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।} [বাকারা: ১৭৪]

এবং ইয়াসীন-এ বলেছেন: {তাঁর আদেশ তো এই যে, তিনি যখন কোনো কিছু ইচ্ছা করেন, তখন তাকে বলেন: ‘হও’ (কুন), ফলে তা হয়ে যায়। অতএব পবিত্র সেই সত্তা, যাঁর হাতেই প্রতিটি জিনিসের রাজত্ব এবং তাঁরই কাছে তোমরা ফিরে যাবে।} [ইয়াসীন: ৮২-৮৩]

এবং সূরা বাকারায় আরও বলেছেন: {তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর উদ্ভাবক। যখন তিনি কোনো কিছু ফয়সালা করেন, তখন কেবল বলেন: ‘হও’ (কুন), অমনি তা হয়ে যায়। আর যারা জানে না তারা বলে, ‘আল্লাহ কেন আমাদের সাথে কথা বলেন না কিংবা আমাদের কাছে কোনো নিদর্শন আসে না?’ তাদের পূর্ববর্তীরাও তাদের মতো কথা বলেছিল।} [বাকারা: ১১৭-১১৮]

এবং আল্লাহ সূরা আল-ইমরানে বলেছেন: {যখন ফেরেশতারা বলল, হে মারয়াম! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে তাঁর পক্ষ থেকে একটি কালিমাহ (বাণী)-এর সুসংবাদ দিচ্ছেন, যার নাম মসীহ ঈসা ইবনে মারয়াম, সে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্যাদাবান।} [আল-ইমরান: ৪৫]

এবং বলেছেন: {নিশ্চয় যারা আল্লাহর অঙ্গীকার ও নিজেদের শপথের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য খরিদ করে, আখিরাতে তাদের কোনো অংশ নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদের পবিত্র করবেন না; আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।} [আল-ইমরান: ৭৭]

এবং তিনি আযযা ওয়া জাল্লা বলেছেন: {সেদিন কতগুলো মুখমণ্ডল হবে উজ্জ্বল। তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।} [কিয়ামাহ: ২২-২৩]

এবং বলেছেন: {হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহর সম্বন্ধে সত্য ছাড়া কিছু বলো না। মসীহ ঈসা ইবনে মারয়াম তো কেবল আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর কালিমাহ (বাণী), যা তিনি মারয়ামের নিকট পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে এক রুহ। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের ওপর ঈমান আনো।} [নিসা: ১৭১]

এবং সূরা আল-আনআমে বলেছেন: {আর আপনার রবের কালিমাহ সত্য ও ন্যায়ের দিক থেকে পূর্ণাঙ্গ হয়েছে। তাঁর কালিমাহসমূহ পরিবর্তন করার কেউ নেই; আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।} [আনআম: ১১৫]

এবং সূরা আন-নামলে বলেছেন: {অতঃপর যখন তিনি আগুনের নিকট আসলেন, তখন তাঁকে আহ্বান করে বলা হলো— বরকতময় তিনি যিনি আগুনের মধ্যে আছেন এবং যারা এর আশেপাশে আছে। বিশ্বজগতের রব আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি। হে মুসা! নিশ্চয় আমিই আল্লাহ, প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। এবং তোমার লাঠি নিক্ষেপ করো। অতঃপর যখন তিনি সেটাকে সাপের মতো ছুটোছুটি করতে দেখলেন, তখন তিনি পেছন ফিরে পালালেন এবং ফিরে তাকালেন না। হে মুসা! ভয় করো না, নিশ্চয় আমার দরবারে রাসূলগণ ভয় পায় না।} [নামল: ৮-১০]

এবং সূরা আল-আরাফে বলেছেন: {আর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি তাঁরই আদেশের অনুগত।
জেনে রেখো, সৃষ্টি ও আদেশ কেবল তাঁরই। বিশ্বজগতের রব আল্লাহ কত বরকতময়!}
[আরাফ: ৫৪]

এবং সূরা আল-কাসাসে বলেছেন: {তাঁর চেহারা (সত্তা) ব্যতীত সবকিছুই ধ্বংসশীল। বিধান
তো তাঁরই এবং তাঁর কাছেই তোমরা ফিরে যাবে।} [কাসাস: ৮৮]

এবং সূরা আর-রহমানে বলেছেন: {ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সবই নশ্বর। কেবল আপনার
মহিমাময় ও মহানুভব রবের চেহারা অবশিষ্ট থাকবে।} [রহমান: ২৬-২৭]

এবং সূরা ত্বহায় বলেছেন: {যাতে তুমি আমার চোখের সামনে লালিত-পালিত হও, যখন
তোমার বোন হাঁটছিল।} [ত্বহা: ৩৯]

এবং সূরা বাকারায় (পুনরায়) বলেছেন: {তারা কেবল তাদের পেটে আগুনই ভক্ষণ করে।
কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না; আর
তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।} [বাকারা: ১৭৪]

এবং সূরা আল-ইমরানে বলেছেন: {যে আল্লাহ তোমাকে ইয়াহইয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন, যে
আল্লাহর পক্ষ থেকে এক কালিমাহর (বাণীর) সত্যায়নকারী এবং নেতা ও জিতেন্দ্রিয় হবে।}
[আল-ইমরান: ৩৯]

এবং সূরা আন-নিসায় বলেছেন: {এবং আল্লাহ মুসার সাথে সরাসরি কথা বলেছেন।} [নিসা:
১৬৪]

এবং বলেছেন: {মসীহ ঈসা ইবনে মারয়াম তো কেবল আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর কালিমাহ
(বাণী), যা তিনি মারয়ামের নিকট পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে এক রূহ।} [নিসা:
১৭১]

এবং সূরা আল-আনআমে বলেছেন: {যতক্ষণ না তাদের কাছে আমার সাহায্য আসলো।
আল্লাহর কালিমাহসমূহ পরিবর্তন করার কেউ নেই।} [আনআম: ৩৪]

{আর আপনার রবের কালিমাহ সত্য ও ন্যায়ের দিক থেকে পূর্ণাঙ্গ হয়েছে। তাঁর কালিমাহসমূহ
পরিবর্তন করার কেউ নেই; আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।} [আনআম: ১১৫]

এবং সূরা ত্বহায় বলেছেন: {অতঃপর যখন তিনি আগুনের নিকট আসলেন, তখন তাঁকে আহ্বান
করে বলা হলো— হে মুসা! নিশ্চয় আমিই তোমার রব, অতএব তোমার জুতো খুলে ফেলো,
তুমি পবিত্র ‘ত্বওয়া’ উপত্যকায় রয়েছো। আর আমি তোমাকে মনোনীত করেছি, সুতরাং যা
ওহী পাঠানো হচ্ছে তা মনোযোগ দিয়ে শোনো। নিশ্চয়ই আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া কোনো
ইলাহ নেই; অতএব আমার ইবাদত করো এবং আমার স্মরণে সালাত কায়েম করো।} [ত্বহা:
১১-১৪]

এবং সূরা আল-কাহফে বলেছেন: {আপনার রবের কিতাব থেকে যা আপনার প্রতি ওহী করা
হয়েছে তা তিলাওয়াত করুন। তাঁর বাণীসমূহ পরিবর্তন করার কেউ নেই এবং আপনি তাঁকে
ছাড়া অন্য কোনো আশ্রয় পাবেন না।} [কাহফ: ২৭]

এবং বলেছেন: {বলুন, আমার রবের বাণীসমূহ লিপিবদ্ধ করার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয়, তবে
আমার রবের বাণী শেষ হওয়ার আগেই সমুদ্র নিশ্চিতভাবে শেষ হয়ে যাবে; যদিও আমি এর
সাহায্যে অনুরূপ আরও সমুদ্র নিয়ে আসি।} [কাহফ: ১০৯]

এবং সূরা আত-তাওবায় বলেছেন: {আর যদি মুশরিকদের কেউ তোমার কাছে আশ্রয় চায়,
তবে তাকে আশ্রয় দাও, যাতে সে আল্লাহর কালাম (বাণী) শুনতে পায়, অতঃপর তাকে তার
নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দাও।} [তাওবা: ৬]

এবং সূরা হা-মীম-আইন-সীন-কাফ (আশ-শূরা)-এ বলেছেন: {কোনো মানুষের জন্যই এমন

হওয়ার নয় যে আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন— ওহীর মাধ্যম ছাড়া কিংবা পর্দার আড়াল থেকে।} [শূরা: ৫১]

এবং সূরা লুকমানে বলেছেন: {আর পৃথিবীতে যত গাছ আছে তা যদি কলম হয় এবং সমুদ্রের সাথে আরও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয়, তবুও আল্লাহর বাণীসমূহ শেষ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।} [লুকমান: ২৭]

এবং সূরা আল-কাসাসে: {অতঃপর যখন তিনি সেখানে আসলেন, তখন পবিত্র ভূমির ডান দিকের প্রান্তের বৃক্ষ থেকে তাঁকে আহ্বান করে বলা হলো— হে মুসা! নিশ্চয়ই আমিই আল্লাহ, বিশ্বজগতের রব।} [কাসাস: ৩০]

এবং সূরা আল-আরাফে: {আর মুসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে আসলেন এবং তাঁর রব তাঁর সাথে কথা বললেন, তিনি বললেন, হে আমার রব! আমাকে দর্শন দিন, আমি আপনাকে দেখব। তিনি বললেন, তুমি আমাকে দেখতে পাবে না; তবে তুমি পাহাড়ের দিকে তাকাও, যদি তা স্বস্থানে স্থির থাকে তবে তুমি আমাকে দেখতে পাবে। অতঃপর যখন তাঁর রব পাহাড়ের ওপর জ্যোতি প্রকাশ (তাজাল্লি) করলেন, তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল এবং মুসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেলেন। অতঃপর যখন তাঁর জ্ঞান ফিরল, তিনি বললেন, পবিত্র আপনার সন্তা! আমি আপনার কাছে তওবা করছি এবং আমিই মুমিনদের মধ্যে প্রথম। তিনি বললেন, হে মুসা! আমি আমার রিসালাত ও আমার কালামের (কথা বলার) মাধ্যমে তোমাকে মানুষের ওপর মনোনীত করেছি। সুতরাং আমি তোমাকে যা দিলাম তা গ্রহণ করো এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হও।} [আরাফ: ১৪৩-১৪৪]

এবং সূরা আল-ফাতহে: {আল্লাহর হাত তাদের হাতের ওপরে।} [ফাতহ: ১০]

এবং সূরা আল-বাকারায়: {পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। সুতরাং তোমরা যেকোনো মুখ ফেরাও না কেন, সেদিকেই আল্লাহর চেহারা বর্তমান। নিশ্চয় আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।} [পৃষ্ঠা: ৫১৫]
[বাকারা: ১১৫]

এবং সূরা আল-কাহফে: {আর আপনি নিজেকে তাদের সাথে ধৈর্যশীল রাখুন যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের রবকে ডাকে, তারা তাঁর চেহারার সন্তুষ্টি কামনা করে।} [কাহফ: ২৮]

এবং সূরা আল-আরাফে: {আর বনী ইসরাঈলের ওপর আপনার রবের উত্তম কালিমাহ পূর্ণ হলো, যেহেতু তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল।} [আরাফ: ১৩৭]

{আর মুসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে আসলেন এবং তাঁর রব তাঁর সাথে কথা বললেন।} [আরাফ: ১৪৩]

এবং সূরা আল-আনফালে: {এবং আল্লাহ চান যে তাঁর কালিমাহসমূহের মাধ্যমে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং কাফেরদের মূল উৎপাটন করতে।} [আনফাল: ৭]

এবং সূরা আত-তাওবায়: {এবং তিনি কাফেরদের কথা (বাণী) নিচু করে দিলেন আর আল্লাহর বাণীই হলো চিরউচ্চ। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।} [তাওবা: ৪০]

এবং সূরা ইউনূসে: {আর যদি আপনার রবের পক্ষ থেকে একটি কালিমাহ (সিদ্ধান্ত) পূর্বঘোষিত না থাকত, তবে তারা যে বিষয়ে মতভেদ করছে তার ফয়সালা হয়ে যেত।} [ইউনূস: ১৯]

এবং সূরা ইউনূসে (আরও): {এভাবেই আপনার রবের কালিমাহ সত্য প্রমাণিত হয়েছে তাদের ওপর যারা নাফরমানি করেছে— যে তারা ঈমান আনবে না।} [ইউনূস: ৩৩]

{তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ পার্থিব জীবনে ও পরকালে। আল্লাহর কালিমাহসমূহের কোনো পরিবর্তন নেই।} [ইউনূস: ৬৪]

এবং বলেছেন: {এবং আল্লাহ তাঁর কালিমাহসমূহের মাধ্যমে সত্যকে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন, যদিও অপরাধীরা তা অপছন্দ করে।} [ইউনূস: ৮২]

এবং বলেছেন: {নিশ্চয়ই যাদের ওপর আপনার রবের কালিমাহ সত্য হয়েছে, তারা ঈমান আনবে না।} [ইউনূস: ৯৬]

এবং সূরা ফুসসিলাত-এ: {আর যদি আপনার রবের পক্ষ থেকে একটি কালিমাহ পূর্বঘোষিত না থাকত, তবে তাদের মধ্যে ফয়সালা হয়ে যেত। আর নিশ্চয়ই তারা এ বিষয়ে এক বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছে।} [ফুসসিলাত: ৪৫] *(দ্রষ্টব্য: আরবী মূলে এখানে ফুসসিলাত ও হুদ উভয় সূরার অনুরূপ আয়াতের মিশ্রণ রয়েছে)*

এবং সূরা হুদ-এ: {এবং আপনার রবের কালিমাহ পূর্ণ হয়েছে যে— অবশ্যই আমি জাহান্নামকে জিন ও মানুষ উভয় দ্বারা পূর্ণ করব।} [হুদ: ১১৯]

এবং সূরা আল-কাহফে: {আপনার রবের কিতাব থেকে যা আপনার প্রতি ওহী করা হয়েছে তা তিলাওয়াত করুন। তাঁর বাণীসমূহ পরিবর্তন করার কেউ নেই।} [কাহফ: ২৭]

এবং সূরা ত্বাহ-য়: {আর যদি আপনার রবের পক্ষ থেকে একটি কালিমাহ পূর্বঘোষিত না থাকত এবং একটি সময় নির্ধারিত না থাকত, তবে শাস্তি অনিবার্য হয়ে যেত।} [ত্বাহ: ১২৯]

এবং সূরা আস-সাফফাত-এ: {আর নিশ্চয়ই আমার প্রেরিত বান্দাদের ব্যাপারে আমার কালিমাহ (সিদ্ধান্ত) পূর্বেই স্থির হয়েছে।} [আস-সাফফাত: ১৭১]

এবং সূরা আল-মুমিনুন-এ: {এভাবেই আপনার রবের কালিমাহ কাফেরদের ওপর সত্য সাব্যস্ত হয়েছে।} [গাফির: ৬] *(আরবী পাঠে সূরার নাম মুমিনুন বলা হলেও আয়াতটি মূলত সূরা গাফিরের)*

এবং বলেছেন: {আর যদি আপনার রবের পক্ষ থেকে একটি কালিমাহ পূর্বঘোষিত না থাকত, তবে তাদের মধ্যে ফয়সালা হয়ে যেত। আর নিশ্চয়ই তারা এ বিষয়ে এক বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছে।} [ফুসসিলাত: ৪৫]

এবং সূরা হা-মীম-আইন-সীন-কাফ (আশ-শূরা)-এ: {এবং আল্লাহ তাঁর কালিমাহসমূহের মাধ্যমে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। নিশ্চয়ই তিনি অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক অবগত।} [শূরা: ২৪]

{কোনো মানুষের জন্যই এমন হওয়ার নয় যে আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন— ওহীর মাধ্যম ছাড়া কিংবা পর্দার আড়াল থেকে।} [শূরা: ৫১]

এবং সূরা আল-ফাতহে: {তারা আল্লাহর কালাম পরিবর্তন করতে চায়। বলুন, তোমরা কখনোই আমাদের অনুসরণ করতে পারবে না।} [ফাতহ: ১৫]

এবং সূরা আত-তাহরীমে: {এবং সে তাঁর রবের কালিমাহসমূহ ও তাঁর কিতাবসমূহকে সত্যায়ন করেছিল।} [তাহরীম: ১২]

এবং সূরা আল-মুমিনুন (গাফির)-এ: {তিনি সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আরশের মালিক। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার ওপর ইচ্ছা তাঁর আদেশের রূহ (ওহী) নাযিল করেন।} [গাফির: ১৫]

এবং সূরা আন-নাহলে: {বলুন, আপনার রবের পক্ষ থেকে রূহুল কুদুস (জিবরাঈল) সত্যসহ এটি নাযিল করেছেন, যাতে তিনি মুমিনদের সুদৃঢ় করেন।} [নাহল: ১০২]

{তিনি তাঁর আদেশের রূহসহ ফেরেশতাদের তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার ওপর ইচ্ছা নাযিল করেন।} [পৃষ্ঠা: ৫১৬] [নাহল: ২]

এবং সূরা বানী ইসরাঈলে: {তারা আপনাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, রূহ আমার রবের আদেশের অন্তর্ভুক্ত এবং তোমাদেরকে অতি সামান্য জ্ঞানই দেওয়া হয়েছে।} [ইসরা: ৮৫]

এবং সূরা হা-মীম-আইন-সীন-কাফ-এ: {এভাবেই আমি আপনার নিকট আমার আদেশের রূহ ওহী করেছি।} [শূরা: ৫২]

এবং সূরা আশ-শুআরায়: {আপনার হৃদয়ে রুহুল আমীন (জিবরাঈল) এটি নিয়ে অবতরণ করেছেন, যাতে আপনি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হন।} [শুআরা: ১৯৩-১৯৪]

এবং আম্মা ইয়াতাসায়ালুন (সূরা আন-নাবা)-এ: {যেদিন রুহ ও ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে, সেদিন পরম করুণাময় যাকে অনুমতি দেবেন সে ছাড়া কেউ কথা বলতে পারবে না।} [নাবা: ৩৮]

এবং সূরা আল-ওয়াকিইয়ায়: {তোমরা যে বীজ বপন করো, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা কি তা অঙ্কুরিত করো, নাকি আমি অঙ্কুরিতকারী? আমি ইচ্ছা করলে তা খড়কুটা বানিয়ে দিতে পারতাম, তখন তোমরা অবাক হয়ে যেত।} [ওয়াকিয়াহ: ৬৩-৬৫]

এবং বলেছেন: {নাকি আমিই তা (পানি) বর্ষণকারী? আমি ইচ্ছা করলে তা লোনা করে দিতে পারতাম। তবে কেন তোমরা শুকরিয়া আদায় করো না?} [ওয়াকিয়াহ: ৬৯-৭০]

এবং বলেছেন: {তবে কি তোমরা এই কথাটিকে (কুরআনকে) তুচ্ছ জ্ঞান করছ? আর তোমরা তোমাদের রিযিক বানিয়ে নিয়েছ এই যে— তোমরা একে মিথ্যা বলছো।} [ওয়াকিয়াহ: ৮১-৮২]

এবং সূরা আর-রুমে: {আল্লাহ-ই বায়ু প্রেরণ করেন, ফলে তা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে; অতঃপর তিনি মেঘমালাকে আকাশে যেভাবে ইচ্ছা ছড়িয়ে দেন এবং তাকে খণ্ড-বিখণ্ড করে দেন।} [রুম: ৪৮]

এবং নূন ওয়াল কলম (সূরা আল-কলম)-এ: {আমি কি আত্মসমর্পণকারীদের অপরাধীদের মতো গণ্য করব?} [কলম: ৩৫]

এবং সূরা আল-মুরসালাতে: {আমি কি তোমাদের তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করিনি? অতঃপর আমি তা এক নিরাপদ আধারে (জরায়ু) রেখেছি, এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। অতঃপর আমি নির্ধারণ করেছি, আর আমি কত নিপুণ নির্ধারণকারী!} [মুরসালাত: ২০-২৩]

এবং সূরা আল-আনআমে: {আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।} [আনআম: ৩৯]

{আর তারা আল্লাহর জন্য সেই শস্য ও গবাদিপশু থেকে এক অংশ নির্ধারণ করে যা তিনি সৃষ্টি করেছেন।} [আনআম: ১৩৬]

{আর তারা জিনদের আল্লাহর শরিক সাব্যস্ত করে, অথচ তিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন। আর তারা অজ্ঞতাবশত তাঁর জন্য পুত্র ও কন্যা সাব্যস্ত করে নিয়েছে।} [আনআম: ১০০]

এবং সূরা আল-আরাফে: {যখন তাদের দৃষ্টি অগ্নিকুণ্ডবাসীদের দিকে ফিরে যাবে, তখন তারা বলবে: হে আমাদের রব! আমাদের যালিম কওমের অন্তর্ভুক্ত করবেন না।} [আরাফ: ৪৭]

{স্মরণ করো, যখন তিনি আদ জাতির পর তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করলেন।} [আরাফ: ৭৪]

{স্মরণ করো, যখন তিনি নূহ আলাইহিস সালামের কওমের পর তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করলেন।} [আরাফ: ৬৯]

{হে মুসা! আমাদের জন্য এমন এক উপাস্য বানিয়ে দাও, যেমন তাদের উপাস্য রয়েছে।} [আফারাফ: ১৩৮]

{সুতরাং তুমি আমাকে দেখে শত্রুদের হাসার সুযোগ দিও না এবং আমাকে যালিম কওমের অন্তর্ভুক্ত করো না।} [আরাফ: ১৫০]

এবং সূরা আর-রাদে: {নাকি তারা আল্লাহর এমন সব শরিক সাব্যস্ত করেছে যারা তাঁর সৃষ্টির মতো সৃষ্টি করেছে, ফলে সৃষ্টি তাদের নিকট সদৃশ মনে হয়েছে?} [রাদ: ১৬]

{আর তারা আল্লাহর জন্য শরিক সাব্যস্ত করে। বলুন, তাদের নাম বলো; নাকি তোমরা তাঁকে যমীনের এমন কিছু সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছ যা তিনি জানেন না?} [রাদ: ৩৩]

এবং সূরা হূদে: {অতঃপর যখন আমার আদেশ আসলো, তখন আমি সেই জনপদকে উল্টে দিলাম (উপরের অংশ নিচে করে দিলাম)।} [হূদ: ৮২]

এবং সূরা আশ-শুআরায় বলেছেন: {ফেরাউন বলল, তুমি যদি আমি ছাড়া অন্য কাউকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করো, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বন্দিদের অন্তর্ভুক্ত করব।} [শুআরা: ২৯]

{আর পরবর্তীদের মধ্যে আমার সুখ্যাতি বজায় রাখো এবং আমাকে নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতের উত্তরাধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত করো।} [শুআরা: ৮৪-৮৫]

এবং সূরা ফুসসিলাতে: {বলুন, তোমরা কি তাঁর সাথে কুফরি করছো যিনি পৃথিবীকে দুই দিনে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তাঁর সমকক্ষ স্থির করছো? [পৃষ্ঠা: ৫১৭] তিনিই বিশ্বজগতের রব।} [ফুসসিলাত: ৯]

এবং সূরা আন-নামলে: {যিনি আর্থের আহ্বানে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে ডাকে এবং কষ্ট দূর করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত করেন।} [নামল: ৬২]

{নিশ্চয় রাজা-বাদশাহরা যখন কোনো জনপদে প্রবেশ করে, তখন তাকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং সেখানকার সম্মানিত অধিবাসীদের অপদস্থ করে ছাড়ে।} [নামল: ৩৪]

এবং সূরা আল-কাসাসে: {নিশ্চয় ফেরাউন পৃথিবীতে উদ্ধত হয়েছিল এবং সেখানের অধিবাসীদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করেছিল।} [কাসাস: ৪]

এবং সূরা আয-যারিয়াতে: {এবং আদ জাতির কাহিনীতে (নিদর্শন রয়েছে), যখন আমি তাদের ওপর এক অকল্যাণকর ঝঞ্ঝাবায়ু পাঠিয়েছিলাম। তা যা কিছু ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল তাকেই জীর্ণ-শীর্ণ চূর্ণবিচূর্ণ করে দিচ্ছিল।} [যারিয়াত: ৪১-৪২]

এবং বলেছেন: {আর তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্য স্থির করো না। নিশ্চয় আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য এক সুস্পষ্ট সতর্ককারী।} [যারিয়াত: ৫১]

এবং সূরা আল-কাসাসে: {আর আমি চাইলাম তাদের ওপর অনুগ্রহ করতে যাদেরকে যমীনে দুর্বল করা হয়েছিল এবং তাদেরকে নেতা বানাতে ও তাদেরকে উত্তরাধিকারী করতে।} [কাসাস: ৫]

এবং বলেছেন: {নিশ্চয় আমি তাকে (মুসাকে) তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব এবং তাকে রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত করব।} [কাসাস: ৭]

এবং বলেছেন: {ফেরাউন বলল, হে হামান! তুমি আমার জন্য ইট পুড়িয়ে একটি সুউচ্চ প্রাসাদ তৈরি করো।} [কাসাস: ৩৮]

{এবং আমি তাদেরকে নেতা বানিয়েছিলাম যারা জাহান্নামের দিকে আহ্বান করত।} [কাসাস: ৪১]

এবং বলেছেন: {বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ রাতকে তোমাদের ওপর কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করে দিতেন?} [কাসাস: ৭০]

এবং বলেছেন: {এই সেই পরকাল, যা আমি তাদের জন্য নির্ধারিত করি যারা পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য বা বিপর্যয় কামনা করে না; আর শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য।} [কাসাস: ৮৩]

{বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ দিনকে তোমাদের ওপর স্থায়ী করে দিতেন?}
[কাসাস: ৭২]

এবং সূরা ইব্রাহীমে: {হে আমার রব! এই নগরীকে নিরাপদ করুন।} [ইব্রাহীম: ৩৫]

{অতএব আপনি কিছু লোকের অন্তরকে তাদের প্রতি অনুরাগী করে দিন।} [ইব্রাহীম: ৩৭]

{হে আমার রব! আমাকে সালাত কায়েমকারী করুন এবং আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও।}
[ইব্রাহীম: ৪০]

{আর তারা আল্লাহর জন্য সমকক্ষ স্থির করেছিল যাতে তারা তাঁর পথ থেকে (মানুষকে) বিচ্যুত করতে পারে।} [ইব্রাহীম: ৩০]

এবং সূরা আল-হিজরে: {যারা কুরআনকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে।} [হিজর: ৯১]

{যারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্য স্থির করে।} [হিজর: ৯৬]

{অতঃপর সূর্যোদয়ের সময় এক প্রচণ্ড শব্দ তাদের পাকড়াও করল।} [হিজর: ৭৩]

{অতঃপর আমি জনপদটিকে উল্টে দিলাম।} [হিজর: ৭৪]

এবং সূরা আন-নাহলে: {তারা যা জানে না তার জন্য আমি যা দিয়েছি তা থেকে এক অংশ নির্ধারণ করে।} [নাহল: ৫৬]

{আর তারা আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান সাব্যস্ত করে— পবিত্রতা তাঁরই, অথচ নিজেদের জন্য যা তারা কামনা করে (পুত্র সন্তান) তাই রাখে।} [নাহল: ৫৭]

{আর তারা আল্লাহর জন্য তা-ই স্থির করে যা তারা অপছন্দ করে।} [নাহল: ৬২]

{এবং তিনি তোমাদের জন্য পশুর চামড়া দিয়ে ঘর (তাঁবু) বানানোর ব্যবস্থা করেছেন।}
[নাহল: ৮০]

{আর আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন তা থেকে তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেছেন এবং পাহাড়ের মধ্যে তোমাদের জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন।} [নাহল: ৮১]

{আর তোমরা শপথ করার পর তা ভঙ্গ করো না, অথচ তোমরা আল্লাহকে তোমাদের ওপর জামিন নিযুক্ত করেছো।} [নাহল: ৯১]

এবং সূরা বানী ইসরাঈলে: {অতঃপর আমি তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সাহায্য করলাম এবং তোমাদেরকে সংখ্যায় অধিক করলাম।} [ইসরা: ৬]

{আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্য স্থির করো না।} [ইসরা: ২২]

এবং সূরা আল-ফুরকানে: {এবং আমি তাদের কৃতকর্মের দিকে মনোনিবেশ করব, [পৃষ্ঠা: ৫১৮] অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব।} [ফুরকান: ২৩]

{এবং নূহের কওম যখন রাসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করল, তখন আমি তাদের ডুবিয়ে দিলাম এবং তাদেরকে মানুষের জন্য নিদর্শন বানালাম।} [ফুরকান: ৩৭]

{এবং তিনিই পানি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে বংশগত ও বৈবাহিক সম্পর্কযুক্ত করেছেন; আর আপনার রব পরম শক্তিমান।} [ফুরকান: ৫৪]

{এবং আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এবং তাঁর সাথে তাঁর ভাই হারুনকে সাহায্যকারী করেছিলাম।} [ফুরকান: ৩৫]

এবং সূরা আল-আনকাবূত: {অতঃপর আমি তাকে (নূহকে) ও নৌকাওয়ালাদের রক্ষা করলাম এবং একে বিশ্ববাসীর জন্য এক নিদর্শন বানালাম।} [আনকাবূত: ১৫]

{আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যে বলে, ‘আমরা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি’; কিন্তু আল্লাহর পথে যখন সে কোনো কষ্টের সম্মুখীন হয়, তখন মানুষের দেওয়া পরীক্ষাকে আল্লাহর আযাবের মতো গণ্য করে।} [আনকাবূত: ১০]

এবং সূরা সাবা-এ: {তারা নিজেদের ওপর যুলুম করল, ফলে আমি তাদেরকে গল্পের বিষয়ে পরিণত করলাম।} [সবা: ১৯]

{এবং আমি কাফেরদের গলায় বেড়ি পরিয়ে দিলাম।} [সবা: ৩৩]

এবং সূরা ইব্রাহীমে: {এবং যখন ইব্রাহীম বললেন, ‘হে আমার রব! এই নগরীকে নিরাপদ করুন’।} [ইব্রাহীম: ৩৫]

এবং সূরা আল-মায়দাহ-য়: {আল্লাহ বাহীরাহ, সায়েবাহ... (ইত্যাদি প্রথা) প্রবর্তন করেননি।} [মায়দাহ: ১০৩]

এবং সূরা আত-তাওবা-য়: {তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানো এবং মসজিদুল হারাম আবাদ করাকে (ঈমানের সমান) গণ্য করো?} [তাওবা: ১৯]

এবং সূরা ইউনূসে: {অতঃপর তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলল, তখন আমি তাকে ও তার সাথে যারা নৌকায় ছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম এবং তাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করলাম; আর যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল তাদের ডুবিয়ে দিলাম।} [ইউনূস: ৭৩]

{আমরা আল্লাহর ওপর ভরসা করেছি। হে আমাদের রব! আমাদের যালিম কওমের পরীক্ষার পাত্র বানাবেন না।} [ইউনূস: ৮৫]

এবং সূরা আয-যুখরুফে: {অতঃপর আমি তাদেরকে উত্তরসূরিদের জন্য অতীত ইতিহাস ও দৃষ্টান্ত বানালাম।} [যুখরুফ: ৫৬]

{এবং আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের মধ্য থেকে ফেরেশতা সৃষ্টি করতাম যারা পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত হতো।} [যুখরুফ: ৬০]

এবং সূরা আল-ফীলে: {অতঃপর তিনি তাদেরকে চর্বিত ঘাসের মতো করে দিলেন।} [ফীল: ৫]

এবং সূরা আল-আম্বিয়া-এ: {আল্লাহর কসম! তোমরা পেছনে ফিরে চলে যাওয়ার পর আমি তোমাদের মূর্তিগুলোর বিরুদ্ধে অবশ্যই কৌশল অবলম্বন করব। অতঃপর তিনি বড়টি ছাড়া বাকিগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন।} [আম্বিয়া: ৫৭-৫৮]

{তারা তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে চাইল, কিন্তু আমি তাদেরকেই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত করে দিলাম।} [আম্বিয়া: ৭০]

{এবং আমি তাকে ইসহাক দান করলাম এবং পুরস্কার স্বরূপ ইয়াকুবকেও; এবং প্রত্যেককেই সংকর্মশীল বানালাম। আর আমি তাদেরকে নেতা বানালাম যারা আমার আদেশে মানুষকে পথ দেখাত।} [আম্বিয়া: ৭২-৭৩]

এবং বলেছেন: {তাদের এই আর্তনাদ চলতে থাকল যতক্ষণ না আমি তাদেরকে কর্তিত শস্য ও নিখর ছাইয়ের মতো করে দিলাম।} [আম্বিয়া: ১৫]

এবং সূরা আস-সাফফাত-এ: {তারা বলল, এর জন্য একটি অগ্নিকুণ্ড তৈরি করো এবং একে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করো। তারা তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে চাইল, কিন্তু আমি তাদেরকেই অধম (পরাজিত) করে দিলাম।} [আস-সাফফাত: ৯৭-৯৮]

{আর তারা তাঁর (আল্লাহর) ও জিনদের মধ্যে বংশীয় সম্পর্ক সাব্যস্ত করেছে।} [আস-সাফফাত: ১৫৮]

এবং সূরা ছোয়াদ (ص)-এ: {আমি কি মুমিন ও সৎকর্মশীলদের পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের মতো গণ্য করব, নাকি মুত্তাকীদের পাপাচারীদের মতো গণ্য করব?} [ছোয়াদ: ২৮]

এবং সূরা আয-যুমারে: {অতঃপর তা সতেজ হয়ে ওঠে, তারপর তুমি তা পীতবর্ণ দেখতে পাও, সবশেষে তিনি তা খড়্‌কুটায় পরিণত করেন।} [যুমার: ২১]

এবং সূরা ইউসুফে: {ইউসুফ বললেন, আমাকে যমীনের ধন-ভাণ্ডারের ওপর নিযুক্ত করুন।} [ইউসুফ: ৫৫]

এবং বলেছেন: {অতঃপর যখন তিনি তাদের পাথেয় প্রস্তুত করে দিলেন, তখন তিনি তাঁর ভাইয়ের মালপত্রের মধ্যে পানপাত্রটি রেখে দিলেন।} [ইউসুফ: ৭০]

{তোমরা [পৃষ্ঠা: ৫১৯] তাদের পণ্যসামগ্রী তাদের মালপত্রের মধ্যেই রেখে দাও।} [ইউসুফ: ৬২]

এবং সূরা আল-আরাফে: {আর আল্লাহর জন্যই সুন্দর সুন্দর নামসমূহ রয়েছে; সুতরাং তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাকো এবং তাদেরকে বর্জন করো যারা তাঁর নামসমূহের বিকৃতি ঘটায়। তারা যা করে তার ফল শীঘ্রই তারা পাবে।} [আরাফ: ১৮০]

এবং সূরা বানী ইসরাঈলে: {বলুন, তোমরা ‘আল্লাহ’ নামে ডাকো বা ‘রহমান’ নামে ডাকো; তোমরা যে নামেই ডাকো না কেন, সুন্দর নামসমূহ তো তাঁরই।} [ইসরা: ১১০]

এবং সূরা আন-নিসায়: {এবং আমি তোমাদের নিকট এক সুস্পষ্ট নূর (জ্যোতি) নাযিল করেছি।} [নিসা: ১৭৪]

এবং সূরা আল-ওয়াকিইয়ায়: {নিশ্চয় এটি এক সম্মানীত কুরআন।} [ওয়াকিয়াহ: ৭৭]

এবং সূরা আল-বুরূজ: {বরং এটি এক মহিমাম্বিত কুরআন।} [বুরূজ: ২১]

এবং সূরা আয-যুখরুফে: {নিশ্চয়ই এটি উম্মুল কিতাবে (মূল কিতাবে) আমার নিকট অতি উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ও প্রজ্ঞাপূর্ণ।} [যুখরুফ: ৪]

এবং সূরা ফুসসিলাতে: {নিশ্চয় এটি এক পরাক্রমশালী কিতাব।} [ফুসসিলাত: ৪১]

{হা-মীম। শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের।} [যুখরুফ: ১]

{ইয়া-সীন। শপথ প্রজ্ঞাপূর্ণ কুরআনের।} [ইয়াসীন: ১-২]

এবং সূরা আল-ফুরকানে: {যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও এর মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি আরশের ওপর সমাসীন (ইস্তাওয়া) হলেন। তিনি পরম করুণাময়, অতএব তাঁর সম্পর্কে কোনো অবগত ব্যক্তির কাছে জিজ্ঞাসা করো।} [ফুরকান: ৫৯]

{আলিফ-লাম-রা। এগুলি কিতাবের ও সুস্পষ্ট কুরআনের আয়াত।} [হিজর: ১]

এবং সূরা ফুসসিলাতে: {নিশ্চয় এটি এক পরাক্রমশালী কিতাব। এর সামনে বা পেছন থেকে কোনো মিথ্যা এতে প্রবেশ করতে পারে না। এটি প্রজ্ঞাময়, পরম প্রশংসিতের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।} [ফুসসিলাত: ৪১-৪২]

{বলুন, আপনার রবের পক্ষ থেকে রুহুল কুদুস (জিবরাঈল) সত্যসহ এটি নাযিল করেছেন, যাতে তিনি মুমিনদের সুদৃঢ় করেন এবং এটি মুসলিমদের জন্য পথনির্দেশ ও সুসংবাদ।} [নাহল: ১০২]

এবং সূরা আল-আনআমে: {এবং এটি এক বরকতময় কিতাব, যা আমি নাযিল করেছি। সুতরাং তোমরা এর অনুসরণ করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, যাতে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হও।} [আনআম: ১৫৫]

এবং সূরা ফুসসিলাতে: {আমি যদি একে অনারব ভাষায় কুরআন করতাম, তবে তারা অবশ্যই বলত, ‘এর আয়াতসমূহ পরিশ্কারভাবে ব্যক্ত করা হয়নি কেন? ভাষা অনারব আর রাসূল আরবীয়?’ বলুন, এটি মুমিনদের জন্য পথনির্দেশ ও নিরাময়; আর যারা ঈমান আনে না তাদের কানে রয়েছে বধিরতা এবং এটি তাদের জন্য অন্ধত্ব।} [ফুসসিলাত: ৪৪]

এবং সূরা হা-মীম-আইন-সীন-কাফ (আশ-শূরা)-এ: {এভাবেই আমি আপনার নিকট আরবী ভাষায় কুরআন ওহী করেছি, যাতে আপনি উম্মুল কুরা (মক্কা) ও তার আশপাশের অধিবাসীদের সতর্ক করতে পারেন।} [শূরা: ৭]

{হা-মীম। শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের। আমি একে আরবী ভাষায় কুরআন বানিয়েছি যাতে তোমরা বুঝতে পারো।} [যুখরুফ: ১-৩]

{নিশ্চয়ই এটি উম্মুল কিতাবে (মূল কিতাবে) আমার নিকট অতি উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ও প্রজ্ঞাপূর্ণ।} [যুখরুফ: ৪]

এবং সূরা আল-আলাকে: {সে কি জানে না যে আল্লাহ দেখেন? কখনোই নয়, যদি সে বিরত না হয়, তবে আমি অবশ্যই তাকে কপালের ঢুল (নাসিয়াহ) ধরে টেনে হেঁচড়াব।} [আলাক: ১৪-১৫]

এবং সূরা আল-মায়দাহ-য়: {আপনি জানেন যা আমার অন্তরে আছে, কিন্তু আমি জানি না যা আপনার সত্য (নাফস) আছে। নিশ্চয় আপনিই অদৃশ্য বিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত।} [মায়দাহ: ১১৬]

এবং সূরা আল-আনআমে: {বলুন, সবকিছু আল্লাহরই। তিনি দয়া করাকে নিজের ওপর অপরিহার্য (লিখে) নিয়েছেন। তিনি কিয়ামতের দিন অবশ্যই তোমাদের সমবেত করবেন।} [আনআম: ১২]

{তোমাদের ওপর শাস্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের রব দয়া করাকে নিজের ওপর অপরিহার্য (লিখে) নিয়েছেন।} [আনআম: ৫৪]

এবং সূরা আত-তূরে: {সুতরাং আপনি আপনার রবের নির্দেশের অপেক্ষায় ধৈর্য ধারণ করুন, নিশ্চয় আপনি আমার চোখের সামনে রয়েছেন; আর আপনার রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করুন।} [তূর: ৪৮]

এবং সূরা আল-বাকারায়: {অতঃপর আদম তাঁর রবের পক্ষ থেকে কিছু কালিমাহ (বাণী) লাভ করলেন, ফলে তিনি তাঁর তওবা কবুল করলেন।} [বাকার: ৩৭]

{তারা আল্লাহর কালাম শোনে, অতঃপর তা অনুধাবন করার পর বিকৃত করে।} [বাকার: ৭৫]

এবং সূরা ত্বাহ-য়: {নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সাথে আছি, আমি শুনি ও দেখি।} [ত্বাহ: ৪৬]

এবং সূরা মারয়ামে: [পৃষ্ঠা: ৫২০] {হে আমার পিতা! কেন আপনি এমন কিছুর ইবাদত করেন যা শোনে না, দেখে না এবং আপনার কোনো উপকারে আসে না?} [মারয়াম: ৪২]

{আর আমি তোমার ওপর আমার পক্ষ থেকে ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছিলাম যাতে তুমি আমার চোখের সামনে লালিত-পালিত হও।} [ত্বাহ: ৩৯]

এবং সূরা লুকমানে: {তোমাদের সবার সৃষ্টি ও পুনরুত্থান কেবল একটি প্রাণের (সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের) মতোই।} [লুকমান: ২৮]

এবং সূরা আন-নিসায়: {যে ব্যক্তি দুনিয়ার সওয়াব চায়, (সে জেনে রাখুক) আল্লাহর নিকট দুনিয়া ও আখিরাত উভয়েরই সওয়াব রয়েছে; আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।} [নিসা: ১৩৪]

এবং সূরা আয-যুমারে: {আর তারা আল্লাহকে যথার্থ সম্মান করেনি; অথচ কিয়ামতের দিন সমগ্র পৃথিবী তাঁর মুষ্টির মধ্যে থাকবে এবং আকাশমণ্ডলী তাঁর ডান হাতে ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে। পবিত্র ও মহান তিনি তারা যা শরিক করে তা থেকে।} [যুমার: ৬৭]

এবং সূরা আল-মায়দাহ-য়: {আর ইহুদীরা বলে, আল্লাহর হাত আবদ্ধ। তাদের হাতই আবদ্ধ হোক এবং তাদের এই উক্তির কারণে তাদের ওপর অভিশাপ। বরং তাঁর উভয় হাত প্রসারিত, যেভাবে ইচ্ছা তিনি দান করেন।} [মায়দাহ: ৬৪]

এবং সূরা আল-ফাতহে: {নিশ্চয় যারা আপনার নিকট বায়আত গ্রহণ করে, তারা তো আল্লাহরই নিকট বায়আত গ্রহণ করে; আল্লাহর হাত তাদের হাতের ওপরে। সুতরাং যে তা ভঙ্গ করে, সে তো নিজের ক্ষতির জন্যই তা ভঙ্গ করে।} [ফাতহ: ১০]

এবং সূরা ত্বাহ-য়: {তারা বলল, হে আমাদের রব! আমরা ভয় করি যে তিনি আমাদের ওপর কোনো বাড়াবাড়ি করবেন কিংবা সীমালঙ্ঘন করবেন। তিনি বললেন, তোমরা ভয় করো না, নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে আছি, আমি শুনি ও দেখি। অতএব তোমরা তাঁর (ফেরাউনের) কাছে যাও এবং বলো— আমরা আপনার রবের প্রেরিত রাসূল, সুতরাং আমাদের সাথে বনী ইসরাঈলকে পাঠিয়ে দিন এবং তাদের কষ্ট দেবেন না। আমরা আপনার রবের পক্ষ থেকে নিদর্শন নিয়ে এসেছি; আর শান্তি তাদের ওপর যারা সৎপথের অনুসরণ করে।} [ত্বাহ: ৪৫-৪৭]

এবং সূরা আল-কিয়ামাহ-য়: {কখনোই নয়, বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে ভালোবাসো এবং পরকালকে উপেক্ষা করো। সেদিন কতগুলো মুখমণ্ডল হবে উজ্জ্বল। তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।} [কিয়ামাহ: ২০-২৩]

এবং সূরা আল-মুতাফফিফীন-এ: {কখনোই নয়, সেদিন তারা তাদের রব থেকে অবশ্যই পর্দার আড়ালে থাকবে। অতঃপর তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে।} [মুতাফফিফীন: ১৫-১৬]

{নিশ্চয়ই নেককাররা নেয়ামতের মধ্যে থাকবে। সুউচ্চ আসনে বসে তারা দেখতে থাকবে।}
[মুতাফফিফীন: ২২-২৩]

এবং সূরা আল-মুলকে: {বলুন, এর জ্ঞান তো কেবল আল্লাহরই নিকট আছে, আমি তো কেবল এক সুস্পষ্ট সতর্ককারী। অতঃপর যখন তারা একে (শাস্তিকে) নিকটবর্তী দেখবে, তখন কাফেরদের মুখমণ্ডল মলিন হয়ে যাবে।} [মুলক: ২৬-২৭]

এবং সূরা আন-নাজমে: {অতঃপর আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি যা ওহী করার তা ওহী করলেন। তিনি যা দেখেছেন তাঁর অন্তর তা অস্বীকার করেনি। তিনি যা দেখেন সে বিষয়ে কি তোমরা তাঁর সাথে বিতর্ক করবে? নিশ্চয়ই তিনি তাঁকে আরেকবার দেখেছিলেন— সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে, যার কাছেই জান্নাতুল মাওয়া অবস্থিত।} [নাজম: ১০-১৫]

(ص: 520) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1203 - حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ الْحَرَّانِيُّ أَبُو أَحْمَدَ، أَمْلَأَهُ عَلَيْنَا [ص: 521] إِمْلَاءً فِي دَارِ كَعْبٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ خَالِدِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أَنَيْسَةَ عَنِ الْهِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يَجْمَعُ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لِمِيقَاتٍ يَوْمٍ مَعْلُومٍ قِيَامًا أَرْبَعِينَ سَنَةً شَاخِصَةً أَبْصَارُهُمْ إِلَى السَّمَاءِ يَنْتَظِرُونَ فَصَلَ الْقَضَاءِ قَالَ: فَيَنْزِلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ظِلِّ

مِنَ الْغَمَامِ مِنَ الْعَرْشِ إِلَى الْكُرْسِيِّ ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ أَيُّهَا النَّاسُ أَلَمْ تَرْضَوْا مِنْ رَبِّكُمْ
الَّذِي خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ وَأَمَرَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا أَنْ يُؤَيِّيَ كُلَّ إِنْسَانٍ
مِنْكُمْ مَا كَانَ يَتَوَلَّى وَيَعْبُدُ فِي الدُّنْيَا أَلَيْسَ ذَلِكَ عَدْلًا مِنْ رَبِّكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ:
فَلْيَنْطَلِقْ كُلُّ قَوْمٍ إِلَى مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ وَيَتَوَلَّوْنَ فِي الدُّنْيَا قَالَ: فَيَنْطَلِقُونَ وَيُبْتَثِلُ لَهُمْ
أَشْبَاهُ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَنْطَلِقُ إِلَى الشَّمْسِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْطَلِقُ إِلَى الْقَمَرِ وَإِلَى
الْأَوْثَانِ وَالْحِجَارَةِ وَأَشْبَاهِ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالَ: وَيُبْتَثِلُ لِمَنْ كَانَ يَعْبُدُ عِيسَى شَيْطَانُ
عِيسَى وَيُبْتَثِلُ لِمَنْ كَانَ يَعْبُدُ عَزِيرًا شَيْطَانُ عَزِيرٍ وَيَبْقَى مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأُمَّتُهُ قَالَ: فَيَبْتَثِلُ الرَّبُّ جَلَّ وَعَزَّ فَيَأْتِيهِمْ فَيَقُولُ لَهُمْ: مَا لَكُمْ لَا تَنْطَلِقُونَ كَمَا
انْطَلَقَ النَّاسُ؟ فَيَقُولُونَ: إِنَّ لَنَا إِلَهًا. فَيَقُولُ: وَهَلْ تَعْرِفُونَهُ إِنْ رَأَيْتُمُوهُ؟ فَيَقُولُونَ
بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ عَلامَةٌ إِذَا رَأَيْنَاهُ عَرَفْنَاهَا. فَيَقُولُ: مَا هِيَ؟ يَقُولُونَ يَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ.
قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ يَكْشِفُ [ص: 522] اللَّهُ عَنْ سَاقِهِ فَيَخِرُّ كُلُّ مَنْ كَانَ بَظَهْرِهِ طَبَقٌ
وَيَبْقَى قَوْمٌ ظُهُورُهُمْ كَصِيَاصِي الْبَقَرِ يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ وَقَدْ كَانُوا
يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ثُمَّ يَقُولُ ارْفَعُوا رُءُوسَكُمْ قَالَ: فَيَرْفَعُونَ رُءُوسَهُمْ
فَيُعْطِيهِمْ نُورَهُمْ عَلَى قَدَرِ أَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُورُهُ مِثْلَ الْجَبَلِ الْعَظِيمِ يَسْعَى
بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُورُهُ أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُورُهُ مِثْلَ النَّحْلَةِ
بَيْنَيْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُورُهُ أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ آخِرُهُمْ رَجُلًا يُعْطَى نُورُهُ عَلَى
إِبْهَامِ قَدَمِهِ فَيُضِيءُ مَرَّةً وَيُطْفِئُ مَرَّةً فَإِذَا أَضَاءَ قَدَّمَ قَدَمَهُ فَمَشَى وَإِذَا أُطْفِئَ قَامَ قَالَ:
وَالرَّبُّ جَلَّ وَعَزَّ أَمَامَهُمْ حَتَّى يَمُرَّ فِي النَّارِ، وَيَبْقَى أَثَرُهُ كَحَدِّ السَّيْفِ دَحْضُ مَزَلَّةٍ قَالَ:
وَيَقُولُ مُرُّوا فَيَمُرُّونَ عَلَى قَدَرِ ذُنُوبِهِمْ مِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَطَرْفَةِ الْعَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ
كَالْبَرْقِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالسَّحَابِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالرَّيحِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَانْقِضَاضِ
الْكَوَاكِبِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَشَدِّ الْفَرَسِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَشَدِّ الرَّجُلِ حَتَّى يَمُرَّ الَّذِي
أُعْطِيَ نُورَهُ عَلَى إِبْهَامِ قَدَمِهِ يَحْبُو عَلَى وَجْهِهِ وَيَدْيِهِ وَرِجْلَيْهِ تَخْرُ يَدٌ وَتَعْلَقُ يَدٌ وَتَخْرُ
رِجْلٌ وَتَعْلَقُ رِجْلٌ وَتُصِيبُ جَوَانِبَهُ النَّارُ قَالَ: فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَخْلُصَ فَإِذَا خَلَصَ

وَقَفَ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ لَقَدْ أَعْطَانِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا لَمْ يُعْطِ أَحَدًا إِذْ نَجَّانِي مِنْهَا بَعْدَ إِذْ رَأَيْتُهَا قَالَ: فَيُنْطَلِقُ بِهِ إِلَى غَدِيرٍ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ فَيَغْتَسِلُ قَالَ: فَيَعُودُ إِلَيْهِ رِيحُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَالْوَأْنُهُمْ قَالَ: وَيَرَى مَا فِي الْجَنَّةِ مِنْ خِلَالِ الْبَابِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ: أَتَسْأَلُ الْجَنَّةَ وَقَدْ نَجَّيْتُكَ مِنَ النَّارِ، فَيَقُولُ: رَبِّ اجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَهَا حِجَابٌ لَا أَسْمَعُ حَسِيسَهَا قَالَ: فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَالَ: وَيَرَى أَوْ يَرَفَعُ لَهُ مَنْزِلًا أَمَامَ ذَلِكَ كَأَنَّ مَا هُوَ فِيهِ إِلَيْهِ حُلْمٌ قَالَ: فَيَقُولُ رَبِّ أَعْطِنِي ذَلِكَ الْمَنْزِلَ قَالَ: فَيَقُولُ لَهُ فَلَعَلَّكَ إِنِّ أُعْطِيْتَهُ تَسْأَلُ غَيْرَهُ فَيَقُولُ لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُ غَيْرَهُ وَأَيُّ مَنْزِلٍ يَكُونُ أَحْسَنَ مِنْهُ؟ قَالَ: فَيُعْطَاهُ قَالَ: فَيَنْزِلُهُ قَالَ: وَيَرَى أَوْ يَرَفَعُ لَهُ أَمَامَ ذَلِكَ مَنْزِلًا آخَرَ كَأَنَّ مَا هُوَ فِيهِ إِلَيْهِ حُلْمٌ قَالَ: فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَعْطِنِي ذَلِكَ الْمَنْزِلَ قَالَ: فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ فَلَعَلَّكَ إِنِّ أُعْطِيْتَهُ تَسْأَلُ غَيْرَهُ فَيَقُولُ لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُ غَيْرَهُ وَأَيُّ مَنْزِلٍ يَكُونُ أَحْسَنَ مِنْهُ قَالَ: فَيُعْطَاهُ فَيَنْزِلُهُ وَيَرَى أَوْ يَرَفَعُ لَهُ أَمَامَ ذَلِكَ الْمَنْزِلَ مَنْزِلًا آخَرَ كَأَنَّ مَا هُوَ فِيهِ إِلَيْهِ حُلْمٌ [ص: 523] فَيَقُولُ رَبِّ أَعْطِنِي ذَلِكَ الْمَنْزِلَ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ فَلَعَلَّكَ إِنِّ أُعْطِيْتَهُ تَسْأَلُ غَيْرَهُ قَالَ: لَا وَعِزَّتِكَ وَأَيُّ مَنْزِلٍ يَكُونُ أَحْسَنَ مِنْهُ قَالَ: فَيُعْطَاهُ فَيَنْزِلُهُ قَالَ: ثُمَّ يَسْكُتُ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ مَا لَكَ لَا تَسْأَلُ فَيَقُولُ رَبِّ قَدْ سَأَلْتُكَ حَتَّى قَدِ اسْتَحْيَيْتُكَ وَأَقْسَمْتُ لَكَ حَتَّى اسْتَحْيَيْتُكَ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ أَلَنْ تَرْضَى إِنِّ أُعْطِيْتُكَ مِثْلَ الدُّنْيَا مَذْ يَوْمِ خَلَقْتُهَا إِلَى يَوْمِ أَفْنَيْتُهَا وَعَشْرَةَ أَضْعَافِهَا فَيَقُولُ أَتُسْتَهْزِئُ بِي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ: فَيَضْحَكُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَوْلِهِ قَالَ: فَرَأَيْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا بَلَغَ هَذَا الْمَكَانَ مِنَ الْحَدِيثِ ضَحِكَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَدْ سَمِعْتُكَ تُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَرَارًا كُلَّمَا بَلَغْتَ هَذَا الْمَكَانَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَضْحَكُ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَرَارًا كُلَّمَا بَلَغَ هَذَا الْمَكَانَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ ضَحِكَ حَتَّى تَبْدُو آخِرُ أَضْرَاسِهِ قَالَ: فَيَقُولُ الرَّبُّ جَلَّ وَعَزَّ لَا وَلَكِنِّي عَلَى ذَلِكَ قَادِرٌ سَلْ فَيَقُولُ رَبِّ أَلْحِقْنِي بِالنَّاسِ فَيَقُولُ الْحَقُّ بِالنَّاسِ فَيُنْطَلِقُ يَرْفُلُ فِي

الْجَنَّةِ حَتَّى إِذَا دَنَا مِنَ النَّاسِ رُفِعَ لَهُ قَصْرٌ مِنْ دُرٍّ فَيَخْرُ سَاجِدًا فَيُقَالُ لَهُ ارْفَعْ رَأْسَكَ
مَا لَكَ؟ فَيَقُولُ رَأَيْتُ رَبِّي أَوْ تَرَأَى لِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَيَقُولُ لَهُ إِنَّهَا هُوَ مَنْزِلٌ مِنْ
مَنَازِلِكَ قَالَ: ثُمَّ يَلْقَى رَجُلًا فَيَتَهَيَّأُ لِيَسْجُدَ فَيُقَالُ لَهُ مَهْ مَا لَكَ فَيَقُولُ رَأَيْتُ أَنَّكَ
مَلِكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَيَقُولُ إِنَّهَا أَنَا خَازِنٌ مِنْ خَزَائِنِكَ وَعَبْدٌ مِنْ عِبِيدِكَ تَحْتَ يَدَيَّ
أَلْفُ قَهْرَمَانٍ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ قَالَ: فَيَنْطَلِقُ أَمَامَهُ حَتَّى يَفْتَحَ لَهُ الْقَصْرُ قَالَ: وَهُوَ
دُرَّةٌ مُجَوَّفَةٌ سَقَائِفُهَا وَأَبْوَابُهَا وَأَغْلَاقُهَا وَمَفَاتِيحُهَا مِنْهَا تَسْتَقْبِلُهُ جَوْهَرَةٌ خَضِرَاءُ مُبَطَّنَةٌ
بِحُمْرَاءٍ فِيهَا سَبْعُونَ بَابًا كُلُّ بَابٍ يُفْضِي إِلَى جَوْهَرَةٍ خَضِرَاءَ مُبَطَّنَةٍ بِحُمْرَاءٍ كُلُّ جَوْهَرَةٍ
تُفْضِي إِلَى جَوْهَرَةٍ عَلَى غَيْرِ لَوْنٍ الْآخَرَى فِي كُلِّ جَوْهَرَةٍ سُرُرٌ وَأَزْوَاجٌ وَوَصَائِفٌ أَذْنَاهُنَّ
حُمْرَاءُ عَيْنَاهُ عَلَيْهَا سَبْعُونَ حُلَّةً يُرَى مَخْ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ حُلِيِّهَا كَبِدُهَا مِرْآئُهُ وَكَبِدُهُ
مِرْآئُهَا إِذَا أَعْرَضَ عَنْهَا إِعْرَاضَةً أَزْدَادَتْ فِي عَيْنِهِ سَبْعِينَ ضِعْفًا عَمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ
وَإِذَا أَعْرَضَتْ عَنْهُ أَزْدَادَتْ فِي عَيْنَيْهَا سَبْعِينَ ضِعْفًا فَيَقُولُ لَهَا لَقَدْ أَزْدَدْتَ فِي عَيْنِي سَبْعِينَ
ضِعْفًا فَتَقُولُ لَهُ وَأَنْتَ وَاللَّهِ لَقَدْ أَزْدَدْتَ فِي عَيْنِي سَبْعِينَ ضِعْفًا قَالَ: فَيُقَالُ لَهُ أَشْرَفُ
فَيُشْرِفُ قَالَ: فَيُقَالُ [ص: 524] لَهُ وَلَكَ مُلْكٌ مَسِيرَةٌ مِائَةً عَامٍ يُنْفِذُهُ بَصْرُكَ قَالَ:
فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَلَا تَسْمَعُ إِلَى مَا يُحَدِّثُنَا بِهِ ابْنُ أُمِّ عَبْدِ يَاسَ كَعْبٌ عَنْ أَدْنَى
أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا فَكَيْفَ أَعْلَاهُمْ؟ فَقَالَ كَعْبٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ
سَمِعَتْ ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ فَخْلَقَ لِنَفْسِهِ دَارًا وَجَعَلَ فِيهَا مَا شَاءَ مِنَ الْأَزْوَاجِ وَالشَّجَرَاتِ
وَالْأَشْرِبَةِ ثُمَّ أَطْبَقَهَا ثُمَّ لَمْ يَرَهَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ لَا جِبْرِيلَ وَلَا غَيْرَهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ
قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ كَعْبٌ { فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مِمَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ } [السجدة: 17] قَالَ: وَخَلَقَ دُونَ ذَلِكَ جَنَّتَيْنِ زَيَّنَّهُمَا بِمَا شَاءَ وَارَاهُمَا مِنْ
شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ ثُمَّ قَالَ: فَمَنْ كَانَ كِتَابُهُ فِي عِلِّيِّينَ نَزَلَ تِلْكَ الدَّارَ الَّتِي لَمْ يَرَهَا أَحَدٌ
حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ عِلِّيِّينَ لَيَخْرُجُ فَيَسِيرُ فِي مُلْكِهِ فَمَا تَبْقَى خَيْمَةٌ مِنْ خِيَامِ
الْجَنَّةِ إِلَّا دَخَلَهَا ضَوْءٌ مِنْ ضَوْءِ وَجْهِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِرِيحِهِ وَيَقُولُونَ وَاهَا لِهَذِهِ الرِّيحِ
الطَّيِّبَةِ مِنْ أَهْلِ عِلِّيِّينَ قَدْ خَرَجَ يَسِيرُ فِي مُلْكِهِ قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ وَيَحَاكَ يَا كَعْبُ إِنَّ

هَذِهِ الْقُلُوبُ قَدْ اسْتَرْسَلَتْ فَأَقْبَضُهَا فَقَالَ كَعْبٌ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ لِحَبَّتِهِمْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ لَزُفْرَةً مَا مِنْ مَلِكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا نَبِيٍّ مُرْسَلٍ إِلَّا يَخْرُ لِرُكْبَتَيْهِ حَتَّى إِنَّ إِبْرَاهِيمَ
خَلِيلَ الرَّحْمَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيَقُولُ رَبِّ نَفْسِي نَفْسِي حَتَّى لَوْ كَانَ لَكَ عَمَلٌ سَبْعِينَ
نَبِيًّا إِلَى عَمَلِكَ لَطَنَنْتُ أَتُكَ لَنْ تَنْجُو "

১২০৩ - আমাকে বর্ণনা করেছেন ইসমাইল ইবনে উবায়দ ইবনে আবি কারীমা আল-হাররানী আবু আহমাদ, তিনি তা আমাদের কাছে কাব-এর ঘরে বর্ণনা করেছেন। আমাকে বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইবনে সালামা, আবু আব্দুর রাহীম খালিদ ইবনে আবি ইয়াযীদ থেকে। তিনি আমাকে বর্ণনা করেছেন য়ায়েদ ইবনে আবি উনাইসা, মিনহাল ইবনে আমর থেকে, তিনি আবু উবাইদা ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে, তিনি মাসরুফ ইবনে আজদা থেকে। মাসরুফ বলেছেন: আমাদেরকে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) বর্ণনা করেছেন, তিনি নবী (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) থেকে, তিনি বলেছেন: "আল্লাহ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষকে এক নির্দিষ্ট দিনে নির্ধারিত সময়ে একত্রিত করবেন, চল্লিশ বছর তারা দাঁড়িয়ে থাকবে, তাদের দৃষ্টি আকাশের দিকে স্থির থাকবে, তারা বিচারের ফায়সালা অপেক্ষায় থাকবে।" বর্ণনাকারী বলেছেন: "অতঃপর মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ মেঘের ছায়ায় আরশ থেকে কুরসীতে (সিংহাসনে) অবতরণ করবেন। এরপর একজন আহ্বানকারী ডাক দিয়ে বলবেন: হে মানবজাতি, তোমাদের রবের প্রতি কি তোমরা সন্তুষ্ট নও, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের রিজিক দিয়েছেন এবং তোমাদের আদেশ করেছেন যেন তোমরা তাঁর ইবাদত করো ও তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করো? (তিনি কি এই ফায়সালা করে) তোমাদের প্রত্যেককে তার অনুসরণ করা ও দুনিয়াতে যার ইবাদত করা তার কাছে ছেড়ে দেবেন না? এটা কি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে ন্যায়বিচার নয়?" তারা বলবে: "অবশ্যই।" তিনি বলবেন: "তবে প্রতিটি সম্প্রদায় দুনিয়াতে যাদের ইবাদত ও অনুসরণ করত, তাদের কাছে চলে যাক।" বর্ণনাকারী বলেছেন: "অতঃপর তারা চলে যাবে এবং তাদের সামনে তাদের ইবাদতকৃত বস্তুর অনুরূপ প্রতিমূর্তি তৈরি করা হবে। তাদের মধ্যে কেউ সূর্যের দিকে যাবে, কেউ চাঁদের দিকে যাবে, কেউ মূর্তি ও পাথরের দিকে যাবে, এবং তারা যাদের ইবাদত করত তাদের অনুরূপ বস্তুর দিকে যাবে।" বর্ণনাকারী বলেছেন: "এবং যারা ঈসার ইবাদত করত, তাদের জন্য ঈসার রূপধারী শয়তান আবির্ভূত হবে। আর যারা উযাইরের ইবাদত করত, তাদের জন্য উযাইরের রূপধারী শয়তান আবির্ভূত হবে। আর মুহাম্মাদ (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) ও তাঁর উম্মত

অবশিষ্ট থাকবে।" বর্ণনাকারী বলেছেন: "অতঃপর মহান ও পরাক্রমশালী রব আবির্ভূত হবেন এবং তাদের কাছে এসে বলবেন: তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা কেন মানুষের মতো যাচ্ছে না?" তারা বলবে: "আমাদের একজন উপাস্য আছেন।" তিনি বলবেন: "তোমরা কি তাকে চিনতে পারবে যদি তাকে দেখো?" তারা বলবে: "আমাদের ও তাঁর মাঝে একটি নিদর্শন আছে, যখন আমরা তাকে দেখব, তা চিনতে পারব।" তিনি বলবেন: "সেটা কী?" তারা বলবে: "তিনি তাঁর পায়ের গোছা উন্মোচন করবেন।" বর্ণনাকারী বলেছেন: "তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর পায়ের **পৃষ্ঠা: ৫২২** গোছা উন্মোচন করবেন। অতঃপর যার পিঠ (সিজদা করার জন্য) বাঁকানোর যোগ্য, সে সিজদায় লুটিয়ে পড়বে। আর এমন একদল লোক অবশিষ্ট থাকবে যাদের পিঠ গরুর শিংয়ের মতো (শক্ত)। তাদের সিজদা করার জন্য ডাকা হবে কিন্তু তারা সক্ষম হবে না, অথচ তারা সুস্থ ও নিরাপদ থাকাকালে সিজদা করার জন্য আহূত হয়েছিল। এরপর তিনি বলবেন: তোমরা তোমাদের মাথা তোলা। বর্ণনাকারী বলেছেন: "তখন তারা তাদের মাথা তুলবে। অতঃপর তিনি তাদের কর্ম অনুযায়ী তাদের নূর (আলো) দান করবেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন নূর পাবে যা বিশাল পাহাড়ের মতো, তার সামনে সামনে চলবে। আবার কেউ এর চেয়ে ছোট নূর পাবে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ তার ডানপাশে খেজুর গাছের মতো নূর পাবে। আর কেউ এর চেয়েও ছোট নূর পাবে। এমনকি তাদের মধ্যে সর্বশেষ ব্যক্তি এমন হবে যে তার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলের উপর নূর পাবে। সেটা একবার আলো দেবে এবং একবার নিভে যাবে। যখন আলো দেবে, সে পা বাড়িয়ে হেঁটে যাবে; আর যখন নিভে যাবে, সে দাঁড়িয়ে থাকবে।" বর্ণনাকারী বলেছেন: "এবং মহান ও পরাক্রমশালী রব তাদের সামনে থাকবেন, যতক্ষণ না তিনি জাহান্নামের উপর দিয়ে অতিক্রম করেন। তাঁর গমনপথ তলোয়ারের ধারালো অংশের মতো মসৃণ ও পিচ্ছিল থাকবে।" বর্ণনাকারী বলেছেন: "এবং তিনি বলবেন: অতিক্রম করো। অতঃপর তারা তাদের পাপ অনুযায়ী অতিক্রম করবে। তাদের মধ্যে কেউ চোখের পলকের মতো অতিক্রম করবে, কেউ বিদ্যুতের মতো, কেউ মেঘের মতো, কেউ বাতাসের মতো, কেউ নক্ষত্রের খসে পড়ার মতো, কেউ ঘোড়ার দ্রুত দৌড়ানোর মতো, আর কেউ একজন মানুষের দ্রুত চলার মতো অতিক্রম করবে। এমনকি যে তার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলের উপর নূর পেয়েছিল, সে তার মুখ, হাত ও পায়ের উপর ভর করে হামাগুড়ি দিয়ে চলবে। একটি হাত পিছলে যাবে এবং একটি হাত আটকে থাকবে, একটি পা পিছলে যাবে এবং একটি পা আটকে থাকবে। জাহান্নামের আগুন তার পাশ্বদেশকে স্পর্শ করবে।" বর্ণনাকারী বলেছেন: "সে এভাবেই থাকবে যতক্ষণ না সে মুক্তি পায়। যখন সে মুক্তি পাবে, সে তার উপর (জাহান্নামের

উপর থেকে নিরাপদ স্থানে) দাঁড়াবে। এরপর সে বলবে: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ আমাকে এমন কিছু দান করেছেন যা তিনি অন্য কাউকে দান করেননি, যখন আমি জাহান্নাম দেখার পর তা থেকে মুক্তি পেয়েছি।" বর্ণনাকারী বলেছেন: "অতঃপর তাকে জান্নাতের দরজার কাছে একটি জলাশয়ের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে এবং সে গোসল করবে।" বর্ণনাকারী বলেছেন: "অতঃপর জান্নাতবাসীদের সুগন্ধি ও রঙ তার মধ্যে ফিরে আসবে।" বর্ণনাকারী বলেছেন: "এবং সে দরজা দিয়ে জান্নাতের ভেতরের সবকিছু দেখতে পাবে। তখন সে বলবে: হে আমার রব, আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। তখন মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ তাকে বলবেন: তুমি জান্নাত চাচ্ছো অথচ আমি তোমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছি? সে বলবে: হে আমার রব, আমার ও এর (জাহান্নামের) মধ্যে একটি পর্দা করে দিন, যাতে আমি এর কোনো শব্দ শুনতে না পাই।" বর্ণনাকারী বলেছেন: "অতঃপর সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" বর্ণনাকারী বলেছেন: "এবং সে দেখবে বা তার জন্য এর সামনে একটি বাসস্থান উন্নীত করা হবে, যেন সে যা ভোগ করছে তা একটি স্বপ্ন।" বর্ণনাকারী বলেছেন: "অতঃপর সে বলবে: হে আমার রব, আমাকে সেই বাসস্থানটি দিন। তিনি তাকে বলবেন: সম্ভবত যদি আমি তোমাকে তা দিই, তুমি অন্যটি চাইবে। সে বলবে: না, আপনার ইজ্জতের কসম, আমি অন্য কিছু চাইব না। এর চেয়ে উত্তম আর কোন বাসস্থান হতে পারে?" বর্ণনাকারী বলেছেন: "তাকে তা দেওয়া হবে।" বর্ণনাকারী বলেছেন: "সে সেখানে বসবাস করবে।" বর্ণনাকারী বলেছেন: "এবং সে দেখবে বা তার জন্য এর সামনে আরেকটি বাসস্থান উন্নীত করা হবে, যেন সে যা ভোগ করছে তা একটি স্বপ্ন।" বর্ণনাকারী বলেছেন: "অতঃপর সে বলবে: হে আমার রব, আমাকে সেই বাসস্থানটি দিন। আল্লাহ তাকে বলবেন: সম্ভবত যদি আমি তোমাকে তা দিই, তুমি অন্যটি চাইবে। সে বলবে: না, আপনার ইজ্জতের কসম, আমি অন্য কিছু চাইব না। এর চেয়ে উত্তম আর কোন বাসস্থান হতে পারে?" বর্ণনাকারী বলেছেন: "তাকে তা দেওয়া হবে এবং সে সেখানে বসবাস করবে। এবং সে দেখবে বা তার জন্য সেই বাসস্থানের সামনে আরেকটি বাসস্থান উন্নীত করা হবে, যেন সে যা ভোগ করছে তা একটি স্বপ্ন।" **পৃষ্ঠা: ৫২৩** অতঃপর সে বলবে: হে আমার রব, আমাকে সেই বাসস্থানটি দিন। আল্লাহ তাকে বলবেন: সম্ভবত যদি আমি তোমাকে তা দিই, তুমি অন্যটি চাইবে। সে বলবে: না, আপনার ইজ্জতের কসম, এর চেয়ে উত্তম আর কোন বাসস্থান হতে পারে?" বর্ণনাকারী বলেছেন: "তাকে তা দেওয়া হবে এবং সে সেখানে বসবাস করবে।" বর্ণনাকারী বলেছেন: "অতঃপর সে নীরব থাকবে। তখন মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ তাকে বলবেন: তোমার কী হয়েছে, তুমি কেন

কিছু চাইছো না?" সে বলবে: হে আমার রব, আমি আপনার কাছে এত চেয়েছি যে, আমি লজ্জিত হয়েছি এবং এত কসম করেছি যে, আমি লজ্জিত হয়েছি। তখন মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ তাকে বলবেন: তুমি কি সন্তুষ্ট হবে না যদি আমি তোমাকে এমন কিছু দিই যা দুনিয়া সৃষ্টির দিন থেকে এর বিলীন হওয়ার দিন পর্যন্ত যা ছিল তার সমান এবং তার দশগুণ?" সে বলবে: "আপনি কি আমার সাথে ঠাট্টা করছেন, অথচ আপনি তো সৃষ্টিকুলের রব (প্রভু)?" বর্ণনাকারী বলেছেন: "মহান ও পরাক্রমশালী রব তার কথায় হাসবেন।" বর্ণনাকারী বলেছেন: "আমি দেখেছি যে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) যখন হাদীসের এই অংশে পৌঁছতেন, তখন তিনি হাসতেন। তখন একজন লোক তাকে বলল: হে আবু আব্দুর রহমান, আমি আপনাকে বারবার এই হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। যখনই আপনি এই হাদীসের এই অংশে পৌঁছান, আপনি হাসেন। ইবনে মাসউদ (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) বললেন: আমি রাসূলুল্লাহ (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক)-কে বারবার এই হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। যখনই তিনি এই হাদীসের এই অংশে পৌঁছাতেন, তিনি হাসতেন, এমনকি তাঁর মাড়ির দাঁতগুলোও দেখা যেত।" বর্ণনাকারী বলেছেন: "অতঃপর মহান ও পরাক্রমশালী রব বলবেন: না, কিন্তু আমি এর উপর ক্ষমতাবান। চাও। সে বলবে: হে আমার রব, আমাকে মানুষের (জান্নাতবাসীদের) সাথে মিলিত করে দিন। তিনি বলবেন: মানুষের সাথে মিলিত হও। অতঃপর সে জান্নাতে আনন্দ করতে করতে যাবে। এমনকি যখন সে মানুষের কাছাকাছি হবে, তখন তার জন্য মুক্তার তৈরি একটি প্রাসাদ উন্মীত করা হবে। সে সিজদায় লুটিয়ে পড়বে। তাকে বলা হবে: তোমার মাথা তোলো, তোমার কী হয়েছে? সে বলবে: আমি আমার রবকে দেখেছি অথবা আমার রব আমার সামনে আবির্ভূত হয়েছেন। তখন তাকে বলা হবে: এটা তো তোমারই একটি বাসস্থান।" বর্ণনাকারী বলেছেন: "এরপর সে একজন লোকের সাথে দেখা করবে এবং সিজদা করার জন্য প্রস্তুত হবে। তাকে বলা হবে: থামো, তোমার কী হয়েছে? সে বলবে: আমি ভেবেছিলাম আপনি একজন ফেরেশতা। সে বলবে: আমি তো তোমার কোষাগারের একজন তত্ত্বাবধায়ক এবং তোমার দাসদের একজন। আমার অধীনে আমারই মতো এক হাজার কর্মকর্তা রয়েছে।" বর্ণনাকারী বলেছেন: "অতঃপর সে তার (কর্মকর্তার) সামনে যাবে যতক্ষণ না তার জন্য প্রাসাদটি খোলা হয়।" বর্ণনাকারী বলেছেন: "এটি একটি ফাঁপা মুক্তা, যার ছাদ, দরজা, তালা ও চাবি সবই তা থেকে (মুক্তা থেকে) তৈরি। একটি লাল আস্তরণযুক্ত সবুজ রত্ন তাকে স্বাগত জানাবে। এতে সত্তরটি দরজা রয়েছে। প্রতিটি দরজা লাল আস্তরণযুক্ত একটি সবুজ রত্নের দিকে নিয়ে যায়। প্রতিটি রত্ন অন্যটির ভিন্ন রঙের একটি রত্নের দিকে নিয়ে যায়।"

প্রতিটি রত্নের মধ্যে বিছানা, স্ত্রী (সঙ্গিনী) ও সেবিকা থাকবে। তাদের মধ্যে সর্বনিম্ন মর্যাদার হবে বড় চোখের জান্নাতের রমণী, যার উপর সত্তরটি পোশাক থাকবে। তার পোশাকের ভেতর দিয়েও তার পায়ের গোছার মজ্জা দেখা যাবে। তার কলিজা তার জন্য আয়না হবে এবং তার কলিজা তার জন্য আয়না হবে। যখন সে তার দিক থেকে একবার মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে তার চোখে পূর্বের তুলনায় সত্তর গুণ বেশি সুন্দর হয়ে উঠবে। আর যখন সে (জান্নাতের রমণী) তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে তার চোখে সত্তর গুণ বেশি সুন্দর হয়ে উঠবে। তখন সে তাকে বলবে: তুমি তো আমার চোখে সত্তর গুণ বেশি সুন্দর হয়ে উঠেছ। সে তাকে বলবে: আল্লাহর কসম, আপনিও তো আমার চোখে সত্তর গুণ বেশি সুন্দর হয়ে উঠেছেন।" বর্ণনাকারী বলেছেন: "অতঃপর তাকে বলা হবে: তাকাও (উপরে তাকাও)। সে তাকাবে।" বর্ণনাকারী বলেছেন: "অতঃপর তাকে **পৃষ্ঠা: ৫২৪** বলা হবে: তোমার জন্য এমন রাজত্ব রয়েছে যা একশ বছরের পথ, তোমার দৃষ্টি তা পেরিয়ে যাবে।" বর্ণনাকারী বলেছেন: "তখন উমর (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) বললেন: হে কাব, ইবনে উম্মে আবদ (আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ) আমাদের কাছে জান্নাতের সর্বনিম্ন মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তি সম্পর্কে যা বর্ণনা করেছেন তা কি তুমি শুনছো না, তাহলে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিদের কেমন হবে?" তখন কাব বললেন: "হে মুমিনদের আমীর, কোনো চোখ দেখেনি এবং কোনো কান শোনেনি। আল্লাহ বিদ্যমান ছিলেন, অতঃপর তিনি নিজের জন্য একটি ঘর তৈরি করেছেন এবং তাতে যা তিনি চেয়েছেন তা থেকে স্ত্রী (সঙ্গিনী), ফলমূল ও পানীয় রেখেছেন। এরপর তিনি তা বন্ধ করে দিয়েছেন। এরপর তাঁর সৃষ্টির কেউ তা দেখেনি, না জিবরীল, না অন্য কোনো ফেরেশতা।" বর্ণনাকারী বলেছেন: "এরপর কাব এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন: { فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ } অর্থাৎ, কোনো সত্ত্বাই জানে না তাদের জন্য কী চক্ষুশীতলকারী বিষয় গোপন রাখা হয়েছে, তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ। [সূরা আস-সিজদা: ১৭] বর্ণনাকারী বলেছেন: "এবং এর নিচে (অপেক্ষা কম মর্যাদার) তিনি দুটি জান্নাত সৃষ্টি করেছেন। তিনি সে দুটিকে যা চেয়েছেন তা দিয়ে সজ্জিত করেছেন এবং তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যাদের চেয়েছেন তাদের তা দেখিয়েছেন।" এরপর তিনি বললেন: "যার আমলনামা ইল্লিয়ীনে থাকবে, সে সেই ঘরে অবতরণ করবে যা কেউ দেখেনি। এমনকি ইল্লিয়ীনবাসী একজন লোক যখন বের হয়ে তার রাজত্বের মধ্যে চলাচল করবে, তখন জান্নাতের কোনো তাঁবু অবশিষ্ট থাকবে না যেখানে তার চেহারার আলোর জ্যোতি প্রবেশ করবে না। এবং তারা তার সুগন্ধে আনন্দিত হবে এবং বলবে: আহা, ইল্লিয়ীনবাসীর এই সুগন্ধি! সে তার রাজত্বে বিচরণ করতে বের হয়েছে।" বর্ণনাকারী

বলেছেন: "তখন উমর (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) বললেন: তোমার জন্য আফসোস, হে কাব! এই হৃদয়গুলো শিথিল হয়ে পড়েছে, তাই তাদের সংযত করো।" তখন কাব বললেন: "যার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম! কিয়ামতের দিন জাহান্নামের এমন একটি গর্জন হবে যে, কোনো নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা বা প্রেরিত নবীও বাকি থাকবেন না, যিনি তাঁর দুহাঁটুর উপর লুটিয়ে পড়বেন না। এমনকি ইব্রাহিম, দয়াময় আল্লাহর বন্ধু (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক), বলবেন: হে আমার রব, আমার জীবন! আমার জীবন! এমনকি যদি তোমার আমলের সাথে সত্তর জন নবীর আমলও যোগ করা হয়, তবুও তুমি মনে করবে যে তুমি রক্ষা পাবে না।"

(ص: 524) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1204 - حَدَّثَنِي شُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ، وَحَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالُوا نَا هُشَيْمٌ، أَنَا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاعِ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، يَرْفَعُ الْحَدِيثَ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ، إِذَا صَفُّوا فِي الصَّلَاةِ، وَالرَّجُلُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي، وَالْقَوْمُ إِذَا صَفُّوا لِقِتَالِ الْعَدُوِّ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: رَوَى عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ شَيْئًا قَلِيلًا فَلَمْ يَقَعْ عِنْدَهُ إِلَّا حَدِيثُ أَبِي الْوَدَّاعِ هَذَا وَلَمْ يَسْمَعْهُ أَبِي وَقَدْ سَمِعَ أَبِي الْوَفَّاءَ

১২০৪ - 'শুজা' ইবনু মাখলাদ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, এবং সুরাইজ ইবনু ইউনুস আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, এবং আহমাদ ইবনু মানী' (আমার কাছে বর্ণনা করেছেন), তাঁরা বলেছেন, হুশাইম আমাদের অবহিত করেছেন যে, মুজালিদ ইবনু সাঈদ, আবিল ওয়াদ্বাক আল-হামদানী থেকে, তিনি আবু সাঈদ আল-খুদরী থেকে মারফু সূত্রে বর্ণনা করে বলেছেন: «তিন প্রকারের লোক আছে যাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা হাসেন (অর্থাৎ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন ও অনুগ্রহ করেন), যখন তারা সালাতের জন্য কাতারবদ্ধ হয়, আর সেই ব্যক্তি যে রাতে উঠে সালাত আদায় করে, এবং সেই জনতা যখন তারা শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য কাতারবদ্ধ হয়।» আবু আবদুর রহমান বলেছেন: আলী ইবনু আল-মাদীনী অল্প কিছু (হাদীস) বর্ণনা করেছেন, এবং তার কাছে আবিল ওয়াদ্বাকের এই হাদীসটি ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায়নি, আর আমার পিতা এটি (তার কাছ থেকে) শুনেছেন। অথচ আমার পিতা হাজার হাজার (হাদীস) শুনেছেন।

1205 - حَدَّثَنِي خَلَادُ بْنُ أَسْلَمَ، نَا النَّضْرُ بْنُ شَيْبِلٍ، أَنَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، نَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ {فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا} [الأعراف: 143] قَالَ: «تَجَلَّى بَسَطَ كَفَّهُ وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى خِنْصَرِهِ»

1205 - খালাদ ইবনে আসলাম আমাকে বর্ণনা করেছেন, নাদর ইবনে শুমাইল আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, হাম্মাদ, অর্থাৎ ইবনে সালামাহ, আমাকে বর্ণনা করেছেন, সাবিত আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত যে, তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেছেন: "যখন তাঁর প্রতিপালক পাহাড়ের উপর প্রতিভাত হলেন, তখন তিনি তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন।" [সূরা আল-আরাফ: ১৪৩]। তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "‘তাজাল্লা’ (আত্মপ্রকাশ করা) অর্থ হলো, তিনি (আল্লাহ) তাঁর হাত প্রসারিত করলেন এবং তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলি তাঁর কনিষ্ঠাঙ্গুলির উপর রাখলেন।"

1206 - قَرَأْتُ عَلَى أَبِي نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَمَسَّ يَدَهُ شَيْئًا إِلَّا ثَلَاثَةً: خَلَقَ آدَمَ يَدِهِ وَغَرَسَ الْجَنَّةَ يَدِهِ وَكَتَبَ التَّوْرَةَ يَدِهِ"

1206 - আমি আমার পিতা ইব্রাহিম ইবনুল হাকাম ইবন আবানের নিকট অধ্যয়ন করেছিলাম। আমার পিতা আমাকে ইকরিমা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (ইকরিমা) বলেছেন: "নিশ্চয়ই পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত আল্লাহ তিনটি বিষয় ব্যতীত অন্য কোনো কিছু তাঁর নিজ হাতে স্পর্শ করেননি: তিনি আদমকে তাঁর হাতে সৃষ্টি করেছেন, জান্নাতকে তাঁর হাতে রোপণ করেছেন, এবং তাওরাতকে তাঁর হাতে লিখেছেন।"

1207 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا أَبُو الْيَمَانِ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهَا خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ لَتَضْرِبُ عَلَى مِقْدَارِ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا وَالْخَرِيفُ بَاعُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»

1207 - আমার নিকট আমার পিতা হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আবুল ইয়ামান আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ইসমাইল ইবনু আইয়াশ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি উম্মু আবদিল্লাহ থেকে, তিনি তাঁর পিতা খালিদ ইবনু মাদান সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: "নিশ্চয়ই জান্নাতের সুঘ্রাণ চল্লিশ খারিফ (kharīf) পরিমাপ দূরত্ব পর্যন্ত পৌঁছায়। আর খারিফ হলো আল্লাহ, পরাক্রমশালী ও মহিমান্বিতের একটি বা (bā') পরিমাণ।"

(ص: 525) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1208 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، نَا صَفْوَانُ، سَمِعْتُ أُيْفَعَ بْنَ عَبْدِ الْكَلَاءِيِّ [ص: 526]، وَهُوَ يَعِظُ النَّاسَ يَقُولُ إِنَّ لَجَهَنَّمَ سَبْعُ قَنَاطِرٍ وَالصِّرَاطُ عَلَيْهِنَّ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الرَّابِعَةِ مِنْهُنَّ " قَالَ صَفْوَانُ: وَسَمِعْتُ أَبَا الْيَمَانِ الْهُوزَنِيَّ يَصِلُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ " فَيَمُرُّ الْخَلَائِقُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ فِي الْقَنْظَرَةِ الرَّابِعَةِ قَالَ: وَهِيَ الَّتِي يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا} [النَّبَأُ: 21] {إِنَّ رَبَّكَ لَبَالِغُ صَادٍ} [الفجر: 14] {مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَّتِهَا} [هود: 56] إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قَالَ: «فَيَأْخُذُ بِنَوَاصِي عِبَادِهِ» قَالَ: «فَيَلْدِينُ لِلْمُؤْمِنِينَ حَتَّى يَكُونَ الْآيَنَ مِنَ الْوَالِدِ لَوْلَدِهِ وَيَقُولُ لِلْكَافِرِ» {مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ} [الانفطار: 6] "

1208 - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আবু আল-মুগিরা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, সাফওয়ান আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আমি আয়ফা' ইবনু আবদ আল-কাল্লা'ঈকে শুনেছি **পৃষ্ঠা: 526**, যখন তিনি লোকদের উপদেশ দিচ্ছিলেন, বলছিলেন: "নিশ্চয়ই জাহান্নামের সাতটি সেতু রয়েছে এবং সিরাত (পথ) সেগুলোর উপর দিয়ে। আর আল্লাহ, পরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত, তাদের চতুর্থটির উপর আছেন।" সাফওয়ান বলেন: "এবং আমি

আবুল ইয়ামান আল-হাওজানিকে এই হাদিসে অতিরিক্ত বর্ণনা করতে শুনেছি: "তখন সৃষ্টিকুল আল্লাহর পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে, যখন তিনি চতুর্থ সেতুর উপর থাকবেন।" তিনি বলেন: "এ সম্পর্কেই আল্লাহ, পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত, বলেন: {নিশ্চয়ই জাহান্নাম ওত পেতে আছে।} [আন-নাবা: ২১] {নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক ওত পেতে আছেন।} [আল-ফাজর: ১৪] {এমন কোনো জীব নেই যার অগ্রভাগ তিনি ধারণ করে রাখেননি। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক সরল পথের উপর আছেন।} [হুদ: ৫৬]" তিনি বলেন: "অতঃপর তিনি তাঁর বান্দাদের অগ্রভাগ ধরবেন।" তিনি বলেন: "অতঃপর তিনি মুমিনদের প্রতি কোমল হবেন, এমনকি পিতার সন্তানের প্রতি কোমলতা থেকেও অধিক কোমল, এবং কাফেরকে (অবিশ্বাসীকে) বলবেন: {হে মানুষ, কিসে তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালকের ব্যাপারে বিভ্রান্ত করেছে?} [আল-ইনফিতার: ৬]"

(ص: 526) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1209 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، نَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ السَّعْدِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ الْحَسَنَ قَدْ وَضَعَ رِجْلَ يَمِينِهِ عَلَى شِبَالِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ قَالَ: قُلْتُ يَا أَبَا سَعِيدٍ تَكْرَهُ هَذِهِ الْقُعْدَةَ قَالَ: فَقَالَ الْحَسَنُ «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ» {وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ} [ق: 38] فَعَرَفْتُ مَا عَنِّي فَسَكَتُ

1209 - আমাদেরকে উবায়দুল্লাহ ইবনু উমার আল-কাওয়ারিরী বর্ণনা করেছেন। আমাদের কাছে জাফর ইবনু সুলাইমান বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু সুফিয়ান আস-সাদী থেকে। আবু সুফিয়ান বলেছেন: আমি হাসানকে (আল-বাসরী) বসে থাকা অবস্থায় দেখেছি যে, তিনি তার ডান পা বাম পায়ের উপর রেখেছিলেন। আবু সুফিয়ান বললেন: আমি (হাসানকে) জিজ্ঞেস করলাম, "হে আবু সাঈদ! এই বসা কি অপছন্দনীয়?" আবু সুফিয়ান বললেন: তখন হাসান বললেন, "আল্লাহ ইহুদিদের ধ্বংস করুন!" (এবং তিনি এই আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন): "আর আমরা আসমান ও যমীন এবং এ দুয়ের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি এবং আমাদেরকে কোনরূপ ক্লান্তি স্পর্শ করেনি।" [ক্বাফ: ৩৮] অতঃপর আমি বুঝতে পারলাম তিনি কী বোঝাতে চেয়েছেন এবং আমি নীরব থাকলাম।

1210 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ الْأَسَدِيُّ لَوْيْنُ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّثَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ نِيَّارِ بْنِ مُكْرَمٍ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ: " لَمَّا نَزَلَتْ {الْمُغَلَّبَتِ الرُّومُ} [الروم: 2] خَرَجَ بِهَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْمُشْرِكِينَ فَقَالُوا هَذَا كَلَامُ صَاحِبِهِ قَالَ: اللَّهُ أَنْزَلَ هَذَا "

1210 - আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইবনু সুলায়মান ইবনু হাবীব আল-আসাদী লুয়াইন, তিনি বর্ণনা করেছেন আবদুর রহমান ইবনু আবীয যিনাদ থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি উরওয়া থেকে, তিনি নিয়ার ইবনু মুকরাম থেকে। নিয়ার ইবনু মুকরাম একজন সাহাবী ছিলেন। তিনি বললেন: "যখন {আলিফ-লাম-মীম। রোমকরা পরাজিত হয়েছে} [সূরা আর-রুম: ২] আয়াতটি নাযিল হলো, তখন আবু বাকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এটি নিয়ে মুশরিকদের কাছে গেলেন। তখন তারা বললো, “এটা তার সঙ্গীর কথা।” তিনি (আবু বাকর) বললেন, “আল্লাহ এটা নাযিল করেছেন।”

1211 - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ الْكَلْبِيُّ أَبُو ثَوْرٍ الْفَقِيه، نَا عَمْرُو الْعَنْقَرِيُّ، عَنْ أُسْبَاطِ بْنِ نَصْرِ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا} [الأعراف: 143] قَالَ: «مَا يُرَى مِنْهُ إِلَّا بِقَدَرٍ طَرَفِ الْخُنْصَرِ»

1211 - আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন ইবরাহীম ইবন খালিদ আল-কালবী, আবু সাওফ আল-ফকীহ, তিনি [বর্ণনা করেছেন] আমর আল-আনকাযী থেকে, তিনি আসবাত ইবন নাসর থেকে, তিনি আস-সুদী থেকে, তিনি ইকরিমা থেকে, তিনি ইবন আব্বাস থেকে, মহান আল্লাহর এই বাণী প্রসঙ্গে: " {অতঃপর যখন তাঁর প্রতিপালক পাহাড়ের উপর প্রতিভাত হলেন, তখন তিনি তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন। } " [সূরা আল-আরাফ: ১৪৩]। তিনি বললেন: "তার (পাহাড়ের) থেকে কনিষ্ঠা আঙ্গুলের অগ্রভাগের পরিমাণ ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায়নি।"

1212 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ لُؤَيُّ بْنُ نَاصِبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ أَيُّ رَبِّ أَكُونُ عَلَى الْحَالِ الَّتِي أَجْلُكَ أَنْ أَذْكُرَكَ عَلَيْهَا الْخَلَاءُ وَالرَّجُلُ يُجَامِعُ أَهْلَهُ، قَالَ: «يَا مُوسَى اذْكُرْنِي عَلَى كُلِّ حَالٍ»

1212 - মুহাম্মদ ইবনু সুলাইমান ইবনু হাবিব লুওয়াইন আমাকে বলেছেন, তাকে উবায়দুল্লাহ ইবনু আমর আর-রাব্বী আব্দুল মালিক ইবনু উমায়ের থেকে, তিনি আতা ইবনু আবি মারওয়ান থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি কাব থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: আল্লাহ মুসা (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক)-এর সাথে কথা বললেন। তখন মুসা বললেন, "হে আমার প্রতিপালক! আমি কি এমন অবস্থায় আপনাকে স্মরণ করব, যা আপনার মহত্ত্বের কারণে আমি অনুচিত মনে করি, যেমন শৌচাগারে (প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার সময়) থাকা এবং যখন কোনো পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে সহবাসরত থাকে?" আল্লাহ বললেন, "হে মুসা! আমাকে তুমি সকল অবস্থায় স্মরণ করো।"

1213 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لُؤَيُّ بْنُ نَاصِبٍ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، نَاصِبٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ أَمَّا إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَيْهِ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ إِلَّا تَغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثُمَّ قَرَأَ {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا} [طه:

[130]

1213 - মুহাম্মাদ ইবনে সুলাইমান লুওয়াইন আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঈসা ইবনে ইউনুস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ইসমাইল – অর্থাৎ ইবনে আবী খালিদ – কায়স থেকে, তিনি জারির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। জারির

ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেছেন: আমরা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ছিলাম, যখন তিনি পূর্ণিমার রাতে চাঁদের দিকে তাকালেন। অতঃপর তিনি বললেন: "নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে, যিনি মহিমান্বিত ও সুমহান, দেখবে যেমন তোমরা এই চাঁদকে দেখছ। তাঁকে দেখতে তোমাদের কোনো অসুবিধা হবে না। সুতরাং যদি তোমরা সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে (ফজর ও আসরের) সালাত আদায়ে কখনো পরাভূত না হও (অর্থাৎ যেন তা কোনো অবস্থাতেই ছুটে না যায়), তাহলে তাই করো।" এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন: "{আর তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে তাসবীহ পাঠ করো সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে।}" [সূরা ত্বাহা: ১৩০]

(ص: 527) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1214 - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ بُهْلُولٍ الْأَنْبَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ وَكِيعًا، «يَقُولُ مِنْ رَدِّ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّؤْيَا فَاحْسَبُوهُ مِنَ الْجَهْمِيَّةِ»

১২১৪ - ইসহাক ইবনু বাহলুল আল-আনবারি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি ওয়াকীকে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি কায়স ইবনু আবু হাযিমের সূত্রে জারীর ইবনু আব্দুল্লাহর মাধ্যমে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে (পরকালে আল্লাহকে) দেখার বিষয়ে বর্ণিত ইসমাইলের হাদিস প্রত্যাখ্যান করবে, তাকে জাহমিয়াদের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করো।"

(ص: 527) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1215 - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ بُهْلُولٍ، قَالَ: " قُلْتُ لِأَبِي حَمْزَةَ أَنَسِ بْنِ عِيَّاضٍ أَصْلِي [ص: 528] خَلْفَ الْجَهْمِيَّةِ قَالَ: لَا {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [آل عمران: 85] "

১২১৫ - ইসহাক ইবন বাহলুল আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: "আমি আবু হামজা আনাস ইবন ইয়াদকে বললাম: আমি কি পৃষ্ঠা: ৫২৮ জাহমিয়াদের পিছনে সালাত আদায় করব? তিনি বললেন: না। {আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন অন্বেষণ করবে, তা তার

থেকে কখনো কবুল করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।} [আলে ইমরান: ৮৫]"

(ص: 528) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1216 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّورِيُّ، حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ نُعَيْمٍ الْبَابِيُّ السَّجِسْتَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَلَامَ بْنَ أَبِي مُطِيعٍ، يَقُولُ: «الْجَهَنِّيَةُ كُفَّارٌ لَا يُصَلِّي خَلْفَهُمْ»

১২১৬ - আহমাদ ইবনে ইব্রাহিম আদ-দাওরাকী আমাকে বর্ণনা করেছেন, যুহায়র ইবনে নুআইম আল-বাবি আস-সিজিস্তানি আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি সাল্লাম ইবনে আবী মুতীকে বলতে শুনেছি যে, "জাহমিয়ারা কাফের, তাদের পেছনে সালাত আদায় করা যাবে না।"

(ص: 528) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1217 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ، سَمِعْتُ مُعَاذَ بْنَ مُعَاذٍ، يَقُولُ: " مَنْ قَالَ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ "

1217 - আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, আমি মুআয ইবনে মুআযকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: "যে বলবে: কুরআন সৃষ্ট, সে কাফির।"

(ص: 528) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1218 - سَأَلْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ بْنَ يَحْيَى عَنْ هَذِهِ الْقِصَّةِ، فَحَدَّثَنِي أَنَّ أَبَاهُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ بَعَثَهُ إِلَى مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ فَلَمْ أَحْفَظْهُ فَحَدَّثَنِي ابْنُهُ، عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا

1219 - حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى، مَوْلَى ابْنِ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنِي حَمَّادُ بْنُ قِيْرَاطٍ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ طَهْمَانَ، يَقُولُ «الْجَهْمِيَّةُ كُفَّارٌ وَالْقَدَرِيَّةُ كُفَّارٌ»

১২১৮ - আমি আবু মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়াকে এই ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি আমাকে জানালেন যে, তাঁর পিতা ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ তাকে মুআয ইবন মুআযের নিকট পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু আমি তা মুখস্থ রাখতে পারিনি। সুতরাং তার পুত্র আমাকে তার পিতার সূত্রে এই বিষয়ে বর্ণনা করেছেন।

১২১৯ - ইবনুল মুবারাক-এর মাওলা (আযাদকৃত গোলাম) আল-হাসান ইবন ঈসা আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: হাম্মাদ ইবন কিরাত আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি ইবরাহীম ইবন তাহমানকে বলতে শুনেছি: "জাহমিয়াহ কাফির এবং কাদারিয়াহ কাফির।"

(ص: 528) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1220 - حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: كَانَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يَقُولُ: «الْجَهْمِيَّةُ كُفَّارٌ»

১২২০ - আমাকে আল-হাসান ইবন ঈসা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: ইবনুল মুবারাক বলতেন: «জাহমিয়াহরা (الجهمية) কাফির»

(ص: 528) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى، مِنْ قَوْلِ نَفْسِهِ: «وَمَنْ يَشُكُّ فِي كُفْرِ الْجَهْمِيَّةِ؟ وَمَنْ يَشُكُّ فِي كُفْرِ الْجَهْمِيَّةِ؟» قَالَ: وَذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ الْحُسَيْنَ الْجُعْفِيَّ، وَحَدَّثَ بِحَدِيثِ الرَّؤِيَّةِ فَقَالَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ جَهْمٍ وَالْمَرِيسِيِّ

আল-হাসান ইবনে ঈসা নিজের উক্তি থেকে আমাকে বর্ণনা করেছেন: "জাহমিয়াদের কুফরে কে সন্দেহ করে? জাহমিয়াদের কুফরে কে সন্দেহ করে?" তিনি বলেন: এবং আবদুল্লাহ ইবনে উমার-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি বলেছেন: আমি হুসাইন আল-জুফিকে বলতে

শুনেছি। তিনি রুইয়াহ (আল্লাহকে দর্শন) সম্পর্কিত একটি হাদিস বর্ণনা করে জাহম ও মারিসীর ঘোরতর আপত্তি সত্ত্বেও বললেন:

(ص: 529) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1222 - حَدَّثَنِي هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، نَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَطَاءٍ يَغْنِي ابْنَ السَّائِبِ، عَنْ مَيْسَرَةَ، فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا} [مریم: 52] قَالَ: «أُذِّنِي حَتَّى سَمِعَ صَرِيفَ الْقَلَمِ»

1222 - হান্নাদ ইবন আল-সারী আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আবুল আহওয়াস তার নিকট বর্ণনা করেছেন, আতা থেকে — অর্থাৎ ইবন আল-সাইব থেকে, তিনি মাইসারা থেকে, মহিমাম্বিত ও পরাক্রমশালী আল্লাহর এই বাণী প্রসঙ্গে: "এবং আমরা তাকে একান্ত আলাপের জন্য কাছে নিয়েছিলাম।" (সূরা মারইয়াম: ৫২)। তিনি (মাইসারা) বলেছেন: "তাকে এত কাছাকাছি আনা হয়েছিল যে, তিনি কলমের খসখস শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন।"

(ص: 529) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1223 - حَدَّثَنِي أَبُو السَّرِيِّ هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مَيْسَرَةَ، قَالَ: "خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِيَدِهِ أَرْبَعَةً: خَلَقَ آدَمَ بِيَدِهِ وَكَتَبَ التَّوْرَةَ بِيَدِهِ وَغَرَسَ جَنَّةَ عَدْنٍ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ} [المؤمنون: 1] وَقَالَ: الرَّابِعَةُ أَغْفَلْتُهَا

1223 - আবু আল-সারী হান্নাদ ইবনে আল-সারী আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন; আবু আল-আহওয়াস আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি মাইসারা থেকে বর্ণনা করেছেন। মাইসারা বলেছেন: "আল্লাহ তাআলা তাঁর নিজ হাতে চারটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন: তিনি আদমকে তাঁর নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন, তাওরাত তাঁর নিজ হাতে লিখেছেন, এবং আদন

জান্নাত তাঁর নিজ হাতে রোপণ করেছেন।" এরপর তিনি (আল্লাহ) বলেছেন: "{অবশ্যই মুমিনগণ সফল হয়েছে।} [আল-মুমিনুন: ১]" এবং তিনি (মায়সারা) বলেছেন: "চতুর্থটি আমি ভুলে গেছি।"

(ص: 529) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1224 - حَدَّثَنِي مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَعَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "الْبِيزَانُ بَيْدُ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ يَرْفَعُ أَقْوَامًا وَيَخْفِضُ آخَرِينَ [ص: 530] إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَقَلْبُ ابْنِ آدَمَ بَيْنَ إصْبَعَيْنِ مِنَ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ جَلَّ وَعَزَّ إِذَا شَاءَ أَقَامَهُ وَإِذَا شَاءَ أَزَاعَهُ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ»

১২২৪ - আমার নিকট মানসূর ইবনু আবি মুযাহিম বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন) আমাদেরকে ইসমাইল ইবনু আইয়্যাশ বর্ণনা করেছেন, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াযীদ ইবনু জাবির থেকে, তিনি বুসর ইবনু উবাইদুল্লাহ থেকে, তিনি আবু ইদরীস আল-খাওলানী থেকে, তিনি নাওয়াস ইবনু সামআন থেকে, তিনি বলেছেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: "দাঁড়িপাল্লা (মীযান) পরম দয়ালু (আল্লাহ), যিনি মহিমান্বিত ও পরাক্রমশালী, তাঁর হাতে। তিনি কিছু সম্প্রদায়কে উন্নীত করবেন এবং অন্যদেরকে অবনমিত করবেন **পৃষ্ঠা: ৫৩০** কিয়ামত দিবস পর্যন্ত। আর আদম সন্তানের অন্তর পরম দয়ালু, মহিমান্বিত ও পরাক্রমশালী (আল্লাহ)-এর আঙ্গুলসমূহের মধ্য থেকে দুটি আঙ্গুলের মাঝে। যখন তিনি চান, তাকে সুদৃঢ় রাখেন এবং যখন তিনি চান, তাকে বিচ্যুত করেন।" আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন: «হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে আপনার দীনের উপর সুদৃঢ় রাখুন!»

(ص: 530) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1225 - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاعَانِيُّ نَا أَبُو الْجَوَّابِ الْأَخْوَصُ بْنُ جَوَّابٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: «يُجَاءُ بِالْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَسْتُرُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِبِدْرِهِ وَيُعَرِّفُهُ بِذُنُوبِهِ ثُمَّ يَغْفِرُ لَهُ»

১২২৫ - আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক আস-সাগানী আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন) আমাদেরকে আবুল জাওয়াব আল-আহওয়াস ইবনে জাওয়াব অবহিত করেছেন, (তিনি বলেন) আমাদেরকে সুফিয়ান সাওরী হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু সিনান থেকে, তিনি আবু ওয়াইল থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবু ওয়াইল) বলেছেন: "কিয়ামতের দিন বান্দাকে আনা হবে। অতঃপর মহিমাম্বিত ও পরাক্রমশালী আল্লাহ তাকে নিজ হাতে আড়াল করে রাখবেন এবং তার পাপসমূহ সম্পর্কে তাকে অবহিত করবেন, তারপর তাকে ক্ষমা করে দেবেন।"

(ص: 530) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1226 - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ الصَّاعَانِيُّ، نَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: ذُكِرَ لِي عَنْ شَرِيكِ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ، عَنْ أَنَسٍ، {وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ} [ق: 35] قَالَ: «يَتَجَلَّى لَهُمْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ»

১২২৬ - আবু বকর আস-সাগানী আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, আসওয়াদ ইবন আমির আমাদের কাছে হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি (আসওয়াদ) বলেন: শারীক থেকে আমার কাছে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি আবুল ইয়াকযান থেকে, তিনি আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে (বর্ণনা করেন), {আর আমাদের কাছে আছে আরও অতিরিক্ত} [ক্বাফ: ৩৫] — তিনি (আনাস) বলেন: «প্রত্যেক জুমাবারে তাঁদের জন্য তা প্রতিভাত হবে»

(ص: 530) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1227 - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، نَا أَبُو الْأَسْوَدِ النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، نَا ابْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ

صلى الله عليه وسلم وَهُوَ [ص: 531] يَقْرَأُ الْآيَةَ الَّتِي فِي خَاتِمَةِ النُّورِ وَهُوَ جَاعِلٌ أَصَابِعَهُ تَحْتَ عَيْنَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ {بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ} [الملك: 19] "

1227 - আবু বকর আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আবু আল-আসওয়াদ আন-নাদর ইবন আবদ আল-জাফার আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, ইবন লাহী‘আহ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, ইয়াযীদ ইবন আবী হাবীব থেকে, তিনি আবু আল-খাইর থেকে, তিনি উক্বাহ ইবন আমির থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: "আমি আল্লাহর রাসূলকে (তাঁর উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক) দেখেছি, যখন তিনি [পৃষ্ঠা: ৫৩১] সূরা আন-নূরের শেষ আয়াত পড়ছিলেন। আর তিনি তাঁর আঙ্গুলগুলি তাঁর দুই চোখের নিচে রাখছিলেন এবং বলছিলেন: তিনি সবকিছুর উপর সম্যক দ্রষ্টা। (সূরা মুলক: ১৯)"

(ص: 531) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1228 - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، نَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسَهَّرٍ، عَنْ خَرِشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ"

1228 - আমাকে বর্ণনা করেছেন আবু বকর, তাকে বর্ণনা করেছেন হুসাইন ইবনে মুহাম্মাদ, তাকে বর্ণনা করেছেন জারীর – অর্থাৎ ইবনে হাযিম – তিনি বর্ণনা করেছেন আল-আমাশ থেকে, তিনি বর্ণনা করেছেন সুলাইমান ইবনে মুসহির থেকে, তিনি বর্ণনা করেছেন খারশাহ ইবনে আল-হুর থেকে, তিনি বর্ণনা করেছেন আবু যার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তিনজন ব্যক্তি এমন রয়েছে যাদের দিকে আল্লাহ তাকাবেন না, এবং তাদের পবিত্রও করবেন না, আর তাদের জন্য রয়েছে মর্মস্তুদ শাস্তি: ব্যভিচারী বৃদ্ধ, মিথ্যাবাদী শাসক, এবং অহংকারী দরিদ্র ব্যক্তি।"

(ص: 531) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1229 - حَدَّثَنَا أَبِي، نَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنِي أَبُو حُجَيْرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، {وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ [ص: 532] يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ} [الزمر: 67] قَالَ: «كُلُّ ذَلِكَ فِي يَمِينِهِ»

1229 - আমাদের পিতা বর্ণনা করেছেন, ওয়াকী‘ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আবু হুজাইর আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, যাহহাক থেকে বর্ণিত: " {আর কিয়ামত দিবসে সমগ্র পৃথিবী তাঁর মুঠোয় থাকবে পৃ: ৫৩২ এবং আসমানসমূহ তাঁর ডান হাতে গুটিয়ে থাকবে। } " [সূরা আয-যুমার: ৬৭] তিনি বলেছেন: "এই সবকিছু তাঁর ডান হাতে থাকবে।"

(ص: 532) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1230 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنِ الضَّحَّاكِ، {وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ} [الزمر: 67] قَالَ: «كُلُّ فِي يَمِينِهِ»

১২৩০ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আল-ফাদল ইবনে দুকাইন আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, সালামাহ থেকে, আদ-দাহহাক থেকে, {আর কিয়ামত দিবসে সমগ্র পৃথিবী থাকবে তাঁর মুঠোয় এবং আকাশমণ্ডলী তাঁর ডান হাতে গুটিয়ে থাকবে} [সূরা আয-যুমার: ৬৭]। তিনি বললেন: "সবকিছুই তাঁর ডান হাতে থাকবে।"

(ص: 532) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1231 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا {وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا} [مريم: 52] قَالَ: «سَمِعَ صَرِيفَ الْقَلَمِ أَوِ الْأَقْلَامِ» قَالَ وَكِيعٌ مَرَّةً فِي حَدِيثِهِ: «حَتَّى سَمِعَ صَرِيفَ الْقَلَمِ وَالْأَقْلَامِ»

1231 - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদ বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান থেকে, আমার কাছে আতা ইবনে আস-সাইব বর্ণনা করেছেন, সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে, ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে, {এবং আমরা তাকে

নিকটবর্তী করেছিলাম অন্তরঙ্গ কথোপকথনকারী হিসেবে} [মরিয়ম: ৫২] সম্পর্কে তিনি বলেন: "তিনি (মুসা) কলমের বা কলমগুলোর খসখস শব্দ শুনেছিলেন।" ওয়াকী তাঁর বর্ণনায় একবার বলেছেন: "যতক্ষণ না তিনি কলম ও কলমগুলোর খসখস শব্দ শুনেছিলেন।"

(ص: 532) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

ذِكْرُ الدَّجَالِ

দাজ্জালের আলোচনা

(ص: 532) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1232 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي الْأَعْمَشَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، قَالَ: أَتَيْتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ حَدِّثْنِي حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدَّجَالِ وَلَا تُحَدِّثْنِي عَنْ غَيْرِكَ وَإِنْ كَانَ غَيْرُكَ مُصَدِّقًا فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَنْذَرْتُكُمْ فِتْنَةَ الدَّجَالِ فَإِنَّهُ لَمْ يُبْعَثْ نَبِيٌّ إِلَّا أَنْذَرَهُ أُمَّتُهُ لَا يَقْرُبُ أَرْبَعَةَ مَسَاجِدِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَالطُّورِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَإِنْ شَكَّ عَلَيْكُمْ أَوْ شُبِّهَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ بِأَعْوَرَ»

১২৩২ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন। (তিনি বলেন) মুহাম্মদ ইবন জাফর আমাকে বর্ণনা করেছেন। (তিনি বলেন) শুবাহ আমাকে বর্ণনা করেছেন। তিনি সুলায়মান – অর্থাৎ আল-আমাশ – থেকে, তিনি মুজাহিদ থেকে, তিনি জুনাদা ইবন আবি উমাইয়া থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (জুনাদা) বলেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবীর কাছে এসেছিলাম। অতঃপর আমি তাঁকে বললাম: আমাকে একটি হাদীস বর্ণনা করুন যা আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দাজ্জাল সম্পর্কে শুনেছেন। আপনার ব্যতীত অন্য কারো থেকে আমাকে বর্ণনা করবেন না, যদিও আপনার ব্যতীত অন্যেরা বিশ্বাসযোগ্য হয়। তখন তিনি বললেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে

বলতে শুনেছি: “আমি তোমাদেরকে দাজ্জালের ফিতনা সম্পর্কে সতর্ক করেছি। কারণ এমন কোনো নবী প্রেরিত হননি যিনি তাঁর উম্মাতকে এ বিষয়ে সতর্ক করেননি। সে চারটি মসজিদের কাছেও যাবে না: আল-মাসজিদুল হারাম, মদীনার মসজিদ, তুর (পাহাড়) এবং মাসজিদুল আকসা। আর যদি তোমাদের কাছে সন্দেহজনক বা অস্পষ্ট মনে হয়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ, মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত, একচোখা নন।”

(ص: 533) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1233 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَفَّانُ، وَيُونُسُ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، أَنَا حُمَيْدٌ، وَشُعَيْبُ الْحَبَّابُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الدَّجَالَ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ جَلَّ وَعَزَّ لَيْسَ بِأَعْوَرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَفَرٍ يَقْرُؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ قَارِئٍ وَغَيْرِ قَارِئٍ»

1233 - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন; আফফান ও ইউনুস বলেছেন, হাম্মাদ – অর্থাৎ ইবনু সালামাহ – আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন; হুমাইদ ও শুআইব আল-হাবহাব, আনাস ইবনু মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: “নিশ্চয়ই দাজ্জাল কানা। আর তোমাদের প্রতিপালক, যিনি মহিমান্বিত ও পরাক্রমশালী, তিনি কানা নন। তার দুচোখের মাঝখানে ‘কাফারা’ (কুফুরি) লেখা থাকবে, যা প্রত্যেক মুমিন, যে পড়তে জানে ও যে পড়তে জানে না, সে তা পড়তে পারবে।”

(ص: 533) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1234 - حَدَّثَنِي أَبُو الْقَاسِمِ وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، نَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي الْقَعْقَاعِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: «إِنَّ الدَّجَالَ لَا يَضُرُّ مُؤْمِنًا فَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ وَإِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ بِأَعْوَرَ»

1234 - আবু আল-কাসিম ওয়াসিল ইবনু আদিল-আলা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু ফুদাইল থেকে, তিনি আসিম ইবনু কুলাইব থেকে, তিনি আবু আল-কাকা থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু আল-কাকা বলেন, আমি আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলতে শুনেছি:

"নিশ্চয় দাজ্জাল কোনো মুমিনের ক্ষতি করতে পারবে না। কারণ তার দুই চোখের মাঝখানে কাফির লেখা থাকবে। আর সে একচোখা হবে। অথচ তোমাদের প্রতিপালক, মহিমান্বিত ও পরাক্রমশালী (আযযা ওয়া জাল্লা), একচোখা নন।"

(ص: 533) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1235 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، نَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَمْ يُبْعَثْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا حَذَّرَ أُمَّتَهُ الدَّجَالَ الْكَذَّابَ فَاحْذَرُوهُ فَإِنَّهُ أَعْوَرُ أَلَّا وَإِنَّ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ بِأَعْوَرَ»

১২৩৫ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আব্দুল ওয়াহহাব আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, সাঈদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি কাতাদাহ থেকে, তিনি আনাস ইবনে মালিক (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "আমার পূর্বে এমন কোনো নবী প্রেরিত হননি যিনি তাঁর উম্মাতকে মিথ্যুক দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেননি। সুতরাং তোমরা তাকে ভয় করো, কারণ সে কানা। শোনো! তোমাদের প্রতিপালক, যিনি পরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত, তিনি কানা নন।"

(ص: 533) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1236 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنِي أَنَسُ، عَنْ عِيَّاضِ أَبِي ضُرَّةَ، عَنْ يُونُسَ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ شَهَابٍ: قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ [ص: 534] بَنُ عُمَرَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَالَ فَقَالَ: «إِنِّي لَأُنْذِرُكُمْ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أُنْذَرَهُ قَوْمَهُ لَقَدْ أُنْذَرَ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَوْمَهُ وَلَكِنْ أَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ تَحْلُبُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ بِأَعْوَرَ»

1236 - মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ইবনে মুহাম্মাদ আল-মুসায়্যিবী আল-কুরাশী আমাকে বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন) আনাস আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি আইয়াদ আবু দামরা সূত্রে,

তিনি ইউনুস সূত্রে বর্ণনা করেন। ইউনুস বলেন: ইবনে শিহাব আমাকে বলেছেন, সালিম ইবনে আবদুল্লাহ বলেছেন, আবদুল্লাহ [পৃষ্ঠা: ৫৩৪] ইবনে উমর বলেছেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের মাঝে দাঁড়ালেন। অতঃপর তিনি আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার যথোপযুক্ত প্রশংসা করলেন। তারপর তিনি দাজ্জালের কথা উল্লেখ করে বললেন: «আমি তোমাদেরকে তার সম্পর্কে সতর্ক করছি। এমন কোনো নবী ছিলেন না যিনি তাঁর জাতিকে তার (দাজ্জালের) ব্যাপারে সতর্ক করেননি। নূহ আলাইহিস সালাম তাঁর জাতিকে সতর্ক করেছেন। কিন্তু আমি তোমাদেরকে তার সম্পর্কে এমন একটি কথা বলব যা কোনো নবী তাঁর জাতিকে বলেননি। তোমরা জানো যে, সে কানা। আর আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা কানা নন।»

(ص: 534) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1237 - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ الصَّاعَانِيُّ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ التَّنَيْسِيُّ، نَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

1237 - আবু বকর আস-সাগানি আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ আত-তিননিসি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। মালিক আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে দিনার থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে উমার থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (তাঁর উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক) বলেছেন: "যে ব্যক্তি অহংকারবশত তার পোশাক টেনে চলে, মহিমাম্বিত ও পরাক্রমশালী আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দিকে তাকাবেন না।"

(ص: 534) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1238 - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، نَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطْرًا»

১২৩৮ - আবু বকর আমাকে বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন) আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন) মালিক আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, আবু যিনাদের সূত্রে, আল-আরাজের সূত্রে, আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: "কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যক্তির দিকে তাকাবেন না যে অহংকারবশত তার নিচের পোশাক (ইয়ার) টেনে চলে।"

(ص: 535) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1239 - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، نَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، كُلُّهُمْ يُخْبِرُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ»

1239 - আবু বকর আমাকে বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে আবদুল্লাহ ইবনু ইউসুফ বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে মালিক বর্ণনা করেছেন, নাফি, আবদুল্লাহ ইবনু দীনার এবং যায়দ ইবনু আসলাম—এঁরা সকলে ইবনু উমার (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি অহংকারবশত তার কাপড় টেনে চলে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তার দিকে তাকাবেন না।"

(ص: 535) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1240 - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، نَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، نَا جَعْفَرُ بْنُ يَعْغِي ابْنُ بُرْقَانَ، نَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنْظُرُ إِلَى صَوْرَتِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى أَعْمَالِكُمْ وَقُلُوبِكُمْ»

1240 - আবু বকর আমাকে বর্ণনা করেছেন, কাথীর ইবনু হিশাম আমাদের বর্ণনা করেছেন, জা'ফর—অর্থাৎ ইবনু বুরকান—আমাদের বর্ণনা করেছেন, ইয়াযীদ ইবনুল আসাম আমাদের বর্ণনা করেছেন, আবু হুরায়রাহ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি এটিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত উন্নীত করেছেন। তিনি (নবী) বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ আযযা

ওয়া জাল্লা তোমাদের দেহাবয়ব ও সম্পদের দিকে তাকান না, বরং তিনি তোমাদের কর্ম ও অন্তরসমূহের দিকেই তাকান।"

(ص: 535) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1241 - حَدَّثَنِي مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، نَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا، يُحَدِّثُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُوتُ حِينَ يَمُوتُ وَفِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبَرٍ تَجِلُّ لَهُ الْجَنَّةُ أَنْ يَرِيحَ رِيحَهَا وَلَا يَرَاهَا» فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ أَبُو رِيحَانَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لِأُحِبُّ الْجَمَالَ وَأَشْتَهِيهِ حَتَّى إِنِّي لِأُحِبُّهُ فِي عِلَاقَةِ سَوْطِي وَفِي شِرَاكِ نَعْلِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ ذَلِكَ مِنَ الْكِبَرِ، مَرَّتَيْنِ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ وَلَكِنَّ الْكِبَرَ مَنْ سَفِهَ الْحَقَّ وَغَمَصَ النَّاسَ» يَعْنِي صَغَرَ النَّاسُ فِي عَيْنَيْهِ

১২৪১ - আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন মানসূর ইবনু আবী মুযাহিম, আমাদেরকে হাদীস শুনিয়েছেন আব্দুল হামিদ ইবনু বাহরাম, শাহর ইবনু হাওশাবের সূত্রে। তিনি (শাহর) বলেন: আমি এক ব্যক্তিকে উকবা ইবনু আমের আল-জুহানী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সূত্রে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন: "যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে, আর তার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও অহংকার থাকে, তবে তার জন্য জাল্লাতের সুগন্ধি লাভ করা অথবা তা দেখা হালাল হবে না।" তখন কুরাইশের এক ব্যক্তি, যার নাম আবু রায়হানা, বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমি সৌন্দর্য পছন্দ করি এবং এর আকাঙ্ক্ষা করি। এমনকি আমি আমার চাবুকের ফিতায় ও জুতার ফিতাতেও সৌন্দর্য পছন্দ করি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "এটা অহংকার নয়" – (তিনি কথাটি) দুইবার বললেন। "নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। কিন্তু অহংকার হলো সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে হেয় জ্ঞান করা।" (এর অর্থ হলো) তার চোখে মানুষ ছোট হয়ে যায়।

1242 - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاعَانِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، أَنَا [ص: 536] عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ، نَا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ عَلَى صُورَتِهِ»

১২৪২ - আমার কাছে বর্ণনা করেছেন আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক আল-সাগানি। আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন আলি ইবনে আল-হাসান ইবনে শাকিক। আমাদের অবহিত করেছেন পৃষ্ঠা: ৫৩৬ আবদুল্লাহ, অর্থাৎ ইবনুল মোবারক। আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন উসামা ইবনে যায়েদ। তিনি সাঈদ আল-মাকবুরি থেকে। তিনি আবু হুরায়রাহ (রাযিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: «নিশ্চয়ই আল্লাহ, যিনি পরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত, আদম (আলাইহিস সালাম)-কে তাঁর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন।»

1243 - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاعَانِيُّ، نَا أَبُو الْأَسْوَدِ وَهُوَ النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، نَا ابْنُ لَهْيَعَةَ، عَنْ أَبِي يُونُسَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجَنِّبِ الْوَجْهَ فَإِنَّهَا صُورَةُ الْإِنْسَانِ عَلَى وَجْهِ الرَّحْمَنِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى»

1243 - আমাকে বর্ণনা করেছেন আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক আস-সাগানী। আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন আবুল আসওয়াদ, আর তিনি হলেন আন-নাদ্বর ইবনু আব্দুল জাব্বার। আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন ইবনু লাহীআহ। তিনি আবু ইউনুস থেকে, তিনি আবু হুরায়রাহ (রাযিআল্লাহু আনহু) থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: «যখন তোমাদের কেউ যুদ্ধ করে, তখন সে যেন চেহারাকে (আঘাত করা থেকে) বিরত থাকে। কারণ মানুষের আকৃতি পরম দয়ালু আল্লাহর চেহারার উপর। আল্লাহ বরকতময় ও সুমহান।»

1244 - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاعَانِيُّ نَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، نَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبِرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ قَبَّحَ اللَّهُ وَجْهَكَ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ» قَالَ أَبُو النَّضْرِ: فَقُلْتُ لِأَبِي مَعْشَرٍ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1244 - আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবু বকর মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক আস-সাগানী। তিনি (আমাদের কাছে) বর্ণনা করেছেন হাশিম ইবনুল কাসিম থেকে। তিনি (আমাদের কাছে) বর্ণনা করেছেন আবু মাশার থেকে। তিনি সাঈদ আল-মাকবুরী থেকে। তিনি আবু হুরায়রাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন। আবু হুরায়রাহ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (আল্লাহ তাঁর উপর শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন) বলেছেন: "তোমাদের কেউ যেন আল্লাহ তোমার চেহারাকে বিকৃত করুন এমন কথা না বলে। কেননা আল্লাহ, যিনি মহিমাম্বিত ও সুউচ্চ, আদমকে তাঁরই আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন।" আবুল নাযর বলেছেন, অতঃপর আমি আবু মাশারকে বললাম: এটা কি নবী (আল্লাহ তাঁর উপর শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন) থেকে (বর্ণিত)? অতঃপর তিনি বললেন: (হ্যাঁ), নবী (আল্লাহ তাঁর উপর শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন) থেকে।

هَلْ وَصَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

আল্লাহর রাসূল (তাঁর উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) কি ওসিয়ত করেছিলেন?

1245 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ وَصِيًّا

فَقَالَتْ [ص: 537]: " مَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ قَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى صَدْرِي أَوْ قَالَتْ: فِي حِجْرِي فَدَعَا بِالطَّشْتِ وَلَقَدْ انْخَنَثَ فِي حِجْرِي وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ مَاتَ فَتَنَى أَوْصَى إِلَيْهِ "

১২৪৫ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, ইসমাইল ইবনে ইবরাহীম আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, ইবনে আওন থেকে, তিনি ইবরাহীম থেকে, তিনি আসওয়াদ থেকে।

আসওয়াদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: তারা আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর উপস্থিতিতে উল্লেখ করল যে, আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) একজন অসি (কার্যনির্বাহী/অসিয়ত পালনকারী) ছিলেন।

তখন তিনি বললেন [পৃষ্ঠা: ৫৩৭]: "কখন তিনি তাঁর কাছে অসিয়ত (وصی, ীয়ত) করেছিলেন?

আমি তাঁকে (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) আমার বুকের উপর হেলান দিয়ে রেখেছিলাম, অথবা তিনি বললেন: আমার কোলে। তারপর তিনি একটি পাত্র চাইলেন এবং

নিশ্চিত তিনি আমার কোলেই নিশ্বেজ হয়ে পড়েছিলেন। আমি টেরও পাইনি যে তিনি

(ইতিমধ্যে) ইন্তেকাল করেছেন। তাহলে কখন তিনি তাঁর কাছে অসিয়ত করেছিলেন?"

(ص: 537) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1246 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، نَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مَرْفٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى: هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «لَا». قُلْتُ: فَلِمَ كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ أَوْ لِمَ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ؟ قَالَ: «أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»

১২৪৬ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আবদুর রহমান ইবনে মাহদি আমাকে বর্ণনা করেছেন, মালিক ইবনে মিগওয়াল, তালহা ইবনে মুসাররিফ থেকে; তিনি বলেন: আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফাকে জিজ্ঞেস করলাম: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কোনো ওসিয়ত করেছিলেন? তিনি বললেন: "না।" আমি বললাম: তাহলে মুসলিমদের উপর ওসিয়ত আবশ্যক করা হলো কেন, অথবা তাদের ওসিয়ত করার নির্দেশ দেওয়া হলো কেন? তিনি বললেন: "তিনি (রাসূলুল্লাহ) মহান ও মহিমাম্বিত আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে ওসিয়ত করেছেন।"

(ص: 537) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1247 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ: أَخْبَرَنِي طَلْحَةُ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى: أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «لَا». قَالَ قُلْتُ: فَكَيْفَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِالْوَصِيَّةِ وَلَمْ يُوصِ قَالَ: «أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ»

১২৪৭ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেছেন) হাজ্জাজ ইবন মুহাম্মাদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, মালিক ইবন মিজওয়াল বলেছেন: তালহা আমাকে খবর দিয়েছেন। তালহা বলেছেন: আমি আবদুল্লাহ ইবন আবী আওফা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি কোনো অসিয়ত (মৃত্যুকালীন নির্দেশ) করে গেছেন? তিনি বললেন: "না।" (তালহা বলেন) আমি (তখন) বললাম: তাহলে তিনি কিভাবে মুমিনদেরকে অসিয়ত করার নির্দেশ দিলেন অথচ তিনি নিজে কোনো অসিয়ত করেননি? তিনি (আবদুল্লাহ ইবন আবী আওফা) বললেন: "তিনি আল্লাহর কিতাবের (কুরআনের) ব্যাপারে অসিয়ত করে গেছেন।"

(ص: 537) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1248 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَحَدَّثَنِي أَبُو حَيْثَمَةَ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، نَا [ص: 538] سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، نَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ: "انْطَلَقْتُ أَنَا وَالْأَشْتَرُ، إِلَى عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْنَا هَلْ عَهْدَ نَبِيِّ اللَّهِ إِلَيْكَ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً؟ قَالَ: «لَا إِلَّا مَا فِي كِتَابِي هَذَا». قَالَ: وَأَخْرَجَ كِتَابًا مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ فَإِذَا فِيهِ: «الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدُّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ مَنْ أَحَدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَحَدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحَدَّثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ»

১২৪৮ - আমার পিতা আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ থেকে। এবং আবু খাইছামা আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ থেকে, তিনি [পৃষ্ঠা: ৫৩৮] সাঈদ ইবনু আবী আরুবাহ থেকে, তিনি ক্বাতাদাহ থেকে, তিনি হাসান থেকে,

তিনি ক্বায়েস ইবনু আব্বাদ থেকে। ক্বায়েস ইবনু আব্বাদ বলেছেন: "আমি ও আশতার আলী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন)-এর নিকট গেলাম। তখন আমরা বললাম, আল্লাহর নবী কি আপনার কাছে এমন কোনো বিশেষ নির্দেশ দিয়েছিলেন যা তিনি সাধারণ মানুষের কাছে দেননি? তিনি (আলী) বললেন, না, তবে আমার এই কিতাবে যা আছে তা ছাড়া (আর কিছু নয়)।" তিনি (ক্বায়েস) বললেন, তখন আলী তাঁর তরবারির খাপ থেকে একটি কিতাব বের করলেন। তাতে লেখা ছিল: "মুমিনদের রক্ত পরস্পরের সমমর্যাদাসম্পন্ন। তারা অন্য সকলের বিরুদ্ধে একটি একতাবদ্ধ শক্তি। তাদের মধ্যে সর্বনিম্ন ব্যক্তিও তাদের (সকলের) পক্ষ থেকে নিরাপত্তা প্রদান করতে পারে। সাবধান! কোনো মুমিনকে কাফিরের বিনিময়ে হত্যা করা হবে না, এবং অঙ্গীকারাবদ্ধ ব্যক্তিকে তার অঙ্গীকারের মেয়াদকালে হত্যা করা হবে না। যে ব্যক্তি কোনো গর্হিত কাজ করবে, তার দায়ভার তারই। এবং যে ব্যক্তি কোনো গর্হিত কাজ করবে অথবা কোনো অপরাধীকে আশ্রয় দেবে, তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতাগণ এবং সমস্ত মানুষের অভিশাপ বর্ষিত হবে।" এবং এটিই আমার পিতার বর্ণিত হাদিসের শব্দাবলী, আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন।

(ص: 538) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1249 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا يَحْيَى بْنُ يَمَانَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، قَالَ: قِيلَ لِعَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَلَا تُوصِي؟ قَالَ: «مَا أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ فَأُوصِي اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ عِبَادُكَ فَإِنْ شِئْتَ أَصْلَحْتَهُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَفْسَدْتَهُمْ»

1249 - উসমান ইবনে আবি শাইবাহ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ামান থেকে, তিনি সুফিয়ান সাওরী থেকে, তিনি আল-আমাশ থেকে, তিনি সালিম ইবনে আবিল জাদ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি (সালিম) বলেন: আলী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, "আপনি কি কোনো অসিয়ত করবেন না?" তিনি (আলী) বললেন, "আল্লাহর রাসূল (তাঁর উপর আল্লাহর শক্তি ও রহমত বর্ষিত হোক) কোনো অসিয়ত করেননি, সুতরাং আমিও অসিয়ত করব না। হে আল্লাহ, নিশ্চয় তারা আপনারই বান্দা; সুতরাং আপনি চাইলে তাদের সংশোধন করতে পারেন এবং আপনি চাইলে তাদের পথভ্রষ্ট করতে পারেন।"

1250 - حَدَّثَنِي أَبُو حَيْثَمَةَ، نَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَخْبَرَنِي أَبُو جُحَيْفَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هَلْ عِنْدَكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ سِوَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: فَقَالَ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ سِوَى [ص: 539] كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا أَنْ يُؤْتِيَ اللَّهُ رَجُلًا فَهَمًّا فِي هَذَا الْقُرْآنِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قَالَ: قُلْتُ: وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: «الْعَقْلُ وَفِكَائِكُ الْأَسِيرِ وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ»

১২৫০ - আবু খায়সামাহ আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইবনে উয়ায়নাহ থেকে, তিনি মুতাররিফ থেকে, তিনি শাবী থেকে (বর্ণনা করেছেন)। আবু জুহাইফাহ আমাকে জানিয়েছেন, তিনি বলেন: আমি আলী-কে, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন, জিজ্ঞাসা করলাম: রাসূলুল্লাহ-এর পক্ষ থেকে, আল্লাহ তাঁর প্রতি সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন, আপনাদের কাছে পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত আল্লাহর কিতাব (কুরআন) ব্যতীত আর কিছু আছে কি? তিনি (আলী) বললেন: সেই সত্তার শপথ, যিনি শস্য বিদীর্ণ করেছেন এবং প্রাণ সৃষ্টি করেছেন! পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত আল্লাহর কিতাব (কুরআন) ব্যতীত আমাদের কাছে আর কিছুই নেই, তবে আল্লাহ যদি কোনো ব্যক্তিকে এই কুরআনে প্রজ্ঞা দান করেন এবং এই পুঁথিতে যা আছে তা ছাড়া। (পৃষ্ঠা: ৫৩৯) তিনি (আবু জুহাইফাহ) বলেন: আমি (আলীকে) জিজ্ঞাসা করলাম: এই পুঁথিতে কী আছে? তিনি (আলী) বললেন: "রক্তপণ, বন্দীকে মুক্তি দেওয়া এবং কোনো মুসলিমকে কাফিরের (হত্যার) বদলে হত্যা করা হবে না।"

1251 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا هُشَيْمٌ، نَا مُطَرِّفٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَا أَبُو جُحَيْفَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَلْ عِنْدَكُمْ سُودَاءُ فِي بَيْضَاءَ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: فَقَالَ: «لَا وَالَّذِي خَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا عَلِمْتُهُ إِلَّا فَهَمًّا

يُؤْتِيهِ اللَّهُ عِزًّا وَجَلًّا رِجَالًا فِي الْقُرْآنِ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ». قَالَ: قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟
قَالَ: «فِيهِ الْعَقْلُ وَفِكَائِكُ الْأَسِيرِ وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ»

1251 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন; আমাদের কাছে হুশাইম বর্ণনা করেছেন; আমাদের কাছে মুতাররিফ বর্ণনা করেছেন; শাবী সূত্রে, আবু জুহাইফাহ বলেছেন: আমি আলী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন)-কে বললাম: হে মুমিনদের সেনাপতি, আপনাদের কাছে কি এমন কোনো বিশেষ লিখিত বিষয় আছে, যা মহান আল্লাহর কিতাবে নেই? তিনি বললেন: না, সেই সত্তার কসম, যিনি শস্যকণা সৃষ্টি করেছেন এবং প্রাণ সৃষ্টি করেছেন, আমি এমন কিছু জানি না, কেবল কুরআনের বিষয়ে মহান আল্লাহ কিছু মানুষকে যে উপলব্ধিবোধ দান করেন তা ব্যতীত, এবং যা এই সহীফায় (লিখিত আছে)। (আবু জুহাইফাহ) বললেন: আমি বললাম: আর সহীফায় কী আছে? তিনি বললেন: তাতে আছে রক্তমূল্য, বন্দীর মুক্তিপণ এবং কোনো মুমিনকে কাফিরের বিনিময়ে হত্যা করা হবে না।

(ص: 539) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1252 - حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْقُرَشِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا الْمُجَالِدُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: لَبَّا أَحْرَقَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الرُّطَّ قَالَ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ لَهُ: فَهَلْ عَهْدٌ إِلَيْكَ فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدًا؟ فَقَالَ: «إِذَا قُلْتُ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَرَفْتُ مِثْلَكَ وَمَنْ يَعْقِلُ أَنَّهُ كَذَلِكَ فَإِذَا قُلْتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَذَا لَكَ فَسَلْنِي»

1252 - সাঈদ ইবনে ইয়াহইয়া আল-কুরাশী আমাকে বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন আমার পিতা, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন আল-মুজালিদ, তিনি আমের থেকে, তিনি আবু জুহাইফা থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু জুহাইফা বলেছেন: যখন আলী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) জুত সম্প্রদায়ের লোকদের পুড়িয়ে দিয়েছিলেন, তখন তিনি (আলী) বললেন: "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন।" যখন তিনি (আলী) ফিরে গেলেন, আমি তাঁকে (আলীকে) বললাম: "তাদের (জুত সম্প্রদায়ের) ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (তাঁর উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) কি আপনাকে কোনো নির্দেশ দিয়েছিলেন?" তখন তিনি (আলী) বললেন: "যখন আমি বলি, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন, তখন তোমার মতো এবং যারা জ্ঞান

রাখে, তারা বোঝে যে বিষয়টি তেমনই। আর যখন আমি বলি, রাসূলুল্লাহ (তাঁর উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) বলেছেন, তখন তুমি আমাকে প্রশ্ন করো।"

(ص: 539) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1253 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ أَبِي بَرَّةَ [ص: 540]، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الطَّفِيلِ، قَالَ: سُئِلَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَلْ خَصَّمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ؟ فَقَالَ: " مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ لَمْ يَعْمَ بِهِ النَّاسُ كَافَّةً إِلَّا كِتَابًا فِي قِرَابٍ سَيْفِي هَذَا. قَالَ: فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً مَكْتُوبٌ فِيهَا لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحَدِّثًا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ "

১২৫৩ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মাদ ইবনু জাফর আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, শুবা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি কাসিম ইবনু আবি বাযযাহকে **পৃষ্ঠা: ৫৪০**, আবু তুফায়িলের সূত্রে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি তোমাদেরকে কোনো বিশেষ কিছু দান করেছিলেন?" তিনি বললেন: "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের জন্য এমন কোনো বিশেষ কিছু রাখেননি যা সর্বসাধারণের জন্য প্রযোজ্য নয়, তবে আমার এই তলোয়ারের খাপের মধ্যে একটি কিতাব (পুস্তক) ব্যতীত।" তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন: অতঃপর তিনি (আলী) একটি সহীফা (লিখিত কাগজ) বের করলেন, যাতে লেখা ছিল: "আল্লাহ অভিশাপ করুন তাকে, যে তার পিতামাতাকে অভিশাপ করে। আর আল্লাহ অভিশাপ করুন তাকে, যে কোনো অপরাধীকে (ধর্মীয় উদ্ভাবনকারী/বিদআতকারী) আশ্রয় দেয়। আর আল্লাহ অভিশাপ করুন তাকে, যে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবেহ করে। আর আল্লাহ অভিশাপ করুন তাকে, যে ভূমির সীমানা চিহ্ন চুরি করে।"

(ص: 540) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1254 - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، نَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، نَا مَنْصُورُ بْنُ حَبَّانَ، نَا أَبُو الطَّفَيْلِ عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ يُسِرُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: فَغَضِبَ وَقَالَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا يَكْتُمُ النَّاسَ غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ حَدَّثَنِي بِكَلِمَاتٍ أَرْبَعٍ فَقَالَ: مَا هُنَّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحَدِّثًا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ»

1254 - আমাদের কাছে যুহাইর ইবনু হারব বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাদের কাছে মারওয়ান ইবনু মুআবিয়াহ আল-ফাজারী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাদের কাছে মানসূর ইবনু হিব্বান বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাদের কাছে আবুত তুফাইল আমির ইবনু ওয়াছিলাহ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি আলী (রা.)-এর কাছে ছিলাম, তখন তাঁর কাছে একজন লোক এসে বললো: রাসূলুল্লাহ (সা.) কি আপনার কাছে এমন কিছু গোপনে বলতেন যা তিনি (অন্য) লোকদের কাছে গোপন রাখতেন? আলী (রা.) বললেন: তখন তিনি রাগান্বিত হলেন এবং বললেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) আমার কাছে এমন কিছু গোপনে বলেননি যা তিনি (অন্য) মানুষের কাছ থেকে গোপন রাখতেন। তবে তিনি আমাকে চারটি কথা বলেছিলেন। তখন সে (লোকটি) বললো: হে মুমিনদের আমির! সেগুলো কী? তিনি বললেন: “আল্লাহ অভিশাপ করুন তাকে যে তার পিতা-মাতাকে অভিশাপ করে, এবং আল্লাহ অভিশাপ করুন তাকে যে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে যবেহ করে, এবং আল্লাহ অভিশাপ করুন তাকে যে কোনো অপরাধীকে আশ্রয় দেয়, এবং আল্লাহ অভিশাপ করুন তাকে যে যমিনের (সীমানা) চিহ্ন পরিবর্তন করে।”

(ص: 540) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1255 - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ، قَالَ: قُلْنَا لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَنَا بِشَيْءٍ أَسْرَهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: مَا أَسْرَ إِلَيَّ شَيْئًا كَتَبَهُ النَّاسَ وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ» فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

1255 - আবু বকর ইবন আবি শাইবাহ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন; (তিনি বলেছেন) আবু খালিদ আল-আহমার আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন; মানসূর ইবন হাইয়ান থেকে; তিনি আবু তুফাইল থেকে। আবু তুফাইল বলেছেন: আমরা আলী, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আমাদের এমন কিছু বলুন যা রাসূলুল্লাহ, আল্লাহ তাঁর উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন, আপনাকে গোপনে বলেছেন।" তখন তিনি বললেন, "তিনি আমাকে এমন কিছু গোপনে বলেননি যা তিনি লোকদের থেকে গোপন রেখেছেন, তবে আমি তাঁকে বলতে শুনেছি: আল্লাহ লানত (অভিশাপ) করুন তাকে যে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য যবেহ করে।" এরপর তিনি (সম্পূর্ণ) হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

(ص: 541) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1256 - وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الشَّعْثَاءِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: نَا سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ وَائِلَةَ، قَالَ: قِيلَ لِعَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَخْبِرْنَا بِشَيْءٍ أَسْرَرِ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَا أَسْرَرِ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا وَكَتَمَهُ النَّاسُ» فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

১২৫৬ - এবং আবুশ শাহাআ আলী ইবনুল হাসান ইবনু সুলাইমান আমাকে তা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: সুলাইমান ইবনু হাইয়ান, মানসূর ইবনু হাইয়ান থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি আমার ইবনু ওয়াইল্লাহকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: "আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনাকে গোপনীয়ভাবে কিছু বলেছিলেন কি?" তখন তিনি বললেন: "আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে এমন কিছু গোপনীয়ভাবে বলেননি যা তিনি মানুষের কাছ থেকে গোপন রেখেছিলেন।" তারপর তিনি হাদীসটি উল্লেখ করলেন।

(ص: 541) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1257 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ يَعْنِي الْفَرَّاءَ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يَثِيعٍ، عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قِيلَ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ تُؤَمِّرُ بَعْدَكَ؟ قَالَ: «إِنْ تُؤَمِّرُوا أَبَا بَكْرٍ تَجِدُوهُ أَمِينًا زَاهِدًا فِي الدُّنْيَا رَاغِبًا فِي الْآخِرَةِ، وَإِنْ تُؤَمِّرُوا عُمَرَ تَجِدُوهُ قَوِيًّا أَمِينًا لَا يَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَائِمَةً، وَإِنْ تُؤَمِّرُوا عَلِيًّا وَلَا أَرَأَيْكُمْ فَاعِلِينَ تَجِدُوهُ هَادِيًّا مَهْدِيًّا يَأْخُذُ بِكُمْ إِلَى الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ»

1257 - আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে আসওয়াদ ইবনু আমির হাদিস শুনিয়েছেন, আমাকে আব্দুল হামিদ ইবনু আবি জাফর — অর্থাৎ আল-ফাররা — বর্ণনা করেছেন ইসরাঈল থেকে, তিনি আবু ইসহাক থেকে, তিনি যায়দ ইবনু ইউসাই থেকে, তিনি আলি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আলি) বলেন: বলা হলো: হে আল্লাহর রাসূল! আপনার পর আমরা কাকে নেতা নিযুক্ত করব? তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "যদি তোমরা আবু বকরকে নেতা নিযুক্ত করো, তবে তাকে পাবে বিশ্বস্ত, দুনিয়াতে নির্মোহ এবং আখিরাতের প্রতি আগ্রহী। আর যদি তোমরা উমারকে নেতা নিযুক্ত করো, তবে তাকে পাবে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত, যিনি আল্লাহর ব্যাপারে কোনো নিন্দকের নিন্দার পরোয়া করবেন না। আর যদি তোমরা আলিকে নেতা নিযুক্ত করো — যদিও আমি তোমাদেরকে তা করতে দেখছি না — তবে তাকে পাবে একজন পথপ্রদর্শক ও হেদায়েতপ্রাপ্ত, যিনি তোমাদেরকে সরল পথের দিকে পরিচালিত করবেন।"

(ص: 541) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1258 - حَدَّثَنِي أَبِي وَأَبُو خَيْثَمَةَ قَالَا: نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرُوهُ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ " قَالَ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ: صَحِيفَةٌ فِيهَا أَسْنَانُ الْإِبِلِ وَأَشْيَاءُ مِنْ [ص: 542] الْجَرَاحَاتِ «فَقَدْ كَذَبَ». قَالَ: وَفِيهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى فِيهَا مُحَدَّثًا فَغَنَى لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَذْنَاهُمْ» وَزَادَ أَبِي

فِي حَدِيثِهِ: «وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْهُ عَدْلًا وَلَا صَرْفًا»

1258 - আমার পিতা ও আবু খাইছামাহ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তাঁরা উভয়ে বলেছেন: আবু মুআবিয়া আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি আমাশ থেকে, তিনি ইবরাহীম আত-তাইমী থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (ইবরাহীম আত-তাইমীর পিতা) বলেছেন: আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আমাদের মাঝে ভাষণ দিলেন এবং বললেন: যে ব্যক্তি মনে করে যে আমাদের কাছে আল্লাহ (আযযা ওয়া জাল্লা)-এর কিতাব এবং এই সহীফা (লিখিত পাতা) ব্যতীত এমন কিছু আছে যা আমরা পাঠ করি—পৃষ্ঠা: 542 আমার পিতা (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: সেটি একটি সহীফা ছিল যাতে উটের দাঁতের বিবরণ এবং আঘাত (ক্ষত)-সম্পর্কিত কিছু বিষয় ছিল—"সে মিথ্যা বলেছে।" তিনি (ইবরাহীম আত-তাইমীর পিতা) আরও বললেন: এবং তাতে (ঐ সহীফায়) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "মদীনা একটি হারাম (পবিত্র স্থান), যা আইর থেকে ছাওর পর্যন্ত। যে ব্যক্তি তাতে (মদীনায়) কোন বিদাআত (ধর্মীয় নতুনত্ব) উদ্ভাবন করে অথবা কোন বিদাআতীকে আশ্রয় দেয়, তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতাগণ এবং সমস্ত মানুষের অভিশাপ। আল্লাহ (আযযা ওয়া জাল্লা) কিয়ামতের দিন তার থেকে কোন বদলা বা ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করবেন না। মুসলমানদের সুরক্ষা (প্রতিশ্রুতি) এক ও অভিন্ন; তাদের মধ্যকার সর্বনিম্ন ব্যক্তিও তা রক্ষা করতে পারে।" আমার পিতা তাঁর হাদীছে যোগ করেছেন: "এবং যে ব্যক্তি নিজ পিতা ব্যতীত অন্যকে পিতা বলে দাবী করে অথবা নিজ মনিব (পৃষ্ঠপোষক) ব্যতীত অন্যকে মনিব হিসেবে গ্রহণ করে, তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতাগণ এবং সমস্ত মানুষের অভিশাপ। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার থেকে কোন ক্ষতিপূরণ বা বদলা গ্রহণ করবেন না।"

(ص: 542) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1258 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خُطِبْنَا عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَلَيْهِ سَيْفٌ فِيهِ صَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ بِهِ فَقَالَ: "وَاللَّهِ مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرُوهُ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ

عز وجل وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ فَأَخْرَجَهَا فَنَشَرَهَا فَإِذَا فِيهَا أَسْنَانٌ وَإِذَا فِيهَا: «الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ وَثَوْرٍ» ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ

1259 -

মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে নুমাইর আল-হামদানী আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি হাফস থেকে বর্ণনা করেছেন, অর্থাৎ ইবনে গিয়াছ থেকে, তিনি আল-আমাশ থেকে, তিনি ইবরাহিম আত-তাইমী থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে। তাঁর পিতা বলেছেন: আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আমাদের মাঝে ভাষণ দিলেন, এবং তাঁর সাথে একটি তলোয়ার ছিল, তাতে একটি লিখিত পৃষ্ঠা (সহীফা) ঝুলানো ছিল। তিনি বললেন: "আল্লাহর কসম! আমাদের কাছে আল্লাহ তাআলার কিতাব (গ্রন্থ) ব্যতীত পড়ার মতো আর কোনো কিতাব নেই, এবং যা এই সহীফাটিতে আছে।" অতঃপর তিনি সেটি বের করলেন এবং খুলে ধরলেন। তখন দেখা গেল তাতে দাঁতের ক্ষতিপূরণ (আইন) সম্পর্কে লেখা আছে। এবং তাতে আরও ছিল: "মদিনা হারাম (সুরক্ষিত এলাকা) হলো আইর ও থাওর (নামক পাহাড়দ্বয়)-এর মধ্যবর্তী স্থান।" অতঃপর তিনি হাদিসের বাকি অংশ বর্ণনা করলেন।

(ص: 542) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1260 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ عز وجل [ص: 543] وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ» فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى آخِرِهِ

১২৬০ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আব্দুর রহমান ইবনে মাহদি থেকে, তিনি সুফিয়ান থেকে, তিনি আল-আমাশ থেকে, তিনি ইবরাহিম আত-তাইমী থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি আলী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে। আলী (রাঃ) বলেছেন: আমাদের কাছে আল্লাহর মহিমাম্বিত ও সমুন্নত কিতাব ছাড়া আর কিছু নেই পৃষ্ঠা: ৫৪৩ এবং এই সহীফা

(লিখিত বিবরণ) নবী (তাঁর প্রতি আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) থেকে (বর্ণিত), (তিনি বলেছেন): «মদিনা একটি সংরক্ষিত পবিত্র স্থান, আইর পাহাড় থেকে সাওর পাহাড় পর্যন্ত। যে ব্যক্তি সেখানে কোনো গর্হিত কাজ করে অথবা কোনো গর্হিত কাজকারীকে আশ্রয় দেয়, তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতাগণ এবং সকল মানুষের অভিষাপ»। অতঃপর তিনি হাদিসের শেষ পর্যন্ত উল্লেখ করলেন।

(ص: 543) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1261 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: قِيلَ لِعَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّ رَسُولَكُمْ كَانَ يَخْصُّكُمْ بِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ عَامَّةٍ؟ قَالَ: «مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ لَمْ يَخْصْ بِهِ النَّاسَ لَيْسَ شَيْءٌ فِي قِرَابٍ سَيِّفِي هَذَا» فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّ شُعْبَةَ خَالَفَهُمْ قَالَ: عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ فَأَخْطَأَ إِنَّمَا هُوَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ وَهُوَ الصَّوَابُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

1261 - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মদ ইবনে জাফর আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, শুবাহ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, সুলাইমান থেকে, তিনি ইবরাহীম আত-তাইয়্যামী থেকে, তিনি আল-হারিস ইবনে সুওয়াইদ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলা হয়েছিল: "নিশ্চয়ই আপনাদের রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাধারণ মানুষ থেকে ভিন্নভাবে আপনাদেরকে বিশেষ কোনো বিষয়ে পৃথক করতেন?" তিনি বললেন: "আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে এমন কোনো বিষয়ে বিশেষিত করেননি, যা দিয়ে তিনি অন্যান্য লোকদের বিশেষিত করেননি। আমার এই তরবারির খাপে এমন কিছু নেই।" অতঃপর তিনি একটি সহীফা (লিখিত পৃষ্ঠা/দলিল) বের করলেন এবং হাদীসটি উল্লেখ করলেন। তবে শুবাহ তাদের থেকে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তিনি বলেছেন: আল-হারিস ইবনে সুওয়াইদ থেকে। এবং তিনি ভুল করেছেন। বরং এটি ইবরাহীম আত-তাইয়্যামী থেকে, তাঁর পিতা থেকে (বর্ণিত হয়েছে)। এবং এটিই সঠিক, ইন শা আল্লাহ (যদি আল্লাহ চান)।

1262 - حَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ أَبُو الْحَارِثِ وَكَانَ صَدُوقًا ثِقَةً رَجُلًا صَالِحًا، نَا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ وَاسْمُهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ نَاجِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فِيكَ مَثَلٌ مَنَ عِيسَى صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ أَبْغَضْتُهُ يَهُودٌ حَتَّى بَهَتُوا أُمَّهُ وَأَحَبَّتْهُ [ص: 544] النَّصَارَى حَتَّى أَنْزَلُوهُ بِالْمَنْزِلَةِ الَّتِي لَيْسَ بِهِ» ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هَلَكَ فِي رَجُلَانِ مُحِبِّ مُفْرِطٍ وَمُبْغِضِ مُفْرِطٍ يُقَرِّظُنِي بِمَا لَيْسَ فِيَّ وَمُبْغِضٌ يَحْبِلُهُ شَتَائِي عَلَى أَنْ يَبْهَتَنِي

১২৬২ - আমাকে বর্ণনা করেছেন সুরাইজ ইবন ইউনুস আবুল হারিস, এবং তিনি ছিলেন সত্যবাদী, নির্ভরযোগ্য, একজন সৎ লোক। আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন আবু হাফস আল-আববার, যার নাম উমার ইবন আব্দুর রহমান, তিনি আল-হাকাম ইবন আব্দুল মালিক থেকে, তিনি আল-হারিস ইবন হাসিরা থেকে, তিনি আবু সাদিক থেকে, তিনি রাবি'আ ইবন নাজ্জিদ থেকে, তিনি আলি, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন, থেকে। তিনি বলেছেন: নবী, তাঁর উপর আল্লাহর দরুদ ও শান্তি বর্ষিত হোক, বলেছেন: "তোমার মধ্যে ঈসার, তাঁর উপর আল্লাহর দরুদ ও শান্তি বর্ষিত হোক, দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। ইয়াহুদিরা তাঁকে ঘৃণা করেছিল, এমনকি তাঁর মায়ের প্রতি অপবাদ আরোপ করেছিল। পৃ: ৫৪৪ আর খ্রিস্টানরা তাঁকে ভালোবাসত, এমনকি তারা তাঁকে এমন মর্যাদায় উন্নীত করেছিল যা তাঁর জন্য শোভনীয় নয়।" অতঃপর আলি, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন, বললেন: "আমার ব্যাপারে দুজন লোক ধ্বংস হয়েছে: একজন মাত্রাতিরিক্ত প্রেমিক এবং একজন মাত্রাতিরিক্ত বিদেষী। (মাত্রাতিরিক্ত প্রেমিক) আমাকে এমন গুণের মাধ্যমে প্রশংসা করে যা আমার মধ্যে নেই, আর (মাত্রাতিরিক্ত বিদেষী) আমার প্রতি তার ঘৃণা তাকে আমার বিরুদ্ধে অপবাদ দিতে প্ররোচিত করে।"

1263 - حَدَّثَنِي سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ بْنُ الْجَرَّاحِ بْنِ مَلِيحٍ بْنُ عَدِيٍّ بْنِ فَرَسٍ الرَّوَاسِيُّ، نَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نَا أَبُو غَيْلَانَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْحَارِثِ

بْنِ حَصِيرَةَ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ نَاجِدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنَّ فِيكَ مِنْ عَيْسَى مَثَلًا أَبْغَضْتُهُ يَهُودٌ حَتَّى بَهْتُوا أُمَّهُ، وَأَحَبَّتُهُ النَّصَارَى حَتَّى أُنْزِلُوهُ بِالْمَنْزِلِ الَّذِي لَيْسَ بِهِ» أَلَا وَإِنَّهُ يَهْلِكُ فِي اثْنَانِ مُحِبُّ مُفَرِّطٍ يُقَرِّظُنِي بِمَا لَيْسَ بِيَّ وَمُبْغِضٌ مُفْتَرٍ يَحْبِلُهُ شَتَائِي عَلَى أَنْ يَبْهَتَنِي أَلَا وَإِنِّي لَسْتُ بِنَبِيِّ وَلَا يُوحَى إِلَيَّ وَلَكِنِّي أَعْمَلُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اسْتَطَعْتُ فَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَحَقُّ عَلَيْكُمْ طَاعَتِي فِيمَا أَحَبَبْتُكُمْ وَكَرِهْتُكُمْ

১২৬৩ - আমাকে সুফিয়ান ইবনে ওয়াকি ইবনে জাররাহ ইবনে মালিহ ইবনে আদী ইবনে ফারাস আর-রুওয়াসি বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে খালিদ ইবনে মাখলাদ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে আবু গাইয়লান আশ-শাইবানি বর্ণনা করেছেন, তিনি আল-হাকাম ইবনে আব্দুল মালিক থেকে, তিনি আল-হারিস ইবনে হাসীরাহ থেকে, তিনি আবু সাদিক থেকে, তিনি রাবীআ ইবনে নাজি.দ থেকে, তিনি আলী ইবনে আবি তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে ডাকলেন এবং বললেন: "নিশ্চয়ই তোমার মধ্যে ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর মতো একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে: ইহুদিরা তাকে ঘৃণা করেছে, এমনকি তার মায়ের প্রতি অপবাদ দিয়েছে; আর খ্রিস্টানরা তাকে এমনভাবে ভালোবেসেছে যে, তারা তাকে এমন মর্যাদায় স্থাপন করেছে যা তার জন্য নয়।" "সাবধান! আমার বিষয়ে দুজন ধ্বংস হবে: একজন চরমপন্থী প্রেমিক যে আমার মধ্যে যা নেই তা দিয়ে আমার অতিরিক্ত প্রশংসা করে, এবং একজন মিথ্যা অপবাদদাতা বিদ্রোহী, যার আমার প্রতি বিদ্বেষ তাকে আমার বিরুদ্ধে অপবাদ দিতে উৎসাহিত করে।" "সাবধান! আমি কোনো নবী নই এবং আমার কাছে ওহীও আসে না; তবে আমি আমার সাধ্যমতো আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্যাহ অনুযায়ী আমল করি। সুতরাং, আল্লাহর (মহিমাম্বিত ও পরাক্রমশালী) আনুগত্যের যে বিষয়ে আমি তোমাদের নির্দেশ দেই, তোমরা পছন্দ করো বা অপছন্দ করো, তাতে আমার আনুগত্য করা তোমাদের জন্য আবশ্যিক।"

1264 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، نَا فَضِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ يَعْنِي النَّمِيرِيَّ
[ص: 545]، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ إِيَّاسِ بْنِ عَمْرِو الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي
طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهُ سَيَكُونُ اخْتِلَافٌ أَوْ
أَمْرٌ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَكُونَ السَّلَامُ فَأَفْعَلْ»

1265 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، نَا قَتَادَةُ، عَنْ
الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَالْأَشْثَرُ، إِلَى عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَذَكَرَ
الْحَدِيثَ وَذَكَرَ قِصَّةَ الصَّحِيفَةِ

১২৬৪ - আমাকে মুহাম্মাদ ইবনু আবী বকর আল-মুফাদ্দামী হাদীস বর্ণনা করেছেন,
আমাদেরকে ফুয়াইল ইবনু সুলায়মান, অর্থাৎ আন-নুমায়রী হাদীস বর্ণনা করেছেন (পৃষ্ঠা:
৫৪৫), আমাদেরকে মুহাম্মাদ ইবনু আবী ইয়াহইয়া হাদীস বর্ণনা করেছেন, ইয়াস ইবনু আমর
আল-আসলামী থেকে, তিনি আলী ইবনু আবী তালিব (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে
বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (আল্লাহর রহমত ও শান্তি তাঁর উপর বর্ষিত হোক)
বলেছেন: "নিশ্চয়ই মতভেদ বা কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। যদি তুমি সন্ধি স্থাপন করতে
পারো, তবে তা করো।"

১২৬৫ - আমাকে আমার পিতা হাদীস বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ
হাদীস বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে সাঈদ ইবনু আবী আরুবাহ হাদীস বর্ণনা করেছেন,
আমাদেরকে ক্বাতাদাহ হাদীস বর্ণনা করেছেন, হাসান থেকে, তিনি ক্বায়স ইবনু উবাদ থেকে
বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: আমি ও আশতার, আলী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন)-এর
কাছে গেলাম, এবং তিনি হাদীসটি উল্লেখ করেন এবং লিখিত দলিলের ঘটনা উল্লেখ করেন।

(ص: 545) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1266 - حَدَّثَنِي أَبُو مَعْبَرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نَا ابْنُ عَلِيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ
الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرَأَيْتَ مَسِيرَكَ هَذَا عَهْدُ

عَهْدَهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ رَأَيْي رَأَيْتَهُ؟ قَالَ: مَا تُرِيدُ إِلَى هَذَا؟
قُلْتُ: دِينَنَا دِينَنَا. قَالَ: «مَا عَهْدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ وَلَكِنْ
رَأْيِي رَأَيْتَهُ»

1266 - আবু মামার ইসমাইল ইবন ইব্রাহিম আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইবন উলাইয়া থেকে, তিনি ইউনুস থেকে, তিনি আল-হাসান থেকে, তিনি কায়স ইবন আব্বাদ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: আমি আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বললাম: আপনার এই পদক্ষেপ কি আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনাকে কোনো অঙ্গীকারস্বরূপ দিয়েছিলেন, নাকি এটি আপনার নিজস্ব কোনো অভিমত? তিনি বললেন: তুমি এ ব্যাপারে কী জানতে চাও? আমি বললাম: আমাদের দ্বীন! আমাদের দ্বীন! তিনি বললেন: "আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে এ বিষয়ে কোনো অঙ্গীকার দেননি, বরং এটি আমার নিজস্ব অভিমত।"

(ص: 545) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1267 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ [ص: 546] بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَانَ إِذَا شَهِدَ مَشْهَدًا أَوْ أَشْرَفَ عَلَى أَكْمَةٍ أَوْ هَبَطَ وَادِيًا قَالَ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. فَقُلْتُ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي يَشْكُرَ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى نَسْأَلَهُ عَنْ قَوْلِهِ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. قَالَ: فَإِنْ طَلَقْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ رَأَيْنَاكَ إِذَا شَهِدْتَ مَشْهَدًا أَوْ هَبَطْتَ وَادِيًا أَوْ أَشْرَفْتَ عَلَى أَكْمَةٍ قُلْتَ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَهَلْ عَهْدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فِي ذَلِكَ؟ قَالَ: فَأَعْرَضَ عَنَّا فَأَلْحَحْنَا عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ: «وَاللَّهِ مَا عَهْدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدًا إِلَّا شَيْئًا عَهْدَهُ إِلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ النَّاسَ وَقَعُوا عَلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَتَلُوهُ ثُمَّ إِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي أَحَقُّهُمْ بِهَذَا الْأَمْرِ فَوَثَبْتُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَعْلَمُ أَصَبْنَا أَمْ أَخْطَأْنَا»

১২৬৭ - আমার পিতা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি আব্দুর রায়যাক থেকে, তিনি মামার থেকে, তিনি আলী ইবনে যায়দ থেকে, তিনি আল-হাসান থেকে, তিনি কায়স [পৃষ্ঠা: ৫৪৬] ইবনে আব্বাদ থেকে বর্ণনা করেছেন। কায়স ইবনে আব্বাদ বলেন: আমরা আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে ছিলাম। যখন তিনি কোনো দৃশ্য দেখতেন অথবা কোনো টিলার উপর উঠতেন অথবা কোনো উপত্যকায় নামতেন, তখন তিনি বলতেন: "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন।" আমি বনু ইয়াক্কুর গোত্রের এক ব্যক্তিকে বললাম: "চলুন, আমরা আমীরুল মুমিনীন-এর কাছে যাই, যাতে আমরা তাঁকে তাঁর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন এই উক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে পারি।" (কায়স) বললেন: অতঃপর আমরা তাঁর কাছে গেলাম এবং বললাম: "হে আমীরুল মুমিনীন! আমরা আপনাকে দেখেছি যখন আপনি কোনো দৃশ্য দেখেন অথবা কোনো উপত্যকায় নামেন অথবা কোনো টিলার উপর উঠেন, তখন আপনি বলেন: আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি আপনাকে বিশেষভাবে কিছু বলেছেন?" তিনি আমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমরা তাঁর উপর জোর চাপ সৃষ্টি করলাম। যখন তিনি তা দেখলেন, তখন বললেন: "আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে এমন কোনো বিশেষ নির্দেশনা দেননি, যা তিনি সাধারণভাবে মানুষকে দেননি। তবে মানুষ উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর উপর আক্রমণ করল এবং তাকে হত্যা করল। তারপর আমি মনে করলাম যে, এই (শাসন) ক্ষমতার জন্য আমি তাদের মধ্যে সবচেয়ে উপযুক্ত। সুতরাং আমি এর দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। আল্লাহই ভালো জানেন যে আমরা সঠিক ছিলাম নাকি ভুল করেছিলাম।"

(ص: 546) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1268 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو عِمْرَانَ الْوُرْكَانِيُّ، نَا أَبُو عَقِيلٍ يَحْيَى بْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ كَثِيرِ النَّوَّاءِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَسَنٍ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُظْهَرُ فِي أُمَّتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يُسَمُّونَ الرَّافِضَةَ يَرْفُضُونَ الْإِسْلَامَ»

1268 - মুহাম্মদ ইবনে জাফর আবু ইমরান আল-ওয়ারকানি আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু আকিল ইয়াহইয়া ইবনুল মুতাওয়াক্কিল থেকে, তিনি কাছির আন-নাওয়াঈ থেকে,

তিনি ইব্রাহিম ইবনে হাসান ইবনে হাসান ইবনে আলী ইবনে আবি তালিব থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে (বর্ণনা করেন)। তিনি (দাদা) বলেন: আলী ইবনে আবি তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "আমার উম্মতের মধ্যে শেষ যুগে এমন একদল লোকের আবির্ভাব ঘটবে যাদেরকে রাফেদা (প্রত্যাখ্যানকারী) বলা হবে। তারা ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করবে।"

(ص: 546) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1269 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لَوْيْنُ الْأَسَدِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ يَحْيَى بْنُ الْمُتَوَكِّلِ [ص: 547] عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ كَثِيرِ النَّوَّاءِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُظْهَرُ فِي أُمَّتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يُسَمُّونَ الرَّافِضَةَ يَرْفُضُونَ الْإِسْلَامَ»

১২৬৯ - আমাদের কাছে মুহাম্মাদ ইবনু সুলাইমান লুওয়াইন আল-আসাদী বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু আকিল ইয়াহইয়া ইবনুল মুতাওয়াক্কিল থেকে বর্ণনা করেছেন **পৃষ্ঠা: ৫৪৭** তিনি আবু ইসমাইল কাছীর আন-নাওয়া থেকে, তিনি ইবরাহীম ইবনুল হাসানের থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা আলী ইবনু আবি তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আলী) বলেছেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: “আমার উম্মতের মধ্যে শেষ যুগে এমন একদল লোক আত্মপ্রকাশ করবে, যাদেরকে ‘রাফিদা’ (অর্থাৎ, প্রত্যাখ্যানকারী/পরিত্যাগকারীগণ) বলা হবে। তারা ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করবে।”

(ص: 547) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1270 - حَدَّثَنِيهِ سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أَبِي عَقِيلٍ يَحْيَى بْنُ الْمُتَوَكِّلِ نَا كَثِيرُ أَبُو إِسْمَاعِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يُسَمُّونَ الرَّافِضَةَ يَرْفُضُونَ الْإِسْلَامَ»

1270 - সুফিয়ান ইবনে ওয়াকি আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইয়াযিদ ইবনে হারুন থেকে, তিনি আবু আকিল ইয়াহইয়া ইবনুল মুতাওয়াঙ্কিল থেকে, তিনি কাসির আবু ইসমাইল থেকে, তিনি ইব্রাহিম ইবনুল হাসান ইবনুল হাসান থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে, তিনি আলী ইবনে আবি তালিব (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "শেষ যুগে একদল লোক আসবে যাদেরকে রাফিদা (الرافضة) বলা হবে, তারা ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করবে।"

(ص: 547) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1271 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْوُرْكَانِيُّ، نَا أَبُو شَهَابٍ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِعٍ الْحَنَاطُ الْكُوفِيُّ، عَنْ كَثِيرٍ النَّوَّاءِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، يَرْفَعُهُ قَالَ: «يَجِيءُ قَوْمٌ قَبْلَ قِيَامِ السَّاعَةِ يُسَمُّونَ الرَّافِضَةَ بُرَاءً مِنَ الْإِسْلَامِ»

1271 - আমাকে মুহাম্মদ ইবনে জাফার আল-ওয়ারকানি বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু শিহাব আবদ রাঈহ ইবনে নাফি আল-হান্নাত আল-কুফি হতে, তিনি কাথির আল-নাওয়া হতে, তিনি ইব্রাহিম ইবনুল হাসান হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে (বর্ণনা করেন), যিনি এটিকে (আল্লাহর রাসূল পর্যন্ত) উন্নীত করে বলেছেন: "কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে একদল লোক আসবে, যাদেরকে রাফিদা বলা হবে। তারা ইসলামের সাথে সম্পর্কহীন হবে।"

(ص: 547) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1272 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُرَّةَ الْأَحْمَسِيِّ، نَا أَبُو يَحْيَى الْجَمَّانِيُّ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ الْكَلْبِيِّ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ الْهَمْدَانِيِّ أَوْ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ [ص: 548] قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَلِيُّ أَنْتَ وَشِيعَتُكَ فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّ قَوْمًا لَهُمْ نَبْرٌ يُقَالُ لَهُ الرَّافِضَةُ إِنْ أَدْرَكْتَهُمْ فَاقْتُلْهُمْ فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ» قَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَنْتَحِلُونَ حُبَّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَلَيْسُوا كَذَلِكَ وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّهُمْ يَشْتُبُونَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

1273 - سَأَلْتُ أَبِي: مَنْ الرَّافِضَةُ؟ قَالَ: «الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَوْ يَشْتُمُونَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ»

1272 - আমার নিকট মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাইল ইবনু সামুরাহ আল-আহমাসি বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু ইয়াহইয়া আল-হিম্মানি থেকে, তিনি আবু জানাব আল-কালবি থেকে, তিনি আবু সুলাইমান আল-হামাদানি অথবা আন-নাখঈ থেকে, তিনি তাঁর চাচা থেকে, তিনি আলী (রাঃ) থেকে। পৃষ্ঠা: ৫৪৮ আলী (রাঃ) বলেছেন: নবী (সাঃ) আমাকে বলেছেন: "হে আলী! তুমি ও তোমার অনুসারীরা জান্নাতে থাকবে। আর এমন এক সম্প্রদায় আছে যাদের উপাধি রাফিদা বলা হয়। যদি তুমি তাদের পাও, তবে তাদের হত্যা করো, কারণ তারা মুশরিক।" আলী (রাঃ) বলেছেন: তারা আহলে বাইত (নবী পরিবার)-এর প্রতি আমাদের ভালোবাসার ভান করে, কিন্তু তারা এমন নয়। এর প্রমাণ হলো, তারা আবু বকর ও উমর (রাঃ)-কে গালি দেয়।

1273 - আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম: রাফিদা কারা? তিনি বললেন: "যারা আবু বকর ও উমরকে গালি দেয় বা নিন্দা করে।"

(ص: 548) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1274 - حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ يَعْنِي الْأَسَدِيَّ، نَا أَبُو كُدَيْبَةَ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: "لَوْ كَانَتِ الشَّيْعَةُ مِنَ الطَّيْرِ لَكَانُوا رَحْمًا قَالَ الشَّعْبِيُّ وَنَظَرْتُ فِي هَذِهِ الْأَهْوَاءِ وَكَلَّمْتُ أَهْلَهَا فَلَمْ أَرَ قَوْمًا أَقَلَّ عُقُولًا مِنَ الْخَشَبِيَّةِ

1274 - উসমান ইবনু আবি শাইবাহ আমাকে বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (অর্থাৎ আল-আসাদী) আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, আবু কুদাইনা আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু খালিদ থেকে, তিনি শাবী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: "যদি শিয়ারা পাখির অন্তর্ভুক্ত হতো, তবে তারা হতো শকুন (রাখাম)।" শাবী বলেছেন: আমি এই ভ্রান্ত মতবাদসমূহ পরীক্ষা করেছি এবং তাদের অনুসারীদের সাথে কথা বলেছি। আমি আল-খাশাবিয়াহদের চেয়ে কম বুদ্ধিমান কোনো সম্প্রদায় দেখিনি।

(ص: 548) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1275 - حَدَّثَنِي أَبُو هَاشِمٍ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ دَلُوبُ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: «لَقَدْ غَلَّتْ هَذِهِ الشَّيْعَةُ فِي عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَمَا غَلَّتِ النَّصَارَى فِي عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ»

১২৭৫ - আবু হাশিম যিয়াদ ইবন আইয়ুব দালউওয়াইহ আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আবু মুআবিয়াহ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, ইসমাইল ইবন আবি খালিদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি শাবি থেকে, তিনি আলকামা থেকে বর্ণনা করেন, আলকামা বলেছেন: "এই শিয়া সম্প্রদায় আলি (রা.) সম্পর্কে চরম বাড়াবাড়ি করেছে, যেমন নাসারা সম্প্রদায় ঈসা ইবন মারইয়াম (আ.) সম্পর্কে চরম বাড়াবাড়ি করেছে।"

(ص: 548) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1276 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ أَبِي سَيِّئَةَ، نَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي [ص: 549] ابْنَ أَبِي خَالِدٍ، وَأَبُوهُ يَعْنِي زَكْرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، وَمَالِكُ بْنُ مِغُولٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ «لَوْ كَانَتِ الشَّيْعَةُ مِنَ الطَّيْرِ لَكَانَتْ رَحْمًا وَلَوْ كَانَتْ مِنَ الْبَهَائِمِ لَكَانَتْ حُمْرًا»

১২৭৬ - মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে আবি সামিনাহ আমাকে বর্ণনা করেছেন, ইবনে আবি জায়িদাহ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, ইসমাইল থেকে, অর্থাৎ পৃষ্ঠা: ৫৪৯ ইবনে আবি খালিদ থেকে, এবং তাঁর পিতা, অর্থাৎ যাকারিয়া ইবনে আবি জায়িদাহ থেকে, এবং মালিক ইবনে মিগওয়াল থেকে, শাবি থেকে (বর্ণিত হয়েছে), “যদি শিয়া সম্প্রদায় পাখিদের অন্তর্ভুক্ত হতো, তবে তারা শকুন হতো। আর যদি তারা চতুষ্পদ জন্তুদের অন্তর্ভুক্ত হতো, তবে তারা গাধা হতো।”

(ص: 549) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1277 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ أَبِي سَيِّدَةَ، نَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ «مَا رَأَيْتُ قَوْمًا أَحَقَّ مِنَ الشَّيْعَةِ لَوْ أَرَدْتُ أَنْ يَمْلَأُوا لِي بَيْتِي هَذَا وَرَقًا لَمَلَأُوهُ»

১২৭৭ - মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া ইবনু আবী সামীনাহ আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইবনু আবী যাইদাহ থেকে, তিনি ইসমাইল ইবনু আবী খালিদ থেকে, তিনি আশ-শাবী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (আশ-শাবী) বলেছেন: “আমি শিয়াদের চেয়ে নিরোধ আর কোনো সম্প্রদায় দেখিনি। যদি আমি তাদের কাছে চাইতাম যে, তারা আমার এই ঘরটি অর্থ দ্বারা পূর্ণ করে দিক, তবে তারা তা পূর্ণ করে দিতো।”

(ص: 549) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1278 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُطِيعٍ بْنُ رَاشِدٍ، نَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ عَلْقَمَةُ: «لَقَدْ صَنَعْتُ هَذِهِ الْأُمَّةَ فِي عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَمَا صَنَعَتِ النَّصَارَى فِي عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ»

1278 - আব্দুল্লাহ ইবন মুতী ইবন রাশিদ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি হুশায়ম থেকে, তিনি ইসমাইল ইবন আবী খালিদ থেকে, তিনি শাবী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (শাবী) বলেন, আলকামা বলেছেন: "এই উম্মাহ আলী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন)-এর ব্যাপারে ঠিক তেমনই আচরণ করেছে, যেমন নাসারারা (খ্রিস্টানরা) ঈসা (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক)-এর ক্ষেত্রে আচরণ করেছিল।"

(ص: 549) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1279 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ مَخُولٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: «لَوْ شِئْتُ أَنْ يُمْلَأَ بَيْتِي هَذَا وَرَقًا عَلَى أَنْ أَكْذِبَ لَهُمْ عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَفَعَلْتُ وَاللَّهِ لَا كَذَبْتُ عَلَيْهِ أَبَدًا»

1279 - মুহাম্মাদ ইবন আব্বাদ আল-মাক্কী আমাকে বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান ইবন উয়ায়না আমাদের বলেছেন, তিনি (সুফিয়ান) বলেছেন: আমি মালিক ইবন মিজওয়ালকে বলতে শুনেছি, তিনি (মালিক) বলেছেন: আমি শাবীকে বলতে শুনেছি: "যদি আমি চাইতাম যে আমার এই ঘরটি রৌপ্যমুদ্রা দিয়ে ভরে যাক, এই শর্তে যে, আমি তাদের জন্য আলী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন)-এর নামে মিথ্যা কথা বলব, তবে আমি তাই করতাম। কিন্তু আল্লাহর কসম, আমি কখনোই তাঁর উপর মিথ্যা আরোপ করব না।"

(ص: 549) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1280 - حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَبْوَيْهِ، نَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ [ص: 550] أَبِي عَبْدِ الْكَرِيمِ، نَا وَهْبُ بْنُ زَمْعَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: كَانَ الشَّعْبِيُّ فِي زَمَانٍ أَشَدَّ مِنْ زَمَنِ الْمَوَالِي فَذَكَرَ الشَّيْعَةَ وَأَيَّامَ الْخَشَبِيَّةِ قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: "لَوْ كَذَبْتُ لَهُمْ كَذِبَةً لَمَلَأُوا بِي هَذِهِ الرَّأْوِيَّةَ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ وَلَكِنْ لَا أَفْعَلُ. ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: إِنْ كَانُوا مِنَ الدَّوَابِّ فَهُمْ حَيٌّ وَإِنْ كَانُوا مِنَ الطَّيْرِ فَهُمْ رَحْمٌ"

1280 - আমাকে আবু আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে শাব্বুওয়াইহ বর্ণনা করেছেন, আব্দুল করীম ইবনে [পৃষ্ঠা: ৫৫০] আবু আব্দুল করীম থেকে, ওয়াহব ইবনে যামআ থেকে, তিনি বলেছেন: আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক বলেছেন: শাবী এমন এক সময়ে ছিলেন যা আশ্রিতদের (বা মুক্ত দাসদের) সময়ের চেয়েও কঠিন ছিল। অতঃপর তিনি শিয়া ও খাশাবিয়াদের দিনগুলোর কথা উল্লেখ করলেন। তিনি (আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক) বললেন: শাবী বলেছেন: "যদি আমি তাদের জন্য একটি মিথ্যা বলতাম, তাহলে তারা আমার জন্য এই কোণটি দিনার বা দিরহাম দিয়ে পূর্ণ করে দিত, কিন্তু আমি তা করব না। এরপর তিনি তাদের বললেন: যদি তারা চতুষ্পদ জন্তু হয়, তবে তারা গাধা; আর যদি তারা পাখি হয়, তবে তারা শকুন।"

(ص: 550) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1281 - قَرَأْتُ عَلَى أَبِي قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُجَالِيدٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: خَطَبَ صَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ فذَكَرَ خَلْقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْأُمَمَ وَالْجَاهِلِيَّةَ وَمَبْعَثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: «قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَقَامَ الْمُصْحَفَ وَقَضَى فِي الْكَلَالَةِ ثُمَّ تُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ وَاسْتُخْلِفَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَفَرَضَ الْعَطَاءَ وَدَوَّنَ الدَّوَاوِينَ وَمَصَّرَ الْأَمْصَارَ ثُمَّ قُتِلَ عُمَرُ يَرَحِمُ اللَّهُ عُمَرَ فَاسْتُخْلِفَ النَّاسُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ»

1281 - আমি আমার পিতার নিকট পাঠ করেছি, তিনি বলেছেন: আমাদেরকে ইয়াহইয়া ইবনু জাকারিয়া ইবনু আবী যাইদাহ বর্ণনা করেছেন, তিনি মুজালিদের সূত্রে, তিনি আমের থেকে, তিনি বলেছেন: সা'সা'আ ইবনু সুওহান ভাষণ দিলেন। অতঃপর তিনি আদম (আলাইহিস সালাম)-এর সৃষ্টি, জাতিসমূহ, জাহিলিয়াত (অজ্ঞতার যুগ) এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তি প্রসঙ্গে আলোচনা করলেন। এরপর তিনি বললেন: "নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইন্তেকাল হলো। এবং আল্লাহ আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে স্থলাভিষিক্ত করলেন। অতঃপর তিনি মুসহাফ (কুরআন) সংকলিত করলেন এবং কাললাহ (১৬)-এর বিষয়ে ফয়সালা দিলেন। এরপর আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ইন্তেকাল করলেন, আল্লাহ আবু বকর (রাহিমাল্লাহু)-কে রহম করুন। এবং উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) স্থলাভিষিক্ত হলেন। অতঃপর তিনি ভাতা নির্ধারণ করলেন, দিওয়ানসমূহ (প্রশাসনিক দফতর) প্রতিষ্ঠা করলেন এবং নতুন নতুন শহর প্রতিষ্ঠা করলেন। এরপর উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) শাহাদাত বরণ করলেন, আল্লাহ উমর (রাহিমাল্লাহু)-কে রহম করুন। অতঃপর মানুষ উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে স্থলাভিষিক্ত করল।"

(ص: 550) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1282 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: «غَلَّتِ الشَّيْعَةُ فِي عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَمَا غَلَّتِ النَّصَارَى فِي عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ» قَالَ: «وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَقُولُ لَقَدْ بَغَضُوا إِلَيْنَا حَدِيثَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ»

1282 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আবু মুআবিয়া আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, ইসমাইল ইবনে আবি খালিদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আশ-শাবী থেকে, আলকামা থেকে, তিনি (আলকামা) বলেছেন: "শিয়া সম্প্রদায় আলী (তাঁর প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হোন)-এর ব্যাপারে এমন বাড়াবাড়ি করেছে, যেমন নাসারা সম্প্রদায় ঈসা ইবনে মারইয়াম (তাঁর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক)-এর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে।" তিনি (শাবী) বলেছেন: "এবং আশ-শাবী বলতেন, তারা (শিয়া সম্প্রদায়) আমাদের কাছে আলী (তাঁর প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হোন)-এর হাদীসকে অপ্রিয় করে তুলেছে।"

(ص: 550) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1283 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُطِيعٍ بْنُ رَاشِدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ وَهَذَا، لَفْظُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ قَالَا: نَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَا الشَّعْبِيُّ، أَنَا الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: «لَا تَكْرَهُوا إِمَارَةً مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَنْ تَنْظُرُوا إِلَى جَمَاجِمِ الرِّجَالِ تَنْدُرُ عَنْ كَوَاهِلِهَا كَأَنَّهَا الْحُنْظَلُ إِلَّا أَنْ يُفَارِقَكُمْ مُعَاوِيَةُ»

1283 - আব্দুল্লাহ ইবন মুতী ইবন রাশিদ এবং মুহাম্মাদ ইবন বাক্কার আমাকে বর্ণনা করেছেন। এটি আব্দুল্লাহ ইবন মুতী-এর হাদীসের শব্দাবলি। তাঁরা উভয়ে বলেন: হুশাইম আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি মুজালিদ ইবন সাঈদ থেকে, তিনি শাবী থেকে, তিনি হারিস আল-আওয়ার থেকে (বর্ণনা করেছেন)। হারিস বলেন: আমি আলী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন)-কে বলতে শুনেছি: "তোমরা মুয়াবিয়ার (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) শাসনকে অপছন্দ করো না। যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম! তোমাদের এবং তিক্ত তরমুজের মতো পুরুষদের মস্তকসমূহ তাদের কাঁধ থেকে ঝরে পড়তে দেখার মাঝে মুয়াবিয়ার তোমাদের থেকে চলে যাওয়া ছাড়া আর কোনো ব্যবধান নেই।"

(ص: 550) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1284 - حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ أَبُو مَعْمَرٍ الْهَذَلِيُّ، نَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي [ص: 551] صَادِقٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "إِنَّ مُعَاوِيَةَ سَيَظْهَرُ عَلَيْكُمْ. قَالُوا: أَفَلَا تُقَاتِلُهُ؟ قَالَ: لَا "

1284 - ইসমাইল আবু মামার আল-হুজালি আমাকে বর্ণনা করেছেন হুশাইম থেকে, তিনি আল-আওয়াম ইবনে হাওশাব থেকে, তিনি আবু [পৃষ্ঠা: ৫৫১] সাদিক থেকে। আবু সাদিক বলেছেন: আলী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) বলেছেন: "নিশ্চয় মুআবিয়া তোমাদের উপর জয়লাভ করবে।" তারা বললো: "আমরা কি তার সাথে যুদ্ধ করবো না?" তিনি বললেন: "না।"

(ص: 551) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1285 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ حُصَيْنٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي وَائِلٍ: عَلِيٌّ أَعْجَبُ إِلَيْكَ صَنِيعًا أَوْ عُثْمَانُ؟ قَالَ: «عَلِيٌّ» قُلْتُ: فَالْيَوْمَ. قَالَ: «عُثْمَانُ، لِأَنَّهُ قُتِلَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ»

১২৮৫ - আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আল-আসওয়াদ ইবনে আমির আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, শুবা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, হুসাইন থেকে। তিনি (হুসাইন) বলেন: আমি আবু ওয়াইলকে জিজ্ঞেস করলাম: আপনার নিকট কি আলী (রা)-এর কর্ম বেশি পছন্দনীয়, নাকি উসমান (রা)-এর? তিনি (আবু ওয়াইল) বললেন: "আলী (রা)।" আমি জিজ্ঞেস করলাম: "তাহলে আজকের দিনে?" তিনি বললেন: "উসমান (রা), কারণ তিনি নিহত হয়েছিলেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন।"

(ص: 551) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1286 - حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ الْحُسَيْنِ، نَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قِيلَ لِأَبِي وَائِلٍ: أَيُّمَا كَانَ أَفْضَلَ عَلِيٌّ أَوْ عُثْمَانُ؟ قَالَ: عَلِيٌّ حَتَّى أَحْدَثَ " قَالَ مُعَاذٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ بِشَرَ بْنِ الْمُفَضَّلِ وَكَانَ وَاللَّهُ خِيَارًا فَقَالَ: «كَانَ وَاللَّهُ عُثْمَانُ وَجَهَادُهُ أَفْضَلُ مِنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَبْلُ وَبَعْدُ»

1286 - আমার নিকট আবু কামিল আল-জাহদারী ফুদায়েল ইবনুল হুসায়ন বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে মুআয ইবনু মুআয বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে শুবাহ বর্ণনা করেছেন, তিনি হুসায়ন ইবনু আব্দুর রহমান থেকে বর্ণনা করেছেন। হুসায়ন বলেন: আবু ওয়ায়েলকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: আলী নাকি উসমান, দুজনের মধ্যে কে বেশি শ্রেষ্ঠ ছিলেন? তিনি (আবু ওয়ায়েল) বললেন: আলী, যতক্ষণ না তিনি (আলী) নতুন কিছু করেন। মুআয বলেন: আমি এই বিষয়টি বিশর ইবনুল মুফাদালকে বর্ণনা করেছিলাম, আর আল্লাহর কসম, তিনি (বিশর) ছিলেন একজন উত্তম ব্যক্তি। তখন তিনি (বিশর) বললেন: "আল্লাহর কসম, উসমান ও তাঁর জিহাদ আলী (আল্লাহ তাঁদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে পূর্বে ও পরে উভয় সময়েই শ্রেষ্ঠ ছিল।"

(ص: 551) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1287 - حَدَّثَنِي أَبُو مَعْبَرٍ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَبَا مُوسَى، كَتَبَ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ تَدْعُو عَلِيٍّ وَيُؤَمِّنُ خَلْفَكَ الْجَاهِلُونَ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {إِنِّي أَعْظَمُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ} [هود: 46]

১২৮৭ - আমার কাছে আবু মামার বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: সুফিয়ান আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আমর থেকে, তিনি (আমর) বলেছেন: আমার কাছে খবর পৌঁছেছে যে, আবু মূসা আলী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন)-এর কাছে লিখেছিলেন: "আমার কাছে খবর পৌঁছেছে যে, আপনি ফজরের সালাতে কুনূত পাঠ করেন, আমার বিরুদ্ধে দুআ করেন এবং আপনার পেছনে অজ্জরা আমীন বলে। আর আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {নিশ্চয় আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যেন তুমি অজ্জদের অন্তর্ভুক্ত না হও।} [হুদ: ৪৬]"

(ص: 552) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1288 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْبَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: رَأَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُدَيْلٍ بْنُ وَرْقَاءَ الْخَزَاعِيِّ رُؤْيَا فَقَصَّهَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: "إِنْ صَدَقَتْ رُؤْيَاكَ قَتَلْتُ فِي أَمْرِ ذِي لُبْسٍ فَقَتِلَ مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ"

صِفِّينَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عُيَيْنَةَ فَحَدَّثَنِي بِحَدِيثٍ أُسْنَدُهُ أَنَّ بُدَيْلَ بْنَ وَرْقَاءَ رَأَى رُؤْيَا وَامْرَأَتُهُ حَامِلٌ بِعَبْدِ اللَّهِ فَقَصَّهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «فِي بَطْنِ امْرَأَتِكَ غَلَامٌ وَسَيُقْتَلُ شَهِيدًا»

1288 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আবদুর রাযযাক মামার থেকে, তিনি আইয়ুব থেকে, তিনি ইবনু সীরীন থেকে, তিনি বলেছেন: আবদুল্লাহ ইবনু বুদাইল ইবনু ওয়ারক্বা আল-খুযাঈ একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন। অতঃপর তিনি তা আবু বকর (আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন)-এর কাছে বর্ণনা করলেন। তখন তিনি (আবু বকর) বললেন: "যদি তোমার স্বপ্ন সত্য হয়, তবে তুমি এমন এক বিষয়ে নিহত হবে যা অস্পষ্টতায়ুক্ত।" অতঃপর তিনি আলী (আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন)-এর সাথে সিফফীনের (Siffin) যুদ্ধে নিহত হন। আবদুর রাযযাক বলেছেন: আমি ইবনু উয়ায়নার কাছে এটি বর্ণনা করেছিলাম। অতঃপর তিনি আমাকে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করলেন যার সনদ তিনি উল্লেখ করেছেন যে, বুদাইল ইবনু ওয়ারক্বা একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং তার স্ত্রী আবদুল্লাহকে গর্ভে ধারণ করছিলেন। অতঃপর তিনি তা নবী (আল্লাহ তাঁর উপর শান্তি ও বরকত বর্ষণ করুন)-এর কাছে বর্ণনা করলেন। তখন তিনি (নবী) বললেন: "তোমার স্ত্রীর গর্ভে একটি পুত্রসন্তান রয়েছে এবং সে শহীদ হিসেবে নিহত হবে।"

(ص: 552) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1289 - حَدَّثَنِي أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنِي أَزْهَرُ السَّكَّانِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، إِنَّهُ لَقِيَ بُدَيْلًا عِنْدَ كَحَالِ الرَّحْبَةِ فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَرَاكَ إِلَّا قُتِلْتَ أَمَا تَذْكُرُ رُؤْيَا رَأَيْتَهَا فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ [ص: 553] عَنْهُ؟ فَقَالَ «إِنْ صَدَقْتَ رُؤْيَاكَ قُتِلْتَ فِي أَمْرٍ مُلْتَبِسٍ؟» قَالَ مُحَمَّدٌ: «فَنَبِّئْتُ أَنَّهُ قُتِلَ يَوْمَ صِفِّينَ»

১২৮৯ - আবু মূসা মুহাম্মদ ইবনু মুছান্না আল-আনযী আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আযহার আস-সাম্মান আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইবনু আউন থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবনু সীরীন থেকে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু আবি বাকরাহ থেকে, তিনি তাঁর পিতা (আবু বাকরাহ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বুদাইলের সাথে রাহাবার কাহহাল-এর কাছে সাক্ষাৎ করলেন।

তখন তিনি (আবু বাকরাহ) বললেন: আমি মনে করেছিলাম যে তোমাকে (বুদাইলকে) হত্যা করা হয়েছে। তুমি কি আবু বকর (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন)-এর যুগে দেখা একটি স্বপ্নের কথা স্মরণ কর না? **পৃষ্ঠা: ৫৩৩** তখন সে (বুদাইল) বলল: যদি তোমার স্বপ্ন সত্য হয়, তবে কি তোমাকে একটি গোলযোগপূর্ণ (বা সন্দেহজনক) বিষয়ে হত্যা করা হবে? মুহাম্মদ (ইবনু সীরীন) বললেন: আমাকে জানানো হয়েছে যে, তাকে সিফফীনের দিনে হত্যা করা হয়েছিল।

(ص: 553) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1290 - حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو مَعْمَرٍ قَالَا: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ظُبْيَانَ، عَنْ أَبِي تَحِيٍّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَا مَعْشَرَ بَاهِلَةَ «اغْدُوا عَلَيَّ عَطَايَاكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي أَبْغَضُكُمْ وَتَبْغِضُونِي»

1290 - আমার নিকট উসমান ইবন আবি শাইবাহ এবং আবু মামার বর্ণনা করেছেন। তাঁরা উভয়ে বলেছেন: জারীর আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, লাইসের সূত্রে, তিনি ইমরান ইবন যাবিয়ানের সূত্রে, তিনি আবু তিহয্যার সূত্রে, তিনি বলেছেন: আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন: "হে বাহিলা গোত্রের লোকেরা! তোমাদের অনুদান গ্রহণের জন্য ভোরে যাও। আর আল্লাহ জানেন যে, আমি তোমাদের ঘৃণা করি এবং তোমরা আমাকে ঘৃণা করো।"

(ص: 553) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

আবু বকরের (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) আনুগত্যের শপথ

(ص: 553) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1291 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَخْزُومِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ فُكَيْحٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، قَالَ: «وَعَضِبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فِي بَيْعَةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْهُمْ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ

رضي الله عنهما [ص: 554] فَدَخَلَ بَيْتَ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا السِّلَاحُ فَجَاءَهَا عُمَرُ رضي الله عنه فِي عَصَابَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِيهِمْ أُسَيْدُ وَسَلَمَةُ بْنُ سَلَامَةَ بْنِ وَقْشٍ وَهُمَا مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ وَيُقَالُ فِيهِمْ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ الشَّيْثَانِ أَخُو بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا سَيْفَ الزُّبَيْرِ فَضَرَبَ بِهِ الْحَجَرَ حَتَّى كَسَرَهُ» قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ «أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ كَانَ مَعَ عُمَرَ يَوْمَئِذٍ وَأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ كَسَرَ سَيْفَ الزُّبَيْرِ»، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

১২৯১ - মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক ইবনু মুহাম্মদ আল-মাখযুমী আল-মুসাইয়্যাবী আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মদ ইবনু ফুলাইহ ইবনু সুলাইমান আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, মূসা ইবনু উক্বাহ থেকে, তিনি ইবনু শিহাব থেকে, তিনি বলেন: «আবু বকর, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন, তাঁর আনুগত্যের শপথ (বাইয়াত) গ্রহণের বিষয়ে মুহাজিরগণের (হিজরতকারীগণ) কিছু সংখ্যক লোক অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আলী ইবনু আবী তালিব এবং যুবাইর ইবনুল আওয়াম, আল্লাহ তাঁদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হোন। পৃষ্ঠা: ৫৫৪ অতঃপর তাঁরা রাসূলুল্লাহ, আল্লাহর রহমত ও শান্তি তাঁর উপর বর্ষিত হোক, তাঁর কন্যা ফাতিমার ঘরে প্রবেশ করলেন এবং তাঁদের সাথে অস্ত্রশস্ত্র ছিল। তখন উমার, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন, মুসলিমদের একটি দল নিয়ে তাঁদের কাছে এলেন, সেই দলে উসাইদ এবং সালামাহ ইবনু সালামাহ ইবনু ওয়াক্বশ ছিলেন, তাঁরা উভয়ই বানু আব্দুল আশহাল গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এবং বলা হয় যে, তাঁদের মধ্যে বানু হারিস ইবনুল খাজরাজ গোত্রের ভাই সাবিত ইবনু ক্বাইস ইবনু শাম্মাসও ছিলেন। অতঃপর তাঁদের একজন যুবাইরের তলোয়ারটি নিয়ে পাথরের উপর এমনভাবে আঘাত করলেন যে, তা ভেঙে গেল।» মূসা ইবনু উক্বাহ বলেন: সাদ ইবনু ইবরাহীম বলেছেন: ইবরাহীম ইবনু আব্দুর রাহমান ইবনু আওফ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আব্দুর রাহমান সেদিন উমারের সাথে ছিলেন এবং মুহাম্মদ ইবনু মাসলামাহ যুবাইরের তলোয়ারটি ভেঙেছিলেন। আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

1292 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، نَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، نَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: لَمَّا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى عَلِيًّا قَالَ: فَذَهَبَ رِجَالٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَجَاءُوا بِهِ فَقَالَ لَهُ: يَا عَلِيُّ قُلْتَ ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ وَحَتَنَ رَسُولِ اللَّهِ؟ فَقَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا تَثْرِيْبَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ ابْسُطْ يَدَكَ فَبَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعَهُ ثُمَّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا لِي لَا أَرَى الزُّبَيْرَ؟ قَالَ: فَذَهَبَ رِجَالٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَجَاءُوا بِهِ فَقَالَ: يَا زُبَيْرُ قُلْتَ ابْنُ عَمَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَحَوَارِي رَسُولِ اللَّهِ؟ قَالَ الزُّبَيْرُ: لَا تَثْرِيْبَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ ابْسُطْ يَدَكَ فَبَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعَهُ

১২৯২ - উবাইদুল্লাহ ইবনু উমার আল-কাওয়ারীরী আমাকে বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন) আমাদেরকে আব্দুল আলা ইবনু আব্দুল আলা বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন) আমাদেরকে দাউদ ইবনু আবী হিন্দ বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু নাদরাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: যখন লোকেরা আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট একত্রিত হলো, তখন তিনি বললেন, আমি আলীকে দেখছি না কেন? তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন: তখন আনসারদের কিছু লোক গেলেন এবং তাঁকে (আলীকে) নিয়ে আসলেন। তখন তিনি তাঁকে বললেন, হে আলী! তুমি কি বলেছিলে যে, তুমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চাচাতো ভাই এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জামাতা? তখন আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, হে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খলীফা, কোনো তিরস্কার নেই! আপনার হাত বাড়ান। তখন তিনি (আবু বকর) তাঁর হাত বাড়ালেন এবং তিনি (আলী) তাঁর বাইয়াত করলেন। এরপর আবু বকর বললেন, আমি যুবাইরকে দেখছি না কেন? তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন: তখন আনসারদের কিছু লোক গেলেন এবং তাঁকে (যুবাইরকে) নিয়ে আসলেন। তখন তিনি বললেন, হে যুবাইর! তুমি কি বলেছিলে যে, তুমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ফুফাতো ভাই এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিশেষ অনুসারী? যুবাইর বললেন, হে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খলীফা, কোনো তিরস্কার নেই! আপনার হাত বাড়ান। তখন তিনি (আবু বকর) তাঁর হাত বাড়ালেন এবং তিনি (যুবাইর) তাঁর বাইয়াত করলেন।

1293 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ ابْنُ عَلِيَّةَ نَا الْجَرِيرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: " أَبْطَأَ عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ عَنْ بَيْعَةِ أَبِي بَكْرٍ، فَلَقِيَهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: «يَا [ص: 555] عَلِيُّ أَبْطَأْتَ عَنْ بَيْعَتِي وَأَنَا أَسَلَمْتُ، قَبْلَكَ» وَلَقِيَ الزُّبَيْرُ فَقَالَ: «يَا زُبَيْرُ أَبْطَأْتَ عَنْ بَيْعَتِي وَأَنَا أَسَلَمْتُ قَبْلَكَ»

১২৯৩ - আমাকে উবাইদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ বর্ণনা করেছেন, তাঁকে ইসমাইল ইবনে ইবরাহীম বর্ণনা করেছেন, আর তিনি হলেন ইবনে উলাইয়াহ, তাঁকে আল-জুরাইরী বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু নাদরাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবু নাদরাহ) বললেন: "আলী ও যুবাইর আবু বকরের আনুগত্যের শপথ গ্রহণে বিলম্ব করেছিলেন। অতঃপর আবু বকর তাঁর (আলীর) সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং বললেন: «হে পৃষ্ঠা: ৫৫৫ আলী, তুমি আমার আনুগত্যের শপথ গ্রহণে বিলম্ব করেছ, অথচ আমি তোমার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছি।» এবং তিনি যুবাইরের সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং বললেন: «হে যুবাইর, তুমি আমার আনুগত্যের শপথ গ্রহণে বিলম্ব করেছ, অথচ আমি তোমার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছি।»

(ص: 555) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1294 - حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ أَبُو مَعْمَرٍ، نَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ شَرِيكِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ تَبِيْمِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْجَمَلِ أَوْ يَوْمَ صِفِّينَ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَدِدْتُ أَنِّي مِتُّ قَبْلَ هَذَا بِعَشْرِينَ سَنَةً»

১২৯৪ - আমাকে ইসমাইল আবু মামার হাদীস বর্ণনা করেছেন, ইবনুন নুমাইর বর্ণনা করেছেন শারীক থেকে, তিনি আলা ইবনে আব্দুল কারীম থেকে, তিনি তামিম ইবনে সালামা থেকে। তিনি (তামিম) বললেন: হাসান ইবনে আলী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) জামাল যুদ্ধের দিন অথবা সিফফীন যুদ্ধের দিন কিছু কথা বলেছিলেন। তখন আলী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) তাকে বললেন: "আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, আমি এর বিশ বছর আগেই মারা যেতাম।"

(ص: 555) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1295 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، نَا أَبُو مَعْشَرٍ الْبَرَاءُ، حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ طَيْسَلَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَايَةَ، قَالَ: دَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغْفَلٍ عَلَى عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ جَأَمٌ مِنْ [ص: 556] خَبِيصٍ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «عَلَى هَذَا الَّذِي تَقْتُلُ قُرَيْشٌ بَعْضُهَا بَعْضًا»

১২৯৫ - মুহাম্মাদ ইবনে আবি বাকর আল-মুকাদামী আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আবু মাশার আল-বারা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, সাদাকা ইবনে তাইসালাহ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, কাইস ইবনে উবায়াহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল আলী (রাঃ)-এর নিকট প্রবেশ করলেন, তখন তাঁর সম্মুখে পৃষ্ঠা: ৫৫৬ খাবিস নামক এক প্রকার মিষ্টান্নের একটি থালা ছিল। তখন আলী (রাঃ) বললেন: "এই (দুনিয়াবী বস্তুর) জন্যই তো কুরাইশরা একে অপরের রক্ত ঝরাচ্ছে।"

(ص: 556) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1296 - حَدَّثَنِي أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ سَجَّادٌ، نَا أَحَدُ بَنِي عَلِيٍّ بْنِ غُرَابٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِقِصْعَةٍ ثَرِيدٍ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: «كُلُوا فَإِنَّمَا يُقَاتِلُكُمُ الْقَوْمُ عَلَى هَذَا»

১২৯৬ - আবু আলী আল-হাসান ইবনে হাম্মাদ সাজ্জাদা আমাকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আলী ইবনে গুরাবের পুত্রদের একজন আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, ইসমাইল ইবনে আবি খালিদেবের সূত্রে, তিনি কাইস ইবনে আবি হাযিমের সূত্রে। কাইস ইবনে আবি হাযিম বলেন: আলী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) এর নিকট বোলে ভেজানো রুটির একটি বিশেষ খাবার ভর্তি এক বাটি আনা হলো। তখন তিনি তাঁর সঙ্গীদের বললেন: "তোমরা খাও। কারণ, লোকেরা তোমাদের সাথে এই (পার্থিব বস্তুর লোভে) যুদ্ধ করছে।"

(ص: 556) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1297 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَجَدُهُ مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، نَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ
الْغَطَفَانِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: «سَبَعْتُ عَلِيًّا، وَعُثْمَانَ رَضِيَ
اللهُ عَنْهُمَا يَسْتَبْتَانِ سِبَابًا لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا أَبَدًا ثُمَّ رَأَيْتُهُمَا مِنَ الْعَشِيِّ فِي ذَلِكَ
الْمَكَانِ يَضْحَكُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ»

1297 - মুহাম্মদ ইবনে মারজুক আমাকে বর্ণনা করেছেন, এবং তাঁর দাদা মাহদী ইবনে মায়মুন (আমাদেরকে) উসমান ইবনে উসমান আল-গাতফানী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি আলী ইবনে যায়িদ থেকে, তিনি সাঈদ ইবনে আল-মুসাইয়িব থেকে। সাঈদ ইবনে আল-মুসাইয়িব বলেছেন: "আমি আলী ও উসমানকে (আল্লাহ তাঁদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হোন) এমনভাবে একে অপরকে গালি দিতে শুনেছি, যা আমি কখনও কারো কাছে বর্ণনা করব না। এরপর আমি বিকেলের দিকে তাঁদের দুজনকে সেই একই স্থানে দেখেছি, তাঁদের একজন অপরজনের দিকে তাকিয়ে হাসছিলেন।"

(ص: 556) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1298 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ، قَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَسْتَبْتَانِ سِبَابًا مَا أُخْبِرْتُ بِهِ
أَحَدًا بَعْدُ»

1298 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে মুহাম্মাদ ইবনু জাফর বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে শুবাহ বর্ণনা করেছেন, আলী ইবনু যায়দ সূত্রে, তিনি সাঈদ ইবনুল মুসায়িব সূত্রে, তিনি বলেছেন: "আমি অবশ্যই আলী ও উসমানকে - আল্লাহ তাঁদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হোন - এমনভাবে পরস্পরকে গালিগালাজ করতে দেখেছি, যার সম্পর্কে আমি এরপর আর কাউকে অবহিত করিনি।"

(ص: 556) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1299 - حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ أَبُو مَعْمَرٍ، نَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ مُضَارِبٍ [ص: 557] بِنِ حَزْنٍ، قَالَ: قِيلَ لِعَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا حَمَلَهُمْ عَلَى قَتْلِ عُثْمَانَ؟ قَالَ: «الْحَسَدُ»

১২৯৯ - ইসমাইল আবু মামার আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, আব্বাদ ইবনুল আওয়াম আমাদেরকে আল-জুরাইরি থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি মুদারিব [পৃষ্ঠা: ৫৫৭] ইবনে হাযন থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: কী কারণে তারা উসমানকে হত্যা করেছিল? তিনি বললেন: "হিংসা।"

(ص: 557) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

قَوْلُ أَوْلَادِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

আলী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন)-এর সন্তানগণের বাণী

(ص: 557) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1300 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا أُسْبَاطُ، نَا كَثِيرُ أَبُو إِسْمَاعِيلَ النَّوَّاءُ، قَالَ: سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ «تَوَلَّيْهُمَا» قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ تَقُولُ فِيْمَنْ تَبَرَّأَ مِنْهُمَا؟ قَالَ: «يُبْرَأُ مِنْهُ حَتَّى يَتُوبَ»

1300 - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আসবাত আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, কাসীর আবু ইসমাইল আন-নাওয়া আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: আমি য়ায়েদ ইবনে আলী-কে আবু বকর ও উমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহ তাদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হোন। তখন তিনি বললেন: "তাদের উভয়কে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো (বা তাদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করো)।" তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন: আমি জিজ্ঞাসা করলাম: "যারা তাদের উভয়ের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে (বা নিজেদেরকে বিমুক্ত ঘোষণা করে), তাদের সম্পর্কে আপনি কী বলেন?" তিনি বললেন: "তাকে (তার থেকে) সম্পর্ক ছিন্ন ঘোষণা করা হবে, যতক্ষণ না সে তওবা করে (অনুশোচনা সহকারে ফিরে আসে)।"

1301 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا أُسْبَاطُ، عَنْ كَثِيرِ النَّوَّاءِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ «تَوَلَّيْتُهَا فَمَا كَانَ مِنْهُمَا مِنْ إِثْمٍ فَهُوَ فِي عُنُقِي»

১৩০১ - আমার পিতা আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, আসবাত আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, কাছীর আল-নাওয়া' থেকে। তিনি বলেছেন: আমি আবু জা'ফরকে আবু বকর ও উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। অতঃপর তিনি বললেন: "তোমরা তাদের উভয়কে ভালোবাসো (বা তাদের প্রতি আনুগত্য পোষণ করো), তাদের পক্ষ থেকে যা কিছু ভুলত্রুটি বা গুনাহ (পাপ) হয়েছে, তার দায়ভার আমার কাঁধে।"

1302 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا أُسْبَاطُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: «بَرِئَ اللَّهُ مِنَّنْ تَبَرَّأَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ»

1302 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আসবাত আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, আমার ইবনে কায়স থেকে, তিনি বলেছেন: আমি জাফর ইবনে মুহাম্মাদকে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি আবু বকর ও উমার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে, আল্লাহ তার থেকে সম্পর্কহীন।"

1303 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، نَا سَالِمُ بْنُ يَعْنِي ابْنِ أَبِي حَفْصَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَجَعْفَرَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ «يَا سَالِمُ تَوَلَّيْتُهَا وَأَبْرَأُ مِنْ عَدُوِّهَا فَإِنَّهُمَا كَانَا إِمَامَيْنِ هُدًى» وَقَالَ لِي جَعْفَرُ: «يَا سَالِمُ، أَبُو بَكْرٍ جَدِّي أَيْسَبُ الرَّجُلِ جَدَّهُ؟» قَالَ: وَقَالَ لِي: «لَا نَأْتِنِي شَفَاعَةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقِيَامَةِ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَتَوَلَّيْتُهَا وَأَبْرَأُ مِنْ عَدُوِّهَا»

1303 - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মাদ ইবনে ফুযায়েল আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, সালেম—অর্থাৎ আবু হাফসাহর পুত্র—আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি

(সালেম) বলেন: আমি আবু জাফর এবং জাফরকে আবু বকর ও উমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। আল্লাহ তাঁদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হোন। তখন তাঁরা দুজন বললেন, "হে সালেম! তুমি তাঁদের উভয়ের প্রতি আনুগত্য পোষণ করো এবং তাঁদের শত্রুদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করো, কারণ তাঁরা দুজন ছিলেন হেদায়েতের ইমাম।" এবং জাফর আমাকে বললেন, "হে সালেম! আবু বকর আমার দাদা। কোনো ব্যক্তি কি তার দাদাকে গালি দেয়?" তিনি (সালেম) বলেন: এবং তিনি (জাফর) আমাকে বললেন, "যদি আমি তাঁদের উভয়ের প্রতি আনুগত্য পোষণ না করি এবং তাঁদের শত্রুদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদ না করি, তবে কিয়ামতের দিন মুহাম্মদ, তাঁর উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক, তাঁর সুপারিশ যেন আমাকে স্পর্শ না করে।"

(ص: 558) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1304 - حَدَّثَنِي أَبِي وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ، نَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ أَبُو سَعِيدٍ، فِي سَنَةِ تِسْعٍ وَسَبْعِينَ وَمِائَةٍ عَنْ مُجَالِدٍ، قَالَ: قِيلَ لِعَامِرٍ لِمَ تَقَعُ فِي هَذِهِ الشَّيْعَةِ وَإِنَّمَا تَعَلَّمْتَ مِنْهُمْ؟ فَقَالَ: مِنْ أَبِيهِمْ؟ قَالُوا مِنَ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ وَصَعَصَعَةَ بْنِ صُوحَانَ وَرُشَيْدٍ الْهَجَرِيِّ فَقَالَ " سَأَحَدُّكُمْ عَنْ هَؤُلَاءِ أَمَّا الْحَارِثُ فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلًا حَاسِبًا فَتَعَلَّمْتُ مِنْهُ الْحِسَابَ وَأَمَّا صَعَصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ فَكَانَ رَجُلًا خَطِيبًا مَا أَفْتَى بِفُتْيَا قَطُّ وَأَمَّا رُشَيْدٌ فَإِنَّهُ كَانَ صَاحِبًا لِي قَالَ: هَلْ لَكَ فِي رُشَيْدٍ فَصَلَّيْنَا الْغَدَاةَ وَعَلَيَّ ثِيَابِي فَأَتَيْنَاهُ فَنَظَرُ إِلَى صَاحِبِي وَأُنْكَرَنِي فَقَالَ لِصَاحِبِي بِيَدِهِ هَكَذَا وَحَرَّكَهَا يَعْني أَيُّ شَيْءٍ ذَا الَّذِي مَعَكَ؟ قَالَ: فَأَشَارَ بِيَدِهِ وَعَقَدَ ثَلَاثِينَ قَالَ: هُوَ عَلَى السَّكِينَةِ قُلْنَا حَدِّثْنَا رَحِمَكَ اللَّهُ. قَالَ: أَتَيْنَا حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ مَا قُتِلَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْنَا اسْتَأْذِنَ لَنَا عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ هُوَ نَائِمٌ وَحُسَيْنٌ يَعْني حَسَنًا قَالَ: فَقُلْنَا مَا نَعْني الَّذِي تَعْني وَلَكِنْ نَعْني أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ. قَالَ: فَقَالَ حُسَيْنٌ: ذَاكَ قُتِلَ. فَقُلْنَا إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا قُتِلَ وَإِنَّهُ لَيَتَنَفَّسُ تَنَفَّسَ الْحَيِّ وَيَعْرِقُ مِنَ الدِّثَارِ الثَّقِيلِ قَالَ: أَمَّا إِذَا عَلِمْتُمْ فَادْخُلُوا عَلَيْهِ فَسَلِّمُوا وَلَا تَهَيِّجُوهُ "

1304 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন এবং আমি তাঁর কাছে পাঠ করেছি, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন ইয়াহিয়া ইবনে যাকারিয়া ইবনে আবি যাইদা আবু সাঈদ একশো উনআশি সনে মুজালিদ থেকে, তিনি বলেন: আমিরকে বলা হলো: "আপনি কেন এই শিয়াদের নিন্দা করেন, অথচ আপনি তাদের কাছ থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করেছেন?" তখন তিনি (আমির) বললেন: "তাদের কার থেকে (আমি শিখেছি)?" তারা বলল: "আল-হারিস আল-আওয়ার, সাসাআ ইবনে সুহান এবং রুশাইদ আল-হাজারী থেকে।" তখন তিনি (আমির) বললেন: "আমি তোমাদেরকে এদের সম্পর্কে বলব। হারিসের কথা যদি বল, তিনি ছিলেন একজন হিসাববিদ ব্যক্তি, তাই আমি তাঁর কাছ থেকে হিসাববিদ্যা শিখেছি। আর সাসাআ ইবনে সুহানের কথা যদি বল, তিনি ছিলেন একজন বাগ্মী ব্যক্তি; তিনি কখনো কোনো ফতোয়া দেননি। আর রুশাইদের কথা যদি বল, তিনি ছিলেন আমার একজন সঙ্গী। (আমার এক সঙ্গী) বললেন: আমরা কি রুশাইদের কাছে যাব? তখন আমরা ফজরের সালাত আদায় করলাম, আর আমার পোশাক পরা ছিল, তখন আমরা তাঁর (রুশাইদের) কাছে গেলাম। তিনি (রুশাইদ) আমার সঙ্গীর দিকে তাকালেন এবং আমাকে চিনতে পারলেন না। তখন তিনি (রুশাইদ) আমার সঙ্গীকে তাঁর হাত দিয়ে এভাবে ইশারা করলেন এবং নাড়ালেন, অর্থাৎ: তোমার সাথে এই লোকটি কে? (আমির বলেন:) তখন তিনি (রুশাইদ) হাত দিয়ে ইশারা করলেন এবং ত্রিশটি আঙ্গুল ভাঁজ করে দেখালেন। (এরপর রুশাইদ) বললেন: সে স্থিরতার উপর আছে। আমরা বললাম: আমাদের বর্ণনা করুন, আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন। তিনি (আমির) বললেন: আমরা হুসাইন ইবনে আলী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন)-এর কাছে গেলাম আলী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন)-কে শহীদ করার পর। তখন আমরা বললাম: আমাদের জন্য আমীরুল মুমিনীন-এর কাছে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করুন। তখন তিনি (হুসাইন) বললেন: তিনি ঘুমাচ্ছেন। (এখানে হুসাইন দ্বারা হাসানকে বোঝানো হয়েছে)। (আমির) বলেন: তখন আমরা বললাম: আপনি যাকে বুঝিয়েছেন, আমরা তাকে বুঝাইনি, বরং আমরা বুঝিয়েছি আমীরুল মুমিনীন এবং সাইয়্যিদুল মুরসালীন-কে। (আমির) বলেন: তখন হুসাইন বললেন: তিনি তো শহীদ হয়ে গেছেন। তখন আমরা বললাম: আল্লাহর কসম, তিনি শহীদ হননি। আর তিনি জীবিত মানুষের মতো শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছেন এবং ভারী বস্ত্রাবরণের কারণে ঘামছেন। তিনি (হুসাইন) বললেন: আচ্ছা, যদি তোমরা জেনে থাকো, তাহলে তাঁর কাছে প্রবেশ করো এবং সালাম দাও, তবে তাকে বিরক্ত করো না। "

1305 - حَدَّثَنِي أَبِي وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: قُلْتُ لَزِيَادِ بْنِ النَّضْرِ قَدْ كُنْتَ مِنَ الشَّيْعَةِ فَلِمَ تَرَكْتَهُمْ قَالَ: «إِنِّي رَأَيْتُهُمْ يَأْخُذُونَ بِأَعْجَازٍ لَيْسَ لَهَا صُدُورٌ»

1305 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন এবং আমি তার কাছে পাঠ করেছি, আমাদের কাছে ইয়াহইয়া ইবনু আবি জায়েদাহ মুজালিদ থেকে, তিনি আমার থেকে বর্ণনা করেছেন। আমার বলেছেন: আমি জিয়াদ ইবনুন-নাদরকে বললাম, "আপনি তো শিয়াদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাহলে কেন তাদের ত্যাগ করলেন?" তিনি বললেন: "নিশ্চয়ই আমি দেখেছি যে, তারা এমনসব বিষয়কে আঁকড়ে ধরেছে যার কোনো মূল বা সূচনা নেই।"

1306 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، إِمْلَاءَ سَنَةِ ثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ، نَا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ، حَدَّثَنِي شَيْخٌ، مِنْ قُرَيْشٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «أُرْجِي الْأُمُورَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَلَا تَكُنْ مُرْجِئًا وَأُمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَا تَكُنْ حُرُورِيًّا وَاعْلَمْ أَنَّ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ مِنَ اللَّهِ وَلَا تَكُنْ قَدَرِيًّا» قَالَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: فَحَدَّثَنِي رَجُلٌ كَانَ إِلَى جَنْبِ الْأَبَّارِ أَنَّ الشَّعْبِيَّ قَالَ: مَعَ هَذَا وَأَحَبُّ صَلَاحِ بَنِي هَاشِمٍ وَلَا تَكُنْ شَيْعِيًّا "

১৩০৬ - ইয়াহইয়া ইবনু আইয়ুব আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, যা দুই শত ত্রিশ (হিজরী) সনে শ্রুতিলিপি আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আবু হাফস আল-আববার আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: কুরাইশ গোত্রের একজন শায়খ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি শাবী থেকে বর্ণনা করেছেন, যিনি বলেছেন: "সকল বিষয়কে মহান আল্লাহর উপর সোপর্দ করো এবং মুরজিয়া মতাবলম্বী হয়ো না। সৎ কাজের আদেশ দাও এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করো, আর হারুরি মতাবলম্বী হয়ো না। আর জেনে রাখো যে, ভালো ও মন্দ উভয়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে, আর কাদারি মতাবলম্বী হয়ো না।" ইয়াহইয়া ইবনু আইয়ুব বলেছেন: "আল-আব্বারের পাশে থাকা একজন ব্যক্তি আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, শাবী

বলেছেন: এর সাথে, বনু হাশিমের কল্যাণের প্রতি ভালোবাসা রাখো এবং শিয়া মতাবলম্বী হয়ো না।"

(ص: 559) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1307 - حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا شَرِيكَ أَوْ رَجُلٌ عَنْ شَرِيكَ، شَكَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ أُسْقَفَ نَجْرَانَ جَاءَ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْشُدَكَ كِتَابَكَ بِبَيِّنِكَ وَشَفَاعَتِكَ بِلِسَانِكَ وَكَانَ عُمَرُ أَخْرَجَهُمْ مِنْ أَرْضِهِمْ أَرْجَعْنَا إِلَى أَرْضِنَا قَالَ: «لَا إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ رَشِيدَ الْأَمْرِ»

1307 - উসমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবি শাইবাহ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, শারিক অথবা শারিকের সূত্রে একজন লোক (আবু আব্দুর রহমান সন্দেহ করেছেন) আল-আমাশের সূত্রে সালিম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নাজরানের বিশপ (ধর্মযাজক) আলী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন)-এর কাছে এলেন এবং বললেন: "হে মুমিনদের সেনাপতি, আমি আপনার ডান হাতে লিখিত চুক্তি ও আপনার মুখের সুপারিশের দোহাই দিয়ে আপনাকে আবেদন করছি। উমার (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) তো আমাদেরকে আমাদের ভূমি থেকে বের করে দিয়েছিলেন। আমাদেরকে আমাদের ভূমিতে ফিরিয়ে দিন।" তিনি বললেন: "না, নিশ্চয় উমার (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন)-এর সিদ্ধান্ত সঠিক ও সুচিন্তিত ছিল।"

(ص: 559) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1308 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ بِكَّةَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ أَبِي حَرْبٍ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: " أَتَانِي عَبْدُ [ص: 560] اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ وَقَدْ أَدْخَلْتُ رَجُلِي فِي الْغُرَزِ فَقَالَ أَيُّنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ: الْعِرَاقَ، قَالَ: «أَمَّا إِنَّكَ إِنْ جِئْتَهَا لِيُصِيبُكَ بِهَا ذُبَابُ السَّيْفِ» قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ

رضي الله عنه وإيّم الله، لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ " قَالَ أَبُو
الْأَسْوَدَ: فَعَجِبْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ رَجُلٌ مُحَارِبٌ يُحَدِّثُ بِهَذَا عَنْ نَفْسِهِ

১৩৮০ - আমাদের কাছে মক্কার মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে আবি উমার আল-আদানি, আবু আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন। তিনি (বলেন), সুফিয়ান বর্ণনা করেছেন আব্দুল মালিক ইবনে আইয়ান থেকে, তিনি আবু হারব ইবনে আবুল আসওয়াদ থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে, তিনি বলেছেন: "আব্দুল্লাহ [পৃষ্ঠা: ৫৬০] ইবনে সালাম আমার কাছে এলেন যখন আমি আমার পা রেকাবের (ঘাড়) মধ্যে ঢুকিয়েছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: আপনি কোথায় যেতে চান?" আমি বললাম: "ইরাকে।" তিনি বললেন: "শোনো! তুমি যদি সেখানে যাও, তবে সেখানে তোমাকে তরবারির ধার (মৃত্যু) আঘাত করবে।" বর্ণনাকারী বললেন: আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন: "আল্লাহর কসম, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে এই কথা বলতে শুনেছি।" আবুল আসওয়াদ বললেন: "আমি এতে অবাক হলাম এবং বললাম, একজন যোদ্ধা নিজের সম্পর্কে এমন কথা বলছেন!"

(ص: 560) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1309 - حَدَّثَنِي أَبُو هِشَامٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْعُجَلِيُّ، نَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّضْرُ بْنُ
مَنْصُورٍ، نَا أَبُو الْجَنْوَبِ عُقْبَةُ بْنُ عُلْقَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ جَارَايَ فِي الْجَنَّةِ»

1309 - আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবু হিশাম মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ আল-ইজলী, আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন আবু আবদির রহমান আন-নাদর ইবনু মানসুর, আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন আবুল জানুব উকবাহ ইবনু আলকামাহ, তিনি বলেছেন: আমি আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলতে শুনেছি: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: "তালহা ও যুবাইর জান্নাতে আমার প্রতিবেশী।"

(ص: 560) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1310 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا بِهِزُ بْنُ أَسَدٍ، أَنَا هَمَامٌ، أَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْأَمْرِ فَيُؤْتِي فَيُقَالُ قَدْ فَعَلْنَا كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَالَ لَهُ الْأَشْجَرُ إِنَّ هَذَا الَّذِي تَقُولُ قَدْ تَفَشَّى فِي النَّاسِ أَفْشَى عَهْدِ إِلَيْكَ [ص: 561] رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «مَا عَهْدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ شَيْئًا خَاصًّا دُونَ النَّاسِ إِلَّا شَيْئًا سَبَعْتُهُ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّحِيفَةِ فِي قِرَابٍ سَيْفِي فَمَا زَالُوا بِهِ حَتَّى أَخْرَجَ الصَّحِيفَةَ فَإِذَا فِيهَا مَنْ أَحَدَثَ حَدَّثًا أَوْ آوَى مُحَدِّثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ»

১৩১০ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, বাহয ইবনু আসাদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, হাম্মাম আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, ক্বাতাদাহ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আবু হাসসান থেকে, যে, আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যখন কোনো বিষয়ে নির্দেশ দিতেন, তখন তাঁর কাছে এসে বলা হতো: আমরা অমুক অমুক কাজ করেছি। তিনি বলতেন: আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন। তখন আল-আশাতার তাঁকে বললেন: আপনি যা বলছেন, তা তো মানুষের মধ্যে খুব প্রচলিত হয়ে গেছে। (পৃষ্ঠা: ৫৬১) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি আপনাকে বিশেষভাবে কিছু ওসিয়ত (নির্দেশ) করেছিলেন? তিনি বললেন: আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিশেষভাবে সাধারণ মানুষদের বাদ দিয়ে আমাকে এমন কিছু ওসিয়ত করেননি, তবে একটি বিষয় ব্যতীত, যা আমি তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাছ থেকে শুনেছিলাম এবং যা আমার তলোয়ারের খাপের মধ্যে থাকা একটি লিপিকায় (সহীফাহ) লিপিবদ্ধ আছে। তারা তাঁকে ক্রমাগত অনুরোধ করতে থাকল, অবশেষে তিনি লিপিকাটি (সহীফাহ) বের করলেন। তখন তাতে লেখা ছিল: যে ব্যক্তি কোনো নতুন বিষয় (বিদআত) উদ্ভাবন করে অথবা কোনো উদ্ভাবনকারীকে আশ্রয় দেয়, তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতাগণ এবং সমস্ত মানুষের অভিশাপ (লানত)। তার কাছ থেকে কোনো বিনিময় (সরফ) বা ক্ষতিপূরণ (আদল) গ্রহণ করা হবে না।

1311 - أَخْبَرْتُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ خَلْفِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ الْخَارِفِيِّ، عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «سَبَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ وَثَلَّثَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثُمَّ كُنَّا قَوْمًا خَبَطْتُنَا فِتْنَةً مَا شَاءَ اللَّهُ»

1311 - আমাকে আশআছ ইবন শুবাহ, তিনি মানসূর ইবন দীনার, তিনি খালাফ ইবন হাওশাব, তিনি আবু হাশিম, তিনি কাইস ইবন সাদ আল-খারিফী থেকে, আর তিনি আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন। আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: «আল্লাহর রাসূল [পৃষ্ঠা: ৫৬২] (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অগ্রগামী ছিলেন, এবং আবু বকর সালাত আদায় করলেন, আর উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) তৃতীয় স্থান অধিকার করলেন। তারপর আমরা এমন এক সম্প্রদায় ছিলাম যাদেরকে আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী ফিতনা (বিপর্যয়) আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল»

(ص: 562) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1312 - حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بِكَّةَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ جَحْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: «لَا يُفْضِلُنِي أَحَدٌ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِلَّا جَلَدْتُهُ حَدَّ الْبُفْتَرِيِّ»

১৩১২ - আমাদেরকে আবু সালিহ হাদিয়্যাহ ইবন আব্দুল ওয়াহহাব মক্কায় বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে আহমাদ ইবন ইউনুস বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে মুহাম্মাদ ইবন তালহা বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু উবায়দাহ ইবনুল হাকাম থেকে, তিনি হাকাম ইবন জাহল থেকে। তিনি বলেন, আমি আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলতে শুনেছি: “কেউ যেন আমাকে আবু বকর ও উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর উপর শ্রেষ্ঠ জ্ঞান না করে। যদি কেউ এমন করে, তবে আমি তাকে অপবাদকারীর শাস্তির সমপরিমাণ বেত্রাঘাত করব।”

(ص: 562) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1313 - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الطَّبْرِيُّ، نَا شاذَانُ، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: " أَخْرَجَ إِلَيْنَا الْمُخْتَارُ صَحِيفَةً قَالَ: جَاءَتْنِي الْبَارِحَةَ مِنْ عِنْدِ عَلِيٍّ قَالَ: «فَخَرَجْنَا إِلَى الْمَدَائِنِ وَتَرَكْنَاهُ» فِي سَنَدِهِ مُجَالِدٌ

১৩১৩ - ইব্রাহিম ইবনু সাঈদ আত-তাবারী আমাকে বর্ণনা করেছেন, শাযান আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, শারিক থেকে, মুজালিদ থেকে, শাবী থেকে, তিনি (শাবী) বলেছেন: "মুখতার আমাদের কাছে একটি লিখিত পত্র (সহীফা) বের করে দেখালেন। তিনি (মুখতার) বললেন: গতকাল রাতে এটি আলী (রা.)-এর কাছ থেকে আমার কাছে এসেছে। তিনি (শাবী) বললেন: অতঃপর আমরা মাদায়িন অভিমুখে বেরিয়ে পড়লাম এবং তাকে (মুখতারকে) ছেড়ে গেলাম।" এর সনদে মুজালিদ রয়েছে।

(ص: 562) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1314 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ، نَا شَرِيكِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: «مَا زَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَذْكُرُ مَا لَقِيَ حَتَّى بَكَى»

1314 - আলী ইবনে হাকীম আল-আওদী আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, শরীক থেকে, তিনি আব্দুল মালিক ইবনে উমাইর থেকে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনে আবি বকরা থেকে। তিনি বলেছেন: আলী (আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকুন) ক্রমাগত তাঁর সম্মুখীন হওয়া বিষয়গুলো স্মরণ করছিলেন যতক্ষণ না তিনি কেঁদে ফেললেন।

(ص: 563) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1315 - حَدَّثَنِي أَبِي وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ أَبُو بَكْرٍ، نَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَاهُمْ عَائِدًا وَمَعَهُ عَمَّارٌ فَذَكَرَ شَيْئًا فَقَالَ عَمَّارُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. فَقَالَ: " اسْكُتْ فَوَاللَّهِ لَا كُونَنَّ مَعَ اللَّهِ عَلَى مَنْ كَانَ، ثُمَّ قَالَ: «مَا لَقِيَ أَحَدٌ

مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ مَا لَقِيتُ إِلَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُؤْفِي فَذَكَرَ شَيْئًا فَبَايَعَ
النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَبَايَعْتُ وَسَلَّمْتُ وَرَضِيتُ ثُمَّ تُؤْفِي أَبُو بَكْرٍ وَذَكَرَ كَلِمَةً
فَاسْتَخْلَفَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ فَبَايَعْتُ وَسَلَّمْتُ وَرَضِيتُ، ثُمَّ تُؤْفِي عُمَرُ
فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَى هَؤُلَاءِ الرَّهْطِ السِّتَةِ فَبَايَعَ النَّاسُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَبَايَعْتُ
وَسَلَّمْتُ وَرَضِيتُ، ثُمَّ هُمْ الْيَوْمَ يَسِيلُونَ بَيْنِي وَبَيْنَ مُعَاوِيَةَ»

১৩১৫ - আমার পিতা এবং উবাইদুল্লাহ ইবনু উমার আল-কাওয়ারীরী আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আর এটি আমার পিতার হাদীসের শব্দবিন্যাস। তাঁরা উভয়ে বলেছেন: আমাদের কাছে ইয়াহইয়া ইবনু হাম্মাদ আবু বকর বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে আবু আওয়ানা, তিনি খালিদ আল-হাজ্জা থেকে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু আবু বাকরাহ থেকে (বর্ণনা করেছেন), যে, আলী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) তাঁদের কাছে দেখতে এসেছিলেন, আর তাঁর সাথে আম্মারও ছিলেন। অতঃপর তিনি কিছু কথা বললেন। তখন আম্মার বললেন, "হে মুমিনদের সেনাপতি!" তখন তিনি (আলী) বললেন, "চুপ করো! আল্লাহর কসম, আমি আল্লাহর পক্ষেই থাকব, যে-ই হোক না কেন।" অতঃপর তিনি বললেন, "এই উম্মাহর আর কেউ আমার মতো অবস্থার সম্মুখীন হয়নি। নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল (আল্লাহ তাঁর উপর শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন) ইত্তিকাল করলেন। অতঃপর তিনি (সে সম্পর্কে) কিছু উল্লেখ করলেন। তখন লোকেরা আবু বকর (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন)-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করলো। অতঃপর আমি বাইয়াত করলাম, মেনে নিলাম এবং সন্তুষ্ট হলাম। অতঃপর আবু বকর (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) ইত্তিকাল করলেন এবং একটি কথা উল্লেখ করলেন, অতঃপর তিনি উমার (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন)-কে খলীফা নিযুক্ত করলেন। অতঃপর তিনি (সেই ঘটনাটি) উল্লেখ করলেন। তখন আমি বাইয়াত করলাম, মেনে নিলাম এবং সন্তুষ্ট হলাম। অতঃপর উমার (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) ইত্তিকাল করলেন এবং খিলাফতের বিষয়টি এই ছয়জনের দলের কাছে অর্পণ করলেন। তখন লোকেরা উসমান (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন)-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করলো। তখন আমি বাইয়াত করলাম, মেনে নিলাম এবং সন্তুষ্ট হলাম। অতঃপর আজ তারা আমার ও মুয়াবিয়ার (ব্যাপারে) মধ্যে ঝুঁকে পড়ছে।"

1316 - حَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ النَّاجِيُّ، بِالبَصْرَةِ، أَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: أَتَانِي وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى أَتَانَا عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَائِدًا وَمَعَهُ عَمَّارٌ فَذَكَرَ كَلِمَةً فَقَالَ عَلِيُّ «وَاللَّهِ لَا أَكُونَنَّ مَعَ اللَّهِ عَلَى مَنْ كَانَ مَا لَقِيَ أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ مَا لَقِيتُ تُؤَيِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ كَلِمَةً فَبَايَعَ النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ فَبَايَعْتُ وَرَضِيتُ ثُمَّ تُؤَيِّي أَبُو بَكْرٍ فَذَكَرَ كَلِمَةً فَاسْتَخْلَفَ عُمَرَ فَبَايَعْتُ وَرَضِيتُ ثُمَّ تُؤَيِّي عُمَرُ فَجَعَلَهَا، يَعْنِي عُمَرَ، شُورَى فَبَايَعَ عُثْمَانُ فَبَايَعْتُ وَرَضِيتُ ثُمَّ هُمْ الْآنَ يَسِيلُونَ بَيْنِي وَبَيْنَ مُعَاوِيَةَ»

1316 - ইব্রাহিম ইবনুল হাজ্জাজ আন-নাজী বসরা থেকে আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু আওয়ানা থেকে, তিনি খালিদ আল-হাদ্দা-এর সূত্রে, তিনি আবদুর রহমান ইবন আবি বাকরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবদুর রহমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) অসুস্থ দেখতে আমার কাছে এলেন, অথবা তিনি অন্য সময় বলেছেন: আমাদের কাছে এলেন, আর তাঁর সাথে ছিলেন আমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু)। এরপর তিনি একটি কথা উল্লেখ করলেন। তখন আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: আল্লাহর কসম, আমি আল্লাহর সাথে থাকবো যে কারোর বিরুদ্ধে। এই উম্মাহর আর কেউ ততটা ভোগ করেনি যতটা আমি করেছি। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইন্তেকাল করলেন। এরপর তিনি একটি কথা উল্লেখ করলেন। তখন লোকেরা আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রতি আনুগত্যের শপথ (বাইয়াত) করলো, আমিও শপথ করলাম এবং সন্তুষ্ট হলাম। তারপর আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ইন্তেকাল করলেন। এরপর তিনি একটি কথা উল্লেখ করলেন। তখন তিনি উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে খলিফা নিযুক্ত করলেন। আমিও শপথ করলাম এবং সন্তুষ্ট হলাম। তারপর উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ইন্তেকাল করলেন। তখন তিনি (অর্থাৎ উমর) (খিলাফতের) বিষয়টি পরামর্শের (শূরা) উপর ছেড়ে দিলেন। এরপর উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রতি আনুগত্যের শপথ করা হলো, আমিও শপথ করলাম এবং সন্তুষ্ট হলাম। তারপর এখন তারা আমার ও মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর মাঝে (এক পক্ষ ছেড়ে অন্য পক্ষের দিকে) ঝুঁকছে।

1317 - حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا يَحْيَى بْنُ يَمَانَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ
الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، قَالَ: قِيلَ لِعَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَلَا تُوصِي؟ قَالَ: «مَا
أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُوصِي، اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ عِبَادُكَ فَإِنْ شِئْتَ أَصْلَحْتَهُمْ
وَإِنْ شِئْتَ أَفْسَدْتَهُمْ»

1317 - আমার কাছে উসমান ইবন আবি শায়বা বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন) ইয়াহইয়া ইবন ইয়ামান, সুফিয়ান সাওরি থেকে, তিনি আমাশ থেকে, তিনি সালিম ইবন আবিল-জাদ থেকে বর্ণনা করেছেন। সালিম ইবন আবিল-জাদ বলেছেন: আলী (রাযিআল্লাহু আনহু)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কি অসিয়ত করবেন না? তিনি বললেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো অসিয়ত করেননি, কাজেই আমি অসিয়ত করব না। হে আল্লাহ, নিঃসন্দেহে তারা তোমারই বান্দা। তুমি চাইলে তাদের সংশোধন করতে পারো এবং তুমি চাইলে তাদের নষ্ট করতে পারো।"

(ص: 564) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1318 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَبُو مَعْمَرٍ، نَا وَكِيعٌ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ قَيْسِ
الْخَارِفِيِّ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «سَبَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَنِي أَبُو
بَكْرٍ وَثَلَّثَ عُمَرُ ثُمَّ خَبَطْنَا فِتْنَةً فَمَا شَاءَ اللَّهُ»

1318 - আমাদের নিকট ইসমাইল আবু মামার বর্ণনা করেছেন, ওয়াকী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু হাশিম থেকে, তিনি কাইস আল-খারফী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (কাইস) বলেছেন: আলী (রাযিআল্লাহু আনহু) বলেছেন: "আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অগ্রসর হয়েছেন, আবু বকর (রাযিআল্লাহু আনহু) দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন, এবং উমার (রাযিআল্লাহু আনহু) তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন। অতঃপর আমাদের উপর এক ফিতনা (বিশৃঙ্খলা) আপতিত হলো, তারপর আল্লাহ যা চেয়েছেন তাই ঘটেছে।"

(ص: 564) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1319 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: ذَكَرَ خَلْفُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَبَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ وَثَلَّثَ عُمَرُ ثُمَّ خَبَطْتُنَا أَوْ أَصَابَتُنَا فِتْنَةٌ يَعْغُو اللَّهُ عَمَّنْ يَشَاءُ "

1319 - আমার পিতা আমার নিকট আবু বদর শূজা ইবনুল ওয়ালীদ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: খালাফ ইবনে হাওশাব বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু ইসহাক থেকে, তিনি আবদ খায়র থেকে, তিনি আলী (রাঃ) থেকে। আলী (রাঃ) বলেছেন: রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ছিলেন সর্বাগ্রে, আবু বকর (রাঃ) (নেতৃত্ব দিয়ে) সালাত প্রতিষ্ঠা করেছেন, আর উমর (রাঃ) তৃতীয় (খলিফা) ছিলেন। তারপর আমাদেরকে একটি ফিতনা (মহাবিপদ) গ্রাস করলো অথবা আক্রান্ত করলো; আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।

(ص: 564) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1320 - حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ، نَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَضْرُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا عُقْبَةُ، عَنْ عَلْقَمَةَ الْيَشْكُرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ يَوْمَ الْجَمَلِ: سَمِعْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَذُنِي وَهُوَ يَقُولُ: «طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ جَارَايَ فِي الْجَنَّةِ»

1320 - আবু সাঈদ আল-আশাজ্জ আমাকে বর্ণনা করেছেন। তিনি আবু আব্দুর রহমান নাদর ইবনে মানসুর থেকে; তিনি উকবাহ থেকে; তিনি আলকামা আল-ইশকুরি থেকে বর্ণনা করেছেন। আলকামা আল-ইশকুরি বলেন: আমি আলী (রাঃ) (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে জাবাল যুদ্ধের দিনে বলতে শুনেছি: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মুখ থেকে নিজ কানে শুনেছি, তিনি বলছিলেন: "তালহা ও জুবাইর জান্নাতে আমার প্রতিবেশী।"

(ص: 565) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1321 - حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ أَبُو مَعْمَرٍ، نَا أَبُو أُسَامَةَ، نَا أَبُو كُدَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ فِي شَيْءٍ:

صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. قُلْتُ هَذَا شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ:
«الْحَرْبُ خَدْعَةٌ»

1321 - ইসমাঈল আবু মামার আমাকে বর্ণনা করেছেন, আবু উসামা থেকে, তিনি আবু কুদায়না থেকে, তিনি মুতাররিফ থেকে, তিনি শাবী থেকে, তিনি মাসরুক থেকে (বর্ণনা করেন)। মাসরুক বলেন: আমি আলী ইবনে আবি তালিব (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন)-কে কোনো এক প্রসঙ্গে বলতে শুনেছি: আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন। আমি বললাম, এটি কি এমন কিছু যা আপনি আল্লাহর রাসূল (আল্লাহ তাঁর উপর শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন)-এর কাছ থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন: “যুদ্ধ কৌশল।”

(ص: 565) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1322 - حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ أَبُو مَعْمَرٍ، نَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: قِيلَ لِقَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ: لِأَيِّ شَيْءٍ أَبْغَضْتَ عَلِيًّا قَالَ: لِأَيِّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «انْفِرُوا مَعِيَ إِلَى بَقِيَّةِ الْأَحْزَابِ إِلَى مَنْ يَقُولُ كَذَبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَنَحْنُ نَقُولُ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ»

1322 - আমাকে ইসমাঈল আবু মামার বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে ইবনু নুমাইর বর্ণনা করেছেন, আমাশ থেকে, তিনি (আমাশ) বলেন: কায়স ইবনে আবি হাযিমকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: আপনি কী কারণে আলী (রা.)-কে ঘৃণা করতেন? তিনি বললেন: কারণ আমি তাঁকে (আলীকে) বলতে শুনেছি: "আমার সাথে জোটবদ্ধ দলসমূহের অবশিষ্ট অংশের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানে বের হও; তাদের বিরুদ্ধে যারা বলে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মিথ্যা বলেছেন, অথচ আমরা বলি যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন।"

(ص: 565) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1323 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حُبَيْدٍ الرَّازِيُّ، نَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَتِيبَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: "انْفِرُوا إِلَى

كَذَّا انْفِرُوا إِلَى بَقِيَّةِ الْأَحْزَابِ إِلَى مَنْ يَقُولُ: كَذَبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَنَحْنُ نَقُولُ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ "

1324 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حُبَيْدٍ الرَّازِيُّ، نَا جَرِيرٌ، عَنْ إِسْبَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ

১৩২৩ - মুহাম্মদ ইবনে হুমাইদ আর-রাযী আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি (বর্ণনা করেছেন) জারীর থেকে, তিনি আল-আমাশ থেকে, তিনি আল-হাকাম থেকে, তিনি উতাইবাহ থেকে, তিনি কায়েস ইবনে আবি হাযিম থেকে, যিনি বলেছেন: আমি আলী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন)-কে বলতে শুনেছি: "তোমরা অমুক (শত্রু)-এর বিরুদ্ধে অভিযান করো, বাকী দলগুলোর বিরুদ্ধে অভিযান করো, তাদের বিরুদ্ধে যারা বলে: আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মিথ্যা বলেছেন; আর আমরা বলি: আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন।"

১৩২৪ - মুহাম্মদ ইবনে হুমাইদ আর-রাযী আমার কাছে হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি (বর্ণনা করেছেন) জারীর থেকে, তিনি ইসমাইল ইবনে আবি খালিদ থেকে, তিনি কায়েস থেকে, যিনি বলেছেন: আমি আলী-কে অনুরূপ কথা বলতে শুনেছি।

(ص: 565) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1325 - حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ، نَا هَارُونُ بْنُ صَالِحٍ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الْجَلَّاسِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا [ص: 566] رضي الله عنه يَقُولُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَبَّأٍ: وَيْلَكَ، مَا أَفْضَى إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا كَتَمَهُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ ثَلَاثِينَ كَذَّابًا وَإِنَّكَ لِأَحَدُهُمْ»

১৩২৫ - আবু কুরায়ব মুহাম্মাদ ইবনুল আলা আল-হামদানী আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমাদের কাছে মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আল-আসাদী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমাদের কাছে হারুন ইবন সালিহ আল-হামদানী বর্ণনা করেছেন, তিনি আল-হারিস

ইবন আবদির রাহমান থেকে, তিনি আবুল জুলাস থেকে (বর্ণনা করেছেন), তিনি বলেছেন: আমি আলি (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন)-কে আব্দুল্লাহ ইবন সাবা-কে বলতে শুনেছি: তোমার জন্য দুর্ভোগ! আল্লাহর রাসুল (তাঁর প্রতি আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক) আমার কাছে এমন কিছু প্রকাশ করেননি যা তিনি অন্য কোনো মানুষের কাছ থেকে গোপন রেখেছিলেন। [পৃ: ৫৬৬] এবং আমি নিশ্চিতভাবে তাঁকে (রাসুলুল্লাহকে) বলতে শুনেছি: "নিশ্চয়ই কিয়ামতের পূর্বে ত্রিশজন মহামিথ্যাবাদী আসবে, আর তুমি তাদেরই একজন।"

(ص: 566) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1326 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْجَمَلِ: «وَدِدْتُ أَنِّي مِتُّ قَبْلَ هَذَا بِعِشْرِينَ سَنَةً»

1326 - মুহাম্মাদ ইবনু আবী বকর আল-মুকাদ্দামী আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, হাম্মাদ ইবনু যায়দ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, সাঈদ ইবনু আবী আরুবাহ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি কাতাদাহ থেকে, তিনি হাসান থেকে, তিনি কায়স ইবনু উবাদ থেকে (বর্ণনা করেছেন)। কায়স ইবনু উবাদ বলেন: আলী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন) উটের যুদ্ধের দিন বলেছিলেন: "আমি চেয়েছিলাম যে, এর বিশ বছর পূর্বেই যেন আমার মৃত্যু হয়ে যেত।"

(ص: 566) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1327 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْجَمَلِ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْهَدْ إِلَيْنَا عَهْدًا فَآخُذْ بِهِ فِي الْإِمَارَةِ وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ رَأَيْنَاهُ مِنْ قَبْلِ أَنْفُسِنَا ثُمَّ اسْتَخْلَفَ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَقَامَ وَاسْتَخْلَفَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَقَامَ وَاسْتَخْلَفَ حَتَّى ضَرَبَ الدِّينَ بِجِرَانِهِ»

1327 - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আব্দুর রাজ্জাক আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান আসওয়াদ ইবন কাইস থেকে, তিনি এক ব্যক্তি থেকে, তিনি আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি উটের যুদ্ধের দিন বলেছিলেন: "নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের কাছে এমন কোনো অঙ্গীকার করেননি যা আমি খিলাফতের ক্ষেত্রে গ্রহণ করব। বরং এটি এমন একটি বিষয় যা আমরা নিজেদের পক্ষ থেকে দেখেছি। অতঃপর আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে খলীফা নিযুক্ত করা হলো, আর তিনি প্রতিষ্ঠিত ও অবিচল রইলেন। আর উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে খলীফা নিযুক্ত করা হলো, আর তিনিও প্রতিষ্ঠিত ও অবিচল রইলেন, যতক্ষণ না দীন সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো।"

(ص: 567) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1328 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا أَبُو نُعَيْمٍ، نَا شَرِيكٌ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُفْيَانَ، قَالَ: خَطَبَ رَجُلٌ يَوْمًا بِالْبَصْرَةِ حِينَ ظَهَرَ عَلِيٌّ فَقَالَ عَلِيٌّ هَذَا الْخَطِيبُ الشَّخْشُ «سَبَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ وَثَلَّثَ عُمَرُ ثُمَّ خَبَطْتُنَا بَعْدَهُمْ فِتْنَةٌ يَصْنَعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا مَا شَاءَ»

1328 - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আবু নুআইম আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, শারিক আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি আসওয়াদ ইবনে কাইসের সূত্রে, তিনি আমর ইবনে সুফিয়ানের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: একদা আলী (রা.) বসরায় উপস্থিত হলেন, তখন এক ব্যক্তি ভাষণ দিচ্ছিলেন। আলী (রা.) বললেন, "এই বক্তা একজন বাগ্মী (শাশাহ) ব্যক্তি।" [ওই বক্তা বললেন], "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অগ্রগামী ছিলেন, আর আবু বকর (রা.) দায়িত্ব পালন করলেন এবং উমর (রা.) তৃতীয় হলেন। অতঃপর তাদের পরে আমাদের উপর এমন এক ফিতনা (বিশৃঙ্খলা) আপতিত হলো, যেখানে মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ যা চান, তাই করবেন।"

(ص: 567) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1329 - حَدَّثَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ الْكُوفِيُّ أَخُو أَحْمَدَ بْنِ حُمَيْدٍ يُلقَّبُ بِدَارٍ بِأُمِّ سَلَمَةَ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسِ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: شَهِدْتُ خُطْبَةَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي بَصْرَةَ قَالَ: «فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا عَالَجَ مِنَ النَّاسِ ثُمَّ قَبَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ ثُمَّ رَأَى الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَسْتَخْلِفُوا أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَبَايَعُوا وَعَاهَدُوا وَسَلَّمُوا، وَبَايَعْتُ وَعَاهَدْتُ وَسَلَّمْتُ، وَرَضُوا وَرَضِيْتُ، وَفَعَلَ [ص: 568] مِنَ الْخَيْرِ وَجَاهَدَ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَاسْتُخْلِفَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَبَايَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَعَاهَدُوا وَسَلَّمُوا، وَبَايَعْتُ وَعَاهَدْتُ وَسَلَّمْتُ، وَرَضُوا وَرَضِيْتُ، فَفَعَلَ وَفَعَلَ مِنَ الْخَيْرِ حَتَّى ضُرِبَ الْإِسْلَامُ بِجِرَانِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَمَا بَالُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ يُؤَفِّي لَهْمَا بَيْعَتَهُمَا وَمَا بَالُ بَيْعَتِي تُنَكَّثُ، فَوَاللَّهِ إِنِّي لَا أَرُجُو أَنْ لَا أَكُونَ دُونَ أَمْرِي مِنْهُمَا»

1329 - আবু মুহাম্মাদ জাফর ইবন হুমাইদ আল-কুফী, আহমাদ ইবন হুমাইদের ভাই, যিনি উম্মু সালামার দার নামে পরিচিত ছিলেন, তিনি আমাকে বর্ণনা করেছেন। ইউনুস ইবন আবী ইয়াফুর আমাকে বর্ণনা করেছেন, তার পিতা থেকে, তিনি আসওয়াদ ইবন কায়স আল-আবদী থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি বলেছেন: আমি বসরা দিবসে আলী-এর ভাষণ (খুতবা) প্রত্যক্ষ করেছি। তিনি বলেছেন: «অতএব, তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর স্তুতি জ্ঞাপন করলেন, এবং নবী (তাঁর উপর আল্লাহর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক)-কে স্মরণ করলেন এবং মানুষের সাথে তাঁর যে সংগ্রাম ছিল, অতঃপর আল্লাহ পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত তাঁকে নিজের কাছে উঠিয়ে নিলেন। এরপর মুসলমানগণ আবু বকর (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন)-কে খলিফা নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। সুতরাং তারা বায়আত (আনুগত্যের শপথ) গ্রহণ করলেন, অঙ্গীকার করলেন এবং আনুগত্য প্রকাশ করলেন। আমিও বায়আত গ্রহণ করলাম, অঙ্গীকার করলাম এবং আনুগত্য প্রকাশ করলাম। তারা সন্তুষ্ট ছিলেন এবং আমিও সন্তুষ্ট ছিলাম। তিনি [পৃষ্ঠা: 568] অনেক ভালো কাজ করলেন এবং (আল্লাহর পথে) সংগ্রাম করলেন যতক্ষণ না আল্লাহ পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত তাঁকে উঠিয়ে নিলেন। তাঁর উপর আল্লাহর রহমত (দয়া) বর্ষিত হোক। এবং উমার (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন)-কে খলিফা নিযুক্ত করা হলো। মুসলমানগণ তাঁর কাছে বায়আত গ্রহণ করলেন, অঙ্গীকার করলেন এবং আনুগত্য প্রকাশ করলেন। আমিও বায়আত গ্রহণ করলাম, অঙ্গীকার করলাম এবং আনুগত্য প্রকাশ করলাম।

তারা সন্তুষ্ট ছিলেন এবং আমিও সন্তুষ্ট ছিলাম। তিনি অনেক ভালো কাজ করলেন, যতক্ষণ না ইসলাম সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো। তাঁর উপর আল্লাহর রহমত (দয়া) বর্ষিত হোক। তাহলে আবু বকর ও উমারের বায়আত কেন পূর্ণ করা হলো, আর আমার বায়আত কেন ভঙ্গ করা হচ্ছে? আল্লাহর শপথ, আমি আশা করি যে, আমি তাদের দুজনের কারো চেয়ে কম নই।»

(ص: 568) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1330 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْقَاسِمِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ قَيْسِ الْخَارِثِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «سَبَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ وَثَلَّثَ عُمَرُ ثُمَّ خَبَطْنَا فِتْنَةً فَهُوَ مَا شَاءَ اللَّهُ»

1331 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْقَاسِمِ بْنِ كَثِيرٍ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ، عَنْ قَيْسِ الْخَارِثِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى هَذَا الْبُنْبَرِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

১৩৩০ - আমাকে আমার পিতা বর্ণনা করেছেন, ওয়াকী‘ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান থেকে, আবু হাশিম আল-কাসিম ইবনে কাছীর থেকে, কাইস আল-খারফী থেকে, আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: "আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অগ্রবর্তী ছিলেন; আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) দ্বিতীয় স্থানে (নেতৃত্ব দেন); এবং উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তৃতীয় স্থানে (নেতৃত্ব দেন)। অতঃপর একটি ফিতনা (বিপর্যয়) আমাদেরকে আচ্ছন্ন করলো, আর তা আল্লাহ যা চান তা-ই।"

১৩৩১ - আমাকে আমার পিতা বর্ণনা করেছেন, আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান থেকে, এবং আবু নুআইম (বলেছেন), সুফিয়ান আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আবু হাশিম আল-কাসিম ইবনে কাছীর, আস-সাবিরীর বিক্রেতা থেকে, কাইস আল-খারফী থেকে, তিনি বলেছেন: "আমি আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে এই মিম্বরে (দাঁড়িয়ে) বলতে শুনেছি, অতঃপর তিনি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।"

1332 - أَخْبَرْتُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ شُعْبَةَ، نَا مَنْصُورُ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَالْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، وَجَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، وَأَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ مُنْذِرِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ [ص: 569] عَلِيِّ يَعْنِي ابْنَ الْحَنْفِيَّةِ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «أَبُو بَكْرٍ». قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ قَالَ: «ثُمَّ عُمَرُ» قَالَ: ثُمَّ بَادَرْتُهُ وَخَفْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ فَيُجِيبَنِي بِغَيْرِهِ ثُمَّ قُلْتُ: ثُمَّ أَنْتَ؟ قَالَ: «لَا، أَنَا رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ لِي حَسَنَاتٌ وَسَيِّئَاتٌ يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ»

১৩৩২ - আমার কাছে আশআস ইবনে শুবাহ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি মনসুর ইবনে দিনার থেকে, তিনি আমাশ, হাসান ইবনে আমর, জামি ইবনে আবি রাশিদ, মুহাম্মাদ ইবনে কাইস এবং আবু হুসাইন থেকে, তাঁরা মুনযির আস-সাওরী থেকে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনে [পৃষ্ঠা: ৫৬৯] আলীর (অর্থাৎ ইবনুল হানাফিয়া) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি (মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়া) বলেন: আমি আবু আলীকে (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) জিজ্ঞেস করলাম: রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কে? তিনি বললেন: «আবু বকর।» আমি বললাম: «তারপর কে?» তিনি বললেন: «তারপর উমার।» তিনি বলেন: তারপর আমি তাঁকে দ্রুত জিজ্ঞাসা করার জন্য এগিয়ে গেলাম এবং ভয় পেলাম যে, যদি আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, তাহলে তিনি ভিন্ন উত্তর দেবেন। তারপর আমি বললাম: «তারপর কি আপনি?» তিনি বললেন: «না, আমি তো অন্যান্য মানুষেরই একজন। আমার ভালো কাজও আছে এবং মন্দ কাজও আছে। আল্লাহ যা চান তাই করেন।»

1333 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأُسُودِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ خَطَبَ لَمَّا فَرَّغَ مِنَ الْجَمَلِ فَقَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْهَدْ إِلَيْنَا عَهْدًا نَأْخُذُ بِهِ فِي هَذِهِ الْإِمَارَةِ وَلَكِنْ شَيْئًا رَأَيْنَاهُ مِنْ قَبْلِ أَنْفُسِنَا فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنْ أَنْفُسِنَا، وَلَيْنَا

أَبُو بَكْرٍ فَأَقَامَ وَاسْتَقَامَ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ وَلَيْنَا عُمَرُ مِنْ بَعْدِهِ فَأَقَامَ
وَاسْتَقَامَ حَتَّى ضَرَبَ الْإِسْلَامُ بِجِرَانِهِ ثُمَّ مَضَى رَحِمَهُ اللَّهُ»

1333 - আমার পিতা আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন, আমাদের কাছে যায়দ ইবনুল হুবাব বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে সুফিয়ান আস-সাওরী বর্ণনা করেছেন, আসওয়াদ ইবন কায়স থেকে, তিনি একজন ব্যক্তি থেকে, তিনি আলী থেকে; আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন। তিনি (আলী) যখন জামাল (উটের) যুদ্ধ থেকে ফারেগ হলেন, তখন একটি খুতবা প্রদান করলেন এবং বললেন: "নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ, আল্লাহ তাঁর উপর শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন, আমাদেরকে এই খেলাফতের বিষয়ে এমন কোনো অঙ্গীকার বা নির্দেশ দেননি যা আমরা গ্রহণ করব। বরং এটি এমন একটি বিষয় যা আমরা নিজেদের পক্ষ থেকে দেখেছি (বা নিজেরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি)। যদি তা সঠিক হয়, তবে তা মহিমাম্বিত ও পরাক্রমশালী আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর যদি তা ভুল হয়, তবে তা আমাদের নিজেদের পক্ষ থেকে। আমাদের নেতা ছিলেন আবু বকর; আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। তিনি প্রতিষ্ঠিত ও অবিচল ছিলেন যতক্ষণ না তিনি তাঁর রবের পথে ফিরে গেলেন (মৃত্যুবরণ করলেন)। অতঃপর তাঁর (আবু বকরের) পরে আমাদের নেতা ছিলেন উমার; আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। তিনিও প্রতিষ্ঠিত ও অবিচল ছিলেন যতক্ষণ না ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হলো (বা তার ভিত্তি মজবুত করলো)। অতঃপর তিনিও (তাঁর রবের পথে) চলে গেলেন।"

(ص: 569) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1334 - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ عِصَامِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُفْيَانَ، قَالَ: خَطَبَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْجَمَلِ فَقَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْهَدْ إِلَيْنَا فِي هَذِهِ الْإِمَارَةِ شَيْئًا نَأْخُذُ بِهِ حَتَّى رَأَيْنَا مِنَ الرَّأْيِ أَنْ نَسْتَخْلِفَ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَقَامَ وَاسْتَقَامَ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ ثُمَّ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَأَى مِنَ الرَّأْيِ أَنْ يَسْتَخْلِفَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَقَامَ وَاسْتَقَامَ حَتَّى ضَرَبَ الدِّينُ بِجِرَانِهِ ثُمَّ إِنَّ أَقْوَامًا طَلَبُوا هَذِهِ الدُّنْيَا فَكَانَتْ

أُمُورٌ يَقْضِي اللَّهُ فِيهَا مَا أَحَبَّ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عِصَامُ بْنُ النُّعْمَانِ ابْنُ أَخِي خَالِدِ بْنِ أَخِي إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ الْبَجَلِيِّ أُخْبِرْتُ بِذَلِكَ

1334 - আমাকে বর্ণনা করেছেন আবু বকর ইবনু আবি শাইবাহ। তাকে বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ আল-হাফারি, তিনি ইসাম ইবনুন নুমান থেকে, তিনি সুফিয়ান থেকে, তিনি আল-আসওয়াদ ইবনু কায়েস থেকে, তিনি আমর ইবনু সুফিয়ান থেকে। তিনি (আমর ইবনু সুফিয়ান) বলেন: আলী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন) উটের যুদ্ধের দিনে ভাষণ দিলেন এবং বললেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল (তাঁর উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) এই শাসনভার বিষয়ে আমাদের প্রতি এমন কোনো নির্দেশ দেননি যা আমরা গ্রহণ করব। এমনকি আমরা নিজেদের বিচার-বিবেচনা দ্বারা আবু বকর (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন)-কে খলিফা নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিলাম। তিনি (শাসনভার) সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন এবং ন্যায়পরায়ণভাবে কাজ করলেন যতক্ষণ না তিনি তাঁর পথে চলে গেলেন (মৃত্যুবরণ করলেন)। অতঃপর আবু বকরও নিজেদের বিচার-বিবেচনা দ্বারা উমর (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন)-কে খলিফা নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি (শাসনভার) সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন এবং ন্যায়পরায়ণভাবে কাজ করলেন যতক্ষণ না ধর্ম তার পূর্ণ শক্তি ও স্থিতিশীলতা লাভ করল। অতঃপর কিছু লোক এই দুনিয়ার আকাঙ্ক্ষা করল। ফলে এমন কিছু ঘটনা ঘটল যেখানে আল্লাহ যা ভালোবাসেন, তাই ফায়সালা করলেন।" আবু আবদুর রহমান বলেন: ইসাম ইবনুন নুমান, যিনি ইসমাঈল ইবনু আবি খালিদের ভাই খালিদের ভাইপো, আল-বাজালী। আমাকে এ বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে।

(ص: 570) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1335 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ بْنُ سُفْيَانَ الطَّائِيُّ الْحَمِصِيُّ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ، نَا شَرِيكَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُفْيَانَ، قَالَ: خَطَبَ رَجُلٌ يَوْمَ الْبَصْرَةِ حِينَ ظَفَرَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ عَلِيٌّ «هَذَا الْخَطِيبُ الشَّحْشُحُ سَبَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَنِي أَبُو بَكْرٍ وَثَلَّثَ عُمَرُ ثُمَّ خَبَطْتَنَا بَعْدَهُمْ فِتْنَةً يَصْنَعُ اللَّهُ فِيهَا مَا يَشَاءُ»

1335 - মুহাম্মদ ইবনে আওফ ইবনে সুফিয়ান আত-তাই আল-হিমসি আমাকে বর্ণনা করেছেন। আবু নুআইম আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, শারিক আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি আসওয়াদ ইবনে কায়েস থেকে, তিনি আমর ইবনে সুফিয়ান থেকে বর্ণনা

করেছেন। তিনি (আমর ইবনে সুফিয়ান) বলেছেন: যখন আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বিজয়ী হলেন, তখন বসরা দিবসে এক ব্যক্তি ভাষণ দিলেন। তখন আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: "এই বক্তা একজন স্পষ্টভাষী (বাগ্মী)। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অগ্রবর্তী হয়েছেন, আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন এবং উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তৃতীয় স্থানে ছিলেন। তারপর তাদের পরে আমাদেরকে একটি ফিতনা (বিপর্যয়) আঘাত করল, আল্লাহ তাতে যা ইচ্ছা করেন, তাই করেন।"

(ص: 570) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1336 - حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ ثِقَّةً، وَأَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَجُودُ أَبِي عَاصِمٍ أَقَامَ إِسْنَادَهُ، قَالَ: خَطَبَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: «إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْهَدْ إِلَيْنَا فِي الْإِمَارَةِ شَيْئًا وَإِنَّمَا هُوَ رَأْيِي رَأَيْنَاهُ»

১৩৩৬ - আমাদের নিকট আবু ইয়াহইয়া মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুর রাহীম বর্ণনা করেছেন, তিনি নির্ভরযোগ্য। এবং আমি আবু আসিম থেকে (শুনেছি), তিনি সুফিয়ান থেকে, তিনি আসওয়াদ ইবনে কাইস থেকে, তিনি সাঈদ ইবনে আমর ইবনে সুফিয়ান থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে (বর্ণনা করেছেন)। আব্দুল্লাহ বলেছেন: "আবু আসিমের উপস্থিতি এর সনদকে (বর্ণনা সূত্র) প্রতিষ্ঠিত করেছে।" তাঁর (পিতার) বর্ণনা অনুযায়ী, আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) খুৎবা দিয়েছেন এবং বলেছেন: "নিশ্চয়ই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নেতৃত্ব (ইমারা) সম্পর্কে আমাদের নিকট কোনো অঙ্গীকার করেননি, বরং এটি এমন একটি সিদ্ধান্ত যা আমরাই গ্রহণ করেছি।"

(ص: 570) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1337 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكَيْعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ أَوْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، شَكَ الْأَعْمَشُ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «يَهْلِكُ فِي رَجُلَانِ مُجِبُّ مُفْرِطٍ وَمُبْغِضُ مُفْتَرٍ»

1337 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, ওয়াকী বর্ণনা করেছেন আল-আমাশ থেকে, তিনি আমার ইবন মুররাহ থেকে, তিনি আবুল বাখতারী অথবা আবদুল্লাহ ইবন সালামাহ থেকে। আল-আমাশ সন্দেহ পোষণ করেছেন। তিনি বলেছেন: আলী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন) বলেছেন: «আমার বিষয়ে দুই ব্যক্তি ধ্বংস হবে: একজন ভালোবাসায় বাড়াবাড়ি করা ব্যক্তি এবং একজন বিদ্বেষপরায়ণ অপবাদ রটনাকারী।»

(ص: 571) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1338 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكَيْعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَبِي السَّوَّارِ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «لَيُجْبِنِي قَوْمٌ حَتَّى يَدْخُلُوا النَّارَ فِي حَبِّي وَلَيُبْغِضَنِي قَوْمٌ حَتَّى يَدْخُلُوا النَّارَ فِي بُغْضِي»

1338 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, ওয়াকী শুবাহ হতে, তিনি আবুত তায়্যাহ হতে, তিনি আবুস সাওয়ার হতে বর্ণনা করেছেন। আবুস সাওয়ার বলেন: আলী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) বলেছেন: "অবশ্যই একদল লোক আমাকে এমনভাবে ভালোবাসবে যে, তারা আমার ভালোবাসার কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আর অবশ্যই একদল লোক আমাকে এমনভাবে ঘৃণা করবে যে, তারা আমার প্রতি তাদের ঘৃণার কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"

(ص: 571) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1339 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكَيْعٌ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: «يَهْلِكُ فِي رَجُلَانِ مُفْرِطٌ غَالٍ وَمُبْغِضٌ»

1339 - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, ওয়াকী আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, নুআইম ইবনু হাকিম থেকে, তিনি আবু মারইয়াম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলতে শুনেছি: "আমার ব্যাপারে দুজন লোক ধ্বংস হবে: একজন সীমালঙ্ঘনকারী চরমপন্থী এবং একজন বিদ্বেষপোষণকারী।"

(ص: 571) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1340 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، نَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ أَكْبِيلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لَقِيتُ عَلْقَمَةَ فَقَالَ أَتَدْرِي مَا مَثَلُ عَلِيٍّ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ؟ قَالَ: قُلْتُ وَمَا مَثَلُهُ؟ قَالَ: «مَثَلُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَحَبَّهُ قَوْمٌ حَتَّى هَلَكُوا فِي حُبِّهِ وَأَبْغَضَهُ قَوْمٌ حَتَّى هَلَكُوا فِي بُغْضِهِ»

1340 - আমার পিতা আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। ইয়াহইয়া ইবন আদম আমাদের কাছে হাদিস বর্ণনা করেছেন। মালিক ইবন মিগওয়াল আমাদের কাছে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি আকীল থেকে, তিনি শাবী থেকে বর্ণনা করেছেন। শাবী বলেন: আমি আলকামাহর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তখন তিনি (আলকামাহ) বললেন: তুমি কি জানো, এই উম্মাহর মধ্যে আলীর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) দৃষ্টান্ত কী? শাবী বলেন: আমি বললাম, তাঁর দৃষ্টান্ত কী? তিনি (আলকামাহ) বললেন: তাঁর দৃষ্টান্ত ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম)-এর মতো। একদল লোক তাঁকে এত ভালোবাসলো যে, তারা তাঁর ভালোবাসায় ধ্বংস হয়ে গেল। আর একদল লোক তাঁকে এত ঘৃণা করলো যে, তারা তাঁর ঘৃণায় ধ্বংস হয়ে গেল।

(ص: 571) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1341 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُنْذِرِ الثَّوْرِيِّ [ص: 572]، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ، أَنَّهُمْ ذَكَرُوا عِنْدَهُ عَلِيًّا فَقَالَ: " مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مُبْغِضَهُ أَشَدَّ لَهُ بُغْضًا وَلَا مَحَبَّةً أَشَدَّ لَهُ حُبًّا وَلَمْ أَرَهُمْ يَجِدُونَ عَلَيْهِ فِي حُكْمِهِ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ {وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا} [البقرة: 269] "

১৩৪১ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, ইয়াহইয়া ইবনু আদম আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, শারীক থেকে, সাঈদ ইবনু মাসরুক থেকে, মুনযির আছ-ছাওরী **পৃষ্ঠা: ৫৭২** থেকে, রাবী ইবনু খুছায়ম থেকে যে, তাদের কাছে আলী (আ.)-এর আলোচনা করা হলে তিনি বললেন: "আমি তাঁর প্রতি বিদ্বেষপোষণকারীদের মধ্যে কাউকে দেখিনি, যার বিদ্বেষ তাঁর প্রতি এর চেয়ে তীব্রতর; আর না তাঁর প্রতি ভালোবাসাপোষণকারীদের মধ্যে কাউকে দেখিনি, যার ভালোবাসা তাঁর প্রতি এর চেয়ে তীব্রতর। এবং আমি তাদের কাউকে তাঁর শাসনে (বা সিদ্ধান্তে) কোনো ভুল খুঁজে বের করতে দেখিনি। আর আল্লাহ মহিমান্বিত ও সুমহান বলেন: {আর যাকে প্রজ্ঞা

(হিকমাহ) দান করা হয়েছে, তাকে তো অনেক কল্যাণ দান করা হয়েছে।} [সূরা আল-বাকারাহ: ২৬৯]"

(ص: 572) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1342 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا ابْنُ نُمَيْرٍ، نَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْثَةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ عَلِيًّا يَمْدَحُهُ قَدْ كَانَ يَقَعُ فِيهِ فَقَالَ عَلِيٌّ «مَا أَنَا كَمَا تَقُولُ وَإِنِّي لَأُخِيرُ مِمَّا فِي نَفْسِكَ»

1342 - আমার পিতা আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন; তিনি ইবনু নুমাইর থেকে, তিনি আল-আমাশ থেকে, তিনি আমর ইবনু মুররাহ থেকে, তিনি আবুল বাখতারি থেকে বর্ণনা করেছেন, যিনি বলেছেন: এক ব্যক্তি আলী (রা)-এর নিকট এসে তাঁর প্রশংসা করতে লাগল, অথচ সে পূর্বে তাঁর প্রতি অপবাদ দিত। তখন আলী (রা) বললেন, "আমি তেমন নই যেমন তুমি বলছ, আর নিশ্চয়ই আমি তোমার অন্তরে যা আছে তার চেয়েও উত্তম।"

(ص: 572) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1343 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا ابْنُ نُمَيْرٍ، نَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْثَةَ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَهُ قَوْلُ النَّاسِ فِي عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: «قَدْ جَالَسْنَاهُ وَحَدَّثْنَاهُ وَوَاكَلْنَاهُ وَشَارَبْنَاهُ وَقُمْنَا لَهُ عَلَى الْأَعْمَالِ فَمَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ شَيْئًا مِمَّا تَقُولُونَ أَوْ لَا يَكْفِيكُمْ أَنْ تَقُولُوا ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَتَنُهُ وَشَهِدَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ وَشَهِدَ بَدْرًا»

1343 - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, ইবনু নুমাইর আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আল-আমাশ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি আমর ইবনু মুররাহ থেকে, তিনি ইবনু আবী লাইলা থেকে (বর্ণনা করেছেন)। ইবনু আবী লাইলা বললেন: তাঁর (ইবনু আবী লাইলার) নিকট আলী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন – রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর বিষয়ে মানুষের কথাবার্তা আলোচিত হলো। তখন আবদুর রহমান বললেন: "আমরা তাঁর (আলীর)

সাথে বসেছি, তাঁর সাথে আলাপ করেছি, তাঁর সাথে আহার করেছি, তাঁর সাথে পান করেছি এবং তাঁর কর্মসম্পাদনে তাঁর পাশে ছিলাম। অথচ তোমরা যা বলো, এমন কোনো কথা আমি তাঁকে বলতে শুনিনি। তোমাদের কি এতটুকু বলাই যথেষ্ট নয় যে, তিনি আল্লাহর রাসূল (তাঁর প্রতি আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক – সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চাচাতো ভাই এবং তাঁর জামাতা? আর তিনি বাইআতুর রিদওয়ান (রিদওয়ানের শপথ)-এ এবং বদর যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন?"

(ص: 572) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1344 - وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي بَخْطٍ يَدِهِ وَأُظْنِي قَدْ سَبَعْتُهُ مِنْهُ نَا وَكَيْعٌ، عَنْ [ص: 573] شَرِيكِ، عَنْ عُثْمَانَ أَبِي الْيَقْظَانِ، عَنْ زَادَانَ، عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «مَثَلِي فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ كَمَثَلِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَحَبَّتْهُ طَائِفَةٌ فَأَفْرَطَتْ فِي حُبِّهِ فَهَلَكَتْ وَأَبْغَضَتْهُ طَائِفَةٌ فَأَفْرَطَتْ فِي بُغْضِهِ فَهَلَكَتْ وَأَحَبَّتْهُ طَائِفَةٌ فَأَقْتَصَدَتْ فِي حُبِّهِ فَنَجَتْ»

১৩৪৪ - আমি আমার পিতার কিতাবে তাঁর নিজ হাতে লেখা পেয়েছি, এবং আমার ধারণা যে, আমি তাঁর থেকেই এটি শুনেছি। ওয়াকী‘ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, শারীক থেকে, **পৃষ্ঠা: ৫৭৩** উসমান আবু আল-ইয়াকযান থেকে, যায়যান থেকে, আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: "এই উম্মাহতে আমার দৃষ্টান্ত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আলাইহিস সালাম)-এর দৃষ্টান্তের মতো। একটি দল তাঁকে ভালোবাসার ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করেছে, ফলে তারা ধ্বংস হয়েছে। আরেকটি দল তাঁকে ঘৃণা করার ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করেছে, ফলে তারা ধ্বংস হয়েছে। আর একটি দল তাঁকে ভালোবাসার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছে, ফলে তারা মুক্তি পেয়েছে।"

(ص: 573) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1345 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي مُوسَى وَهُوَ إِسْرَائِيلُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " فِينَا وَاللَّهِ نَزَلَتْ {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ} [الحجر: 47]

1346 - سَأَلْتُ أَبِي عَنِ الْأَيْمَةِ فَقَالَ: «أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ ثُمَّ عَلِيٌّ فِي الْخُلَفَاءِ»،

1347 - سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: «أَمَّا التَّفْضِيلُ فَأَقُولُ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ ثُمَّ عَلِيٌّ»، قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ كُنَّا نَعُدُّ وَرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيًّا فَيَقُولُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ فِي الْخُلَفَاءِ "،

1348 - سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: وَالْخِلَافَةُ عَلَى مَا رَوَى سَفِينَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخِلَافَةُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ سَنَةً، وَنَسْتَعْمِلُ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعًا مَا قَالَ سَفِينَةُ وَمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَلَا نَعِيبُ مَنْ رُبِعَ بِعَلِيٍّ لِقَرَابَتِهِ وَصَهْرِهِ وَإِسْلَامِهِ الْقَدِيمِ وَعَدْلِهِ وَأَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ص: 574] الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ سَبَّوهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَقَامَ الْحُدُودَ وَرَجَمَ وَحَجَّ بِالنَّاسِ وَدُعِيَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ لَمْ يُعْتَبَرْ عَلَيْهِ فِي قِسْمَتِهِ بِالْعَدْلِ وَكُلُّ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ مَضَى مِنْ اتِّبَاعِهِمُ الْحَقَّ،

1349 - سَأَلْتُ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ التَّفْضِيلِ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ الرَّابِعُ مِنَ الْخُلَفَاءِ. قُلْتُ لِأَبِي: إِنَّ قَوْمًا يَقُولُونَ إِنَّهُ لَيْسَ بِخَلِيفَةٍ قَالَ: هَذَا قَوْلُ سُوءٍ رَدِيءٌ. وَقَالَ: أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَقُولُونَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفَنُكَذِّبُهُمْ وَقَدْ حَجَّ وَقَطَعَ وَرَجَمَ فَيَكُونُ هَذَا إِلَّا خَلِيفَةً

1345 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আবু মূসা থেকে – আর তিনি ইসরাঈল, হাসান থেকে, আলী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে, তিনি বলেছেন: "আল্লাহর শপথ, আমাদের ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়েছে: {তাদের অন্তর থেকে আমরা বিদ্বেষ দূর করে দেবো, তারা ভাই-ভাই হয়ে মুখোমুখি আসনে বসবে।} (সূরা আল-হিজর: ৪৭)"

1346 - আমি আমার পিতাকে ইমামগণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: "খলিফাদের মধ্যে আবু বকর, তারপর উমর, তারপর উসমান, তারপর আলী।"

1347 - আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি: "তবে মর্যাদার ক্ষেত্রে আমি বলি: আবু বকর, তারপর উমর, তারপর উসমান, তারপর আলী।" ইবন উমরের উক্তি: "রাসূলুল্লাহ (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন) জীবিত থাকাকালীন আমরা গণনা করতাম এবং খলিফাদের মধ্যে আবু বকর, উমর, উসমান ও আলীর কথা বলতাম।"

1348 - আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি: "এবং খেলাফত সম্পর্কে, যা সাফীনা নবী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন) থেকে বর্ণনা করেছেন: আমার উম্মতের মধ্যে খেলাফত ত্রিশ বছর থাকবে। আমরা উভয় হাদিসই গ্রহণ করি – যা সাফীনা বলেছেন এবং যা ইবন উমর বলেছেন। এবং আমরা তাকে দোষারোপ করি না যে আলী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) কে চতুর্থ স্থানে রাখে তাঁর আত্মীয়তা, জামাতা সম্পর্ক, পূর্বের ইসলাম গ্রহণ ও তাঁর ন্যায়বিচারের কারণে। এবং রাসূলুল্লাহ (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন)-এর সাহাবীগণ (পৃষ্ঠা: ৫৭৪) যারা তাঁর (আলীর) সাথে ছিলেন, তাকে আমীরুল মুমিনীন নামে ডাকতেন। আর তিনি শরিয়তের দণ্ডবিধি (হুদুদ) প্রতিষ্ঠা করেছেন, পাথর নিক্ষেপের শাস্তি (রজম) কার্যকর করেছেন, মানুষের সাথে হজ্ব করেছেন এবং তাঁকে আমীরুল মুমিনীন বলে ডাকা হয়েছে। তারপর তাঁর ন্যায়সঙ্গত বণ্টনে কোনো ত্রুটি ধরা হয়নি এবং পূর্ববর্তীগণ সত্যের অনুসরণে যা কিছু করেছেন।"

1349 - আমি আমার পিতাকে (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) আবু বকর, উমর, উসমান এবং আলী (আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হোন)-এর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে

তিনি বললেন: "আবু বকর, উমর, উসমান এবং আলী হলেন খলিফাদের মধ্যে চতুর্থ।" আমি আমার পিতাকে বললাম: "কিছু লোক বলে যে, তিনি খলিফা ছিলেন না।" তিনি বললেন: "এটি একটি মন্দ ও নিকৃষ্ট কথা।" এবং তিনি বললেন: "রাসূলুল্লাহ (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন)-এর সাহাবীগণ তাঁকে হে আমীরুল মুমিনীন বলে ডাকতেন, তাহলে কি আমরা তাদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করব? অথচ তিনি হত্যা করেছেন, (চোরের) হাত কেটেছেন এবং পাথর নিক্ষেপের শাস্তি (রজম) কার্যকর করেছেন। তাহলে কি তিনি খলিফা ছাড়া অন্য কেউ হতে পারেন?"

(ص: 574) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

سُئِلَ عَنْ قَالَ: خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ

প্রশ্ন করা হয়েছিল যিনি বলেছেন: তাঁর নবীর (সা.) পরে এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হলেন আবু বকর, অতঃপর উমর।

(ص: 574) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1350 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كُنَّا نَعُدُّ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيًّا وَأَصْحَابُهُ مُتَوَافِرُونَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ ثُمَّ نَسَكْتُ»

1350 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আবু মুয়াবিয়া আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, সুহাইল ইবনু আবি সালিহ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তাঁর পিতা থেকে, ইবনু উমর থেকে, তিনি বলেছেন: "যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত ছিলেন এবং তাঁর সাহাবীগণ প্রচুর সংখ্যায় বিদ্যমান ছিলেন, তখন আমরা আবু বকর, উমর ও উসমানকে গণনা করতাম, তারপর নীরব হয়ে যেতাম।"

(ص: 574) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1351 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكَيْعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أُسَيْدٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "كُنَّا نَقُولُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَسُولُ اللَّهِ خَيْرُ النَّاسِ ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ"

১৩৫১ - আমার পিতা আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, ওয়াকী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন হিশাম ইবনে সাদ থেকে, তিনি আমর ইবনে উসায়দ থেকে, তিনি ইবনে উমর থেকে। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন। তিনি বলেছেন: "আমরা নবী, আল্লাহ তাঁর উপর সালাত ও সালাম বর্ষণ করণ, তাঁর যুগে বলতাম: আল্লাহর রাসূল মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তারপর আবু বকর, তারপর উমর।"

(ص: 575) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1352 - حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، وَأَبُو طَالِبٍ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عَاصِمٍ النَّسَائِيُّ قَالَا: نَا إِسْمَاعِيلُ يَغْنِي ابْنُ عِيَّاشٍ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ"

১৩৫২ - আমার নিকট বর্ণনা করেছেন আবু সালিহ আল-হাকাম ইবন মুসা ও আবু তালিব আব্দুল জাব্বার ইবন আসিম আন-নাসাঈ। তাঁরা উভয়ে বলেছেন যে, ইসমাইল (অর্থাৎ ইবন আইয়াশ) থেকে, তিনি ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ থেকে, তিনি নাফি' থেকে, তিনি ইবন উমার থেকে বর্ণিত। ইবন উমার বলেছেন: আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে আলোচনা করতাম যে, এই উম্মাহর মধ্যে তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন আবু বকর, অতঃপর উমার, অতঃপর উসমান।

(ص: 575) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1353 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ أَبِي حَنْزَلَةَ أَبُو الْقَاسِمِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كُنَّا نَقُولُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيُّ أَفْضَلُ أُمَّةٍ رَسُولِ اللَّهِ بَعْدَهُ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ»

1353 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, বিশর ইবনে শুআইব ইবনে আবি হামযা আবুল কাসিম আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, যুহরী থেকে, তিনি বলেছেন, সালিম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার আমাকে খবর দিয়েছেন যে, তিনি বলেছেন: "আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জীবিত থাকাকালীন বলতাম যে, তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পরে তাঁর উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন আবু বকর, অতঃপর উমার, অতঃপর উসমান।"

(ص: 575) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1354 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُرَاعِيُّ مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ يَغْنِي الْمَاجِشُونَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَعْدِلُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِي بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ "

1354 - আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আবু সালামা আল-খুযাঈ মনসুর ইবনে সালামা আমাদের নিকট (হাদিস) বর্ণনা করেছেন, আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবী সালামা, যিনি আল-মাজিশুন নামে পরিচিত, আমাদের নিকট (হাদিস) বর্ণনা করেছেন, উবাইদুল্লাহ ইবনে উমার হতে, তিনি নافع হতে, তিনি ইবনে উমার হতে (বর্ণনা করেছেন)। ইবনে উমার বলেছেন: "আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে ছিলাম, (এবং) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর আবু বকর, অতঃপর উমার, অতঃপর উসমানকে (মর্যাদায়) অন্য কারো সমান মনে করতাম না।"

(ص: 576) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1355 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيِّ، نَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعَطَّارُ، نَا الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا نَقُولُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيُّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ "

1355 - আমাকে বর্ণনা করেছেন আহমদ ইবন ইবরাহীম আদ-দাওরাকী, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন আলা ইবন আব্দুল জাব্বার আল-আত্তার, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন আল-হারিস ইবন উমাইর, উবাইদুল্লাহ ইবন উমার থেকে, নাসিফ থেকে, ইবন উমার থেকে। তিনি বলেন: "আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত ছিলেন, তখন বলতাম: আবু বকর, উমার এবং উসমান।"

(ص: 576) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1356 - حَدَّثَنِي سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَرَوِيُّ، نَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَلَيْسَ هُوَ الطَّنَافِيسِيُّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «كُنَّا نَعُدُّ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَافِرُونَ خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ»

১৩৫৬ - আমাকে সুওয়াইদ ইবনু সাঈদ আল-হারাবী বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেছেন) আমাদেরকে উমার ইবনু উবাইদিল্লাহ (যিনি আত-তানফিসী নন) বর্ণনা করেছেন, তিনি সুহাইল ইবনু আবী সালিহ থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেছেন: "আমরা এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবীগণ পর্যাণ্ট সংখ্যায় উপস্থিত থাকাবস্থায় মনে করতাম যে, তাঁর নবীর পরে এই উম্মাহর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হলেন আবু বকর ও উমার।"

(ص: 576) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1357 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، مِنْ أَهْلِ مَرْوَ، نَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا عَبْدُ [ص: 577] الْعَزِيزِ بْنُ الْمَاجْشُونِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

قَالَ: كُنَّا نَقُولُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَيَبْلُغُ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يُنْكِرُهُ عَلَيْنَا»

১৩৫৭ - মাহমুদ ইবনে গায়লান, যিনি মারওয়ার অধিবাসী ছিলেন, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি (মাহমুদ) হুসাইন ইবনে মুসান্না থেকে বর্ণনা করেছেন। হুসাইন (ইবনে মুসান্না) আব্দুল **পৃষ্ঠা: 577** আজিজ ইবনে আল-মাজিশুন থেকে বর্ণনা করেছেন। আব্দুল আজিজ উবায়দুল্লাহ থেকে, তিনি নাফি থেকে, তিনি ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনে উমার (রা.) বলেছেন: "আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে বলতাম: আবু বকর, উমার ও উসমান। আর এই সংবাদ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে পৌঁছাতো, কিন্তু তিনি আমাদের উপর এর প্রতিবাদ করতেন না।"

(ص: 577) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1358 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، نَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، نَا أَبُو عُمَيْرٍ وَهُوَ الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «كُنَّا نَقُولُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ»

1358 - মাহমুদ ইবনু গায়লান আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, আলা ইবনু আব্দুল জাব্বার আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, আবু উমায়ের – আর তিনি হলেন আল-হারিস ইবনু উমায়ের – আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, তিনি নাফে থেকে, তিনি ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে। ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন: "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে আমরা বলতাম: আবু বকর, উমার ও উসমান।"

(ص: 577) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1359 - حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، نَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّاطَرِيُّ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «كُنَّا نَفْضِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ ثُمَّ لَا نَفْضِلُ أَحَدًا عَلَى أَحَدٍ»

১৩৫৯ - আমাকে আবু আবদুর রহমান সালামাহ ইবনে শাবীব বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন আমাদেরকে মারওয়ান ইবনে মুহাম্মাদ আত-তাত্তারী, তিনি বলেছেন আমাদেরকে সুলায়মান ইবনে বিলাল, তিনি বলেছেন আমাদেরকে ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ, তিনি নাফি' থেকে, তিনি ইবনে উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন: 'আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে আবু বকর, উমার ও উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-কে প্রাধান্য দিতাম, এরপর আমরা কারো ওপর কাউকে প্রাধান্য দিতাম না।'

(ص: 577) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1360 - حَدَّثَنِي سَلَمَةُ، نَا مَرْوَانُ الطَّاطَرِيُّ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «مَا كُنَّا نَخْتَلِفُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْخَلِيفَةَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ص: 578] أَبُو بَكْرٍ وَأَنَّ الْخَلِيفَةَ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ عُمَرُ وَأَنَّ الْخَلِيفَةَ بَعْدَ عُمَرَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ»

1360 - সালামাহ আমাকে বর্ণনা করেছেন, মারওয়ান আত-তাত্তারী আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আব্দুল্লাহ ইবন উমার আল-উমারী আমাদের কাছে নাফি' থেকে, তিনি ইবন উমার থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: "আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে এই বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করতাম না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে খলীফা হলেন **পৃষ্ঠা: 578** আবু বকর, এবং আবু বকর-এর পরে খলীফা হলেন উমার, এবং উমার-এর পরে খলীফা হলেন উসমান, আল্লাহ তায়ালা তাঁদের সকলের উপর সমুদ্র হোন।"

(ص: 578) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1361 - حَدَّثَنِي أَبُو هَبَّامٍ السَّكُونِيُّ الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنِي جَسْرُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:

«كُنَّا نَفْضِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ ثُمَّ لَا نَفْضِلُ أَحَدًا عَلَى أَحَدٍ»

1361 - আবু হাম্মাম আস-সাকুনী আল-ওয়ালীদ ইবনে শুজা আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, তাকে বর্ণনা করেছেন আল-ওয়ালীদ ইবনে মুসলিম, তিনি আওয়যী থেকে বর্ণনা করেছেন। আওয়যী বলেছেন, আমাকে জাসর ইবনে আল-হাসান বর্ণনা করেছেন, তিনি নাফি থেকে, তিনি ইবনে উমার (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনে উমার বলেছেন: "আমরা রাসূলুল্লাহ (তাঁর উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক)-এর যুগে আবু বকর, উমার এবং উসমানকে শ্রেষ্ঠ মনে করতাম, অতঃপর আর কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠ মনে করতাম না।"

(ص: 578) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1362 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ، عَنْ ابْنِ الْحَنْفِيَّةِ، قَالَ قُلْتُ لِأَبِي: مَنْ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «أَبُو بَكْرٍ» قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ عُمَرُ» قُلْتُ: فَأَنْتَ؟ قَالَ: «أَبُوكَ بَعْدَ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»

১৩৬২ - আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি ওয়াকী থেকে, তিনি সুফিয়ান থেকে, তিনি জামি ইবনে আবী রাশিদ থেকে, তিনি ইবনুল হানাফিয়াহ থেকে। তিনি (ইবনুল হানাফিয়াহ) বলেন, আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করলাম: "আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পর মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কে?" তিনি বললেন: "আবু বকর।" আমি বললাম: "তারপর কে?" তিনি বললেন: "তারপর উমার।" আমি বললাম: "তাহলে আপনি?" তিনি বললেন: "তোমার পিতা তো মুসলিমদের মধ্যে একজন ব্যক্তি মাত্র।"

(ص: 578) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1363 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ، عَنْ أَبِي يَعْلَى يَعْنِي مُنْذِرًا الثَّوْرِيَّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنْفِيَّةِ، قَالَ قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: يَا أَبَتِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: "أَبُو بَكْرٍ. قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ قَالَ: عُمَرُ قَالَ: فَخَشِيتُ أَنْ أَقُولَ مَنْ يَقُولُ عُثْمَانُ قَالَ: قُلْتُ ثُمَّ أَنْتَ يَا أَبَتِ قَالَ: ثُمَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ"

১৩৬৩ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান বর্ণনা করেছেন, জামে ইবনে আবি রাশিদের সূত্রে, তিনি আবু ইয়ালা অর্থাৎ মুনযির আস-সাওরীর সূত্রে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়াহর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়াহ বললেন, আমি আলী ইবনে আবি তালিবকে বললাম: হে আমার পিতা! রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কে? তিনি (আলী) বললেন: আবু বকর। আমি বললাম: তারপর কে? তিনি বললেন: উমার। (মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়াহ) বললেন, অতঃপর আমি ভয় পেলাম যে, যদি আমি বলি, তারপর কে?, তাহলে তিনি (আলী) উসমান বলবেন। (মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়াহ) বললেন, আমি বললাম: তারপর আপনি, হে আমার পিতা! তিনি (আলী) বললেন: তারপর মুসলিমদের মধ্য থেকে একজন ব্যক্তি।

(ص: 579) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1364 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا هُشَيْمٌ، نَا حُصَيْنٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: "أَلَا إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَمَنْ قَالَ: سِوَى هَذَا بَعْدَ مَقَامِي هَذَا فَهُوَ مُفْتَرٍ وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُفْتَرِي " فِيهِ انْقِطَاعُ بَيْنَ عُمَرَ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى

১৩৬৪ - আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন; হুশাইম আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন; হুসাইন আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন; (তিনি) আব্দুর রহমান ইবনে আবি লায়লা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: উমার ইবনুল খাত্তাব (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) খুতবা প্রদান করলেন। অতঃপর তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং তাঁর গুণকীর্তন করলেন, এরপর বললেন: "জেনে রাখো যে, আল্লাহর রাসূল (তাঁর উপর আল্লাহর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক)-

এর পর মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন আবু বকর। সুতরাং আমার এই অবস্থানের পর যে এর ভিন্ন কিছু বলবে, সে মিথ্যাচারী এবং তার উপর মিথ্যাচারীর শাস্তি প্রযোজ্য হবে।" এই বর্ণনায় উমার এবং ইবনে আবি লায়লার মাঝে সূত্রবিচ্ছিন্নতা (ইনকিতা) রয়েছে।

(ص: 579) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1365 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: تَدَارَعُوا فِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ عَطَارِدِ عُمَرَ أَفْضَلُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ الْجَارُودُ: بَلْ أَبُو بَكْرٍ أَفْضَلُ مِنْهُ قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: فَجَعَلَ ضَرْبًا بِالْدِرَّةِ حَتَّى شَغَرَ بِرَجُلَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى الْجَارُودِي فَقَالَ إِلَيْكَ عَنِّي ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: «أَبُو بَكْرٍ كَانَ خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَذَا وَكَذَا» ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: «مَنْ قَالَ غَيْرَ هَذَا أَقْمَنَّا عَلَيْهِ مَا نُقِيمُ عَلَى الْمُفْتَرِي» إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ إِلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ

1365 - আমাকে আমার পিতা বর্ণনা করেছেন, (বললেন) আমাদেরকে মুহাম্মাদ ইবনু জাফর বর্ণনা করেছেন, (বললেন) আমাদেরকে শুবাহ বর্ণনা করেছেন, হুসায়ন থেকে, তিনি ইবনু আবি লায়লা থেকে, তিনি বলেছেন: তারা আবু বকর ও উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) সম্পর্কে বিতর্ক করছিল। তখন উতারিদ গোত্রের এক ব্যক্তি বলল, "উমার, আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" তখন জারুদ বললেন, "না, বরং আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর (উমারের) চেয়ে শ্রেষ্ঠ।" বর্ণনাকারী বলেন, এই খবর উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে পৌঁছলে, তিনি (উমার) তাকে চাবুক দিয়ে প্রহার করতে লাগলেন যতক্ষণ না সে যন্ত্রণায় পা দুটো উপরের দিকে তুলে ফেলেছিল। তারপর তিনি জারুদের দিকে ফিরে বললেন, "আমার কাছ থেকে দূরে থাকো!" অতঃপর উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এমন এমন ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম ছিলেন।" তারপর উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, "যে ব্যক্তি এর বিপরীত কিছু বলবে, আমরা তার উপর সেই শাস্তি প্রয়োগ করব যা আমরা মিথ্যা অপবাদকারীর উপর প্রয়োগ করি।" এর সনদ সহীহ (বিশুদ্ধ) তবে তা মুনকাতি (বিচ্ছিন্ন)।

(ص: 579) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1366 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رَبِيعٍ بْنِ خَرَّاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اقتدوا بالَّذِينَ مِنْ بَعْدِي أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ»

1366 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, ইবনু উয়াইনা যাইদা থেকে, তিনি আব্দুল মালিক ইবনু উমাইর থেকে, তিনি রিবঈ ইবনু খিরাশ থেকে, তিনি হুযাইফা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "আমার পরে যে দুজন হবে, আবু বকর ও উমার, তাদের অনুসরণ করো।"

(ص: 580) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1367 - حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ، وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ كَاسِبٍ، بِسَكَّةَ قَالَا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ هِلَالٍ، مَوْلَى رَبِيعِ بْنِ خَرَّاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقتدوا بالَّذِينَ مِنْ بَعْدِي يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ»

1367 - আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন মুসআব ইবনু আব্দুল্লাহ আয-যুবাইরী এবং মক্কায় ইয়াকুব ইবনু হুমাইদ ইবনু কাসিবও (আমাদের কাছে) বর্ণনা করেছেন। তারা দুজন বলেছেন: ইবরাহীম ইবনু সাদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান আস-সাওরী থেকে, তিনি আব্দুল মালিক ইবনু উমাইর থেকে, তিনি হিলাল থেকে, যিনি রিবয়ি ইবনু খিরাশের মাওলা ছিলেন, তিনি হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন। হুযাইফা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "আমার পরে তোমরা যে দুজনকে পাবে, তাদের আদর্শ অনুসরণ করো – অর্থাৎ আবু বকর ও উমারকে।"

(ص: 580) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1368 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ شَيْخٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: قَالَ مَسْرُوقٌ: «حُبُّ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَعْرِفَةُ فَضْلِهِمَا مِنَ السُّنَّةِ»

১৩৬৮ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আবু খায়সামা যুহাইর ইবন হারব আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান ইবন উয়াইনাহ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, খালিদ ইবন সালামা থেকে, যিনি কুরাইশের একজন শায়খ। তিনি বলেছেন, আমি শাবীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, মাসরুক বলেছেন: “আবু বকর ও উমারকে ভালোবাসা এবং তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব (ফাদল) অনুধাবন করা সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত।”

(ص: 580) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1369 - حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، نَا قَبِيصَةُ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مَوْلَى لِرُبْعِيِّ بْنِ خِرَاشٍ، عَنْ حُدَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقتدوا بالَّذِينَ مِنْ بَعْدِي، يُشِيرُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَاهْتَدُوا بِهَدْيِ عَمَّارٍ وَتَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ»

1369 - যুহাইর ইবন হারব আমাকে বর্ণনা করেছেন, কাবীসা থেকে, তিনি সুফিয়ান থেকে, তিনি আব্দুল মালিক ইবন উমায়র থেকে, তিনি রিবঈ ইবন খিরাশ-এর একজন আযাদকৃত গোলাম থেকে, তিনি হুযায়ফা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "আমার পরে যারা আসবে, সেই দুজনের অনুসরণ করো," (তিনি আবু বাকর ও উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর দিকে ইঙ্গিত করছিলেন), "এবং আমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর পথনির্দেশনা গ্রহণ করো, আর ইবন উম্মে আব্দ-এর অঙ্গীকার দৃঢ়ভাবে ধরে রাখো।"

(ص: 581) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

حَدَّثَنِي أَبِي، نَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ، نَا مَالِكُ بْنُ مِغُولٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَعَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: «خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ وَخَيْرُهَا بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ عُمَرُ وَلَوْ شِئْتُ لَسَيِّئْتُ الثَّلَاثَ»

আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাদের কাছে ইয়াহইয়া ইবনু আদম ইবনু সুলাইমান বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাদের কাছে মালিক ইবনু মিজওয়াল বর্ণনা করেছেন, তিনি হাবীব ইবনু আবি সাবিত থেকে, তিনি আব্দুল খায়র থেকে, তিনি আলী ইবনু আবি তালিব (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন) থেকে। এবং শাবী থেকে, তিনি আবু জুহাইফা থেকে, তিনি আলী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন) থেকে। এবং আওন ইবনু আবি জুহাইফা থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি আলী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (আলী) বলেছেন: "এই উম্মাহর মধ্যে, এর নবী (তাঁর উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক)-এর পর সর্বোত্তম ব্যক্তি হলেন আবু বকর। আর আবু বকরের পর তাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হলেন উমর। আর আমি চাইলে তৃতীয় ব্যক্তির নামও উল্লেখ করতে পারতাম।"

(ص: 581) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1371 - حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، نَا خَالِدُ الرَّيَّانُ، حَدَّثَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: كَانَ أَبِي مِنْ شَرْطِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ تَحْتَ الْيُنْبَرِ فَحَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ صَعِدَ الْيُنْبَرَ، يَعْنِي عَلِيًّا، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ وَالثَّانِي عُمَرُ» وَقَالَ: «يَجْعَلُ اللَّهُ الْخَيْرَ حَيْثُ أَحَبَّ»

1371 - মানসুর ইবনে আবি মুযাহিম আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, খালিদ আয-যাইয়াত আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আওন ইবনে আবি জুহাইফা আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বললেন: আমার পিতা আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিরাপত্তা বাহিনীর (শূরতা) সদস্য ছিলেন এবং তিনি মিস্বারের নিচে ছিলেন। অতঃপর আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (অর্থাৎ আলী) মিস্বারে আরোহণ করেছিলেন, অতঃপর আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং তাঁর গুণগান করলেন এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর দরুদ পাঠালেন। এবং বললেন: "এই উম্মাহর নবীর পর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হলেন আবু বকর এবং দ্বিতীয়জন উমর।" এবং তিনি বললেন: "আল্লাহ যেখানে ইচ্ছা করেন, সেখানেই কল্যাণ রাখেন।"

(ص: 581) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1372 - حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ بُكَيْرٍ النَّاقِدُ أَبُو عَثْمَانَ، نَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي ابْنُ دُرْهَمٍ، سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو جُحَيْفَةَ أَنَّهُ سَمِعَ [ص: 582] عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ»

1373 - حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، نَا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ يَغْنِي أَبَا إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَهُ «وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أُسَيِّيَ الثَّالِثَ لَسَيَّيْتُهِ»

1372 - আমার নিকট বর্ণনা করেছেন আমর ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু বুকাইর আন-নাকিদ আবু উসমান। তিনি বলেন: আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন ঈসা ইবনু ইউনুস ইবনু আবী ইসহাক। তিনি বলেন: আমার নিকট বর্ণনা করেছেন ইবনু দিরহাম। আমি শা'বীকে বলতে শুনেছি: আবু জুহাইফা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলতে শুনেছেন: **পৃষ্ঠা: 582** “আমি কি তোমাদেরকে এই উম্মাতের নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সম্পর্কে অবহিত করব না? (তাঁরা হলেন) আবু বাকর ও উমর।”

1373 - আমার নিকট বর্ণনা করেছেন আমার ইবনু মুহাম্মাদ। তিনি (বলেন): আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন ঈসা ইবনু ইউনুস। তিনি (বলেন): আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন আমার পিতা। তিনি তাঁর পিতা থেকে, অর্থাৎ আবু ইসহাক থেকে। তিনি আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাহাবীগণের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি থেকে, তিনি আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন): “আমি যদি তৃতীয় জনের নাম উল্লেখ করতে চাইতাম, তাহলে আমি তাঁর নাম উল্লেখ করতাম।”

(ص: 582) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1374 - حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْخُرَّاسَانِيُّ بِكَتَّةٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِيسِيُّ، نَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْبَجَلِيُّ، عَنْ وَهْبِ السَّوَائِيٍّ، قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: "مَنْ خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قُلْنَا: أَنْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: لَا، خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ وَمَا كُنَّا نُبْعُدُ أَنَّ السَّكِينَةَ تَنْطِقُ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ"

1374 - আমাকে মক্কায় আবু সালিহ হাদিয়াহ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব আল-খুরাসানি বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: মুহাম্মাদ ইবনে উবাইদ আত-তানাকিসী আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: ইয়াহইয়া ইবনে আইয়ুব আল-বাজালী আমাদের কাছে ওয়াহব আস-সুয়াই থেকে বর্ণনা করেছেন। ওয়াহব আস-সুয়াই বলেছেন: আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন: "নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পর এই উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি কে?" আমরা বললাম: "আপনি, হে আমীরুল মুমিনীন!" তিনি বললেন: "না। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পর এই উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হলেন আবু বকর, অতঃপর উমার। আর আমরা এটা বিস্ময়কর মনে করতাম না যে, প্রশান্তি উমারের মুখে কথা বলে।"

(ص: 582) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1375 - حَدَّثَنِي عُمَرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، نَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ [ص: 583] أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: «خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ»

1375 - আমাকে আমার ইবনু মুহাম্মাদ আন-নাকিদ বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে সুফিয়ান বর্ণনা করেছেন, ইবনু আবি খালিদ থেকে, শাবী থেকে, পৃষ্ঠা: 583 আবু জুহাইফা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলতে শুনেছি: "এই উম্মাহর নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পর সর্বোত্তম ব্যক্তি হলেন আবু বকর ও উমার।"

(ص: 583) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1376 - حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، نَا شَهَابُ بْنُ خَرَّاشٍ، نَا الْحَجَّاجُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: كُنْتُ أَرَى أَنَّ عَلِيًّا، أَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي لَمْ أَكُنْ أَرَى أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ مِنْكَ. قَالَ: «أَوَّلًا أُحَدِّثُكَ يَا أَبَا جُحَيْفَةَ بِأَفْضَلِ النَّاسِ كَانَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: " فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ: أَفَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ النَّاسِ كَانَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ؟ " قُلْتُ: بَلَى فَدَيْتُكَ. " قَالَ: عُمَرُ "

1376 - আমার কাছে আবু সালিহ আল-হাকাম ইবনে মুসা বর্ণনা করেছেন, তিনি শিহাব ইবনে খিরাশ থেকে, তিনি আল-হাজ্জাজ ইবনে দিনার থেকে, তিনি হুসাইন ইবনে আব্দুর রহমান থেকে, তিনি আবু জুহাইফা থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু জুহাইফা (রাঃ) বলেন: আমি মনে করতাম যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আলীই মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আমি বললাম, "হে আমীরুল মুমিনীন, আমি মনে করতাম না যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর কোনো মুসলমান আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।" তিনি (আলী) বললেন, "হে আবু জুহাইফা, আমি কি তোমাকে এমন ব্যক্তির কথা বলব না যিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন?" আমি বললাম, "অবশ্যই।" তিনি (আলী) বললেন, "তিনি ছিলেন আবু বকর।" তিনি (আবার) বললেন, "আমি

কি তোমাকে এমন ব্যক্তির কথা জানাব না যিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বকরের পর মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম ছিলেন?" আমি বললাম, "হ্যাঁ, আপনার প্রতি আমার জীবন উৎসর্গ হোক।" তিনি বললেন, "তিনি ছিলেন উমার।"

(ص: 583) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1377 - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي رَاضِيٍّ اللَّهُ عَنْهُ: «خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ وَبَعْدَ أَبِي بَكْرٍ عُمَرُ وَلَوْ شِئْتُ أَخْبَرْتُكُمْ بِالثَّلَاثِ لَفَعَلْتُ»

1377 - আবু বকর ইবনু আবী শাইবাহ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, শারীক, আবু ইসহাক থেকে, তিনি আবু জুহাইফাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, যিনি বলেন: আলী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) আমাকে বলেছেন: "এই উম্মাহর মধ্যে তার নবীর (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক) পর সর্বোত্তম ব্যক্তি হলেন আবু বকর, আর আবু বকরের পর উমার। আর যদি আমি চাইতাম, তাহলে তোমাদেরকে তৃতীয় ব্যক্তির বিষয়ে অবগত করতাম, তবে আমি তা করতাম।"

(ص: 583) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1378 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» قَالُوا: بَلَى. فَقَالَ "أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ؟» قَالُوا [ص: 584]: بَلَى قَالَ: «عُمَرُ» ثُمَّ قَالَ: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ؟» فَقَالُوا: بَلَى فَسَكَتَ "

1378 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন। (তাকে) মুহাম্মদ ইবন জাফর বর্ণনা করেছেন। (তাকে) শুবাহ বর্ণনা করেছেন আল-হাকামের সূত্রে। আল-হাকাম বলেছেন: আমি আবু জুহাইফাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: আমি আলী (রাতিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলতে শুনেছি,

তিনি বলেছেন: «আমি কি তোমাদেরকে এর নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পরে এই উম্মাহর সর্বোত্তম ব্যক্তি সম্পর্কে জানাবো না?» তারা বললো: হ্যাঁ। তিনি বললেন "আবু বকর"। তারপর তিনি বললেন: «আমি কি তোমাদেরকে আবু বকরের পরে এই উম্মাহর সর্বোত্তম ব্যক্তি সম্পর্কে জানাবো না?» তারা বললো (পৃ: ৫৮৪): হ্যাঁ। তিনি বললেন: «উমর»। তারপর তিনি বললেন: «আমি কি তোমাদেরকে মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পরে এই উম্মাহর সর্বোত্তম ব্যক্তি সম্পর্কে খবর দেবো না?» তারা বললো: হ্যাঁ। অতঃপর তিনি নীরব রইলেন।

(ص: 584) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1379 - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ خَلَادُ بْنُ أَسْلَمَ، أَنَا النَّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ بَعْدَ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ " قَالُوا: بَلَى. قَالَ: أَبُو بَكْرٍ " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى آخِرِهِ

1379 - আবু বকর খাল্লাদ ইবন আসলাম আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি (বলেন) নাদর ইবন শুমাইল আমাদের কাছে (বর্ণনা করেছেন), তিনি (বলেন) শুবা আমাদের কাছে (বর্ণনা করেছেন), তিনি হাকাম থেকে (বর্ণনা করেছেন), তিনি আবু জুহাইফা থেকে (বর্ণনা করেছেন), যে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: "আমি কি তোমাদেরকে তাদের নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সম্পর্কে অবহিত করব না?" তারা বলল: "অবশ্যই!" তিনি বললেন: "আবু বকর।" তারপর তিনি হাদিসটি শেষ পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন।

(ص: 584) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

আবু ইসহাক, আবদ খায়র-এর সূত্রে, আলি (আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন) থেকে।

(ص: 584) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1380 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ»

1380 - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি (বলেন,) সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু ইসহাক থেকে, তিনি আবদ খায়র থেকে, তিনি আলি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন: "তঁার নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পর এই উম্মাহর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন আবু বকর ও উমার।"

(ص: 584) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1381 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ قَيْسِ السَّكُونِيِّ قَالَ: ذَكَرَ خَلْفُ بْنُ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «سَبَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ، وَثَلَّثَ عُمَرُ ثُمَّ خَبَطْنَا فِتْنَةً يَغْفِرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَمَّنْ يَشَاءُ»

1381 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আবু বদর শুজা‘ ইবনুল ওয়ালীদ ইবন কায়স আস-সাকুনী আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: খালাফ ইবন হাওশাব আবু ইসহাক থেকে, তিনি আব্দুল খায়র থেকে, তিনি আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন, আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন: "নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অগ্রগামী ছিলেন, আবু বকর দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন, এবং উমার তৃতীয় স্থানে ছিলেন। এরপর একটি ফিতনা (বিপর্যয়) আমাদের উপর আঘাত হানে, আল্লাহ, যিনি পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত, যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।"

(ص: 584) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1382 - حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ الْكُوفِيُّ، عَنْ خَلْفِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «سَبَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ وَثَلَّثَ عُمَرُ» فَذَكَرَ مِثْلَهُ

1382 - আমাদের নিকট সুওয়াইদ ইবন সাঈদ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের নিকট আবু বাদ্র শুজা ইবনুল ওয়ালীদ আল-কুফী বর্ণনা করেছেন, তিনি খালাফ ইবন হাওশাব থেকে, তিনি আবু ইসহাক থেকে, তিনি আবদ খাইর থেকে, তিনি আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: "নবী (সাঃ) অগ্রগামী ছিলেন, আবু বাকর (রাঃ) দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন এবং উমার (রাঃ) তৃতীয় হয়েছিলেন।" তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

(ص: 584) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1383 - حَدَّثَنِي زَكْرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنُ صَبِيحٍ زَحْوَيْهِ بِوَاسِطٍ، نَا عُمَرُ بْنُ مُجَاشِعٍ [ص: 585]، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: «خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أُسَيِّي الثَّالِثَ لَسَيَّيْتُهِ» فَقَالَ رَجُلٌ لِأَبِي إِسْحَاقَ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّكَ تَقُولُ أَفْضَلُ فِي الشَّرِّ قَالَ: خَيْرٌ خَيْرٌ

1383 - আমাকে ওয়াসিতের যাকারিয়া ইবনু ইয়াহইয়া ইবনু সুবাইহ যাহমাওয়াইহ হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি উমার ইবনু মুজাশী থেকে **পৃষ্ঠা: ৫৮৫**, তিনি আবু ইসহাক থেকে, তিনি আবদ খাইর থেকে (বর্ণনা করেছেন)। আমি আলী (রাডিয়াল্লাহু আনহু)-কে মিস্বারের উপর বলতে শুনেছি: «তাঁর নবীর পরে এই উম্মতের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি হলেন আবু বকর ও উমার। আর যদি আমি চাইতাম যে তৃতীয় ব্যক্তির নাম উল্লেখ করি, তবে আমি তা উল্লেখ করতাম।» তখন এক ব্যক্তি আবু ইসহাককে বললেন: "তারা তো বলে যে, আপনি খারাপের (ক্ষেত্রে) আফদাল (أفضل) বলেন।" তিনি (আবু ইসহাক) বললেন: "এটি খাইর (خير), খাইর (خير)।"

(ص: 585) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1384 - حَدَّثَنِي سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا شَرِيكَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبُو بَكْرٍ وَالثَّانِي عُمَرُ وَأَحَدُنَا أَشْيَاءُ يَفْعَلُ اللَّهُ فِيهَا مَا يَشَاءُ" قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَهَذَا وَهُمْ مِنْ سُؤَيْدٍ، وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ لَيْسَ فِيهِ عَنْ أَبِي حَيَّةَ

ثُمَّ حَدَّثَنَا هُ سُوَيْدٌ مَرَّةً أُخْرَى، نَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي حَيَّةٍ وَلَمْ يُذَكَّرْ فِيهِ أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ

১৩৮৪ - সুওয়াইদ ইবনু সাঈদ আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন; তিনি শারীক থেকে, শারীক আবু ইসহাক থেকে, আবু ইসহাক আবু হায়্যাহ থেকে, আবু হায়্যাহ আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন। আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন: "আমি কি তোমাদেরকে তার নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরে এই উম্মাতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সম্পর্কে অবহিত করব না? (তিনি হলেন) আবু বকর এবং দ্বিতীয়জন হলেন উমার। আর আমরা (পরবর্তীতে) এমন কিছু বিষয় প্রবর্তন করেছি, যার ব্যাপারে আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করবেন।" আবু আবদুর রহমান বলেন: "এটি সুওয়াইদের একটি ভুল। বরং এটি আবু ইসহাক থেকে, তিনি আবদ খায়র থেকে বর্ণিত; এতে আবু হায়্যাহর উল্লেখ নেই। এরপর সুওয়াইদ আমাদের কাছে এটি আরেকবার বর্ণনা করেছেন; তিনি শারীক থেকে, শারীক আবু হায়্যাহ থেকে (বর্ণনা করেছেন)। তবে তাতে আবু ইসহাক থেকে আবদ খায়র থেকে আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) পর্যন্ত অনুরূপ বর্ণনা উল্লেখ করা হয়নি।"

(ص: 585) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1385 - حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا الصَّبِيُّ بْنُ الْأَشْعَثِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أَبُو بَكْرٍ وَالثَّانِي عُمَرُ وَلَوْ شِئْتُ لَسَبَيْتُ الثَّلَاثَ» قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: فَتَهَجَّاهَا عَبْدُ خَيْرٍ: خ ي ر لِكَيْ لَا تَمْتَرُوا فِيمَا قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

1385 - সুওয়াইদ ইবনে সাঈদ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আস-সাবিয়া ইবনুল আশআথ তার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু ইসহাকের সূত্রে, তিনি আবদ খায়রের সূত্রে, তিনি আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: "আমি কি তোমাদেরকে তাঁর নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পর এই উম্মাহর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সম্পর্কে অবহিত করব না? (তিনি হলেন) আবু বকর, আর দ্বিতীয় জন উমর। আর যদি আমি চাইতাম, তবে তৃতীয় ব্যক্তির নামও উল্লেখ করতাম।" আবু ইসহাক বলেন: আবদ খায়র শব্দটি (خَيْرٌ - খায়র) পৃথক পৃথক বর্ণে

উচ্চারণ করে দেখিয়েছেন: খা, ইয়া, রা (خ ي ر), যাতে আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যা বলেছেন, তাতে তোমরা সংশয়ে না পড়ো।

(ص: 586) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1386 - حَدَّثَنِي سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَاتِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ قَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا قُلْتُ لَكُمْ؟ قَالَ اللَّهُ أَوْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَوْ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَتَعَلَّقُوا بِهِ فَوَاللَّهِ لَأَنْ أَخْرَجَ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطِفُنِي الظَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِي الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَلَى كِتَابِهِ. وَمَا قُلْتُ لَكُمْ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي فَرَا جُعُونِي: خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ وَمِنْ بَعْدِ أَبِي بَكْرٍ عُمَرُ وَالثَّلَاثُ لَوْ شِئْتُ لَسَبَّيْتُهُ ثُمَّ يَخْطُبُ"

1386 - সুওয়াইদ ইবনু সাঈদ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মাদ ইবনুল ফুরাত থেকে, তিনি আবু ইসহাক থেকে, তিনি হারিস থেকে, যিনি বলেছেন: আলী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) যখন মিম্বরে আরোহণ করতেন, তখন বলতেন, "হে লোক সকল! আমি তোমাদের যা-ই বলি না কেন, যদি তা আল্লাহ বলেন, অথবা আল্লাহর রাসূল (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন) বলেন, অথবা আল্লাহর কিতাবে থাকে, তাহলে তোমরা তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করো। আল্লাহর কসম! আমার কাছে আকাশ থেকে পড়ে গিয়ে পাখিদের দ্বারা ছোঁ মেরে নিয়ে যাওয়া অথবা বাতাস আমাকে কোনো গভীর খাদে নিক্ষেপ করা অধিক প্রিয়, এর চেয়ে যে, আমি আল্লাহ (মহিমাম্বিত ও সুমহান) অথবা তাঁর রাসূল (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন) অথবা তাঁর কিতাবের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলি। আর যা আমি তোমাদের আমার নিজের পক্ষ থেকে বলি, সে বিষয়ে তোমরা আমাকে প্রশ্ন করতে পারো: এই উম্মাহর মধ্যে তার নবী (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন)-এর পরে সর্বোত্তম ব্যক্তি হলেন আবু বকর। আর আবু বকরের পরে উমার। আর তৃতীয় ব্যক্তি, যদি আমি চাইতাম, তাহলে তার নাম উল্লেখ করতাম।" অতঃপর তিনি খুতবা দিতেন।

(ص: 586) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1387 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، وَشُعْبَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «أَلَا أُنبِئُكُمْ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا؟ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ»

1387 - আমার পিতা ওয়াকী থেকে আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি সুফিয়ান ও শুবা থেকে, তাঁরা হাবীব ইবন আবী ছাবিত থেকে, তিনি আবদ খাইর থেকে, তিনি আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: "আমি কি তোমাদেরকে এই উম্মতের নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সম্পর্কে অবহিত করব না? আবু বকর, তারপর উমার।"

(ص: 586) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1388 - حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضِيُّ الْأَزْدِيُّ، نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ "

১৩৮৮ - নসর ইবন আলী আল-জাহদামি আল-আযদি আমাকে বর্ণনা করেছেন, বিশর ইবনুল মুফাযযাল আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি শুবা থেকে, তিনি হাবীব ইবন আবী ছাবিত থেকে, তিনি আবদ খাইর থেকে বর্ণনা করেছেন। আবদ খাইর বলেন: আমি আলী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন)-কে বলতে শুনেছি: "আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (আল্লাহ তাঁর উপর সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন)-এর পর এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সম্পর্কে অবহিত করব না? তারা হলেন আবু বকর ও উমার।"

(ص: 586) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1389 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ الْخَرَّازُ وَكَانَ ثِقَةً صَدُوقًا، نَا مُبَارَكُ بْنُ سَعِيدٍ أَخُو سُفْيَانَ عَنْ أَبِيهِ وَهُوَ سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ

الْهَمْدَانِي. قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ عَلَى النَّبِيِّ: "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ [ص: 587] نَبِيِّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالثَّانِي قَالَ: فَذَكَرَ عُمَرَ ثُمَّ قَالَ: لَوْ شِئْتُ لَأَنْبَأْتُكُمْ بِالثَّلَاثِ. قَالَ: وَسَكَتَ قَالَ: فَرَأَيْنَا أَنَّهُ يَعْنِي نَفْسَهُ فَقُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ وَرَبِّ الْكُعْبَةِ " فِيهِ تَدْلِيلٌ حَبِيبٌ بِنِ أَبِي ثَابِتٍ

১৩৮৯ - আব্দুল্লাহ ইবনে আওন আল-খারাজ আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, এবং তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য ও সত্যবাদী। মুবারক ইবনে সাঈদ, যিনি সুফিয়ানের ভাই, তাঁর পিতা সাঈদ ইবনে মাসরুর থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি হাবিব ইবনে আবি সাবেত থেকে, তিনি আবদ খাইর আল-হামাযানী থেকে, তিনি বলেছেন: আমি আলি (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন)-কে মিসরে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি: "আমি কি তোমাদেরকে এই উম্মাহর নবীর (আল্লাহ তাঁর উপর শান্তি ও বরকত বর্ষণ করুন) পর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সম্পর্কে অবহিত করব না?" পৃষ্ঠা: ৫৮৭
আবদ খাইর বললেন: অতঃপর তিনি (আলি) আবু বকর-এর কথা উল্লেখ করলেন। তারপর তিনি (আলি) বললেন: আমি কি তোমাদেরকে দ্বিতীয় ব্যক্তি সম্পর্কে অবহিত করব না? আবদ খাইর বললেন: অতঃপর তিনি (আলি) উমর-এর কথা উল্লেখ করলেন। তারপর তিনি (আলি) বললেন: আমি চাইলে তোমাদেরকে তৃতীয় ব্যক্তি সম্পর্কেও অবহিত করতে পারতাম। আবদ খাইর বললেন: এবং তিনি (আলি) নীরব রইলেন। আবদ খাইর বললেন: আমরা বুঝলাম যে, তিনি (আলি) নিজেকেই বুঝিয়েছেন। তাই আমি (হাবিব) বললাম: আপনি কি তাঁকে (আলিকে) এমনটি বলতে শুনেছেন? তিনি (আবদ খাইর) বললেন: হ্যাঁ, কাবার রবের কসম!" এতে হাবিব ইবনে আবি সাবেত-এর তাদলিস (তদলীস) রয়েছে।

(ص: 587) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1390 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، يَقُولُ: «خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا وَخَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ نَبِيِّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ أَحَدُنَا أَحَدًا ثَاثًا يَقْضِي اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا مَا أَحَبَّ»

১৩৯০ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী থেকে, তিনি সুফিয়ান থেকে, তিনি খালিদ ইবনে আলকামা থেকে, তিনি আবদ খায়র থেকে। আবদ খায়র বলেন: আমি আলী (তাঁর প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকুন)-কে বলতে শুনেছি: "তাঁর নবীর পরে এই উম্মাহর (সম্প্রদায়ের) শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি এবং তাঁর নবীর (তাঁর উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক) পরে মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি হলেন আবু বকর, তারপর উমর। এরপর আমরা এমন সব বিষয় বা ঘটনা উদ্ভাবন করেছি (বা ঘটিয়েছি) যা সম্পর্কে মহিমাম্বিত আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তাই ফয়সালা করবেন।"

(ص: 587) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1391 - حَدَّثَنِي أَبُو بَحْرٍ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثِ الْبَصْرِيُّ، نَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا فَرَّغَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ: «إِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ وَبَعْدَ أَبِي بَكْرٍ عُمَرُ، وَأَحَدُنَا أَحَدًا يَصْنَعُ اللَّهُ فِيهَا مَا شَاءَ»

1391 - আবু বাহর আব্দুল ওয়াহিদ ইবন গিয়াস আল-বাসরী আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আবু আওয়ানা, খালিদ ইবন আলকামা থেকে, তিনি আবদ খায়র থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আলী ইবন আবি তালিব (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) যখন বসরাবাসীদের বিষয়াবলি সম্পন্ন করলেন, তখন বললেন: «নিশ্চয়ই এই উম্মাহর নবীর (আল্লাহ তাঁর উপর শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন) পর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হলেন আবু বকর, এবং আবু বকরের পর উমর। আর আমরা এমন কিছু নতুন বিষয়াদির উদ্ভব ঘটিয়েছি, আল্লাহ তাতে যা ইচ্ছা করেন, তাই করবেন।»

(ص: 587) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1392 - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ الْوَاسِطِيُّ، أَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ الْمُسَيَّبِ بْنِ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَامَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: «خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ

بَعْدَ [ص: 588] نَبِيِّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَإِنَّا قَدْ أَخَذْنَا أَحْدَانًا
يَقْضِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا مَا شَاءَ»

1392 - আমাদের কাছে ওয়াহব ইবনু বাকিয়া আল-ওয়াসিতী বর্ণনা করেছেন, তাঁকে খালিদ ইবনু আবদুল্লাহ অবহিত করেছেন, হুসায়ন থেকে, মুসায়্যাব ইবনু আবদ খাইর থেকে, তাঁর পিতা থেকে, তিনি বলেছেন: আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দাঁড়িয়ে বললেন: “এই উম্মাহর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তাঁর **পৃষ্ঠা: ৫৮৮** নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর হলেন আবু বকর ও উমার। আর আমরা তো এমন কিছু নতুন বিষয়াদি প্রবর্তন করেছি, যার ব্যাপারে আল্লাহ তা’আলা তাঁর ইচ্ছানুযায়ী ফায়সালা করবেন।”

(ص: 588) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1393 - حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، نَا شَهَابُ بْنُ خَرَّاشٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ خَبَّابٍ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ «إِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ خَيْرُهَا بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ عُمَرُ ثُمَّ يَجْعَلُ اللَّهُ الْخَيْرَ حَيْثُ أَحَبَّ»

1393 - আমার নিকট আবু সালিহ আল-হাকাম ইবনে মুসা বর্ণনা করেছেন, তিনি শিহাব ইবনে খিরাশ থেকে (বর্ণনা করেছেন), তিনি বলেছেন, আমার নিকট ইউনুস ইবনে খাব্বাব বর্ণনা করেছেন, তিনি আল-মুসাইয়িব ইবনে আবদ খায়ের থেকে, তিনি আবদ খায়ের থেকে বর্ণনা করেছেন। আবদ খায়ের বলেন: আমি আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলতে শুনেছি: “নিশ্চয়ই এই উম্মাহর নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হলেন আবু বকর। অতঃপর আবু বকরের পর সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন উমার। এরপর আল্লাহ যেখানে চান সেখানেই কল্যাণ দান করেন।”

(ص: 588) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1394 - حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، نَا شَهَابُ بْنُ خِرَاشٍ، حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ضَرَبَ عَلْقَمَةُ هَذَا الْمُنْبَرِ فَقَالَ: خَطَبَنَا عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى هَذَا الْمُنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَذْكُرَ ثُمَّ قَالَ: «أَلَا إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ قَوْمًا يُفْضِلُونِي عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِي ذَلِكَ لَعَاقَبْتُ فِيهِ وَلَكِنْ أَكْرَهُ الْعُقُوبَةَ قَبْلَ التَّقَدُّمِ مَنْ قَالَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ مُفْتَرٍ، عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُفْتَرِي خَيْرُ النَّاسِ كَانَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ أَحَدُنَا بَعْدَهُمْ أَحَدَانَا يَقْضِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا مَا أَحَبَّ» [ص: 589] أَحَبُّ حَبِيبِكَ هُوَنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْمًا مَا وَابْغَضَ بَغِيضَكَ هُوَنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا "

১৩৯৪ - আমাকে আবু সালেহ আল-হাকাম ইবনু মুসা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমাদের বর্ণনা করেছেন শিহাব ইবনু খিরাশ, আমাকে বর্ণনা করেছেন আল-হাজ্জাজ ইবনু দিনার, তিনি আবু মাশার থেকে, তিনি ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (ইবরাহীম) বলেন: আলকামা এই মিস্বরে আঘাত করে বললেন: আলী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) এই মিস্বরে দাঁড়িয়ে আমাদের উদ্দেশ্যে খুতবা (ভাষণ) দিয়েছিলেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলেন, তারপর আল্লাহ যা ইচ্ছা করলেন তা উল্লেখ করলেন। অতঃপর তিনি বললেন: “শোনো, আমার কাছে খবর পৌঁছেছে যে, কিছু লোক আমাকে আবু বকর ও উমরের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়। যদি আমি এ বিষয়ে আগে থেকেই নির্দেশনা দিতাম, তাহলে আমি এর জন্য শাস্তি দিতাম। কিন্তু আমি নির্দেশনার পূর্বে শাস্তি দিতে অপছন্দ করি। যে ব্যক্তি এ ধরনের কিছু বলবে, সে মিথ্যা অপবাদকারী; তার উপর মিথ্যা অপবাদকারীর শাস্তি বর্তাবে। রাসূলুল্লাহ (আল্লাহর শাস্তি ও রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক)-এর পরে শ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন আবু বকর, তারপর উমর। এরপর আমরা তাদের পরে কিছু নতুন বিষয় প্রবর্তন করেছি, যে বিষয়ে মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ যা চান, তার ফয়সালা করবেন।” পৃষ্ঠা: 589 তোমার বন্ধুকে পরিমিতভাবে ভালোবাসো, কারণ সে হয়তো একদিন তোমার শত্রুতে পরিণত হতে পারে। আর তোমার শত্রুকে পরিমিতভাবে ঘৃণা করো, কারণ সে হয়তো একদিন তোমার বন্ধুতে পরিণত হতে পারে।

1395 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نَا وَقَاءُ بْنُ إِيَّاسٍ الْأَسَدِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ الْوَالِئِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «إِنِّي لَأَعْرِفُ أَحْيَارَ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أُسَيِّي الثَّالِثَ لَفَعَلْتُ»

1395 - আমার বাবা আমাকে বলেছেন, আবু মুআবিয়াহ আমাদের বলেছেন, ওয়ীকা ইবনে ইয়াস আল-আসাদী আমাদের বলেছেন, আলী ইবনে রাবীআহ আল-ওয়ালিবী থেকে, আলী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: "নিশ্চয়ই আমি এই উম্মতের নবীর (তাঁর উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) পর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের চিনি, তাঁরা হলেন আবু বকর এবং উমার। আর যদি আমি তৃতীয়জনের নাম বলতে চাইতাম, তবে অবশ্যই বলতাম।"

1396 - حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا هُشَيْمٌ، أَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْثَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: «إِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ وَمِنْ بَعْدِ أَبِي بَكْرٍ عُمَرُ وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أُسَيِّي الثَّالِثَ لَسَيَّيْتُهِ»

1396 - উসমান ইবনে আবি শাইবা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন,) হুশাইম আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন,) হুসায়ন আমাদেরকে খবর দিয়েছেন, আমর ইবনে মুররা থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে সালামা থেকে, তিনি আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি খুতবা দিতে গিয়ে বললেন: "নিশ্চয়ই এই উম্মতের মধ্যে তার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হলেন আবু বকর, এবং আবু বকরের পর উমার। আর যদি আমি তৃতীয় ব্যক্তির নাম বলতে চাইতাম, তবে অবশ্যই বলতাম।"

1397 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: أُنْبَأَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ: قَالَ: عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِابْنِهِ الْحَسَنِ يَوْمَ الْجَمَلِ: «يَا حَسَنُ، لَيْتَ أَبَاكَ مَاتَ مِنْ عِشْرِينَ سَنَةً» قَالَ: فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ: يَا أَبَتِ قَدْ كُنْتُ أَتُهَاكَ عَنْ هَذَا. قَالَ: «يَا بُنَيَّ لَمْ أَرِ الْأَمْرَ يَبْلُغُ هَذَا»

1397 - উবাইদুল্লাহ ইবনু উমার আল-কাওয়ারীরী আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাম্মাদ ইবনু যায়দ আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি (হাম্মাদ) বলেন: সাঈদ ইবনু আবি আরুবাহ আমাদেরকে অবহিত করেছেন, (তিনি) কাতাদাহ থেকে, তিনি হাসান ইবনু আলী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে, তিনি কাইস ইবনু আব্বাদ থেকে (বর্ণনা করেন)। কাইস ইবনু আব্বাদ বলেন: আলী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) জুমাল যুদ্ধের দিন তাঁর পুত্র হাসানকে বললেন: "হে হাসান, হায়! তোমার পিতা যদি বিশ বছর আগেই মারা যেত!" কাইস ইবনু আব্বাদ বলেন: তখন হাসান তাঁকে (আলীকে) বললেন: "হে আমার আব্বা, আমি তো আপনাকে এই বিষয়ে বারণ করেছিলাম।" (আলী) বললেন: "হে আমার পুত্র, আমি দেখিনি যে বিষয়টি এতদূর গড়াবে।"

(ص: 589) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1398 - حَدَّثَنِي الْحَارِثُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ شُعْبَةَ، نَا مَنْصُورُ بْنُ دِينَارٍ، حَدَّثَنِي مَسْعَدَةُ [ص: 590] الْأَعْمُورُ الْبَجَلِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ وَلَوْ شِئْتُ لَسَبَّيْتُ الثَّالِثَ»

1399 - أُخْبِرْتُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ مِثْلَهُ سِوَاءَ

1400 - سَمِعْتُ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، يَقُولُ: " السُّنَّةُ فِي التَّفْضِيلِ الَّذِي نَذْهَبُ إِلَيْهِ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ، وَأَمَّا الْخُلَافَةُ فَنَذْهَبُ إِلَى حَدِيثِ سَفِينَةَ فَنَقُولُ: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ فِي الْخُلَفَاءِ فَنَسْتَعْمِلُ الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا وَلَا نَعِيبُ مَنْ رُبِعَ بِعَلِيِّ لِقَرَابَتِهِ وَصِهْرِهِ وَإِسْلَامِهِ الْقَدِيمِ وَعَدْلِهِ،

1401 - سَأَلْتُ أَبِي عَنِ التَّفْضِيلِ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ فَقَالَ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ الرَّابِعُ مِنَ الْخُلَفَاءِ قُلْتُ لِأَبِي: إِنَّ قَوْمًا يَقُولُونَ إِنَّهُ لَيْسَ بِخَلِيفَةٍ قَالَ: هَذَا قَوْلٌ سُوءٍ رَدِيءٌ. وَقَالَ: أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُونَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفَنُكَذِّبُهُمْ وَقَدْ حَجَّ بِالنَّاسِ وَقُطِعَ وَرَجِمَ فَيَكُونُ هَذَا إِلَّا خَلِيفَةً قُلْتُ لِأَبِي: مَنْ احْتَجَّ بِحَدِيثِ عُبَيْدَةَ أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيِّ رَأْيُكَ فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ رَأْيِكَ فِي الْفُرْقَةِ. فَقَالَ أَبِي: إِنَّمَا أَرَادَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بِذَلِكَ أَنْ يَضَعَ نَفْسَهُ بِتَوَاضُعٍ قَوْلِهِ خَبَطْنَا فِتْنَةً تَوَاضَعَ بِذَلِكَ

১৩৯৮ - আল-হারিস আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আশ‘আস ইবনু শু‘বা থেকে, তিনি মানসূর ইবনু দীনার থেকে, তিনি মাস‘আদা পৃষ্ঠা: ৫৯০ আল-আ‘ওয়ার আল-বাজালী থেকে। তিনি বলেন: আমি আলী (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু)-কে কূফার মিস্বারে বলতে শুনেছি: “আমি কি তোমাদেরকে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নবীর পরে এই উম্মাতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সম্পর্কে অবহিত করব না? আবু বকর, অতঃপর উমার। আমি চাইলে তৃতীয়জনের নামও বলতে পারতাম।”

১৩৯৯ - আশ‘আস ইবনু শু‘বা থেকে, তিনি মানসূর ইবনু দীনার থেকে, তিনি মূসা ইবনু আবী কাছীর থেকে, তিনি আবু কাছীর থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১৪০০ - আমি আমার আব্বাকে (রহিমাহুল্লাহ) বলতে শুনেছি: “শ্রেষ্ঠত্ব (তাফদীল) সম্পর্কে আমরা যে মত পোষণ করি, তাতে সুন্নাহ হলো ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) থেকে বর্ণিত উক্তি: আবু বকর, অতঃপর উমার, অতঃপর উসমান। আর খিলাফতের বিষয়ে, আমরা সাফীনার হাদীসের দিকে যাই এবং বলি: আবু বকর, উমার, উসমান এবং আলী হলেন

খলীফাদের মধ্যে। সুতরাং আমরা উভয় হাদীসকেই গ্রহণ করি। আর আলীকে চতুর্থ স্থানে রাখলে আমরা কারো দোষ ধরি না, তাঁর আত্মীয়তা, বৈবাহিক সম্পর্ক, তাঁর পূর্বের ইসলাম গ্রহণ এবং তাঁর ন্যায়পরায়ণতার কারণে।”

১৪০১ - আমি আমার আব্বাকে আবু বকর, উমার, উসমান ও আলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব (তাফদীল) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। আমার আব্বা (রহিমাল্লাহ) বললেন: “আবু বকর, উমার, উসমান এবং আলী হলেন খলীফাদের মধ্যে চতুর্থ।” আমি আব্বাকে বললাম: “কিছু লোক তো বলে যে, তিনি (আলী) খলীফা ছিলেন না।” তিনি বললেন: “এটি একটি মন্দ, নিকৃষ্ট উক্তি।” আর তিনি বললেন: “রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবীগণ তাঁকে হে আমীরুল মুমিনীন (মুমিনদের নেতা) বলতেন। আমরা কি তাঁদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করব? অথচ তিনি লোকজনকে নিয়ে হজ্জ করেছেন, দণ্ড কার্যকর করেছেন (হাত কেটেছেন) এবং রজম (পাথর নিক্ষেপ) করেছেন। তাহলে কি তিনি খলীফা ছিলেন না?” আমি আব্বাকে বললাম: “যারা উবাইদার হাদীস দ্বারা যুক্তি দেন যে তিনি আলীকে বলেছিলেন: ঐক্যের সময়ে আপনার মত আমার কাছে বিভেদের সময়ের আপনার মতের চেয়ে প্রিয়, তাঁদের সম্পর্কে কী?” আমার আব্বা বললেন: “আমীরুল মুমিনীন (আলী) এর দ্বারা শুধুমাত্র নিজেকে বিনয়ী করতে চেয়েছিলেন, তাঁর এই বিনয়ী উক্তির মাধ্যমে: একটি ফিতনা (বিদ্রোহ/বিশৃঙ্খলার) আমাদের আচ্ছন্ন করেছে। তিনি এর দ্বারা নিজেকে বিনয়ী করেছিলেন।”

(ص: 591) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1402 - حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُنْهَانَ، عَنْ سَفِينَةَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْخِلَافَةُ ثَلَاثُونَ سَنَةً ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ مُلْكًا» قَالَ سَفِينَةُ: فَخُذْ سَنَتِي أَبِي بَكْرٍ وَعَشْرًا عُمَرُ وَاثْنَتَيْ عَشْرَةَ عُثْمَانُ وَسِتًّا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

১৪০২ - হুদবাহ ইবনু খালিদ আল-আযদী আমাদের নিকট হাম্মাদ ইবনু সালামাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, যিনি সাঈদ ইবনু জুমহান থেকে, তিনি সাফীনা আবু আবদির রহমান থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (সাফীনা) বলেছেন: আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-

কে বলতে শুনেছি: "খিলাফত ত্রিশ বছর। অতঃপর এর পর রাজত্ব হবে।" সাফীনা বলেছেন: সুতরাং আবু বকরের দুই বছর, উমরের দশ বছর, উসমানের বারো বছর এবং আলীর ছয় বছর (গণনা করো)। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

(ص: 591) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1403 - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا الْعَوَّامُ، نَا سَعِيدُ بْنُ جَهَّانَ، عَنْ سَفِينَةَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْخِلَافَةُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ سَنَةً» قَالَ: فَحَسَبْنَا فَوَجَدْنَا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ عَلِيًّا لَا يُعَدُّ مِنَ الْخُلَفَاءِ. فَقَالَ: يَا بَنِي فُلَانٍ فَهُمْ أَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ

১৪০৩ - আবু বকর ইবনু আবি শাইবাহ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন; (তিনি বলেন,) ইয়াযীদ ইবনু হারুন আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন; (তিনি বলেন,) আল-আওয়াম আমাদের কাছে সংবাদ দিয়েছেন; (তিনি বলেন,) সাঈদ ইবনু জুমহান আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন; তিনি সাফীনাহ আবু আব্দুর রহমান থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আমার উম্মাতের মধ্যে খিলাফত ত্রিশ বছর স্থায়ী হবে।" তিনি (সাফীনাহ) বলেন: অতঃপর আমরা গণনা করে দেখলাম যে, আবু বকর, উমার, উসমান এবং আলী (রাতিয়াল্লাহু আনহুম) ছিলেন। তিনি (সাফীনাহ) বলেন: তখন তাঁকে বলা হলো: "আলীকে তো খলীফাদের মধ্যে গণ্য করা হয় না।" তখন তিনি বললেন: "হে অমুক গোত্রের লোকেরা! তারা তো এর থেকেও অনেক দূরে (ভ্রান্তিতে রয়েছে)।"

(ص: 591) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1404 - حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا هُشَيْمٌ، قَالَ: نَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَهَّانَ، سَمِعْتُ سَفِينَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "

الْخِلَافَةُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ سَنَةً ثُمَّ مُلْكُ قَالَ: فَعَدَّ سَفِينَةُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: فَقُلْتُ لِسَفِينَةَ: إِنَّ بَنِي مَرْوَانَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ خُلَفَاءُ. قَالَ: كَذَبُوا

1404 - উসমান ইবনে আবি শাইবা আমাকে বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন:) হুশাইম আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি (হুশাইম) বলেন: আওয়াম ইবনে হাউশাব সাঈদ ইবনে জামহান থেকে বর্ণনা করেছেন। (সাঈদ ইবনে জামহান বলেন:) আমি সাফিনাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আমার উম্মতের মধ্যে খিলাফত ত্রিশ বছর থাকবে, তারপর রাজত্ব হবে।" (সাফিনা) বললেন: সাফিনা আবু বকর, উমর, উসমান এবং আলীকে (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) গণনা করেছেন। (সাঈদ ইবনে জামহান বলেন:) আমি সাফিনাকে বললাম: বনু মারওয়ান (মারওয়ান গোত্রের লোকেরা) দাবি করে যে তারা খলিফা। তিনি (সাফিনা) বললেন: তারা মিথ্যা বলেছে।

(ص: 591) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1405 - حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي الرَّوَادِ الْبَصْرِيُّ، نَا [ص:

592] الْحَجَّاجُ بْنُ فَرُّوخٍ يَغْنِي الْوَاسِطِيَّ، قَالَ: نَا الْعَوَّامُ، عَنْ رَجُلٍ، قَدْ سَمَّاهُ عَنْ

سَفِينَةَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وسلم: «الْخِلَافَةُ بَعْدِي ثَلَاثُونَ سَنَةً» قَالَ سَفِينَةُ: فَأَتَمَّهَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثَلَاثِينَ

১৪০৫ - আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে জাবালা ইবনে আবী আর-রাওওয়াদ আল-বসরি আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। (তিনি বলেন যে), [পৃষ্ঠা: ৫৯২] আল-হাজ্জাজ ইবনে ফাররুখ, যিনি আল-ওয়াসিতি নামে পরিচিত ছিলেন, তাকে (আবু জাফরকে) বর্ণনা করেছেন। তিনি (আল-হাজ্জাজ) বলেন: আল-আওয়াম তাকে (আল-হাজ্জাজকে) বর্ণনা করেছেন। আল-আওয়াম এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন, যার নাম তিনি উল্লেখ করেছেন। তিনি (সেই ব্যক্তি) রাসূলুল্লাহর (তাঁর উপর আল্লাহর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক) মুক্ত দাস সাফীনা থেকে বর্ণনা করেছেন। সাফীনা বলেন: রাসূলুল্লাহ (তাঁর উপর আল্লাহর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক) বলেছেন: "আমার পর খিলাফত ত্রিশ বছর স্থায়ী হবে।" সাফীনা বলেন: অতঃপর আলী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন) তা ত্রিশ বছর পূর্ণ করেছেন।

1406 - حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ الْهُذَلِيُّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَعْمَرٍ، نَا هُشَيْمٌ، نَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا أَسَّسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَجَرٍ فَوَضَعَهُ ثُمَّ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ بِحَجَرٍ فَوَضَعَهُ ثُمَّ جَاءَ عُمرُ بِحَجَرٍ فَوَضَعَهُ ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ بِحَجَرٍ فَوَضَعَهُ ثُمَّ قَالَ: «هَؤُلَاءِ أَمْرَاءُ الْخِلَافَةِ مِنْ بَعْدِي»

1406 - আমাকে আবু মামার আল-হুযালী, ইসমাইল ইবন ইবরাহীম ইবন মামার বর্ণনা করেছেন, তিনি হুশাইম থেকে, তিনি আল-আওয়াম ইবন হাওশাব থেকে, তিনি তাঁর নিকট যিনি বর্ণনা করেছেন তার সূত্রে আয়িশা (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণনা করেছেন। আয়িশা (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) বলেন: যখন আল্লাহর রাসূল (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন) মদীনার মসজিদ নির্মাণ করেন, তখন নবী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন) একটি পাথর এনে রাখলেন। এরপর আবু বকর একটি পাথর এনে রাখলেন। এরপর উমার একটি পাথর এনে রাখলেন। এরপর উসমান একটি পাথর এনে রাখলেন। অতঃপর তিনি (নবী) বললেন: “এরা আমার পরে খিলাফতের শাসকগণ হবে।”

1407 - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَشَّارٍ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو طَلْحَةَ ابْنُ بِنْتِ سَعِيدٍ بْنِ جَهَّانَ، سَمِعْتُ جَدِّي أَبَا أُمِّي سَعِيدَ بْنَ جَهَّانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَفِينَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْخِلَافَةُ بَعْدِي ثَلَاثُونَ سَنَةً فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ مُلْكٌ، أَوْ قَالَ: مُلُوكٌ " شَكَ أَبُو طَلْحَةَ

1407 - আমার নিকট ইবরাহীম ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু বাশশার আল-ওয়াসিতী বর্ণনা করেছেন। আমার নিকট বর্ণনা করেছেন আবু তালহা, যিনি সাঈদ ইবনু জামহানের কন্যার পুত্র। তিনি বলেন, আমি আমার মাতামহ সাঈদ ইবনু জামহানকে বলতে শুনেছি। আমি সাফীনাকে (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) বলতে শুনেছি যে, আল্লাহর রাসূল (আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর উপর) বলেছেন: "আমার পরে খিলাফত ত্রিশ বছর স্থায়ী হবে। এরপর তা রাজতন্ত্রে

(পরিণত হবে)।" অথবা তিনি বলেছেন, "রাজতন্ত্রসমূহে (পরিণত হবে)।" আবু তালহা এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

(ص: 592) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

سُئِلَ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ

কবরের আযাব ও ফিতনা সম্পর্কে প্রশ্ন

(ص: 592) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1408 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي عَنْ بَنِي أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْبَرَاءِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَسَمِعَ صَوْتًا فَقَالَ: «يَهُودُ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا»

1408 - আমার পিতা (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন, ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ থেকে, তিনি শুবাহ থেকে (বর্ণনা করেছেন)। শুবাহ (বলেন), আমাকে আওন ইবনু আবি জুহাইফাহ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি বারা থেকে, তিনি আবু আইয়ুব (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে (বর্ণনা করেছেন) যে, নবী (তাঁর প্রতি আল্লাহর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক) সূর্য অস্ত যাওয়ার পর বের হলেন, তখন তিনি একটি শব্দ শুনতে পেলেন, অতঃপর তিনি বললেন: "ইয়াহুদীরা তাদের কবরসমূহে শাস্তিপ্ৰাপ্ত হচ্ছে।"

(ص: 593) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1409 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَيْهَا يَهُودِيَّةٌ اسْتَوْهَبَتْهَا شَيْئًا طَيِّبًا فَوَهَبَتْ لَهَا عَائِشَةُ فَقَالَتْ أَجَارَكَ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالَتْ: فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ حَتَّى جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِلْقَبْرِ عَذَابًا؟ قَالَ: «إِنَّهُمْ لَيُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ»

1409 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আবু মুআবিয়া আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি আল-আমাশ থেকে, তিনি শাকীক থেকে, তিনি মাসরুক থেকে, তিনি আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আয়িশা) বলেছেন: তাঁর (আয়িশার) কাছে একজন ইহুদী নারী প্রবেশ করল এবং তাঁর কাছে কিছু ভালো জিনিস উপহার হিসেবে চাইল। তখন আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) তাকে উপহার দিলেন। অতঃপর সেই নারী বলল: "আল্লাহ আপনাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করুন।" আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বললেন: আমার মনে এ বিষয়টি গভীরভাবে রেখাপাত করল, যতক্ষণ না আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এলেন। তিনি (আয়িশা) বললেন: অতঃপর আমি তাঁকে এ বিষয়ে জানালাম এবং বললাম: "হে আল্লাহর রাসূল, কবরের কি কোনো আযাব হয়?" তিনি (রাসূল) বললেন: "নিশ্চয়ই তাদের কবরে আযাব দেওয়া হয়, এমন আযাব যা চতুষ্পদ জন্তুরা শুনতে পায়।"

(ص: 593) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1410 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، نَا قُدَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَامِرِيُّ، عَنْ جَسْرَةَ، قَالَتْ: حَدَّثَنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَتْ إِنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ. فَقُلْتُ: كَذَبَتْ. فَقَالَتْ: بَلَى إِنَّ لِنَقْرِضُ مِنْهُ الثَّوْبَ وَالْجِلْدَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ وَقَدْ ارْتَفَعَتْ أَصَوَاتُنَا فَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟» فَأَخْبَرْتُهُ بِهَا. قَالَتْ: فَقَالَ: «صَدَقَتْ» فَمَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا قَالَ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ: «اللَّهُمَّ رَبِّ جَبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ أَعِزَّنِي مِنْ حَرِّ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ»

১৪১০ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, ইয়ালা ইবনু উবাইদ আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, কুদামাহ ইবনু আব্দুল্লাহ আল-আমিরী আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, জাসরাহ থেকে, তিনি বলেছেন: আয়িশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমার

কাছে একজন ইয়াহুদী নারী প্রবেশ করল এবং বলল যে, কবরের আযাব প্রস্রাবের কারণে হয়। আমি বললাম: তুমি মিথ্যা বলেছ। সে বলল: না, বরং আমরা তার (প্রস্রাবের) কারণে কাপড় ও চামড়া কেটে ফেলি। তারপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সালাতের জন্য বের হলেন, তখন আমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু হয়ে গিয়েছিল। তিনি বললেন: "এটা কী (ব্যাপার)?" আমি তাকে তা জানালাম। (আয়িশাহ) বললেন: তখন তিনি (নবী) বললেন: "সে সত্য বলেছে।" সেদিন থেকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখনই সালাত আদায় করেছেন, সালাতের শেষ অংশে তিনি অবশ্যই এই দুআটি পাঠ করতেন: "হে আল্লাহ, জিবরাঈল, মিকাইল ও ইসরাফিলের প্রতিপালক! আমাকে জাহান্নামের আগুন ও কবরের আযাব থেকে আশ্রয় দান করুন।"

(ص: 594) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1411 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، أَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي امْرَأَةٌ مِنَ الْيَهُودِ وَهِيَ تَقُولُ لِي: شَعَرْتُ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ فَارْتَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «إِنَّمَا يُفْتَنُ الْيَهُودُ» قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَبِثْنَا لَيَالِي ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ شَعَرْتِ أَنَّهُ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ» قَالَتْ عَائِشَةُ: فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ يَسْتَعِيدُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ "

১৪১১ - আমার পিতা আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে হাকাম ইবনু নাফি' বর্ণনা করেছেন, শু'আইব আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, যুহরি থেকে, তিনি (যুহরি) বলেছেন, উরওয়া ইবনুয যুবাইর আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রী আয়েশা (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন) বলেছেন: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট এলেন, তখন আমার কাছে একজন ইহুদি নারী ছিল। সে আমাকে বলছিল: আমি জানতে পেরেছি যে, তোমাদেরকে কবরে পরীক্ষা করা হবে। এতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চমকে উঠলেন এবং বললেন: কেবল ইহুদিদেরই পরীক্ষা করা হয়। আয়েশা (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন) বলেছেন: এরপর আমরা কয়েক রাত অতিবাহিত করলাম। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তুমি কি জেনেছ যে, আমার নিকট ওহী করা হয়েছে যে তোমাদেরকেও কবরে পরীক্ষা করা হবে?" আয়েশা (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন) বলেছেন: "এরপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কবরের শাস্তি থেকে আশ্রয় চাইতে শুনেছি।"

(ص: 594) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1412 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، نَا سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ لِلْقَبْرِ ضَغْطَةً وَلَوْ كَانَ أَحَدٌ نَاجِيًا مِنْهَا نَجَا مِنْهَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ»

1412 - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ থেকে, তিনি সাদ ইবনু ইবরাহীম থেকে, তিনি নাফি থেকে, তিনি আয়িশা (আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন) থেকে, তিনি নবী (আল্লাহ তাঁর উপর শাস্তি ও বরকত বর্ষণ করুন) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: "নিশ্চয়ই কবরের একটি চাপ রয়েছে। যদি কোনো ব্যক্তি তা থেকে মুক্তি পেত, তবে সাদ ইবনু মুআয অবশ্যই তা থেকে মুক্তি পেতেন।"

(ص: 594) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1413 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكِيعٌ، نَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ [ص: 595] الْقَبْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغَنَى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلَجِ وَالْبَرْدِ وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْبَأْثَمِ»

১৪১৩ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, ওয়াকী থেকে, তিনি হিশাম থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি আয়িশা (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে যে, নবী (তাঁর উপর আল্লাহর

শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক) বলতেন: «হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি জাহান্নামের শান্তি থেকে, জাহান্নামের বিপর্যয় থেকে, কবরের বিপর্যয় থেকে, এবং কবরের শান্তি থেকে। [পৃষ্ঠা: ৫৯৫] আর ধন-সম্পদের বিপর্যয়ের অনিষ্ট থেকে, দারিদ্র্যের বিপর্যয়ের অনিষ্ট থেকে, এবং মাসিহ দাজ্জালের বিপর্যয়ের অনিষ্ট থেকে। হে আল্লাহ! আমার পাপসমূহকে বরফ ও শিলার পানি দ্বারা ধুয়ে দাও, এবং আমার অন্তরকে পাপ থেকে এমনভাবে পরিশুদ্ধ করো, যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিশুদ্ধ করা হয়। আর আমার ও আমার পাপসমূহের মাঝে এমন দূরত্ব সৃষ্টি করো, যেমন তুমি পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করেছ। হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি অলসতা, অতি বার্ধক্য এবং পাপ থেকে।»

(ص: 595) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1414 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ "

1414 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, হাজ্জাজ ইবনে মুহাম্মাদ আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, তিনি শু'বাহ থেকে, তিনি বুদায়ল থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে শাকীক থেকে, তিনি আবু হুরায়রা (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে, তিনি নাবী (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি কবরের শান্তি থেকে, জাহান্নামের শান্তি থেকে এবং মাসীহ দাজ্জালের বিপর্যয় থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতেন।

(ص: 595) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1415 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكَيْعٌ، نَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ حَسَّانِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ "

1416 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكَيْعٌ، نَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

1415 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, ওয়াকী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, আওয়াঈ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, হাসসান ইবনে আতিয়াহ থেকে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনে আবি আয়িশাহ থেকে, তিনি আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবু হুরায়রাহ) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যখন তোমাদের কেউ তাশাহুদ পাঠ করবে, তখন সে চারটি বিষয় থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। সে বলবে: হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে জাহান্নামের শাস্তি থেকে, কবরের শাস্তি থেকে, মাসীহ দাজ্জালের ফিতনার অনিষ্ট থেকে এবং জীবন ও মরণের ফিতনার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

[পৃষ্ঠা: 596]

1416 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, ওয়াকী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, আওয়াঈ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, ইয়াহইয়া ইবনে আবি কাসীর থেকে, তিনি আবু সালামাহ থেকে, তিনি আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

(ص: 596) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1417 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، نَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ "

1417 - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আব্দুর রহমান ইবনু মাহদি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, হাম্মাদ (অর্থাৎ ইবনু সালামাহ) আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মাদ

(অর্থাৎ ইবনু যিয়াদ) থেকে, তিনি বলেন: আমি আবু হুরায়রা, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তাঁকে বলতে শুনেছি যে, আমি আবুল কাসিম, তাঁর উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক, তাঁকে জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা (বিপর্যয়), কবরের আযাব এবং মাসীহ আদ-দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে শুনেছি।

(ص: 596) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1418 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سُفْيَانٌ يَرْفَعُهُ قَالَ: «إِنَّ الْمَيِّتَ لَيَسْمَعُ خَفَقَ نَعَالِهِمْ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ»

১৪১৮ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, ওয়াকী আমাদের কাছে সুফিয়ান থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি সুদী থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি আবু হুরায়রাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। সুফিয়ান এটিকে (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত) উন্নীত করে বলেছেন: «নিশ্চয় মৃত ব্যক্তি তাদের পাদুকার খটখট শব্দ শুনতে পায় যখন তারা পিঠ ফিরিয়ে চলে যায়।»

(ص: 596) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1419 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: سَمِعْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ «عَلَى الْمَنُفُوسِ الَّذِي لَمْ يَعْمَلْ ذَنْبًا قَطُّ فَيَقُولُ اللَّهُمَّ قِهِ عَذَابَ الْقَبْرِ»

1419 - আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, হুশাইম আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ সূত্রে, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব সূত্রে, তিনি বলেন: আমরা আবু হুরায়রাকে বলতে শুনেছি যে, "সেই নবজাতক (শিশু) সম্পর্কে যে কখনো কোনো পাপ করেনি, (তার জন্য) বলা হয়: হে আল্লাহ, তাকে কবরের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।"

(ص: 597) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1420 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُيَيْدٍ، نَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَائِطٍ لِبَنِي النَّجَّارِ فَسَمِعَ صَوْتًا مِنْ قَبْرِ فَقَالَ: «مَتَى مَاتَ صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ؟» قَالُوا: مَاتَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ لَا تَدَافِنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسَبِّحَكُمْ عَذَابُ الْقَبْرِ»

1420 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, হুমাইদ থেকে, আনাস ইবনে মালিক (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বনী নাজ্জারের একটি বাগানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি একটি কবর থেকে একটি শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি বললেন: "এই কবরের অধিবাসী কখন ইন্তেকাল করেছে?" তারা বলল: "সে জাহিলিয়াত যুগে (অন্ধকার যুগে) ইন্তেকাল করেছে।" তিনি বললেন: "যদি এমন না হত যে, তোমরা (মৃতদের) দাফন করা বন্ধ করে দেবে, তাহলে আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতাম যেন তিনি তোমাদেরকে কবরের আযাব শোনান।"

(ص: 597) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1421 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعَ قَاسِمُ الرَّحَالِ، أَنَسًا يَقُولُ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرِبًا لِبَنِي النَّجَّارِ كَأَنَّهُ يَقْضِي حَاجَةً فَخَرَجَ إِلَيْنَا مَدْعُورًا أَوْ فَزَعًا وَقَالَ: «لَوْلَا أَنْ لَا تَدَافِنُوا لَسَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يُسَبِّحَكُمْ مِنْ عَذَابِ أَهْلِ الْقُبُورِ مَا أَسْغَنِي»

1421 - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: কাসিম আর-রিহাল আনাসকে বলতে শুনেছেন: নবী (আল্লাহর শান্তি ও বরকত তাঁর উপর বর্ষিত হোক) বনু নাজ্জারের একটি পরিত্যক্ত স্থানে প্রবেশ করলেন, যেন তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারছিলেন। অতঃপর তিনি আতঙ্কিত বা ভীত অবস্থায় আমাদের কাছে বেরিয়ে এলেন এবং বললেন: "যদি তোমরা একে অপরকে দাফন করা ছেড়ে না দিতে, তবে আমি আল্লাহকে অবশ্যই অনুরোধ করতাম যেন তিনি তোমাদেরকে কবরের অধিবাসীদের শাস্তির কিছু অংশ শোনান, যা তিনি আমাকে শুনিয়েছেন।"

1422 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُكَيْتَةَ، نَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، نَا أَنَسٌ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ»

1422 - আমার পিতা আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইসমাইল ইবন ইবরাহীম ইবন উলাইয়্যা বর্ণনা করেছেন। সুলাইমান আত-তাইমী বর্ণনা করেছেন। আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন: "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট অক্ষমতা, অলসতা, ভীর্ণতা, বার্ষক্য ও কৃপণতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আমি আপনার নিকট কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। এবং আমি আপনার নিকট জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।"

1423 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، نَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَائِطًا مِنْ حَيْطَانِ الْمَدِينَةِ لِبَنِي النَّجَّارِ فَسَمِعَ صَوْتًا مِنْ قَبْرِ فَسَأَلَ عَنْهُ: «مَتَى دُفِنَ هَذَا؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، دُفِنَ هَذَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: «لَوْلَا أَنْ لَا تَدَافِنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسَبِّحَكُمْ عَذَابُ الْقَبْرِ»

1423 -

আমার পিতা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি (বর্ণনা করেছেন) ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ থেকে, তিনি (বর্ণনা করেছেন) হুমাইদ থেকে, তিনি আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: নবী করীম (সাঃ) মদীনার বনী নাজ্জার গোত্রের একটি বাগানে প্রবেশ করলেন। তখন তিনি একটি কবর থেকে আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন: "এটি কখন দাফন করা হয়েছে?" তারা বলল: "হে আল্লাহর রাসূল, এটি জাহেলিয়াত যুগে দাফন করা হয়েছে।" এতে তিনি আশ্চর্যান্বিত হলেন এবং বললেন: "যদি এমন ভয় না থাকত যে তোমরা

(মৃতদের) দাফন করা ছেড়ে দেবে, তাহলে আমি আল্লাহর কাছে দুআ করতাম যেন তিনি তোমাদেরকে কবরের আযাব শুনিয়ে দেন।"

(ص: 597) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1424 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ص: 598] يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَفِتْنَةِ الدَّجَالِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ»

১৪২৪ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, ইয়াযীদ ইবন হারুন আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, হুমাইদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃষ্ঠা: ৫৯৮ বলতেন: "হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি অলসতা, বার্ধক্য, ভীরুতা, কৃপণতা, দাজ্জালের ফেতনা এবং কবরের আযাব থেকে।"

(ص: 598) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1425 - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، نَا هِشَامُ بْنُ يُسُفَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحِيرٍ الْقَاصِ، عَنْ هَانِئٍ، مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرِ بَكٍّ حَتَّى تُبَلَّ لِحَيْتُهُ فَقِيلَ لَهُ تَذَكَّرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ فَلَا تَبْكِي وَتَبْكِي مِنْ هَذَا قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ» قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُّوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ "

1425 - ইয়াহইয়া ইবনু মাইন আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন, (তাকে) হিশাম ইবনু ইউসুফ (হাদীস শুনিয়েছেন), তিনি আবদুল্লাহ ইবনু বাহির আল-কাস থেকে, তিনি উসমান (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন)-এর মুক্তদাস হানি থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি (হানি) বলেন: উসমান (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন) যখন কোনো কবরের পাশে দাঁড়াতেন, তখন এতো কাঁদতেন যে, তাঁর দাড়ি ভিজে যেত। তখন তাঁকে বলা হলো, "আপনি জান্নাত ও জাহান্নামের কথা স্মরণ করেন, অথচ কাঁদেন না, আর (কেবল) এই (কবরের) কারণে কাঁদছেন?" তিনি (উসমান) বললেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল (আল্লাহ তাঁর উপর শান্তি ও বরকত বর্ষণ করুন) বলেছেন: নিশ্চয় কবর হলো আখিরাতের (পরকালের) প্রথম স্তর। যদি কেউ তা থেকে মুক্তি পায়, তাহলে এর পরের স্তরগুলো তার জন্য সহজতর হবে। আর যদি সে তা থেকে মুক্তি না পায়, তাহলে এর পরের স্তরগুলো তার জন্য আরও কঠিন হবে।" তিনি (হানি) বলেন: আর নবী (আল্লাহ তাঁর উপর শান্তি ও বরকত বর্ষণ করুন) যখন কোনো মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা থেকে অবসর হতেন, তখন তার (কবরের) পাশে দাঁড়াতেন। অতঃপর বলতেন: "তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তার জন্য অবিচলতা (দৃঢ়তা) কামনা করো, কেননা এখনই তাকে প্রশ্ন করা হবে।"

(ص: 598) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1426 - حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةِ الْوَاسِطِيِّ، نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْجَرِيرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي حَائِطٍ لِبَنِي النَّجَّارِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ فَحَادَثَ بِهِ بَغْلَتُهُ فَإِذَا فِي الْحَائِطِ أَقْبَرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ يَعْرِفُ هَؤُلَاءِ [ص: 599] الْأَقْبَرُ؟» فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «مَا هُمْ؟» قَالَ: مَاثُوا فِي الشَّرْكِ. فَقَالَ: «لَوْلَا أَنْ لَا تَدَافِنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسَبِّحَكُمْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْعَى مِنْهُ إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا» ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «تَعَوِّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ» فَقُلْنَا: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ فَقَالَ: «تَعَوِّذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ»

1426 - আমাকে ওয়াহব ইবনে বাকিয়াহ আল-ওয়াসিতী বর্ণনা করেছেন, তিনি খালিদ ইবনে আবদুল্লাহ থেকে, তিনি জুরায়রী সূত্রে, তিনি আবু নাদরা থেকে, তিনি আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: আমরা বনু নাজ্জারের একটি বাগানে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে ছিলাম। তিনি তাঁর খচ্চরের উপর আরোহিত ছিলেন। হঠাৎ তাঁর খচ্চরটি পাশ কাটল, তখন বাগানে কিছু কবর দেখা গেল। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "এই কবরগুলো কে চেনে?" **পৃষ্ঠা: 599** একজন লোক বলল: "আমি চিনি, হে আল্লাহর রাসূল।" তিনি বললেন: "তারা কারা?" সে বলল: "তারা শিরকের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে।" তখন তিনি বললেন: "যদি এমন আশঙ্কা না থাকত যে তোমরা (একসাথে) দাফন করা ছেড়ে দেবে, তাহলে আমি আল্লাহর কাছে দুআ করতাম যেন তিনি তোমাদেরকে কবরের সেই আযাব শোনান যা আমি শুনি। নিশ্চয় এই উম্মতকে তাদের কবরসমূহে পরীক্ষা করা হয়।" এরপর তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরালেন এবং বললেন: "তোমরা আল্লাহর কাছে জাহান্নামের আযাব ও কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করো।" তখন আমরা বললাম: "আমরা আল্লাহর কাছে জাহান্নামের আযাব ও কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" তখন তিনি বললেন: "তোমরা আল্লাহর কাছে দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করো।"

(ص: 599) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1427 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ نَحْلًا لِبَنِي النَّجَّارِ فَسَمِعَ صَوْتًا فَفَزِعَ فَقَالَ: "مَنْ أَصْحَابُ هَذِهِ الْقُبُورِ؟ قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ نَاسٌ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَقَالَ: «تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الدَّجَالِ» قَالُوا: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ أَتَاهُ مَلَكٌ فَسَأَلَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ قَالَ: فَيَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ قَالَ: فَمَا يُسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ غَيْرِهَا فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى بَيْتٍ كَانَ لَهُ فِي النَّارِ فَيُقَالُ هَذَا بَيْتُكَ كَانَ فِي النَّارِ وَلَكِنَّ اللَّهَ عَصَمَكَ وَرَحِمَكَ فَأَبْدَلَكَ بِهِ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ دَعُونِي حَتَّى أَذْهَبَ فَأُبَشِّرَ أَهْلِي.

فَيَقَالُ لَهُ: اسْكُنْ. وَأَنَّ الْكَافِرَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ أَتَاهُ مَلَكٌ فَيَقُولُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَيُضْرَبُ بِسَطْرَقٍ مِنْ حَدِيدٍ بَيْنَ أُذُنَيْهِ فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا الْخَلْقُ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ "

1427 - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তাঁকে আব্দুল ওয়াহাব ইবনে আতা বর্ণনা করেছেন, তাঁকে সাঈদ ইবনে আবি আরুহা বর্ণনা করেছেন, তিনি কাতাদাহ থেকে, তিনি আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বনু নাজ্জারের একটি খেজুর বাগানে প্রবেশ করলেন। অতঃপর তিনি একটি আওয়াজ শুনলেন এবং ভীত হলেন। তিনি বললেন, "এই কবরগুলোর অধিবাসী কারা?" তারা বললেন, "হে আল্লাহর নবী! এরা জাহিলিয়াতের যুগে মৃত্যুবরণকারী একদল লোক।" অতঃপর তিনি বললেন, "তোমরা আল্লাহর কাছে কবরের আযাব, জাহান্নামের আযাব এবং দাজ্জালের ফেতনা (বিপর্যয়) থেকে আশ্রয় চাও।" তারা বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! সে ব্যাপারে কী (ঘটবে)?" তিনি বললেন, "নিশ্চয়ই এই উম্মাতকে তাদের কবরসমূহে পরীক্ষা করা হবে। আর যখন কোনো মুমিনকে তার কবরে রাখা হয়, তখন তার কাছে একজন ফেরেশতা আসেন এবং তাকে প্রশ্ন করেন: এই লোক (অর্থাৎ নবী) সম্পর্কে তুমি কী বলতে? তিনি (মুমিন) বলেন: তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। তিনি (নবী) বলেন: অতঃপর তাকে এই (উত্তর) ছাড়া আর কোনো কিছু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় না। অতঃপর তাকে জাহান্নামে তার জন্য নির্ধারিত একটি ঘরের দিকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং বলা হয়: এটা তোমার সেই ঘর, যা জাহান্নামে ছিল। কিন্তু আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করেছেন এবং তোমার প্রতি রহমত করেছেন। অতঃপর তিনি এর পরিবর্তে জান্নাতে তোমার জন্য একটি ঘর দিয়েছেন। অতঃপর সে (মুমিন) বলে: আমাকে ছেড়ে দাও, আমি যেন গিয়ে আমার পরিবার-পরিজনকে সুসংবাদ দিতে পারি। তখন তাকে বলা হয়: শান্ত হও। আর যখন কোনো কাফিরকে তার কবরে রাখা হয়, তখন তার কাছে একজন ফেরেশতা আসেন এবং বলেন: এই লোক (অর্থাৎ নবী) সম্পর্কে তুমি কী বলতে? সে (কাফির) বলে: মানুষ যা বলত, আমিও তাই বলতাম। অতঃপর তার দুই কানের মাঝখানে লোহার হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করা হয়। অতঃপর সে এমন বিকট চিৎকার করে, যা মানুষ ও জিন (সৃষ্টির দুই ভার, ثَقَلَيْنِ) ব্যতীত সকল সৃষ্টিজীব শুনতে পায়।"

1428 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، أَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وَضَعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابَهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفَقَ نِعَالِهِمْ فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ يَعْزِي مُحَمَّدًا، قَالَ: فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ فَيُقَالُ لَهُ انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ فِي النَّارِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا فِي الْجَنَّةِ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا "

1428 - আমার পিতা আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন। (তিনি) আব্দুল ওয়াহহাব থেকে, (তিনি) সাঈদ ইবনে আবি আরুবা থেকে, (তিনি) কাতাদাহ থেকে, (তিনি) আনাস ইবনে মালিক থেকে এবং তিনি নবী (তাঁর উপর আল্লাহর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: "নিশ্চয়ই বান্দাকে যখন তার কবরে রাখা হয় এবং তার সঙ্গীরা তাকে ছেড়ে চলে যায়, তখন সে তাদের জুতোর শব্দ শুনতে পায়। অতঃপর দুইজন ফেরেশতা তার কাছে আসেন এবং তাকে বলেন: এই ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কী বলতে? – অর্থাৎ মুহাম্মাদ (তাঁর উপর আল্লাহর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক) সম্পর্কে। তিনি বললেন: আর মুমিন ব্যক্তি বলে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। তখন তাকে বলা হয়, জাহান্নামে তোমার যে স্থান ছিল তা দেখো, আল্লাহ তা দ্বারা তোমাকে জান্নাতে একটি স্থান দান করেছেন। অতঃপর সে উভয়টিই দেখতে পায়।"

(ص: 600) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1429 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكِيعٌ، نَا أَبُو الْعَمَيْسِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُخَارِقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، {فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا} [طه: 124] قَالَ: «عَذَابُ الْقَبْرِ»

1429 - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, ওয়াকী' থেকে, তিনি আবু আল-উমাইস থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মুখারিক থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি আবদুল্লাহ থেকে (বর্ণনা করেছেন)। তিনি (আবদুল্লাহ) (আল্লাহর বাণী) {নিশ্চয় তার জন্য রয়েছে এক সংকীর্ণ জীবন} [সূরা ত্ব-হা: ১২৪] সম্পর্কে বলেছেন: 'এটি কবরের শাস্তি (আযাব)'।

(ص: 600) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1430 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ} [إبراهيم: 27] قَالَ: «نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ»

1430 - আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আব্দুর রহমান ইবনে মাহদি আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান তাঁর পিতা থেকে, তাঁর পিতা খাইছামা থেকে, খাইছামা বারা ইবনে আযিব থেকে বর্ণনা করেছেন, যিনি বলেছেন: {আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে সুদৃঢ় কথার মাধ্যমে পার্থিব জীবনে ও পরকালে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখেন, আর আল্লাহ জালেমদেরকে পথভ্রষ্ট করেন।} [ইবরাহীম: ২৭] তিনি বলেছেন: «এটি কবরের শাস্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে»

(ص: 601) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1431 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْعَوَّامِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ} [إبراهيم: 27] قَالَ: «نَزَلَتْ فِي صَاحِبِ الْقَبْرِ»

1431 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, হুশাইম আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি আল-আওয়ামের সূত্রে, তিনি আল-মুসাইয়াব ইবন রাফি-এর সূত্রে (বর্ণনা করেছেন) আল্লাহ তায়ালা-এর এই বাণী প্রসঙ্গে: {আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে সুদৃঢ় বাণীর মাধ্যমে পার্থিব জীবনে ও আখিরাতে সুদৃঢ় করেন} [সূরা ইবরাহীম: ২৭]। তিনি (আল-মুসাইয়াব ইবন রাফি) বলেছেন: "এই আয়াত কবরের অধিবাসীর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে।"

(ص: 601) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1432 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا نَخْلًا لِبَنِي النَّجَّارِ فَسَمِعَ أَصْوَاتَ رِجَالٍ مِنْ بَيْنِ النَّخْلِ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ

فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرِغًا يَأْمُرُ أَصْحَابَهُ أَنْ يَتَعَوَّدُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

"

1432 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আব্দুর রাজ্জাক আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, ইবনে জুরাইজ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আবুয যুবাইর আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলতে শুনেছেন: একদিন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বনী নাজ্জার গোত্রের একটি খেজুর বাগানে প্রবেশ করলেন। অতঃপর তিনি খেজুর গাছের মধ্য থেকে কিছু পুরুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন, যারা অজ্ঞতার যুগে মারা গিয়েছিল এবং তাদের কবরে শাস্তি ভোগ করছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় বেরিয়ে এলেন এবং তাঁর সাহাবীদেরকে নির্দেশ দিচ্ছিলেন যেন তারা কবরের শাস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে।

(ص: 601) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1433 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، نَا ابْنُ لَهَيْعَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا وَقِي فِتْنَةُ الْقَبْرِ وَأُؤْمِنَ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ وَغُدِّيَ عَلَيْهِ وَرِيحٌ بِرِزْقِهِ مِنَ الْجَنَّةِ وَكُتِبَ لَهُ أَجْرُ الْمُرَابِطِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

১৪৩৩ - আমার পিতা আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি [বলেন], আমাদেরকে মূসা ইবনু দাউদ বর্ণনা করেছেন, তিনি [বলেন], আমাদেরকে ইবনু লাহীআহ বর্ণনা করেছেন, তিনি মূসা ইবনু ওয়ারদান থেকে, তিনি আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবু হুরাইরাহ) বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি সীমান্ত প্রহরায় নিয়োজিত (মুররাবিত) অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাকে কবরের পরীক্ষা থেকে রক্ষা করা হয়, এবং কিয়ামতের মহাত্রাস থেকে তাকে নিরাপদ রাখা হয়, আর সকাল-সন্ধ্যায় জান্নাত থেকে তার রিযিক (খাবার) তার কাছে আনা হয়, এবং কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তার জন্য সীমান্ত প্রহরীর (মুররাবিত) সাওয়াব লেখা হতে থাকে।"

(ص: 602) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1434 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكِيعٌ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثُبَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَاتَ صَبِيٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ أَفْلَتَ أَحَدٌ مِنْ ضَمَّةِ الْقَبْرِ أَفْلَتَ هَذَا الصَّبِيُّ»

1434 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, ওয়াকী' আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, হাম্মাদ ইবনে সালামাহ আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, তিনি থুমামাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আনাস থেকে, তিনি আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: একটি শিশু মারা গিয়েছিল। তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যদি কেউ কবরের চাপ থেকে রক্ষা পেত, তাহলে এই শিশুটি রক্ষা পেত।"

(ص: 602) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1435 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ النَّاجِيُّ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثُبَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى صَبِيٍّ أَوْ صَبِيَّةٍ فَقَالَ: «لَوْ نَجَا أَحَدٌ مِنْ ضَمَّةِ الْقَبْرِ لَنَجَا هَذَا الصَّبِيُّ»

1435 - ইবরাহীম ইবনুল হাজ্জাজ আন-নাজী আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেছেন) হাম্মাদ ইবনু সালামা, তিনি ছুমামা ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু আনাস থেকে, তিনি আনাস ইবনু মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি শিশু ছেলে বা শিশু মেয়ের জানাযার সালাত আদায় করেছেন এবং বলেছেন: "যদি কবরের চাপ থেকে কেউ রক্ষা পেত, তবে এই শিশুটি রক্ষা পেত।"

(ص: 602) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1436 - حَدَّثَنَا أَبِي، نَا وَكِيعٌ، نَا فَضِيلُ بْنُ غَزْوَانَ، سَمِعَهُ مِنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يُعْرَضُ عَلَى ابْنِ آدَمَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ غُدُوَّةً وَعَشِيَّةً فِي قَبْرِهِ»

1436 - আমাদের পিতা বর্ণনা করেছেন, ওয়াকী বর্ণনা করেছেন, ফুয়াইল ইবন গায়ওয়ান বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নাবির নিকট থেকে তা শুনেছেন। তিনি ইবন উমার থেকে, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: "আদম সন্তানকে তার কবরে সকাল-সন্ধ্যা জান্নাত ও জাহান্নামের তার স্থান দেখানো হয়।"

(ص: 602) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1437 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ الْبَرَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ذَكَرَ عَذَابُ الْقَبْرِ قَالَ: "يُقَالُ لَهُ مَنْ رَبُّكَ؟ قَالَ [ص: 603]: فَيَقُولُ: رَبِّي اللَّهُ وَنَبِيِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ} [إبراهيم: 27] يَغْنِي بِذَلِكَ الْمُسْلِمَ "

1437 - আমার পিতা আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন, মুহাম্মাদ ইবন জাফর আমাদেরকে হাদীস শুনিয়েছেন, শুবা আমাদেরকে হাদীস শুনিয়েছেন, তিনি আলকামা ইবন মারসাদ থেকে, তিনি সাদ ইবন উবায়দা থেকে, তিনি বারাআ থেকে, তিনি নবী (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (নবী) কবরের আযাবের কথা উল্লেখ করে বলেছেন: "তাকে বলা হবে, তোমার রব কে?" তিনি (নবী) বলেন: [পৃষ্ঠা: ৬০৩]: "তখন সে বলবে: আমার রব আল্লাহ এবং আমার নবী মুহাম্মাদ (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক)।" আর এটিই পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত আল্লাহর বাণী: {যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদের ইহকাল ও পরকালে সুদৃঢ় বাণীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত রাখেন।} [সূরা ইব্রাহিম: ২৭]। এর দ্বারা মুসলিম ব্যক্তিকেই বোঝানো হয়েছে।

(ص: 603) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1438 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زَادَانَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ

الْأَنْصَارِ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يَلْحَدُ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسْنَا
حَوْلَهُ كَأَنَّهُ عَلَى رُءُوسِنَا الطَّيْرُ وَفِي يَدِهِ عِودٌ يَنْكُتُ بِهِ فِي الْأَرْضِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ
«اسْتَعِيدُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَانَ فِي
الْإِقْطَاعِ مِنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةٌ مِنَ السَّمَاءِ بِيضُ الْوُجُوهِ كَأَنَّ
وُجُوهُهُمْ الشَّمْسُ مَعَهُمْ كَفَنٌ مِنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ وَحَنُوطٌ مِنْ حَنُوطِ الْجَنَّةِ حَتَّى
يَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ أَيَّتُهَا
النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ أَخْرَجِي إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ قَالَ: فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ
الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السِّقَاءِ فَيَأْخُذُهَا فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدْعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى
يَأْخُذُوهَا فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوطِ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطِيبِ نَفْحَةٍ مِسْكٍ
وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ قَالَ: فَيَصْعَدُونَ بِهَا فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلَأٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا
قَالُوا: مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيِّبُ قَالَ: فَيَقُولُونَ فَلَانُ ابْنُ فَلَانٍ بِأَحْسَنِ أَسَائِهِ الَّتِي كَانُوا
يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا قَالَ: حَتَّى يَنْتَهَوْا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ فَيُفْتَحُ
لَهُ فَيُشَبِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا حَتَّى يُنْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ
السَّابِعَةِ فَيَقُولُ اللَّهُ عز وجل: اكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي عِلِّيِّينَ وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنِّي
مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أَعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى قَالَ: فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ
فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فِي مَكَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّي اللَّهُ [ص: 604]
فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ، فَيَقُولُ: دِينِي الْإِسْلَامُ، فَيَقُولَانِ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ
فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَقُولَانِ لَهُ: وَمَا عَلَيْكَ فَيَقُولُ:
قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ عز وجل فَأَمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ
عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبُسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ قَالَ: فَيَأْتِيهِ
مِنْ رُوحِهَا وَطِيبِهَا وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ الْبَصَرِ وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الثِّيَابِ طِيبُ
الرِّيحِ فَيَقُولُ: لَهُ أَبْشُرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ فَيَقُولُ: مَنْ أَنْتَ
فَوَجْهَكَ الْوَجْهَ الَّذِي يَجِيءُ بِالْخَيْرِ فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ فَيَقُولُ رَبِّ أَقِمِ السَّاعَةَ

رَبِّ أَقِمِ السَّاعَةَ حَتَّىٰ أَرْجِعَ إِلَىٰ أَهْلِي وَمَالِي قَالَ: وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ
مِّنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِّنَ الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ سُودُ الْوُجُوهِ مَعَهُمُ
الْمُسُوحُ فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتَّىٰ يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ
فَيَقُولُ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ اخْرُجِي إِلَىٰ سَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ عِزِّ وَجَلِّ وَغَضَبٍ قَالَ: فَتَفَرَّقُ
فِي جَسَدِهِ فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزَعُ السَّفُودُ مِنَ الصُّوفِ الْبَبُلُولِ فَيَأْخُذُهَا فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ
يَدْعُوهَا فِي يَدِهِ ظَرْفَةً عَيْنٍ حَتَّىٰ يَجْعَلُوهَا فِي تِلْكَ الْمُسُوحِ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنَّ تَنَ رِيحٍ
جَبِيفَةً وَجَدَتْ عَلَىٰ ظَهْرِ الْأَرْضِ فَيَصْعَدُونَ بِهَا وَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَىٰ مَلَأٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا
قَالُوا مَا هَذِهِ الرُّوحُ الْخَبِيثَةُ فَيَقُولُونَ فَلَانُّ ابْنُ فَلَانٍ بِأَفْبَحِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانَ يُسَمِّي
بِهَا فِي الدُّنْيَا حَتَّىٰ يُنْتَهَىٰ بِهَا إِلَىٰ السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُسْتَفْتَحُ لَهُ فَلَا يُفْتَحُ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {لَا تُفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ
يَلْبِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ} [الأعراف: 40] فَيَقُولُ اللَّهُ عِزِّ وَجَلِّ: اكْتُبُوا كِتَابَهُ فِي
سَجِينٍ فِي الْأَرْضِ السُّفْلَىٰ فَيُطْرَحُ رُوحُهُ طَرَحًا ثُمَّ قَرَأَ {وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ
السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ} [الحج: 31] فَتَعَادُ رُوحُهُ
فِي جَسَدِهِ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ هَاهُ هَاهُ لَا أَدْرِي
فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ فَيَقُولُ هَاهُ هَاهُ لَا أَدْرِي فَيَقُولَانِ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ
فَيَقُولُ هَاهُ هَاهُ لَا أَدْرِي فَيَنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ فَافْرِشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ
وَالْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسُومِهَا وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ
قَبْرُهُ حَتَّىٰ تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْهِ قَبِيحُ الثِّيَابِ مُنْتِنُ الرِّيحِ
فَيَقُولُ أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُوءُكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ فَيَقُولُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ
الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالشَّرِّ فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيثُ فَيَقُولُ: رَبِّ لَا تُقِمِ السَّاعَةَ "

1439 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا ابْنُ نُمَيْرٍ، نَا الْأَعْمَشُ، نَا ابْنُ هَالٍ، عَنْ أَبِي عُمَرَ زَادَانَ، سَمِعْتُ
الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ
الْأَنْصَارِ فَأَنْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمْ يُلْحَدْ قَالَ: فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَجَلَسْنَا مَعَهُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَقَالَ " يَنْتَزِعُهَا حَتَّى يَنْقَطِعَ مَعَهَا الْعُرُوقُ وَالْعَصَبُ قَالَ أَبِي:
وَكَذَلِكَ قَالَ زَائِدَةُ

1440 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، نَا زَائِدَةُ، نَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ، نَا ابْنُ هَالٍ
بْنُ عَمْرِو، نَا زَادَانُ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «وَيُمَثِّلُ لَهُ رَجُلٌ حَسَنُ
الْثِّيَابِ حَسَنُ الْوَجْهِ وَقَالَ فِي الْكَافِرِ يُمَثِّلُ لَهُ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْهِ قَبِيحُ الثِّيَابِ»

1438 - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন আবু মুআবিয়াহ, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন আল-আমাশ, মিনহাল ইবনে আমর থেকে, যাযান থেকে, আল-বারা ইবনে আযিব থেকে, তিনি বলেন: আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে একজন আনসারী ব্যক্তির জানাযায় বের হলাম। আমরা কবরের কাছে পৌঁছলাম, কিন্তু তখনো কবর খনন (লাহদ) করা হয়নি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বসলেন, আর আমরা তাঁর চারপাশে বসলাম এমনভাবে যেন আমাদের মাথার উপর পাখি বসে আছে। তাঁর হাতে একটি লাঠি ছিল যা দিয়ে তিনি মাটিতে আঘাত করছিলেন। তিনি মাথা তুলে বললেন, «তোমরা কবরের আযাব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও!» (দুবার বা তিনবার)। তারপর তিনি বললেন: "নিশ্চয়ই বান্দা যখন দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আখিরাতের দিকে মুখ করে, তখন তার কাছে আসমান থেকে ফেরেশতারা অবতরণ করেন যাদের চেহারা সাদা ধবধবে, যেন তাদের চেহারা সূর্য। তাদের সাথে থাকে জান্নাতের কাফনসমূহের মধ্য থেকে কাফন এবং জান্নাতের সুগন্ধিসমূহ (হানূত) থেকে সুগন্ধি। তারা তার কাছ থেকে দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত স্থানে বসে পড়েন। তারপর মৃত্যুর ফেরেশতা আসেন এবং তার মাথার কাছে বসেন। তিনি বলেন, হে পবিত্র আত্মা! আল্লাহর ক্ষমা ও সম্ভৃষ্টির দিকে বেরিয়ে এসো! তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তখন আত্মা বেরিয়ে আসে যেমন মশক (চামড়ার থলি) থেকে পানির ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে। তারপর তিনি (মৃত্যুর ফেরেশতা) তাকে গ্রহণ করেন।

যখন তিনি তাকে গ্রহণ করেন, তখন এক পলকের জন্যও তাকে তাঁর হাতে রেখে দেন না, বরং (অন্য ফেরেশতারা) তাকে গ্রহণ করে সেই কাফন ও সুগন্ধির মধ্যে রেখে দেন। আর তা থেকে এমন সুমিষ্ট কস্তুরীর সুবাস বের হয় যা দুনিয়ার বুকে পাওয়া সবচেয়ে উত্তম সুবাস। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তারপর তারা (ফেরেশতারা) তাকে নিয়ে উপরে উঠতে থাকেন। তারা যে ফেরেশতাকুলের পাশ দিয়ে যান, তারা বলেন, এই পবিত্র আত্মা কার? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তখন তারা (ফেরেশতারা) বলেন, অমূকের পুত্র অমুক – এমন সুন্দর নামে যা দিয়ে তাকে দুনিয়ায় ডাকা হতো। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, এভাবে তারা তাকে নিয়ে প্রথম আসমানে পৌঁছান। তার জন্য দ্বার খোলার অনুরোধ করা হয়, তখন তার জন্য দ্বার খোলা হয়। এরপর প্রতিটি আসমানের নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতারা তাকে পরবর্তী আসমান পর্যন্ত বিদায় জানাতে থাকেন, যতক্ষণ না তাকে সপ্তম আসমান পর্যন্ত পৌঁছানো হয়। তখন মহান আল্লাহ বলেন: আমার বান্দার আমলনামা ইল্লিয়ীনে লিপিবদ্ধ করো এবং তাকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে দাও। কারণ আমি তাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি, তাতে তাদের ফিরিয়ে দেব এবং সেখান থেকে আরেকবার তাদের বের করব। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তখন তার রুহ তার দেহে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এরপর তার কাছে দুজন ফেরেশতা আসেন এবং তাকে তার আসনে বসান। তারা তাকে বলেন: তোমার রব কে? সে বলে: আমার রব আল্লাহ। **পৃষ্ঠা: 604** তারা তাকে বলেন: তোমার দ্বীন কী? সে বলে: আমার দ্বীন ইসলাম। তারা বলেন: এই ব্যক্তি কে যাকে তোমাদের মাঝে প্রেরণ করা হয়েছিল? সে বলে: তিনি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। তারা তাকে বলেন: তোমার জ্ঞান কী ছিল? সে বলে: আমি আল্লাহর কিতাব (কুরআন) পাঠ করেছি, তাতে ঈমান এনেছি এবং তাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছি। তখন আসমান থেকে একজন আহ্বানকারী আহ্বান করে বলেন: আমার বান্দা সত্য বলেছে! সুতরাং তাকে জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও, জান্নাতের পোশাক পরিধান করাও এবং তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তখন তার কাছে জান্নাতের বাতাস ও সুগন্ধি আসতে থাকে। তার জন্য তার কবরকে দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেওয়া হয়। তার কাছে একজন সুন্দর পোশাক পরিহিত, সুগন্ধিযুক্ত ব্যক্তি আসেন। সে তাকে বলে: সুসংবাদ গ্রহণ করো সেই বিষয়ে যা তোমাকে আনন্দিত করবে। এটিই তোমার সেই দিন যার ওয়াদা তোমাকে করা হয়েছিল। সে (মৃত ব্যক্তি) বলে: তুমি কে? তোমার চেহারা তো এমন চেহারা যা কল্যাণ বয়ে আনে! সে (আগন্তুক) বলে: আমি তোমার নেক আমল। তখন সে (মৃত ব্যক্তি)

বলে: হে আমার রব! কিয়ামত কায়েম করো, হে আমার রব! কিয়ামত কায়েম করো, যাতে আমি আমার পরিবার ও সম্পদের কাছে ফিরে যেতে পারি। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: এবং কাফির বান্দা যখন দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আখিরাতের দিকে মুখ করে, তখন তার কাছে আসমান থেকে কালো চেহারার ফেরেশতারা অবতরণ করেন। তাদের সাথে থাকে মোটা বস্ত্রখণ্ড। তারা তার কাছ থেকে দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত স্থানে বসে পড়েন। তারপর মৃত্যুর ফেরেশতা আসেন এবং তার মাথার কাছে বসেন। তিনি বলেন: হে অপবিত্র আত্মা! আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও ক্রোধের দিকে বেরিয়ে এসো! তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তখন আত্মা তার দেহে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি (মৃত্যুর ফেরেশতা) তাকে এমনভাবে টেনে বের করেন যেমন ভেজা পশম থেকে লোহার শলাকা (সাফফুদ) টেনে বের করা হয়। তারপর তিনি তাকে গ্রহণ করেন। যখন তিনি তাকে গ্রহণ করেন, তখন এক পলকের জন্যও তাকে তাঁর হাতে রেখে দেন না, বরং (অন্য ফেরেশতারা) তাকে গ্রহণ করে সেই মোটা বস্ত্রখণ্ডের মধ্যে রেখে দেন। আর তা থেকে এমন দুর্গন্ধ বের হয় যা দুনিয়ার বুকে পাওয়া সবচেয়ে জঘন্য লাশের দুর্গন্ধ। তারা তাকে নিয়ে উপরে উঠতে থাকেন। তারা যে ফেরেশতাকুলের পাশ দিয়ে যান, তারা বলেন: এই অপবিত্র আত্মা কার? তখন তারা (ফেরেশতারা) বলেন: অমুকের পুত্র অমুক – এমন নিকৃষ্ট নামে যা দিয়ে তাকে দুনিয়ায় ডাকা হতো। এভাবে তারা তাকে নিয়ে প্রথম আসমানে পৌঁছান। তার জন্য দ্বার খোলার অনুরোধ করা হয়, কিন্তু তার জন্য দ্বার খোলা হয় না। তারপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই আয়াত পাঠ করেন: {তাদের জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না সূঁচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে।} [সূরা আল-আরাফ: 40] তখন মহান আল্লাহ বলেন: তার আমলনামা সিঁজীনে – সর্বনিম্ন পৃথিবীতে লিপিবদ্ধ করো। তখন তার রুহকে নিক্ষেপ করা হয়। তারপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই আয়াত পাঠ করেন: {এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করে, সে যেন আকাশ থেকে পড়ে গেল, তারপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল অথবা বাতাস তাকে দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল।} [সূরা আল-হাজ্জ: 31] তখন তার রুহ তার দেহে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তার কাছে দুজন ফেরেশতা আসেন এবং তাকে বসান। তারা তাকে বলেন: তোমার রব কে? সে বলে: হাঃ হাঃ, আমি জানি না। তারা তাকে বলেন: তোমার দ্বীন কী? সে বলে: হাঃ হাঃ, আমি জানি না। তারা বলেন: এই ব্যক্তি কে যাকে তোমাদের মাঝে প্রেরণ করা হয়েছিল? সে বলে: হাঃ হাঃ, আমি জানি না। তখন আসমান থেকে একজন আহ্বানকারী আহ্বান করে বলেন: সে মিথ্যা বলেছে! সুতরাং তাকে আগুনের বিহানা

বিছিয়ে দাও, আগুনের পোশাক পরিধান করাও এবং তার জন্য জাহান্নামের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। তখন তার কাছে জাহান্নামের উষ্ণতা ও বিষাক্ত বায়ু আসতে থাকে। তার উপর তার কবর এমনভাবে সংকীর্ণ করা হয় যে তার পাঁজরের হাড়গুলো একে অপরের সাথে মিশে যায়। তার কাছে একজন কুৎসিত চেহারার, খারাপ পোশাক পরিহিত, দুর্গন্ধযুক্ত ব্যক্তি আসেন। সে তাকে বলে: সুসংবাদ গ্রহণ করো সেই বিষয়ে যা তোমাকে দুঃখিত করবে। এটিই তোমার সেই দিন যার ওয়াদা তোমাকে করা হয়েছিল। সে (মৃত ব্যক্তি) বলে: তুমি কে? তোমার চেহারা তো এমন চেহারা যা অকল্যাণ বয়ে আনে! সে (আগন্তুক) বলে: আমি তোমার মন্দ আমল। তখন সে (মৃত ব্যক্তি) বলে: হে আমার রব! কিয়ামত কায়েম করো না!"

পৃষ্ঠা: 605

1439 - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন ইবনে নুমাইর, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন আল-আমাশ, মিনহাল থেকে, আবু উমার যযান থেকে, তিনি বারাহ ইবনে আযিবকে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন: আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে একজন আনসারী ব্যক্তির জানাযায় বের হলাম। আমরা কবরের কাছে পৌঁছলাম, কিন্তু তখনো কবর খনন (লাহদ) করা হয়নি। তিনি (আল-বারাহ) বলেন: তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বসলেন এবং আমরাও তাঁর সাথে বসলাম। তারপর তিনি (বর্ণনাকারী) এর অনুরূপ বর্ণনা করলেন এবং বললেন: "তা (আত্মাকে) এমনভাবে টেনে বের করা হয় যে, তার সাথে শিরা-উপশিরা ও স্নায়ু ছিন্ন হয়ে যায়।" আমার পিতা বলেন: "যাইদাহও অনুরূপ বলেছেন।"

1440 - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন মুআবিয়াহ ইবনে আমর, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যাইদাহ, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন সুলায়মান আল-আমাশ, মিনহাল ইবনে আমর থেকে, যযান থেকে, আল-বারাহ ইবনে আযিব থেকে, তিনি বলেন: আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে একজন আনসারী ব্যক্তির জানাযায় বের হলাম। তারপর তিনি (বর্ণনাকারী) এর অর্থ উল্লেখ করলেন, তবে তিনি (এই বর্ণনায়) বলেন: «এবং তার জন্য একজন সুন্দর পোশাক পরিহিত, সুন্দর চেহারার ব্যক্তিকে প্রতিমূর্ত করা হয় (অর্থাৎ তার সামনে উপস্থিত হয়)।» এবং কাফিরের ক্ষেত্রে

তিনি বললেন: «তার জন্য একজন কুৎসিত চেহারার, খারাপ পোশাক পরিহিত ব্যক্তিকে প্রতিমূর্ত করা হয়।»

(স: 605) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1441 - حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، نَا يُونُسُ بْنُ خُبَّابٍ، عَنِ
الْبُنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زَادَانَ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: خَرَجْنَا عَلَى جَنَازَةٍ فَحَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ
عَازِبٍ، يَوْمَئِذٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ
الْأَنْصَارِ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يَلْحَدُ فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَقْبِلَ
الْقِبْلَةِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ وَكَأَنَّ عَلَى رُءُوسِنَا الطَّيْرُ فَكَسَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَأْسَهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ: " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي قَبْرِ مِنَ الْآخِرَةِ وَانْقِطَاعِ مِنَ الدُّنْيَا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ
وَجَلَّ إِلَيْهِ مَلَائِكَةً كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الشَّمْسُ مَعَهُمْ حُنُوطُهُ وَكَفَنُهُ فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّةَ
الْبَصَرِ فَإِذَا خَرَجَ رُوحُهُ صَلَّى عَلَيْهِ كُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَلَيْسَ
مِنْهُ بَابٌ إِلَّا يُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ بِرُوحِهِ مِنْهُ فَإِذَا صَعِدُوا بِرُوحِهِ قِيلَ أَيْ رَبِّ عَبْدُكَ فُلَانٌ
فَيُقَالُ أَرْجِعُوهُ فَأَرَوْهُ مَا [ص: 606] أَعَدْتُ لَهُ مِنَ الْكَرَامَةِ فَإِنِّي وَعَدْتُهُ { مِنْهَا
خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى } [طه: 55] وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفَقَ
نَعَالِهِمْ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ حِينَ يُقَالُ أَجَبْنَا يَا هَذَا مَنْ رَبُّكَ وَمَا دِينُكَ وَمَنْ نَبِيُّكَ؟
فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ وَدِينِيَ الْإِسْلَامُ وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَاهُ مُنَادٍ صَدَقْتَ
وَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ { يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي
الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ } [إبراهيم: 27] ثُمَّ يَأْتِي آتٍ حَسَنٌ
الْوَجْهِ طَيِّبُ الرِّيحِ حَسَنُ الثِّيَابِ فَيَقُولُ أَبْشِرْ بِرَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَجَنَاتٍ فِيهَا نَعِيمٌ
مُقِيمٌ فَيَقُولُ وَأَنْتَ فَبَشِّرْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ وَمَنْ أَنْتَ فَوَجْهَكَ الْوَجْهُ يُبَشِّرُ بِالْخَيْرِ فَيَقُولُ
أَنَا عَبْدُكَ الصَّالِحُ وَاللَّهُ مَا عَلِمْتُكَ إِنْ كُنْتَ لَسَرِيعًا فِي طَاعَةِ اللَّهِ بَطِيبًا عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ

فَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ أَفْرِشُوهُ مِنْ فُرْشِ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ
 فَيُفْرَشُ لَهُ مِنْ فُرْشِ الْجَنَّةِ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَقِمِ السَّاعَةَ حَتَّى
 أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي وَمَالِي وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي قُبُلٍ مِنَ الْآخِرَةِ وَانْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا أَنْزَلَ
 اللَّهُ مَلَائِكَةً غِلَظًا شِدَادًا مَعَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ وَسَرَابِيلٌ مِنْ قِطْرَانٍ فَيُحْتَوِشُونَهُ
 فَيَنْتَنِعُ نَفْسُهُ مِنَ الْعَصَبِ وَالْعُرُوقِ فَإِذَا أُخْرِجَتْ نَفْسُهُ لَعَنَهُ كُلُّ مَلَكٍ بَيْنَ السَّمَاءِ
 وَالْأَرْضِ وَكُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ وَغُلِقَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ لَيْسَ مِنْهَا بَابٌ إِلَّا يَكْرَهُ أَنْ يَدْخُلَ
 بِرُوحِهِ مِنْهُ ثُمَّ يُقَالُ أَيُّ رَبِّ عَبْدُكَ فَلَانٌ لَمْ تَقْبَلْهُ أَرْضٌ وَلَا سَمَاءٌ فَيُقَالُ أَرْجِعْهُ
 فَأَرَوْهُ مَا أَعَدَدْتُ لَهُ مِنَ الشَّرِّ إِنِّي وَعَدْتُهُ { مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا
 نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى } [طه: 55] قَالَ: فَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفَقَ نِعَالِهِمْ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ
 حِينَ يُقَالُ: يَا هَذَا مَنْ رَبُّكَ وَمَا دِينُكَ وَمَنْ نَبِيِّكَ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي فَيَقُولَانِ لَا دَرَيْتَ
 ثُمَّ يَأْتِيهِ آتٍ قَبِيحُ الْوَجْهِ مُنْتِنُ الرِّيحِ قَبِيحُ الثِّيَابِ فَيَقُولُ أَبْشِرْ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ
 وَعَذَابٍ مُقِيمٍ فَيَقُولُ وَأَنْتَ فَبَشِّرْكَ اللَّهُ بِشَرٍّ مِنْ أَنْتَ وَجْهَكَ الْوَجْهُ يُبَشِّرُ بِالشَّرِّ
 فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيثُ وَاللَّهُ مَا عَلِمْتُكَ إِنْ كُنْتَ لَسَرِيعًا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
 بَطِئًا عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ فَجَزَاكَ اللَّهُ شَرًّا ثُمَّ يُقَيِّضُ لَهُ أَعْمَى أَصَمُّ أَبْكُمْ مَعَهُ مِرْزَبَةٌ مِنْ
 حَدِيدٍ لَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا الثَّقَلَانِ أَنْ يُقْلَوْهَا لَمْ يَسْتَطِيعُوهَا لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ صَارَ
 تُرَابًا فَيَضْرِبُ بِهَا ضَرْبَةً ثُمَّ يَعَادُ فِيهِ الرُّوحُ فَيَضْرِبُ بِهَا مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ ضَرْبَةً سَبْعَهَا
 مَنْ عَلَى الْأَرْضِ لَيْسَ الثَّقَلَانِ ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ أَفْرِشُوهُ لَوْحَيْنِ مِنْ نَارٍ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ
 إِلَى النَّارِ "

১৪৪১ - আবুর রাবী আয-যাহরানী আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন, তাকে হাম্মাদ ইবনু যায়দ শুনিয়েছেন, তাকে ইউনুস ইবনু খাব্বাব শুনিয়েছেন, তিনি মিনহাল ইবনু আমর থেকে, তিনি যাযান আবু উমার থেকে, তিনি বলেন: আমরা একটি জানাযার সাথে বের হয়েছিলাম। সেদিন বারা ইবনু আযিব আমাদের হাদীস শুনিয়ে বললেন: আমরা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে একজন আনসারী সাহাবীর জানাযায় বের হলাম। আমরা কবরের কাছে পৌঁছলাম, তখনো কবর খনন করা হয়নি। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

সাল্লাম) কিবলার দিকে মুখ করে বসলেন। আর আমরা তাঁর চারপাশে বসলাম, যেন আমাদের মাথার উপর পাখি বসে আছে। অতঃপর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর মাথা নিচু করলেন, তারপর মাথা তুললেন এবং বললেন: "হে আল্লাহ, আমি কবরের আযাব থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" তিনি এই কথা তিনবার বললেন। এরপর তিনি বললেন: "যখন কোনো মুমিন আখেরাতের সন্নিকটে থাকে এবং দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তখন আল্লাহ তাআলা তার কাছে এমন ফেরেশতা পাঠান যাদের চেহারা সূর্যের মতো উজ্জ্বল। তাদের সাথে থাকে তার সুগন্ধি (হুনূত) এবং কাফন। তারা তার দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত দূরত্বে বসে। যখন তার রুহ বের হয়, আসমানের প্রতিটি ফেরেশতা তার উপর সালাত (রহমত) বর্ষণ করে এবং তার জন্য আসমানের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়। আসমানের এমন কোনো দরজা থাকে না যা তার রুহকে তার মধ্য দিয়ে প্রবেশ করাতে পছন্দ না করে। যখন তারা তার রুহ নিয়ে উপরে আরোহণ করে, তখন বলা হয়: হে আমাদের রব, আপনার অমুক বান্দা! তখন বলা হয়: তাকে ফিরিয়ে দাও এবং তাকে দেখাও, তার জন্য আমি যে সম্মান প্রস্তুত করে রেখেছি। [ص: 606] কারণ আমি তাকে ওয়াদা দিয়েছিলাম: {এ মাটি থেকেই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেব এবং তা থেকে তোমাদেরকে পুনরায় বের করব।} [ত্বা-হা: ৫৫] আর নিশ্চয় সে তাদের জুতার শব্দ শুনতে পায়, যখন তারা পিঠ ফিরিয়ে চলে যায়, তখন বলা হয়: হে ব্যক্তি, আমাদের উত্তর দাও! তোমার রব কে? তোমার দ্বীন কী? আর তোমার নবী কে? তখন সে বলে: আমার রব আল্লাহ, আমার দ্বীন ইসলাম এবং আমার নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। তখন একজন ঘোষণাকারী তাকে ডেকে বলে: তুমি সত্য বলেছ। আর এটাই আল্লাহ তাআলার বাণী: {যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে ও আখেরাতে সুদৃঢ় বাক্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রাখেন। আর আল্লাহ যালিমদেরকে পথভ্রষ্ট করেন এবং আল্লাহ যা চান তাই করেন।} [ইবরাহীম: ২৭] এরপর তার কাছে একজন সুন্দর চেহারার, সুগন্ধযুক্ত, সুন্দর পোশাক পরিহিত আগন্তুক আসে এবং বলে: আল্লাহর রহমত ও জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো, যেখানে স্থায়ী সুখ রয়েছে! সে (মুমিন) তখন বলে: আর তোমাকেও আল্লাহ কল্যাণের সুসংবাদ দিন! তুমি কে? তোমার চেহারা তো কল্যাণের সুসংবাদ দিচ্ছে! সে (আগন্তুক) বলে: আমি তোমার সৎকর্ম। আল্লাহর কসম! আমি তো তোমাকে আল্লাহর আনুগত্যে দ্রুত এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে ধীর হতে দেখেছি। আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন! এরপর একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দেয়: তাকে জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তার জন্য জান্নাতের একটি দরজা খুলে দাও! তখন তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে

দেওয়া হয় এবং জান্নাতের একটি দরজা খুলে দেওয়া হয়। সে বলে: হে আমার রব, কিয়ামত কায়েম করুন, যাতে আমি আমার পরিবার ও ধন-সম্পদের কাছে ফিরে যেতে পারি! আর কাফির ব্যক্তি যখন আখেরাতের সন্নিকটে থাকে এবং দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তখন আল্লাহ কঠোর ও কঠিন ফেরেশতা নামান। তাদের সাথে থাকে আগুনের পোশাক এবং আলকাতরার জামা। তারা তাকে ঘিরে ফেলে। তখন তার রুহ তার স্নায়ু ও শিরা-উপশিরা থেকে টেনে বের করা হয়। যখন তার রুহ বের করা হয়, তখন আসমান ও যমিনের মাঝখানে অবস্থিত প্রতিটি ফেরেশতা এবং আসমানের প্রতিটি ফেরেশতা তাকে অভিশাপ দেয় এবং আসমানের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। আসমানের এমন কোনো দরজা থাকে না যা তার রুহকে তার মধ্য দিয়ে প্রবেশ করাতে অপছন্দ না করে। তারপর বলা হয়: হে আমার রব, আপনার অমুক বান্দা! তাকে যমিনও গ্রহণ করেনি, আসমানও না! তখন বলা হয়: তাকে ফিরিয়ে দাও এবং তাকে দেখাও, তার জন্য আমি যে মন্দ প্রস্তুত করে রেখেছি। কারণ আমি তাকে ওয়াদা দিয়েছিলাম: {এ মাটি থেকেই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেব এবং তা থেকে তোমাদেরকে পুনরায় বের করব।} [ত্বা-হা: ৫৫] তিনি (নবী) বললেন: নিশ্চয় সে তাদের জুতার শব্দ শুনতে পায়, যখন তারা পিঠ ফিরিয়ে চলে যায়, তখন বলা হয়: হে ব্যক্তি, তোমার রব কে? তোমার দ্বীন কী? আর তোমার নবী কে? সে বলে: আমি জানি না। তখন তারা দুজন বলে: তুমি জানলে না! এরপর তার কাছে একজন কদাকার চেহারার, দুর্গন্ধযুক্ত, কদাকার পোশাক পরিহিত আগন্তুক আসে এবং বলে: আল্লাহর ক্রোধ ও স্থায়ী আযাবের সুসংবাদ গ্রহণ করো! সে (কাফির) তখন বলে: আর তোমাকেও আল্লাহ অকল্যাণের সুসংবাদ দিন! তুমি কে? তোমার চেহারা তো অকল্যাণের সুসংবাদ দিচ্ছে! সে (আগন্তুক) বলে: আমি তোমার অপকর্ম। আল্লাহর কসম! আমি তো তোমাকে আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতায় দ্রুত এবং তাঁর আনুগত্য থেকে ধীর হতে দেখেছি। আল্লাহ তোমাকে মন্দ প্রতিদান দিন! এরপর তার জন্য একজন অন্ধ, বধির, বোবা ফেরেশতা নিযুক্ত করা হয়, যার সাথে থাকে একটি লোহার হাতুড়ি। যদি জ্বিন ও মানবজাতি একত্রিত হয়ে তা তুলতে চাইত, তবে তারা পারত না। যদি তা দিয়ে কোনো পাহাড়ে আঘাত করা হতো, তবে তা ধুলোয় পরিণত হয়ে যেত। সে তাকে তা দিয়ে একটি আঘাত করে, তারপর তার মধ্যে রুহ ফিরিয়ে আনা হয়, এবং সে তার দুই চোখের মাঝখানে এমন জোরে আঘাত করে যে, জ্বিন ও মানবজাতি ব্যতীত যমিনের উপরস্থ সকলেই তা শুনতে পায়। এরপর একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দেয়: তাকে আগুনের দুটি ফলক বিছিয়ে দাও এবং তার জন্য জাহান্নামের একটি দরজা খুলে দাও!"

1442 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَا مَعْمَرٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ، عَنِ الْإِسْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زَادَانَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَنَازَةٍ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقَبْرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِنَا الطَّيْرَ وَهُوَ يُلْحَدُ لَهُ فَقَالَ: «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي إِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ وَانْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا نَزَلَتْ إِلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ كَأَنَّ عَلَى وُجُوهِهَا الشَّمْسُ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَفَنٌ وَحَنُوطٌ يَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ حَتَّى إِذَا خَرَجَتْ رُوحُهُ صَلَّى عَلَيْهِ كُلُّ مَلَكٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَكُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ وَفَتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَابٍ إِلَّا وَهُمْ يَدْعُونَ اللَّهَ أَنْ يَعْزِجَ بِرُوحِهِ قَبْلَهُمْ فَإِذَا عُرِجَ بِرُوحِهِ قَالُوا: رَبِّي عَبْدُكَ فَلَانٌ فَيَقُولُ: أَرْجِعُوهُ " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطَوِيلِهِ إِلَى آخِرِهِ

1442 - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি আব্দুর রায়যাক থেকে, তিনি মামার থেকে, তিনি ইউনুস ইবনে খাব্বাব থেকে, তিনি মিনহাল ইবনে আমর থেকে, তিনি যাহান থেকে, তিনি বারা ইবনে আযিব (আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন: আমরা রাসূলুল্লাহ (আল্লাহ তার উপর শান্তি ও বরকত বর্ষণ করুন)-এর সাথে একটি জানাযায় (অংশগ্রহণের জন্য) বের হলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (আল্লাহ তার উপর শান্তি ও বরকত বর্ষণ করুন) কবরের পাশে বসলেন এবং আমরা তার চারপাশে এমনভাবে বসলাম যেন আমাদের মাথার উপর পাখি বসে আছে (অর্থাৎ নিশ্চল ও নীরব)। আর তখন তার জন্য কবরের পার্শ্বস্থ গর্ত তৈরি করা হচ্ছিল। তিনি বললেন: «আমি আল্লাহর কাছে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি» – এই কথা তিনি তিনবার বললেন। অতঃপর তিনি বললেন: "নিশ্চয়ই মুমিন ব্যক্তি যখন আখেরাতের দিকে অগ্রসর হয় এবং দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার উপক্রম হয়, তখন তার কাছে এমন ফেরেশতাগণ নেমে আসেন যাদের মুখমণ্ডল সূর্যের মতো উজ্জ্বল। তাদের প্রত্যেকের সাথে কাফন ও সুগন্ধি (হানুত) থাকে। তারা তার থেকে দৃষ্টির সীমানা পর্যন্ত দূরে বসেন। অতঃপর যখন তার আত্মা বেরিয়ে আসে, তখন আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী প্রতিটি ফেরেশতা এবং আকাশের প্রতিটি ফেরেশতা তার জন্য দুআ করে। আর আকাশের

দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়, এমন কোনো দরজার অধিবাসী থাকে না যারা আল্লাহর কাছে তার আত্মাকে তাদের পাশ দিয়ে উপরে উঠানোর জন্য দুআ করে না। অতঃপর যখন তার আত্মাকে উপরে উঠানো হয়, তখন তারা বলে: হে আমাদের প্রতিপালক, আপনার এই বান্দা (অমুক ব্যক্তি)। তখন আল্লাহ বলেন: তাকে ফিরিয়ে দাও।" অতঃপর তিনি হাদিসটির পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা শেষ পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন।

(ص: 607) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1443 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْبُيْهَالِ، عَنْ زَادَانَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ فَوَجَدْنَا الْقَبْرَ لَمْ يُلْحَدْ فَجَلَسَ وَجَلَسْنَا

1443 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া করুন। (তিনি) আব্দুর রাজ্জাক থেকে, তিনি সুফিয়ান থেকে, তিনি আল-আমাশ থেকে, তিনি আল-মিনহাল থেকে, তিনি যাদহান থেকে, তিনি বারা ইবন আযিব থেকে (বর্ণনা করেছেন), তিনি বলেছেন: আমরা আল্লাহর রাসূলের (তাঁর উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক) সাথে একটি জানাযায় বের হয়েছিলাম। অতঃপর আমরা দেখতে পেলাম যে, কবরটি এখনো লাহদ (কবরের এক পাশের বিশেষ খনন) তৈরি করা হয়নি। তাই তিনি বসলেন এবং আমরাও বসলাম।

(ص: 607) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1444 - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَبْدِ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الْبُيْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زَادَانَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَجَدْنَاهُ لَمْ يُلْحَدْ فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِنَا الطَّيْرَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَّكَسٌ يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ

الْقَبْرِ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ حَدَّثَنَا أَنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي قَبْلِ مِنَ الْآخِرَةِ وَالنَّقْطِ مِنَ الدُّنْيَا جَاءَتْهُ مَلَائِكَةٌ كَانَتْ وَجُوهُهُمُ الشَّمْسُ مَعَهُمْ أَكْفَانٌ وَخَنُوطٌ فَجَلَسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ فَإِذَا خَرَجَتْ نَفْسُهُ بَشَرُوهَا ثُمَّ صَعِدُوا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَصَعِدَ كُلُّ مَلَكٍ مِنْهَا السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَإِذَا انْتَهَوْا قَالُوا رَبَّنَا عَبْدُكَ قَبَضَنَا نَفْسَهُ فَتَفَتَّحَ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ كُلُّ بَابٍ مِنْهَا يُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ مِنْهُ فَيُقَالُ لَهُمْ: رُدُّوهُ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنِّي وَعَدْتُهُ أَنْ أُعِيدَهُ فِيهَا وَأُخْرِجَهُ مِنْهَا { مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا [ص: 608] نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى } [طه: 55] فَإِذَا رُدَّتْ إِلَيْهِ نَفْسُهُ إِلَى جَسَدِهِ سَمِعَ خَفَقَ نَعَالِهِمْ فَيَهْشُ فَيُقَالُ يَا هَذَا مَنْ رَبُّكَ؟ مَا دِينُكَ؟ مَنْ نَبِيِّكَ؟ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَنْتَهَرُهُ فِي الثَّانِيَةِ كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ رَبِّي اللَّهُ وَدِينِي الْإِسْلَامُ وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ صَدَقَ عَبْدِي فَيُثَبِّتُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ } [إبراهيم: 27] فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطَوِيلِهِ

১৪৪৪ - ইবরাহীম ইবনু ইসমাঈল ইবনু ইয়াহইয়া ইবনু সালামাহ ইবনু কুহায়ল আমাকে বর্ণনা করেছেন, আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, তাঁর চাচা অর্থাৎ মুহাম্মাদ ইবনু সালামাহ ইবনু কুহায়লের সূত্রে, তিনি মিনহাল ইবনু আমর থেকে, তিনি যাযান থেকে, তিনি বারাআ ইবনু আযিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির জানাযায় বের হলাম। যখন আমরা কবরের কাছে পৌঁছলাম, তখন দেখলাম যে তা তখনও লাহাদ (একপাশের কিনারায় খননকৃত কবর) করা হয়নি। তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কিবলামুখী হয়ে বসলেন এবং আমরা তাঁর চারপাশে এমনভাবে বসলাম যেন আমাদের মাথার উপর পাখি বসে আছে (অর্থাৎ স্থির ও শান্তভাবে)। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দীর্ঘক্ষণ মাথা নিচু করে মাটিতে (কিছু) খুঁচিয়ে যাচ্ছিলেন। তারপর তিনি মাথা তুলে বললেন: "আমি আল্লাহর নিকট কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" —কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর তিনি আমাদের বললেন যে, যখন কোনো মুমিন আখেরাতের দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন তার কাছে এমন ফিরিশতাগণ আসেন যাদের চেহারা যেন সূর্যের মতো উজ্জ্বল। তাদের সাথে কাফন ও জান্নাতের সুগন্ধি (হানুত) থাকে। তারা তার থেকে দৃষ্টির শেষ সীমানা পর্যন্ত দূরে বসেন। যখন তার আত্মা বেরিয়ে আসে, তখন তারা তাকে

সুসংবাদ দেন এবং তাকে নিয়ে আকাশের দিকে আরোহণ করেন। প্রতিটি ফিরিশতা আকাশ ও পৃথিবী (এর মাঝের স্থান) অতিক্রম করে আরোহণ করেন। যখন তারা (উপরে) পৌঁছান, তখন বলেন: হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার বান্দার আত্মাকে আমরা গ্রহণ করেছি। তখন তার জন্য আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়; প্রতিটি দরজা দিয়েই প্রবেশ করতে পছন্দ করে। তখন তাদের বলা হয়: তাকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে দাও, কারণ আমি তাকে ওয়াদা দিয়েছি যে, আমি তাকে সেখানেই ফিরিয়ে দেব এবং সেখান থেকেই তাকে বের করে আনব। {এ মাটি থেকেই আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি, এতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেব এবং এ থেকে তোমাদেরকে আরেকবার বের করে আনব।} [সূরা ত্বাহা: ৫৫] [পৃষ্ঠা: ৬০৮] অতঃপর যখন তার আত্মা তার দেহের মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, তখন সে তাদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায়। সে হাসিখুশি হয়ে ওঠে। তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয়: "হে ব্যক্তি! তোমার প্রতিপালক কে? তোমার ধর্ম কী? তোমার নাবী কে?" —কথাটি তাকে তিনবার জিজ্ঞেস করা হবে। দ্বিতীয়বার তাকে ধমক দেওয়া হবে। প্রত্যেকবারই সে বলবে: "আমার প্রতিপালক আল্লাহ, আমার ধর্ম ইসলাম এবং আমার নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।" তখন আকাশ থেকে একজন আহ্বানকারী উচ্চস্বরে বলেন: "আমার বান্দা সত্য বলেছে।" তখন আল্লাহ মহান ও পরাক্রমশালী তাঁকে এর দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। আল্লাহ মহান ও পরাক্রমশালী বলেছেন: {যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে সুদৃঢ় বাক্য (কালেমা শাহাদাত) দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত রাখেন।} [সূরা ইবরাহীম: ২৭] অতঃপর তিনি সম্পূর্ণ হাদীসটি উল্লেখ করলেন।

(ص: 608) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1445 - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَهُ بِكُوزٍ وَضُوءٍ فَجَلَسَ وَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَغَيَّبَ عَنِّي فِي غِيَابَاتٍ ثُمَّ رَجَعَ وَقُلْتُ أَصْبُ عَلَيْكَ الْوُضُوءَ وَكَانَ عِنْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ فَقَالَ: «هَلْ تَسْمَعُ يَا أَبَا أَيُّوبَ مَا أَسْمَعُ؟» فَقُلْتُ: اللَّهُ

وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: قُلْتُ: وَمَا تَسْمَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «إِنِّي لَأَسْمَعُ أَصْوَاتَ الْيَهُودِ يُعَذِّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ»

১৪৪৫ - ইবরাহীম ইবন ইসমাইল আমাকে বর্ণনা করেছেন, আমার পিতা তাঁর পিতার সূত্রে, সালামাহ-এর সূত্রে, আউন ইবন আবী জুহাইফাহ-এর সূত্রে, আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, বারা ইবন আযিব আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, আবু আইয়ুব আল-আনসারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে বেরিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁর জন্য ওয়ুর একটি পাত্র নিয়ে এলেন। তারপর তিনি বসলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চলে গেলেন, এমনকি তিনি গভীর আড়ালসমূহের আড়ালে আমার দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এরপর তিনি ফিরে এলেন। আমি বললাম, "আমি কি আপনার উপর ওয়ুর পানি ঢেলে দেবো?" আর তখন ছিল সূর্যাস্তের সময়। তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "হে আবু আইয়ুব, আমি যা শুনছি, তুমিও কি তা শুনছো?" আমি বললাম, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত।" (এরপর) আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কী শুনছেন?" তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "আমি ইয়াহুদিদের আওয়াজ শুনছি, তাদের কবরে আযাব দেওয়া হচ্ছে।"

(ص: 608) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1446 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ حِينَ يَنْزِلُ بِهِ الْمَوْتُ وَيُعَايِنُ مَا يُعَايِنُ وَدَّ أَنَّهَا خَرَجَتْ وَاللَّهُ يُحِبُّ لِقَاءَ الْمُؤْمِنِ وَيَصْعَدُ بِرُوحِهِ إِلَى السَّمَاءِ فَتَأْتِيهِ أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ فَيَسْتَخْبِرُونَهُ عَنْ مَوْتَاهُمْ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَإِذَا قَالَ: إِنَّ فَلَانًا قَدْ فَارَقَ الدُّنْيَا قَالُوا مَا جِيَءَ بِرُوحِ ذَلِكَ إِلَيْنَا لَقَدْ ذَهَبَ بِرُوحِ ذَلِكَ إِلَى النَّارِ أَوْ إِلَى أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا وَضِعَ فِي الْقَبْرِ يُسْأَلُ مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ فَيَقَالُ مَنْ نَبِيِّكَ فَيَقُولُ نَبِيِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقَالُ مَا دِينُكَ فَيَقُولُ الْإِسْلَامُ دِينِي ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ فِي الْقَبْرِ فَيَقَالُ انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ ثُمَّ يَتْبَعُهُ نَوْمٌ كَأَنَّمَا كَانَتْ رَفْدَةً فَإِذَا كَانَ عَدُوُّ اللَّهِ عَايِنَ مَا يُعَايِنُ وَدَّ أَنَّهَا لَا تَخْرُجُ أَبَدًا وَاللَّهُ يُبْغِضُ لِقَاءَهُ وَإِنَّهُ إِذَا دَخَلَ [ص: 609] الْقَبْرِ يُسْأَلُ مَنْ رَبُّكَ

قَالَ: لَا أُدْرِى قَالَ: لَا دَرَيْتَ قَالَ: مَنْ نَبِيِّكَ قَالَ: لَا أُدْرِى قَالَا: لَا دَرَيْتَ قَالَ: مَا دِينُكَ قَالَ: لَا أُدْرِى قَالَ: لَا دَرَيْتَ ثُمَّ يُضْرَبُ ضَرْبَةً يَسْمَعُهُ كُلُّ دَابَّةٍ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: نَمْ كَمَا يَنَامُ الْمُنْهَوْشُ. قُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَمَا الْمُنْهَوْشُ؟ قَالَ: «الَّذِي تَنْهَشُهُ الدَّوَابُّ وَالْحَيَّاتُ» ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ»

1446 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, ইয়াহিয়া ইবনু সাঈদ আমাদের বর্ণনা করেছেন, ইয়াযীদ ইবনু কায়সান সূত্রে, আবু হাযিম আমাকে বর্ণনা করেছেন, আবু হুরায়রা থেকে যে, যখন মুমিন ব্যক্তির উপর মৃত্যু উপস্থিত হয় এবং সে যা দেখার তা প্রত্যক্ষ করে, তখন সে চায় যে (প্রাণ) বেরিয়ে আসুক। আর আল্লাহ মুমিনের সাক্ষাৎ ভালোবাসেন। আর তার রুহকে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়। তখন মুমিনদের রুহ তার কাছে আসে এবং তাকে পৃথিবীতে তাদের মৃত আত্মীয়-স্বজনদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। সুতরাং যখন সে বলে যে, অমুক ব্যক্তি দুনিয়া ত্যাগ করেছে, তখন তারা বলে: তার রুহ তো আমাদের কাছে আনা হয়নি। নিঃসন্দেহে তার রুহকে জাহান্নামে বা জাহান্নামীদের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আর যখন মুমিন ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয়, তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয়: তোমার রব কে? সে বলে: আমার রব আল্লাহ। তখন বলা হয়: তোমার নবী কে? সে বলে: আমার নবী মুহাম্মাদ, তাঁর উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক। তখন বলা হয়: তোমার দ্বীন কী? সে বলে: ইসলাম আমার দ্বীন। তারপর তার জন্য কবরে একটি দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং বলা হয়: তোমার আসনে তাকাও। তারপর তাকে এমন এক ঘুম পেয়ে বসে যেন তা ছিল একটি তন্দ্রা। আর যখন সে আল্লাহর শত্রু হয় এবং যা দেখার তা প্রত্যক্ষ করে, তখন সে চায় যে (প্রাণ) যেন কখনোই বেরিয়ে না আসে। আর আল্লাহ তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন। আর যখন সে পৃষ্ঠা: ৬০৯ কবরে প্রবেশ করে, তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয়: তোমার রব কে? সে বলে: আমি জানি না। (ফেরেশতা) বলে: তুমি জানলে না। সে বলে: তোমার নবী কে? সে বলে: আমি জানি না। (ফেরেশতা) বলে: তুমি জানলে না। সে বলে: তোমার দ্বীন কী? সে বলে: আমি জানি না। (ফেরেশতা) বলে: তুমি জানলে না। তারপর তাকে এমন এক আঘাত করা হয় যা জ্বিন ও মানুষ ব্যতীত সকল প্রাণী শুনতে পায়। তারপর তাকে বলা হয়: ঘুমাও, যেমন দংশিত ব্যক্তি ঘুমায়। আমি বললাম: হে আবু হুরায়রা, দংশিত ব্যক্তিটি কে? তিনি বললেন: "যাকে হিংস্র প্রাণী ও সাপ দংশন করে।" তারপর আবু হুরায়রা বললেন: "আর তার কবর এত সংকীর্ণ হয়ে যায় যে, তার পাঁজরের

হাডগুলো এভাবে একটি অন্যটির মধ্যে ঢুকে যায়।" এবং তিনি তার আঙ্গুলগুলো একে অপরের সাথে ঢুকিয়ে দেখালেন।

(ص: 609) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1447 - حَدَّثَنِي أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ يَزِيدَ الصَّدَائِيُّ، نَا الْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الْمُؤْمِنَ حِينَ يَنْزِلُ بِهِ الْمَوْتُ وَيُعَايِنُ مَا يُعَايِنُ وَدَّ أَنْهَا قَدْ خَرَجَتْ وَاللَّهُ يُحِبُّ لِقَاءَهُ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يُصْعَدُ بِرُوحِهِ إِلَى السَّمَاءِ فَتَأْتِيهِ أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ فَيَسْتَحْبِرُونَهُ عَنْ مَعَارِفِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَإِذَا قَالَ: تَرَكْتُ فَلَانًا فِي الدُّنْيَا أَعْجَبَهُمْ ذَلِكَ فَإِذَا قَالَ: إِنَّ فَلَانًا قَدْ فَارَقَ الدُّنْيَا قَالُوا: مَا جِيَءَ بِرُوحِ ذَلِكَ إِلَيْنَا " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

1447 -

আমাকে আবু আলী আল-হুসাইন ইবনে আলী ইবনে ইয়াযীদ আস-সুদাঈ বর্ণনা করেছেন, তিনি ওয়ালীদ ইবনে কাসিম থেকে, তিনি ইয়াযীদ ইবনে কাইসান থেকে, তিনি আবু হাযিম থেকে, তিনি আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু - আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - আল্লাহ তাঁর উপর শান্তি ও বরকত বর্ষণ করুন) বলেছেন: "নিশ্চয়ই যখন কোনো মুমিনের উপর মৃত্যু নেমে আসে এবং সে যা দেখার তা প্রত্যক্ষ করে, তখন সে চায় যে তার প্রাণ (রুহ) বের হয়ে যাক। আর আল্লাহও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। এবং নিশ্চয়ই মুমিনের রুহকে যখন আকাশের দিকে উঠানো হয়, তখন অন্যান্য মুমিনদের রুহসমূহ তার কাছে আসে এবং তারা তাকে পৃথিবীর অধিবাসী তাদের পরিচিতজনদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। যখন সে বলে: আমি অমুককে দুনিয়াতে (পৃথিবীতে) রেখে এসেছি, তখন তা তাদেরকে আনন্দিত করে। আর যখন সে বলে: নিশ্চয়ই অমুক দুনিয়া (পৃথিবী) ত্যাগ করেছে, তখন তারা বলে: তার রুহ তো আমাদের কাছে আনা হয়নি!" অতঃপর তিনি (বর্ণনাকারী) সম্পূর্ণ হাদীসটি উল্লেখ করেন।

1448 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نَا ابْنُ أَبِي ذُئْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ ذُكْوَانَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ يَهُودِيَّةٌ فَاسْتَطَعَمَتْ عَلَى بَابِي فَقَالَتْ أَطْعِمُونِي أَعَاذَكُمُ اللَّهُ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ وَمِنْ فِتْنَةِ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالَتْ: فَلَمْ أَزَلْ أَحْبِسُهَا حَتَّى أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ هَذِهِ الْيَهُودِيَّةُ؟ قَالَ: «وَمَا تَقُولُ؟» قُلْتُ: تَقُولُ أَعَاذَكُمُ اللَّهُ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ وَمِنْ فِتْنَةِ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا يَسْتَعِيدُ بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ وَمِنْ فِتْنَةِ عَذَابِ الْقَبْرِ ثُمَّ قَالَ [ص: 610]: " أَمَّا فِتْنَةُ الدَّجَالِ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ إِلَّا قَدْ حَذَرَ أُمَّتَهُ وَسَاحَذَرُ كُفُوهُ تَحْذِيرًا لَمْ يُحْذَرْ نَبِيٌّ أُمَّتُهُ إِنَّهُ أَعْوَرُ وَاللَّهُ لَيْسَ بِأَعْوَرَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ يَقْرُؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَأَمَّا فِتْنَةُ الْقَبْرِ فَبِئْسَ تُفْتَنُونَ وَعَنِّي تُسْأَلُونَ فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَجْلَسَ فِي قَبْرِهِ غَيْرَ فَرِحَ وَلَا مَشْعُوفٍ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ فِيمَ كُنْتَ فَيَقُولُ فِي الْإِسْلَامِ فَيُقَالُ لَهُ مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ قَبْلَكَ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَصَدَّقْنَاهُ فَيَخْرُجُ لَهُ فُرْجَةٌ قَبْلَ النَّارِ فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطُمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيُقَالُ انْظُرْ إِلَى مَا وَقَاكَ اللَّهُ ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ إِلَى الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا مَقْعَدُكَ مِنْهَا وَيُقَالُ لَهُ عَلَى الْيَقِينِ كُنْتَ وَعَلَيْهِ مَتَّ وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السُّوءُ أَجْلَسَ فِي قَبْرِهِ فَرِعًا مَشْعُوفًا فَيُقَالُ لَهُ فِيمَ كُنْتَ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي. فَيُقَالُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلًا فَقُلْتُ كَمَا قَالُوا فَيَخْرُجُ لَهُ فُرْجَةٌ قَبْلَ الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا فَيُقَالُ لَهُ انْظُرْ إِلَى مَا صَرَفَ اللَّهُ عَنْكَ ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قَبْلَ النَّارِ فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا تَحْطُمُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَيُقَالُ لَهُ: هَذَا مَقْعَدُكَ مِنْهَا عَلَى الشَّكِّ كُنْتَ وَعَلَيْهِ مَتَّ وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُعَذَّبُ "

১৪৪৮ - আমার পিতা আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন, তিনি বলেছেন: ইয়াযীদ ইবনু হারুন আমাদেরকে শুনিয়েছেন, তিনি বলেছেন: ইবনু আবী যিব আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন,

মুহাম্মাদ ইবনু আমর ইবনু আতা থেকে, তিনি যাকওয়ান থেকে, তিনি আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: একজন ইয়াহুদি নারী আমার দরজায় এসে খাবার চাইল। অতঃপর সে বলল, আমাকে খাবার দিন; আল্লাহ আপনাদেরকে দাজ্জালের মহাবিপর্ষয় (ফিতনা) এবং কবরের আযাবের (শাস্তির) মহাবিপর্ষয় (ফিতনা) থেকে রক্ষা করুন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি তাকে আটকিয়ে রাখলাম যতক্ষণ না আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এলেন। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, এই ইয়াহুদি নারী কী বলছে? তিনি বললেন, "সে কী বলছে?" আমি বললাম, সে বলছে, আল্লাহ আপনাদেরকে দাজ্জালের মহাবিপর্ষয় (ফিতনা) এবং কবরের আযাবের মহাবিপর্ষয় (ফিতনা) থেকে রক্ষা করুন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, অতঃপর আল্লাহর রাসূল (সাঃ) উঠে দাঁড়ালেন এবং তার হাত প্রসারিত করে দাজ্জালের মহাবিপর্ষয় এবং কবরের আযাবের মহাবিপর্ষয় থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইলেন। অতঃপর তিনি বললেন **[পৃষ্ঠা: ৬১০]**: "দাজ্জালের মহাবিপর্ষয়ের ব্যাপারে, এমন কোনো নবী আসেননি যিনি তার উম্মতকে এ বিষয়ে সতর্ক করেননি। আর আমি তোমাদেরকে এমনভাবে সতর্ক করব যা কোনো নবী তার উম্মতকে এমনভাবে সতর্ক করেননি। সে হবে একচোখা, আর আল্লাহ একচোখা নন। তার দুই চোখের মাঝখানে অবিশ্বাসী লেখা থাকবে, যা প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তি পড়তে পারবে। আর কবরের পরীক্ষার (ফিতনার) ব্যাপারে, আমার মাধ্যমেই তোমাদের পরীক্ষা করা হবে এবং আমার সম্পর্কেই তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। যখন সৎ ব্যক্তিকে তার কবরে বসানো হবে, তখন সে ভীত বা অস্থির হবে না। অতঃপর তাকে বলা হবে, তুমি কিসের উপর ছিলে? সে বলবে, আমি ইসলামের উপর ছিলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাদের মাঝে যে এই ব্যক্তি ছিলেন তিনি কে? সে বলবে, তিনি মুহাম্মাদ (সাঃ), তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছিলেন, অতঃপর আমরা তাকে বিশ্বাস করেছিলাম। তখন তার জন্য জাহান্নামের দিকে একটি উন্মুক্ত স্থান করে দেওয়া হবে, সে সেদিকে তাকিয়ে দেখবে যে তার অংশগুলো একে অপরের উপর পতিত হচ্ছে। অতঃপর তাকে বলা হবে, আল্লাহ তোমাকে যা থেকে রক্ষা করেছেন, তা দেখো। অতঃপর তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি উন্মুক্ত স্থান করে দেওয়া হবে, সে তার শোভা ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তা দেখবে। অতঃপর তাকে বলা হবে: এটাই জান্নাতে তোমার বসার স্থান। আর তাকে বলা হবে, তুমি দৃঢ় বিশ্বাসের উপর ছিলে, এর উপরই তোমার মৃত্যু হয়েছে এবং এর উপরই তোমাকে পুনরুত্থিত করা হবে, ইনশাআল্লাহ (যদি আল্লাহ চান)। আর যখন খারাপ ব্যক্তিকে তার কবরে বসানো হবে, তখন সে ভীত ও অস্থির থাকবে। তাকে বলা হবে, তুমি

কিসের উপর ছিলে? সে বলবে: আমি জানি না। বলা হবে: তোমাদের মাঝে এই ব্যক্তি কে ছিলেন? সে বলবে: আমি মানুষকে কিছু বলতে শুনেছি, অতঃপর আমিও তাদের মতো বলেছি। তখন তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি উন্মুক্ত স্থান করে দেওয়া হবে, সে তার শোভা ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তা দেখবে। অতঃপর তাকে বলা হবে, আল্লাহ তোমাকে যা থেকে ফিরিয়ে রেখেছেন, তা দেখো। অতঃপর তার জন্য জাহান্নামের দিকে একটি উন্মুক্ত স্থান করে দেওয়া হবে, সে সেদিকে তাকিয়ে দেখবে যে তার অংশগুলো একে অপরের উপর পতিত হচ্ছে। তাকে বলা হবে: এটাই তার মধ্যে তোমার বসার স্থান। তুমি সন্দেহের উপর ছিলে, এর উপরই তোমার মৃত্যু হয়েছে এবং এর উপরই তোমাকে পুনরাবস্থিত করা হবে, ইনশাআল্লাহ (যদি আল্লাহ চান)। অতঃপর তাকে শাস্তি দেওয়া হবে।"

(ص: 610) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1449 - قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ النَّبِيَّ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ قَالُوا اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ اخْرُجِي حَمِيدَةً وَأَبْشِرِي بِرُوحٍ وَرِيحَانٍ وَرَبِّ غَيْرِ غَضْبَانَ فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى تَخْرُجَ ثُمَّ يُعْرَجُ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَيُسْتَفْتَحُ لَهُ فَيُقَالُ مَنْ هَذَا فَيُقَالُ فَلَانٌ فَيُقَالُ مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الطَّيِّبَةِ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ ادْخُلِي حَمِيدَةً وَأَبْشِرِي بِرُوحٍ وَرِيحَانٍ وَرَبِّ غَيْرِ غَضْبَانَ فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى يَنْتَهِيَ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي فِيهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السُّوءُ قَالُوا: اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ اخْرُجِي مَذْمُومَةً ذَمِيمَةً وَأَبْشِرِي بِحَمِيمٍ وَغَسَاقٍ وَآخَرَ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ فَمَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى تَخْرُجَ ثُمَّ يُعْرَجُ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَيُسْتَفْتَحُ لَهَا فَيُقَالُ مَنْ هَذَا فَيُقَالُ فَلَانٌ فَيُقَالُ لَا [ص: 611] مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الْخَبِيثَةِ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ ارْجِعِي ذَمِيمَةً فَإِنَّهُ لَا يُفْتَحُ لِكَ أَبْوَابِ السَّمَاءِ فَتُرْسَلُ مِنَ السَّمَاءِ ثُمَّ يَصِيرَانِ إِلَى الْقَبْرِ فَيَجْلِسُ الرَّجُلُ

الصَّالِحُ «فَيُقَالُ لَهُ وَيَرُدُّ مِثْلَ مَا فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ سَوَاءٌ وَيَجْلِسُ رَجُلُ السُّوءِ فَيُقَالُ لَهُ وَيَرُدُّ مِثْلَ مَا فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ سَوَاءٌ»

১৪৪৯ - মুহাম্মদ ইবনে আমর সাঈদ ইবনে ইয়াসার থেকে, তিনি আবু হুরায়রা (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন) থেকে, তিনি নবী (আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর উপর) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: "নিশ্চয় মৃত ব্যক্তির নিকট ফেরেশতাগণ উপস্থিত হন। যখন সে নেককার ব্যক্তি হয়, তখন তারা বলে: হে পবিত্র আত্মা, যা পবিত্র দেহে ছিলে, প্রশংসিত অবস্থায় বেরিয়ে এসো এবং সুসংবাদ গ্রহণ করো প্রশান্তি, জান্নাতের সুগন্ধি ও এমন রবের, যিনি ক্রুদ্ধ নন। তাকে বারবার এ কথাই বলা হতে থাকে যতক্ষণ না সে (আত্মা) বের হয়ে আসে। অতঃপর তাকে নিয়ে আকাশের দিকে আরোহণ করা হয়। তার জন্য দ্বার খোলার অনুরোধ করা হয়। তখন জিজ্ঞেস করা হয়, কে ইনি? বলা হয়, অমুক। তখন বলা হয়, পবিত্র আত্মা, যা পবিত্র দেহে ছিলে, তোমাকে স্বাগতম! প্রশংসিত অবস্থায় প্রবেশ করো এবং সুসংবাদ গ্রহণ করো প্রশান্তি, জান্নাতের সুগন্ধি ও এমন রবের, যিনি ক্রুদ্ধ নন। তাকে বারবার এ কথাই বলা হতে থাকে যতক্ষণ না তাকে নিয়ে সেই আকাশ পর্যন্ত পৌঁছানো হয় যেখানে আল্লাহ তাআলা (যিনি পরাক্রমশালী ও মহিমাম্বিত) আছেন। আর যখন সে মন্দ ব্যক্তি হয়, তখন তারা বলে: হে অপবিত্র আত্মা, যা অপবিত্র দেহে ছিলে, নিন্দিত ও অপদস্থ অবস্থায় বেরিয়ে এসো এবং সুসংবাদ গ্রহণ করো ফুটন্ত পানি, পুঁজ ও এ ধরনের আরও নানা রকম শাস্তির! তাকে বারবার এ কথাই বলা হতে থাকে যতক্ষণ না সে (আত্মা) বের হয়ে আসে। অতঃপর তাকে নিয়ে আকাশের দিকে আরোহণ করা হয়। তার জন্য দ্বার খোলার অনুরোধ করা হয়। তখন জিজ্ঞেস করা হয়, কে ইনি? বলা হয়, অমুক। তখন বলা হয়, [পৃষ্ঠা: ৬১১] অপবিত্র আত্মা, যা অপবিত্র দেহে ছিলে, তোমাকে স্বাগতম নয়! নিন্দিত অবস্থায় ফিরে যাও, কারণ তোমার জন্য আকাশের দ্বার খোলা হবে না। অতঃপর তাকে আকাশ থেকে নিক্ষেপ করা হয়। তারপর উভয়কে কবরে আনা হয়। তখন নেককার ব্যক্তিকে বসানো হয়, তাকে প্রশ্ন করা হয় এবং সে আয়েশা (রাঃ)-এর হাদীসে যা আছে সেভাবে উত্তর দেয়। আর মন্দ ব্যক্তিকে বসানো হয়, তাকে প্রশ্ন করা হয় এবং সে আয়েশা (রাঃ)-এর হাদীসে যা আছে সেভাবে উত্তর দেয়।"

1450 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، نَا ابْنُ لَهْيَعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، إِنَّهُ سَأَلَ جَابِرًا عَنْ فِتْنَانِ الْقَبْرِ فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا فَإِذَا دَخَلَ الْمُؤْمِنُ قَبْرَهُ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ جَاءَ مَلَكٌ شَدِيدُ الْإِنْتِهَارِ فَيَقُولُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: أَقُولُ إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَعَبْدُهُ فَيَقُولُ لَهُ الْمَلَكُ انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ الَّذِي كَانَ لَكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَنْجَاكَ اللَّهُ مِنْهُ وَأَبْدَلَكَ بِمَقْعَدِكَ الَّذِي تَرَى مِنَ النَّارِ مَقْعَدُكَ الَّذِي تَرَى مِنَ الْجَنَّةِ فَيَرَاهُمَا كِلَاهُمَا فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ دَعُونِي أَبْشِرْ أَهْلِي فَيُقَالُ لَا اسْكُنْ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ فَيَقْعُدُ إِذَا تَوَلَّى عَنْهُ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَيُقَالُ لَهُ لَا دَرَيْتَ هَذَا مَقْعَدُكَ الَّذِي كَانَ لَكَ مِنَ الْجَنَّةِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ مَكَانَهُ مَقْعَدُكَ مِنَ النَّارِ " قَالَ جَابِرٌ فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ فِي الْقَبْرِ عَلَى مَا مَاتَ، الْمُؤْمِنُ عَلَى إِيْمَانِهِ وَالْمُنَافِقُ عَلَى نِفَاقِهِ»

১৪৫০ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, মুসা ইবনে দাউদ আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, ইবনে লাহীআহ আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, আবুয যুবাইর থেকে বর্ণিত, তিনি জাবির (রা.)-কে কবরে প্রশ্নকারী ফেরেশতাদ্বয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তখন তিনি (জাবির) বললেন: আমি নাবী কারীম (সা.)-কে বলতে শুনেছি: "নিশ্চয়ই এই উম্মাতকে তাদের কবরসমূহে পরীক্ষা করা হবে। যখন কোনো মুমিন ব্যক্তি তার কবরে প্রবেশ করবে এবং তার সঙ্গীরা তার কাছ থেকে ফিরে যাবে, তখন একজন কঠোরভাষী ফেরেশতা আসবেন এবং তাকে বলবেন, এই ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কী বলতে? তখন মুমিন ব্যক্তি বলবে: আমি বলি যে, তিনি আল্লাহর রাসূল (বার্তাবাহক) এবং তাঁর বান্দা। তখন ফেরেশতা তাকে বলবেন, তোমার সেই স্থানটির দিকে তাকাও যা তোমার জন্য জাহান্নামে নির্ধারিত ছিল। আল্লাহ তোমাকে তা থেকে রক্ষা করেছেন এবং জাহান্নামে তোমার যে স্থানটি ছিল, তার পরিবর্তে জান্নাতে তোমার এই স্থানটি দান করেছেন যা তুমি দেখতে পাচ্ছে। তখন সে উভয়টিই দেখবে। অতঃপর মুমিন ব্যক্তি বলবে, আমাকে আমার পরিবার-পরিজনকে সুসংবাদ দিতে দাও। তখন তাকে বলা হবে, স্থির থাকো। আর মুনাফিক ব্যক্তি, যখন তার সঙ্গীরা তার কাছ থেকে ফিরে যাবে, তখন সে বসে থাকবে। তাকে বলা হবে, এই ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কী বলতে? সে বলবে, আমি জানি না, মানুষ যা বলতো, আমিও তাই বলতাম। তখন তাকে বলা হবে, তুমি জানতে পারোনি। এটি তোমার

সেই স্থান যা তোমার জন্য জান্নাতে নির্ধারিত ছিল। আল্লাহ এর পরিবর্তে তোমাকে জাহান্নামে তোমার স্থানটি দিয়েছেন।" জাবির (রা.) বলেন, আমি নাবী কারীম (সা.)-কে বলতে শুনেছি: "প্রত্যেক বান্দাকে কবরে সেই অবস্থার উপর উঠানো হবে যে অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করেছে; মুমিনকে তার ঈমানের উপর এবং মুনাফিককে তার মুনাফিকির উপর (উঠানো হবে)।"

(ص: 611) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1451 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عُثْمَانُ، نَا شُعْبَةُ، قَالَ عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ، أَخْبَرَنِي عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْقَبْرِ: «إِذَا سُئِلَ فَعَرَفَ رَبَّهُ» قَالَ: وَقَالَ شَيْئًا لَا أَحْفَظُهُ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ} [إبراهيم: 27]

১৪৫১ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, উসমান আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, শুবা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। (শুবা বলেন:) আলকামা ইবনে মারসাদ আমাকে সাদ ইবনে উবায়দাহ সূত্রে অবহিত করেছেন, তিনি বারা থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি কবরের বিষয়ে বলেছেন: "যখন তাকে প্রশ্ন করা হবে এবং সে তার রবকে চিনতে পারবে।" (শুবা) বলেছেন: এবং (পূর্ববর্তী বর্ণনাকারী) এমন কিছু বলেছেন যা আমি স্মরণ রাখতে পারিনি। সুতরাং, এটি তাঁর (আল্লাহর) বাণী: "যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার জীবন ও আখিরাতে সুদৃঢ় বাক্য দ্বারা স্থির রাখবেন।" [সূরা ইবরাহীম: ২৭]

(ص: 612) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1452 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ» يُقَالُ لَهُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى تُبْعَثَ إِلَيْهِ

1452 - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, উবাইদুল্লাহর সূত্রে, নাফি আমাকে খবর দিয়েছেন, ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার বসার স্থান সকাল ও সন্ধ্যায় তার সামনে উপস্থাপন করা না হয়। যদি সে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে জান্নাতবাসীদের স্থান; আর যদি সে জাহান্নামবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে জাহান্নামবাসীদের স্থান।" তাকে বলা হবে: "এই হলো তোমার বসার স্থান, যতক্ষণ না তোমাকে সেখানে পুনরুত্থিত করা হয়।"

(ص: 612) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1453 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَفَّانُ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفَقَ نِعَالِهِمْ إِذَا وَلَّوْا»

১৪৫৩ - আমার পিতা আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন) আফফান আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন) হাম্মাদ ইবনু সালামা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন) মুহাম্মাদ ইবনু আমর আমাদের অবহিত করেছেন, (তিনি) আবু সালামা থেকে, (এবং তিনি) আবু হুরাইরাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু হুরাইরাহ বলেন: আল্লাহর রাসূল (তাঁর উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক) বলেছেন: "নিশ্চয়ই সে তাদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায় যখন তারা প্রস্থান করে।"

(ص: 612) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1454 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْخَنْفِيِّ، {مَعِيشَةً ضَنْكًا} [طه: 124] قَالَ: «أُخْبِرْتُ أَنَّهُ عَذَابُ الْقَبْرِ»

১৪৫৪ - আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ থেকে, তিনি ইসমাইল থেকে, তিনি আবু সালিহ আল-হানাফী থেকে (বর্ণনা করেন)। আবু সালিহ আল-

হানাতী (আল্লাহর বাণী) দুর্দশাপূর্ণ জীবন [সূরা তাহা: ১২৪] সম্পর্কে বলেন: "আমার নিকট জানানো হয়েছে যে, তা কবরের শাস্তি।"

(ص: 612) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1455 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكَيْعٌ، نَا سُفْيَانُ، عَمَّنْ سَعِيدِ بْنِ أَنَسٍ مَالِكٍ، فَيَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ أَعْمَالَ الْأَحْيَاءِ لَتُعْرَضُ عَلَى الْأَمْوَاتِ مِنْ أَهْلِيهِمْ وَعَشَائِرِهِمْ فَإِذَا رَأَوْا خَيْرًا حَمِدُوا اللَّهَ وَاسْتَبَشَرُوا وَإِذَا رَأَوْا غَيْرَ ذَلِكَ قَالُوا: اللَّهُمَّ لَا تُبْتَلِهِمْ حَتَّى تَهْدِيَهُمْ "

1455 - আমার পিতা আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, ওয়াকী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, যিনি আনাস ইবনু মালিককে শুনেছেন তাঁর থেকে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (আল্লাহর শাস্তি ও রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক) বলেছেন: "নিশ্চয় জীবিতদের আমল তাদের পরিবারবর্গ ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে মৃতদের কাছে পেশ করা হয়। সুতরাং যখন তারা কল্যাণ দেখে, তখন আল্লাহর প্রশংসা করে এবং আনন্দিত হয়। আর যখন তারা এর ভিন্ন কিছু দেখে, তখন বলে: হে আল্লাহ, তাদের মৃত্যু দিও না যতক্ষণ না তুমি তাদের সঠিক পথে পরিচালিত কর।"

(ص: 612) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1456 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، نَا عَبَادُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ [ص: 613]، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنَازَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا فَإِذَا الْإِنْسَانُ دُفِنَ فَتَفَرَّقَ عَنْهُ أَصْحَابُهُ جَاءَهُ مَلَكٌ فِي يَدِهِ مِطْرَاقٌ فَأَقْعَدَهُ قَالَ: مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولُ صَدَقْتَ ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى النَّارِ فَيَقُولُ هَذَا مَنْزِلُكَ لَوْ كَفَرْتَ بِرَبِّكَ فَأَمَّا إِذَا آمَنْتَ بِهِ فَهَذَا مَنْزِلُكَ فَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى

الْجَنَّةَ فَيُرِيدُ أَنْ يَنْهَضَ إِلَيْهِ فَيَقُولُ لَهُ اسْكُنْ وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَإِنْ كَانَ كَافِرًا أَوْ مُنَافِقًا يَقُولُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَيَقُولُونَ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَكَلَيْتَ وَلَا اهْتَدَيْتَ ثُمَّ يَفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ فَيَقُولُ هَذَا مَنَزِلُكَ لَوْ آمَنْتَ بِرَبِّكَ فَأَمَّا إِذْ كَفَرْتَ بِهِ فَإِنَّ اللَّهَ أَبَدَكَ بِهِ هَذَا وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى النَّارِ ثُمَّ يَقْبَعُهُ قَبْعَةً بِالْمِطْرَاقِ يَسْمَعُهَا خَلْقُ اللَّهِ كُلُّهُمْ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَحَدٌ يَقُومُ عَلَيْهِ مَلَكٌ فِي يَدِهِ مِطْرَاقٌ إِلَّا هِيلَ عِنْدَ ذَلِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ} [إبراهيم: 27] "

১৪৫৬ - আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আব্দুল মালিক ইবনে উমাইর আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আব্বাদ ইবনে রাশিদ, দাউদ ইবনে আবি হিন্দ থেকে **[পৃষ্ঠা: ৬১৩]**, তিনি আবু নাদরা থেকে, তিনি আবু সাঈদ আল-খুদরি (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমরা রাসুলুল্লাহ (আল্লাহ তাঁর উপর শান্তি ও বরষা বর্ষণ করুন)-এর সাথে একটি জানাজায় উপস্থিত ছিলাম। তখন রাসুলুল্লাহ (আল্লাহ তাঁর উপর শান্তি ও বরষা বর্ষণ করুন) বললেন: "হে লোকসকল! নিশ্চয়ই এই উম্মাতকে তাদের কবরসমূহে পরীক্ষা করা হবে। যখন কোনো মানুষকে দাফন করা হয় এবং তার সঙ্গীরা তার কাছ থেকে চলে যায়, তখন একজন ফেরেশতা তার কাছে আসেন, যার হাতে থাকে একটি হাতুড়ি। তিনি তাকে বসিয়ে বলেন: এই ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কী বলো? যদি সে মুমিন হয়, সে বলে: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসুল। তখন ফেরেশতা বলেন: তুমি সত্য বলেছ। অতঃপর তার জন্য জাহান্নামের দিকে একটি দরজা খোলা হয় এবং বলা হয়: এটি তোমার বাসস্থান হতো, যদি তুমি তোমার প্রতিপালকের সাথে কুফরি (অবিশ্বাস) করতে। কিন্তু যেহেতু তুমি তাঁর প্রতি ঈমান এনেছ, তাই এটি তোমার বাসস্থান। এরপর তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি দরজা খোলা হয়। সে সেদিকে উঠতে চায়, তখন তাকে বলা হয়: স্থির হও। এবং তার কবরকে তার জন্য প্রশস্ত করে দেওয়া হয়। আর যদি সে কাফির (অবিশ্বাসী) বা মুনাফিক (কপট) হয়, তাকে বলা হয়: এই ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কী বলো? সে বলে: আমি জানি না। আমি মানুষকে কিছু বলতে শুনেছি। তখন ফেরেশতারা বলেন: তুমি জানোনি, তুমি পাঠ করোনি এবং তুমি হেদায়েত

পাওনি। অতঃপর তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি দরজা খোলা হয় এবং বলা হয়: এটি তোমার বাসস্থান হতো, যদি তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনতে। কিন্তু যেহেতু তুমি তাঁর সাথে কুফরি করেছ, তাই আল্লাহ তোমাকে এর বদলে এটি দিয়েছেন। এবং তার জন্য জাহান্নামের দিকে একটি দরজা খোলা হয়। অতঃপর তাকে হাতুড়ি দিয়ে এমন এক আঘাত করা হয়, যার আওয়াজ মানুষ ও জিন (আল-সাকালাইন) ব্যতীত আল্লাহর সকল সৃষ্টি শুনতে পায়।" উপস্থিত লোকদের মধ্যে কেউ কেউ বললেন: "হে আল্লাহর রাসুল! যার উপর একজন ফেরেশতা হাতুড়ি নিয়ে দাঁড়াবে, সে কি তখন ভয়ভীত হবে না?" তখন রাসুলুল্লাহ (আল্লাহ তাঁর উপর শান্তি ও বরষা বর্ষণ করুন) বললেন: "{আল্লাহ মুমিনদেরকে সুদৃঢ় বাক্য দ্বারা দুনিয়া ও আখিরাতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখেন।}" [ইব্রাহিম: ২৭]

(ص: 613) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1457 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ عُبَيْدٍ يَعْنِي ابْنَ عُمَيْرٍ، قَالَ: " أَهْلُ الْقُبُورِ يَتَوَكَّفُونَ الْأَخْبَارَ فَإِذَا أَتَاهُمُ الْمَيِّتُ قَالَ: أَلَمْ يَأْتِكُمْ فُلَانٌ قَالَ: فَيَقُولُونَ بَلَى فَيَسْأَلُهُمْ أَهْلُ الْقُبُورِ مَا فَعَلَ فُلَانٌ فَيَقُولُونَ صَالِحٌ فَيَقُولُونَ مَا فَعَلَ فُلَانٌ فَيَقُولُونَ أَلَمْ يَأْتِكُمْ فَيَقُولُونَ لَا إِنَّا بِلَهٍّ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ سُلِّكَ بِهِ غَيْرُ سَبِيلِنَا "

1457 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি সুফিয়ান থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি আমার থেকে, তিনি উবায়দ থেকে, অর্থাৎ ইবনে উমায়ের থেকে। তিনি (উবায়দ) বলেছেন: "কবরবাসীরা খবরের জন্য অপেক্ষা করে। অতঃপর যখন কোনো মৃত ব্যক্তি তাদের কাছে আসে, তখন সে জিজ্ঞেস করে: অমুক কি তোমাদের কাছে আসেনি? তখন তারা (কবরবাসীরা) বলে, হ্যাঁ (এসেছে)। অতঃপর কবরবাসীরা তাকে জিজ্ঞেস করে, অমুকের কী অবস্থা? তারা বলে, সৎকর্মশীল। অতঃপর তারা (পুনরায়) জিজ্ঞেস করে, অমুকের কী অবস্থা? তখন তারা (নতুন মৃত ব্যক্তি বা অন্যরা) বলে, সে কি তোমাদের কাছে আসেনি? তারা (কবরবাসীরা) বলে, না (আসেনি)। তখন তারা (বিলাপ করে) বলে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। তাকে আমাদের পথ ব্যতীত অন্য পথে পরিচালিত করা হয়েছে।"

1458 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكَيْعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ الْحَنْفِيَّ،
{مَعِيشَةً ضَنْكًا} [طه: 124] عَذَابُ الْقَبْرِ "

1458 - আমার পিতা আমাকে হাদিস শুনিয়েছেন, ওয়াকী আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, ইবনে আবি খালিদ থেকে, তিনি বলেন: আমি আবু সালিহ আল-হানাফীকে বলতে শুনেছি যে, "{সংকীর্ণ জীবন}" [সূরা তাহা: ১২৪] দ্বারা কবরের আযাব উদ্দেশ্য।

1459 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكَيْعٌ، نَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ أَبِي كَرِيمَةَ الْكِنْدِيِّ،
قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ زَادَانَ فَقُرِئَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {وَأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ}
[الطور: 47] قَالَ زَادَانُ: «عَذَابُ الْقَبْرِ»

১৪৫৯ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, ওয়াকী আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আলা ইবনু আব্দুল কারীম আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আবু কারীমা আল-কিন্দী থেকে। তিনি বলেন: আমরা যাদান-এর কাছে বসে ছিলাম, তখন এই আয়াতটি তিলাওয়াত করা হলো: {আর যারা যুলুম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে এর অতিরিক্ত আযাব} [আত-তুর: ৪৭]। যাদান বলেন: "কবরের আযাব।"

1460 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ رَاشِدٍ الضَّبِّيُّ، نَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، نَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي
هِنْدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُفْتَنُ فِي قُبُورِهَا»
فَذَكَرَ نَحْوًا مِنْ حَدِيثِ عَبَادِ بْنِ رَاشِدٍ وَلَمْ يَرْفَعْهُ، وَحَدِيثُ عَبَادٍ أَتَمُّ وَأَحْسَنُ
اِقْتِصَاصًا لَهُ وَأَتَمُّ كَلَامًا

১৪৬০ - আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন আহমদ ইবনে আইয়ুব ইবনে রাশিদ আদ-দাঐবী, তাঁকে বর্ণনা করেছেন মাসলামা ইবনে আলকামা, তাঁকে বর্ণনা করেছেন দাউদ ইবনে আবি হিন্দ,

তিনি আবু নদরা থেকে, তিনি আবু সাঈদ আল-খুদরি (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: “নিশ্চয়ই এই উম্মতকে তাদের কবরে পরীক্ষা করা হবে।” এরপর তিনি আব্বাদ ইবনে রাশিদে হাদিসের প্রায় অনুরূপ কিছু উল্লেখ করেছেন, তবে তিনি এটিকে মারফু’ (নবীর (সা.) সূত্রে বর্ণিত) করেননি। আর আব্বাদের হাদিসটি অধিক পূর্ণাঙ্গ, তার বর্ণনায় অধিকতর সুন্দর এবং শব্দচয়নে অধিক পরিপূর্ণ।

(ص: 614) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1461 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا رَوْحٌ، نَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيَقْعَدَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ إِنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَيُقَالُ انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ بَدَّلَكَ اللَّهُ عِزَّ وَجَلَّ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ» قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَيَرَاهُمَا جَبِيحًا» قَالَ قَتَادَةُ: فَذَكَرَ لَنَا أَنَّهُ يُمْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا وَيُنَالُ عَلَيْهِ خَضِرًا إِلَى يَوْمٍ يَبْعَثُونَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ: "وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ فَيُقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ [ص: 615] فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي مَا يَقُولُ النَّاسُ فَيُقَالُ لَهُ: لَا دَرِيَّتَ وَلَا تَكَلَيْتَ ثُمَّ يُضْرَبُ بِسِطْرٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيِّنَ أَذُنِيهِ فَيَصِيحُ صَيْحَةً فَيَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُضَيَّقُ عَلَيْهِ فِي قَبْرِهِ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ

1461 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, রাওহ বর্ণনা করেছেন, সাঈদ (অর্থাৎ আবু আরুবাহর পুত্র) থেকে, তিনি কাতাদা থেকে, তিনি আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: «নিশ্চয় যখন কোনো বান্দাকে তার কবরে রাখা হয় এবং তার সঙ্গীরা তাকে ছেড়ে চলে যায়, এমনকি সে তাদের জুতার শব্দও শুনতে পায়, তখন দুইজন ফেরেশতা তার কাছে আসে এবং তাকে বসায়। তারা তাকে বলে, এই ব্যক্তি, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে তুমি কী বলতে? তখন মুমিন ব্যক্তি বলে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। তখন তাকে বলা হয়,

তোমার জাহান্নামের আসনটির দিকে তাকাও। আল্লাহ তাআলা এর পরিবর্তে তোমাকে জাহান্নামের একটি আসন দান করেছেন।» আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: «সে উভয়টিই দেখতে পায়।» কাতাদা বলেছেন: আমাদের কাছে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তার কবর সত্তর হাত প্রশস্ত করে দেওয়া হবে এবং কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তা সবুজ-শ্যামলে পূর্ণ করে রাখা হবে। তারপর (বর্ণনাকারী) আনাস ইবনে মালিকের (বর্ণনায়) ফিরে এসে বলেছেন: "আর কাফির ও মুনাফিককে বলা হয়: এই ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কী বলতে? **পৃষ্ঠা: ৬১৫** সে বলে: আমি জানি না, লোকেরা কী বলত! তখন তাকে বলা হয়: তুমি জানতেও পারোনি এবং অনুসরণও করোনি! তারপর তাকে লোহার হাতুড়ি দিয়ে তার দুই কানের মাঝখানে এক আঘাত করা হয়, যে সে এমন এক চিৎকার দেয় যা নিকটবর্তী সকল সৃষ্টিজীব শুনতে পায়, জিন ও মানব জাতি ছাড়া। আর কেউ কেউ বলেছেন: তার কবর এমন সংকীর্ণ করা হয় যে, তার পাঁজরগুলো পরস্পরের মধ্যে ঢুকে যায়।"

(ص: 615) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1462 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لَوْيْنٌ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ فَأَخْرَجَ بِهَا فَلَمَّا بَلَغَ الْقَبْرَ قَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَافَتِهِ أَوْ عَلَى شَفَتِهِ فَجَعَلَ يَنْظُرُ فِيهِ قَالَ: «يُضْغَطُ الْمُؤْمِنُ فِي هَذَا ضَغْطَةً تَرُؤُلُ مِنْهَا حَمَائِلُهُ وَيُسَلَّى عَلَى الْكَافِرِ نَارًا»

1462 - মুহাম্মাদ ইবনু সুলাইমান লুওয়াইন আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু জাবির থেকে, তিনি আমর ইবনু মুররাহ থেকে, তিনি আবুল বাখতারী থেকে, তিনি হুযাইফাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে একটি জানাযায় ছিলাম। অতঃপর যখন (মৃতদেহ) বের করা হলো এবং তিনি কবরের কাছে পৌঁছালেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কিনারায় বা এর ধারে বসলেন এবং সেটির (কবরের) দিকে তাকাতে লাগলেন। তিনি বললেন: "এই (কবরে) মুমিনকে এমনভাবে চাপ দেওয়া হবে, যার ফলে তার পাঁজরগুলো স্থানচ্যুত হয়ে যাবে। আর কাফিরের জন্য এটিকে আগুন দ্বারা পূর্ণ করে দেওয়া হবে।"

1463 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكَيْعٌ، نَا مَالِكُ بْنُ مِغُولٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " إِنَّ الْقَبْرَ لَيَبْكِي يَقُولُ: أَنَا بَيْتُ الْخُلُوةِ وَأَنَا بَيْتُ الْوَحْشَةِ وَأَنَا بَيْتُ الدُّودِ "

1463 - আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, (তিনি) ওয়াকী থেকে, (তিনি) মালিক ইবনে মিজওয়াল থেকে, (তিনি) আবদুল্লাহ ইবনে উবাইদ ইবনে উমাইর থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: "নিশ্চয়ই কবর কাঁদে এবং বলে: আমি নির্জনতার ঘর, আমি একাকীত্বের ঘর এবং আমি পোকা-মাকড়ের ঘর।"

1464 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: " إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يَتَلَقَّوْنَ الْبَيْتَ كَمَا يُتَلَقَّى الرَّأْسُ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ [ص: 616] فَيَسْأَلُونَهُ مَا فَعَلَ فَلَانٌ مَا فَعَلَ فَلَانٌ فَإِذَا سَأَلُوهُ عَمَّنْ قَدْ مَاتَ قَالَ: أَوْلَمْ يَأْتِكُمْ؟ قَالُوا: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سَلِّكَ بِهِ إِلَى أُمِّهِ الْهَآوِيَةِ "

1464 - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, ওয়াকী সুফইয়ান থেকে, তিনি আব্দুল আযীয ইবনু রুফাই থেকে, তিনি কায়স ইবনু সাদ থেকে, তিনি উবাইদ ইবনু উমাইর থেকে বর্ণনা করেছেন, যিনি বলেছেন: "নিশ্চয়ই কবরবাসীরা মৃত ব্যক্তিকে বরণ করে নেয়, যেমন একজন আরোহী তাদের কাছে পৌঁছলে তাকে বরণ করে নেওয়া হয়। (পৃষ্ঠা: ৬১৬) অতঃপর তারা তাকে জিজ্ঞেস করে, অমুক কী করেছে? অমুক কী করেছে? অতঃপর যখন তারা তাকে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে যে (ইতিমধ্যে) মারা গেছে, তখন সে (মৃত ব্যক্তি) বলে, সে কি তোমাদের কাছে আসেনি? তারা (কবরবাসীরা) বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। তাকে তার মা হাভিয়াহর (الْهَآوِيَةِ, জাহান্নামের একটি স্তর) দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।"

1465 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، نَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ، أَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شِمَاسَةَ، حَدَّثَهُ قَالَ: لَنَا حَضَرْتُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْوَفَاةُ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: «وَإِذَا وَارَيْتُمُونِي فَأَقْعُدُوا عِنْدِي قَدَرِ نَحْرِ جَزُورٍ وَتَقْطِيعِهَا أُسْتَأْنَسُ بِكُمْ»

১৪৬৫ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন। আলী ইবনে ইসহাক আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। আব্দুল্লাহ, অর্থাৎ ইবনুল মুবারক, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। ইবনু লাহীআহ আমাকে অবহিত করেছেন। ইয়াযীদ ইবনে আবী হাবীব আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, আব্দুর রহমান ইবনে শাম্মাসাহ তাকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেছেন: যখন আমার ইবনুল আস, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন, এর মৃত্যু উপস্থিত হলো, তখন তিনি হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন: "যখন তোমরা আমাকে দাফন করবে, তখন আমার পাশে একটি উট জবাই করে তার মাংস টুকরা করতে যে সময় লাগে, ততটুকু সময় বসো। আমি তোমাদের সান্নিধ্যে স্বস্তি লাভ করব।"

(ص: 616) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1466 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُخَارِقِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أُجْلِسَ فِي قَبْرِهِ يُقَالُ لَهُ مَنْ رَبُّكَ مَا دِينُكَ مَنْ نَبِيُّكَ فَيُثَبِّتُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللَّهُ وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُوسَّعُ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَيُرَوِّحُ عَنْهُ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ} [إبراهيم: 27] إِلَى قَوْلِهِ {وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ} [إبراهيم: 27] «وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا مَاتَ أُجْلِسَ فِي قَبْرِهِ فَيُقَالُ لَهُ [ص: 617] مَنْ رَبُّكَ مَا دِينُكَ مَنْ نَبِيُّكَ؟ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي فَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ وَيُعَذِّبُ فِيهِ» وَقَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ {وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا} [طه: 124] قَالَ يَحْيَى فِي كُلِّ

حَدِيثٌ مِنْهَا: «إِذَا حَدَّثْنَاكُمْ بِحَدِيثٍ أَنْبَأْتُمْ بِتَصْدِيقِ ذَلِكَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»

1466 - আমার পিতা আমাকে শুনিয়েছেন; ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদ আমাদেরকে মাসউদী থেকে বর্ণনা করেছেন; আব্দুল্লাহ ইবনে মুখারিক তাঁর পিতা থেকে আমাকে শুনিয়েছেন। তিনি (আব্দুল্লাহ ইবনে মুখারিকের পিতা) বলেন, আব্দুল্লাহ বলেছেন: নিশ্চয়ই মুমিনকে যখন তার কবরে বসানো হয়, তাকে বলা হয়, "তোমার রব কে? তোমার ধর্ম কী? তোমার নবী কে?" তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে স্থির রাখেন, ফলে সে বলে, "আমার রব আল্লাহ এবং আমার নবী মুহাম্মাদ (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক)।" তখন তার জন্য তার কবরকে প্রশস্ত করা হয় এবং তাকে আরাম দেওয়া হয়। অতঃপর আব্দুল্লাহ তেলাওয়াত করলেন: "যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে ও আখেরাতে সুদৃঢ় বাক্য দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত রাখেন।" [সূরা ইবরাহিম: ২৭] তাঁর এই বাণী পর্যন্ত: "আর আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তাই করেন।" [সূরা ইবরাহিম: ২৭] আর নিশ্চয়ই কাফির যখন মারা যায়, তাকে তার কবরে বসানো হয়, তখন তাকে বলা হয়, [পৃষ্ঠা: ৬১৭] "তোমার রব কে? তোমার ধর্ম কী? তোমার নবী কে?" তখন সে বলে, "আমি জানি না।" তখন তার কবরকে তার উপর সংকুচিত করা হয় এবং তাতে তাকে শান্তি দেওয়া হয়। আর আব্দুল্লাহ তেলাওয়াত করলেন: "আর যে আমার স্মরণ থেকে বিমুখ হবে, তার জন্য থাকবে এক সংকীর্ণ জীবন।" [সূরা ত্বাহা: ১২৪] ইয়াহিয়া (ইবনে সাঈদ) এসব হাদিসের প্রতিটিতে বলেছেন: "যখন আমরা তোমাদেরকে কোনো হাদিস বর্ণনা করি, তখন আল্লাহ তায়ালা কিতাব থেকে তার সত্যায়ন তোমাদেরকে জানাই।"

(ص: 617) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1467 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ لَمَّا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ تَأْوَهُ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَوْهَ أَوْهَ أَوْهَ ثُمَّ قَالَ: «لَوْ كَانَ أَحَدٌ يَنْفَلِتُ مِنْهَا لَانْفَلَتَ مِنْهَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ»

১৪৬৭ - আমার পিতা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, ইয়াহিয়া ইবনু সাঈদ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, ইসমাইল ইবনু মুসলিম আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আবু আল-মুতাওয়াক্কিল আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, যখন সা'দ ইবনু মু'আযকে তাঁর কবরে রাখা

হলো, তখন আল্লাহর নবী (তাঁর উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক) তিনবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "আহ্ আহ্ আহ্!" অতঃপর তিনি বললেন: "যদি কেউ এ (কবরের চাপ) থেকে মুক্তি পেতে পারত, তাহলে সা'দ ইবনু মু'আয অবশ্যই তা থেকে মুক্তি পেতেন।"

(ص: 617) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1468 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «إِنَّ الْكَافِرَ يُسَلَّطُ عَلَيْهِ فِي قَبْرِهِ شُجَاعٌ أَقْرَعُ يَأْكُلُهُ مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى قَدَمِهِ ثُمَّ يُكْسَى لَحْمًا فَيَأْكُلُهُ مِنْ قَبْلِ قَدَمِهِ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى رَأْسِهِ ثُمَّ يُعَادُ فَيَعُودُ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى قَدَمِهِ ثُمَّ كَذَلِكَ»

1468 - আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, জারীর ইবনু হাযিম হতে, তিনি বলেছেন: আমি ইবনু আবী মুলাইকাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: আমি আয়েশা (রাঃ) আল্লাহ্ আনহা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: «নিশ্চয়ই অবিশ্বাসীর (কাফিরের) কবরে তার উপর একটি মহাভয়ঙ্কর টাক সাপকে (শুজা আকরা) কর্তৃত্ব প্রদান করা হবে। সেটি তাকে তার মাথা থেকে খাওয়া শুরু করবে যতক্ষণ না তার পায়ে পৌঁছায়। অতঃপর তাকে পুনরায় গোশত পরানো হবে (অর্থাৎ তার দেহ পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা হবে), তখন সেটি তাকে তার পা থেকে খাওয়া শুরু করবে যতক্ষণ না তার মাথায়ে পৌঁছায়। এরপর প্রক্রিয়াটির পুনরাবৃত্তি করা হবে এবং (সাপটি) পুনরায় এসে তার উভয় পায়ে পৌঁছা পর্যন্ত (তাকে) খাবে। অতঃপর এভাবেই চলতে থাকবে।»

(ص: 617) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1469 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ وَهُوَ أَبُو سَلَمَةَ الْخُرَاعِيُّ، نَا لَيْثُ بْنُ يَعْزِي ابْنَ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ

وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْتَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ»

১৪৬৯ - আমার পিতা আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন, তিনি মনসুর ইবনু সালামাহ—যিনি আবু সালামাহ আল-খুযাঈ নামে পরিচিত—থেকে, তিনি লায়স—অর্থাৎ ইবনু সাদ—থেকে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু আল-হাদ থেকে, তিনি আমর ইবনু শুআইব থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ [পৃ: ৬১৮] (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক)-কে বলতে শুনেছি: “হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট অলসতা, বার্বক্য, ঋণগ্রস্ততা এবং পাপ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এবং আমি আপনার নিকট মাসীহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এবং আমি আপনার নিকট কবরের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এবং আমি আপনার নিকট জাহান্নামের শান্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।”

(ص: 618) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1470 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، نَا بَقِيَّةُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ وَقِيَ فِتْنَةُ الْقَبْرِ»

1470 - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে সুরাইজ ইবনুন নুমান বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে বাকিয়্যাহ বর্ণনা করেছেন, মুআবিয়া ইবন সাঈদ থেকে, আবু ক্বাবীল থেকে, আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: “যে ব্যক্তি জুমুআর দিনে অথবা জুমুআর রাতে মারা যায়, তাকে কবরের ফিতনা থেকে রক্ষা করা হয়।”

(ص: 618) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

سُئِلَ عَنِ الْخَوَارِجِ وَمَنْ قَالَ: هُمْ كِلَابُ النَّارِ

খারেজীদের প্রসঙ্গে এবং যারা তাদের সম্পর্কে বলেছে যে, তারা জাহান্নামের কুকুর, তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল।

(ص: 618) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1471 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكِيعٌ، نَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، وَأَبُو عَمْرٍو بْنُ الْعَلَاءِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، سَمِعْنَاهُ عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَخْرُجُ قَوْمٌ فِيهِمْ رَجُلٌ مُودِنُ الْيَدِ أَوْ مَثْدُونُ الْيَدِ أَوْ مُخْدَجُ الْيَدِ وَلَوْ لَا أَنْ تَبْطُرُوا لَا نُبَأْتُكُمْ بِمَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ» [ص: 619] قَالَ عُبَيْدَةُ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِي وَرَبِّ الْكُعْبَةِ إِي وَرَبِّ الْكُعْبَةِ

১৪৭১ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, ওয়াকী বর্ণনা করেছেন, জারীর ইবন হাযিম এবং আবু আমর ইবনুল আলা ইবন সীরীন থেকে, আমরা এটি উবায়দাহ থেকে, তিনি আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে শুনেছি। তিনি (আলী) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "একটি সম্প্রদায় আত্মপ্রকাশ করবে যাদের মধ্যে এমন একজন লোক থাকবে যার হাত ত্রুটিপূর্ণ, খর্বাকৃতির বা অসম্পূর্ণ। যদি তোমরা অহংকারী না হতে, তবে আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিতাম আল্লাহ তাঁর নবীর মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারীদের জন্য কী পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।" [পৃষ্ঠা: ৬১৯] উবায়দাহ বলেন: আমি আলীকে (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললাম: আপনি কি এটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন: হ্যাঁ, কাবার রবের কসম! হ্যাঁ, কাবার রবের কসম! হ্যাঁ, কাবার রবের কসম!

(ص: 619) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1472 - حَدَّثَنِي أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرَّازُ قَالَ: وَأَنَا شَبَابَةُ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرٍو بْنُ الْعَلَاءِ، نَا ابْنُ سِيرِينَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «وَاللَّهِ لَوْ لَا أَنْ تَبْطُرُوا لَحَدَّثْتُكُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ يَقْتُلُونَهُمْ عَلَامَتُهُمْ رَجُلٌ

مُخَدَّجُ الْيَدِ أَوْ مُودُنُ الْيَدِ أَوْ مَثْدُونُ الْيَدِ» قَالَ: فَقُلْتُ: أَنْتَ سَبَعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «نَعَمْ سَبَعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ وَلَا ثَلَاثٍ وَلَا أَرْبَعَ»

1472 - আবু ইয়াহইয়া মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রহীম আল-বাজ্জাজ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবু ইয়াহইয়া) বলেছেন: শাবাবাহ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি (শাবাবাহ) বলেছেন: আবু আমর ইবনুল আলা আমাকে অবহিত করেছেন। (আবু আমর) বলেছেন: ইবনু সীরীন আমাদের কাছে আবীদাহ থেকে, তিনি আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন। আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন: "আল্লাহর কসম! যদি তোমরা অহংকারী বা সীমালঙ্ঘনকারী না হতে, তাহলে তোমাদের নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যবানে আমি তোমাদেরকে অবশ্যই বলে দিতাম: যাদেরকে তারা হত্যা করে, তাদের আলামত হলো একজন ব্যক্তি যার হাত বিকৃত, অথবা শিথিল/ঝুলন্ত, অথবা নারীর স্তনসদৃশ।" (বর্ণনাকারী) বললেন: "আমি বললাম: আপনি কি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে শুনেছেন?" তিনি (আলী) বললেন: "হ্যাঁ, আমি তা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে একবারও নয়, দুইবারও নয়, তিনবারও নয়, চারবারও নয় (বরং বহুবার) শুনেছি।"

(ص: 619) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1473 - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، نَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، قَالَ: ذَكَرَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَهْلَ النَّهْرَوَانِ فَقَالَ: " فِيهِمْ رَجُلٌ مُودُنُ الْيَدِ أَوْ مَثْدُونُ الْيَدِ أَوْ مُخَدَّجُ الْيَدِ لَوْلَا أَنْ تَبْطُرُوا لَنَبَّأْتُكُمْ بِمَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قُلْتُ: أَنْتَ سَبَعْتَهُ مِنْهُ؟ قَالَ: إِي وَرَبِّ الْكُعْبَةِ "

১৪৭৩ - উবাইদুল্লাহ ইবন উমার আল-কাওয়ারীরী আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন; (তিনি বলেন) হাম্মাদ ইবন যায়দ আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন; (তিনি বলেন) আইয়ুব আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন; তিনি মুহাম্মাদ ইবন সীরীন থেকে, তিনি আবীদাহ থেকে বর্ণনা করেন। আবীদাহ বলেন: আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নাহরাওয়ানের অধিবাসীদের কথা উল্লেখ করে বললেন:

"তাদের মধ্যে একজন ব্যক্তি আছে যার হাতটি মাংসলতাহীন, অথবা ত্রুটিপূর্ণ, অথবা অসম্পূর্ণ (খর্বাকৃতির)। যদি তোমরা অহংকার করতে শুরু না করতে, তবে আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিতাম আল্লাহ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ভাষায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারীদের জন্য কী প্রতিজ্ঞা করেছেন।" মুহাম্মাদ ইবন সীরীন বলেন: আমি (আবীদাকে) জিজ্ঞাসা করলাম: "আপনি কি তাঁর (আলী) কাছ থেকে এটি শুনেছেন?" তিনি (আবীদা) বললেন: "হ্যাঁ, কাবার প্রতিপালকের কসম!"

(ص: 619) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1474 - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالِقَانِيُّ، نَا وَكِيعٌ، نَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ «سَيُخْرَجُ قَوْمٌ فِيهِمْ رَجُلٌ مُودُنُ الْيَدِ أَوْ مَثْدُونُ الْيَدِ أَوْ مُخْدَجُ الْيَدِ وَلَوْلَا أَنْ تَبْطَرُوا لَأَنْبَأْتُكُمْ بِمَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ يَقْتُلُونَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» قَالَ عُبَيْدَةُ: فَقُمْتُ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِي وَرَبِّ الْكُعْبَةِ إِي وَرَبِّ الْكُعْبَةِ قَالَ وَكِيعٌ مُودُنُ [ص: 620] الْيَدِ: نَاقِصُ الْيَدِ وَالْمُخْدَجُ ضَامِرُهُ وَمَثْدُونُ الْيَدِ: فِيهَا شَعْرَاتٌ زَائِدَةٌ

১৪৭৪ - ইসহাক ইবনু ইসমাঈল আত-তালকানী আমাকে বর্ণনা করেছেন, ওয়াকী আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, জারীর ইবনু হাযিম আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইবনু সীরীন থেকে, তিনি উবাইদাহ থেকে, তিনি আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন, যিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, “নিশ্চয়ই এমন এক সম্প্রদায় বের হবে যাদের মধ্যে এমন একজন লোক থাকবে যার হাত হবে মুদানা (مودن اليد) অথবা মাসদূন (مخدون اليد) অথবা মুখদাজ (مخدج اليد)। যদি তোমরা অহংকারী না হতে, তাহলে যারা তাদেরকে হত্যা করবে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যবানে আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্য কী প্রতিজ্ঞা করেছেন, তা আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিতাম।” উবাইদাহ বললেন: তখন আমি আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে গেলাম এবং বললাম, “আপনি কি এটা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছ থেকে শুনেছেন?” তিনি বললেন, “হ্যাঁ, কাবার রবের কসম! হ্যাঁ, কাবার রবের কসম!” ওয়াকী বললেন: মুদানা (পৃষ্ঠা: ৬২০)

হাত অর্থ হাত অপূর্ণাঙ্গ। আর মুখদাজ হলো যার হাত শীর্ণ। আর মাসদূন হাত অর্থ তাতে অতিরিক্ত পশম থাকে।

(ص: 620) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1475 - حَدَّثَنِي أَبِي وَأَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَا: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ، نَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ذَكَرَ الْخَوَارِجَ فَقَالَ: " فِيهِمْ رَجُلٌ مُخْدَجٌ الْيَدِ أَوْ مُودُنُ الْيَدِ أَوْ مَثْدُونُ الْيَدِ لَوْلَا أَنْ تَبْطُرُوا لَحَدَّثْتُكُمْ بِمَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ يَقْتُلُونَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «إِي وَرَبِّ الْكُعْبَةِ إِي وَرَبِّ الْكُعْبَةِ»

1476 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكَيْعٌ، نَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، وَأَبُو عَمْرٍو بْنُ الْعَلَاءِ سَمِعَاهُ مِنْ ابْنِ سِيرِينَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «مَثْدُونٌ»

1475 - আমার পিতা ও আবু খাইছামা আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, তাঁরা উভয়ে বলেছেন: আমাদের কাছে ইসমাইল ইবনু ইবরাহীম বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে আইয়ুব বর্ণনা করেছেন, তিনি মুহাম্মাদ থেকে, তিনি আবিদাহ থেকে, তিনি আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: তিনি খারিজীগণকে (খারিজী) উল্লেখ করে বললেন: "তাদের মধ্যে এমন একজন লোক আছে যার একটি হাত অসম্পূর্ণ, অথবা ত্রুটিপূর্ণ হাত, অথবা স্তনসদৃশ হাত। যদি তোমরা অহংকার না করত, তাহলে আমি তোমাদেরকে সেই প্রতিজ্ঞা সম্পর্কে বলতাম যা আল্লাহ তাদের জন্য করেছেন যারা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মুখে তাদেরকে হত্যা করবে।" আমি বললাম: আপনি কি এটা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছ থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন: "হ্যাঁ, কাবার রবের কসম! হ্যাঁ, কাবার রবের কসম!"

1476 - আমার পিতা আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, ওয়াকী' আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, জারীর ইবনু হাযিম আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, এবং আবু আমর ইবনুল আলা তারা উভয়ে

ইবনু সীরীন থেকে তা শুনেছেন, অতঃপর তিনি হাদিসটি উল্লেখ করেছেন, তবে তিনি বলেছেন:
"স্তনসদৃশ (হাত)"।

(ص: 620) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1477 - حَدَّثَنِي سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ تَبَطَّرُوا لَأَخْبَرْتُكُمْ بِمَا أَعَدَّ اللَّهُ عِزَّ وَجَلَّ لِمَنْ قَتَلَهُمْ فِيهِمْ رَجُلٌ مُودِنُ الْيَدِ أَوْ مَثْدُونُ الْيَدِ أَوْ مُخَدِّجُ الْيَدِ» قَالَ عَبِيدَةُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ثَلَاثًا» فِي إِسْنَادِهِ سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ

1477 - আমাকে সুওয়াইদ ইবনে সাঈদ হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে আব্দুল ওয়াহাব ইবনে আব্দুল মাজিদ আস-সাকাফী বর্ণনা করেছেন, আইয়ুব থেকে, তিনি মুহাম্মদ থেকে, তিনি আবিদা থেকে, তিনি আলী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: "যদি তোমাদের অহংকার হওয়ার ভয় না থাকত, তাহলে আমি তোমাদেরকে বলতাম আল্লাহ তাআলা (সর্বশক্তিমান ও মহিমান্বিত) তাদের হত্যাকারীদের জন্য কী প্রস্তুত করে রেখেছেন। তাদের মধ্যে এমন একজন ব্যক্তি থাকবে যার হাত ছোট, অথবা যার হাত সংকুচিত, অথবা যার হাত অপূর্ণাঙ্গ।" আবিদা বললেন: আপনি কি তা আল্লাহর রাসূল (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক) থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন: "হ্যাঁ, কাবার রবের শপথ! হ্যাঁ, কাবার রবের শপথ! হ্যাঁ, কাবার রবের শপথ!" - তিনবার। এর সনদসূত্রে সুওয়াইদ ইবনে সাঈদ রয়েছে।

(ص: 620) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1478 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَهَشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ، أَنَّ عَلِيًّا ذَكَرَ أَهْلَ النَّهْرَوَانِ فَقَالَ: «فِيهِمْ رَجُلٌ مُودِنُ الْيَدِ أَوْ مَثْدُونُ الْيَدِ أَوْ مُخَدِّجُ الْيَدِ لَوْلَا أَنْ تَبَطَّرُوا لَنَبَّأْتُكُمْ بِمَا وَعَدَ اللَّهُ

الَّذِينَ يَفْتُلُونَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» فَقُلْتُ لِعَلِّي: أَنْتَ سَبَعْتَهُ؟
قَالَ: «إِي وَرَبِّ الْكُعْبَةِ»

১৪৭৮ - মুহাম্মদ ইবনে আবি বকর ইবনে আলি আল-মুকাদ্দামী আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, হাম্মাদ ইবনে যায়দ, আইয়ুব ও হিশাম থেকে, তাঁরা মুহাম্মদ থেকে, তিনি আবীদাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আলি (রা.) নাহারওয়ানের অধিবাসীদের কথা উল্লেখ করে বললেন: "তাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি আছে যার হাতটি হয় ছোট (বা কুঁচিত), অথবা স্তনসদৃশ মাংসপিণ্ডযুক্ত, অথবা অপূর্ণাঙ্গ। যদি তোমরা গর্ববোধ না করতে (বা সীমিতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী না হতে), তবে আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিতাম আল্লাহ্ তায়ালা মুহাম্মদ (সা.)-এর জবানিতে যারা তাদেরকে হত্যা করবে তাদের জন্য কী প্রতিজ্ঞা করেছেন।" আমি আলি (রা.)-কে বললাম: আপনি কি তা শুনেছেন? তিনি বললেন: "হ্যাঁ, কাবার রবের কসম!"

(ص: 621) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1479 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، نَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ قَتَلَهُمْ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»

1479 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, ইয়াহইয়া ইবনু আদম ইসরাঈল থেকে, তিনি আবু ইসহাক থেকে, তিনি সুওয়াইদ ইবনু গাফালার সূত্রে আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আলী) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "শেষ যুগে এমন একদল লোক আসবে যারা কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না (অর্থাৎ তাদের অন্তরে প্রবেশ করবে না)। তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, যেমন তীর শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়। তাদের সাথে যুদ্ধ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর অবশ্য কর্তব্য।"

(ص: 621) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1480 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ أَبُو عَمْرِو دُكَيْنٌ، مِنَ الرِّجَالِ مَا أَشْبَهَهُ
بِالشُّيُوخِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ عَبِيدَةُ: لَا أَحَدُثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْهُ قَالَ
مُحَمَّدٌ: فَحَلَفَ لِي عَبِيدَةُ ثَلَاثَ مَرَارٍ وَحَلَفَ لَهُ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "لَوْلَا أَنْ
تَبْطَرُوا لَتَبَأْتُكُمْ بِنَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْهُ؟ قَالَ: «إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ
فِيهِمْ رَجُلٌ مُخَدِّجُ الْيَدِ أَوْ مَثْدُونُ الْيَدِ» قَالَ: قَالَ مُحَمَّدٌ فَطَلَبَ ذَاكَ الرَّجُلَ فَوَجَدُوهُ
فِي الْقَتْلِ رَجُلٌ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكِبِيهِ كَهَيْئَةِ الثَّدي عَلَيْهِ شَعْرَاتٌ "

1480 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মাদ ইবনে আবি আদিয়্য আবু আমর
দুকাইন – যিনি প্রাজ্ঞজনদের (শায়খ) সদৃশ পুরুষদের অন্যতম ছিলেন – তিনি ইবনে আউন
থেকে, তিনি মুহাম্মাদ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (মুহাম্মাদ) বলেছেন: উবায়দাহ বলেছেন:
"আমি তোমাকে শুধু সেটাই বর্ণনা করব যা আমি তাঁর কাছ থেকে শুনেছি।" মুহাম্মাদ বলেছেন:
অতঃপর উবায়দাহ আমার কাছে তিনবার শপথ করেছেন। আর আলী (রাঃ) তাঁর (উবায়দাহর)
কাছে শপথ করে বলেছেন: "যদি তোমরা দাস্তিক না হয়ে উঠতে, তবে আমি তোমাদেরকে
জানাতাম যা আল্লাহ তাঁর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবানে সেই লোকদের
জন্য ওয়াদা করেছেন যারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।" মুহাম্মাদ বলেছেন: আমি (মুহাম্মাদ)
বললাম: আপনি কি তাঁর কাছ থেকে এটি শুনেছেন? তিনি (উবায়দাহ) বললেন: "হ্যাঁ, কাবার
রবের কসম! হ্যাঁ, কাবার রবের কসম! হ্যাঁ, কাবার রবের কসম! তাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি
রয়েছে যার হাত অসম্পূর্ণ অথবা স্তনসদৃশ মাংসপিণ্ডযুক্ত।" বর্ণনাকারী বলেছেন: মুহাম্মাদ
বলেছেন: অতঃপর সেই লোকটিকে খোঁজা হলো এবং তারা তাকে নিহতদের মধ্যে পেল। (সে
ছিল) একজন লোক যার একটি কাঁধের কাছে স্তনের মতো একটি অংশ ছিল এবং তাতে লোম
ছিল।

(ص: 621) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1481 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، نَا حَمَّادُ بْنُ يَحْيَى يَعْنِي الْأَبَّحَ، نَا ابْنُ
[ص: 622] عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ، قَالَ: لَمَّا قَتَلَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَهْلَ

النَّهْرَوَانِ قَالَ: " التَّيَسُّوا فِي الْقَتْلِ رَجُلًا مُخَدَّجَ الْيَدِ فَالْتَمَسُوهُ فَوَجَدُوهُ فِي حُفْرَةٍ تَحْتَ الْقَتْلِ فَاسْتَخْرَجُوهُ فَأَقْبَلَ عَلَيَّ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: " لَوْلَا أَنْ تَبْطَرُوا لَأَخْبَرْتُكُمْ بِمَا وَعَدَ اللَّهُ مَنْ يَقْتُلْ هَؤُلَاءِ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ: أَنْتَ سَبْعَتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: إِي وَرَبِّ الْكُعْبَةِ إِي وَرَبِّ الْكُعْبَةِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ "

১৪৮১ - মুহাম্মাদ ইবনে আবী বকর আল-মুকাদামী আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাকে হাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া, অর্থাৎ আল-আবাহ, বর্ণনা করেছেন, তাকে ইবনে পৃষ্ঠা: ৬২২ আওন বর্ণনা করেছেন, তিনি মুহাম্মাদ থেকে, তিনি উবাইদা থেকে বর্ণনা করেছেন। উবাইদা বলেছেন: যখন আলী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) নাহরাওয়ানের অধিবাসীদের হত্যা করলেন, তিনি বললেন: "নিহতদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তিকে অনুসন্ধান করো যার হাত অসম্পূর্ণ (অথবা ত্রুটিপূর্ণ)।" অতঃপর তারা তাকে অনুসন্ধান করে নিহতদের নিচে একটি গর্তে পেলো এবং তাকে বের করে আনলো। এরপর আলী তাঁর সাথীদের দিকে ফিরে বললেন: "যদি তোমরা গর্বিত না হয়ে যেতে, তাহলে আমি তোমাদেরকে জানাতাম যে, যারা এদের হত্যা করবে, তাদের জন্য আল্লাহ মুহাম্মাদ (তাঁর উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক)-এর মাধ্যমে কী পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।" (উবাইদা বলেন) আমি বললাম: আপনি কি রাসূলুল্লাহ (তাঁর উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক)-এর কাছ থেকে এটি শুনেছেন? তিনি বললেন: "হ্যাঁ, কাবার রবের কসম! হ্যাঁ, কাবার রবের কসম!" (তিনি তিনবার বললেন)।

(ص: 622) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1482 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي النَّيَّيَّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ «قَوْمًا يَكُونُونَ فِي أُمَّتِهِ يَخْرُجُونَ فِي فِرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ سِبَاهُهُمُ التَّحَالُفُ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ أَوْ مِنْ شَرِّ الْخَلْقِ تَقْتُلُهُمْ أَدْنَى الطَّائِفَتَيْنِ مِنَ الْحَقِّ» قَالَ: فَضَرَبَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلًا أَوْ قَالَ: قَوْلًا الرَّجُلُ يَرْمِي الرَّمِيَّةَ أَوْ قَالَ: الْغَرَضُ فَيَنْظُرُ فِي النَّصْلِ فَلَا يَرَى بَصِيرَةً وَيَنْظُرُ فِي النَّصِيِّ فَلَا يَرَى بَصِيرَةً قَالَ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَأَنْتُمْ قَتَلْتُمُوهُمْ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ "

১৪৮২ - আমার পিতা আমার কাছে হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আবী আদী থেকে, তিনি সুলায়মান, অর্থাৎ আত-তায়মী থেকে, তিনি আবু নাদরাহ থেকে, তিনি আবু সাঈদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন এক সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন যারা তাঁর উম্মতের মধ্যে থাকবে। তারা মানুষের একটি দল থেকে বেরিয়ে আসবে। তাদের বৈশিষ্ট্য হবে মাথা মুগুন করা। তারা সৃষ্টির নিকৃষ্টতম অথবা সৃষ্টির নিকৃষ্টদের একজন। সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত দুটি দলের মধ্যে অপেক্ষাকৃত দুর্বলতর দলটি তাদের হত্যা করবে। তিনি (আবু সাঈদ) বললেন: নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের জন্য একটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন, অথবা বলেছেন: একজন ব্যক্তি শিকারকে তীর মারে, অথবা তিনি (নবী) বলেছেন: লক্ষ্যবস্তুকে (তীর মারে), অতঃপর সে তীরের ফলায় তাকায়, কিন্তু কোনো চিহ্ন দেখতে পায় না; এবং সে তীরের শ্যাফটে তাকায়, কিন্তু কোনো চিহ্ন দেখতে পায় না; এবং সে তীরের খাঁজে তাকায়, কিন্তু কোনো চিহ্ন দেখতে পায় না। আবু সাঈদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: হে ইরাকবাসী! তোমরা তো তাদের হত্যা করেছো।

(ص: 622) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1483 - حَدَّثَنِي أَبُو مَعْبَرٍ الْهُذَلِيُّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَعْبَرٍ الْهَرَوِيُّ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، أَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابُ السَّفَرِ فَاسْتَأْذَنَ عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ يُكَلِّمُ النَّاسَ فَشَغَلَ عَنْهُ فَأَقْبَلْنَا فَسَأَلْنَاهُ مِنْ أَيْنَ قَدِمْتَ مَا خَبَرَكَ قَالَ: خَرَجْتُ مُعْتَبِرًا [ص: 623] فَلَقِيتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ مَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ بِلَادِكُمْ يُسَمُّونَ حَرُورًا؟ " قَالَ: " قُلْتُ خَرَجُوا مِنْ أَرْضِنَا إِلَى مَكَانٍ يُسَمَّى حَرُورًا بِهِ يُدْعَوْنَ. قَالَتْ: طَوْبِي لِمَنْ قَتَلَهُمْ أَمَّا وَاللَّهِ لَوْ شَاءَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ لَخَبَّرَكُمْ خَبَرَهُمْ قَالَ: فَأَهْلَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ أَهْلَ وَكَبَّرَ ثُمَّ أَهْلَ وَكَبَّرَ فَقَالَ: إِنِّي دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ عَائِشَةُ فَقَالَ لِي: «كَيْفَ أَنْتَ وَقَوْمُكَ كَذَا وَكَذَا» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ: وَصَفَ صِفَتَهُمْ. قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: " قَوْمٌ يَخْرُجُونَ مِنْ

قَبْلِ الْمَشْرِقِ يَفْرَعُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ
مِنَ الرَّمِيَّةِ فِيهِمْ رَجُلٌ مُخَدَّجٌ أَلِيدٌ كَانَ يَدُهُ تُدْيِي حَبَشِيَّةً أَنْشَدَكُمْ اللَّهُ هَلْ أَخْبَرْتُكُمْ
أَنَّهُ فِيهِمْ فَأَتَيْتُمُونِي فَأَخْبَرْتُمُونِي أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِمْ فَحَلَفْتُ بِاللَّهِ لَكُمْ إِنَّهُ فِيهِمْ فَأَتَيْتُمُونِي
تَسْحَبُونَهُ كَمَا نَعَتَ لَكُمْ. قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ: فَأَهْلَ عَلَيَّ وَكَبَّرَ "

1484 - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُثَيْبٍ،
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ فِي بَعْضِ أَمْرِ النَّاسِ إِذْ جَاءَ
رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابُ السَّفَرِ ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ
عِنْدَهُ إِلَّا عَائِشَةُ فَقَالَ لِي: " يَا عَلِيُّ كَيْفَ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطَوْلِهِ

১৪৮৩ - আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবু মামার আল-হুযালী, ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম ইবনে মামার আল-হারাবী, তিনি বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ ইবনে ইদরীসের সূত্রে, তিনি বর্ণনা করেছেন আসিম ইবনে কুলাইবের সূত্রে, তাঁর পিতার সূত্রে, তিনি বললেন: আমি আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে বসেছিলাম, যখন এক ব্যক্তি ভ্রমণপোশাকে আসলেন এবং আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে অনুমতি চাইলেন, যখন তিনি লোকদের সাথে কথা বলছিলেন। ফলে তিনি তার প্রতি মনোযোগ দিতে পারলেন না। তখন আমরা তার দিকে এগিয়ে গেলাম এবং তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কোথা থেকে এসেছেন? আপনার খবর কী?" তিনি বললেন, "আমি উমরাকারী হিসেবে (বা উমরা করার উদ্দেশ্যে) বের হয়েছিলাম।" **পৃষ্ঠা: ৬২৩** তখন আমি আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর সাথে দেখা করলাম। তিনি বললেন, "এরা কারা, যারা তোমাদের দেশ থেকে বের হয়েছে এবং যাদেরকে হারুর বলা হয়?" তিনি (বর্ণনাকারী) বললেন, "আমি বললাম, তারা আমাদের দেশ থেকে হারুরা নামক স্থানে বের হয়েছে, আর এই স্থানটির নামেই তাদের ডাকা হয়।" তিনি (আয়েশা) বললেন, "যারা তাদের হত্যা করবে, তাদের জন্য সৌভাগ্য (জান্নাতের সুসংবাদ)। আল্লাহর কসম, ইবনে আবি তালিব (অর্থাৎ আলী) যদি চাইতেন, তবে তিনি তোমাদেরকে তাদের সম্পর্কে খবর দিতেন (বা তাদের প্রকৃত অবস্থা বলে দিতেন)।" তিনি (বর্ণনাকারী) বললেন, "তখন আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তালবিয়া পাঠ করলেন ও তাকবীর দিলেন, এরপর আবার তালবিয়া পাঠ করলেন ও তাকবীর দিলেন, এরপর আবার তালবিয়া পাঠ করলেন ও তাকবীর দিলেন। অতঃপর তিনি বললেন:

আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে প্রবেশ করেছিলাম, আর তখন তাঁর কাছে আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, «তোমার এবং এমন এমন এক সম্প্রদায়ের কেমন অবস্থা?»" আব্দুল্লাহ ইবনে ইদরীস বললেন, "তিনি তাদের বর্ণনা দিয়েছিলেন।" আমি বললাম, "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।" তিনি (রাসূলুল্লাহ) বললেন, "তারা এমন এক সম্প্রদায়, যারা পূর্বদিক থেকে বের হবে, তারা কুরআন তিলাওয়াত করবে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, যেমন তীর শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি থাকবে, যার হাত অসম্পূর্ণ (বা বিকৃত), যেন তার হাত হাবশী (আফ্রিকান) মহিলার স্তনের মতো। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আমি কি তোমাদেরকে জানাইনি যে, সে তাদের মধ্যে আছে? এরপর তোমরা আমার কাছে এসে আমাকে খবর দিলে যে, সে তাদের মধ্যে নেই। তখন আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর কসম করে বললাম যে, সে তাদের মধ্যেই আছে। অতঃপর তোমরা আমার কাছে তাকে টেনে নিয়ে আসলে, যেমনটি তোমাদেরকে তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছিল।" তারা (সাহাবীগণ) বললেন, "আল্লাহর কসম, হ্যাঁ।" তিনি (বর্ণনাকারী) বললেন, "তখন আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তালবিয়া পাঠ করলেন ও তাকবীর দিলেন।"

১৪৮৪ - আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবু বকর ইবনে আবি শাইবাহ, তিনি বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইবনে ফুযাইলের সূত্রে, আসিম ইবনে কুলাইবের সূত্রে, তাঁর পিতার সূত্রে, তিনি বললেন: আমি আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে বসেছিলাম, আর তিনি তখন জনগণের কিছু কাজ করছিলেন (বা: জনগণের কোনো বিষয়ে ব্যস্ত ছিলেন), যখন এক ব্যক্তি ভ্রমণপোশাকে আসলেন। এরপর আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: "আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে ছিলাম, আর তাঁর কাছে আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) ব্যতীত আর কেউ ছিলেন না। তখন তিনি আমাকে বললেন: «হে আলী, কেমন আছো?» – (এটি) দুবার অথবা তিনবার (বললেন)। এরপর তিনি সম্পূর্ণ হাদীসটি উল্লেখ করলেন।"

1485 - حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ أَبُو خَيْثَمَةَ، نَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُرَزِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: إِنِّي دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا عَائِشَةُ فَقَالَ: «يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ كَيْفَ أَنْتَ وَقَوْمُكَ كَذَا وَكَذَا» قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «قَوْمٌ يَخْرُجُونَ مِنَ الْمَشْرِقِ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ فِيهِمْ رَجُلٌ مُخَدَّجٌ الْيَدِ كَأَنَّ يَدَهُ ثَدْيٌ حَبَشِيَّةٌ»

১৪৮৫ - যুহাইর ইবনু হারব আবু খাইসামা আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (আরও) বলেছেন যে, আল-কাসিম ইবনু মালিক আল-মুযানী আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, তিনি আসিম ইবনু কুলাইব থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (পিতা) বলেন: আমি আলী ইবনু আবি তালিব (রা.)-এর কাছে বসা ছিলাম। তখন তিনি বললেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রবেশ করলাম, আর তাঁর কাছে আইশা (রা.) ব্যতীত আর কেউ ছিলেন না। তখন তিনি বললেন: "হে আবু তালিবের পুত্র! তোমার কী অবস্থা হবে এমন এক সম্প্রদায়ের সাথে, যারা এমন এমন হবে?" তিনি (আলী) বললেন: আমি বললাম: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সম্যক অবগত। তিনি (রাসূলুল্লাহ সা.) বললেন: "এমন এক সম্প্রদায় প্রাচ্য থেকে বের হবে। তারা কুরআন পড়বে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা ধর্ম থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, যেমন তীর শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়। তাদের মধ্যে একজন লোক থাকবে যার হাত বিকৃত, যেন তার হাত একজন হাবশী নারীর স্তনের মতো।"

(ص: 624) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1486 - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ، نَا شَرِيكَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ شَبَابٌ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ سَفَهَاءُ الْأَحْلَامِ يَقُولُونَ مِنْ قَوْلِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَمَنْ لَقِيَهُمْ فَلْيَقْتُلْهُمْ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

1486 - আমাকে আলী ইবনু হাকীম আল-আওদি বর্ণনা করেছেন, শারীক আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, তিনি আল-আমাশ থেকে, তিনি খাইছামা থেকে, তিনি সুওয়াইদ ইবনু গাফলা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (সুওয়াইদ) বলেছেন: আলী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন) আমাদের মাঝে ভাষণ দিলেন এবং বললেন: আল্লাহর রাসূল (আল্লাহ তাঁর প্রতি শান্তি ও আশীর্বাদ বর্ষণ করুন) বলেছেন: «শেষ জামানায় একদল যুবক বের হবে যারা বয়সে নবীন, কিন্তু বুদ্ধিতে নির্বোধ। তারা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির (রাসূলুল্লাহর) কথার মতো কথা বলবে। তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, যেমন তীর শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়। সুতরাং যে তাদের সাক্ষাৎ পাবে, সে যেন তাদের হত্যা করে। কারণ, তাদের হত্যা করা আল্লাহর কাছে কিয়ামতের দিন হত্যাকারীর জন্য প্রতিদানস্বরূপ।»

(ص: 624) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1487 - حَدَّثَنِي أَبِي وَأَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَا: نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نَا الْأَعْمَشُ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِذَا حَدَّثْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا فَلَا أَنْ أَخِرَ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ وَإِذَا حَدَّثْتُمْ عَنْ غَيْرِهِ فَإِنَّمَا أَنَا مُحَارِبٌ وَالْحَرْبُ خُدْعَةٌ سَبَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ لَا يُجَاوِزُ إِيْمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

1488 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُسَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، نَا يَعْلَى، وَوَكَيْعٌ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: إِذَا حَدَّثْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا، سَبَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «سَيَخْرُجُ فِي قَوْمٍ آخِرِ الزَّمَانِ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ» فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

১৪৮৭ - আমার পিতা ও আবু খাইছামাহ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা বলেন: আবু মুআবিয়াহ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আল-আ'মাশ আমাদের নিকট বর্ণনা

করেছেন, খাইছামাহ থেকে, তিনি সুওয়াইদ ইবনে গাফালাহ থেকে, তিনি বলেন: আলী (রাঃ) বলেন: যখন আমি তোমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে কোনো হাদীস বর্ণনা করি, তখন তাঁর উপর মিথ্যা আরোপ করার চেয়ে আমার জন্য আকাশ থেকে পড়ে যাওয়া বেশি পছন্দনীয়। আর যখন আমি তোমাদেরকে তাঁর (রাসূলুল্লাহর) ব্যতীত অন্য কারো থেকে কোনো কথা বলি, তখন আমি তো একজন যোদ্ধা, আর যুদ্ধ হলো কৌশল। আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি: "শেষ জামানায় একদল লোক বের হবে, যারা হবে অল্পবয়স্ক, নির্বোধ প্রকৃতির। তারা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম কথা বলবে, কিন্তু তাদের ঈমান তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। অতএব, তোমরা যেখানেই তাদের পাবে, তাদের হত্যা করবে; কারণ তাদের হত্যা করা হত্যাকারীর জন্য কিয়ামতের দিন পুরস্কার।"

১৪৮৮ - মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে নুমাইর আল-হামাযানী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, ইয়ালা ও ওয়াকী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আল-আ'মশ থেকে, তিনি খাইছামাহ থেকে, তিনি সুওয়াইদ ইবনে গাফালাহ থেকে, তিনি আলী (রাঃ) থেকে, তিনি বলেন: যখন আমি তোমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে কোনো হাদীস বর্ণনা করি, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি: "শেষ জামানায় একদল লোক বের হবে, যারা হবে অল্পবয়স্ক।" অতঃপর তিনি হাদীসের অবশিষ্ট অংশ উল্লেখ করেন।

(ص: 624) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1489 - حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ فَضِيلُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ كَامِلٍ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَبِيدٍ الْكُوفِيُّ الرَّوَّاسِيُّ، بِالْبَصْرَةِ، جَاءَ إِلَى عَبَادَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ [ص: 625] قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي رَاضِي اللَّهِ عَنْهُ: «إِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الْحَرْبَ خُذَعَةٌ وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطِفَنِي الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِي الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ» وَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «سَيَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ ثُمَّ يَمُرُّونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا

يَرْقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَمَنْ لَقِيَهُمْ فَلْيَقْتُلْهُمْ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ»

১৪৮৯ - আবু কামিল আল-জাহদারী ফুদায়েল ইবনুল হুসাইন ইবন কামিল আমাকে বর্ণনা করেছেন, ইবরাহিম ইবন হুমাইদ আল-কুফী আর-রুআসী (যিনি বসরায় আব্বাদানে এসেছিলেন) আমাদেরকে শুনিয়েছেন, তিনি আল-আমাশ থেকে, তিনি খাইছামা থেকে, তিনি সুওয়াইদ ইবন গাফালাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। [পৃষ্ঠা: ৬২৫] তিনি বলেন: আলী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) বলেছেন: «যখন আমি তোমাদেরকে নিজেদের মধ্যকার বিষয়ে কিছু বলি, তখন যুদ্ধ হলো কৌশল। কিন্তু যখন আমি তোমাদেরকে রাসুলুল্লাহ (আল্লাহর রহমত ও শান্তি তাঁর উপর বর্ষিত হোক) থেকে কিছু বলি, তখন আল্লাহর কসম, আমি আসমান থেকে পড়ে যাই এবং পাখি আমাকে ছিনিয়ে নেয় অথবা বাতাস আমাকে কোনো গভীর স্থানে নিক্ষেপ করে, তা আমার কাছে তাঁর উপর মিথ্যা আরোপ করার চেয়েও বেশি প্রিয়।» আর আমি তাঁকে বলতে শুনেছি: «শেষ জামানায় একদল লোক বের হবে যারা হবে অল্পবয়স্ক, নির্বোধ মস্তিষ্কের; তারা সৃষ্টির সর্বোত্তম কথা বলবে। অতঃপর তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, যেমন তীর লক্ষ্যবস্তু ভেদ করে বেরিয়ে যায়। সুতরাং যে তাদের সাক্ষাৎ পাবে, সে যেন তাদের হত্যা করে। কারণ কিয়ামতের দিন তাদের হত্যাকারীর জন্য তাদের হত্যা করা একটি প্রতিদান।»

(ص: 625) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1490 - حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ، نَا إِبرَاهِيمُ بْنُ يَوْسُفَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ، عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَرْقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَرْقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ قَتْلَهُمْ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»

1490 - আমার নিকট বর্ণনা করেছেন আবু কুরাইব মুহাম্মাদ ইবনুল আলা আল-হামদানী, তিনি (আমাদের নিকট) বর্ণনা করেছেন ইব্রাহিম ইবন ইউসুফ ইবন আবী ইসহাক, তাঁর পিতার সূত্রে, তিনি আবু ইসহাকের সূত্রে, তিনি আবু কাইস আল-আওদীর সূত্রে, তিনি সুওয়াইদ ইবন

গাফালার সূত্রে, তিনি আলী (রাঃ)-এর সূত্রে, তিনি নবী করীম, তাঁর উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক, থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: "শেষ যামানায় এমন এক সম্প্রদায় আত্মপ্রকাশ করবে যারা কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে ছিটকে পড়বে যেমন তীর লক্ষ্যবস্তু ভেদ করে বেরিয়ে যায়। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য।"

(ص: 625) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1491 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، نَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَبْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَبْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ قَتَالُهُمْ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»

[ص: 626]

1492 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكَيْعٌ، نَا الْأَعْمَشُ، قَالَ أَبِي وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَيْثَمَةَ، عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا فَلَا أَنْ أُخَرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ، سَبَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ» وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ: «أُسْفَاهُ الْأَحْلَامِ» فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطَوِيلِهِ إِلَى آخِرِهِ

1491 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, ইয়াহইয়া ইবনু আদম বর্ণনা করেছেন, ইসরাঈল বর্ণনা করেছেন, আবু ইসহাক থেকে, তিনি সুওয়াইদ ইবনু গাফালাহ থেকে, তিনি আলী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণনা করেছেন, আলী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) বলেছেন: আল্লাহর রাসূল (আল্লাহ তাঁর উপর শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন) বলেছেন: "শেষ যামানায় এমন এক সম্প্রদায় হবে যারা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী

অতিক্রম করবে না। তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর শিকার থেকে বেরিয়ে যায়। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যিক।"

[পৃষ্ঠা: ৬২৬]

1492 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, ওয়াকী বর্ণনা করেছেন, আমাশ বর্ণনা করেছেন। আমার পিতা ও আব্দুর রহমান সুফিয়ান থেকে, তিনি আমাশ থেকে, তিনি খাইসামাহ থেকে, তিনি সুওয়াইদ ইবনু গাফালাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আলী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) বলেছেন: যখন আমি তোমাদেরকে আল্লাহর রাসূল (আল্লাহ তাঁর উপর শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন) থেকে কোনো হাদীস বর্ণনা করি, তখন আমার কাছে আসমান থেকে পড়ে যাওয়া অধিক প্রিয়, তাঁর উপর মিথ্যা বলার চেয়ে। আর যখন আমি তোমাদের সাথে আমার ও তোমাদের মধ্যকার কোনো বিষয়ে কথা বলি, তখন (মনে রেখো) যুদ্ধ কৌশল মাত্র। আমি আল্লাহর রাসূল (আল্লাহ তাঁর উপর শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন)-কে বলতে শুনেছি: "শেষ যমানায় এক সম্প্রদায় বের হবে যারা বয়সে তরুণ, জ্ঞান-বুদ্ধিতে নির্বোধ।" আব্দুর রহমান তাঁর হাদীসের শেষে বলেছেন: "জ্ঞান-বুদ্ধিতে অপূর্ণ।" অতঃপর তিনি সম্পূর্ণ হাদীসটি শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

(ص: 626) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1493 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَبَلٍ بْنُ يُونُسَ، نَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حُمَيْدٍ بْنِ أَبِي غَنْيَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: لَمَّا خَرَجَتِ الْخَوَارِجُ بِالنَّهْرَوَانِ قَامَ عَلِيٌّ فِي أَصْحَابِهِ فَقَالَ: إِنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ قَدْ سَفَكُوا الدَّمَ الْحَرَامَ وَأَغَارُوا فِي سَرَحِ النَّاسِ وَهُمْ أَقْرَبُ الْعَدُوِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْ تَسِيرُوا إِلَى عَدُوِّكُمْ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَخْلَفَكُمْ هَؤُلَاءِ فِي أَعْقَابِكُمْ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَخْرُجُ خَارِجَةٌ مِنْ أُمَّتِي لَيْسَ صَلَاتُكُمْ إِلَى صَلَاتِهِمْ بِشَيْءٍ وَلَا صِيَامُكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ بِشَيْءٍ وَلَا قُرْآنُكُمْ إِلَى قُرْآنِهِمْ بِشَيْءٍ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ

وَأَيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ فِيهِمْ رَجُلًا لَهُ عِضْدٌ وَلَيْسَ لَهُ ذِرَاعٌ عَلَيْهِ مِثْلُ حَلَاةِ الثَّديِ عَلَيْهَا
شَعْرَاتٌ بَيْضٌ لَوْ يَعْلَمُ الْجَيْشُ الَّذِينَ يُصِيبُونَهُمْ مَا لَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِمْ لَا تَكْلُوا
عَنِ الْعَمَلِ» فَسِيرُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونُوا هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ قَالَ: فَمَا
زَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ يُسِيرُنَا مَنَازِلَ عَلَيٍّ مَنَزِلًا مَنَزِلًا حَتَّى قَالَ: أَخَذْنَا عَلَى قَنْطَرَةِ الدِّينِ
جَانِ [ص: 627] قَالَ: فَلَمَّا التَّقَيْنَا قَامَ فِيهِمْ أَمِيرُهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ الرَّاسِبِيُّ
قَالَ: إِنِّي أَذْكُرُكُمْ بِاللَّهِ إِلَّا أَلْقَيْتُمْ رِمَاحَكُمْ وَأَشْرَعْتُمْ السُّيُوفَ وَحَمَلْتُمْ حِمْلَةَ رَجُلٍ
وَاحِدٍ لَا تَنَاشِدُوا كَمَا تَنَاشَدْتُمْ يَوْمَ حَرُورَاءَ فَتَرْجِعُوا قَالَ: فَحَمَلُوا عَلَيْنَا حِمْلَةَ رَجُلٍ
وَاحِدٍ فَشَجَرَهُمُ النَّاسُ بِرِمَاحِهِمْ فَقَتَلُوا بَعْضُهُمْ قَرِيبًا مِنْ بَعْضٍ وَلَمْ يُقْتَلْ مِنَ
النَّاسِ يَوْمَئِذٍ إِلَّا رَجُلَانِ فَقَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: التَّيَسُّوا هَذَا الرَّجُلَ. فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ
يَجِدُوهُ قَالَ: فَقَامَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِنَّا لَنَرَى عَلَى وَجْهِهِ كَآبَةً حَتَّى أَتَى كَبْكَبَةً مِنْهُمْ
قَدْ رَكِبَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَأَمَرَ بِهِمْ فَفَرَّجُوا يَسِينًا وَشِمَالًا فَوَجَدُوهُ مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ فَقَالَ:
اللَّهُ أَكْبَرُ. صَدَقَ اللَّهُ وَبَلَغَ رَسُولُهُ فَقَامَ إِلَيْهِ عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ فَاسْتَحْلَفَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
لَأَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَكُلُّ ذَلِكَ يَخْلِفُ لَهُ
عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "

১৪৯৩ - আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন আহমদ ইবনে জামিল ইবনে ইউসুফ, তাঁকে বর্ণনা
করেছেন ইয়াহইয়া ইবনে আব্দুল মালিক ইবনে হুমাঈদ ইবনে আবি গানিয়াহ, তিনি আব্দুল
মালিক ইবনে আবি সুলাইমান থেকে, তিনি সালামাহ ইবনে কুহাইল থেকে, তিনি যায়দ ইবনে
ওয়াহাব থেকে, তিনি বলেছেন: যখন খারিজীগণ নাহারওয়ান-এ বিদ্রোহ করল, আলী (আল্লাহ
তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) তাঁর সাহাবীগণের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন: "এই দলটি হারাম রক্তপাত
ঘটিয়েছে এবং জনগণের পশুর চারণভূমিতে (বা সম্পদে) আক্রমণ করেছে। তারা তোমাদের
নিকটতম শত্রু। তোমরা তোমাদের (অন্য) শত্রুর দিকে অগ্রসর হলে, আমি আশঙ্কা করি যে
এরা তোমাদের পেছনে তোমাদের ক্ষতি করবে। আমি রাসূলুল্লাহ (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত ও
শান্তি বর্ষণ করুন) কে বলতে শুনেছি: আমার উম্মতের মধ্য থেকে একটি দল বেরিয়ে আসবে;
তোমাদের সালাত তাদের সালাতের তুলনায় কিছুই নয়, তোমাদের সিয়াম তাদের সিয়ামের
তুলনায় কিছুই নয়, তোমাদের কুরআন পাঠ তাদের কুরআন পাঠের তুলনায় কিছুই নয়। তারা

কুরআন পাঠ করবে, তারা মনে করবে তা তাদের পক্ষে, অথচ তা তাদের বিপক্ষে। তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়। আর এর নিদর্শন হলো তাদের মাঝে এমন একজন লোক থাকবে যার একটি বাহু থাকবে কিন্তু অগ্রবাহু থাকবে না, তার উপর স্তনের বোঁটার মতো একটি বস্তু থাকবে যার উপর সাদা লোম থাকবে। যদি সেই সেনাবাহিনী যারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, তারা জানত যে তাদের নবীর (সা.) মুখে তাদের জন্য কী (পুরস্কারের) ঘোষণা রয়েছে, তবে তারা (অন্য) আমল করা থেকে বিরত থাকত। অতএব, আল্লাহর নামে অগ্রসর হও। আল্লাহর কসম, আমি আশা করি যে এরাই সেই দল।" বর্ণনাকারী বলেন: আবু সুলাইমান আমাদেরকে আলীর (রা) প্রতিটি অবস্থানস্থল ধরে নিয়ে যাচ্ছিলেন, এমনকি তিনি বললেন: "আমরা দীনজানের সেতুর উপর দিয়ে অগ্রসর হয়েছিলাম।" [পৃ: ৬২৭] বর্ণনাকারী বলেন: "যখন আমরা মুখোমুখি হলাম, তাদের আমার আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব আর-রাসিবী তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন: আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, তোমরা তোমাদের বর্শা নিক্ষেপ করো এবং তরবারি উদ্যত করো, আর একজন মানুষের মতো আক্রমণ করো। তোমরা হারুরার দিনের মতো একে অপরের উপর দোষারোপ বা বিবাদ করো না, যাতে তোমরা পিছু হট। বর্ণনাকারী বলেন: "তখন তারা আমাদের উপর একজন মানুষের মতো আক্রমণ করল। অতঃপর লোকেরা তাদের বর্শা দ্বারা বিদ্ধ করে হত্যা করল, তাদের কিছুজন একে অপরের কাছাকাছি নিহত হলো। আর সেদিন আমাদের পক্ষের লোকদের মধ্যে মাত্র দুজন শহীদ হলেন।" আলী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) বললেন: "ঐ লোকটিকে খুঁজে বের করো।" তারা তাকে খুঁজতে লাগল কিন্তু পেল না। বর্ণনাকারী বলেন: অতঃপর আলী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) দাঁড়ালেন, আর আমরা তাঁর চেহারায বিষণ্ণতা দেখতে পাচ্ছিলাম, যতক্ষণ না তিনি তাদের একটি স্তূপের কাছে পৌঁছালেন যেখানে একজন আরেকজনের উপর পড়ে ছিল। তিনি তাদের সরিয়ে দিতে আদেশ দিলেন, অতঃপর তাদের ডানে-বামে সরিয়ে দেওয়া হলো এবং তাকে মাটির সাথে লেগে থাকা অবস্থায় পাওয়া গেল। তখন তিনি বললেন: "আল্লাহু আকবার (আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ)! আল্লাহ সত্য বলেছেন এবং তাঁর রাসূল (বার্তা) পৌঁছে দিয়েছেন।" অতঃপর উবায়দাহ আল-সালমানী তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে তাকে তিনবার কসম করালেন: "আপনি কি এই হাদীসটি রাসূলুল্লাহ (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন) এর কাছ থেকে শুনেছেন?" প্রত্যেকবারই আলী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) তাঁর জন্য কসম করলেন।

1494 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، بِالْكُوفَةِ، نَا أَبُو مَالِكٍ الْجَنْبِيُّ عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَيْشٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا، يَقُولُ: «أَنَا فَقَأْتُ عَيْنَ الْفِتْنَةِ وَلَوْلَا أَنَا مَا قُوتِلَ أَهْلُ النَّهْرَوَانِ وَلَا أَهْلُ الْجَمَلِ وَلَوْلَا أَنِّي أَخَشَى أَنْ تَتْرُكُوا الْعَمَلَ لَأَخْبَرْتُكُمْ بِالَّذِي قَضَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ قَاتَلَهُمْ مُبْصِرًا لِضَلَالَتِهِمْ وَعَارِفًا لِلْهُدَى الَّذِي نَحْنُ فِيهِ»

1494 - মুহাম্মদ ইবন উবাইদ ইবন মুহাম্মদ আল-মুহারিবি কুফায় আমাকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আবু মালিক আল-জানবি আমার ইবন হাশিম আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি ইসমাইল ইবন আবী খালিদ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (ইসমাইল) বলেন: আমাকে আমার ইবন কায়স বর্ণনা করেছেন। তিনি মিনহাল ইবন আমার থেকে, তিনি যির ইবন হুবাইশ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যির ইবন হুবাইশ আলীকে বলতে শুনেছেন: "আমিই ফিতনার (বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহের) চোখ উপড়ে ফেলেছি। যদি আমি না থাকতাম, তবে নাহরাওয়ানের অধিবাসী ও জামালের (উটের যুদ্ধের সাথে জড়িত) অধিবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হতো না। আর যদি আমি এই ভয় না করতাম যে তোমরা সৎকর্ম (আমল) করা ছেড়ে দেবে, তবে আমি তোমাদেরকে সেই বিষয়ে জানাতাম যা আল্লাহ (মহান ও পরাক্রমশালী) তোমাদের নবীর (তাঁর উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) মুখে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারীদের সম্পর্কে ফয়সালা করেছেন, যারা তাদের ভ্রষ্টতা উপলব্ধি করে এবং আমরা যে হেদায়েতের (সঠিক পথের) উপর আছি তা জানে।"

1495 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا أُسُودُ بْنُ عَامِرٍ، نَا حَبَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، قَالَ: «هَلَكْتَ الْخَوَارِجُ وَالْأَهْوَاءُ»

১৪৯৫ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে আসওয়াদ ইবন আমির বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে হাম্মাদ ইবন সালামাহ বর্ণনা করেছেন, মুআবিয়া ইবন কুররা থেকে, তিনি বলেছেন: "খাওয়ারিজ এবং কুপ্রভৃতিগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে।"

(ص: 628) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1496 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نَا الْأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّهْرِ لَعَنَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْخَوَارِجَ فَلَمْ يَبْرَحُوا حَتَّى شَجَرُوا بِالرِّمَاحِ فَقَتَلُوا جَمِيعًا فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «مَا كَذَبْتُ وَلَا كُذِّبْتُ اظْلُبُوا ذَا الشُّدِّيَّةِ» قَالَ: فَطَلَبُوهُ فَوَجَدُوهُ فِي وَهْدَةٍ مِنَ الْأَرْضِ عَلَيْهِ أَنْاسٌ مِنَ الْقَتْلِ فَإِذَا رَجُلٌ عَلَى ثَدْيِهِ مِثْلُ سَبَلَةِ السِّنَّورِ قَالَ: فَكَبَّرَ عَلِيٌّ وَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ وَالنَّاسُ، وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ مَرَّةً: فَكَبَّرَ عَلِيٌّ وَكَبَّرَ النَّاسُ

1496 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আবু মুআবিয়া আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আল-আমাশ যায়দ ইবনে ওয়াহব থেকে, তিনি বলেছেন: যখন নাহার যুদ্ধ সংঘটিত হলো, তখন আলী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন) খাওয়ারিজদের অভিশাপ দিলেন। তারা তাদের স্থান থেকে সরেনি যতক্ষণ না তাদের বর্শা দ্বারা আঘাত করা হলো এবং তাদের সকলকে হত্যা করা হলো। তখন আলী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন) বললেন: "আমি মিথ্যা বলিনি এবং আমাকেও মিথ্যা বলা হয়নি। তোমরা যুস-সুদাইয়াহকে (যার স্তনসদৃশ একটি মাংসপিণ্ড ছিল) অনুসন্ধান করো।" বর্ণনাকারী বলেছেন: তারা তাকে খুঁজতে লাগল এবং তাকে মাটির একটি নিচু স্থানে মৃতদেহসমূহের মধ্যে পেল। তখন সেখানে এমন একজন ব্যক্তি ছিল যার স্তনে বিড়ালের গোঁফের মতো একটি মাংসপিণ্ড ছিল। বর্ণনাকারী বলেছেন: তখন আলী তাকবীর ধ্বনি দিলেন এবং এটি দেখে তিনি ও মানুষেরা বিস্মিত হলেন। আবু মুআবিয়া একবার বলেছেন: তখন আলী তাকবীর ধ্বনি দিলেন এবং মানুষেরাও তাকবীর ধ্বনি দিল।

(ص: 628) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1497 - حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ زِيَادٍ بْنُ مُوسَى الْأَسَدِيُّ، نَا شَرِيكَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، شَيْخٍ لَهُمْ شَهِدَ مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ يَوْمَ النَّهْرَوَانِ " اظْلُبُوا ذَا الثَّدْيَةِ فَطَلَبُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَجَعَلَ يَغْرَقُ جَبِينَهُ وَيَقُولُ: وَاللَّهِ مَا كَذَبْتُ وَلَا كَذِبْتُ قَالَ: فَوُجِدَ فَاسْتُخْرِجَ مِنْ سَاقِيَةٍ مِنْ تَحْتِ الْقَتْلِ فَسَجَدَ سَجْدَةَ الشُّكْرِ "

1497 - আমার নিকট বর্ণনা করেছেন আব্বাদ ইবনে যিয়াদ ইবনে মুসা আল-আসাদী, তিনি শারিক থেকে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনে কায়স থেকে, তিনি আবু মুসা থেকে। (আবু মুসা ছিলেন) তাদের একজন শায়খ যিনি আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলেন: আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নাহরাওয়ানের দিনে বললেন: “তোমরা যুল-সুদাইয়াকে (ক্ষুদ্র বক্ষদেশওয়ালা) খোঁজ করো।” তারা তাকে খুঁজলো কিন্তু পেলো না। তখন তাঁর কপাল ঘামতে লাগলো এবং তিনি বলতে লাগলেন: “আল্লাহর কসম, আমি মিথ্যা বলিনি এবং আমাকে মিথ্যা বলা হয়নি।” (রাবী) বলেন: অতঃপর তাকে পাওয়া গেল এবং নিহতদের নিচ থেকে একটি ছোট খাল থেকে তাকে বের করা হলো। তখন তিনি শুকরিয়ার সিজদা (কৃতজ্ঞতাসূচক সিজদা) করলেন।

(ص: 628) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1498 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا الْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْهَمْدَانِيُّ، نَا إِسْرَائِيلَ، نَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي [ص: 629] ابْنَ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ طَارِقِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْخَوَارِجِ فَقَتَلَهُمْ ثُمَّ قَالَ: انْظُرُوا فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " سَيَخْرُجُ قَوْمٌ يَتَكَلَّمُونَ بِالْحَقِّ وَلَا يَجُوزُ حَلْقُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْحَقِّ كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَةِ سِيَاهُهُمْ أَنَّ مِنْهُمْ رَجُلًا أَسْوَدَ مُخَدَجٍ أَلْيَدٍ فِي يَدِهِ شَعْرَاتٌ سُودٌ إِنْ كَانَ هُوَ فَقَدْ قَتَلْتُمْ شَرَّ النَّاسِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ فَقَدْ قَتَلْتُمْ خَيْرَ النَّاسِ. فَبَكَيْنَا ثُمَّ قَالَ: اظْلُبُوا فَوَجَدْنَا الْمُخَدَجَ فَخَرَزْنَا سُجُودًا وَخَرَّ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَعَنَا سَاجِدًا غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: يَتَكَلَّمُونَ بِكَلِمَةِ الْحَقِّ "

1498 - আমার নিকট আমার পিতা বর্ণনা করেছেন, আল-ওয়ালিদ ইবনুল কাসিম আল-হামাদানি আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, ইসরাইল আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, ইব্রাহিম,

অর্থাৎ ইবনু আবদিল আলা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি তারিক ইবনু যায়দ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (তারিক) বলেন: আমরা আলী (রাঃ)-এর সাথে খারেজিদের (খাওয়ারিজ) বিরুদ্ধে বের হলাম। অতঃপর তিনি তাদের হত্যা করলেন। তারপর তিনি বললেন: তোমরা দেখো, কেননা আল্লাহর নবী (সাঃ) বলেছেন: "এমন এক সম্প্রদায় বের হবে যারা সত্য কথা বলবে কিন্তু তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না; তারা সত্য থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর শিকার থেকে বেরিয়ে যায়। তাদের আলামত হলো যে, তাদের মধ্যে একজন কালো বর্ণের লোক থাকবে যার হাত অসম্পূর্ণ এবং তার হাতে কালো পশম থাকবে। যদি সে হয়, তবে তোমরা নিকৃষ্টতম মানুষ হত্যা করেছ, আর যদি সে না হয়, তবে তোমরা সর্বোত্তম মানুষ হত্যা করেছ।" [পৃষ্ঠা: ৬২৯] অতঃপর আমরা কাঁদলাম। তারপর তিনি বললেন: তোমরা তাকে তালাশ করো। অতঃপর আমরা সেই অসম্পূর্ণ হাতবিশিষ্ট ব্যক্তিকে খুঁজে পেলাম। তখন আমরা সিজদায় লুটিয়ে পড়লাম এবং আলী (রাঃ)-ও আমাদের সাথে সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন। তবে তিনি (আলী) বললেন: তারা সত্যের বাণী বলতো।"

(ص: 629) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1499 - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْعُزَيَّانِ الْحَارِثِيُّ، نَا الْأَزْرَقُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ قَتَلَ أَهْلَ النَّهْرَوَانِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ حِينَ قُتِلُوا عَلَيَّ بِذِي الشُّدَّةِ أَوْ الْمُخَدَجِ ذَكَرَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَا أَحْفَظُهُ، قَالَ: فَطَلَبُوهُ فَإِذَا هُمْ بِحَبَشِيٍّ مِثْلِ الْبَعِيرِ فِي مَنْكِبِهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهِ " قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَرَاهُ قَالَ: شَعْرًا، فَلَوْ خَرَجَ رُوْحُ إِنْسَانٍ مِنَ الْفَرْحِ لَخَرَجَ رُوْحُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ، قَالَ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَنْ حَدَّثَنِي مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ رَأَاهُ قَبْلَ مَصْرَعِهِ هَذَا فَإِنَّهُ كَذَّابٌ

1499 - আমাকে উবাইদুল্লাহ ইবনু উমার আল-কাওয়ারীরী বর্ণনা করেছেন, আব্দুর রহমান ইবনু আল-উরইয়ান আল-হারিসী থেকে। আব্দুর রহমান বলেছেন, আল-আযরাক ইবনু কাইস আমাদেরকে আবদ আল-কাইসের একজন ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন, যিনি বললেন: আমি আলী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন)-কে দেখেছি, যেদিন তিনি নাহরাওয়ানের অধিবাসীদের হত্যা করেছিলেন। তিনি (আলী) বললেন, যখন তাদের হত্যা করা হলো: আমার কাছে যুল-

খুদাইয়া (ছোট স্তনওয়ালা) অথবা আল-মুখদাজকে (বিকৃত অঙ্গবিশিষ্ট) নিয়ে আসো। তিনি (বর্ণনাকারী) এর মধ্যে থেকে এমন কিছু উল্লেখ করেছেন যা আমার স্মরণ নেই। তিনি (বর্ণনাকারী) বললেন: সুতরাং তারা তাকে তালাশ করলো, হঠাৎ তারা একজন হাবশী ব্যক্তিকে দেখতে পেলো যে উটের মতো বিশালদেহী। তার কাঁধে ছিল মহিলার স্তনের মতো কিছু। আব্দুর রহমান বললেন: আমার মনে হয় তিনি বলেছেন, "পশম/চুল ছিল।" যদি আনন্দের কারণে কোনো মানুষের আত্মা বেরিয়ে যেত, তবে সেদিন আলী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন)-এর আত্মা বেরিয়ে যেত। তিনি (আলী) বললেন: আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন। যে ব্যক্তি আমাকে বললো যে সে তাকে (যুল-খুদাইয়াকে) এই তার নিহত হওয়ার পূর্বে দেখেছিল, সে মিথ্যাবাদী।

(ص: 630) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1500 - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ، أَنَا شَرِيكُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: قَدِمَ عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ مِنَ الْخَوَارِجِ فِيهِمْ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْجَعْدُ بْنُ بَعْجَةَ فَقَالَ لَهُ: اتَّقِ اللَّهَ يَا عَلِيُّ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ. فَقَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «بَلْ مَقْتُولٌ قَتَلًا ضَرْبَةً عَلَى هَذَا يَخْضِبُ هَذِهِ، يَغْنِي لِحْيَتَهُ مِنْ رَأْسِهِ، عَهْدٌ مَعَهُودٌ وَقَضَاءٌ مَقْضِيٌّ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى» وَعَاتَبَهُ فِي لِبَاسِهِ فَقَالَ: مَا لَكُمْ وَلِلْبَاسِ هُوَ أَبْعَدُ مِنَ الْكِبَرِ وَأَجْدَرُ أَنْ يَقْتَدِيَ بِي الْمُسْلِمُ "

1500 - আলী ইবন হাকীম আল-আওদী আমাকে বর্ণনা করেছেন, শারীক আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি উসমান ইবন আবী যুরআ' থেকে, তিনি যায়দ ইবন ওয়াহব থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: আলী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন)-এর নিকট বসরা অঞ্চলের একদল খারেজী এসেছিল, তাদের মধ্যে আল-জা'দ ইবন বা'জাহ নামক একজন লোক ছিল। সে তাঁকে বলল: হে আলী, আল্লাহকে ভয় করুন, কারণ আপনি মরণশীল। আলী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন) বললেন: বরং আমি নিহত হব, এমন এক হত্যা যা এই (মাথার) উপর একটি আঘাতে সংঘটিত হবে, যা এই (আমার দাড়িকে) আমার মাথা থেকে (আগত রক্তে) রঞ্জিত করবে। এটি একটি সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার এবং একটি নির্ধারিত ফায়সালা। যে মিথ্যাচার করে, সে অবশ্যই ব্যর্থ হয়। এবং সে তাঁর পোশাকের ব্যাপারে তাঁকে ভর্ৎসনা করল। তখন আলী

বললেন: পোশাকের সাথে তোমাদের কী সম্পর্ক? এটি অহংকার থেকে অধিক দূরে এবং একজন মুসলমানের জন্য আমাকে অনুসরণ করা অধিকতর সমীচীন।

(ص: 630) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1501 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَهْلِ النَّهْرَوَانِ: "فِيهِمْ رَجُلٌ مَثْدُونُ الْيَدِ أَوْ مُخَدَّجُ الْيَدِ وَلَوْلَا أَنْ تَبْطَرُوا لِأَنْبَاءِكُمْ بِمَا قَضَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمِنْ قَتَلَهُمْ قَالَ عُبَيْدَةُ: فَقُلْتُ لِعَلِّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنْتَ سَبَعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَرَبِّ الْكُعْبَةِ يَخْلِفُ عَلَيْهَا ثَلَاثًا»

১৫০১ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, ইয়াযীদ ইবনু হারুন আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, হিশাম আমাকে অবহিত করেছেন, তিনি মুহাম্মাদ থেকে, তিনি উবাইদা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আলী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) নাহরাওয়ানবাসীদেরকে বললেন: "তাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি আছে যার একটি হাত ত্রুটিপূর্ণ অথবা অসম্পূর্ণ। আর তোমরা যদি অহংকারে মত্ত না হতে, তবে আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিতাম যে, মহিমাম্বিত ও প্রতাপশালী আল্লাহ তাঁর নবীর (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক) ভাষায় তাদের হত্যাকারীদের জন্য কী সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।" উবাইদা বলেন: তখন আমি আলী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন)-কে বললাম: আপনি কি এটি আল্লাহর রাসূলের (আল্লাহর শান্তি ও রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক) নিকট থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন: "হ্যাঁ, কাবার রবের কসম!" তিনি এর উপর তিনবার কসম করলেন।

(ص: 630) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1502 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَى الْخَوَارِجِ أَكْلُهُمْ فَقُلْتُ لَهُمْ: «هَلْ تَذَرُونَ مَا عَلَمْتُكُمْ فِي وَلِيِّكُمْ الَّتِي إِذَا لَقَيْكُمْ بِهَا آمَنَ بِهَا عِنْدَكُمْ وَكَانَ

بِهَا وَلِيَّكُمْ وَمَا [ص: 631] عَلَامَتُكُمْ فِي عَدُوِّكُمْ الَّتِي إِذَا لَقِيَكُمْ بِهَا خَافَ بِهَا
عِنْدَكُمْ وَكَانَ بِهَا عَدُوُّكُمْ قَالُوا مَا نَدْرِي مَا تَقُولُ». قُلْتُ: " فَإِنَّ عَلَامَتَكُمْ عِنْدَ
وَلِيَّكُمْ الَّتِي إِذَا لَقِيَكُمْ بِهَا آمَنَ بِهَا عِنْدَكُمْ وَكَانَ بِهَا وَلِيَّكُمْ أَنْ يَقُولَ: أَنَا نَصْرَانِيٌّ أَوْ
يَهُودِيٌّ أَوْ مَجُوسِيٌّ وَعَلَامَتُكُمْ عِنْدَ عَدُوِّكُمْ الَّتِي إِذَا لَقِيَكُمْ بِهَا خَافَ بِهَا عِنْدَكُمْ وَكَانَ
بِهَا عَدُوُّكُمْ أَنْ يَقُولَ أَنَا مُسْلِمٌ "

1502 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, ইয়াহইয়া ইবনু যাকারিয়া ইবনু আবি যায়িদাহ আসিম আল-আহওয়াল থেকে, তিনি আওন ইবনু আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। আওন ইবনু আব্দুল্লাহ বলেছেন: উমার ইবনু আব্দুল আযীয (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) আমাকে খারেজিদের (খারিজী) কাছে তাদের সাথে কথা বলার জন্য পাঠিয়েছিলেন। আমি তাদের বললাম: "তোমরা কি জানো, তোমাদের বন্ধুর (ওয়ালী) ক্ষেত্রে তোমাদের কী নিদর্শন, যা দ্বারা সে যখন তোমাদের সাথে দেখা করবে, তখন তোমাদের কাছে সে নিরাপদ থাকবে এবং সে তোমাদের বন্ধু হিসেবে পরিগণিত হবে? এবং তোমাদের [পৃষ্ঠা: 631] শত্রুর ক্ষেত্রে তোমাদের কী নিদর্শন, যা দ্বারা সে যখন তোমাদের সাথে দেখা করবে, তখন তোমাদের কাছে সে ভীত থাকবে এবং সে তোমাদের শত্রু হিসেবে পরিগণিত হবে?" তারা বললো: "তুমি কী বলছো, তা আমরা জানি না।" আমি বললাম: "তাহলে তোমাদের বন্ধুর (ওয়ালী) ক্ষেত্রে তোমাদের সেই নিদর্শন, যা দ্বারা সে যখন তোমাদের সাথে দেখা করবে, তখন তোমাদের কাছে সে নিরাপদ থাকবে এবং সে তোমাদের বন্ধু হিসেবে পরিগণিত হবে, তা হলো এই যে, সে বলবে: আমি একজন খ্রিস্টান (নাসরানী) অথবা আমি একজন ইহুদি (ইয়াহুদী) অথবা আমি একজন অগ্নিপূজক (মাজুসী)। আর তোমাদের শত্রুর ক্ষেত্রে তোমাদের সেই নিদর্শন, যা দ্বারা সে যখন তোমাদের সাথে দেখা করবে, তখন তোমাদের কাছে সে ভীত থাকবে এবং সে তোমাদের শত্রু হিসেবে পরিগণিত হবে, তা হলো এই যে, সে বলবে: আমি একজন মুসলিম।"

(ص: 631) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1503 - حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ الْوَاسِطِيُّ، نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مَيْسَرَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو جُحَيْفَةَ: إِنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ فَرَّغَ مِنَ

الْحُرُورِيَّةَ قَالَ: " إِنَّ فِيهِمْ رَجُلًا مُخَدِّجُ الْيَدِ لَيْسَ فِي عَضِدِهِ عَظْمٌ فِي عَضِدِهِ حَلْمَةٌ كَحَلْمَةِ الثَّدْيِ عَلَيْهَا شَعْرَاتٌ طَوَالٌ عَقْفٌ فَالْتَمِسْ فَلَمْ يَوْجَدْ ثُمَّ التَّمِسْ فَلَمْ يَوْجَدْ قَالَ: وَأَنَا فِيمَنْ يَلْتَمِسُ فَمَا رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَزَعَ قَطُّ أَشَدَّ مِنْ جَزَعِهِ يَوْمَئِذٍ قَالُوا مَا نَجِدُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: مَا اسْمُ هَذَا الْمَكَانِ قَالُوا النَّهْرَوَانُ قَالَ: كَذَبْتُمْ إِنَّهُ لَفِيهِمْ فَالْتَمِسُوهُ قَالَ: فَتَوَزَّنا الْقَتْلَى فَلَمْ نَجِدْهُ فَعُدْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا نَجِدُهُ فَسَأَلَ عَنِ الْمَكَانِ فَأُخْبِرَ فَقَالَ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَكَذَبْتُمْ إِنَّهُ لَفِيهِمْ فَالْتَمِسُوهُ فَالْتَمَسْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ فِي سَاقِيَةِ فَجِئْنَا بِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى عَضِدِهِ لَيْسَ فِيهَا عَظْمٌ عَلَيْهَا حَلْمَةٌ كَحَلْمَةِ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا شَعْرَاتٌ طَوَالٌ عَقْفٌ "

১৫০৩ - আমাকে ওয়াহাব ইবনে বাকিয়াহ আল-ওয়াসিতী হাদিস বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে খালিদ ইবনে আবদুল্লাহ হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি আতা ইবনে সাইব থেকে, তিনি মাইসারাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। মাইসারাহ বলেন: আবু জুহাইফাহ বলেছেন: নিশ্চয়ই আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যখন হারুরিয়্যাহদের (খারিজিদের একটি দল) সঙ্গে যুদ্ধ শেষ করলেন, তখন বললেন: "তাদের মধ্যে এমন একজন ব্যক্তি আছে যার একটি হাত অপূর্ণ (বা অসম্পূর্ণ); তার বাহুতে কোনো হাড় নেই, তার বাহুতে স্তনের বোঁটার মতো একটি মাংসপিণ্ড আছে, যার উপর লম্বা, কোঁকড়া চুল আছে।" অতঃপর তাকে খোঁজা হলো কিন্তু পাওয়া গেল না। তারপর আবার খোঁজা হলো কিন্তু পাওয়া গেল না। তিনি (আবু জুহাইফাহ) বলেন: আমি তাদের মধ্যে ছিলাম যারা তাকে খুঁজছিল। আমি আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে সেদিনকার মতো এতটা অস্থির বা চিন্তিত আর কখনো দেখিনি। তারা (সাহাবীগণ) বললেন: হে আমীরুল মুমিনীন, আমরা তাকে খুঁজে পাচ্ছি না। তিনি বললেন: "এই জায়গার নাম কি?" তারা বললেন: নাহরাওয়ান। তিনি বললেন: "তোমরা মিথ্যা বলছো। সে নিশ্চয়ই তাদের মধ্যেই আছে। তাকে খোঁজ।" তিনি (আবু জুহাইফাহ) বলেন: তখন আমরা নিহতদের (লাশ) অনুসন্ধান করলাম কিন্তু তাকে পেলাম না। আমরা তাঁর কাছে ফিরে এসে বললাম: হে আমীরুল মুমিনীন, আমরা তাকে খুঁজে পাচ্ছি না। তিনি আবার জায়গাটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন এবং তাকে জানানো হলো। তখন তিনি বললেন: "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন, আর তোমরা মিথ্যা বলছো। সে নিশ্চয়ই তাদের মধ্যেই আছে, তাকে খোঁজ।" আমরা তাকে খুঁজলাম এবং একটি সেচ-নালায় মধ্যে তাকে পেলাম। আমরা তাকে নিয়ে এলাম। তারপর আমি তার বাহুর দিকে তাকলাম:

তাতে কোনো হাড় ছিল না; তার উপর ছিল নারীর স্তনের বোঁটার মতো একটি মাংসপিণ্ড, যার উপর লম্বা, কৌঁকড়া চুল ছিল।"

(ص: 631) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1504 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا أَبِي، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَمَّارٍ بْنُ يَاسِرٍ، عَنْ مِقْسَمِ أَبِي الْقَاسِمِ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَتَلِيدُ بْنُ كِلَابٍ اللَّيْثِيُّ، حَتَّى أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ [ص: 632] وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ مُعَلِّقًا نَعْلَيْهِ بِيَدِهِ فَقُلْنَا لَهُ: هَلْ حَضَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ كَلَّمَهُ النَّبِيُّ يَوْمَ حُنَيْنٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ يُقَالُ لَهُ ذِي الْخُوَيْصِرَةِ فَوَقَفَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَعِظُ النَّاسَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، قَدْ رَأَيْتُ مَا صَنَعْتَ فِي هَذَا الْيَوْمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَكَيْفَ رَأَيْتَ؟» قَالَ: لَمْ أَرَكَ عَدَلْتَ قَالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: "وَيْحَكَ إِنَّ لَمْ يَكُنِ الْعَدْلُ عِنْدِي فَعِنْدَ مَنْ يَكُونُ؟ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نَقْتُلُهُ؟ قَالَ: «لَا، دَعُوهُ فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لَهُ شِيعَةٌ يَتَعَمَّقُونَ فِي الدِّينِ حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهُ كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَيَنْظُرُ فِي النَّصْلِ فَلَا يُوْجَدُ شَيْءٌ ثُمَّ فِي الْقَدَحِ فَلَا يُوْجَدُ شَيْءٌ ثُمَّ فِي الْفُوقِ فَلَا يُوْجَدُ شَيْءٌ سَبَقَ الْفَرْتُ وَالْدَمُ»

1505 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا يَعْقُوبُ، نَا أَبِي، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ أَبُو جَعْفَرٍ، مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي عُبَيْدَةَ وَسَمَّاهُ ذَا الْخُوَيْصِرَةِ

1504 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, ইয়াকুব ইবন ইব্রাহিম আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আমার পিতা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আবু ইসহাক থেকে, আবু উবাইদা ইবন মুহাম্মদ ইবন আম্মার ইবন ইয়াসির আমাকে বর্ণনা করেছেন, মিকসাম আবুল কাসিম থেকে, যিনি আবদুল্লাহ ইবন আল-হারিস ইবন নাওফালের মুক্ত দাস (মাওলা), তিনি বলেছেন:

আমি এবং তালীদ ইবন কিলাব আল-লায়সী বের হলাম, এমনকি আমরা আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আল-আস (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন)-এর কাছে পৌঁছলাম **পৃষ্ঠা: ৬৩২** যখন তিনি বাইতুল্লাহর তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করছিলেন এবং তার জুতা দুটি হাতে ঝুলানো ছিল। আমরা তাকে বললাম: আপনি কি রাসূলুল্লাহ (আল্লাহ তাঁর উপর সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন)-এর সাথে উপস্থিত ছিলেন যখন তামিমী লোকটি হুনাইনের দিন তাঁর সাথে কথা বলেছিল? তিনি বললেন: হ্যাঁ, বনু তামিমের এক ব্যক্তি যার নাম যুল-খুওয়াইসিরাহ, এসে রাসূলুল্লাহ (আল্লাহ তাঁর উপর সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন)-এর কাছে দাঁড়াল যখন তিনি মানুষকে উপদেশ দিচ্ছিলেন। সে বলল: হে মুহাম্মদ, এই দিনে আপনি যা করেছেন তা আমি দেখেছি। রাসূলুল্লাহ (আল্লাহ তাঁর উপর সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন) বললেন: «আর আপনি কেমন দেখলেন?» সে বলল: আমি আপনাকে ন্যায়পরায়ণতা করতে দেখিনি। বর্ণনাকারী বলেন: তখন রাসূলুল্লাহ (আল্লাহ তাঁর উপর সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন) রাগান্বিত হলেন, তারপর বললেন: "তোমার জন্য দুর্ভোগ! যদি আমার কাছে ন্যায় না থাকে, তবে আর কার কাছে থাকবে?" তখন উমার ইবন আল-খাত্তাব (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) বললেন: হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি তাকে হত্যা করব না? তিনি বললেন: «না, তাকে ছেড়ে দাও। কারণ তার এমন এক দল (শিয়া) হবে যারা দীনের মধ্যে গভীরভাবে প্রবেশ করবে, এমনকি তারা দীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর শিকার করা প্রাণী থেকে বেরিয়ে যায়। অতঃপর তীরের অগ্রভাগে (ফলায়) দেখা হবে, সেখানে কিছু পাওয়া যাবে না; তারপর তীরের কাঠে দেখা হবে, সেখানে কিছু পাওয়া যাবে না; তারপর তীরের শেষ প্রান্তে দেখা হবে, সেখানেও কিছু পাওয়া যাবে না। এটি গোবর ও রক্তকে অতিক্রম করে চলে যাবে।»

1505 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, ইয়াকুব আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আমার পিতা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, ইবন ইসহাক থেকে, তিনি বলেছেন: মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন হুসাইন আবু জাফর আমাকে আবু উবাইদার হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং তাকে যুল-খুওয়াইসিরাহ নামে অভিহিত করেছেন।

1506 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكَيْعٌ، نَا إِسْرَائِيلُ، عَنِ ابْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَمَّا بَلَغَهَا قَتْلُ الْمُخَدَجِ قَالَتْ: «لَقَدْ قُتِلَ شَيْطَانُ الرَّذْهَةِ» قَالَ: وَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ: «لَقَدْ قُتِلَ جَانُّ الرَّذْهَةِ»

1506 - আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি ওয়াকী থেকে, তিনি ইসরাঈল থেকে, তিনি ইবনু আবি ইসহাক থেকে, তিনি এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যখন আয়েশা (আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন)-এর নিকট আল-মাখদাজের হত্যার খবর পৌঁছল, তখন তিনি বললেন: "নিশ্চয়ই জলাশয়ের শয়তানকে হত্যা করা হয়েছে।" বর্ণনাকারী বলেন: সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস বলেছেন: "নিশ্চয়ই জলাশয়ের জিনকে হত্যা করা হয়েছে।"

(ص: 633) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1507 - حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَطَّارُ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: خَرَجَ ابْنُ عُمَرَ مِنَ الْمَدِينَةِ يُرِيدُ الْحَجَّ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ الْحُرُورِيَّةَ قَدْ خَرَجَتْ. فَقَالَ: "أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ جَعَلْتُهَا عُمْرَةً. فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْبَيْدَاءِ قَالَ: إِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ كُنْتُ جَعَلْتُهَا عُمْرَةً وَإِنِّي قَدْ أَصَفْتُ إِلَيْهَا حَجَّةً"

1507 - আবুর রাবী‘ আয-যাহরানী আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, সুলায়মান ইবন দাউদ আল-আত্তার আল-মাক্কী আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, মুসা ইবন উকবাহ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, নাফি‘ থেকে, তিনি বলেছেন: ইবন উমার হজ করার উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে বের হলেন। তখন তাঁকে বলা হলো: "নিশ্চয়ই হারুরীয়াহ (সম্প্রদায়) বের হয়েছে।" তিনি বললেন: "আমি তোমাদের সাক্ষী রাখছি যে, আমি এটাকে উমরাহ স্থির করেছি।" যখন তিনি বাইদা নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন তিনি বললেন: "আমি তোমাদের সাক্ষী রাখছি যে, আমি এটাকে উমরাহ করেছিলাম এবং আমি এর সাথে হজ যোগ করেছি।"

(ص: 633) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1508 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، نَا حِزَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْعَامِرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يَسِيرِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى سَهْلِ بْنِ حَنِيفٍ بِالْمَدِينَةِ فَقُلْتُ: حَدَّثَنِي بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحُرُورِيَّةِ فَقَالَ: أَحَدَثُكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ " قَوْمًا يَخْرُجُونَ مِنْ هَاهُنَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْعِرَاقِ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَبْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَبْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ قَالَ: قُلْتُ هَلْ ذَكَرَ لَهُمْ عَلَامَةٌ قَالَ: هَذَا مَا سَمِعْتُهُ لَا أَزِيدُكَ "

১৫০৮ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, হাশিম ইবনু কাসিম আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, হিয়াম ইবনু ইসমাঈল আল-আমিরী আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু ইসহাক আশ-শাইবানী থেকে, তিনি ইয়াসীর ইবনু আমর থেকে বর্ণনা করেন। ইয়াসীর ইবনু আমর বলেন: আমি মাদীনায় সাহল ইবনু হুনাইফ (রাঃ)-এর কাছে গেলাম এবং বললাম: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হারুরীয়াহ (খারিজী) সম্পর্কে যা শুনেছেন, তা আমাকে বলুন। তিনি বললেন: আমি আপনাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হারুরীয়াহ (খারিজী) সম্পর্কে যা শুনেছি, তাই বলব; এর বেশি কিছু যোগ করব না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, "এমন একটি সম্প্রদায় এখান থেকে বের হবে"— এবং তিনি তাঁর হাত দিয়ে ইরাকের দিকে ইশারা করলেন— "তারা কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, যেমন তীর লক্ষ্যবস্তু ভেদ করে বেরিয়ে যায়।" ইয়াসীর ইবনু আমর বলেন: আমি বললাম: তাদের জন্য কি কোনো নিদর্শন উল্লেখ করেছেন? তিনি বললেন: আমি এতটুকুই শুনেছি, এর বেশি কিছু যোগ করব না।

(ص: 634) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1509 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا أَبُو كَامِلٍ، نَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُهَّانٍ، قَالَ: " كَانَتْ الْخَوَارِجُ تَدْعُونِي حَتَّى كِدْتُ أَنْ أَدْخُلَ مَعَهُمْ فَرَأَتْ أَبِي بِلَالٍ فِي النَّوْمِ أَنَّ أَبَا بِلَالٍ كَلَّبَ أَهْلَهُ أُسُودَ عَيْنَاهُ تَذَرِفَانِ قَالَ: فَقَالَتْ بِأَيِّ أَنتَ يَا أَبَا بِلَالٍ مَا

شَأْنُكَ أَرَأَيْكَ هَكَذَا؟ قَالَ: جُعِلْنَا بَعْدَكُمْ كِلَابَ النَّارِ، وَكَانَ أَبُو بِلَالٍ مِنْ رُءُوسِ الْخَوَارِجِ

"

১৫০৯ - আমার পিতা আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন) আবু কামিল আমাদের বর্ণনা করেছেন, হাম্মাদ – অর্থাৎ ইবনে সালামাহ – আমাদের বর্ণনা করেছেন, সাঈদ ইবনে জুমহান থেকে, তিনি বলেন: "খাওয়ারেজরা আমাকে তাদের দিকে আহ্বান করত, এমনকি আমি প্রায় তাদের সাথে যোগ দিতে যাচ্ছিলাম। অতঃপর আবু বিলালের বোন স্বপ্নে দেখলেন যে আবু বিলাল একটি লোমশ কালো কুকুর যার চোখ থেকে জল ঝরছে। (সাঈদ) বলেন: তখন সে (আবু বিলালের বোন) বলল, আমার পিতা আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত হোক হে আবু বিলাল! আপনার কী হয়েছে? আমি আপনাকে এমন অবস্থায় দেখছি কেন? সে বলল, তোমাদের (পথভ্রষ্ট হওয়ার) পর আমাদের জাহান্নামের কুকুর বানানো হয়েছে। আর আবু বিলাল ছিল খাওয়ারেজদের প্রধানদের একজন।"

(ص: 634) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1510 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ شُبَيْخٍ الْغِيلَانِيُّ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُصَلِّي عِنْدَ الرِّوَالِ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى جَرِيدَةٍ إِذَا قَامَ اعْتَمَدَ عَلَيْهَا وَإِذَا رَكَعَ أَسْنَدَهَا إِلَى الْحَائِطِ وَإِذَا سَجَدَ اعْتَمَدَ عَلَيْهَا "

1510 - আমার পিতা আমাকে শুনিয়েছেন। ইয়াহইয়া ইবনু আবি যাইদা আমাদেরকে (বর্ণনা করেছেন) ইকরিমা ইবনু আম্মার থেকে। ইকরিমা বলেছেন: আমাকে আসিম ইবনু শুমাইখ আল-গাইলানি শুনিয়েছেন, তিনি বলেছেন: আমি আবু সাঈদ আল-খুদরিকে (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) দুপুরের সূর্য ঢলে পড়ার (যাওয়াল) সময় সালাত আদায় করতে দেখেছি। তিনি একটি খেজুর ডালের উপর ভর করে ছিলেন। যখন তিনি দাঁড়াতে, তিনি সেটির উপর ভর দিতেন। আর যখন তিনি রুকু করতেন, তখন সেটি দেয়ালের দিকে ঠেস দিয়ে রাখতেন। এবং যখন তিনি সিজদা করতেন, তখন সেটির উপর ভর দিতেন।

(ص: 634) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1511 - حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ، نَا دَيْكَمُ أَبُو غَالِبٍ، عَنْ مَيْمُونِ الْكُرْدِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَبْرُقُ مَارِقَةٌ فِي فِرْقَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَقْتُلُهَا أُولَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ»

১৫১১ - আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন হুদবাহ ইবনু খালিদ আল-আযদী, তিনি দাইলাম আবু গালিবের সূত্রে, তিনি মাইমুন আল-কুরদীর সূত্রে, তিনি আবু উসমান আন-নাহদীর সূত্রে, তিনি আবু সাঈদ আল-খুদরীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "মুসলমানদের একটি দলের মধ্য থেকে একটি ধর্মচ্যুত দল বেরিয়ে আসবে। দুই দলের মধ্যে যে দলটি সত্যের অধিক নিকটবর্তী, তারাই তাদেরকে হত্যা করবে।"

(ص: 635) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1512 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكِيعٌ، نَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ شَيْخٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَلَفَ فِي الْيَمِينِ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ لَيُخْرِجَنَّ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ أَعْمَالَكُمْ عِنْدَ أَعْمَالِهِمْ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَسْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَبْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ» قَالُوا: فَهَلْ مِنْ عَلَامَةٍ يُعْرَفُونَ بِهَا؟ قَالَ: «فِيهِمْ رَجُلٌ ذُو ثَدْيَةٍ مُحَلَّقِي رُءُوسِهِمْ» قَالَ: أَبُو سَعِيدٍ فَحَدَّثَنِي عَشْرُونَ أَوْ بَضْعُ وَعَشْرُونَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَلِيًّا وَلِيَّ قَتْلَهُمْ قَالَ: فَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ بَعْدَ مَا كَبِرَ وَيَدَاهُ تَرْتَعِشَانِ يَقُولُ إِنَّ قَتْلَهُمْ عِنْدِي أَجَلٌ مِنْ قِتَالِ عِدَّتِهِمْ مِنَ التُّرْكِ "

1512 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, ওয়াকী বর্ণনা করেছেন, ইকরিমা ইবনে আম্মার বর্ণনা করেছেন, আছিম ইবনে শুমাইখ থেকে, আবু সাঈদ আল-খুদরি (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক তাঁর উপর) যখন শপথ করতেন, তখন বলতেন: "যার হাতে আবুল কাসিমের প্রাণ, তাঁর কসম! অবশ্যই এমন এক সম্প্রদায় বের হবে, তোমরা যাদের কাজের তুলনায় নিজেদের কাজকে তুচ্ছ মনে করবে। তারা কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা ইসলাম

থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, যেমন তীর শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়।" তারা জিজ্ঞেস করল: "তাদের চেনার জন্য কি কোনো আলামত (চিহ্ন) আছে?" তিনি বললেন: "তাদের মধ্যে এমন একজন লোক থাকবে যার একটি স্তন সদৃশ অঙ্গ থাকবে, এবং তারা তাদের মাথা মুগুনকারী হবে।" আবু সাঈদ (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন) বললেন: রাসূলুল্লাহ (আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক তাঁর উপর)-এর বিশজন অথবা বিশের কিছু বেশি সংখ্যক সাহাবী আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, আলী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন) তাদের হত্যার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন: আমি আবু সাঈদ (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন)-কে বৃদ্ধাবস্থায় দেখেছি, যখন তাঁর হাত কাঁপছিল, তিনি বলছিলেন: "আমার কাছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ তুর্কিদের সমসংখ্যক ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার চেয়েও মহত্তর।"

(ص: 635) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1513 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا إِسْحَاقُ بْنُ يُونُسَ يَعْنِي الْأَزْرَقَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْخَوَارِجُ هُمُ كِلَابُ النَّارِ»

১৫১৩ - আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, ইসহাক ইবনু ইউসুফ অর্থাৎ আল-আযরাক আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আ'মশ থেকে, ইবনু আবী আওফা থেকে। তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: “খাওয়ারিজরা হলো জাহান্নামের কুকুর।”

(ص: 635) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1514 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَوْ قَالَ: سَمِعْتُ، أَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتَلَ فِئَتَانِ عَظِيمَتَانِ دَعَوَاهُمَا فِي الدِّينِ وَاحِدَةٌ تَبْرُقُ بَيْنَهُمَا مَارِقَةٌ يَقْتُلُهَا أَوْلَاهُمَا بِالْحَقِّ»

1514 - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আব্দুর রাযযাক আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, মামার আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আলী ইবনু যায়দ ইবনু জুদআন থেকে, আবু

নাদরাহ থেকে, আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। অথবা (বর্ণনাকারী) বলেছেন: আমি আবু সাঈদ আল-খুদরি (রাঃ)-কে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন যে: "কেয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না দুটি মহান দল একে অপরের সাথে যুদ্ধ করবে। তাদের উভয়ের দাবি হবে দ্বীনের ব্যাপারে এক (অভিন্ন)। তাদের উভয় দলের মধ্য থেকে একটি পথভ্রষ্ট (মারিকাহ) দল বেরিয়ে আসবে। তাদের মধ্যে যে দল সত্যের অধিক নিকটবর্তী, তারাই সেই পথভ্রষ্ট দলকে হত্যা করবে।"

(ص: 635) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1515 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكَيْعٌ، حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْعَجَلِيُّ، عَنْ أَبِي مُؤْمِنٍ الْوَائِلِيِّ [ص: 636]، قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ فَرَعَ مِنْ قِتَالِهِمْ قَالَ: «انْظُرُوا فَإِنَّ فِيهِمْ رَجُلًا مُخَدَّجَ الْيَدِ» فَطَلَبُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " مَا كَذَبْتُ وَلَا كُذِّبْتُ قَالَ: فَقَامَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَخْرَجَهُ مِنْ تَحْتِ سَاقِيَةٍ فَخَرَّ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَاجِدًا "

১৫১৫ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, ওয়াকী আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, সুওয়াইদ ইবনু উবাইদ আল-ইজলী আমাকে বর্ণনা করেছেন, আবু মুমিন আল-ওয়াইলি থেকে। **পৃষ্ঠা: ৬৩৬**। তিনি (আবু মুমিন) বললেন: আমি আলী, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন, তাঁকে দেখেছি, যখন তিনি তাদের সাথে যুদ্ধ শেষ করলেন। তিনি (আলী) বললেন: "তোমরা তন্ন তন্ন করে দেখ, কারণ তাদের মধ্যে একজন লোক আছে যার হাত অসম্পূর্ণ।" অতঃপর তারা তাকে খুঁজতে লাগলো, কিন্তু তারা তাকে খুঁজে পেল না। তখন আলী, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন, বললেন: "আমি মিথ্যা বলিনি এবং আমাকে মিথ্যা বলা হয়নি।" তিনি (আবু মুমিন) বললেন: অতঃপর আলী, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন, দাঁড়ালেন এবং একটি খালের নিচ থেকে তাকে বের করলেন। অতঃপর আলী, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন, সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন।

(ص: 636) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1516 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكَيْعٌ، نَا بَسَامٌ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: سَأَلَ ابْنُ الْكَوَّاءِ عَلِيًّا عَنْ {الْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا} قَالَ: «مِنْهُمْ أَهْلُ حُرُورَاءَ»

1516 - আমার পিতা আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, ওয়াকী বর্ণনা করেছেন, বাসসাম বর্ণনা করেছেন, আবু তুফাইল থেকে, তিনি বলেছেন: ইবনুল কাওয়াহ আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন {যারা কর্মের দিক থেকে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত} সম্পর্কে, তিনি বললেন: «তাদের মধ্যে হারুয়াবাসীরাও রয়েছে»।

(ص: 636) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1517 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكَيْعٌ، نَا حَسَنٌ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ الْأَسَدِيِّ، عَنْ خَالٍ لَهُ قَالَ: سَبَعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: «إِنَّ نَجْدَةَ وَأَصْحَابَهُ عَرَضُوا لِعَبْدٍ لَنَا وَلَوْ كُنْتُ فِيهِمْ لَجَاهَدْتُهُمْ»

1517 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, ওয়াকী বর্ণনা করেছেন, হাসান অর্থাৎ ইবনে সালিহ বর্ণনা করেছেন, আবু নাআমা আল-আসাদী থেকে, তাঁর মামা থেকে, যিনি বলেছেন: আমি ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে বলতে শুনেছি: «নিশ্চয়ই নজদাহ ও তার সঙ্গীরা আমাদের একটি কাফেলার সম্মুখীন হয়েছিল। আমি যদি তাদের মধ্যে থাকতাম, তবে আমি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতাম।»

(ص: 636) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1518 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: أَخْبَرَ ابْنُ [ص: 637] عُمَرَ، أَنَّ نَجْدَةَ لَا قِيَهُ فَحَلَ شَرَجَ سَيْفِهِ فَأَشْرَجْتُهُ ثُمَّ مَرَّ بِهِ فَحَلَّهُ أَيْضًا فَأَشْرَجْتُهُ ثُمَّ مَرَّ بِهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: «مَنْ أَشْرَجَ هَذَا، كَأَنَّهُ لَيْسَ فِي أَنْفُسِكُمْ مَا فِي أَنْفُسِنَا؟»

১৫১৮ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আবদুর রায়যাক আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, মামার আমাদেরকে অবহিত করেছেন, তিনি আইয্যুব থেকে, তিনি নাবি থেকে। নাবি বলেন:

ইবনু পৃষ্ঠা: ৬৩৭ উমারকে জানানো হলো যে, নাজদাহ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাঁর তরবারির বন্ধনী খুলে দিলেন। তখন আমি তা বেঁধে দিলাম। এরপর তিনি (নাজদাহ) তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন এবং সেটি পুনরায় খুলে দিলেন। তখন আমি তা আবার বেঁধে দিলাম। এরপর তিনি তৃতীয়বার তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। তখন তিনি (ইবনু উমার) বললেন: "এটি কে বেঁধেছে? যেন তোমাদের অন্তরে তা নেই যা আমাদের অন্তরে আছে?"

(ص: 637) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1519 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكِيعٌ، نَا عُثْمَانُ بْنُ الشَّحَامِ أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَيُخْرَجُ قَوْمٌ أَحْدَاءُ أَشْدَاءَ ذَلِيقَةٍ أَلْسِنَتُهُمْ بِالْقُرْآنِ يَقْرَءُونَهُ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ إِذَا لَقِيَتْهُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ فَإِنَّهُ يُوجَرُ قَاتِلُهُمْ»

১৫১৯ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, ওয়াকী থেকে। ওয়াকী বর্ণনা করেছেন উসমান ইবনুশ শাহহাম আবু সালামা থেকে। উসমান ইবনুশ শাহহাম আবু সালামা বর্ণনা করেছেন মুসলিম ইবনু আবী বাকরাহ থেকে, যিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (মুসলিম ইবনু আবী বাকরাহর পিতা) বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "অচিরেই এমন এক সম্প্রদায় বের হবে যারা হবে তীক্ষ্ণভাষী ও কঠোর। তাদের জিহ্বা কুরআন তিলাওয়াতে অত্যন্ত সাবলীল হবে। তারা তা পাঠ করবে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। যখন তোমরা তাদের মুখোমুখি হবে, তখন তাদের হত্যা করবে; কারণ তাদের হত্যাকারী পুরস্কৃত হবে।"

(ص: 637) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1520 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا بِهِزٌ، وَعَفَّانٌ، قَالَا: نَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، نَا سَعِيدُ بْنُ جُبْهَانَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى نَقَاتِلُ الْخَوَارِجَ وَقَدْ لَحِقَ غُلَامٌ لِابْنِ أَبِي أَوْفَى بِالْخَوَارِجِ فَنَادَيْنَاهُ يَا فَيُّوُزُ هَذَا ابْنُ أَبِي أَوْفَى فَقَالَ: نِعَمَ الرَّجُلُ لَوْ هَاجَرَ قَالَ:

«مَا يَقُولُ عَدُوُّ اللَّهِ» يَقُولُ: نِعَمَ الرَّجُلُ لَوْ هَاجَرَ فَقَالَ «أَهْجِرَةٌ بَعْدَ هِجْرَتِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» قَالَ: بَهْزٌ فِي حَدِيثِهِ: يُرَدِّدُهَا ثَلَاثًا. سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ» فَقَالَ عَفَّانُ وَيُونُسُ: «لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوهُ» ثَلَاثًا "

1520 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, বাহয ও আফফান আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তারা উভয়ই বলেছেন: হাম্মাদ, অর্থাৎ ইবনু সালামা, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন; তিনি সাঈদ ইবনু জুমহান থেকে বর্ণনা করেছেন। সাঈদ ইবনু জুমহান বলেন: আমরা আব্দুল্লাহ ইবনু আবী আওফার সাথে খাওয়ারিজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলাম। ইবনু আবী আওফার এক গোলাম খাওয়ারিজদের সাথে যোগ দিয়েছিল। তখন আমরা তাকে ডাকলাম, "হে ফিরোজ! এই যে ইবনু আবী আওফা!" সে বলল, "কী চমৎকার লোক, যদি সে হিজরত করত!" (ইবনু আবী আওফা) বললেন, "আল্লাহর শত্রু কী বলছে?" (তাকে বলা হলো) সে বলছে, "কী চমৎকার লোক, যদি সে হিজরত করত!" তখন তিনি (ইবনু আবী আওফা) বললেন, "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে আমার হিজরতের পর কি আর কোনো হিজরত আছে?" বাহয তাঁর বর্ণনায় বলেছেন: তিনি এটি তিনবার পুনরাবৃত্তি করেছেন। আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: "ধন্য সে, যে তাদের হত্যা করবে!" আফফান ও ইউনুস বলেছেন: "ধন্য সে, যে তাদের হত্যা করবে এবং তারা তাকে হত্যা করবে!" (এ কথা) তিনবার।

(ص: 637) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1521 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، نَا عُثْمَانُ الشَّحَامُ، نَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ وَسَأَلْتُهُ: هَلْ سَمِعْتَ فِي الْخَوَارِجِ، شَيْئًا؟ فَقَالَ سَمِعْتُ وَالِدِي أَبَا بَكْرَةَ، يَقُولُ: عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا إِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ أَشِدَّاءُ أَحْدَاءُ ذَلِيقَةٌ أَلَسِنَتُهُمْ بِالْقُرْآنِ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ [ص: 638]، أَلَا فَإِذَا رَأَيْتُهُمْ فَأَنْيِسُوهُمْ ثُمَّ إِذَا رَأَيْتُهُمْ فَأَنْيِسُوهُمْ فَأَلْمَأْجُورُ قَاتِلُهُمْ»

1521 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন; (তিনি) রাওহ ইবনু উবাদাহ থেকে, (তিনি) উসমান আশ-শাহহাম থেকে, (তিনি) মুসলিম ইবনু আবি বাকারাহ থেকে (বর্ণনা করেছেন)। উসমান আশ-শাহহাম বলেন, আমি মুসলিম ইবনু আবি বাকারাহকে জিজ্ঞেস করলাম: "আপনি কি খারেজীগণ সম্পর্কে কিছু শুনেছেন?" তিনি (মুসলিম) বললেন: "আমি আমার পিতা আবু বাকারাহকে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বলতে শুনেছি: «সাবধান! নিশ্চয়ই আমার উম্মতের মধ্য থেকে এমন কিছু লোক বের হবে, যারা কঠোর ও দুর্ধর্ষ হবে, তাদের জিহ্বা কুরআন পাঠে অত্যন্ত সাবলীল হবে, [তবে] তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না [পৃষ্ঠা: ৬৩৮]। সাবধান! যখন তোমরা তাদের দেখবে, তখন তাদের হত্যা করো। তারপর যখন তোমরা তাদের দেখবে, তখন তাদের হত্যা করো, কারণ তাদের হত্যাকারীই প্রতিদানপ্রাপ্ত।»"

(ص: 638) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1522 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكَيْعٌ، نَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ زِيَادِ بْنِ طَارِقٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ عَلِيًّا حِينَ أَخْرَجَ الْمُخْدَجَ عَلَى يَدِهِ ثَلَاثَ شَعْرَاتٍ خَرَّ سَاجِدًا» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّمَا هُوَ طَارِقُ بْنُ زِيَادٍ وَلَكِنْ كَذَا قَالَ وَكَيْعٌ

1522 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, ওয়াকী' আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, ইসরাঈল আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, ইবরাহীম ইবনু আবদিল-আ'লা থেকে, তিনি যিয়াদ ইবনু তারিক থেকে, তিনি বলেছেন: আমি আলী (রাঃ)-কে দেখেছি যখন তিনি মুখদাজকে (খাওয়ারিজদের নেতা, যার হাতে তিনটি লোম ছিল) বের করে আনলেন, তখন তিনি (আলী) সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন। আবদুল্লাহ বলেছেন: আসলে তিনি তো তারিক ইবনু যিয়াদ ছিলেন, কিন্তু ওয়াকী' এভাবেই (যিয়াদ ইবনু তারিক) বলেছেন।

(ص: 638) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1523 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكَيْعٌ، حَدَّثَنِي سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ شَيْخٍ لَهُمْ يُكْنَى أَبَا مُوسَى قَالَ: «رَأَيْتُ عَلِيًّا سَجَدَ حِينَ أُتِيَ بِالْمُخْدَجِ»

1523 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, ওয়াকী‘ বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান আমাকে বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইবন কায়স আল-হামাযানীর সূত্রে, তাঁদের এক শাইখের সূত্রে যার কুনিয়াত ছিল আবু মূসা। তিনি বলেছেন: “আমি আলীকে সিজদা করতে দেখেছি যখন আল-মাকদাজকে আনা হয়েছিল।”

(ص: 638) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1524 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: «الَّذِي يَقْتُلُهُ الْخَوَارِجُ لَهُ عَشْرَةُ أَنْوَارٍ فَضِلَ ثَمَانِيَّةٌ أَنْوَارٍ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الشُّهَدَاءِ»

1524 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, ইয়াযীদ ইবনু হারুন আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, হাম্মাদ ইবনু সালামাহ আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু ইমরান আল-জাওনি থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু রাবাহ থেকে, তিনি কাব থেকে বর্ণনা করেছেন। কাব বলেন: "যাকে খারেজিরা হত্যা করে, তার জন্য দশটি নূর (আলো) রয়েছে। অন্যান্য শহীদদের তুলনায় তাকে আটটি নূরের দ্বারা অধিক মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।"

(ص: 638) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1525 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكِيعٌ، نَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ذَكَرَ عِنْدَهُ الْخَوَارِجُ فَقَالَ: «هُمْ قَوْمٌ زَاغُوا فَأَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ»

1525 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন। ওয়াকিয়, তিনি ইবনু আবি খালিদ থেকে, তিনি মুসআব ইবনু সাদ থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে। তিনি (মুসআবের পিতা) বলেন: তাঁর কাছে খারেজিদের আলোচনা করা হলো। তখন তিনি বললেন: «তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে, ফলে আল্লাহ তাদের অন্তরকে বিভ্রান্ত করেছেন»

(ص: 638) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1526 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: لَمَّا ظَهَرَ نَجْدَةُ الْحُرُورِيِّ أَخَذَ الصَّدَقَاتِ قِيلَ لِسَكْمَةَ أَلَا تُبَاعِدُ مِنْهُمْ؟ قَالَ: فَقَالَ: «وَاللَّهِ لَا أُبَايِعُهُ وَلَا اتَّبِعُهُ أَبَدًا» قَالَ: «وَدَفَعَ صَدَقَتَهُ إِلَيْهِمْ»

1526 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, হাম্মাদ ইবনু মাসআদাহ আমাদেরকে ইয়াযীদ ইবনু আবী উবাইদ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (ইয়াযীদ) বলেছেন: যখন নাজদাহ আল-হারুরী আবির্ভূত হলেন এবং সাদাকাহ (যাকাত) সংগ্রহ করতে শুরু করলেন, তখন সালামাহকে জিজ্ঞেস করা হলো, "আপনি কি তাদের থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখবেন না?" তিনি (সালামাহ) বললেন: "আল্লাহর কসম! আমি কখনো তার হাতে বায়আত (আনুগত্যের শপথ) গ্রহণ করব না এবং তাকে অনুসরণও করব না।" তিনি (বর্ণনাকারী) বললেন: "এবং তিনি তার সাদাকাহ (যাকাত) তাদের কাছে দিয়ে দিলেন।"

(ص: 639) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1527 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَفَّانُ، نَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، قَالَ: زَعَمَ نَافِعُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ «يَرَى قِتَالَ الْحُرُورِيَّةِ حَقًّا وَاجِبًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ»

১৫২৭ - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আফফান আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, জুওয়াইরিয়া ইবনে আসমা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: নাসি' দাবি করেছেন যে, ইবনে উমার (রাতিয়াল্লাহু আনহু) মুসলিমদের উপর হারুরিয়াহদের সাথে যুদ্ধ করাকে সত্য ও অবশ্যকর্তব্য মনে করতেন।

(ص: 639) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1528 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ «أَرَادَ أَنْ يُقَاتِلَ نَجْدَةَ حِينَ أَتَى الْمَدِينَةَ يُغِيرُ عَلَى ذُرَارِيهِمْ» فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ لَا يُبَايِعُونَكَ عَلَى هَذَا قَالَ: «فَتَرَكَهُ»

1528 - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মদ ইবনে বিশর আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, উবায়দুল্লাহ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, নাবি থেকে, যে ইবনে উমর নাজদার সাথে যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক ছিলেন যখন সে মদিনায় এসে তাদের সন্তানদের উপর আক্রমণ করছিল। তখন তাঁকে বলা হলো: "নিশ্চয়ই মানুষ এই বিষয়ে আপনার হাতে বাইয়াত (আনুগত্যের শপথ) করবে না।" তিনি বললেন: "তখন তিনি তা (যুদ্ধ) পরিত্যাগ করলেন।"

(ص: 639) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1529 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ، نَا خَالِدُ بْنُ يَحْيَى الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقٍ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ: «حَرُورِيٌّ مُحْكَمٌ فَخَرَجَ إِلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مُزَيْنَةَ بِأَسْيَافِهِمْ مِنْهُمْ عَائِذُ بْنُ عَمْرٍو»

1529 - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, মাহবুব ইবনুল হাসান বর্ণনা করেছেন, খালিদ, অর্থাৎ আল-হাদ্দা, আবু ইয়াস মুআবিয়া ইবন কুররা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: "একজন হারুরী (খারিজী) ছিল যে তার মতাদর্শে সুদৃঢ় ছিল। অতঃপর আল্লাহর রাসূলের (তাঁর উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক) সাহাবীদের মধ্য থেকে মুয়াইনা গোত্রের কিছু লোক তাদের তলোয়ার সহ তার বিরুদ্ধে বেরিয়ে এলেন। তাদের মধ্যে আইয ইবন আমরও ছিলেন।"

(ص: 640) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1530 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَفَّانُ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، نَا خَالِدُ بْنُ الْحَذَّاءُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ «خَرَجَ مُحْكَمٌ فِي زَمَانِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ رَهْطٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ عَائِذُ بْنُ عَمْرٍو»

১৫৩০ - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আফফান, ইয়াযীদ ইবন যুরাই, খালিদ আল-হাদ্দা, তিনি মুআবিয়া ইবন কুররা থেকে (বর্ণনা করেছেন): "রাসূলুল্লাহ (তাঁর প্রতি আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক)-এর সাহাবীগণের যুগে মুহকাম আত্মপ্রকাশ করে। ফলে রাসূলুল্লাহ

(তাঁর প্রতি আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক)-এর সাহাবীগণের একটি দল তরবারি নিয়ে তার বিরুদ্ধে বের হয়। তাদের মধ্যে ছিলেন আয়িয ইবন আমর।"

(ص: 640) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1531 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَفَّانُ، نَا سَلَامٌ أَبُو الْمُنْذِرِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، قَالَ: "خَرَجَ خَارِجِيٌّ بِالْكُوفَةِ فَقِيلَ: يَا أَبَا وَاثِلٍ، هَذَا خَارِجِيٌّ خَرَجَ فَقَتَلَ قَالَ: «وَاللَّهِ مَا أَعَزَّ هَذَا اللَّهُ مِنْ دِينٍ وَلَا دَفَعَ عَنْ مَظْلُومٍ هَذَا وَأَبِيكَ الْخَيْرُ»

1531 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, আফফান আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, সালাম আবুল মুনযির আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আসিম ইবনে বাহদালার সূত্রে, তিনি বলেছেন: "কুফায় একজন খারেজী বের হয়েছিল। অতঃপর বলা হলো: হে আবু ওয়াইল! এই সেই খারেজী যে বের হয়েছিল এবং (মানুষ) হত্যা করেছিল। তিনি বললেন: আল্লাহর কসম! আল্লাহ এই (পন্থাকে) কোনো ধর্ম হিসেবে সম্মানিত করেননি এবং এর দ্বারা কোনো মজলুমের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিরোধও করেননি। আর তোমার পিতার কসম, এর মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই।"

(ص: 640) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1532 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا أَبُو كَامِلٍ مُظَفَّرُ بْنُ مُدْرِكٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: «كُنَّا بِالْأَهْوَازِ نُقَاتِلُ الْخَوَارِجَ وَفِينَا أَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ فَجَاءَ إِلَى نَهْرٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي»

1532 - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে আবু কামিল মুজাফফার ইবনু মুদরিক বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে হাম্মাদ ইবনু সালামা বর্ণনা করেছেন, আযরাক ইবনু কায়স থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: "আমরা আহওয়ায শহরে ছিলাম। আমরা খারেজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলাম এবং আমাদের মধ্যে আবু বারযা আল-আসলামী উপস্থিত ছিলেন। তিনি একটি নদীর কাছে আসলেন এবং ওযু করলেন, অতঃপর নামায পড়ার জন্য দাঁড়ালেন।"

1533 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ مَوْلَى بَنِي الدَّيْلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: ذَكَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمٌ يَجْتَهِدُونَ فِي الْعِبَادَةِ اجْتِهَادًا شَدِيدًا فَقَالَ: «تِلْكَ ضَرَاوَةُ الْإِسْلَامِ وَشَرَّتُهُ وَلِكُلِّ شَرَّةٍ فِتْرَةٌ فَمَنْ كَانَتْ [ص: 641] فِتْرَتُهُ إِلَى الْإِقْتِصَادِ فَلَا مُمْ مَا هُوَ وَمَنْ كَانَتْ فِتْرَتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْهَالِكُونَ»

1533 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, ইয়াযীদ ইবনু হারুন আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক আবু আয-যুবাইর থেকে, তিনি আবু আল-আব্বাস, বানু আদ-দাইল-এর মাওলা থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেছেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে এমন কিছু লোকের কথা উল্লেখ করা হলো যারা ইবাদাতে অত্যন্ত কঠোর সাধনা করে। তখন তিনি বললেন: "এটা ইসলামের গভীর আগ্রহ ও প্রারম্ভিক উদ্দীপনা। আর প্রতিটি তীব্র উদ্দীপনার পর একটি ক্লান্তি বা বিরতি আসে। যার ক্লান্তি বা বিরতি (পৃষ্ঠা: ৬৪১) মধ্যপন্থা অবলম্বনের দিকে নিয়ে যায়, সে কতই না উত্তম! আর যার ক্লান্তি বা বিরতি এর (মধ্যপন্থার) বিপরীত দিকে নিয়ে যায়, তারাই হলো ধ্বংসপ্রাপ্ত।"

1534 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا هُشَيْمٌ، نَا حُصَيْنٌ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {يُحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا} [الكهف: 104] قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَهُمْ الْخَوَارِجُ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنَّهُمْ أَصْحَابُ الصَّوَامِعِ وَالْخَوَارِجُ الَّذِينَ زَاغُوا فَأَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ»

1534 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, হুশাইম আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, হুসাইন আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, মুসআব ইবনে সাদ থেকে, তিনি সাদ থেকে বর্ণনা করেছেন, মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর এই বাণী প্রসঙ্গে: {তারা মনে করে যে তারা উত্তম কাজ করছে} [সূরা কাহফ: ১০৪]। তিনি (সাদ) বললেন: আমি তাকে (মুসআবকে) বললাম, "তারা

কি খাওয়ারিজ?" তিনি বললেন: "না, বরং তারা হলো উপাসনালয়ের অনুসারীরা। আর খাওয়ারিজরা হলো তারাই যারা পথভ্রষ্ট হয়েছিল, ফলে আল্লাহ তাদের অন্তরকে বন্ধ করে দিয়েছেন।"

(ص: 641) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1535 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا هُشَيْمٌ، أَنَا الْعَوَّامُ، حَدَّثَنَا أَبُو غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، { " زَاغُوا أَرْزَغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ } [الصف: 5]، قَالَ: هُمُ الْخَوَارِجُ "

1535 - আমার পিতা আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে হুশাইম বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে আল-আওয়াম জানিয়েছেন, আমাদের কাছে আবু গালিব আবু উমামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন: "যখন তারা বিপথগামী হলো, আল্লাহ তাদের অন্তরকে বিপথগামী করে দিলেন।" [আস-সাফ: ৫] তিনি বললেন: "তারা হলো খাওয়ারিজ।"

(ص: 641) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1536 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكَيْعٌ، نَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حُصَيْنٍ، وَكَانَ صَاحِبَ شُرْطَةِ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَيَّ حَدِيثٍ شَأْنُوا»، يَعْني الْخَوَارِجَ

1536 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন। ওয়াকী‘ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। আল-আ‘মশ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি আবু ইসহাক সূত্রে, তিনি হুসাইন সূত্রে (বর্ণনা করেছেন)। আর হুসাইন ছিলেন আলী (রাঃ)-এর পুলিশ প্রধান। তিনি বলেন, আলী (রাঃ) বলেছেন: "আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন! তারা কোন্ হাদীসকে বিকৃত করেছে!" (এতে) তিনি খারেজীদেরকে উদ্দেশ্য করেছেন।

(ص: 641) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1537 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا ابْنُ نُمَيْرٍ، أَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: "لَمَّا سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ بَنَجْدَةَ قَدْ أَقْبَلَ وَأَنَّهُ يُرِيدُ الْمَدِينَةَ وَأَنَّهُ يَسْبِي النِّسَاءَ وَيَقْتُلُ الْوُلْدَانَ قَالَ: إِذَا لَا نَدَعُهُ وَذَاكَ وَهُمْ [ص: 642] بِقِتَالِهِ وَحَرَّضَ النَّاسَ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ لَا يُقَاتِلُونَ مَعَكَ وَنَخَافُ أَنْ تُتْرَكَ وَحَدَّكَ فَتُقْتَلَ، فَتَرَكَهُ "

১৫৩৭ - আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, ইবনে নুমাইর আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, উবাইদুল্লাহ নাফে থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: যখন ইবনে উমর (রা.) শুনলেন যে, নজদা অগ্রসর হয়েছে এবং সে মদীনার দিকে আসতে চাইছে, আর সে নারীদেরকে বন্দী করছে ও শিশুদের হত্যা করছে, তখন তিনি বললেন: "তাহলে আমরা তাকে এমনটি করতে দেব না।" এবং তিনি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সংকল্প করলেন ও মানুষকে (যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য) উৎসাহিত করলেন। পৃষ্ঠা: ৬৪২ তখন তাকে বলা হলো: "মানুষ আপনার সাথে যুদ্ধ করবে না এবং আমরা আশঙ্কা করি যে, আপনাকে একাকী ফেলে রাখা হবে, ফলে আপনি নিহত হবেন।" তখন তিনি (যুদ্ধ করার সংকল্প) পরিত্যাগ করলেন।

(ص: 642) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1538 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ، قَالَ: «خَرَجَ خَوَارِجٌ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَتَلُوهُ»

1538 - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আবু বকর ইবনে আইয়াশ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (আবু বকর) বলেছেন: আমি আবু ইসহাককে আবু আল-আহওয়াস থেকে বলতে শুনেছি। তিনি (আবু আল-আহওয়াস) বলেছেন: "খারিজীরা বিদ্রোহ করেছিল, তখন তিনি তাদের মোকাবিলায় বেরিয়েছিলেন, এবং তারা তাঁকে হত্যা করেছিল।"

(ص: 642) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1539 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا يَعْنِي ابْنَ أَبِي زَائِدَةَ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ عَلِيًّا أَخْرَجَهُ إِلَى الْخَوَارِجِ فَكَلَّمَهُمْ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمْ فَقَالَتْ الْخَوَارِجُ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصُونُ»

1539 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, ইয়াহইয়া ইবনু যাকারিয়া — অর্থাৎ ইবনু আবী যাইদা — আব্দুল মালিক থেকে, তিনি আতা থেকে, তিনি ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আলি (রা.) ইবনু আব্বাস (রা.)-কে খারিজিদের (খাওয়ারিজ) কাছে পাঠিয়েছিলেন। অতঃপর (ইবনু আব্বাস) তাদের সাথে আলোচনা করলেন এবং তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করলেন। তখন খারিজিরা বলল, "বরং তারা এক বিতর্কপ্রিয় জাতি।"

(ص: 642) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1540 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، أَخْبَرَنِي عَاصِمُ الْأَحْوَلُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، «أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْرَجَهُ إِلَى الْخَوَارِجِ فَكَلَّمَهُمْ»

1540 - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি ইয়াহইয়া ইবনু যাকারিয়া ইবনু আবী যাইদাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। ইয়াহইয়াকে আছিম আল-আহওয়াল অবহিত করেছেন। তিনি আওন ইবনু আব্দুল্লাহ থেকে শুনেছেন যে, উমার ইবনু আব্দুল আযীয তাকে (আওনকে) খাওয়ারিজদের কাছে পাঠিয়েছিলেন এবং তিনি (আওন) তাদের সাথে কথা বললেন।

(ص: 642) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1541 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنِي أَبُو الْوَضِيِّ الْقَيْسِيُّ، قَالَ: كُنْتُ فِي أَصْحَابِ عَلِيٍّ لَمَّا فَرَّغَ مِنْ أَهْلِ النَّهْرِ قَالَ: "اطْلُبُوا فِيهِمْ ذَا الشُّدَّةِ قَالَ: فَطَلَبُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَأَتَوْهُ فَقَالُوا: لَمْ نَجِدْهُ. قَالَ: اطلُبُوهُ فَإِنَّهُ فِيهِمْ قَالَ: فَطَلَبُوهُ فَوَجَدُوهُ فَأَتَى بِهِ، فَإِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَيْهِ وَلَهُ فِي أَحَدٍ مِنْكُمِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ لَيْسَ لَهُ يَدٌ غَيْرَهَا عَلَيْهَا شَعْرَاتٌ "

1541 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন; ইয়াযীদ ইবনে হারুন আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন; হিশাম ইবনে হাসসান আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন; আবুল ওয়াদী আল-কায়সী আমাকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবুল ওয়াদী) বলেছেন: আমি আলীর (রাঃ) সঙ্গীদের মধ্যে ছিলাম যখন তিনি নাহরের অধিবাসীদের (সাথে যুদ্ধ) সমাপ্ত করলেন। তিনি (আলী) বললেন: "তাদের মধ্যে যুত-ছুদায়িয়াহ (স্তনের অধিকারী ব্যক্তিকে) অনুসন্ধান করো।" অতঃপর তারা তাকে অনুসন্ধান করল কিন্তু পেল না। অতঃপর তারা তাঁর কাছে এসে বলল: "আমরা তাকে পাইনি।" তিনি (আলী) বললেন: "তাকে অনুসন্ধান করো, কারণ সে তাদের মধ্যেই আছে।" অতঃপর তারা তাকে অনুসন্ধান করল এবং তাকে পেল। অতঃপর তাকে আনা হলো। আমি তার দিকে তাকালাম এবং দেখলাম যে তার দুই কাঁধের এক কাঁধে নারীর স্তনের মতো একটি অংশ ছিল, যেটি হাত ছিল না এবং যার উপর কিছু লোম ছিল।

(ص: 643) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1542 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا وَكَيْعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، إِنَّهُ رَأَى رُءُوسًا مَنْصُوبَةً عَلَى دَرَجِ مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَقَالَ أَبُو أُمَامَةَ: «كَلَابُ النَّارِ» ثَلَاثًا «شَرُّ قَتْلَى تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ خَيْرُ قَتْلَى مَنْ قَتَلُوهُ» ثُمَّ قَرَأَ {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ} [آل عمران: 106] " قُلْتُ لِأَبِي أُمَامَةَ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ إِلَّا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سِتًّا أَوْ سَبْعًا مَا حَدَّثْتُكُمْ بِهِ

1542 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, ওয়াকী' বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ ইবনে সালামাহ থেকে, তিনি আবু গালিব থেকে, তিনি আবু উমামাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে। তিনি (আবু উমামাহ) দামেস্কের মসজিদের সিঁড়িতে কিছু কতিত মস্তক স্থাপিত দেখতে পেলেন। তখন আবু উমামাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তিনবার বললেন: "এরা জাহান্নামের কুকুর!" তিনি আরও বললেন: "আকাশের নিচে নিকৃষ্টতম নিহত ব্যক্তির হালা এরা, আর যারা এদের হাতে নিহত হয়েছে, তারা সর্বোত্তম নিহত ব্যক্তি।" অতঃপর তিনি পাঠ করলেন: "{যেদিন কিছু মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে এবং কিছু মুখমণ্ডল কালো হবে।}" (সূরা আলে ইমরান: ১০৬)। (বর্ণনাকারী বলেন,) "আমি আবু উমামাহকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি এটা রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছ থেকে শুনেছেন?" তিনি বললেন: "আমি যদি এটা দুবার, অথবা তিনবার, অথবা চারবার, অথবা পাঁচবার, অথবা ছবার, অথবা সাতবার না শুনতাম, তবে তোমাদের কাছে তা বর্ণনা করতাম না।"

(ص: 643) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1543 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا غَالِبٍ، يَقُولُ: لَبَّا أُتِيَ بِرُءُوسِ الْأَزَارِقَةِ فَنُصِبَتْ عَلَى دَرَجٍ دِمَشْقٍ جَاءَ أَبُو أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَبَّا رَأَاهُمْ دَمَعَتْ عَيْنَاهُ قَالَ: «كِلَابُ النَّارِ. كِلَابُ النَّارِ. ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، هَؤُلَاءِ شَرُّ قَتْلَى قُتِلُوا تَحْتَ أُدِيمِ السَّمَاءِ وَخَيْرُ قَتْلَى تَحْتَ أُدِيمِ السَّمَاءِ الَّذِينَ قَتَلَهُمْ هَؤُلَاءِ» قُلْتُ: فَمَا شَأْنُكَ دَمَعَتْ عَيْنَاكَ؟ قَالَ: رَحِمَهُ لَهُمْ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ. قُلْتُ: أَبْرَأِيكَ قُلْتُ هُمْ كِلَابُ النَّارِ أَوْ شَيْئًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: إِنِّي إِذَا لَجَرِيءٌ. بَلْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ وَلَا ثَلَاثًا. قَالَ: فَعَدَّ مِرَارًا ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ} [آل عمران: 106] حَتَّى بَلَغَ {هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [المجادلة: 17] ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى آخِرِهِ

১৫৪৩ - আমার পিতা আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেছেন, মামার বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি আবু গালিবকে বলতে শুনেছি: যখন আযারিকাদের মস্তকগুলো আনা হলো এবং দামেস্কের সিঁড়িতে স্থাপন করা হলো, তখন আবু উমামা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এলেন। যখন তিনি তাদের দেখলেন, তখন তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত হলো। তিনি বললেন: “জাহান্নামের কুকুর। জাহান্নামের কুকুর। জাহান্নামের কুকুর,” – তিনবার। “এরা হলো আসমানের নিচে নিহতদের মধ্যে নিকৃষ্টতম, এবং আসমানের নিচে নিহতদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো তারা, যাদেরকে এরা হত্যা করেছে।” আমি বললাম: আপনার কী হয়েছে যে আপনার চোখ অশ্রুসিক্ত? তিনি বললেন: তাদের প্রতি দয়া করে, কারণ তারা ইসলামের অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমি বললাম: আপনি কি আপনার নিজের মতামত অনুযায়ী বলেছেন যে, তারা জাহান্নামের কুকুর, নাকি এমন কিছু যা আপনি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন: যদি তাই হতো, তবে আমি অত্যন্ত দুঃসাহসী হতাম। বরং আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে এটি একবার, দুইবার কিংবা তিনবার নয়, বরং বহুবার শুনেছি। বর্ণনাকারী বলেন: অতঃপর তিনি (আবু উমামা) বহুবার গণনা করলেন, অতঃপর তিনি এই আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন: “যেদিন কিছু মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে এবং কিছু মুখমণ্ডল কালো হয়ে যাবে” [আল-ইমরান: ১০৬] যতক্ষণ না তিনি “তারা তাতে চিরকাল থাকবে” [আল-মুজাদালাহ: ১৭] পর্যন্ত পৌঁছালেন। অতঃপর তিনি অবশিষ্ট হাদিস বর্ণনা করলেন।

(ص: 643) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1544 - حَدَّثَنِي أَبُو خَيْثَمَةَ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، سَمِعَ أَبَا أُمَامَةَ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَهُ فَرَأَى رُءُوسًا مِنْ رُءُوسِ الْخَوَارِجِ عَلَى دَرَجٍ دِمَشْقَ فَقَالَ: «كَلَابُ النَّارِ كَلَابُ النَّارِ شَرُّ قَتْلَى وَخَيْرُ قَتْلَى مَنْ قَتَلُوهُ» قُلْتُ: يَا أَبَا أُمَامَةَ، سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، غَيْرَ مَرَّةٍ

1544 - আবু খায়সামা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ থেকে, তিনি আবু গালিব থেকে, তিনি আবু উমামাকে (রা.) বলতে শুনেছেন। আবু উমামা (রা.) বলেন: আমি তাঁর (এক ব্যক্তির) সাথে বের হলাম। অতঃপর আমি দামেস্কের সিঁড়িসমূহের উপরে খারেজিদের কিছু মাথা দেখতে পেলাম। তখন আমি (আবু উমামা) বললাম: "এরা জাহান্নামের কুকুর, এরা জাহান্নামের কুকুর! নিহতদের মধ্যে এরাই নিকৃষ্টতম, আর যাদেরকে তারা হত্যা করেছে, তারাই নিহতদের মধ্যে সর্বোত্তম।" আবু গালিব বলেন: আমি (আবু উমামাকে) বললাম: হে আবু উমামা! আপনি কি এই কথা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছ থেকে শুনেছেন? তিনি (আবু উমামা) বললেন: হ্যাঁ, একাধিকবার।

(ص: 644) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1545 - حَدَّثَنِي أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، نَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنْفِيُّ، نَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، نَا شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: وَقَفَ أَبُو أُمَامَةَ وَأَنَا مَعَهُ عَلَى رُءُوسِ الْحُرُورِيَّةِ

بِالشَّامِ عِنْدَ بَابِ مَسْجِدِ حِصَصٍ أَوْ دِمَشْقَ فَقَالَ لَهُمْ: «كَلَابُ النَّارِ» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا
«شَرُّ قَتْلَى تُظِلُّ السَّمَاءَ وَخَيْرُ قَتْلَى مَنْ قَتَلُوهُمْ» وَدَمَعَتْ عَيْنَا أَبِي أُمَامَةَ قَالَ رَجُلٌ:
أَرَأَيْتَ قَوْلَكَ لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ شَرُّ قَتْلَى تُظِلُّ السَّمَاءَ وَخَيْرُ قَتْلَى مَنْ قَتَلُوهُمْ أَشْيَاءٌ مِنْ قِبَلِ
رَأْيِكَ أَمْ شَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: مِنْ قِبَلِ رَأْيِي؟ إِنْ إِذَا
لَجَرِيءٌ، لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ حَتَّى عَدَّ
سَبْعَ مَرَّاتٍ مَا حَدَّثْتُكُمْ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: رَأَيْتَكَ دَمَعْتَ عَيْنَاكَ فَقَالَ: رَحْمَةً رَحِمْتُهُمْ
كَانُوا مُؤْمِنِينَ فَكَفَرُوا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا
وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ
وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ} [آل عمران: 106]

1545 - আবু খায়সামাহ যুহায়র ইবনে হারব আমাকে বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে উমার ইবনে ইউনুস আল-হানাফী বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে ইকরিমা ইবনে আম্মার বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে শাদ্দাদ ইবনে আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আবু উমামাহর সাথে আমি যখন ছিলাম, তখন তিনি শামের হাররিয়্যা সম্প্রদায়ের (খারিজিদের) লোকজনের সামনে হিমস অথবা দামেস্কের একটি মসজিদের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তাদের উদ্দেশ্যে বললেন: "জাহান্নামের কুকুর!" —এই কথা তিনি দুই বা তিনবার বললেন। (তিনি আরও বললেন) "আসমান যাদের উপর ছায়া ফেলে, তাদের মধ্যে এরাই হলো নিকৃষ্টতম নিহত, আর যাদেরকে তারা হত্যা করেছে, তারাই হলো উত্তম নিহত।" আর আবু উমামাহর দুচোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো। এক ব্যক্তি তাঁকে বললেন: "আপনি এই সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে যে কথা বললেন— আসমানের নিচে যারাই আছে, তাদের মধ্যে এরাই হলো নিকৃষ্টতম নিহত, আর যাদেরকে তারা হত্যা করেছে, তারাই হলো উত্তম নিহত—এটি কি আপনার নিজস্ব মতামত থেকে বলেছেন, নাকি এমন কিছু যা আপনি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে শুনেছেন?" তিনি বললেন: "আমার নিজস্ব মতামত থেকে (বলব)? তাহলে তো আমি বড়ই দুঃসাহসী! যদি আমি তা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে একবার বা দুবার না শুনতাম—(বর্ণনাকারী বলেছেন, এমনকি তিনি সাতবার পর্যন্ত এর পুনরাবৃত্তি করেছিলেন)—তাহলে আমি তোমাদেরকে এই হাদিস বর্ণনা করতাম না।" অতঃপর এক ব্যক্তি তাঁকে বললেন: "আমি দেখলাম আপনার দুচোখ অশ্রুসিক্ত হয়েছে!" তিনি বললেন: "আমি

তাদের প্রতি দয়া অনুভব করেছি। তারা মুমিন ছিল, কিন্তু তাদের ঈমানের পর কুফরি করেছে।" অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করলেন: "এবং তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী আসার পর বিভেদ সৃষ্টি করেছে এবং মতপার্থক্য করেছে। আর তাদের জন্যই রয়েছে কঠিন শাস্তি। যেদিন কিছু মুখ উজ্জ্বল হবে এবং কিছু মুখ কালো হবে। অতঃপর যাদের মুখ কালো হবে (তাদেরকে বলা হবে): তোমরা কি ঈমান আনার পর কুফরি করেছিলে?" [আলে ইমরান: ১০৬]

(ص: 644) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1546 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ وَهُوَ أَبُو ضَمْرَةَ الْمَدِينِيُّ قَالَ: سَبَعْتُ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ، يَقُولُ دَخَلَ أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دِمَشْقَ فَرَأَى رُءُوسَ أَهْلِ حُرُورَاءَ قَدْ نُصِبَتْ فَقَالَ: «كَلَابُ النَّارِ، ثَلَاثًا، شَرُّ قَتْلَى تَحْتَ ظِلِّ السَّمَاءِ مِنْ خَيْرِ قَتْلَى مَنْ قَتَلُوهُ» ثُمَّ بَكَى فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا أُمَامَةَ، هَذَا الَّذِي تَقُولُ مِنْ رَأْيِكَ أَوْ سَبَعْتَهُ؟ فَقَالَ: إِنِّي إِذَا لَجَرِيءٌ كَيْفَ أَقُولُ هَذَا عَنْ رَأْيِي وَلَكِنْ قَدْ سَبَعْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ. قَالَ: فَمَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ: أَبْكِي لِخُرُوجِهِمْ مِنَ الْإِسْلَامِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاتَّخَذُوا دِينَهُمْ شِيعًا "

১৫৪৬ - আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে আনাস ইবন ইয়ায বর্ণনা করেছেন, আর তিনি হলেন আবু দামরাহ আল-মাদীনী। তিনি বলেছেন: আমি সাফওয়ান ইবন সুলাইমকে বলতে শুনেছি, আবু উমামাহ আল-বাহিলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দামেস্কে প্রবেশ করলেন এবং সেখানে তিনি হারুরাবাসীদের কর্তিত মস্তক স্থাপিত দেখতে পেলেন। তখন তিনি বললেন: "এরা জাহান্নামের কুকুর!" — এই বাক্যটি তিনি তিনবার বললেন। "(এরা) আকাশের নিচে নিহতদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট, আর যাদেরকে তারা হত্যা করেছে, তারা নিহতদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।" এরপর তিনি ক্রন্দন করলেন। তখন একজন লোক তার কাছে এসে দাঁড়ালো এবং বললো: হে আবু উমামাহ, আপনি যা বলছেন, তা কি আপনার নিজস্ব মত, নাকি আপনি এটি শুনেছেন? তিনি (উত্তরে) বললেন: তাহলে তো আমি নিশ্চয়ই খুব দুঃসাহসী! আমি কীভাবে আমার নিজস্ব মতের ভিত্তিতে এ কথা বলতে পারি? তবে আমি এটি একবারও নয়, দুবারও নয় (বরং বহুবার) শুনেছি। সে (লোকটি) জিজ্ঞাসা করলো: তাহলে আপনাকে কিসে কাঁদাচ্ছে?

তিনি বললেন: আমি তাদের ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কারণে ক্রন্দন করছি। এরাই তারা যারা বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং তাদের ধর্মকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে নিয়েছে।

(ص: 645) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1547 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُكَيْتَةَ، أَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، نَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: ذُكِرَ لِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ فِيكُمْ قَوْمًا يَعْبُدُونَ وَيَذُأْبُونَ حَتَّى يُعْجِبُوا النَّاسَ وَتُعْجِبَهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَمُرُّونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمُرُّ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ»

1547 - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, ইসমাঈল – অর্থাৎ ইবন উলাইয়্যা – বর্ণনা করেছেন, সুলায়মান আত-তাইমী বর্ণনা করেছেন, আনাস ইবন মালিক বর্ণনা করেছেন। তিনি বললেন: আমাকে বলা হয়েছে যে, নবী, তাঁর প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি ও আশীর্বাদ বর্ষিত হোক, বলেছেন: «নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক থাকবে যারা ইবাদত করবে এবং কঠোর পরিশ্রম করবে, এমনকি তারা লোকদের মুক্ত করবে এবং তাদের নিজেদের আমলও তাদের মুক্ত করবে। তারা দীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর শিকারবস্তু ভেদ করে বেরিয়ে যায়।»

(ص: 645) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1548 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَا رَبَاحٌ، عَنْ مَعْبَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَكُونُ فِي أُمَّتِي اخْتِلَافٌ وَفُرْقَةٌ يَخْرُجُ فِيهِمْ قَوْمٌ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ سِيَمَاهُمْ الْحَلْقُ وَالتَّسْبِيدُ فَإِذَا رَأَيْتُوهُمْ فَأَنِيئُوهُمْ» قَوْلُهُ التَّسْبِيدُ يَعْنِي اسْتِئْصَالَ الشَّعْرِ

1548 - আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, ইব্রাহিম ইবনে খালিদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, রাব্বাহ আমাদেরকে জানিয়েছেন, মামার থেকে, কাতাদাহ থেকে, আনাস ইবনে মালিক থেকে, তিনি বলেছেন: আল্লাহর রাসূল (আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক তাঁর

উপর) বলেছেন: «আমার উম্মতের মধ্যে মতভেদ ও বিভেদ দেখা দেবে। তাদের মধ্যে এমন একদল লোক বেরিয়ে আসবে যারা কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তাদের বৈশিষ্ট্য হবে মাথা মুগুন করা এবং তাসবীদ। যখন তোমরা তাদের দেখতে পাবে, তখন তাদের হত্যা করবে।» তাঁর উক্তি ‘আত-তাসবীদ’ (التَّسْبِيدُ) অর্থ হলো চুল সম্পূর্ণভাবে অপসারণ করা।

(ص: 645) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1549 - حَدَّثَنِي أَبُو بَشِيرٍ بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ خَتْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئِ وَسَأَلَهُ مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ بِكَلَّةٍ قَالَ: أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي قَوْمٌ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَسْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَإِذَا لَقِيَتْهُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ»

১৫৪৯ - আবু বিশর বকর ইবনু খালাফ, যিনি আবু আব্দুর রহমান আল-মুকরির জামাতা, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। মাহমুদ ইবনু গাইলান মক্কায় তাঁকে এই হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আবু বিশর বলেন: আমাকে আব্দুর রাযযাক বর্ণনা করেছেন, তাঁকে মামার বর্ণনা করেছেন, তিনি কাতাদা থেকে, তিনি আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। আনাস (রাঃ) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: «আমার উম্মতের শেষ যুগে এমন একদল লোক আসবে যারা কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠাস্থি (কলারবোন) অতিক্রম করবে না। তারা দীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, যেমন তীর শিকার ভেদ করে দ্রুত বেরিয়ে যায়। সুতরাং যখন তোমরা তাদের পাবে, তখন তাদের হত্যা করবে।»

(ص: 646) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1550 - حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وسلم يَقْسِمُ قَسْمًا إِذْ جَاءَهُ ابْنُ ذِي الْخُوَيْصِرَةِ التَّيْسِيُّ فَقَالَ: اْعْدِلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ اْعْدِلْ؟» فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَأْتُنِي لِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " دَعُهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْتَقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَيَنْظُرُ فِي قُدْذِهِ فَلَا يُوْجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ فِي نَضِيهِ فَلَا يُوْجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ فِي نَصْلِهِ فَلَا يُوْجَدُ فِيهِ شَيْءٌ وَقَدْ سَبَقَ الْفَرْثُ وَالْدَّمُ آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ فِي إِحْدَى يَدَيْهِ، أَوْ قَالَ: إِحْدَى ثَدْيَيْهِ، كَثْدَى الْمَرْأَةِ، أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ، تَدْرَدُرُ وَيَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فِتْرَةٍ مِنَ النَّاسِ " فَزَلْتُ فِيهِمْ {وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْبِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ} [التوبة: 58] قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَإِنِّي أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ قَتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ جِيءَ بِالرَّجُلِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1550 - আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। (তিনি বলেন,) আব্দুর রাজ্জাক আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। (তিনি বলেন,) মামার আমাকে জানিয়েছেন, যুহরী থেকে, তিনি আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান থেকে, তিনি আবু সাঈদ আল-খুদরি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন। আবু সাঈদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিছু (সম্পদ) বন্টন করছিলেন, এমন সময় যুল-খুওয়াইসিরাহ আত-তামিমি-এর পুত্র তাঁর কাছে এসে বলল: "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ইনসাফ করুন (ন্যায়বিচার করুন)।" তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "তোমার জন্য দুর্ভোগ! আমি যদি ইনসাফ না করি, তবে আর কে ইনসাফ করবে?" তখন উমার ইবনে আল-খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাকে অনুমতি দেন যে, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই?" তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "তাকে ছেড়ে দাও। কারণ তার এমন কিছু সাথী আছে যে, তোমাদের কেউ তাদের সালাতের তুলনায় তার সালাতকে এবং তাদের সিয়ামের (রোযার) তুলনায় তার সিয়ামকে তুচ্ছ মনে করবে। তারা দীন (ধর্ম) থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, যেমন ধনুক থেকে তীর শিকার ভেদ করে দ্রুত বেরিয়ে যায়। এরপর (তীরের) পালকের দিকে তাকানো হবে, তাতে কিছু পাওয়া যাবে না; তারপর তার কাঠের অংশের দিকে তাকানো হবে, তাতেও কিছু পাওয়া যাবে না; এরপর তার ফলার

দিকে তাকানো হবে, তাতেও কিছু পাওয়া যাবে না। অথচ সে (তীর) গোবর ও রক্ত পেরিয়ে গেছে। তাদের নিদর্শন হলো একজন কালো পুরুষ, যার এক হাতে—অথবা (বর্ণনাকারী) বলেছেন: এক স্তনে—নারীর স্তনের মতো অথবা মাংসপিণ্ডের মতো একটি বর্ধিত অংশ থাকবে, যা দুলভে থাকবে। আর তারা মানুষের মধ্যে দুর্বলতা ও অস্থিরতার সময় আত্মপ্রকাশ করবে।" তাদের সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল হলো: "আর তাদের মধ্যে এমনও আছে যারা সাদাকাত (দান) বন্টন সম্পর্কে আপনাকে দোষারোপ করে।" [আত-তাওবাহ: ৫৮] আবু সাঈদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এই কথা আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে শুনেছি। এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, যখন আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাদের হত্যা করলেন এবং আমি তাঁর সাথে ছিলাম, তখন সেই পুরুষকে আনা হলো, যার বিবরণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দিয়েছিলেন।"

(ص: 646) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1551 - حَدَّثَنِي فِطْرُ بْنُ حَمَّادٍ بْنِ وَقِيدٍ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ [ص: 647]: «لَيُخْرَجَ قَوْمٌ بِالْمَشْرِقِ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ السَّهْمُ عَلَى فَوْقِهِ» قَالَ: قِيلَ: مَا سِيَاهُهُمْ؟ قَالَ: «سِيَاهُهُمُ الْخَلْقُ» أَوْ قَالَ: «التَّسْبِيْتُ»

1551 -

ফিতর ইবনু হাম্মাদ ইবনু ওয়াকিদ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: মাহদি ইবনু মাইমুন আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন থেকে, তিনি মাবাদ ইবনু সীরীন থেকে, তিনি আবু সাঈদ আল-খুদরি (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: [পৃষ্ঠা: ৬৪৭] "পূর্ব দিক থেকে এমন একদল লোকের উদ্ভব হবে যারা কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, যেমন তীর শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়। এরপর তারা দীনে আর ফিরে আসবে না, যতক্ষণ না তীর তার ধনুকের গোঁড়ায়

ফিরে আসে (যা অসম্ভব)।" বর্ণনাকারী বলেন: জিজ্ঞেস করা হলো, "তাদের চিহ্ন কী?" তিনি বললেন: "তাদের চিহ্ন হলো মাথা মুগুন।" অথবা তিনি বললেন: "সম্পূর্ণ মাথা কামানো (তাসবীত)।"

(ص: 647) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1552 - حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا غَسَّانُ بْنُ مُضَرَ، نَا أَبُو مَسْلَمَةَ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَمْرُقُ مَارِقَةٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَرْمِي رَمِيَّتَهُ فَيَنْفُذُهَا سَهْمُهُ فَتَنْطَلِقُ الرَّمِيَّةُ حَائِلَةً قَالَ: فَيَتَحَرَّكُ هُنَيْهَةً ثُمَّ يَقَعُ فَيَتَّبِعُ سَهْمُهُ فَيَنْظُرُ فِي النَّصْلِ فَلَا يَجِدُ بَيِّنَةً قَالَ: فَيَحْدِثُ نَفْسَهُ لَعْنُ كُنْتُ أَصَبْتُ لِأَجَدَنَّ بَيِّنَةً فِي الْقُدْذِ وَالْفُوقَتَيْنِ قَالَ: فَيَنْظُرُ فِي الْقُدْذِ وَالْفُوقَتَيْنِ فَلَا يَجِدُ بَيِّنَةً قَالَ: فَلَا يَتَعَلَّقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا كَمَا يَعْلَقُ ذَلِكَ السَّهْمُ مِنْ رَمِيَّتِهِ وَلَا يَعُودُونَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ: «يَقْرَأُونَ كِتَابَ اللَّهِ لَا يَعُدُّو تَرَاقِيَهُمْ» قَالَ: «يَحْتَقِرُ، أَوْ وَيَزْدَرِي، عَمَلُهُ عِنْدَ عِبْلِهِمْ سِيْبَاهُهُمُ التَّحْلِيْقُ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ، مَرَّتَيْنِ، يَتَوَلَّى قَتْلَهُمْ أَقْرَبُ الطَّائِفَتَيْنِ إِلَى الْحَقِّ» يَعْنِي أَصْحَابَ النَّهْرَوَانِ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَلَّى قَتْلَهُمْ أَهْلَ الْعِرَاقِ "

১৫৫২ - আমার কাছে বর্ণনা করেছেন নাসর ইবনে আলী। তাঁকে বর্ণনা করেছেন গাম্‌সান ইবনে মুদার। তাঁকে বর্ণনা করেছেন আবু মাসলামা সাঈদ ইবনে ইয়াযীদ, আবু নাদরা থেকে, তিনি আবু সাঈদ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "এই উম্মাহর মধ্য থেকে একটি দল এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, যেমন তীর লক্ষ্যবস্তু ভেদ করে বেরিয়ে যায়। নিশ্চয়ই একজন ব্যক্তি তার শিকারকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করে এবং তার তীর তা ভেদ করে বেরিয়ে যায়। অতঃপর শিকারটি বিচলিত অবস্থায় চলতে থাকে। তিনি (নবী সাঃ) বলেন: এটি কিছুক্ষণ নড়াচড়া করে, তারপর পড়ে যায়। শিকারী তার তীরটি অনুসরণ করে এবং তীরের ফলায় তাকিয়ে কোনো চিহ্ন খুঁজে পায় না। তিনি

বলেন: অতঃপর সে মনে মনে বলে, যদি আমি আঘাত করে থাকি, তবে অবশ্যই তীরের পালকে ও ফিতার খাঁজে কোনো চিহ্ন পাবো। তিনি বলেন: সে তীরের পালকে ও ফিতার খাঁজে দেখে, কিন্তু কোনো চিহ্ন খুঁজে পায় না। তিনি বলেন: সুতরাং তারা ইসলামকে এমনভাবে ধারণ করবে, যেমনটি ঐ তীর তার শিকারের সাথে সামান্য লেগে থাকে এবং তারা আর ইসলামের দিকে ফিরে আসবে না।" অতঃপর তিনি বললেন: "তারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করবে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না।" তিনি বলেন: "তাদের কর্মের তুলনায় একজন ব্যক্তি তার নিজের কর্মকে তুচ্ছ বা ঘৃণ্য মনে করবে। তাদের নিদর্শন হলো মাথা মুগুন করা। তারা সৃষ্টি ও সৃষ্টির নিকৃষ্টতম" (কথাটি দুবার বললেন)। "তাদের হত্যার দায়িত্ব নেবে সেই দুই দলের মধ্যে যারা সত্যের অধিক নিকটবর্তী।" অর্থাৎ, নাহরাওয়ানের অধিবাসীগণ। অতঃপর আবু সাঈদ বললেন: "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি ইরাকের অধিবাসীদের তাদের হত্যার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।"

(ص: 647) السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2

1553 - حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: نَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، نَا حَشْرَجُ بْنُ نُبَاتَةَ الْعُبَيْسِيِّ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُهْمَانَ، قَالَ: لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى وَهُوَ مُحْجُوبُ الْبَصَرِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ «يَا مَنْ أَنْتَ؟» قَالَ: قُلْتُ أَنَا سَعِيدُ بْنُ جُهْمَانَ قَالَ: «فَمَا فَعَلَ وَالِدُكَ؟» قَالَ: قُلْتُ: قَتَلْتُهُ الْأَزَارِقَةَ. قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْأَزَارِقَةَ لَعَنَ اللَّهُ الْأَزَارِقَةَ. حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّهُمْ كِلَابُ النَّارِ» قَالَ: قُلْتُ: الْأَزَارِقَةُ وَحَدَّثَهُمْ أَمِيرُ الْخَوَارِجِ كُلُّهَا قَالَ: لَا، بَلِ الْخَوَارِجُ كُلُّهَا "

1553 - আমার পিতা আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: হাশিম ইবনুল কাসিম আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, হাশরাজ ইবনু নুবাতা আল-আবাসি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, সাঈদ ইবনু জুমহান আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি আবদুল্লাহ ইবনু আবি আওফার সাথে এমন সময় সাক্ষাৎ করলাম যখন তিনি দৃষ্টিশক্তি রহিত ছিলেন। আমি তাঁকে সালাম দিলে তিনি আমাকে বললেন, তুমি কে? সাঈদ বললেন, আমি বললাম, আমি সাঈদ ইবনু জুমহান। তিনি (আবদুল্লাহ ইবনু আবি আওফা) বললেন, তোমার পিতার কী হয়েছে? সাঈদ বললেন, আমি বললাম, আযারিকারা তাকে হত্যা করেছে। তিনি

(আবদুল্লাহ ইবনু আবি আওফা) বললেন, আল্লাহ আযারিকাদের উপর অভিশাপ দিন! আল্লাহ আযারিকাদের উপর অভিশাপ দিন! আল্লাহ আযারিকাদের উপর অভিশাপ দিন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তারা জাহান্নামের কুকুর। সাঈদ বললেন, আমি বললাম, শুধু কি আযারিকারা, নাকি সকল খারিজিরাই? তিনি (আবদুল্লাহ ইবনু আবি আওফা) বললেন, না, বরং সকল খারিজিরাই।
